

4

106353





# হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত



ডপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিক্রিত

বিশ্বমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

[ পঞ্চদশ সংস্করণ ]

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, “বিশ্বমতী-বৈজ্ঞানিক-রোটারী-মুদ্রা”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

[ মূল্য ১৫ আশ্রাফ ১০০ টাকায় ]



## সূচীপত্র

১।	দ্বিতীয় অধ্যায় ...	১
২।	বীরবাহু কাব্য ...	৩
৩।	বৃন্দসংহার [ ১ম ] ...	৩৫
৪।	বৃন্দসংহার [ ২য় ] ...	৭৮
৫।	আশাকানন ...	১৩৪
৬।	ছান্দাময়ী ...	১৭৭
৭।	চিত্তবিকাশ ...	২০৬
৮।	দশমহাবিভা ...	২২৬
৯।	কবিতাবলী [ ভিন্নতর বিষয়ক ] ...	২৪১
১০।	বহুতরবিধক কবিতাবলী ...	২৮৮
১১।	অ-পূর্ণপ্রকাশিত কবিতা ...	৩৩২
১২।	বিবিধ কবিতা ...	৩১২
১৩।	নানা বিধক কবিতা ...	৩২৫

# চিন্তাতরঙ্গিণী

চল বাতাস বর জলের কল্লোল ।  
 চাঁদ রবি-ছবি লগ্নে খেলার হিল্লোল ॥  
 তর ঘীবে পাভা কাপে, পাখী করে গান ।  
 তাহিত বরণ ভাঙ্গ অস্তাচলে য ॥  
 চিত্র গগনময় কিরণের খটা ।  
 ছোঁ, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা ॥  
 রিখা ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন  
 চল শরীর সেবি মলয়-পবন ॥  
 দ সন্ধ্যাকালে খুঁধ পুরষ নবীন ।  
 য়ে মদীৰ কলে একা এক দিন ॥  
 টাটের আরতন হুচাফ বরণ ।  
 চেনের অভা তার মুবের কিরণ ॥  
 খলে মাছুষ বল মনে নাহি লয় ।  
 পুরবাসী বলি মনে ভ্রমে হয় ॥  
 পতে পড়িয়া যেন ধরাব তিতরে ।  
 কথ্য আদোচনা করিছে কাতবে ॥  
 দুট্টে এক দিকে রহি কড়কণ ।  
 হতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন ॥  
 বের অসাধ্য রোগ চিত্তায় বিকার ।  
 মীকার নাহি তার ব্যুঝাম সার ॥  
 লে এখনো কেন অন্তর আহার ।  
 খত হতেছে এত দহনে তাহার ॥  
 রমিকে এই সব অগতের শোভা ।  
 হুই আমার কাছে নহে মনোলোভা ॥  
 বে অলভনয় ভাসুর মতল ।  
 সব দেখে যেন জলন্ত অনল ॥  
 বে মেঘের মাঝে দিবাকর-ছটা ।  
 নাথ পাভা যেন নির্দূরের খটা ॥  
 জাখ দুখানল এই নদী-জল ;  
 ক ঘোহিত-বনি-কিরণে সকল ॥  
 মিল হারান হারান সেখার ।  
 দর কল্লোল বর জলের কল্লোল ॥

মনের আনন্দে অই পাখী করে গান ।  
 আনাম জগত-অনে ববি অন্ত যান ॥  
 উর্ধ্বপুঙ্ক গাভী ওই পাইয়া গোবুলি ।  
 যাইতেছে ধরমুখে উড়াইয়া বুলি ॥  
 রবক, রাখাল, আর গৃহী যত জন ।  
 সেবিয়া শীতল বায়ু পুঙ্কিত মন ॥  
 পৃথিবীর যত দৌব প্রকম সকল ।  
 অভাগা মানব আমি অমুখী কেবল ॥  
 ভাঙ্গি গৃহ-কারাগার এত নদীতটে ।  
 দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে ॥  
 ভাবিছ শীতল বায়ু পরশিলে গায় ।  
 চিন্তায় গিষের আলা নিবারিবে তায় ॥  
 চিন্তা-বিষে মন যায় করে একদাব ।  
 নিরুপায় সেই জন ব্যুঝাম সার ॥  
 এ ছার—এমন কালে, প্রিয়সখা তায় ।  
 মাসি, পাশে টাড়াইয়া করে নরকার ॥  
 ‘একাকী এখনো হেথা কিসেব কারণ’ ॥  
 বলিয়া স্রধায় তায়, সেই বদুজন ॥  
 ‘এস এস এস’ ডাই প্রাণের কমল ।  
 দেখ বুকে হাত দিগে হলো কি শীতল ॥  
 ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার ॥  
 প্রাণী দাবিবাব ঘোর কল বিধাতার ॥  
 সাধু পুঙ্কযেব নয় বাহিবার স্থান ।  
 ভীষণ নরক-কুণ্ড কুপের সমান ॥  
 দৌরাখ্য, নিরুচিচার, ধমা-অলভার ।  
 দেব, পরহিসো, আর লুপস আচার ॥  
 দত্ত, অতকার, মিথ্যা, চুরি, পরদার ।  
 প্রোত্তরণা, প্রভুহিসো, কোপ অনিবার ॥  
 নরহত্যা, অনিবার্য সংগ্রাম দুহুত ।  
 কত লুপ নার তার নাহি আর অদার ॥  
 পৃথিবীর নরকার এই সব পাশে ॥  
 দর কল্লোল বর জলের কল্লোল ॥

## হেনচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস

আত্মিকার কিসে তাই বল দেখি তাই।  
এই দেখ নদীজলে স্নান দিতে বাই।"

এই কথা বলি তারে আলিঙ্গন করি।  
হেতে জ্বর মরুত্বা, সখা রাখে ধরি।

"ছি ছি তাই পাগলের মত কত বল।  
কাপুরুষ খো কেন মুখে এ সকল।

এ কথা শুনিলে তব পিতা কি ভাবিবে।  
এ কথা শুনিলে 'কণ্ঠতার' কি বলিবে।

সে যে এ ভগত-তার। বম্বীর মণি।  
তোমা বই জানে না হে, সরলা কামিনী।

মনে কর সেই নিশি এই নদীজলে।  
ভাসে তরী, তার'পর ঘুমার সকলে।

প্রমত্ত ভট্টানী করে শশী আলিঙ্গন।  
তারকা-মালায় ঘেরা বিমল গগন।

বৃষ্ণ করে চারিদিক হু-হু করে প্রাণ।  
আর পারে নাবিকেরা করে পারিগান।

ভূতল আকাশ আর তরঙ্গদল-জল।  
তরু, বায়ু, তারারাজী, চাঁদের মণ্ডল।

চক্ষে দেখা যায় আর কানে শুনা যায়।  
বাধ হয় প্রেম-মধা-মধা সমুদায়।

তুমি কাছে শুয়ে, জল নাচি নাচি লে।  
অজ্ঞানে ভিজে রামা এইরূপে বলে।

"আমি নারী অভাগিনী, পতিকালে বিরহিনী,  
না জানি করোছ কত পাপ।

সে তেলে চরণে করে, তাজিলাম তার তরে,  
জননী ভগিনী তাই বাপ।

কথা যার মধুর, মন যার প্রেমালয়,  
সে কেন আমাদের করে হেলা।

দেখেছি কি সে দেখে না, ভেবেও কি সে ভাবে না,  
অভুত পুরুষের খেলা।

কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান,  
শস্ত্র, শাস্ত্র, সাংগ্রাম, ভ্রমণ।

রাজনীতি, রাজদ্বার, জীবন, কনি, বিচার,  
দাতকীড়া বম্বীরজন।

পুরুষের এই সব, পুরুষ নারী-বিতব,  
সবের মিলি অমূল্য বস্তু।

সেই যান সেই ঘর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর, সেই প্রাণ-সেই মন,  
সেই হৃদয় সেই কণ্ঠস্বর।

এত বলি উঠে গিয়া,

শাকী করে চক্রে তারা,

"অভাগি পরাণে মরে,

এ বাতনা আর নাহি সর।"

এত বলি তোমা'পানে,

তাজাতি ছুটে গিয়ে,

কত ক'রে নিবারণ তার।

এখনো নয়নে বারি করে বৃষ্টি তাব।

এই সে কাদিতেছিল নিকটে আমার।

হুই কর করে ধরি সজল নয়নে।

বলে মোরে ধীরে ধীরে করণ-বচনে।

"সুধাইও, ওহে তাই তোমার সখারে।

কি কারণ অবতন করেন আমারে।

দানী প্রতি প্রতিকূল এত কেন হন?

বাদেক তুলিয়া মুখ কথা নাহি কন।

কোন্ অপরাধে আমি আছি অপরাধী।

সহরহ ভাবি তাই, নিবারণি কাদি।

বল তিনি কোন্ দোষ দেখেন আমার।

কি করিলে পরিতোষ হইবে তাঁহার।

ভেবে দেখ, তারে তুমি কত ভাং দাও

ভাল ক'রে সাজা বৃষ্টি এবে দিতে চাও

সহায়-বিহীন, তাই, রমণী অবলা।

সংসার-সাগর-নাথ্যে স্বামী মাত্র তেলা।

একে ত নারীর জাতি পরেয়-অবীন।

তাহাতে অভাগা দেশে দানী-মত কেন

পৃথিবী-ভিতরে জানে পরিবার জন।

রজনশালার সোমা ভিতরে ভ্রমণ।

সে যদি পতির প্রেমে হইল বিমূঢ়।

এর চেয়ে তার ভবে আছে কি অপূৰ্ণ

বল দেখাচার-দোষে পরের নন্দিনী।

কি কারণ অকারণ হুসখের কাগিনী।

সত্য বটে, তোমা'দোহে দিত্তর প্রেমে

সত্য তার মনে যাগা অজ্ঞানের প্রেমে

তুমি বই সেই মেদ বল কে'দোহে

অজ্ঞান-ধারার ঘোর আর কে'দোহে

দিকাইনা সেই কণ্ঠস্বর সেই মন

কি করিলে বুক বাঁকে ধেঁই জামিনার ॥  
 সুখি সুখি অবহেলা অস্ত্র কোন জন ।  
 এই রক্ত শিখরিবে করিয়া বতন ॥  
 অশ্রুতে কলিঙ্গিকা কে দেখাবে তার ।  
 রে কাঁচকাঁচ হবে তার জীবনের নারি ॥  
 "বুকে সাথে কি বলিবে বুকি হে সকল ।  
 বুখাইতে নারি ভাই মনেরে কেবল ॥  
 কেমনে এমন বেধে যায়গ করিব ।  
 কেমনে সংসার-পাশে ডুবিয়া রচিব ॥  
 "আমার আমার" করি সকলে পাগল ।  
 হার রে আপন পুর জানে না কমল ॥  
 মনের স্বতন লোক মেলে না রে ভাই ।  
 বল বল সাধুজন কোথা গেলে পাই ॥  
 ধর্মশীল অকুটিল আছে কয় জন ।  
 কে না মিথ্যা বলে কে না করে প্রতারণা ॥  
 ঈচ্ছা করে একবার পৃথিবী হুড়িয়া ।  
 নতন মানব-স্বাতি আনি হে গড়িয়া ॥  
 কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল ।  
 কলুষ-পাথরে পরে কেন ঢুকাইল ॥  
 নাটীর শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা ।  
 আলো জাখাখিা কবি কেন ঘেনে রাখা ॥  
 মনে হয় জেনে কপি হেহেনে পিঠর ।  
 বিতু-পাশে গিরে ঘোড় কবি দুই কব ॥  
 মুখাই এ নবলোক স্বপ্নন কারণ ।  
 আর আর লোক সব করি দরশন ॥  
 নটিক বলেছি তোমা না করি গোপন ।  
 এত দিন কোন কালে ফুরাইত রণ ॥  
 শুধু সেই অভাগিনী তোমা কর জন ।  
 পঙ্কজাল-ভর ভাবি, পিতার কারণ ॥  
 "বলিতে বলিতে দোহে কথায় ভুলিলা ।  
 নদী-হ'তে কত ঘরে আইলা চলিয়া ॥  
 বদশীর রূপ ঘরে কুতল গমন ।  
 "সিরা শারদ-মণী রজত-কুণ্ডল ॥  
 অস্তিত্ব পেয়ে কাক ডাকে দিবস ভাবিয়া ।  
 রক্তকী-রমণ হাসে রক্তে দেহিয়া ॥  
 বিহ্বল-গগনে হাসে চাঁদের মণ্ডল ।  
 নীল জলে বেধে বেত ছড়লেই দল ॥  
 চারিবিধে বেলকির শোভা অপরূপ ।  
 সবিস্ময় ভাবিয়া হে স্বকলি-সুখ ॥

বোঝি-কবেই হইবে মূল্য নষ্ট  
 অমনি প্রাণের শ্বাসে বাজি ॥  
 ত্যক্ত হইবে স্বপ্নের কমল ॥  
 "এখন কিসের তবে বাজনা বাজার ?"  
 কমল বলিল "আজি সপ্তমী রজনী"  
 অধীর হইয়া নব কহিতে তখনি ॥  
 "চুর্নল মানব-মন সেই সে কারী"  
 পূজ্য ভবদেব করি প্রীতিমা গঠন ॥  
 সাকার-বস্তুগে তাই নিরাকার ভাবে  
 স্রষ্টা পূজা করি ভাবে মোক্ষপথ পাবে ॥  
 একবার এরা বাকি প্রকৃতি বলিল  
 প্রবেশি তাকিতে পারে কপল-কুসুম ॥  
 শিব দুর্গা কালী নাম ভূমিরে সকল  
 পরব্রহ্ম নাম নাকি বলিবে কেবল ॥  
 কি ছার অমর মুর তীব্র পূর-স্বপ্ন  
 কোথায় সেবের দুখ স্তব পাছে পাছে ॥  
 কি প্রতিমা চন্দ্রভাষা জ্বলেছে গঠন  
 সে কি তাঁর রূপ পারি এলাপে লখন ॥  
 কথা ॥ জন গীরে কথায় প্রসর  
 মন-মল্ল পরিকল্প তাঁরে কি সাজয় ॥  
 কিবা জবা বিধুরলে তুমিবে নৈ তলে  
 এরা পূর্ণ ফলে ফুলে কমেছে বেজনে ॥  
 কিবা শূন্য গন্ধ, তাঁর যোগ্য দান  
 গেই নন মূল্য-মূল্য-জল-বী-নিদান ॥  
 কি মানবে আর গুণি করিব ধারণ  
 সদাগরা কিতি যোগ্য বাহার রচন ॥  
 সব মন্ত জানি এক পরব্রহ্ম নাম  
 মুক্তিপথ জানি সেই পরব্রহ্ম নাম ॥  
 এক মলি ধীবে ধীরে তুলিয়া বসান  
 কৃতহলে হোহে মিলে করে বিভূষান ॥  
 "আনন্দে মিলাও তান, গাও রে বিভূষণ  
 কয় জগদীশ বল নল ॥  
 তাজ রে অমিত্য পেশা, তাজ বে পাপের বে  
 তাজ রে তাহার স্ত্রীরণ ॥  
 অহিয়ার পক্ষা লয়ে, বিমানে বিরাট  
 চারিদিকে তরিয়াগ ধার ॥  
 সাজিয়া কেহন পাছে, বসিয়া  
 শব্দর তাঁর শুণ শব্দ ॥  
 বিবস হইলে পরে,  
 একবারে পাহার ॥

## হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলি

হাঁহর কলর জল,      বোয়াম, বায়, মহীতল,  
 তাঁর গুণ গাহিছে কেবল ॥  
 ভল রে তাঁহার নাম,      খৌজ রে তাঁহার ধাম,  
 সেই জন ভবের ভাঙারী।  
 সেই প্রভু ভরদ্বার,      যমে যারে করে ডর,  
 সেই জন ভবের কাঙারী ॥  
 করেছি অনেক পাপ,      সহিব অনেক তাপ,  
 দয়ামর দয়া করো নরৈ।  
 ঠেল না চরণে কঁদে,      দেখা যেন পাই পরে,  
 এই নিবেদন পাণী করে।\*  
 গান করি সমাধন.      প্রিয়সখা ছুই জন,  
 কিছু পরে পরে দেখা দিল।  
 নখাকর করে ধরি,      কমল বিনয় করি,  
 এই কথা তখন বলিল ॥  
 কুখা চিন্তা কর দুব,      রণমাঝে হও শূর,  
 কি কারণে এত ভয় পাও।  
 বিলম্বে যে ভয় পায়,      লোকে দেখে হাসে তার,  
 পুরুষের প্রতাপ দেখাও ॥  
 এখন বিদায় চাই,      ঘোর নিশি ঘরে বাই,  
 দেখো ভাই থাকে যেন মনে।  
 অরুণ না দেখা যায়,      পাখী না কাকসী গায়,  
 হেমকালে মিলিব দুজনে ॥\*

তোরে উঠি গুটি গুটি চলিল কমল।  
 নব নব পাতা সব করে দলমল ॥  
 ছুই চারি তারা ধরি গ্রহরীর বেশ।  
 ঝিকি-ঝিকি ঝিকি-ঝিকি, করে নিশি শেষ ॥  
 পায় পায়, সখা যায়, নরসখাবাসে।  
 মনোহরা, অগতারা, দেখে পতিপাশে ॥  
 পাখা ছাড়ে, প্রাণনাথে, করিছে সেবন।  
 সান্না নিশি, কাছে বসি, অলস নয়ন ॥  
 সে বরণ, সে বহন, সে নয়ন চুল।  
 সে বলন, সে চরণ, বরণ হিম্মুল ॥  
 দিন দিন, বিমলিন, শুকাইয়া যায়।  
 আগরণে, বরাননে, বিরল দেখায় ॥  
 তবু তার, রূপ-আর, হেরিলে নয়ন।  
 কহু তার, ভোলা তার, জনম মড়ল ॥  
 পায় পায়, কাছে যায়, কমল স্বরীর।  
 অসম্মল, দেখে রূপ, বোঁহে হয় বির ॥  
 অসম্মল, যেন জল, করে পরিকার।  
 অসম্মল, রূপ হই তাহার ॥

মুখভাতি, হিরন্মোতি, ক্রমশ উজ্জল।  
 প্রসারিত, সমুচিত, ললাটের স্থল ॥  
 গুণধর ধর-বর, কাঁপে ঘন-ঘন।  
 যেন কোন, সুধপন, করে দরশন ॥  
 থেকে থেকে, একে একে, প্রফুল্ল সকল।  
 নাসা কর্ণ, গুণ-বর্ণ হয় সমুজ্জল ॥  
 অপরূপ, সেই রূপ, হেরি পতিব্রতা।  
 ভাবে দেব, কোন দেবসনে কন কথা ॥  
 দণ্ড দুই, কাল বই, নরসখা জাগে।  
 দেখে সত্য, একমতি, ব'লে শিরোভাগে ॥  
 হ্রষ্টমতি, ক্ষতগতি, প্রিয়া-কর ধরে।  
 চমকিত, পুলকিত, কর ক্ষতধরে ॥

'মরি কি দেখিছ,      কোন্‌খানে হি  
 এখন কোথায় রই।  
 কোথা নিরমল,      সেই সুখা  
 সে মোহন পুরী কই ॥  
 কোথা মনোভোভা,      দশদিক-শো  
 অতুলিত আভা কই।  
 এ আলো সে নয়,      এ বাতাস  
 এ যে পাখী ডাকে অই ॥  
 সেরূপ সুনর,      পুরী মনো  
 নাহি কুমুদল-মাঝে।  
 বিশ্ব-বিনোদন,      বিমল কি  
 তাপহীন শোভা সাজে ॥  
 ভাছ মহাবল,      চন্দ্রমা সী  
 দূরে নিরুজ্জল রয়।  
 ঘোর ঘটা আল,      শোভিতেছে ত  
 তাহে পুরীশোভা হয়।  
 গীত স্রমধূর,      পুরী অই  
 তাম্রশ নাহিক আর।  
 তত্তুরী জিনিয়া,      তখন পূ  
 বহে গন্ধ চমৎকার ॥  
 জয়া যত্ন নাই,      সর্বগুণ  
 চির-মানসিত লোক।  
 নাহি অনাচার,      বৈরি নাহি  
 নাহি জানে কেহ শোক ॥  
 মোহন মূর্তি,      অই রূ  
 আনন্দ বৈদ্য পরে।  
 স্বলমল করে,      বৈদ্য  
 নিশি মনিকোটি-কর ॥

## চিন্তাভরঙ্গিণী

কমলকাঞ্চিনী,                      ছুরা বারি আনি  
শুশ্রূষা করে দেহ ॥

पवित्राणि पवित्राणि हरेण हताम् ॥

প্রান্তবীর সম্মিলিত স্বেচ্ছাচার, কই

ଦୀର୍ଘ, ସ୍ବେଦ, ପରାଶିଂଶା, ନାଶିଳାୟକ ବସ୍ତୁ

কি ছবি পাইলি কিসে তুলি করি ॥  
 কারে করি তোমার ছবি হায়ী ধর ॥  
 সাগরের মাঝে যেন অক্ষর অচল ॥  
 বুঝি প্রকারে বড় তরঙ্গের দল ॥  
 সেইরূপ সাধুজন সংসার-ভিতরে ॥  
 বহুদল স্থির-ভাব আপনার ভরে ॥  
 কিছুকাল কই পার থাকিল যখন ॥  
 অনন্ত কালের ভবে যুগের ডাকন ॥  
 কে তোমারে বলিল হে অকণ্ঠ্য তুমি ॥  
 তোমা মত লোক আছে তাই আছে ভূমি ॥  
 সাধু মহাজন-গুণে আছে ধরাটা ॥  
 নহিল সে কোন কালে যেত রসাতল ॥  
 "কি করিব আর আমি সদা বল ভাই ॥  
 দেখে দেখি মনে ভেবে শিছু কর নাই ॥  
 এত কাল নৈমিত্ত শিক্ষা কে করিল হান ॥  
 পাণ হ'তে এত জনে কে করিল জ্ঞান ॥  
 "সত্য বটে, যা বলিলে বুদ্ধি কমল ॥  
 আজি আর থাকি কালি বলিব সকল ॥  
 জি-আজি আজি কিছু তেজ্জে সকলে ॥  
 বত পার বনো, মধ্যে, কাণে প্রান্তকালে ॥  
 "কমল চলি যা, নর-সখা কর ॥  
 "আর ঘেরো করা ঘোর পরামর্শ নয় ॥  
 প্রাণেব কমল শুনি সঙ্গনে কি কবে ॥  
 কি করি থাকিতে আত নাহি পারি ভবে ॥  
 যাই দেখি একবার সাহিরে বাতাসে ॥  
 দেখে আসি কমল কিরিয়া নাকি আসে ॥  
 এত বলি অবিলম্বে বাহিরে আসিল ॥  
 নিরখি গগন-শোভা কহিতে গাশিল ॥  
 "থাক, থাক শব্দধর, বিরাজ আকাশে ॥  
 তুমি না থাকিলে কেবা ভিমিরে বিনাশে ॥  
 মাসে বাসে তুমি ত হে কত বেদে বাও ॥  
 ভাল মন্ড কত লোক দেখিবারে পাও ॥  
 অগুঁ আবার মত যোগে ছকি কারে ॥  
 অগুঁ আর শাক সব খবে কিবা ভায়ে ॥  
 আর ও তারকাবল আকাশের বাড়ি ॥  
 লক লক যোগেনুতে একাধিছ ভাতি ॥  
 কোথাও অভ্যাসেইন দেখেছি কি আসি ॥  
 দেখে থাক বহু তবে, জিবা-নাম জায় ॥  
 ধরাতল, জোঁর-ছক আর কত জন ॥  
 ঘোর রক্ত-স্রাব, কত কামিনী ॥

কোথা বাও নদীর রই এক পল।  
 বারেক নদীর সাথে হেরিও তুল।  
 বলিতে বলিতে শলী পশ্চিমে ডুবি।  
 বাস তাকি নরসখা গেহেতে পশিল।  
 ঘোর নিদ্রা অতিভূত দেখিল সকলে।  
 আপন মক্ষিরে তবে ধীরে ধীরে চলে।  
 দেখে চেয়ে ষাটে শুয়ে সোনার পুতুলী।  
 যানজীবে যেন তব হাসিছে বিজলী।  
 আগরণে অচৈতন্য নিদ্রা যায় সতী।  
 একদুষ্টে দাণ্ডাইয়া রকে তার পতি।  
 সুদিতনয়না-মুখ হেঁবে বার বার।  
 কড় বায়, কড় আসে, কড় পাশে তার।  
 কড় পুতুলের মত স্থিরতব রয়।  
 অবশেষে ধীরে ধীরে মুত্থরে কয়।  
 "বিদায় জননশোণ দাও প্রাণিনি।  
 হাতিতে না পারি আর এ পাপ পরাণী।  
 এই বেলা সকালে সকালে ভব দিব।  
 পলাব ভবের বাহে আব না রহিব।  
 অতেন পাৰাপে মৌর মন বাঁধা প্রিয়ে।  
 আগে চল যাই আমি সৌমারে কেরিয়ে।  
 আমা বই জান না রে তুমি রে অবলা।  
 ভেবেছ উদ্দান পতি হার রে সরলা।  
 কমা কর প্রেমময়ি। আমি অভাজন।  
 কপালে থাকে ত হবে পরেতে মিলন।"  
 এত বলি ঘন ঘন করি দরশন।  
 নিশেধ-চরণে হুয়া করিল গমন।  
 চকিত-নয়নে সদা চারিদিকে চার।  
 নদা ভর, আগি পাছে কেহ টের পায়।  
 পায় পায় উপনীত নিরুপিত ঘরে।  
 ধড় ধড় পড়ে বৃক খরের দুয়ারে।  
 দ্বাহসে করিয়া ভর প্রবেশিল তার।  
 সাংঘাতিক রজ্জ্ব কোলে দেখিবারে পায়।  
 আপান-মস্তক দেখি অরনি শিহরে।  
 পরকাল-স্তর আক্রমণ তবে করে।  
 "পলাব, করিব, কি জানি কি হবে পরে।  
 নতুন, এ ভবে আর রহিব কি করে।  
 অমবা-তাসিয়া তাসিয়া মিলিবে কুল।  
 বসি থাকে ডুবে বাই তবে ত প্রতুল।  
 কল হস্তে বলিলেতে সানিয়াছি সবে।  
 কালি কালি কর পরে কিবা হবে।"

এখনো উঠেন কড়, হুয়ান কুলান।  
 না জানি তখন তবে হুবে কত টান।  
 সে পাখে যে কাটা নাই জানিব কেমনে।  
 জাই বলি এ নরকে পতিব কেমনে।  
 হায় কিবা চার কীট আমি হান।  
 কোটি কোটি জীব আছে বিশ্বের সিক্ত।  
 অথবা অন্তরখামী জানেন সফল।  
 তবে ত কৃপিতে হবে সমুচিত কণ।  
 কিন্তু তিনি দ্রাময় পাতঙ্গী-ভারণ।  
 অবশ্য প্রবোধে হবে মৃত-নিবারণ।  
 দয়া না করিলে তিনি কেবা রক্ষা পাবে।  
 আনুল মানবজাতি নবকেতে বাবে।  
 অবশ্য প্রথম তিনি কাহন দেখিলে।  
 অবশ্য নিস্তার পাব তাপ নিবেদিলে।"  
 এত বলি ধীরে ধীরে কান জড়াইল।  
 গাণ্ডে তুলি কনবার ভয়ে ছাড়িল দিল।  
 এতাল জগতারা মনেতে গড়িল।  
 কনবার বৃদ্ধ পিতা অবন ছইল।  
 অবশেষে প্রবণ নিধাস ভাগ করি।  
 চেষ্টা মুদি দূর কবি রজ্জ্ব হস্তে ধরি।  
 "কমা কর কপাসিক পাতঙ্গী সখা।"  
 বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যাগে নরসখা।

এত হয়ে অহে নর কুমার্যে পশিলে।  
 কেমন কবাল পরকাল না বুঝিলে।  
 গতনা এড়াব বলে পরাণ করিলে।  
 হার কি হইবে সেই আশা না বুঝিলে।  
 তার দগবান্ ভোলা প্রতি কমাবাব।  
 না বুঝিলে জানন্তু নিগূঢ় সন্ধান।  
 কোটি কোটি পাণী তথা, কৃতজ্ঞি করে।  
 "কমা কর কমা কর" ডাকিছে কাড়কে।  
 নিকটে বাইবামাত্র মহিবে বিজার।  
 আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত পরেতে উদ্ধার।  
 এর চেয়ে সে ব্যতনা বেশী দি হুয়ান।  
 তবে ত বিফল তব আশা সুদূর।

পরদিন মহা গোল করি পরিজ্ঞ।  
 জগতারা উদ্ধতারা ক্ষুভে পতন।  
 কমল আশিয়া দেখি তাসি আশিকলে।  
 অধীর হইয়া ধরি কানি কানি বলে।



## হেমটালস্ট্রের আখ্যাবলী

দ কাদিয়া কর,                      ধুলার পড়িরা রর,  
 হেমবর প্রভিয়ার মত ।                      এবে কেন একা রাখি,                      কালী হইলে দিয়া তাঁকি,  
 ম বহিছে হাম,                      বদনে না সরে ভাব,  
 কপালে প্রহার-চিহ্ন কত ॥                      এ পাণ করিলে কেন,                      কুমতি হইল হেন,  
 পল হিব নয়,                      কতু আখি মুদি রয়,  
 কতু দুই হাত বাড়াইয়া ।                      পতিপ্রাণা সতী নারী,                      পরাণে মারিলে তারি,  
 হস বদনে চায়,                      যেন কার দেখা পায়,  
 মনে ক'ব আখি ধরিয়া ॥                      না কুরাতে কথা,                      সুবর্ণের মতা,  
 ম হে প্রাণের সখা,                      একবার দেখে দেখা,  
 এবে তুমি ছাড়িলে কেমন ।                      রাজার ভবন,                      বিজয় কানন,  
 ডিলে কেমন ক'বে                      সহচর কমলগেবে,  
 কি ভাবিয়া ভব দিগে গয়া ॥                      পিতা পুত্র বধু ময়িল ॥                      অতীত মন,  
 ন করে পড়িলাম,                      কালী তোমা ছাড়িলাম,  
 কেন ভুলিবার ভব ভলে ।                      যত পরিজন,                      স্বামি-শুভ্র সহ ভাঙ্গিল ।                      নিবানন্দ মন,  
 আশা মনে ছিল,                      একেবারে ফুরাইল,  
 একা রাখি আগে গেলে চলে ॥                      বঙ্কজনপনে,                      হা হা রবে দিক পুবিলা ॥                      তাজি রিপুবাস,  
 মলে পসিতে ভাল,                      কাছে রাখি চিরকাল,  
 মনকথা বলিতে বলিয়া ।                      ছাড়িয়া নিখাস,                      প্রতিবেশিগে চেতিল ।                      আঁহা আঁহা কার,  
 র কবিতা-ধার,                      হরিলাম কতবার,  
 একাগনে গুজনে বলিয়া ॥                      বিন হুই ধবি,                      পুন দেহযোগে পশিল ॥                      এই-বনুজরা,  
 কবার একাগনে,                      দোহে মিলি সজোপনে,                      হাসি-কাণে ভরা,                      বিশ্ববিচক রচিল ।                      অনিত্য সংসার,  
 পুন্নিলাম জগতের পতি ।                      সত্য নাম তাঁর,                      রচয়িতা সার ভাবিল ॥

# বীরবাহু কাব্য

আর কি সে দিন হবে, জগৎ জুড়িবে যাব,  
কবে কবি কালিদাস, শুনারে মধুর ভাব,  
যবে দেহ-অবতঃস, রঘু-কুরু-পাণ্ডুবংশ,  
ভারতের পুনর্জীব, সে শোভা হবে কি আর,

ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।  
ভারতবাহীর মন নানা রসে তুহিত ॥  
যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।  
অযোধ্যা-হস্তিনাপাটে হিন্দু যবে বসিত ॥

হামিনী পোহারে যার, কৃষা পরি উবা ধাম,  
আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পর-সম্মা কবিছ।  
অকণে করিলে সঙ্গে, অলঙ্ক লেপিয়া অঙ্গে,  
ছুই ধারে রাজা রাজা গন গুণি খুইছে ॥  
এধাকরে কোলে করি, গেষ্ট সাচী দিয়া হারি,  
মধুমাখা মুখ তার ভাল ক'রে ঢাকিছে।  
চক্রে ধেলনা গুন, তারাপুঞ্জ গুণি গুণি,  
অঞ্চলের শেষভাগে একে একে বাধিছে ॥  
তুঘিতে দিবাব রাজা, ভাল ভাল মুক্কা মাজা,  
শ্যাম দরাতল-বকে সারি সারি বাধিছে।  
রঞ্জিতে তাঁহারি মন, প্রেমোন্মিত পুষ্পবন,  
তরুপরে ধরে ধরে ফুলমালা বাধিছে ॥  
বিহগ গায়ক তার, দিবাকর-গুণ গায়,  
তার সনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে।  
'জয় দিবাকর' বলি, উজ্জমবে পুটাজলি,  
পূর্বীননে বিলগণ সবধর্ম করিছে ॥  
হেন গ্রীষ্ম-প্রাতঃকালে, লাঙ্গলকুল মহাপালে,  
কনোজের যুবরাজ আসি পদে নমিল।  
'বহি অঘুর্ষতি পাই, গ্রীষ্ম-উপবনে বাই',  
এই কথা বীরবাহু সমস্তনে কহিল ॥  
এনি আলিঙ্গন দিয়ে, মেহে শিরোজ্ঞান নিয়ে,  
রথবীর স্বহারাজ স্বাসীর্বাদ করিল।  
পিটার আদেশ পেয়ে, তরার আনিয়া খেয়ে,  
হেয়লতা-সরিধানে উপনৌত হইল ॥  
এস গ্রীষ্মে দুই জনে, গিয়ে গ্রীষ্ম-উপবনে,  
সিংহ-রূপান্তি সম বনে, বনে অসিল।

মালতীর মালা পরি, পদ্মপাতে ছত্র করি,  
এদোহে মিলি, একল-শরমল লুটিব ॥  
প্রোতঃকুলে দোহে মিলি, করিব সলিল-কেলি,  
বাগতে বাহতে বাধি শ্রোতোধারা ধরিব। ॥  
রাজহংস পিছে সিঁছে, যাব যারি সিঁচে সিঁচে,  
পঞ্চদশ-সাতক গিয়া সবোবনে ভাসিব ॥  
মৃণাল আনিয়া তুলে, দসিরা তরুর মূলে,  
হরিণী শাবকে কোলে ক'বে দোহে খাওয়াব।  
সারসে আনিয়া ধরে, রক্তক-দালা ক'রে,  
ছুই জন গায়কনে গলদেশে পধাব ॥  
এক দিকে কেতকিনী, এক দিকে কমলিনী,  
ছুই ধারে বাশি কবি ভ্রমরায় ফেপাব।  
তোমার কল দিয়ে, কোকিলারে লুকাইয়ে,  
ব্যাকুল কনিয়া পিকে ডালে ডালে ডাকাব ॥  
গত গ্রীষ্মে কত খেলা, কনিয়া কেটেছে বেলা,  
সে সব স্বপ্ন প্রিয়ে হয় কি তে মনেতে।  
চল গিয়ে পুনরায়, বিহরিব দুজনায়,  
বিষম গ্রীষ্মে ভাগ জড়াইব বনেতে ॥  
গুনিয়া স্বামীর কথা, হরবিভা হেরলতা,  
প্রীতিভরে পতিকর করতলে চাপিবা।  
বলে "এ কি নবরায়, সে কি কত কুলা যার,  
এ জগতে এই প্রাণ এ দেহেতে ধরিয়া ॥  
সে সব হইলে মনে, জুগি স্বর্গ-সিংহাসনে,  
ভিলেক থাকিতে হেথা চিত্তে আর লই না।  
উপবন-বিলাগিনী, সেই সব বীর-  
সহ বিহরিতে বনে আর কেহী নয় না।

পানরিদ্য: নন্দ্যায়, গমন সেই বনে যায়, গমনে পবন, রথবাজিগণ,  
 ভাবি সেই ভাবে আছি কল্যানে বসিয়া । পলকে বোজন পঁথ এড়ায় ।  
 হেনকালে বনশালা, নবকলে পাখি মালা, ধরী বিমানে, চলে কোন্‌খানে,  
 হাতি হাতি গলদেশে দেয় যেন আসিয়া ॥ কে জানে কখন কোথায় যায় ॥  
 সেই ভাবে কর জনে, বসিয়া কুম্বাসনে, ক্ষেত মাঠ মরু, গিরি বারি তর  
 কামিনীতরুর ডালে পাপদোলা দোলায়ে । ঘোঁতোখারা-মত বহিয়া যায় ।  
 কেশ কুল সাজাইয়ে, করে করতালি দিয়ে, গ্রহর-ভিতরে, নানা পোতা ধরে  
 গীরে ধীরে দোলে বনে রুণ্ডেবোল বাজায় ॥ গ্রীষ্ম-উপবন প্রকাশ পায় ॥  
 কতু তুলধরু করে, গতি কমে জনে ধরে, বিশাল তমাল, প্রসারিল ডাক  
 চাপিয়া হৃদয়পথে বনমাঝে বিহরে । জানাইছে নাম বিগিন-মাঝে ।  
 কতু মোবা রাধ মাঝে, সাজ করি নানা সাজে, তারা লজ্জ সজ্জ, উঠি নানা রমে  
 নাচি নাচি করজনে চারিদিকে বিচরে ॥ তাল নারিকেল গুবাক সাজে ॥  
 চল নাথ সেই স্থানে, বিনয় সহে না প্রাণে, কোন ভাগে তাব, সন্দর আকাশ  
 গিয়া বনকল্যাণে গালিধনে তৃষি । শিহরে কদম্ব নাড়িখ পাশে ।  
 তুষিতে তোমা যন, নানাবিধ আয়োজন, অশোক দেখি, রহত করি  
 নানা ভাবে নানা রস নানা বেলা তোলিবে ॥ কোথা বা বেহারা শিখল হাদে ।  
 তনি প্রেমসাঁধ ভাব, বীরবাহু মনোহাস, মুহুর্তে পুরিত, শ'খা অবনত  
 মেহভরে প্রমত্ত প্রাণে বসিধন করিল । কোথা লহে চত গরবে ভবা ।  
 পরে ডাকি অরুণ, আদেশিল বীরবর, কোথা তরঙ্গরাজ, বাটন বিরাজ  
 দাস দানী আদি সব অগোজনে মাতিল ॥ দেহেতে প্রাচীন পল্লবপরা ॥  
 নগবে উড়িগ, গোল, বনমাঝে বাজের রোল, কোথা মুখ তুলে, তেজে বুক ধুঁ  
 দুর্গে দুর্গে দরবেষে নভোদেশ করিল । ফুঁসুখী চায় ভাহুর করে ।  
 স্বর্গদত্ত শিরোপরে, রক্তনীল বর্ণ ধরে, কোথা মশোভন, কামিনীর ব  
 ধরে বরে ধরে ধরে পতাকার ছাইল ॥ ধুলে দেয় মন সৌরভ-ভরে ॥  
 চলিল নৃপতি-সুত, গজবাজী মুখে মুখ, কোথা বা শেকালি, রমে দেহ ঢা  
 বজোজস কোল হলে ত্রিভুবন পুরিয়া । আবেশে ধরঙ্গী-উরমে পড়ে ॥  
 গর্জনে মৌনিনী টলে, তদ্যারিল হেন বলে, কোথা বা গোলাপ, করিতে আলা  
 ভীষণ কোমল ছিলা বন রণ করিয়া ॥ প্রফুল্ল মল্লিকা-শাখীতে চড়ে ॥  
 পুরোভাগে বনরাজ, শিরে পায় বীরসাজ, কোথা কেতকিনী, যেন পাগলি  
 এইরূপ প্রথা সেই কালে তথা আছিল । আলু-খালু বেশে পড়িয়া বয় ।  
 শাবিত গোহের তাজ, শাবিত গোহের সাজ, অবকাশ পেয়ে, ধীরে ধীরে ধো  
 বাহ উক নিবোধক পৃষ্ঠদেশ ঢাকিল ॥ সেইখানে আসি সমীর বয় ॥  
 হৃদয় সবলকার, সিংহদ্বার লাজ পায়, ক্রমে সরিধান, উভয়িল যা  
 অজ্ঞাতলগিত বাত রিপূর্ণ-দলন ॥ হরিবে দুজনে প্রবেশে বনে ।  
 মৃগশাস্তি রবি রেবা, লগাটে অভয় লেখা, যত তরুণল, হহাহুত  
 গভীর বৃত্তির চির-ধরা হই নমন ॥ কুম্ব বরিষে হরিষ মনে ॥  
 বনে রাগ হেমলতা, বেন তড়িতের লতা, যত পাবীগণ, করিয়া স্ব  
 ইন্দ্র-ভয়ে আসি পাণে অঙ্গুগতা হইল । নৃপসুতা কত বাসেন ভাল ।  
 চারিদিকে কোলাহল, ল'য়ে নিজ দলবল, স্ফাট তাজিয়া, বাহিরে আসি  
 কনোজ-রাণীর পুত্র উপরমে চলিল ॥ কাকলী করিঙ্গ ঢাকিল ডাল ॥

রণ সারসী, দৌহারে পবন,  
পশ্চাতে চলিল মনালসর্নে ।  
পরিহার, অগতসী করি,  
হরিণী খাইল হরিষ মনে ॥  
ইকুপে যত, যত অহুগত,  
যবে কমাগত দুটিগ আসি ।  
এন সময়ে, কুণমালা লয়ে,  
বনবালা-দল আসিল হাসি ॥  
সংসাধনে, প্রীত জনে জনে,  
আনন্দময় দানে হুবি সবার ।  
বাঁধা বাঁধা, শুধি হেমলতা,  
নিকট দিতরে সুরম্য দয় ॥  
ভোরের দল-শোভা বহুদল মানে ।  
অতঃপরবে যুগে বামাংগ সাজে ॥  
প্রাণবান বনমালা সখী কয় জন ।  
যবে কৈল সমরূপ এমন ভূষণ ॥  
ভোরের দল-শোভা বহুদল মানে ।  
অতঃপরবে যুগে বামাংগ সাজে ॥  
নরীন বক্য পরি সাজে সুরম্য মনে ।  
বসি বিজিত বেষ্ট কক্ষম পরিদে ॥  
মুক্তমালা বসিময়ে বনমালা-দলে ।  
সংসাধনে কতকাল পরিলেন গলে ॥  
কর্ণবান করবাল্য করি ভিখোড়িত ।  
প্রতিমূলে কুমকানল তৈল বিরাজিত ॥  
কপালেশ্বরী সীতা আভা লুকাইল ।  
কক্ষমূলে কেশমূলে আসি দেখা দিল ॥  
নিতম্বে মেবলা যুগে লোহিত গোলাপ ।  
নাভিপদ্ম মনে আসি করি আলাপ ॥  
চরণে নুপুংসনি আর না বাজিল ।  
বক্তব্য অকণের আভা প্রকাশিল ॥  
এইরূপে বক্তব্য পূর্ণ-আভরণ ।  
চরে বীণা বাঁশী আদি করিয়া ধারণ ॥  
চলিল যখন চত কান্ত-সুন্দর ।  
বাদবী তুলিতে কোলে অধোমুখে রয় ॥  
নিকটে আসিয়া বীণা বাঁশী বাজাইয়া ।  
মাধবী-লতায় চুয়া চন্দন ঢালিয়া ॥  
মুকুতি চুয়াশাখা নোয়াইয়া করে ।  
চত-মাধবীতে বিরা দিল সমাদরে ॥  
এইরূপে কত খেলা খেলিতে লাগিল ।  
পঞ্চ-পুঞ্জী আদি সবে করিবে ডালিল ॥

হীনবল প্রাণকং প্রদেয় হইল ।  
বিপিন লমিয়া দুপতন করিল ॥  
তবাসনে করতল বাদ্য তখন ।  
ভোজন করিয়া সুপ কবি নিবারণ ॥  
পুনরায় বনলীলা আরম্ভ করিল ।  
বাজপুত্র এইবার সংহতি চলিল ॥  
ব্রতটে নারায়ণ আসিয়া তখন ।  
বলে "চল বাঁধপথে কনি গো ভ্রমণ ॥  
বলি পদ্মকোণে পীথা ভেদে উৎসব ॥  
বাক্যবান বনবালা উঠে পথে পথে ॥  
ধারে ধারে সাধি সাধি বসি কখন ।  
অবশেষে বাক্যবাহু কৈল অবস্থি ॥  
কাণ্ডারী বেষ্টে তাত্ত কৈল পরিদে ॥  
নীলকণ্ঠে পদ্মকোণে চলি বাহিয়া ॥  
বীর সমরোত্তর বীর-হিরোয় বহিছে ।  
ভেল-পাণে আসি বীরে কনোয় করিছে ॥  
বাঁধাবাহু হিরোয় ত গুলীকৃত কাব্য ।  
বীণা যুগে বামাংগ পরিগণন করে ॥  
তাত্ত মে কৈল শোভা অবশ্য লিখিত ।  
চাবিবিজিত জর বাট তটিক বহিছে ॥  
গেত-পাশাথেতে তার বাক্য বাহিরা ।  
ধবল অচল যেন জলদ-সখা ॥  
গণিম জলোত্তে শোভে বন বাহিরা ।  
বিশাখ তমসি শাল দেখিত স্তম্ভ ॥  
পুষ্কলে সুন্দর দলত-কুসুম ।  
দাড়ি বীণা আভা সুরম্য ॥  
মকিণে কুম্ববনে কলেশ্বর মৌর্য ॥  
জানাইছে জীবলোকে কানন-বৈভব ॥  
উত্তরেতে অট্টালিকা বিচিত্র গঠন ।  
দ্বার প্রসারিয়া বায়ু করে আরোহণ ॥  
সমোত্তর ন্যায়-গে অতি মনোহর ।  
সুন্দর বীণ এক রূপে বাঁধপথে ।  
নবদুর্গা পরিপূর্ণ আনন্দবরণ ॥  
নির্দগ গানে যেন কেশব সজল ॥  
তাহার নিম্ন-বাহু নিম্ন নিম্ন ॥  
যেন দিলু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে অবিরত ॥  
নুপুংস বনোদিনি সহ ভাসে জলে ॥  
হেম ভাস্ত্র অব্যবহিত নিম্নগমে চল ॥  
বিশাখ শালের আভা লুকাইল রাব ।  
ক্রমে পূর্বে দেখা দিল শম্বর-হবি ॥

## হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

হেরিয়া কুমারী জলে দৈবক হাসিল।  
 ভালের ডালে ডালে কোকিল ডাকিল ॥  
 বারিপুরে সন্ধ্যাকালে বদন্ত-সমীরে।  
 রসিল শরীর মন মেচারি সমীরে ॥  
 বিনোদ শরনে শুভ জুড়াবার করে।  
 বীরকুহ পদভেলা ফিরালেন ঘরে ॥  
 হেনকালে যোগিনীব বেশে এক জন।  
 ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন ॥  
 গীর্ধ পরিধান, মুখে শিবগুণপান,  
 করতলে ত্রিশূলের কলা ॥  
 দ্বিত দ্বিগুণতপে, মহাগোপিনীর বেশ,  
 কুস্ত্রাক্ষের ঝালাময় গলা ॥  
 শিব-যৌবনের কবে, দেহ চল চল করে,  
 অক্ষয়ান ভাঙ্গর তুলনা ॥  
 একথানে একমনে, রত তীর্থদরশনে,  
 পরিহার বিষয়-বানান ॥  
 চিত্ত নয়নভারা, এমন সুখী যুগহারা,  
 চোচন হাবায়ে গণ্ডে ঢলে ॥  
 আগমন করি ধীরে, আসিরা হ্রদের তীরে,  
 চরণ ফালন কৈল বলে ॥  
 পাশাপাশি-পান-রি, বসি শ্রম দূর করি,  
 অরহাসি হাসিয়া উঠিল ॥  
 বিশ্বস-প্রাণিত মনে, অসিনীপন মনে,  
 যোগিনীকে কুমার পূজিল ॥  
 শুক্রে দিনহাবারী, সুভিরা যুগল পানি,  
 বীরবাহু অন্তর মিলিল ॥  
 কেন কৈলা উপহাস, কি বোঝে দ্বিষ্ট দাস,  
 এই কথা বলি মুখাইল ॥  
 নিরাসি ঘোর রবে, কহে তবৈ শুন সবে,  
 "এ ভবে নাহিক অতল ॥  
 কলি কালের খেলা, মিছামিছার খেলা,  
 দেখিতে থাকে না কিছু শেষ ॥  
 যে কিছু দেখিবে আজি, সকল সে ভোজবাজি,  
 গুল আর পাতে না সে সাজ ॥  
 জন্মি মরাত্তি যেই, কা'ল দিনহীন সেই,  
 এই ভাবে যার দিন ভবে ॥  
 যে কলিহস্ততা, কতরূপ-গুণবৃতা,  
 বিপাকে পড়িয়া ভোগে কৃত ॥  
 যে বেশে আজি, এই বেশে আছি আমি,  
 যার ভাটে কবি জন্মিল ॥

প্রথর ভাঙ্গর করে, শব্দজল নাহি করে,  
 মীতে দেহ কটকিত নয় ॥  
 নগর অটবী মক, কিবা কাটা লাভা তক,  
 এবে ঘোর সকলি ত নয় ॥  
 শরনের রেশ নাই, তরুতলে নিজা ঘাই,  
 একাকিনী বিদ্যের যামিনী ॥  
 ক্ষীর নবনীত সর, ভূগিরাহি দেশ ধর,  
 "ভূগিরাহি তনু ক জননী ॥"  
 বলিতে বলিতে কোণে, বর্ষবেশে লাস দ্রোণে,  
 বক্রিমা নহেন জলিল ॥  
 হুলিতে লাগিল জটা, কয়েকে শিশু-জটা,  
 ঘন ঘন কাঁপিল উঠিল ॥  
 তখন ভৈরববস্ত্রে, ভৈরবী সিন্ধু করে,  
 "শোনে এ পাপিহী মুন্দরন ॥  
 বাল্যে বিনাশিতা পাপি, মে বৈদ্যি এই গাত  
 মম বাকি না হইবে প্রাণ ॥  
 চুটিবে সম্পদ বল, পাণ্ডা যাবে রম্যতল  
 বাতি নিজে বাকি না ॥  
 অতে যদি কল হা, দেব যদি পূজা যার  
 ইচার কল নাহি কবে ॥  
 বলি রোষে কম্পমান, যে কামা মুখিয়া  
 শোক রবে হুতার ছাটিল ॥  
 জনি সেই গরজন, জানাইল নাগীক  
 "দেবি কামা নীরব হইল ॥  
 লগ্নেক নীরবে থাকি, কোপনল চাপি বাঁচি  
 যোগিনী বাক-লোভ পুনঃ বেগে বলিল ॥  
 জগনায় পদিলে, পূর্ণাপর সমুদ্র  
 অগ্নিশালন রামা বরিষণ করিল ॥  
 "হারকা নগরী কাছে, সর্পনামে পুরী আছে  
 তার অলীকর রাজা সর্বের আছিল ॥  
 নির্মল ক্ষত্রবংশ, তাহাতেই অবতঃ  
 কুক্ষে তাহার ঘরে মম জন্ম হইল ॥  
 কুক্ষে লক্ষণ-পতি, মম মনামত পতি  
 আনিবারে বধবরা উপক্রম করিল ॥  
 কুক্ষে আমার মন, কহি তাঁরে বিলোক  
 অমরের ভূগতির প্রেমভোরে পড়িল ॥  
 অয়ংবরা কল গোহে, খাইতে পতির কে  
 পথিককে ছুই মননের হাতে পড়িয়া ॥  
 তুল্য না হাম করি, পতি যার স্বর্গপ  
 হেরি তিকহারা করে, পতিলাস পতিলা

জানি পুত্রের নাম, কবির শুভারে দায়,  
বকসে বৃদ্ধারে পড়ে আছি বেধিহু ।  
যেহে করে শিকণায়, পড়িলাই বহুপায়,  
নীলা দত্তে নীলা হলে দহাধনে তুহিহু ।  
সে দিন কোণল করি, সেই ধানে কাল হরি,  
পরদিন গুহুইয়া তিথারিণী হইহু ।  
পরেদিবসে পিরা, গেফরা বসন নিরা,  
এইরূপ বোগিনীর বোগরূপ ধরিহু ॥  
তদবধি দেশে দেশে, কিরিতেছি এই বেশে,  
বারাণসী বুঝান হরিদ্বার ভ্রমিহু ।  
মান-সমোবর ধ্রু, আলামুখী পঙ্কনর,  
কৈলাস পর্বতোপরি অবশেষে উঠিহু ॥  
হেরিলাম বুঝতে, শিব-শিবা আনন্দেতে,  
পাখা-মাকুতি ধরি বিরাজিত রয়ে ছ ।  
সুখের কৈলাস-ধাম, কেরলি রয়েছে নাম,  
দেবের বিভব বত সমূলেতে বুচেছ ॥  
দগুটে পবিত্র স্থান, গিরাজে তাহারো নাম,  
সে পুণ্ড্র রেজুপদ অপবিত্র করেছ ।  
বেধানে পিনাক্ষাতী, পিনাকে সন্ধান করি,  
অবশেষে রিপুহুল অকতিরে বধেছ ॥  
সেইখানে বনভেতে, আরোহিরা হিমপথে,  
অতঃপর পার্বত্য অঙ্গা বধেছ ।  
জাতি সেট শূরনর, কৈলাস নীরব রয়,  
হু এক মূর শুধু মাঝে মাঝে আগিছে ।  
কতবার কত নাম, গালবাতে ডাকিলাম,  
প্রাণিগাজ তবু তথ্য-নরনে না দেখিছ ।  
চর্য উদ্বেগ ধরি, শিবমুক্তি পূজা করি,  
দর্শন আশরে আমি বারাণসী চলিছ ॥  
গিরা আনন্দে করে, হেরিব অনাবিধরে,  
জারি জরপূর্ণ পুর উপনীত হইছ ।  
সবি স্থিতি হত হারা, চক্রে কলঙ্কের পাঁরা,  
প্রাণিগাজ তবু তথ্য-নরনে না দেখিছ ॥  
গাণ্ডার বিবেচনর, দেখিলাম স্থানান্তর,  
অতঃপর নির্বাহী শুভতারে আগিছে ॥  
পারি সে রোগার কান্দি, পাখের বারাপনী,  
পারি সে পানিত হয়ে পানিলোকে আগিছে ।  
ভরে ভরসে করে, কান্দিতে গিয়া ল'য়ে,  
চক্রে কলঙ্কের কত আশা করিহু ।  
পারি সে রোগার কান্দি, পাখের বারাপনী,

পাপিষ্ঠ ববন নাপ, করিতে অতঃপর  
পাতু পুত্র নাম ধরি কতই হই দায়িহু ।  
সব হৈল অকারণ, না আইল কোন জন,  
ভুবেছে তারতভাগ্য তবে সত্য কান্দিহু ।  
তখন বুঝিছ সার, তুতারতে কেহ আর  
কলহল মহাধর্ম নাহি কিছু লভেছ ॥  
জানিলাম বীরবংশ, কুরুক্ষেত্রে হই বংশ  
বীর নাম অশ্বপোষ ভ্রমণে বুচেছ ॥  
আজি বীথিলাম মর্গ, কোন করিহের ধর্ম  
তারত-ভিতরে আর দরশন হয় না ।  
কেন বা ববনদল, ধরে এত বাহুবল  
কেন হিন্দু-মহিলার কুলমান রয় না ।  
তারিতে কনোজধাম, এলিঙ্গ পবিত্র নাম  
তুমি সেই কনোজের বংশধর হইহু ।  
এই ভাবে অকারণ, বুঝা কাল বনে বনে,  
অপচর করিতেছ রামাগণে নইহু ॥  
আসিতেছে কত দূর, রণবশে তুণ পুত্র  
পাঠান হুজুর বল ধনে তা ত ভাব না ।  
কহিলাম সমাচার, যেথো বেন পুনর্বার  
অই কালিনীরে তথ্য মোর বত করো না ॥  
তুমি বোগিনীর কথা রোমাকিত কাছা  
বিদ্য হইহু বীর কনোজতে বাহি ॥  
অনলশিখরে বেন-খাতুর প্রবাহ ।  
মননতবনে বেন-নাহর কটাহ ।  
ভাবনা অনল তুমি তানিত তেমনি ।  
বনিতা বিনিময় তুমি তুলিল তখনি ॥  
আলি চিত্তার পিবা জর-ভিতরে ।  
তুত কুজিগ তাব আগিল অন্তরে ॥  
বে ভীরতে দেবগণ মানবলীপার ।  
সুরপুরী পরিহার করিত আলর ॥  
বে ভারতে মহাবল দ্বিজের বল ।  
সুন্দরায়াত আশা করিত দীপল ॥  
বে ভারতে সৌরভূম-মহাবীরগণ ।  
রাক্ষস-হানবে রণে করিত দমন ॥  
বিলগ, লগর, তু, মগধ বীর ।  
বে ভারতে রিপু-লো করিত করিহু ॥  
বে ভারতে—বীরাঙ্গন সমর-ভোগিনী  
বেধেতে বিকানে দেব-মুক্তি লভিহু ॥  
বে ভারতে আশা-বৈ-ভোগিনী

এইরূপ বিষয় চিন্তায় মগন ।  
 বাহুজান বীরবাহু হারায় তখন ॥  
 বিচিত্র স্বপনে দেখে গগন ভিতরে ।  
 বিপরীত নানা ছবি শূন্য আলো করে ॥  
 একধারে নারী এক রহে তরুতলে ।  
 তারে হেরি রাক্ষসেরা অধোমুখে চলে ॥  
 অস্ত্র পাশে এক জন যবন-ভূপতি ।  
 শত হিন্দুনারী ধরি করয়ে দুর্গতি ॥  
 একপাশে আশুগল সহ বিজগণ ।  
 গাভীর-নির্নাদে দূরে করে পলায়ন ॥  
 আর পাশে ডানি হাতে তরবারি ধরি ।  
 কোরাণ ধরিয়া বামে রহে এক পরী ॥  
 তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয়-তনয় ।  
 করপুটে পদতলে হেঁটমুখে রয় ॥  
 একধারে যবাত্তির পুত্র কয় জন ।  
 ছদ্মবেশে দূর-দেশে রহে সংগোপন ॥  
 স্থানান্তরে রোজদূত করিয়া গর্জন ।  
 হিন্দুরে সংকারকার্য্যে করে নিবারণ ॥  
 দেখিয়া দুর্জয় কোপ জলিয়া উঠিল ॥  
 ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল ॥  
 অস্ত্রের কোপ তবে অস্ত্রের চাপিয়া ।  
 থাকিয়া থাকিয়া বীর উঠিল কাঁপিয়া ॥  
 যেন গগনের দর্প বায়ুর নিঃশ্বন ।  
 শুনি ধরা কোপভরে করয়ে কম্পন ॥  
 কিংবা যেন ঘোর মেঘ সাগর-গর্জনে ।  
 জানায় আপন দর্প ডাকিয়া সঘনে ॥  
 সেই ভাবে বীরবাহু ছলছল ধ্বনি ।  
 করি দেখা দিয়া আসি যথা নরমণি ॥  
 হেনকালে মহাবেগে দূত এক জন ।  
 ভূপতি-সমীপে আসি করে নিবেদন ॥  
 “মহারাজ সর্বনাশ বৈরিপক্ষ এল ।  
 কর রক্ষা নৈলে রাজ্য রসাতলে গেল ॥  
 দুরন্ত পাঠান-সৈন্য চতুঃপদে লে ।  
 কালাস্ত্র কালেশ্বর দূত সাক্ষি এস বলে ॥  
 সিদ্ধুরাজ্য-শেষভাগে কাবুলের দেশ ।  
 তাহার নৃপতি নাম সুলতান বকেশ ॥  
 তাঁর সেনাপতি নাম আলি মহম্মদ ।  
 দেখাইয়া দিল্লীরাজে নিল রাজপদ ॥  
 লুটিল মথুরাপুরী কুলী কলিজর ।  
 কাশ্মীর লুটিবারে আসে অভ্যুত্থর ॥

এখনো সময় আছে রিপু আছে দূরে ।  
 অবিলম্বে রোজসেনা দেখা দিবে পুরে ॥  
 শুনি নরপতি মনে বিপদ গণিল ।  
 বুদ্ধিহারা মস্তিগণ মস্তণা ভুলিল ॥  
 ক্রোধেতে কম্পিত দেহ যুবরাজ কয় ।  
 “এ কি কাজ মহারাজ ক্ষত্র হ’য়ে ভয় ॥  
 জনম সফল তার ধন্য বীর সেই ।  
 বিক্রমে বৈরির মুণ্ড খণ্ড করে যেই ॥  
 কিংবা হবে নাঃসপিণ্ড এ দেহ ধরিয়া ।  
 বৈরি যদি যশোনিধি লইল হরিয়া ॥  
 অশীতি বরষা প্রাণে জীয়ে কি হইবে ।  
 যুগে যুগে মহীতলে স্বকীর্ণি ঘূষিবে ॥  
 যবনে করিব জয় রণে মধ্যাশ্রয় ।  
 সাহসে করুন ভর নাহিক সংশয় ॥  
 মহাবলী রিপুদল সত্য বটে মানি ।  
 কালের কুটিল গতি তাও ভাল জানি ॥  
 কিন্তু পুরাতন কথা গাঁথা আছে মনে ।  
 একা বীর কত বৈরি বিনাশিল রণে ॥  
 একা ইন্দ্র দৈত্যবংশ করিল দলন ।  
 একা রঘু বশুন্ধরা করিল শাসন ॥  
 একা দশানন করে জিতুবন জয় ।  
 একা রাম-বাণে দশানন-কুলক্ষয় ॥  
 একা কুরু ভূমণ্ডলে একচ্ছত্র কৈল ।  
 একা পার্থ লক্ষ্য-ভেদি পাঞ্চালী লভিল ॥  
 বীর্য্য বীর ধরা তার বিধির নির্ণয় ।  
 কালে হয় কালে বুদ্ধি কালে পায় ক্ষয় ॥  
 দুর্জয় পাঠান বড় দুরন্ত হইল ।  
 অটল সৌভাগ্য বলি অস্ত্রে ভাবিল ॥  
 হস্তিনা মথুরা কুলী আদি কলিজর ।  
 লুটিয়া কনোজ-লাজে আসে অভ্যুত্থর ॥  
 কেন রে করিস দস্ত রবে না এ দিন ।  
 বিশ্রহরে যেবে সূর্য্য কখন মগিন ॥  
 কখন প্রবল নদ শুকাইয়া যায় ।  
 কত উচ্চ গিরিচূড়া ভূতলে লুটায় ॥  
 শতগিরি অবলম্ব ভূমিকম্পে কত ।  
 শতযুল বটবৃক্ষ ছিন্নমূল কত ॥  
 জলবিন্দু পাষণে কখন করে ভেদ ।  
 মহাপরাক্রান্ত রাজ্য কখন উচ্ছেদ ॥  
 পবিত্র কনোজপুরী ক্ষত্রিয়ের বাস ।  
 তাহারে লুটিবি বলি করিলি যে আশ ॥

তবে ত পুরুষ আমি বীরবাহু নাম ।  
 তবে ত প্রসিদ্ধ পুরী কনোজতে ধাম ॥  
 তবে মম রণবীর-ওরসে জনম ।  
 তবে ধরি বাহুবল বীর্য পরাক্রম ॥  
 মহারাজ শ্রীচরণে এই নিবেদন ।  
 পরিজন সকলেই করুন পালন ॥  
 রণক্ষেত্রে গিয়া শত্রু করিব নিধন ।  
 সত্য সত্য—এই সত্য করিলাম পণ ॥”  
 হেরি বীরবাহু দর্প প্রফুল্ল সকলে ।  
 রাজ-আজ্ঞা পেয়ে বীর রণবেশে চলে ॥  
 সেনাপতি পড়ে বীর হইল বরণ ।  
 শুনি ‘জয় যুবরাজ’ নাড়ে সেনাগণ ॥  
 নাহিক ভয়ের লেশ, করিয়া সমরবেশ,  
 রাজস্বত হেমলতা-ঘরে গিয়া ভেটিল ।  
 “প্রেরয়ি বিদায় চাই, সমর জ্বিনিতে বাই,”  
 বলি বীরবর প্রমদ্যুর কর ধরিল ॥  
 পতি রণমাঝে যান, আকুলা রমণী-প্রাণ,  
 কতই বিষম ভাব উখলিল হৃদয়ে ।  
 শুকাইল তরুলতা, শোকভরে অবনতা,  
 শশধর লীন যেন হয় রাহ উন্নয়ে ॥  
 ধরিয়া পতির হাত, “কি কব হৃদয়-নাথ,  
 কঠিন ক্ষত্রিয়কুলে নারীজন্ম ধরেছি ।  
 মায়া মোহ পরিণয়, উদ্যাপন সমুদয়,  
 ক্ষত্রিয়-ধর্মের লাগি জন্মশোধ করেছি ॥  
 যবনে নাশিতে যাবে, জগতে স্রবশ পাবে,  
 এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে ।  
 মম বোঝে না ত তবু, প্রাণ কেঁদে উঠে কড়ু,  
 কড়ু তব সনে ষেতে বলিতেছে আমারে ॥  
 গত নিশি দুঃখপন, করিছাছি দরশন,  
 তাই প্রাণনাথ, প্রাণ আহুতি হইছে ।  
 তাই নাথ এতক্ষণ, না করিয়া আলিঙ্গন,  
 অবশ হইয়া মম বাহুগ্ৰহণে রয়েছে ॥  
 গত নিশি শেষবাস, অলক্ষণ দেখিলাম,  
 জাবিলে শোণিতবিন্দু দেহে আর রর না ।  
 তোমারে হৃদয়ে ল’য়ে, জলনিধি পার হ’য়ে,  
 পলাতে বাসনা যেন কেহ দেখা পায় না ॥  
 দেখিছ ময়ূরী হেরে, ময়ূর যেমনি ফেরে,  
 অমনি নিদর ব্যাধ খর শর মারিল ।  
 টাইতে কুল-কলি, দেখা দিল সেই অদি,  
 অমনি প্রলয়-বারু হ হ করে বহিল ।

যেই ‘বারি বারি’ ক’রে, চাতকী কাতরঘরে,  
 উটল গগনোপরে অমনি সে মারিল ।  
 বিনামেঘে বজ্রাঘাত, হ’য়ে শিরে অকস্মাৎ,  
 সেই পাখী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল ॥  
 বিশাল তরুর পাশে, তরুলতা খেয়ে আসে,  
 হেনকালে কাঠুরিয়া সেই তরু কাটিল ।  
 কমলিনী বারিপরে, যেই খোলে রবিকরে,  
 অমনি সে কাল-মেঘ আসি ভাঙ চাকিল ॥  
 আরো কত অলক্ষণ, দেখিলাম অগণন,  
 না জানি কপালে বিধি কিবা লিপি লিখেছে ।  
 বুঝি লীলা সমাপন, ব্রত হলো উদ্যাপন,  
 মোর প্রতি কোন দেব বুঝি কোপ করেছে ॥  
 বা হবার হবে তাই, আজ্ঞা দেহ সঙ্গে বাই,  
 তব অঙ্গুগামী হয়ে রিপুকূলে নাশিব ।  
 অথবা তোমার সনে, মরিয়া সমুদ-রণে,  
 দুই জনে একেবারে হরলোকে পশিব ॥”  
 শুনি পেয়ে মহাবীর, ভাবিয়া করিয়া স্থির,  
 অবশেষে অঙ্গুলী ব অঙ্গুরীয় খুলিয়া ।  
 “কি জানি কি হবে রণে, দেখো প্রিয়ে রেখো মনে,  
 পরাইল প্রমদ্যুরে এই কথা বদ্বিয়া ॥  
 সময় বহিয়া যায়, দিনের সংক্ষেপ তাহ,  
 নিরুপায়ে যুবরাজ রণমুখে চলিল ।  
 কাঠপুতলীর দ্বায়, যেই দিকে আমি যায়,  
 হেমলতা একদৃষ্টে সেই দিকে রহিল ॥  
 সেনা ল’য়ে বীরবাহু হ’য়ে অগ্রসর ।  
 নেপালের পথে আসি রহিল সম্বর ॥  
 পরদিন অপরাহ্নে রিপু দেখা দিল ।  
 সমুদ্রবীণ সমুদায় মেদিনী ঢাকিল ॥  
 অর্ধ-চন্দ্র-শোভা নীল পতাকা উড়িল ।  
 যোজন ব্যাপিয়া শত্রু শিবিরে ছাইল ॥  
 ক্রমে দিবা অবসান সূর্য্য লুকাইল ।  
 আধার বিছায়ে নিশি আকাশে বসিল ॥  
 অমর-আলয়ে সিদ্ধা-সিদ্ধা দিল ঘরে ।  
 অমনি তারার আলো যিকি যিকি করে ॥  
 বিতীয়ার চক্রকলা ঝংগ হাঙ্গিল ।  
 জ্যোৎস্না আলো পেয়ে দশ দিক প্রকাশিল ॥  
 বীরবাহু বৈরী-পক্ষ করিতে বীক্ষণ ।  
 হিমগিরি শৃঙ্গোপরে কৈল আরোহণ ॥  
 প্রকাণ্ড-প্রকৃতি দেখে যবনের সেনা ।  
 শিরেতে ধবল বাস যেন ভাসে ফেনা ॥



এ বমপূরীতে, পরাণ ধরিতে, ঠেকে শিক্ষা করে যেই, সাব গ্রহ করে সেই,  
 নারিব থাকিতে, রাখিব ধনে ॥ তাদৃশ না পায়ের অন্ত পরে ॥  
 ওহে শশধর, ভাবিয়া কাতর, কিবা শোভা দিল তার, বাক্যে নাহি বলা যায়,  
 বল হে সখ্যর কোথার বাই । কোকনদে খেতপদ্ম যেন ।  
 অরণ্যে ভুলে, কিবা বহি জলে, অথবা চপলা-ছাঁদ, ঘেরিয়া গগনচাঁদ,  
 'দেহ যুক্তি ব'লে, কোথার পলাই ॥ অচলা হইয়া রহে যেন ॥  
 অহে লিপিকর, দিবে বংশধর, দুটি ফুল কাছে কাছে, একটি তাব শুকায়ছে  
 শেষে বিষধর অঙ্কে সঁপিলে । একটি উর্দ্ধ একটি অধোভাগে ।  
 অতি ছুরাচার, ধর্ম নাহি আর, ছায়া পড়ি দুটি কালো, তার মাঝে কিছু আলো  
 হাতে দিবে তার প্রাণে বধিলে ॥ পড়িয়াছে একটি অগ্রভাগে ॥  
 কোথা দশ মাসে, গিয়ে মনোমোহনে, সেইরূপে দুই জন, এক কোলে অন্য জন  
 বসি পতিপাশে চাঁদে দেখাব । কতক্ষণ সমভাবে যায় ।  
 কোথা দিবা-নিশি, একাসনে বসি, মেঘচাঁপা চাঁদ যেন, দীপ্ত দীপ্ত ফুটে যেন  
 লয়ে স্তম্ভনীর, দৌড়ে খেলাব ॥ হেমলতা সেই ভাষে চায় ॥  
 কোথা অন্ন দিবে, বৃকে ক'রে নিয়ে, দেখে চক্ষে বহে বাবি, 'অচেতনা জনেক নারী  
 পতি-কোলে খুয়ে হৃদি জুড়াব । কোলে করি অনিমেবে রয় ।  
 করি অভিলাষ, তাহে সাধে বাদ, চিনিতে না পারি তারে, চেয়ে দেখে বারে বারে  
 হার সেই সাধ কিলে পূর্বাব ॥ মন বুঝি সেই নারী কয় ॥  
 ওরে প্রজাপতি, তোরে করি নতি, "সখি, নাহি ভয়, আমি ভিন্ন ন  
 আর এ দুর্গতি মোরে দিল্ নে । তব ভগ্নীসমা জেনো আমারে ।  
 উদ্গাদিনী ক'রে, নে রে জ্ঞান হ'রে, পিতা রাজেশ্বর, দিল্লী-মহীশ  
 আর এত ক'রে জালাইল্ নে ॥ আমি ভাগ্যফলে ভজি ইহায়ে ॥  
 এত বলি চিতহারা, খাসা চাঁদখানি পারা, রণে করি জয়, মোরে ধরি ল  
 হ'য়ে হেমলতা ভূমে পড়ে । এই ছুরাশয় মোরে ছলিল ।  
 হেনকালে সোদামিনী, স্বরূপা কোন কামিনী, গর্ভ কবি নষ্ট, করি জাতি  
 ক্রোড়ে করে আলি উত্তরড়ে ॥ শেষে দাসীভাবে ঘরে রাখিল ॥  
 যেন কোন রাহীজন, পথিমধ্যে দরশন, শুনি আরবার, রাজ্য করি ছা  
 করি মণি সন্ধান লয় । কোন রাজকন্তা পুনঃ হরিল ।  
 ঝেড়ে ফেলি ধূলিগুলি, বাসে বাধি রাখে তুলি, মনে ব্যথা পেয়ে, তাই এছ পে  
 যায় যায় পুনঃ নিরখর ॥ ভাবি কার ভাগ্য পুনঃ ভাঙ্গিল ॥  
 সেইরূপে সেই নারী, মুছারে নয়ন-বারি, পরে দেখি মুখ, বিদারিল  
 অনিমেবে মুখপানে চায় । পূর্বকথা বত মনে পড়িল ।  
 নাহি নড়ে নাহি চড়ে, 'নেএ না পলক পড়ে, তাহে চমৎকার, তব ব্যাব  
 একভাবে ব'লে রহে ঠায় ॥ দেখি কুতূহল আরো বাড়িল ॥  
 সেই নারী কোন্ জন, কেন তথা কি কারণ, তুমি যতক্ষণ, সেই দুঃ  
 কি জন্ত সে এত শোকময় । কাছে করষোড় করি কাঁদিলে ।  
 তাহে বুঝি সেই ধনী, হবে চুরি-করা মণি, কত দিয়া দিলে, কত বুঝাই  
 ইথে কিছু নাহিক সংশয় ॥ শেষে 'আজি' ক্ষম বলি বাচিলে ॥  
 না হ'লে দুঃখের দুখী, এত সে মলিনমুখী, আমি ততক্ষণ, হয়ে অ  
 হবে কি কারণ তার তরে । গৃহমাঝে থাকি সব দেখেছি ।

বে কোণ পেয়ে, আসিরাছি ধেরে,  
অন্তরালে থাকি সব শুনেছি ॥  
ধরে কোলে করি, এই আছি ধরি,  
আজি হ'তে সখি, তব হয়েছি।  
মি ভাগ্যবতী, কারে বলে সতী,  
অত্যাধি তাঁহা ভাল জেনেছি ॥”

বিজন অরণ্যে যেন স্বজন মিলিল।  
বালুকাবিকীর্ণ ভূমে সরসী জুটিল ॥  
তাদৃশ প্রসন্নমতি তেয়াগি ভুতল।  
উঠে বৈসে হেমলতা দেহে পেয়ে বল ॥  
জুড়িয়া যুগলপাণি সজল-নয়নে।  
হেমলতা কয় কথা কাতর-বচনে ॥  
“দরামরি, তব কাছে এই ডিঙ্কা চাই।  
কি উপায়ে বল তার কাছে রক্ষা পাই ॥”

শুনি দিলী-মহীপাল তনয়া কহিল।  
অশ্রুধীরে জনয়ন ভাসিতে লাগিল ॥  
বলে “সখি, কলমান গিয়াছে সকল।  
জন্মিয়া যবন-রাজে থেয়েছি গবল ॥  
আজি সেই তাপ, সখি, শীতল করিব।  
দিরাছি আমার দর্শ্য তোমার রাখিব ॥  
মম বাক্যে অনাদব বুঝি বা না হবে।  
চুরি-করা ধন বলি বুঝি বাক্য হবে ॥  
যাই দেখি একবার স্নেহবাক্য-পাশে।  
বুঝিব আমার ভালবাসে কি না বাসে ॥”  
এত বলি দিলীপতি চহিতা চলিল।  
আসি স্নেহ-মহাপতি-কাছে দেখা দিল ॥  
তে আদিলে হেবি, আর না সহিল দেহী,  
শশব্যস্ত পাতশাহ পখিমধ্যে ভেটিল।  
কি ভাগ্য আজি মোর, নিজে ধরা দিল চোর”,  
বলি বসবতী-হাত রসভাবে ধরিল ॥  
“চোর সাধু যেই, মনে মনে জানে সেই,  
কেন মিছে নারী ভাবি কর মোরে ছলনা।  
শুনি অপরাধ, তহে চতুরের ভূপ,  
পয়েছ নবীনা নারী মোরে না কি চাহ না!  
“হোক বল দেখি, উন্নত হয়েছ হে কি,  
হেন মতি কি কারণ ভুলিতে কি পার না?  
সেবাদাসী রয়, তবু তাহে নাহি হয়,  
কেন পরনারী তরে কর এত বাসনা?  
পিতা-মাতা-মনে, গীড়া দাও শ্রিয়জনে,  
কেন এত সতী নারী মনে দাও বেদনা?”

কেন দাও এত তাপ, কেন কর এত তাপ,  
নারীবধ কত তাপ মনে কি তা জান না?  
হেমলতা নামে ধারে, রাখিরাছ কারাগারে,  
বিষপানে মরে সেই মনেতে কি ভাব না?  
একে অতি সতী নারী, তাতে গর্ভভরে ভারী,  
তবু সে রমণী তরে কিছু দয়া হয় না?  
বা পেয়েছ রাখ তাই, অতি লোভে কাজ নাই,  
দিল্লীরাজপাটে ব'সে কুমুদা ভেব না।  
আমার বচন ধর, তাহারে মোচন কর,  
অতিশয় কোন কর্ম কোন কালে ভাল না ॥”  
সুপ্ত ব্যাঘ্র যেন আমিষের গন্ধ পেলে।  
কালসর্প-শিরে যেন পদাঘাত দিলে ॥  
গতঙ্গ যেমন শোভা করি দরশন।  
ভোলা কথা মনে হ'লে উন্নত যেমন ॥  
শুনিয়া পাঠানরাজ চমকি ভেঙে মতি।  
আকুল-নয়নে চার কাঁমাতুরমতি ॥  
বলে “কোথা আন তারে দেখিবারে চাই।  
পেয়েছি নবীনা নারী ছাড়ি দিব নাই ॥  
মরুক বাঁচুক আর যা ইচ্ছা করুক।  
পেয়েছি সুখার ভাও নিবাবিব ভুক ॥  
জানে না সুলতান আমি বিজয়ী জগতে।  
ভিলার্কি রাখিতে স্থান এই ভূভারতে ॥  
আমি তারে কত ক'রে আপনি সাধিছ।  
অবশেষে হাতে ধরা স্বীকার করিছ ॥  
মম বাক্যে অবহেলা করে সেই জন।  
দেবির কেমনে তারে রাখে কোন জন ॥”  
অনেক সাধিয়া শেষে সাধনা করিল।  
তথাপি আসক্তি-কোপ ঘুচাতে নারিল ॥  
বিস্তর কাঁদিয়া করি বিস্তব সাধনা।  
অবশেষে একমাত্র পুরিল কামনা ॥  
যে অবধি হেমলতা প্রসব না হবে।  
সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোচ্ছানে রবে ॥  
এ দিকেতে বীরবর, . . . মহা অবগত্য-ভিত্তর,  
চেতনা পাইয়া চকু চান।  
অতি ভীম-দরশন, বিজন গহন বন,  
চারিদিকে দেখিবারে পান ॥  
শোণিতে লেপিত বাস, নরনের আভি: হ্রাস,  
শরাঘাতে দেহ অবসাদ।  
হৃদয়ে বাণের ফলা, ভাঙিয়া পড়েছে শল।  
তবু বীর ভাবে না বিবাদ ॥

মাহিক জ্বাসের লেশ, গরিয়া শরের শেখ, অগ্নি মাংস বড় দান, দেখে রবে তত দা-  
 টান দিয়া তুলিয়া ফেলিল। তোর মন্দ করিব সাধন।  
 কোথা বিপক্ষদল, কোথা আপনার বল, প্রমদার বিমোচন, যবনকুল-নিধ-  
 কেন তথা, ভাবিতে লাগিল ॥ অস্তাবধি এই মম পণ ॥  
 হেনকালে দেখে চেয়ে, নিজ অখ আসে ধেরে, কিবা জলে কিবা স্থলে, কিবা বলে কি কোশলে,  
 সংগ্রামের সাক্ষ পরিধান। এই ব্রত সকল আমার।  
 শরীরে শোণিত বর্ষ, হেরিয়া বৃষ্টি মর্ষ, আতি কিবা পরদিন, কিংবা অস্ত্র কোন দিন  
 এই মোরে কৈলা পরিগ্রাণ ॥ পরিচয় পাবি বে তাহার ॥  
 রণভূমি পরিহারি, আমাঝে পৃষ্ঠেতে করি, বদেহ করিলি জয়, তাহে আর থাকি নহ  
 অখবর আসিয়াছে বনে। তাহে প্রিয়া বন্ধ তোর ঘরে।  
 এই কথা বীরবর, স্থির করি তার পর, এই দেখে অস্তাবধি, ভ্রমিষ গিয়া জলদি  
 ভাবিতে লাগিলা মনে মনে ॥ দেশত্যাগী হব তোর তরে ॥  
 কোন্ পক্ষ হৈল জয়, কোন্ পক্ষে পরাজয়, অল্প দিনে পাবি টেব, কোন্ কক্ষে কিবা ফেব,  
 সমাচার কিছুই না পাই। জানিবি রে পুরুষ কেমন।  
 বলি অশ্বের করি ভব, চলিলেন বরাবর, থাক নিরে ধরাভল, আছে রে বারিধি-জল  
 দেখেন সংগ্রামে কেহ নাই ॥ তাহে তরী কবিব চালন ॥  
 তখন কান্ডর মন, যেন দ্রুত সমীরণ, লক্ষ তরী ভাসাইব, স্নেহদেশে মজাইব  
 চলিলেন ধাইয়া নগরে। বাসিষ্ঠ্য করিব ছারখার।  
 দেখে বত গৃহ-বার, হইয়াছে ছারখার, তোর সিংহাসনপাত, স্নেহকুল ভস্মসা  
 অগ্নিকুণ্ডে জলে ধু ধু করে ॥ প্রেরণীয়ে করিব উদ্ধার ॥  
 অসহ শোকের ভাব, সহিতে না পারি আব, খেদ করি বীরবর উঠিলা তরগী।  
 বীরবর করিলা কুপিয়া। কলিকরাজেব রাজ্যে চলিলা তখনি ॥  
 “ভাল আশা করিলাম, ভাল দেখা পাইলাম, শত্রুরেব সৈন্ত লয়ে পুনঃ বাব রণে ॥  
 বড় সাধ মিটল আসিয়া ॥ কলিক উদ্দেশে চলিলেন এই মনে ॥  
 করিয়া বিপক্ষ-নাশ, আসিব প্রেরণী-পাশ, গঙ্গানীরে তরাখানি ভাসিয়া। ভাসিয়া।  
 পূর্বাং পিতার মনকাম। গঙ্গাসাগরের জলে পড়িল আসিয়া।  
 মুচিল সে অভিলাষ, লাভে হৈল বনবাস, মোচা-খোলাখানি যেন ভাসে সেই তরী।  
 লাভে হ’তে ভার্য্যা হারিলাম ॥ তাহে চাপি বীরবর নত শির করি ॥  
 এই কি ঘটিল শেষে, প্রবেশিয়া এই দেশে, চূর্ণকণা কণী যেন ভয়চূড়া শিখা।  
 মম পত্নী যবনে হরিল। অধঃশির হয়ে বীর তেমতি রহিলা ॥  
 করীতে হেলায় শুণ্ড, উপাড়িয়া তরুকাণ্ড, কতকণে লুকাইয়া দ্বন্দ্বের ভার।  
 দশনেতে লতিকা ধরিল ॥ প্রকাশি কাতরে শেবে কহেন কুমার ॥  
 আরে নিদারুণ চোর, সে জন কি করে তোর, “এই কি কপালে ছিল জগন্নাথ ভূমি।  
 সে যে নারী-অবলা ললনা। আমি হৈমু দেশত্যাগী বন্দী রৈলে তুমি ॥  
 সে যে অতি নিরমল, কোমল কমলদল, বহুগভী ভূমি তুমি জগন্তের সার।  
 ভায়ে কেন দিলি রে বেদনা ॥ কত নন্দ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার ॥  
 দিল্লী জয় ক’রে তোর, এত কি বাড়িল কোর, উচ্চ হিমগিরিচূড়া হিমালী-নগিত।  
 মোর প্রিয়া করিলি হরণ। গর্জ করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত ॥  
 ভবে ক্ষত্রহৃত হই, সত্য সত্য সত্য কই, অকপের রথরোধকারী বিদ্যাসিধি।  
 এবে তোর নিকট যরণ ॥ অগস্ত্য ঋষিরে শির নোমাইছে বীরি ॥

## বীরবাহু কাব্য

গোমুখী-বাহিনী গলা বহ্নাতে মেলি।  
 দিবা-রাত্রি কলনাকৈ করিতেছে কেলি ॥  
 নব-অংশে জন্ম সেই রাম নারায়ণ।  
 তোমারে জননী-ভাবে করিল পালন ॥  
 তোমার সেবার পঞ্চপাণ্ডু ছিল বত।  
 পুঞ্জিল তোমার রাজা বিক্রম-আদিত্য ॥  
 অমর বাহ্যিকি ঋষি শ্রমধুব স্বরে।  
 রাখিয়াছে তব বশ ত্রিভুবন ভ'রে ॥  
 বেদব্যাস মহাপ্রসি ভারত রচিয়া।  
 প্রচারিল তব নাম জগৎ জুড়িয়া ॥  
 সরস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস।  
 তব বশ রঘুবংশে কবিল প্রকাশ ॥  
 ভবভূতি তব নাম অন্যত অক্ষরে।  
 রাখিয়া খুঁটিয়া গেছে মানব-অন্তরে ॥  
 এবে সেই দেশমাত্র ভারত বক্ষেতে।  
 স্নেহহুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে ॥  
 যুচিল মনের সাধ জন্ম মতন।  
 ভাঙ্গিল নিদ্রার ধোর ভাঙ্গিল স্বপন ॥  
 যবনে করিয়া ছিন্ন তোমার মোচন।  
 কত দিন মনে মনে করিতাম পণ ॥  
 পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব।  
 পুনর্বার স্নলকাবে তোমারে জুযিব ॥  
 পুং: নির্মাইব পুরী যত হৈল গত।  
 গঙ্গা-যমুনার তীরে ছিল বত যত ॥  
 বিজয়-দ্রুমুতি পুন: হরিবে বাজাব।  
 ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব ॥  
 হায় আশা ফরাইল জনম মতন।  
 অদৃষ্টে আছিল শেষে জলধি-ভ্রমণ ॥  
 মনোহব নবদুর্গা-কোমল আসনে।  
 বসি আর না দেখিব শোভিত গগনে ॥  
 তরলতরঙ্গ কলনাদিনীর তীরে।  
 আর না জুড়াব চক্ষু ভ্রমিব না ফিরে ॥  
 নবীন পল্লব ছায়া-তলেতে বসিয়া।  
 আর না শুনিব গান হরিবে ভাসিয়া ॥  
 বিদায় জনমভূমি জনম মতন।  
 বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ ॥  
 বিদায় জননী তাত পুরবাসী জন।  
 বিদায় জনম শোধ প্রাণের রতন ॥  
 জীবিত আছি কি প্রিয়ে ভাব কি আমারে।  
 কোন্ ভাবে কার কাছে রেখেছে তোমারে ॥

ধিক ক্ষমকুলে ধিক্ ধিক্ মম নাম।  
 পতি হয়ে নারী-রক্ষা কার্য নারিলাম ॥  
 একে শত্রু তাহে স্নেহ তাহে প্রাণপ্রিয়া।  
 কেমনে ধরিব কারা জানিয়া শুনিয়া ॥  
 হে বরণ কেন যোবে পাভালে না লহ।  
 জীবিত রাখিয়া কেন দহন কবহ ॥\*  
 কোথায় নুতালে বজ্র অহে সুরপতি।  
 নবানন্দ-শিবে হানি বিনাশ চূর্ণতি ॥  
 দ্রব হ রে মাংসপিণ্ড, চূর্ণ হ রে হাড়।  
 অথবা সর্পিণ্ড দেহ হয়ে যা পাহাড় ॥\*  
 বলিতে বলিতে বীর চলিয়া পড়িল।  
 যেন বজ্রাঘাতে দীর্ঘ তরু বিদারিল ॥  
 একাকী জলধি-জলে তরিতে শুইয়া।  
 তরঙ্গ-বেগেতে তরী চলিল ভাসিয়া ॥  
 সমস্ত রজনী জলে ভাসিয়া ভাসিয়া।  
 অরণ-উদয়ে জলে লাগিল আসিয়া ॥  
 কুলে উঠি বীরব পান সমাচার।  
 সেই ত কলিঙ্গদেশ কলিঙ্গ বাজার ॥  
 সমাচার পেয়ে তবে চলিলেন-বীর।  
 যেন রাহুগ ৬ ভাঙ্গু কোথেকে অধীর ॥  
 গিয়া স্বস্তরের পদে করি নমস্কার।  
 নিবেদিল পূর্ণাপ বত সমাচার ॥  
 শুনি কোণে কণ্ঠমান কলিঙ্গ-ভূপাল।  
 জলিয়া উঠিল যেন কালাস্তের কাল ॥  
 তখনি অমাত্যগণে একত্র করিয়া।  
 সমরে সাঙ্গহ বলি কহেন কথিয়া ॥  
 সংগ্রামে সাজিল সেনা দেখিতে বিকট।  
 সাজিল বারণ বাজী সংগ্রাম-শকট ॥  
 হেরিয়া প্রফুল্লমনে ভূপতি-নন্দন।  
 স্বস্তরের পদযুগে করিয়া বন্দন ॥  
 কহেন, "আমারে পান দেহ মহামতি।  
 বিনাশিব রিপুবল যুগাব অযাতি ॥  
 সসৈন্তে বেদিব দিল্লীরাজে দিল্লীপুরে।  
 মম বলে রিপুপুং পলাইবে দূরে ॥  
 নিকষেগে মহারাজ থাকুন আলয়ে।\*  
 করুন আশিস্ রিপু যাবে বমালয়ে ॥"  
 এত বলি বীরবাহু বন্দিয়া রাজার।  
 শিবিরে আসিয়া পরে বার দিলা রায় ॥  
 রাহুপুত্রে নেহারিয়া আনন্দিত মনে।  
 মহাকোলাহলে উদ্ভারিল সৈন্তগণে ॥

জুপতি দিলেন পান,      বীরবাহু রণে ধান,      ভাগ্যবলে বীরবর,      তরীকাঠে করি ভর,  
 কলিঙ্গ-রাজার সৈন্য চতুরঙ্গে চলিল।      কিন্তু বরুণের করে ধরিয়া পাইল।  
 গিয়া সাগরের তীর,      একত্রেতে বস বীর,      কোমরে বন্ধন আসি,      পৃষ্ঠে ধনুর্ধার-রাশি,  
 সহস্র তরলী-পৃষ্ঠে সকলেতে উঠিল ॥      অকুল বারিষি-জলে ভাসি ভাসি চলিল ॥  
 কিবা শোভা দিল তার,      যেন জলে ভাসি যায়,      অকুল অগাধ জল,      তিলেক নাহিক স্থল,  
 সুশোভিত একখানি দাক্ষয় নগরী।      তাহে পুনঃ বহুবিধ জলচর খেলিছে।  
 মহাব্যাকুলিত মন,      সূচকল ছনয়ন,      দেখি ভাবি নিরুপায়,      কি করি কোথায় যাব,  
 উঠিলেন বীরবর শ্রেষ্ঠ-তরী উপরী ॥      বীরবাহু মনে মনে আই কথা তুলিছে ॥  
 গঙ্গাসাগরের দিকে,      চলিল উত্তরমুখে,      হেন কালে দেখে ধূরে,      বেলা ধূ ধূ করে,  
 উৎকল প্রভৃতি দেশ বামভাগে রহিল।      হেরিরা কৃষ্ণিত মনে,      সেই মুখে চলিল।  
 এইরূপে দিন কত,      নিরুৎপাতে হয় গত,      তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি,      ক্রমশঃ নিকটে আসি,  
 এক দিন অকস্মাৎ বিয়পাত হইল ॥      চক্ষু মেলে মনোহর দীপ এক হেরিল ॥  
 বায়ুকাণে দিল দেখা,      কালিমা জলদ-ব্রেকা,      নন্দন-কানন সম,      উপবন মনোরম,  
 ঢাকিল রবির কর নভোদেশ ব্যাপিল।      তাহে শোভা করে হেবি তাঁবে গিয়া উঠিল।  
 গজিল জলদজাল,      যেন প্রলয়ের কাল,      যেন অমরের পতি,      হারায়ে অমরাবতী,  
 সহস্র কেশরি-নাগে জলদ নাছিল ॥      ঘুণা লক্ষা ভয়ে অধোমুখে চলিল ॥  
 গাতিল তরঙ্গকল,      হল হল কুলকুল,      লতা-পুষ্প-ফল-শোভা,      বাহে মনি মনোজোভা,  
 ডাক ছাড়ি লক্ষ দিয়া শূন্যমার্গে উঠিল।      না পাবে সে বনশোভা শোকানল নাশিতে।  
 প্রলয়-পবন হাঁকে,      স্তব্ধ বসুমতী কাঁপে,      শিশু যদি শোক পায়,      তুলালে সে শোক যায়,  
 তরুলতা গুল্ম ল'য়ে দিগন্তর ছুটিল ॥      জানিচিন্তশোকানল নাহি ঘুচে ঝাটিতে ॥  
 বজ্রের চিহ্নিড ধনি,      বাতাসের হনুহনি,      যেই জন শিশুকালে,      মা বোলে জননো-কোলে,  
 সমুদ্র মেঘের নাদে ত্রিভুবন চমকে।      ছুটছুটি করে আসি স্তব্ধ পান করেছে।  
 “বিনাশ করিতে স্মরি,      উদ্ধাপাত শিলাবৃষ্টি,      সেই জন নিশিভাগে,      নারীসনে অমুহুরাগে,  
 অবিচ্ছেদে মৃগলব ধাবা বর্ষে ঝমকে ॥      নিরমল পূর্ণমাসী শশধরে হেরেছে ॥  
 দশদিক সন্ধকাব,      শূন্য জল একাকাব,      পীড়াতুর শয্যাগত,      প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত,  
 হই হই রব মাত্র শুনা যায় শ্রবণে।      ছেরে যেন প্রিয়জন প্রিয়ভাষা শুনেছে।  
 চমকে চিকুর-বেধা,      তাহে মাঝে যায় দেখা,      গৃহবাসে কিবা সুখ,      প্রবাসেতে কি অসুখ,  
 জনধিতরঙ্গ-রঙ্গ চমকিত নয়নে।      বনবাসে কি যাতনা সেই জন বুঝেছে ॥  
 গর্জিত করিয়া তুচ্ছ,      ‘উথলে হিলোল উচ্চ,      সেই বসুধার ভার,      বহে বীর অনিবার  
 হলস্থল ঢাবি কুল ব্রহ্মডিগ ফুটিছে।      তাহে অতি ব্যাকুলিত হারা পত্নী ভাবিয়ে।  
 হুঙ্কার সহস্র জন,      করি ভীম গরজন,      বীর্য-বিন্দু আছে যার,      সেই জন বুঝে সার  
 আকাশমণ্ডল যেন হাতে হাতে স্কুটিছে ॥      আছে বা না আছে শোক ঐ শোক জিনিয়ে ॥  
 অথবা অনন্ত যেন,      প্রসারি সহস্র ফণ,      তাহে মহাবীর্যবান,      ক্ষতস্থলে অধিষ্ঠান  
 তারা সূর্য্য গ্রহগণে ধরি ধবি গিলিছে।      তাহে রাজবংশধর বয়োগর্ভে গর্জিত।  
 কিংবা যেন দেব দৈত্য,      অমৃত লভিতে মত্ত,      তাহে রণে পরাজিত,      প্রাণহীনী অপহৃত  
 পুনর্ধার বরুণের রাজ্য ছার করিছে ॥      এমন সম্মান কিসে হবে বল স্থগিত ॥  
 দব-কীর্ণি ভয়ঙ্কর,      পৃথিবী সহে না ভব,      হীনবীর্য্য হ’লে পরে,      বৃষ্টি বা সে শোকভবে  
 কি করিবে তার মাঝে মানুষ্যের সামর্থ্য।      উদ্ভাদ পাইত কিংবা আত্মহত্যা সাধিত।  
 ত তরী দল বল,      সব গেল রসাতল,      মহা-তেজোধারী বীর,      তাই আছিলেক স্থি  
 দৈব-বল-বাদী হয়ে পাড়ে যোঁর অনর্থ ॥      শাল তরু রহে যেন হয়ে বজ্র-দণ্ডিত ॥

গভীর প্রকৃতি বীর, বাহে স্বয়ং শোক তার,  
কিন্তু হৃদয়ে নিরবধি চিন্তা-কণী ধংশিছে।  
যেথের সৃজন যেন, নহে চক্ষে দরশন,  
কিন্তু বাপ নিরবধি শূন্য ভেদি উঠিছে।  
বীরবাহু-শোকভার, বাহিরেতে নাহি আর,  
অন্তঃশিলাভাবে শেষে উথলিতে লাগিল।  
নয়নের জ্যোতিহার, ধরিয়ে উদাসী ধারা,  
জলশূন্য কাননেতে দীরে দীরে চলিল।  
যে পথ দেখিতে পায়, সেই পথে চ'লে যায়,  
সুপথ কুপথ কিছু নাহি কবে গণনা।  
নীতল তকর তলে, নীতল তড়াগ-জলে,  
কতু বসে কতু ভাবে সমভাবে রয় না।  
নাহি সংখ্যা কতবার, লমিল নৃপকুমার,  
দ্বীপখণ্ড-চতুর্ভাগ সমুদায় ঘেরিয়া।  
দে কি তাঁর বাসস্থান, যার দর্পে কম্পমান,  
ছিল মহা মহা বীর ভূ-ভারত ব্যাপিয়া।  
এই ভাবে পর্যটন, ইতস্ততঃ কতক্ষণ,  
করি বীর তরুতলে অধোমুখে বসিল।  
হেনকালে দিবাকর, লুকায়ে প্রথর কর,  
দূরেতে সাগরগর্ভে দীরে দীরে পশিল।  
ক'দিনের কষ্টভোগে আচ্ছন্ন শরীর।  
ভাবিতে ভাবিতে চ'লে পড়িলেন বীর।  
হেনকালে অকস্মাৎ সঙ্গীতের ধ্বনি।  
শুনা গেল বামাস্তবে মধুর গাঁথনি।  
একবারে চারিদিক পুরিয়া উঠিল।  
নিদ্রা ভাঙ্গি রাজপুত্র-শ্রবণ মোহিল।  
আড়ষ্ট হইয়া রায় কারমন-চিতে।  
মোহিনী-সঙ্গীত-স্বর লাগিল শুনিতে।  
দেব উপদেবী কিংবা অপ্সরা কিম্বদন্তী।  
কে গাহিল এ মধুর সংগীত-লহরী।  
কিছুই বুঝিতে নারি ব্যাকুল অন্তর।  
কি শুনিল রাজপুত্র ভাবিয়া কাতর।  
অনতিবিলম্বে হেরে নারী ছয় জন।  
ধবল বসন-গরা কনকবরণ।  
করে বীণা সুমধুর-হৃদয়ে মতিমালা।  
তার পাশে দুই বেণী করিছে উজ্জ্বল।  
গও গ্রীবা নেত্রশোভা ঐতি দন্তপাতি।  
গঠাধর পদ্মাধর নাসানন-ভাতি।  
মনোলোভা শোভা কিবা বাহু কটদেশ।  
যুগপতি শ্রবণদ্বয় তরুণ-বয়সে।

আরক্ত অরুণ পদ শ্রাম ধরাতলে।  
যেন ভাসে কোকনদ নীলহ্রদ-জলে।  
চপল-নয়নে চেয়ে দেখেন রাজন।  
মানবী-বেশেতে এরা এল কোন জন।  
ও দিকে মানবরূপ হেরিয়া সে বনে।  
বমণী কজনে দেখে চকিত-নয়নে।  
এ চাহে উহার মুখ না সবে ভাবতী,  
দাঁড়াইয়া বহে যেন পাষণ-মুণ্ডতি।  
নৃপতি-তনয় তবে বিনয়-বচনে।  
কহিলেন মুদ্রভাষে প্রিয় আলাপনে।  
“কেবা বট দেখা দিলে এমন সময়।  
কিবা জাতি কিবা নাম কোথা বা আলয়।  
মানব-সন্তান আমি বিধাতা বিমুখ।  
ধিপাকে পড়িয়া তাই পাই বহু দুখ।  
মায়াবিনী-বেশে কেবা দিলে দরশন।  
দুচাঁও মনের ধাঁধা কহিয়া বচন।”  
বলিতে বলিতে কথা শব্দী দেখা দিল।  
বীণা বাজাইয়া রামা সবে লুকাইল।  
অপূর্ব রমণী-কার্য দেখিয়া অনিরা।  
যামিনী পোহান ভূপ ভাবিয়া ভাবিয়া।  
ঘুটিল নিশির ঘোর অরুণ উঠিল।  
তীরে আসি পূর্বমুখে চাহিয়া রহিল।  
দেখিতে উহার খেলা, নৃপশত ভোরবেলা,  
নমিতে লাগিল বনে বনে।  
পশু পক্ষী আদি মিলি, সকলেতে করে কেলি  
দেখি হরষিত হন মনে।  
পরিমলভরে ভাবী, সে ভাব সহিতে নারি,  
পুষ্পপদ পত্র পবে হেলি।  
অধবে ঈষৎ হাস, খুলিতে বৃকের বাস,  
সমীরণ সহ করে কেলি।  
পাখীতে ধরিছে তান, শুনি উথলিছে প্রাণ,  
পবন মাতিয়া ফিরে ঘুরে।  
হেনকালে রাজহৃত, মহা কুতূহলমুগ্ধ,  
নারীগণে দেখিলেন দূবে।  
দীরেতে নিকটে গিয়ে, তরুপাশে দাঁড়াইয়ে,  
কৌতুকে দেখেন মহামতি।  
শেকালি বকুলকুল, আদি নানাভাতি ফুল,  
শোভে উভে কদম-সংহতি।  
তৃণ-শৈবালের দল, ঢাকিয়াছে ধরাভঙ্গ,  
লতিকা-বেষ্টিত চারিপাশ।

ঠাঁয় ফুলের মালা, বাহতে ফুলের বালা,  
 হৃদিপরে ফুলময় বাস।  
 কলি ফুলের সৃষ্টি, সদা হয় ফুল-বৃষ্টি,  
 চারিদিকে ফুলে ঢাকা রয়।  
 কদম্বতরুর মূলে, সাজায়ে কদম-ফুলে,  
 ফুলবেদিপরে বসি রয় ॥  
 অঞ্জলি অঞ্জলি করি, ফুলে রাখে শিরোপরি,  
 কড় হৃদে করয়ে স্থাপন।  
 নরনেতে অশ্রু ঝরে, স্নেহেতে আদর করে,  
 কত ভাবে করিছে বতন ॥  
 ছয় জনে মুখে মুখে, বসি রহে মনোহুখে,  
 সদা হয় পুষ্প-বরিষণ।  
 মিলায়ে বোণার তান, খেদ-সুরে করে গান,  
 শুনিয়া দ্বিভেদ হয় মন ॥  
 নারী-কীষ্টি মনোহর, নিরখিয়া বীরবর,  
 নিকটে গেলেন যুবরাজ।  
 করপুটে দেবী-পাশে, ঠাড়িয়ে বিনীত ভাবে,  
 যুগ্মবে চান পরিচয় ॥  
 নিরখিয়া চমকিয়া, গানেতে বিশ্রাম দিরা,  
 নারীগণ উঠে যেতে চায়।  
 অনেক মিনতি করি, বুঝায় অনেক করি,  
 নারীগণে বসাইলা রায় ॥  
 অহরোধ-ডোরে বাঁধা, বিমনা লাগিল ধাঁধা,  
 রমণীমণ্ডলী পড়ে গৌলে।  
 কিছু পরে কোন জন, "তন তবে দিয়া মন,"  
 ব'লে আরম্ভিল মধুবোলে ॥  
 "বরুণতনয়া পাতালে ধাম।  
 ভগিনী ক'জন! শুনহ নাহ ॥  
 মুকুতা-বিলাসী রতন-কাস্তি।  
 তরঙ্গ-বাহিনী নয়ন-ভ্রাস্তি ॥  
 প্রবালমাগিনী ক'জন! এই।  
 নলিনীনয়না ভগিছে সেই ॥  
 সাগরে সাগরে ভ্রমণ করি।  
 মাণিক মুকুতা দেখিলে ধরি ॥  
 এই উপবনে আসিয়া বসি।  
 শ্রম নাপি পুনঃ সাগরে পশি ॥  
 আগে ছিহু সবে শত সোদরা।  
 গিয়াছে সকলি আছি আশ্রয় ॥  
 শাপেতে পড়িয়া গিয়াছে তারা।  
 আশিতারা মোরা হয়েছি হারা ॥

হ'লো বহুদিন প্রভাতকালে।  
 সকলে পশিহু জলধি-জলে ॥  
 সারাদিন জলে ধরিহু মণি।  
 ভাহু অস্ত্র বান আসে রজনী ॥  
 দেখিয়া তপন-সুরতি শোভা।  
 আমরা কখনে হইহু লোভা ॥  
 ধরিব বলিহু বাইহু পাছে।  
 বত-দুয়ে বাই না পাই কাছে ॥  
 ক্রমশঃ নাশিছে দেখিতে পাই।  
 না পারি ধরিতে কতই বাই ॥  
 প'ড়ে অই করে পোহায় রাতি।  
 পাতালপুরেতে না জলে বাতি ॥  
 আমাদের কাছে আছিল মণি।  
 আধারে সকলে যাপে রজনী ॥  
 পরদিন প্রাতে সরোব মন।  
 পিতৃশাপে যবে হ'ল নিধন ॥  
 কোথেকে কহেন, "আমারে হেলা।  
 আর না সগিলে করিবি খেলা ॥  
 যে রবির তরে ভুলিল বাপে।  
 নিরত দহিবি ভাহার তাপে ॥  
 পুষ্পবেশে রবি ধরণীপরে।  
 নিরত পুড়িবি প্রথর করে ॥  
 কত বে সাধিহু ধরিয়া পায়।  
 করুণা-উদয় না হ'লো তায় ॥  
 কুমারী আছিহু আশ্রয় ক'জন।  
 তাই সে জীবনে আছি এখন ॥  
 তাই উষাকালে আসি এখানে।  
 ফুল কেলি সবে করি বতনে ॥  
 দ্বিতীয় প্রহর সময়ে তাই।  
 তরুণে আসি জলে ভিজাই ॥  
 তাই সে প্রদোবে তুলিয়া বনে।  
 হৃদে ধুয়ে ফুল কাঁদি ক'জনে ॥  
 প্রহর বাড়িছে আসি এখন।  
 বলি লুকাইল নারী ক'জন ॥

নৃপতি-নন্দন, ব্যাকুলিত ন  
 চলিল সমুদ্রতটে।  
 অতি ক্লেশ, জীম ধরণী  
 অপূর্ণ ঘটনা ঘটে ॥  
 নারী ছয় জন, করিয়া বেট

জিহ্বা লক্ লক্, শিরে ধক্ ধক্, স্ফুটিল জলন, জাগিল চেতন,  
 জলিছে রক্তন-মণি ॥ হইল বখন ভোর ॥  
 কুণ্ডল করিয়া, পুঙ্খ প্রসারিয়া, চেতনা পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া,  
 দুই দিকে দুই নাগে । নারী কয় জনে কয় ।  
 সতেজে দাঁড়ায়ে, কণা প্রসারিয়ে, "তুমি মহাশয়, অতি দয়াময়,  
 'হুলিছে ফুলিছে রাগে ॥ মনুষ্য বৃদ্ধি বা নয় ॥  
 চপলা যেমন, খেলিছে তেমন, না হ'লে কেমনে, স'পিলে জীবনে,  
 স্তম্ভীক রসনা পাতা । বদেহ অকুতোভয়ে ।  
 বহে ঘন ঘন, নাসিকা-পবন, করুণা করিলে, প্রাণদান দিলে,  
 ডাকিছে যেমন জাঁতা ॥ বিনা আর্থপর হ'রে ॥  
 বিষময় বায়ু, শোষিতেছে আয়ু, অহে নরবর, বল অন্তঃপর,  
 পতিতা কণার তলে । কেমনে তুষিব মন ।  
 নারী কয় জনা, মূৰ্ছিত-নয়না, কিবা উপকার, করিব তোমার,  
 ভাসিছে জলধি-জলে ॥ দিব কিবা ধন জন ॥"  
 পেক অতীত, বড়পি হইত,  
 একবারে বেষ্টো প্রাণ ।  
 গতি-নন্দন, ল'রে শরাসন,  
 গুণেতে আঁটিল বাণ ॥  
 যা ডানি আঁধি, নিরখি নিরখি,  
 সতেজে নিক্ষেপে তীর ।  
 স্নান-ভিতরে, কণা ভেদ করে,  
 অহিযুগে মারে বীর ॥  
 জ্বরে তখন, অসি শরাসন,  
 কাঁপ দিয়া পড়ে নীরে ।  
 হি-দেহ ধরি, আনে করে করি,  
 টানিয়া ছুলিল তীরে ॥  
 রে অসিখান, ল'রে খান খান,  
 করিয়া কুণ্ডন কাটে ।  
 চেতন তহু, নুপ-অঙ্গজহু,  
 বুলে নিল পাটে পাটে ॥  
 । ধীরি ধীবি, রাখে সারি সারি,  
 ক'খানি রক্ত-দেহ ।  
 থ সেই কায়া, প্রাণে ধরে মায়া,  
 না কাঁদি না রহে কেহ ॥  
 থ হল হল, তুলে আনি জল,  
 ঢালে শিরে বীরবর ।  
 ।লে সিক্ত, পুষ্প সুবাসিত,  
 রাখিল চেতনাকর ॥  
 র হলাহল, ঘেয়ে কণ্ঠহল,  
 রহিল সে দিনভোর ।

শুনি বীরবর কন,  
 দিবে কিবা ধন জন,  
 জগতের সুখ-নীরে সত্তরুণ কোরেছি ।  
 পেরেছি সম্পদ-রস,  
 শিরেরতে ধরেছি বশ,  
 স্নেহে-রসে স্নান করি স্নেহে কাল হরেছি ॥  
 মিটেছে সন্তোষ-সাধ,  
 অগবশ অপবাদ,  
 দৈব-বিড়ম্বনা-পাশে এবে বাঁধা পোড়েছি ।  
 থেকে বীৰ্য্য বাহুবল,  
 ভাগ্যদোষে অসম্বল,  
 হ'রে শৈলশৃঙ্গচাপা সিংহমত রয়েছে ॥"  
 প্রতি-উপকার মন,  
 যদি কৈল রামাঙ্গণ,  
 বিধাচ্ছেন করি তবে চিন্তাভার নাশহ ।  
 কোন্ দিকে কোন্ পুর,  
 কান্তকুল কত দূর,  
 ক'দিনের পথ হবে সখিগণ্য বলহ ॥  
 যদি জাম'বল আর,  
 হেমলতা নাম তার,  
 সেই নারী কোন্ ভাবে কার কাছে রয়েছে ।  
 কি করে সে রাজদ্রিবা,  
 প্রাণে বাঁচি আছে কিবা,  
 শোক-চিত্তানলে পুড়ে তত্ত্বাগ্নি করেছে ॥  
 সে নারী আমার প্রিয়া,



তারে হ'রে ল'রে গিয়া,  
নষ্ট ভাবে দুই রিপু সংগোপনে রেখেছে ।  
যদি তারে কোন জন,  
ক'রে থাক দরশন,  
বল তবে প্রেয়সীর কিবা দশা হয়েছে ।  
অশ্রুপাতে দুই আঁখি,  
গেছে কিংবা আছে বাকি,  
কিংবা প্রিয়া অত্যাগারে একেবারে জ্বলেছে ।  
অস্থিমাংস ঠাই ঠাই,  
এখনো কি হয় নাই,  
এখনো কি রেজুবশে ধরাধামে রয়েছে ।  
রক্ত দস্যুর কাল, করিয়া পাঠানরাজ,  
এখনো কি যম-হস্তে পরিভ্রাণ পেয়েছে ?  
মা গো ও মা জন্মভূমি ।  
আরো কত কাল তুমি,  
এ বরষে পরাধীন হ'রে কাল যাপিবে ।  
পাষণ শবনদল, বল আর কত কাল,  
নির্দয় নির্ভর মনে নির্গাড়ন করিবে ।  
কতই ঘুমাবে মা গো,  
জাগো মা জাগো জাগো,  
কৈদে সারা হয় দেখ কস্তা-পুত্র সকলে ।  
ধূলার ধূসর কায় তুমি গড়াগড়ি যার,  
একবার কোলে কর, ডাকি মা মা ব'লে ।  
কাহার জননী হয়ে,  
কারে আছ কোলে ল'য়ে,  
স্বীয় স্নতে ঠেলে ফেলে কার স্নতে পালিছ ।  
নায়ে দুহু কর দান, ও নহে তব সন্তান,  
দুহু দিয়ে গৃহ-মাঝে কালসর্প পুঁথিছ ।  
মোরে দিলে বনবাস,  
প্রিয়া আছে কায় পাশ,  
হার কত পীড়া পাও, হে সুখাত্ত-বদনে !  
কোথা বসো কোথা যাও,  
কিবা পয় কিবা যাও,  
হায় পুনঃ কতদিনে জুড়াইব নয়নে ।"  
বিস্ত্রিত রমণীদল দেখিয়া শুনিয়া ।  
কিঞ্চিত বিলম্বে কহে স্তম্ভিত হইয়া ।  
'কামিনী লাগিয়া তব কামনা পূরাব ।  
হেমলতা অদ্বৈত পৃথিবী বেড়াব ।  
বিরল তটিনী-তট হ্রদ সরোবর ।  
অরণ্য নিকুঞ্জ মাঠ, শক ঘরীধর ।

প্রান্তঃ, সন্ধ্যা, নিশা, উষা, মধ্যাহ্ন সময় ।  
ভ্রমিব খুঁজিয়া তাঁরে আনিহ নিশ্চর ।  
নিরুদ্বেগে বীরবর থাক এই বনে ।  
'হরায় আসিব ফিরে তাবিহ না মনে ।  
চলিলাম বীর তব নারী অদ্বৈতবে ।  
মঙ্গল-বারতা আনি জুড়াব শ্রবণে ।  
হেরিব কেমন তিনি যার স্বামী তুমি ।  
বুঝি বা তেমন আর ধরনাকো ভূমি ।  
কেন ভাব যুবরাজ যুবতী লাগিয়া ।  
কামনা পূরাব তব কামিনী আনিয়া ।"  
বণিয়া চলিয়া গেল কুমারীর দল ।  
নৃপতি-নন্দন গেলা যথা বনস্থল ।  
একা বীরবর রহিলেন দেউ বনে ।  
পূর্বকথা সমুদায় উথলিল মনে ।  
মানসে মগন, নৃপতি নন্দন,  
হেবিয়া জনমস্থল ।  
নদ হ্রদ গিরি, দীরি দীরি দীরি,  
দেখা দিল দলে দল ।  
যে শিখরে বনে, যুগয়া কারণে,  
অসুচর সনে গেলা ।  
যে তটিনী কূলে, যে তবর তলে  
বসিয়া কাটিয়া বেলা ।  
যে তড়াগ-জলে, বরস্তর দলে  
ল'য়ে করেছিল কেলি ।  
যত স্নেহাস্পদ, প্রিয়া প্রেমাস্পদ,  
উঠিয়া একত্র মিলি ।  
রণবীর তত, রাণী চক্রমা ও  
বধুকোলে দেখা দিলা ।  
ভয়ী পরিজন, প্রিয় সখীগণ,  
স্বতিপথে আরোহিলা ।  
প্রেম-অশ্রুধারা, তিত্তি নেত্রভারা,  
গণ্ডদেশ বহি পড়ে ।  
তাপিত হৃদয়, নৃপতি-স্তনয়,  
কাদে বত মনে পড়ে ।  
পিতা নরপাল, কেন এ জজ্ঞাঃ  
আমি এ কাঙ্ক্ষাল বেশ ।  
জন্মিয়া বেড়াই, যথা তথা ঠাই  
পড়িয়া থাকি বিদেশ ।  
এ কি চমৎকার, কোথা গৃহস্থঃ  
কোথা আমি বনবাসী ।

সে নিরুজ্জ্বলনে, প্রমোদ-কাননে, বলি বহির্গর্ভে-প্রবেশিল রামা, বীরেন্দ্র বিপদ  
 বুঝা যুগ্মে পুষ্পরাশি ॥ গণিল ।  
 বুঝা শুভ্রে অলি, পিক কলকলি, ভ্যজি দীর্ঘধাস হায় রে অদৃষ্ট বলিয়া, চলিয়া  
 বুঝা মন্মানিল বয় । পড়িল ॥  
 বুঝা শিখিধর, প্রমোদ সমর, প্রসারিত কর পদ অধোভাগে শিব ।  
 বকুলতলায় রয় ॥ শিখর হইতে নীচে পড়ি গেলা বীর ॥  
 বুঝা বারিগরে, কুমুদ বিহরে, অভ্রভেদী গিরিচূড়া দৃষ্টি-অগোচর ।  
 ইজিতে নেহারে শলী ॥ নিয়দেপে ভীমনাদে গঞ্জিছে সাগর ॥  
 বুঝা ধরাভল, হন সুশীভল, কেশাগ্র পশিলে সেই অগাধ জীবনে ।  
 নীহারেব বসে রসি ॥ বহুদরা বীরশূন্ত হতো সেই ক্ষণে ॥  
 বুঝা কৈতকিনী, হ'রে পাগলিনী, কিঙ্ক ভাগ্যবলে সেই ধণ্ডে সেই স্থানে ।  
 মাতায় বিপিনবাসী ॥ অকণ্ঠ্য দেখা দিল নারী ছয় জনে ॥  
 তরু আলিঙ্গিতা, বৃক্ষ তরুলতা, দেখিল স্মর-রূপ নব এক জন ।  
 চলিয়া পড়য়ে হাসি ॥ পবনবেগেতে শূন্ত হতেছে পতন ॥  
 কোথা সে আহার, এই সব যার, হেরিয়া সদর-মনে কর জনে মেলি ।  
 পুনঃ কি সে জনে পাব । কোড় পাতি বসিয়া রহিল উরু জেলি ॥  
 এ অমা ঘৃটিবে, সে শলী উঠিবে, নিমেষ-ভিতরে সেই নারী-উরুদেশে ।  
 পুনঃ কি সে স্বধা খাব ॥ অচেতন দেহখানি প্রবেশিলা এসে ॥  
 বলিয়া কাশিয়া তাপিত-হৃদয় শিখর উপবে উঠিল । নিঃসাড় শরীর সেই মূর্তি নয়ন ।  
 জগৎ যুড়িয়া এমন সময়ে, নিবিড় আঁধার ঢাকিল ॥ বদন নেহারি চমকিত রামাগণ ॥  
 কনক সারিয়া সাগর-ভিতরে, মলিন তপন ডুবিল । নয়নে নয়নে বাঁধা রহে পরস্পর ।  
 দেখিতে দেখিতে গগন মাঝেতে, রজনী ভষণ গণ্ড বহি অশ্রুবারি বহে নিবন্তর ॥  
 ভাসিল ॥ পশ্চাতে চিনিতে পারি করে হায় হায় ।  
 পলাকত দেহে বীরচূড়ামণি, বিযম চিহ্নায় পড়িল । বলে মরি এ কি হেরি মরি এ কি দায় ॥  
 ভাবিতে ভাবিতে সকল ভুলিয়া অপূর্ব-স্বপন কমল লাঞ্জন কবে কমল ভুলিয়া ।  
 দেখিল ॥ নীরস কমল আসে ধীরেতে দে' চিয়া ॥  
 যেন ভূষণ্ডল অনল-শিখায়, চলাচল সহ দহিছে । কমল-আসন হ'তে তুলি ছ'টি পাতা ।  
 উনপঞ্চাশৎ পবন যেমন, তাহাব সহিত বহিছে ॥ তাহাতে সংলগ্ন কৈল ছ'টি বাহুলতা ॥  
 দশ-দিকপাল নিজগণ সঙ্গে, উর্জমুখে সবে ছুটিছে । যেন মহাবীৰশায়ী মহাবিকু পাশে ।  
 খেচব ভূচর জলচর আদি, হতাশ অস্তরে হাঁকিছে ॥ ছয় লক্ষী ব্রহ্মমন্ড বাজন বিভ্রাসে ॥  
 রেণুময় ধরা বারি বায়ু রেণু, রেণু বেণু হ'য়েউড়িছে । দণ্ড দুই গত পবে জাগিল চেতন ।  
 চরাচর পুরে হাহাকাব ধ্বনি, শুধু পুনঃপুনঃ উঠিছে ॥ উদ্বোলিত নেত্রে বীর করে নিরীক্ষণ ॥  
 সেই সর্কভূক শিখা প্রস্তুতদেশে এলায়িত-কেশে স্বপন বর্জন প্রায় দেখে সারি সারি ।  
 দাঁড়ায়ে । বিমল গগনে ভাসে স্বধাংসু-লহরী ॥  
 নবীনা কামিনী যেন পাগলিনী, রহে ভূজযুগ কখন ভাবেন ছয় অচলা চলা ।  
 জড়ায়ে ॥ একজোতে বসি যেন করিতেছে খেলা ॥  
 অশ্রুপূর্ণ জ্বাধি সেই পাগলিনী, শিশু এক করে কভু ভাবে যেন বিধি বিরলে বসিয়া ।  
 বসিয়া ॥ নিজ মনোরমা রামা সৃজন করিয়া ॥  
 পর বংশধরে, পুত্র কোলে কর, বলি যেন দিল না হইয়া তপ্তমন দেয় বিসর্জন ।  
 ফেলিয়া ॥ পুনর্বার নয়নারী করেন সৃজন ॥

বিচিত্র ভাবিয়া শেষে উঠিয়া বসিল ।  
 দেখিয়া মোহিনীগণ প্রফুল্ল হইল ॥  
 জ্ঞানের অঙ্গুর হেরি মিলাইয়া তান ।  
 বীণাযন্ত্র করে ধরি আরম্ভিল গান ॥  
 এমনি মধুর স্রোত তাহাতে বহিল ।  
 শুনি স্রীধাপানি দেবী অন্তরে মোহিল ॥  
 মনোমুগ্ধে বাগীশ্বরী তাকিয়া স্বরূপ ।  
 আবির্ভূতা হইলেন ধরি বাক্যরূপ ॥  
 কবি-কণ্ঠে তাই দেবী করেন নিবাস ।  
 বাগীশ্বরী নাম তাই ভুবনে প্রকাশ ॥  
 অমর-মোহন সেই শুনি বীণাবাদী ।  
 বীরবাহু পুনর্জার লভিল পরাগী ॥

সহাস-বদনে, কমল-আসনে,  
 নৃপতি-নন্দনে বসারে ।  
 বৃহৎ মন্দির হাসি, অধরে প্রকাশি,  
 পিকবর-ভাব শুনায়ে ॥  
 মধু মধু স্বরে, গলে গলে ধরে,  
 বলে নৃপবরে "ভেব না ।  
 পেয়েছি তোমার, আশার আধার,  
 ঘুচাও এবার হাতনা ॥  
 শুন হে স্বরূপ, হেরিলাম তুপ,  
 অপরূপ রূপ কামিনী ।  
 ভাস্কর্য-ভীরে, বামিনী গভীরে,  
 পাড়ারে মন্দিরে মোহিনী ॥  
 রূপে রাজরাজি, বেশে কাঙালিনী,  
 গোমরে দামিনী ধেমনি ।  
 আকুল-লোচনা, বিনীরা বিমনা,  
 বিবোধ-বাসনা-কারিণী ॥  
 অভি মনোহর, শিশু শশধর,  
 হৃদয়-উপরে রাখিয়া ।  
 চপল-নয়না, পলাতে বাসনা,  
 দেখেছি ললনা চাহিয়া ॥  
 হেরে হয় মনে, যেন বা মদনে,  
 হৃদয়ে যত্নে ধরিয়া ।  
 যমে দিতে ফাঁকি, নিরখি নিরখি,  
 ধাইছে চমকে ছুটিয়া ॥  
 বলে 'ওহে নাথ, দাও হে সাক্ষাৎ,  
 লহ তব সাথ আমারে ।  
 এ হাতনা-ভার, সহেনাকো আর,  
 দিহু সমাচার তোমারে ॥

ওহে স্রুয়ারাশি, করুণা প্রকাশি,  
 মম তাপ নাশি যাও হে ।  
 আছেন যেখানে, আমার কারণে,  
 তুমি সেইখানে যাও হে ॥  
 তাঁর অঙ্গুগতা, দাসী হেমলতা,  
 হৃদয়ে অনাথা বলিও ।  
 বাধি কারাগারে, নির্ঝাড়ব পুরে,  
 রিপু রাখে তাঁরে কহিও ॥  
 তব বংশধরে, হৃদয়েতে ধরে,  
 তব নাম ক'রে কাদিছে ।  
 অহে নিশাপতি, মম এ দুর্গতি,  
 সদা দিবারাতি জলিছে ॥  
 তাঁহারে ভাবিয়ে, আশা-পথ চেরে,  
 মননের ব্যায়ে রেখেছি ।  
 বাসনা পূরাব, তনয় দেখাব,  
 পরাণ জুড়াব ভেবেছি ॥  
 শুন হে পবন, তুমি হে ভ্রমণ,  
 কর হে ভুবন ব্যাপিণী ।  
 যথা মম পতি, তথা কর গতি  
 মম এ দুর্গতি ভাবিয়া ॥  
 শূন্তোপরে আর, বসি অন্ত যার,  
 মিনতি সবার চরণে ।  
 করুণা করিয়া, সমাচার দিয়া  
 সঙ্গে আন গিয়া সে জনে ॥  
 এই কথা মুখে, সদা মনচুখে  
 ধীরে অধোমুখে কাদিছে ।  
 নীলোৎপলদল, নয়ন-কমল,  
 উথলিয়া জল বহিছে ॥  
 এই দেখ রায়, হেরিহু বাহার  
 কাজ কি কথায় শুনিরে ।  
 অপরূপ রূপ, দেখে মই রূপ  
 আনিলাম তুপ আঁকিরে ॥  
 এই কথা বলে, কুমারী সকা  
 কোলে দিল ফেলে তুলিয়ে ॥  
 নিরখি কুমার, চুপি ব্যর্থব্যর্থ  
 হৃদয় উপর ধরিল ।  
 যেন ফাঁকি দিয়ে, যমে পরাজিয়ে  
 কারে লুকাইয়ে রাখিল ॥  
 দণ্ড ছই পরে, চিত্র স্বদে ধরে  
 কুমারীগণেরে বলিল ।

“চলসেই স্থানে,  
 দেখিব কেমনে সাঁচিল ॥”  
 অপরূপ রূপ ছটা, প্রচারি প্রচুর ঘটা,  
 নবরসে নৃপতি-নন্দনে সুখে ভুলাইয়ে ।  
 পুরাইতে মনোরথে, চলিলা জলধিপথে,  
 অঞ্চলে বাদাম তুলি বায়ুভরে ঢুলায়ে ॥  
 তড়িতের আভা সম, শোভা ধরি অহুপম,  
 উত্তরিল তড়িতের বেগে গঙ্গা-পুলিনে ।  
 কণ্ঠি সজ্জিতের শোভা, নানাবিধ মনোলোভা,  
 দেখে নব নব ভাব প্রমুদিত নয়নে ॥  
 মন পুরুষ নারী, নতন ভূষণ তারি,  
 নতন বসন ধরি গিরি গুহা কানন ।  
 তাহে নব দারুদাম, তাহে পুষ্প অভিহাম,  
 তাহে ফল সুরসাল অপরূপ ঘটন ॥  
 নব নরী নব নদ, নব দীবি নব ব্রদ,  
 নব পাখী ডালে বসি নব তান উগারে ।  
 গনে নতন তারা, নতন নতন ধারা,  
 দেখে দশদিকময় নাহি পায় বিচারে ॥  
 বভাবে দ্রবীভূত, হারে হিন্দু-রাজসূত,  
 যেক্ষাধিকারে আসি দিল্লীপুরী লভিল ।  
 দার উত্তর তীবে, পরশি গঙ্গার নীরে,  
 দিল্লীশ্বর-অট্টালিকা শোভা করে দেখিল ॥  
 বর্ণ-খচিত কেতু, যেন স্বর্ণের কেতু,  
 তদুপরি সারি সারি শশিকলা-প্রতিমা ।  
 ঐ অধোভাগে যত, মণি মুক্তা মরকত,  
 হুলিয়া ছাদের ধারে, প্রকাশিছে গরিমা ॥  
 ঐ প্রাসাদের ধারে, দাঁড়াইয়া একধারে,  
 সমুখের স্বর্ণের আঁবরণ খুলিয়া ।  
 ঙ্গালবিগতপ্রাণা, দাঁড়াইয়া এক জনা,  
 বিমর্ষ বিমনা ভাবে বাহুপরে হেলিয়া ॥  
 দোদিকে দরশন, অনিমেষ দুঃখরন,  
 নিরবধি অশ্রুবারি দর দর দরিছে ।  
 হগত শশধরে, বেন বিলোকন করে,  
 বিমুদিত ইন্দীবর জলাশয়ে ডুবিছে ॥  
 য কক্ষে সুপ্রকাশ, কুমার সদৃশাভাস,  
 সুসুমার মনোহর শিশু কোলে খেলিছে ।  
 ঐ জননী-গলে, আধ বোলে মা মা ব’লে  
 মার মুখে মুখ দিয়ে করতালি তালিছে ॥  
 রমা ভনয় দারা, প্রেমোন্মেত বহিল ধারা,  
 পুলকিত দেখে লোম কণ্টকিত হইল ।  
 উজ্জলে বিশাল আঁবি, উত্তলা পরাণ-পাখী,  
 আলিঙ্গন অভিলাষে বাহুগুণ খুলি ॥  
 আনন্দে প্রফুল্লকার, দাঁড়াইলা যুবরায়,  
 সাংগর-তনয়গণে একে একে নামিল ।  
 এখন বিদায় চাই, আরি যেন দেখা পাই,  
 এই নিবেদন ঐ শ্রীচরণে রহিল ॥  
 ‘তথাত্ম’ বলিয়া তবে, বর দিলা নারী সবে,  
 পরে রাজতনয়ের পদাঙ্গনে বসায়ে ।  
 প্রবাল মুক্তা চূর্ণি, গুণে গাঁথি গুণি গুণি,  
 সবে হাতে হাতে ধরি দিল সবে পরায়ে ॥  
 দেবকম্বা ধর লও, পূর্ণ মনস্কাম হও,  
 অবি দমি দারা-সুতে উদ্ধারিয়া আনহ ।  
 স্বরাঞ্জো গমন করি, বসুন্ধরা যশে ভরি,  
 ক্ষত্রিয়কুলের নাম অকলঙ্ক করহ ॥  
 পুনঃ প্রণমিল রায়, সাংগর-দুহিতা-পায়,  
 নৃপতিনন্দন-গুণ বীণা তানে ধরায় ।  
 সেই সুমধুর স্বর, সমীরণে করি ভর,  
 হেমলতা-শ্রুতিমূলে প্রবেশিল আসিয়া ॥  
 শুনি চমকিয়া ধনী, দেখে চেয়ে নৃপমণি,  
 উজ্জমুখে নদীতে সেই দিকে নেহারে ।  
 হেরি বোমাঞ্চিত কায়, তবদী শিহরি তার,  
 পাঁচাণ প্রতিমা সমা রথে বাহু আকাবে ॥  
 কুমার উপায় ভাবে, কিসে দাবা সূত পাবে,  
 কণেক ভাবিয়া শেষে বাজপথে চলিল ।  
 তেথা রামা সচেতন, না হেবিয়া প্রাণধন,  
 বিষয়ে বিরসভাবে নিবাসনে বসিল ॥  
 জীবনসঙ্কট স্থলে, একা বীরবাহু চলে,  
 অমূল্য নাহি অতুলন ।  
 হৃদয়ে নাহিক ভ্রাস, বীরমদে মনোম্লসি,  
 দিল সিংহদ্বারে দরশন ॥  
 দেবতার বেশ ধরা, দেবমালা শিরে পরা,  
 দেখে ভ্রমে দাঁড়াইল দারী ।  
 “পাতশাব দবশন, \* \* \* করিবারে আগমন,  
 এই ভেট ভেঙে রে আমারি ॥”  
 নকীব ফুকারি ধায়, সুলতান-সমীপে যায়  
 করপুটে সমাচাব কহে ।  
 “মল্লুক আলমগীর, পবাক্রপা এক বীর,  
 সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া রহে ॥  
 রাজ-পরিচ্ছদ তাঁর, মণিমালা চমৎকার,  
 কিরীট-সদৃশ শোভে শিরে ।

কটিতে ঢলানিত, অসি খজা সুশাণিত, প্রকাশিব বাহবল, পাঠাইব রসাতল  
 পৃষ্ঠদেশে সজ্জিত তুলীয়ে ॥ অধর্মের ধন নাহি রয় ॥  
 ভাবে বুঝি অসুমান, রাজকুলে অধিষ্ঠান, স্তন হে যবনপতি, যদি চাহ দিব্যগতি  
 পড়িয়াছে কোন বা বিপাকে । বীর-আলিঙ্গনে তোষ মোরে ।  
 আপনার দরশন, করিবারে আগমন, সত্য সত্য সত্য কই, যদি ক্ষত্রবৃত্ত হই  
 'নিবেদিত কহিল আমাকে ॥' এই খজো নিপাতিব তোরে ॥  
 গনি পাতশাহ কন, 'কর তাঁরে আনয়ন, যদি কাপুরুষ হও, আমার শরণ লও  
 বুঝিব সে ফেরে বা কি ফেরে ॥' রাজকল্যা কর পরিহার ।  
 মূলতান-আদেশ পায়, নকীব ফিরিয়া যায়, ত্যজ রাজসিংহাসন, ত্যজ অসি শবাসন  
 বীরবরে আনে সঙ্গে 'করে ॥' লোকালয়ে থাকিও না আর ॥  
 মহোত্তমা মহাবীর, নেহারিয়া আলমগীর, 'বলি কৈলা নিষ্কাশন, স্বয়াদীপ দরশন  
 বসিবারে ঠিকিত করিল । শাণিত রূপাণ কবতলে ।  
 বুঝি অসুচরণ, আনি স্বর্ণ-সিংহাসন, যেন দেব পুরন্দর, ঐরাবতে করিভ  
 বীরবাহ-পশ্চাতে রাখিল ॥ অশনি নিক্ষেপে ধরাভলে ॥  
 না পরশি সে আসন, জ্যোত করি সংবরণ, ক্ষান্ত হৈল ভীম নাদ, শত্রুগণে পরমাদ  
 ব্যঙ্গভাবে দর্প করি কন । 106353 ভাবে কে আইল ছদ্মবেশে ।  
 'স্তন য়েজ্ঞ-অধিরাজ, আসনে নাহিক কাজ, সমরে দৈবের বশ, বিনা রণে অপা  
 এই মত কবিয়াছি পণ ॥' বিস্তর চিন্তিয়া কহে শেষে ॥  
 রাণ জয় যতক্ষণ, না করিব উপাস্তন, অন্তরে কম্পিত ডরে, বাহে আশ্বালন ক  
 ততক্ষণ আসন না লব । বলে 'বে বর্ষের শৌন বাণী ।  
 এই দৃঢ় ব্রত ধরি, দিগন্ত ভ্রমণ করি, মুহুর্তে কাটয়া মুণ্ড, করিতে পাবি রে গ  
 জিনিয়াছি রাজপুত্র সব ॥ কেবল লোকের লাজ মানি ॥  
 তুমি য়েজ্ঞ-মহীপাল, ক্ষত্রবংশ-মহাকাণ, কেবা পিতা কোথা বাস, জাতি বৃত্তি অগ্রকা  
 পৃথিবী পুরিয়া তব বশ । রাখি, রণ মাগিলি আসিয়া ।  
 যেই বীরবাহ-ডরে, কাদিত অশুর নরে, তোবে রে করিলে নাশ, না হইবে ধর্ম  
 তারে রণে করিয়াছ বশ ॥ বরঃ পুণ্য পাণী বিনাশিয়া ॥  
 ধরিয়াছ তার নারী, তার নাকি রূপ ভারী, কিঙ্কর গণে নিলে ক্ষান্ত, কুশল হবে এক  
 পরস্পর এই কথা জানি । বিপক্ষ হাসিবে সর্বক্ষণ ।  
 আলমগীর তব পাশে, আসিয়াছি রণ-আশে, স্বজাতি-গোরব গাবে, হিন্দুকুল শোভা পা  
 আপনারে ধস্ত করি মানি ॥ আশ্রয় করিবে দুইজন ॥  
 সেই নিরুপমা নারী, রণে জিনে লব তারি, অতএব তোর মনে, ভেটিব য়ে ককা  
 হারি যদি নিজ নারী দিব । যোবা হ'স ছদ্মবেশধারী ।  
 কক্ষ-মুখে মম পণ, 'সমতুল্য সহ রণ, সমুচিত ফল পাবি, শমন-ভবনে গ  
 অস্ত্রজনে বধু না ভেটিব ॥ তথা পাবি মনোমত নারী ॥  
 যদি থাকে মান ভয়, যতশি সাহস হয়, বলি ভদ্র দিল বার, উজীর আদেশে  
 আশু রণে ভেটহ আমাদের । রাজপুত্রে দিল বাসস্থান ।  
 নতুবা আনিয়া তার, মম পদে দেহ রায়, বহুদেশ দেশান্তর, ঘৃষিল এ সম  
 অপযশ ঘূষিবে সংসারে ॥ জানিল সমূহ রাজস্থান ।  
 সে ত চুরি করা ধন, জানি ত চোরা রাজন, নানারূপ-গুণযুত, হিন্দু-য়েজ্ঞ-রাজ  
 চোরা ধন বাটপাড়ে লয় । মিল্লীধামে আসি দেখা দিল ।

৥কে পূর্ণ রাজধানী, দিবানিশি বাজধ্বনি,

হেনকালে ছহকারে করি আঁফালন ।

কোলাহলে নগর পুরিল ॥

সমরে মাতিল দৌহে ভীম-দরশন ॥

ক্রোশে যুড়ি রণভূমি হইল নির্ধাণ ।

রণতরঙ্গে,

বিহরে রঙ্গে,

চারিদিকে উচ্চ মঞ্চ বসিবার স্থান ॥

ঘন ঘোর রব করে রে ।

শব্দকে শব্দকে রহে মঞ্চের বিধান ।

করিছে স্বপ্ন,

ধরণী কল্প,

পৃথক পৃথক ভাগে হিন্দু মুসলমান ॥

কবাল কুপাণ ধরে রে ॥

লৌহ-ধাতুময় মঞ্চ স্ববর্ণে মণ্ডিত ।

যেন কৃতান্ত,

করিতে অন্ত,

রতন-ঝালর তাহে করে চমকিত ॥

শূলপাণি শূল ধরে রে ।

বক্ত-চন্দ্রাতপ-ছটা মস্তক-উপরে ।

যেন চামুণ্ডা,

ঘুরাইয়া খাতা,

তাহে মণি-মরকত ঝলমল করে ॥

রক্তবীজাসুরে মারে বে ॥

অমূল্য বসন দেহে শ্রবণে কুণ্ডল ।

কাঁপায় বর্ষ,

ঠকিছে চন্দ্র,

হিন্দু-স্নেহ-রাজগণ মণ্ডলে মণ্ডল ॥

অসি শ্ব শ্ব ফেলে রে ।

মস্তকে মুকুটশ্রেণী তারকার মালা ।

করিয়া লক্ষ্য,

অরতি-বন্ধ,

কটিদেশে কটিবন্ধে কুপাণ উজ্জ্বল ॥

দৌহে দৌহারে ঘেরে রে ॥

ত্রিকোটি দেবতা যেন লঙ্কেশ সভার ।

ভীম দাপটে,

অস্ত্র সাপটে,

স্ববাহনে সজ্জীভূত হ'য়ে শোভা পায় ॥

অসি শ্ব শ্ব করে রে ।

রণভূমি-শিরোভাগে বিচিত্র কাণ্ডাব ।

খড়া কলকে,

বহি ধমকে,

তাহার ভিতরে রহে বমণী-ভাণ্ডার ॥

ভূমি টলমল টলে রে ॥

দেবেন্দ্র-ভবনে যেন দেব বিলাসিনী ।

কোপে কপিত,

অসি উখিত,

সেইরূপ শোভা পায় যত বিনোদিনী ॥

করি বীরবাহু স্বাঁপে রে ।

কাণ্ডারের বহিভাগে রণভূমি-স্থলে ।

যবন-মুণ্ড,

করিয়া খণ্ড,

যতন সোনার মঞ্চ ধ্বক ধ্বক জলে ॥

ভূমিতলে আনি পাড়ে রে ॥

ধানমুখী নারী এক তাহার উপরে ।

পরমানন্দে,

ভূপালবৃন্দে,

করেত কপোল রাগি ভাবিছে কাতরে ॥

সাধু সাধু সাধু বলে রে ।

যেন সুধাহীন শশী খসে ভূমিতলে ।

কাঁপায় সিদ্ধ,

হরিষে হিন্দু,

যেন সীতা রাবণের রথে কাঁদি চলে ॥

জয়বাঘ করি চলে রে ॥

এই ভাবে বহুবিধ জন-সমাবেশ ।

কাটিয়া যবনমুণ্ড ডাকি উঠেঃশ্বরে ।

দুই দিকে হুসুভিধ্বনি হয় শেষ ॥

যবনভূপালবৃন্দে সযোধান ক'রে ॥

সাজ রে সাজ রে স্বরে বাজে ভেরী তুরী ।

কহিলেন বীরবাহু মহাবীর দাপে ।

অমনি প্রহরীদল দাঁড়াইল ভুরি ॥

কেশরি গর্জনে যেন মহারণ্য কাঁপে ॥

উত্তর দক্ষিণে শেষে প্রবেশ করণ ।

“আরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাষণ্ড বর্বর ।

দুই সূর্য্য সম দৌহে দিল দরশন ॥

পূর্য্যাব যবন-রক্ষে শমন-খর্পর ॥

শিরোদেশে শিরস্ত্রাণ করে করবাল ।

সাক্ষাতে হেবিলি কার কৃত বাহুবল ॥

বামে বর্ষ পুষ্টে তুণ ভঙ্গ সুবিশাল ॥

এবে রে যবনরাজ্য গেল রসাতল ॥

সিংহের গর্জনে দৌহে ছাড়ে সিংহনাদ ।

করতল দিল্লীপুরী করেছি বে আজি ।

কেশরী কুঞ্জরে যেন ঘোর বিসংবাদ ॥

আরো দেখাইব শীঘ্র অসিভঙ্গ-বাজী ॥

শুনি চমকিয়া লোকে সবিস্ময়ে চার ।

আমি রে ক্ষত্রিয়-পুত্র নহি রে যবন ।

ভয়ে হেমলতা-তনু শুকাইয়া যায় ॥

পালিব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রাগি নিজ পণ ॥

না পড়ে চক্ষের পাতা ঘন বহে খাস ।

প্রিয়ার উদ্ধার রেজরাজ্য ভস্মসাৎ ।

কি হবে কপালে ভাবি মনে গণে আস ॥

অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত ॥

এই থে করয়েছি সত্য কতু না ছাড়িব ।  
 সদলে সমুখ-রণে পুনশ্চ সাজিব ॥  
 যত দিন নো ছাড়িব সংগ্রামের বেশ ॥  
 তত দিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ ॥  
 না ভেটিব হেমলতা না হেরিব সূতে ।  
 স্নেহনাম যত দিন জাগিবে ভারতে ॥”  
 বলি কথিতান্ত্র আসি ফিরিয়ে শিরেতে ।  
 হিন্দু-নরপালগণ কহেন ক্রোধেতে ॥  
 দিক্ কদ্রকুলে দিক্ হিন্দুরাজগণ !  
 একেবারে বোধ্যবলে দিলে বিসর্জন ?  
 জগৎবিখ্যাত কুলে জন্মিয়া ভারতে ।  
 সমর্পিলে রাজ্যদেশ বিপক্ষ-করেতে ?  
 নারিলে বিধর্মীগণে রণে পরাজিতে ।  
 বুধায় মানব-জন্ম লাগিলে হরিতে ॥  
 থাকে যদি বোধ্যবল সাজ হে সমরে ।  
 হের দুই স্নেহদল আশ্রয়ন করে ॥  
 পূর্বকালে মহীতলে ক্ষত্রিয়-মণ্ডল ।  
 প্রচণ্ড প্রতাপে রিপু কৈল করতল ॥  
 সেই চন্দ্রস্বর্ষ্যবংশ-অবতংস হ’য়ে ।  
 শাস্ত্রভাবে যাপ কাল বৈরি দণ্ড ল’য়ে ॥  
 কেন তবে কুরুক্ষেত্রে কর তীর্থ জ্ঞান ।  
 কেন তবে নিজধর্মের কর অভিমান ॥  
 কেন পর আসি চর্ম বর্ম শিরস্ত্রাণ ?  
 ভূণ, ধন, বীর্যখণ্ড কেন পরিধান ?  
 যদি এ জগতে যশ চাহ চিরকাল ।  
 যদি চাহ এড়াইতে বিপক্ষ-জঞ্জাল ॥  
 যদি অকণ্টকে চাহ ভূজিব্যারে রাজ ।  
 এস হে সমরে সাজি রিপুজয়-সাজ ॥  
 এস রাখি রাজ্যদেশ শাসি ধরাতল ।  
 দেখ চেয়ে রণবেশ বিপক্ষের দল ॥”  
 হত স্নেহ-মহীপাল, কুপিল যবনদল,  
 মারিব্যারে বিপক্ষেরে ক্রোধভরে চলিল ।  
 দেখি হিন্দুরাজগণ, হ’য়ে ক্রোধাধিত মন,  
 মহাক্রোধে রিপুল সমরেতে ভেটিল ॥  
 দ্বিল সমরানল, কাপিল ধরণীতল,  
 একেবারে শত শুর সমরেতে মাতিল ।  
 সিংহনাদ ধনুর্ধোষে, বাহুকি টলিল আসে,  
 অসি ভল্ল বাণ খড়্গে নভোদেশ ঢাকিল ॥  
 হস্তকর দরশন, ধায় অস্ত্র জগণন,  
 ভাবন শশান-সজ্জা রণভূমি সাজিল ।

কাটা যুগ কাটা কর, কাটা পদ কাটা ধড়,  
 গভীর শোণিত-শ্রোতে শত শত ভাসিল ॥  
 কেহ করে হাহাকার, কেহ করে মার মার,  
 ভীম শব্দ কোলাহল স্বর্ণ মর্ত্য পুরিল ।  
 হুয়া রবে ডাকে শিবা, বায়সের উর্দ্ধ গ্রীবা,  
 ভয়ঙ্কর রণভূমি ঘোররূপে বেহিল ॥  
 ক্রোধেরে বহিল ফেনা, মাতিল শমন সেনা,  
 উর্দ্ধভাগে বিকট গৃধ্রীদল উড়িল ।  
 বাজিল তুমুল রণ, দুই পক্ষ বীরগণ,  
 মরি বাঁচি পণ করি যুদ্ধব্যারে লাগিল ॥  
 হারিল যবন-দল, হিন্দুপক্ষে কোলাহল,  
 বিজয়-ছন্দার নাদে চরাচর পুরিল ।  
 রণে রিপু পরাজয়, করি হিন্দুরাজ জয়,  
 বীরবাহু সঙ্গে আসি আলিঙ্গন করিল ॥  
 সর্বজনে সন্তোষেরে, নিজ পরিচয় দিহে ।  
 অন্তঃপর বীরবর আদি অস্ত্র কহিল ।  
 তখন ভূপতিগণ, মহা আনন্দিত মন  
 দিল্লীরাজ-সিংহাসনে প্রতিবেশ করিল ॥  
 যথাবিধি উপচারে, সন্তোষিয়া সবাচারে  
 সমুহ ভূপালে ভেট নানাবিধ ভেটিল ।  
 বিদায় লইয়া রায়, মহাবী-নিকটে যাঃ  
 বিরস-বিধুরা বামা নিরাসনে হেরিল ॥  
 কাহ্নিরে সে বিনোদিনী, ধরণী লুটায় ধনি  
 প্রাণেশ্বর-পদতলে কর যুড়ি নমিল ।  
 সাদর সম্ভাব করি, হৃদয়ে হৃদয় ধরি  
 পুলকিত-দেহে বীর প্রমদারে তুলিল ॥  
 কাহ্নিয়া তখন, হেমলতা কন  
 প্রেমে গদগদ বাণী ।  
 আজি সুপ্রভাত, ওহে প্রাণনাথ  
 পুনঃ দেহে এল প্রাণী ॥  
 অসুখ-শরীরী, তিরোহিত করি  
 সুখ-প্রভাকর চায় ।  
 হৃদয়-ভিতরে, পরাণে কি করে  
 বুঝিতে নারি হে রায় ॥  
 এ বোড়শ মাস, ছিল অপ্রকাশ  
 আজি হেরি দিনমণি ।  
 এই দেখ চেয়ে, সরোবর ছেঁয়ে  
 বিকসিত কমলিনী ॥  
 আজি অকস্মাৎ, এই শুনি নাথ  
 কোকিল বন্ধার করে ।

দ্বাধি ধরাতলে, নিরখি সকলে, এখন বাসনা, পূর্ব কামনা,  
 অপরূপ শোভা ধরে ॥ ঘূচাব কুলের বাদ ॥  
 ত কল্যা প্রোভে, যাহার সাক্ষাতে, রাজার হুহিতা, রাজার বনিতা,  
 পেয়েছি অপার শোক । জনম ক্ষত্রিয়-কুলে ।  
 দ্বাধি সেই জন, করি দরশন, অন্তি যবন, করি দরশন,  
 পেতেছি পরমালোক ॥ ধরিত্রী আনিল চূলে ॥  
 সেই চন্দ্রানন, কবি বিলোকন, আমার গরিমা, তোমার মহিমা,  
 দিবস-রজনী গেলে । টুটল আমারি তরে ।  
 দ্বাধি সেই জন, করি দরশন, সে কলঙ্করাশি, সমূলে বিনাশি,  
 আবেদন স্বধ্বংস হ'লো ॥ যশ রাধি ক্ষতি ভ'রে ॥  
 করি প্রণিপাত, এই কব নাথ, তোমার মহিমা, তোমার প্রেমসী,  
 জীবন সফল কব । বেই নারী হ'তে চার ।  
 মরণ তনয়, সুখের সময়, অশ্রুমাঝ দাগ, অহে মহাভাগ,  
 হৃদয়-মাঝারে ধর ॥ নাহি যেন থাকে তার ॥  
 আমি অভাগিনী, অজ্ঞান-হুখিনী, অনলে প্রবেশ, করিব প্রাণেশ,  
 জানি নাটো তোমা বই । ঘূচাও বেদনা তব ।  
 আমারি আশায়, এমন দশায়, মনের গোরব, কুলের সৌরভ,  
 অবাক্য পুরে রই ॥ প্রাণ দিয়ে কিনি লব ॥  
 দোষাবী দশায়, সখী ক'জনায়, নারী হেমলতা, সত্য পতিব্রতা,  
 শিখিলাম শিশুপাঠ । ঘৃষিবে ভুবনত্রয় ।  
 থম ঘোবনে, সহচরী সনে, ভূপতি-মণ্ডলে, নিয়ত সকলে,  
 শিখিলাম গীত-নাট ॥ বলিবে তোমার জয় ॥  
 গৌন-মাঝারে, প্রণয়ে তোমারে, এত বলি নন্দনের চন্দ্রানন চেয়ে ।  
 সেবেছি ধরম পালি । অজ্ঞান পড়ে হেমলতা-গুণ বেয়ে ॥  
 বে পরবাসে, মনের হতাশে, প্রমদার সাহসার ভারতী গুনিয়া ।  
 সাজিয়েছি ফুলডালি ॥ প্রমাদ গণিল বীর বিবাদ ভাবিয়া ॥  
 চামারি কারণে, যবন-ভবনে, কখন বাথানে মনে প্রেমসী-হৃদয় ।  
 সহিত ধবনবালা । কখন অন্তরে হয় করুণা উদয় ॥  
 লে জল, উদাসিনীকাল, কতু খেদে পূর্বকথা করিয়া শ্রবণ ।  
 দিয়াছি গুণেছি মালা ॥ প্রমদারে আলিঙ্গিয়ে করেন রোদন ॥  
 তান-আগারে, ফুল যোগাবারে, নানামত বাক্যে বীর সাক্ষা করিল ।  
 আছিল আমার ভার । তথাপি প্রেমসীপণ অন্তথা নহিল ॥  
 দ্বাধি কারণ, নৃপতি-নন্দন, মোহাবেশে নরপতিনীর বইলা ।  
 সহিয়াছি দাসী-ভার ॥ পতিরে প্রণমি রামা কাতরে চলিলা ॥  
 কতবার, সূচিকণ হার, প্রবেশি মহিলাপুরে সখী সম্বোধনে ।  
 গাঁথিয়া সুলভ করি । তুঘি দিল্লী-রাজকন্তা প্রেম-আলিঙ্গনে ॥  
 লর তলে, বসি ধরাতলে, "এত দিন ছই জনে ছিলাম খঁজনী ।  
 কেঁদেছি জয়য়ে ধরি ॥ অচাৰি একাকিনী পোহাবে রজনী ॥  
 ল সফল, আজি মহাবল, মিটেছে মনের সাধ ।



আজি আর প্রিয়সখী অত্যাগিনী তরে ।  
 বাগিতে হবে না নিশি কাতর অন্তরে ॥  
 বিদায় জনমশোধ দেহ আলিঙ্গন ।  
 আজি সখী পাগদেহ করিব পতন ॥  
 অকলঙ্ক কুলে কালী রাখিব না আর ।  
 ঘুচাইব বলভের কৃপণের ভার ॥  
 চিতার দহনে দেহ অশুচি শুধিব ।  
 ভ্রমণে কদম্বল-খ্যাতি প্রকাশিব ॥  
 প্রিয়সখি একমাত্র করি নিবেদন ।  
 মার সম স্নেহে শিত্ত করিছ পালন ॥  
 বলিতে বলিতে আঁধি করে ছল ছল ।  
 অনর্গল রাজকন্ডা চক্ষে বহে জল ॥  
 স্বজনী-প্রতিজ্ঞা শুনি, অন্তরে বিধান গনি,  
 দিল্লীর-কন্ডা আজি সখী-করে ধরিল ।  
 "এমন বিষম পণ, স্বজনী রে কি কারণ,  
 কে তোমায়ে হেন কথা বল দেখি বলিল ॥  
 প্রাণপতি আজি তোর, সংহার করিয়া চোর,  
 মিটাইতে মনসাধ তোর পাশে আসিল ।  
 বুঝিবারে তার মন, তাই কি করিলি পণ,  
 এত কষ্টে তাঁর ভাগ্যে এই ফল ফলিল ॥  
 হিঁ ছিঁ সখি এ কি কথা, দিও না রে এত ব্যথা,  
 নিদ্র হইয়া সই সবাকারে ডুলো না ।  
 অই দেখ মা মা ব'লে, শিত্ত তোর আসে চ'লে,  
 উহারে জনমশোধ পরিহার করো না ॥  
 সখি, রাজস্থানময়, সবে তোমা সতী কয়,  
 পরিচয় দিতে আর হবে না কো তোমায়ে ।

যে ভাবে রিপূর বরে, আজিছে পরাণ ধ'রে,  
 সেই কথা চিরদিন স্মৃতিবে এ সংসারে ॥  
 স্বজনি, বিনয় করি, এই দেখ হাতে ধরি  
 এ বিষম পণে আর মনে স্থান দিও না ।  
 কদম্বল-চূড়ামণি, তাঁকে শোক দিয়া ধরি  
 ভারতের লোকে আর বিপাকেতে কেলে না ॥  
 তুমি কৈলে তত্ত্বাগ, রাজপুত্র মহাত্ম্য  
 সংসারে বিরাগ করি রাজ্যপদ ত্যজিবে ।  
 পুনঃ হিন্দু-রাজগণে, রেজ্জি পরাজিবে রে  
 পুনর্বার এই রাজ্য করতল করিবে ॥  
 তাই বলি ত্যজ পণ, রাজ-কার্যে দেহ মন  
 পতিসহ দিল্লীরাজ-সিংহাসনে বসিরা ।  
 প্রজার পালন কর, রিপু-অহঙ্কার হা  
 রাখ ধরাতে নাম রেজ্জিলা শাসিরা ॥  
 এইরূপে নানামত, সাধনা করিরা ক  
 ঘুচাইল হেমলতা-প্রাণনাশ-বাসনা ।  
 দিল্লীরাজ-কন্ডা-মনে, হরিব-বিধান-ম  
 পতিপাশে ধীরি ধীরি চলিলেন ললনা ॥  
 বীরবাহু হর্ম্মন, প্রমদারে আঁচি  
 করি রাজপুত্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিলা ।  
 সকলের অহুমতি, পাইয়া সানন্দ্য  
 হেমলতা মনে দিল্লী-সিংহাসনে বসিলা ॥  
 লোকেতে আনন্দময়, নগরে উৎসব  
 বীরবাহু রাজপদে অভিবিক্ত হইল ।  
 হেমলতা বামপাশে, রত্নরূপ পরকা  
 জয় জয় কোলাহলে চারিদিক পুরিল ॥

# ব্রত-সংহার

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম সর্গ

বসিয়া পাतालপুরে ক্ষুদ্র দেবগণ,—  
নিবৃত্ত বিমর্ষভাব, চিন্তিত, আকুল,  
নিবিড় ধূম্রক ঘোর পুৰী সে পাताल,  
নিবিড় মেঘাডম্বরে যথা অমানিশি।  
বোজন সহস্র কোটি পরিমি বিস্তার—  
বিস্তৃত সে রসাতল, বিধ্বনিত সদা—  
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর  
দিক্‌র আঘাতে অস্তঃ নিরন্ত উথিত।  
বসিয়া আদিভাগণ তমঃ আচ্ছাদিত  
হলিন নির্ঝাঁপ যথা স্বর্ঘ্য স্থিতিশ্রুতি,  
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;  
কিংবা সে রক্তনৌনাথ হেমন্ত-নিশিতে  
কৃষ্ণাটমণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,  
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তমুঃ—  
তেমতি অমরকান্তি রাস্ত অমরবে।  
ব্যাকুল বিমর্ষভাব ব্যথিত অন্তর  
অদ্বিতি নন্দনগণ রসাতলপুরে,  
অর্গের ভাবনা চিন্তে ভাবে সর্লক্ষণ—  
কিরণে করিবে ধ্বংস দুর্জয় অম্বরে।  
চারিদিকে সমুখিত অক্ষুট আরাব,  
ক্রমে দেববৃন্দ-মুখে বহে গাঢ় বাস,—  
অটিকার পূর্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস  
বহে হুড়ি চারিদিক আলোড়িত সাগর।  
সে অক্ষুট ধ্বনি ক্রমে পুরে রসাতল  
তাকিয়া দিক্‌র নাম গভীর নিম্নাধে ;  
কহিলা গভীর স্বরে—শূন্যপথে যেন  
একজো জীহ্বতব্দ মঞ্জিল শতেক—

মহাতেজে সুরবুলে সন্তাষি কহিলা :—  
“জাগ্রত কি দানবারি সুরবুল আজ ?  
জাগ্রত কি অশ্বপন দৈত্যহারী দেব ?  
দেবের সমরকান্তি যুটিল কি এবে ?  
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন ?  
হা দিক্ ! হা দিক্ দেব ! অদ্বিতি-প্রস্তুত !  
সুরভোগা অর্গে এবে দম্বজের বাস !  
নির্ঝালিত সুরগণ রসাতল-ভূমে,  
দেব-নাসিকার বহে সঘন নিশ্বাস,  
আন্দোলি পাतालপুরী, তীব্র ঝড়েরেগে।”  
দেব-দেনাপতি স্বন্দ উঠিয়া তখন  
অবসর, তেজঃশূন্য, অশক, অলস।  
“দুর্জিনীত, দেবেঘেনী দম্বজ-প্রবেশে  
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ  
অম্বর অমর শূন্য স্বর্গ-অধিকারী  
দেববুল অরুণ্ট পড়িলা পাতালে,  
ভ্রাকি কি হইলা সবে ? কি ঘোর প্রমাদ।  
চিরদিক্‌ দেবনাম খাত চরাচরে,  
‘অম্বর-মর্দন’ আখ্যা—কি হেতু হে তবে  
অবসর আজি সবে দৈত্যোব প্রতাপে ?  
চিরযোদ্ধা,—চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ  
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ সর্জিত পুঞ্জিত  
আজি কি না দৈত্যভয়ে ত্রাসিত সকলে  
আছ এ পাतालপুরে অমরা বিশ্বাস !  
কি প্রতাপ দম্বজের কি বিক্রম হেন,  
শরিত সকলে যাহে স্ববীৰ্য্য পানরি ?  
কোথা সে শূন্য আজি বিজয়ী দেবের  
শতবার রণে যার দম্বজে দলিলা।  
দিক্‌দেব ! যুগাশুভ অক্ষুদ্র হৃদয়ে

এত দিন-আছ এই অকর্তম পুরে,  
দেবত্ব, ঐশ্বর্য, স্বাধা, স্বর্গ ভেরাগিয়া,  
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জলি।  
ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি  
অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,  
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি  
দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ চির-নির্দাসন।  
বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া  
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা?  
চির-অকৃতম পুরী এ পাতাল দেশে,  
দম্বুজের পদচিহ্ন ললাটে আঁকিয়া?”  
কহিলা পার্শ্বী-পুত্র দেব-সেনাপতি।  
দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ,  
কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমে সক্রোধ-মুগ্ধিত,  
নাসারন্ধ্রে বহে খাঁস বিকট উচ্ছ্বাসে।  
যথা দম্বুগিরি-শ্রাব উদ্বিগ্ন আঁগে,  
অগ্নির ভূগরে ধূম সত্ত্ব নির্গমে,  
ঘন জলকম্প, ঘন কশিত মেদিনী;  
পার্কীতা-নন্দন-বাকো সেইরূপ দেবে।  
তুলিয়া সুপুষ্পে-ভূপ, পাশ শক্তি ধরি,  
উঠিয়া অমরবৃন্দ চাহি শূন্তপানে,  
পুনঃ পুনঃ ধরদৃষ্টি নিকৈপি তিমিবে,  
ছাডিতে লাগিল ঘন হৃদকার।  
সর্কাগ্রে অনলমুষ্টি—দেব বৈদ্যানর,  
প্রদীপ্ত কৃপাণ করে উন্মত্ত স্বভাব  
কহিতে লাগিল দ্রুত কর্কশ-বচনে,  
ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবান্নিতে।  
কহিলা, “হে সেনাপতি! এ মণ্ডলী-মাঝে  
কোন্ ভীকু আছে হেন ইচ্ছা নহে বার  
অমর-নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ?  
পুনঃ প্রবেশিতে তার স্ববেশ ধরিয়া?  
দানবে যুক্তিতে, আর কি ভয় এখন?  
ভীকুতার হেতু আর আছে কি হে কিছু,  
অমরের ভিরঙ্কার লুপ্তব যতক  
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বন।  
স্বর্গ-অধোদেশে মর্ত্য, অধোদেশে তার,  
অতল গভীর সিদ্ধ—তাহার অধোভে,  
অকৃতম পুরী এই বিষম পাতাল,  
তাহে এবে দৈত্য-ভয়ে লুক্কায়িত সুবে।  
হুখে বাস—ধূমকুয়া গাঢ়তার তমঃ

মূহুর্থে মূহুর্থে ঘন ঘন প্রকম্পন,  
সিদ্ধ-নার শিরোপরি সদা নিনাদিত  
শরীর-কম্পন হিমমুগ্ধ চারিদিকে।  
এ কষ্ট অনন্তকাল যুগ-যুগান্তরে  
ভুক্তিতে কইবে দেবে থাকিলে এখানে,  
যত দিন প্রলয়ে না সংহার-অনলে  
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্বার।  
অথবা কপটী হয়ে ছদ্মবেশ ধরি  
দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ততা প্রকাশি,  
জিলোক-ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে  
মিথ্যাক-বন্ধকবেশে নিত্য পরবাসী।  
নিরস্তব মনে হয় কাপট্য প্রকাশ  
হয় পাছে কার (ও) কাছে চিত্ত জাগবিত।  
বিষম দুঃসহ চিন্তা ঘণা লজ্জাকর  
সত্ত্ব কতই আরো হৃদয়ে যন্ত্রণা।  
সে কাপট্য ধরি শ্রাণে জীবন-যাপন  
শরীৰ-বহন আব, ভগতির শেষ,  
বলক নিরয়-গতে নিয়ত নিবাস  
শ্রেয়স্কর শতগুণ জিনি দে শঠতা।  
অথবা প্রকাশভাবে হইবে ভ্রমিতে  
চতুর্দশ লোক নিন্দা সচি অবিরত,  
শত্রু-তিরস্কাব সঙ্গে অলঙ্কার করি,  
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন করিয়া লাক্ষিত।  
যখন জুড়ুটি করি চাহিবে দানব,  
কিংবা সে অঙ্গুলী তুলি বাজ উপহাসে  
দেখাইবে এই দেব স্বর্গের নামক,  
শত নরকের বহি অন্তরে দহিবে।  
অথবা বর্জিত হয়ে দেবত্ব আপন  
থাকিতে হইবে স্বর্গে—মার আছে যথা,  
অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পৃষ্ঠ-কলেবর,  
অসুর-পদাঙ্করজঃ ভূষণ দম্বুকে।  
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে  
প্রকাশি অমর বীর্য, সমরের প্রোভে  
ভাসিব অনন্তকাল দম্বুজ-সংগ্রামে,  
দেবরক্ত যত দিন না হইবে শেষ।  
অমর করিয়া সৃষ্টি করিলা যে দেবে  
পিতামহ পদাশিন—স্বমনস্ ধ্যাতি,  
ব্রহ্মাণ্ডভিতরে যারা সর্গপরিদান,  
অদৃষ্টের বশে হার তাদের এ গতি।  
দেবদাস লাভ করি অদৃষ্টের বশ,

## বৃত্ত-সংহার

তবে সে দেবত্ব কোথা হৈ অ-মর্ত্যগণ ?  
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ,  
সে দেববিক্রমে তবে কিবা কলোদয় ?  
নিয়তি স্বতঃ কি কভু অহঙ্কল কারে ?  
দেব কি দানব কিংবা মানব সন্তান ?  
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,  
নিহত কিঙ্কর তার শুন দেবগণ !  
ধর শক্তি, শক্তিধর, হও অগ্রসর,  
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,  
স্বরবুল্ল স্বরতেজে কর বরিষণ,  
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে ।”

কহিলা সে হতাশন সর্গ-অঙ্গে শিখা  
প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া,  
অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য-সকলে  
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পূবি রসাতল ।  
একেবারে শত দিকে শত প্রহবে,  
কোটি বিজলীর জ্যোতিঃ খেলিতে লাগিল ।  
পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমিষে  
দেখাইল চাবিদিকে জ্যোতির্ময় দেহ ।  
তখন প্রচেতা মস্ত্যে বরুণ বিখ্যাত  
উঠিল গভীরভাব, ধীর মুক্তি ধরি,  
পাশ-অস্ত্র শূন্যপরে হেলাইয়া যেন,  
উন্নত জলধিজল প্রশান্ত করিল ।  
দেখিয়া প্রশান্ত-মুষ্টি দেব প্রচেতা  
নিস্তক্ অমরগণ, নিস্তক্ যেমন  
স্বিগ্ন বসুন্ধবা, যবে কটিকা নিবারে  
জিরাঞ্জি জিদিবা বোর হুঙ্কার ছাড়ি ।  
কহিলা প্রচেতা ধীর গভীর বচন ; —  
“তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে  
হেন প্রগল্ভতা কভু নহে তে উচিত,  
এ ঔদ্ধত্য অন্নমতি প্রাণির সম্ভবে ।  
যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিখা স্বর্গ উদ্ধারিতে  
অনিচ্ছা কাঙ্ক্ষার দৈত্যাবাতী দেবকুলে ?  
কে আছে নারকী হেন দেব-নামধারী  
বিক্রক্তি করিবে হেন পবিত্র প্রজ্ঞাবে ?  
তথাপি প্রতিজ্ঞা-বাক্য-উচ্চারণ আগে  
উচিত ভাবিয়ে দেখা ফলাফল তার ;  
সামান্তের ( ও ) উপদেশ শুভপ্রদ কভু,  
জানীর মরণ কভু না হয় নিফল ।  
কি কল প্রতিজ্ঞা করি বিকল বদ্বিপি ?

সর্বজন-হাস্তান্ধ হইবে কিবা ফল ?  
অসিদ্ধ-প্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপি  
নমস্ত জগতে, কার্যে সূক্ষ্ম যে জন ।  
অনেক মহাত্মা বাক্য কহিলা অনেক,  
কার্যাসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়খরে,  
কোদণ্ড-নির্বোধ কর্ণে প্রবেশের আগে,  
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে ।  
দেব তেজ, দেব-অস্ত্র দেবের বিক্রম,  
বার বার এত বার কর অহঙ্কার,  
এত দিন কোথা ছিল অসুরের সনে  
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ ?  
কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্য শূল  
নিষ্কপিল সুরবুদ্ধে এ পুত্রী পাতালে ?  
সমর্থ কি হয়েছিল। করিতে নিস্তেজ  
দুর্জয় বৃদ্ধের হস্ত দেব-অস্ত্রাঘাতে ?  
অস্ত্র সেই, বীর্ঘ্য সেই, সেই দেবগণ,  
অস্থুর অসুর ( ও ) সেই সুপ্রসন্ন বিধি  
এখনো বন্ধিছে তারে অনিবার্য তেজে,  
কি বিখ্যাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে ?  
ভাগ্য নাই ! ভাগ্যধের যুদ্ধের প্রলাপ !  
সাহস বাহাব সদা সেই ভাগ্যধর ।  
তবে কেন ইন্দ্রবাণ-তেজঃ দুনিবার  
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিল। বন্ধেতে ?  
কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্বরণজয়ী  
দয়াজর্মন নিত্য, শলের প্রহারে  
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,  
চেতন-বিরতি যার নহে ক্ষণকাল ?  
কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,  
সঙ্কল্প করিলা দূত প্রপাচ মানসে,  
কুমেক শিখরে একা কাটাইছে কাল,—  
কেন সুরপতি বুধা এ ধ্যানে নিরত ?  
দেবগণ, মম বাক্য অকর্তব্য রণ  
যত দিন ইন্দ্র আসি'নো হয় সহায়,  
অগ্রে কোন দেবঠায় করুন উদ্দেশ,  
পশ্চাৎ যুদ্ধ-কল্পনা হবে সমাপিত ।”  
বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব জ্বিষাম্পতি  
উঠিলা প্রবরভেজা—কহিলা সবেগে—  
“বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্বজন,  
ভাবিও দে বৈধাভৈধ বাহনীর শেষে ।  
ত্রিভুগতে জীবপ্রেষ্ট মির্জয় অমর,

অধিভিনয়নগণ চির-আহুমান  
অনখর দেববীণা, শরীর অক্ষর,  
সর্বকালে, সর্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাহ।  
অনুর অচিরস্থায়ী অদৃষ্ট অধির,  
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপু-পরবশ ;  
যত্নী মিত্র কেহ নহে চির আত্মাবহ ;  
জ্যোৎস্নাহ প্রভুভক্তি অনিত্য সকলি,  
সর্বকালে সর্বলোকে জান তথা এই,  
দুরন্ত দানব তবে কত কাল সবে  
দুর্জীর সমবক্ষেপে সুরবীর্ঘ্যানল,  
কত কাল রবে দৈত্য সে রণে তিষ্টিয়া ?  
হয় ইজ্ঞা সুরবল্য দুরন্ত আহবে,  
দহে হে দানবকুল ভীম উগ্রভেজে,  
যুগে যুগে করে করে নিত্য নিরন্তর  
জলুক গগন ব্যাপি অনন্ত সমর,  
জলুক দেবের তেজ অমরা ঘেরিয়া,  
অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রথর শিখার ;  
দহক দানবকুল দেবের বিরুদ্ধে  
পুন্ড্রপরম্পরা ঘোর চিরশোকানলে ।  
চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,  
না জানিবে কোন কালে বিশ্রামের স্বপ্ন,  
নারিবে ভিত্তিতে স্বর্গে দেব-সমিধান,  
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত ।  
অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,  
কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,  
ভুঙ্ক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আধারনে  
চিরযুদ্ধে সুরভেজে দানব দুর্জতি ।  
ধিক লজ্জা ! অমরের এ বীৰ্য্য থাকিতে,  
নিরুটকে বর্গভোগ করে বুজাসুর !  
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেব উপেক্ষিয়া—  
স্বর্গ-বিরহিত দেব-চিন্তার ব্যাকুল !  
নাহিক বাসর হেথা সত্য বটে তাহা,  
কিছু যদি পুরন্দর 'আরো' বহুযুগ  
প্রত্যাগত নাহি হন, 'কবে কি এখানে  
এই ভাবে রবে সবে চির-অন্ধকারে ?  
চল হে আদিভাগ্য প্রবেশি শূন্তভেদে,  
দৈত্যের কটক হয়ে অমরা বেষ্টিয়া  
দগ্ধ করি বৈভ্যাকুল, যুগ যুগকাল,  
যুদ্ধের অনন্তবাহি জালায়ে অমরে ।  
স্বর্গের সদীপবর্তী শরীত-সমূহে

শিখরে শিখরে জাগি শত্রুধারিবশে  
সুশাসিত দেব-অঙ্গ নিত্য বরিষণে  
দহুজের চিত্তশান্তি যুটাই আহবে ।”  
কহিলা এতেক স্বর্ঘ্য, ঋটিকার বেগে  
চারিদিক হ'তে দেব ছুটিতে লাগিল,  
উখিত বালুকা যথা, যখন মরুতে  
মস্ত প্রভঞ্জন রণে নৃত্য করি ফেরে ।  
কিংবা যথা যবে ঘোর প্রলয়ে ভীষণ,  
সংহার-অনলে বিশ্ব হয়ে ভাষাকার  
উড়ে অন্তরীক্ষপথে দিগন্ত আচ্ছাদি,  
তেমতি অমরবল্য ঘেরিলা ভাস্তরে ।  
সকলে সম্মত লীড় উঠি ব্যোমপথে,  
বেষ্টিয়া অমরাবর্তী অরাজি অদিবা,  
চিরসমরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর,  
দেবনিন্দাকারী হুট অসুরে ব্যাধিতে ।

## দ্বিতীয় সর্গ

হেথা ইজ্ঞাণের নন্দন-ভিতর  
পতিসহ প্রীতিস্থখে নিরন্তর,  
দানব-রমণী করিছে ক্রৌড়া ।  
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,  
পরিছে হরিষে হৃষমাতে তুলি,  
বদন-মণ্ডলে ডাঙ্গিছে ব্রীড়া ॥  
মদন-সজ্জিত কুসুম-আসন,  
চারিদিকে শোভা করিছে ধারণ,  
বিজ্ঞে সৌন্দর্য্য সুরভিময় ।  
হাসিছে কানন ফুলশয্যাধরি  
স্থানে স্থানে যেন যুক্তিকা-উপরি  
কতই কুসুম-পালঙ্কুর ॥  
কত ফুল-ক্ষেত্র চারিদিকে শোভে,  
মুনি ভ্রান্ত হয় কান্তি হেরি গোভে,  
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা ।  
বসন্ত আপনি স্নানোহন বেশ,  
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ,  
হয়েছে অপূর্ণ-শোভার বেলা ॥

ধানবী-রমণী ঐজিলা সেখানে,  
শোভাতে বোহিত বিহ্বলিত প্রাণে,  
ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি ।

করিছে শরন কত পারিজাতে,  
মুহুর মুহুর সুশীল বাতে,  
মুনিয়া নয়ন কৃষ্ণে হেলি ॥

বসিছে কখন অম্বরগভরে,  
ইন্দিরা-কমল-পর্ষাদ-উপরে,  
দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি ।

হাসে মনস্থে ঐজিলা সুলারী,  
রতিমত্ত মালা করতলে ধরি,  
বসনবন্ধন পড়িছে খসি ॥

মুগ্ধমান ছর রাগ করে গান,  
রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান,  
সঙ্গীত-তরঙ্গে গীম্ব ঢালি ।

ঘরে উদ্দীপন করে নবরস,  
পরশ, আশ্রাণ, সকলি অবশ,  
প্রবণ-ইন্দির-ব্যাপ্ত ধালি ॥

অনে রতিপতি সাংক্কাইয়া বাণ,  
কুসুম-ধনুতে সু-সৈবৎ টান,  
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি ।

নাচে মনোরমা স্বর্ণ-বিজাধরী,  
কন্দর্প-মোহন বেশ-ভূষা পরি,  
বিজ্ঞান-ররিৎ-তরঙ্গে তাসি ॥

এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য সনে,  
দৈত্যজায়া স্থখে নন্দন-কাননে,  
বুজানুর স্থখে বিহ্বল-প্রাণ ।

ধরি অম্বরগণে পতি-করতল,  
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল,  
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায়—

“ওন দৈত্যেশ্বর, ওন ওন বলি,  
বুধা এ বিলাস-বুধা এ সকলি,  
এখন (ও) আমরা বিজ্ঞেতা নয় ।

বিজিত যে জন, বিজয়চরণ,  
নাহি যদি সেবা করিল কখন,  
সে হেন বিজয়ে কি কলোদয় ?

তুমি স্বর্ণপতি আজি, দৈত্যেশ্বর,  
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,  
ধিক লজ্জা তব সাধ না পুরে ।

কটাক্ষে তোমার আশ্রয় প্রাণ্য বাহা,  
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা;  
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুরে ?

স্বয়ংবরা হয়ে করেছি বরণ,  
হেরিয়া তোমাতে মহেশ্বলক্ষণ,  
ইচ্ছামরী হব স্তবয়ে আশ ।

যে ইচ্ছা স্বধন ধরিবে স্তবর,  
তখন সফল হবে সমুদর,  
জানিব না কারে বলে নিরাশ ॥

তাজি নিজকুল গফরু ছাড়িয়া,  
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া,  
এবে সে বিফল হইল তাহা ।

নিম্বলা বাসনা স্তবয়ে বাহার,  
কিবা স্বর্ণপুরী কিবা মর্ত্য আর,  
যেখানে সেখানে নিয়ত হা হা ॥

কিবা সে ভূপতি কিবা সে তিথারী,  
কান্দালী সে জন যেখানে বিহারী,  
প্রাণের স্তবতা যুচে না কত ।

পতিত্ব বরণ করিয়া তোমার,  
তব সে বাসনা পুরিল না হায়,  
আমায় (ও) এ বশা ঘটিল তব ॥

ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল,  
সে বাসনা পূর্ণ হ'ত কত কাল,  
সহিতে হ'ত না লাগলা-জালা ।

ভালবাসা এবে কিসে বা জাগাই,  
দিয়াছি বা ছিল সে যৌবন নাই,  
ভালবেসে বেলে হয়েছি জালা ॥

ইজ্রাণি যদি সে করিত বাসনা,  
না পুরিতে পল পুরিত কাঁদনা,  
মরি সে ইজ্রের লগ্নে বালাই।

প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,  
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,  
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই ॥”

বলিয়া নেহারে পতির বদন,  
আধ ছল-ছল ঢলে ছ নয়ন,  
অভিমানে হাসি জড়িয়ে রয়।

তুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,  
“কি বলিলে প্রিয়ে বল তুনি ফিরে,  
প্রেমসী নারীর এ দশা নয় ?

কি দোষে তৎসনা করিছ আমার,  
না দিরাছি কহ কিবা সে তোমার,  
অদেয় কিবা এ জগতী-মায় ?

দিরাছি অগৎ চরণের তলে,  
কৌতুভ যেমত মাণিকমণ্ডলে,  
তুমিও তেমতি নারীতে আঁজ ॥

কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে,  
বিস্তব ঐশ্বর্য গৌরব খ্যাতিতে,  
তোমার উপমা কাহাতে হয় ?

আর কি লাগসা বল তা এখন  
আছে কিবা বাকী দিতে কোন ধন,  
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয় ?”

কহিল ঐজ্রিলা “দিরাছ যে সব,  
জানি হে সে সব বিভব-গৌরব,  
তব সর্বজন-পুঞ্জিতা নই।

মণিকূলে যথা কৌতুভ মহৎ,  
নারীকূলে আমি তেমতি মহৎ,  
বল দৈত্যপতি হয়েছি কই ?

এখনও ইজ্রাণী জগতের মাঝে,  
গৌরবে তেমনি সুখেতে বিরাজে,  
এখনও আরত্ব হ'লো না সেহ।

স্বর্গের ঐশ্বরী আমি সে থাকিতে,  
কিবা এ স্বরগ কিবা সে মহীতে,  
শচীর মহত্ত্ব ভুলে না কেহ ॥

রতিমুখে আমি শুনিছ সে দিন,  
সুমেধ এখন হয়েছ ঐহীন,  
শচীর সৌন্দর্য্য দেখে না ধরি।

ইজ্রাণী স্বধন আছিল এখানে,  
অমর-সুন্দরী সকলে সেখানে,  
থাকিত হেমাঙ্গি উজ্জল করি ॥

তুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,  
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,  
চলনে গৌরব খরিয়া পড়ে।

গ্রীবাতে কটিতে স্ফাবিত উরদে,  
কিবা সে বিবাদ কিবা সে হরবে,  
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে ॥

শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ,  
ঘুচাইব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ,  
আমার চিত্তের বাসনা এই।

থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস,  
ধরিব অদ্ভেতে নবীন প্রকাশ,  
ভূলাতে তোমায়ে শিখাবে সেই ॥

আসিবে যতেন অমর-সুন্দরী,  
শচী সনে অদেয় দিব্য বেশ-মণি,  
অমর-কৌতুভ শিখাবে সেহ ॥

এই বাহা চিতে তুনি দৈত্যপতি,  
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,  
হয় কি না পুনঃ সুমেধ আলো ॥”

তুনে বুজাসুর ঐশ্ব্য হাসিয়া,  
কহিল ঐজ্রিলা-মননে চাহিয়া,  
“এই ইচ্ছা প্রিয়ে হৃদে তোমার ?”

বলিয়া এতেন দানব-ঐশ্বর,  
কন্দর্পে ডাকিয়া শিখাসে সত্ত্বর,  
“কোথা শচী এবে করে বিহার ?”

কহিল কন্দর্প মুখে চির-হাঁসি,  
“অমর! বিহনে এবে মর্ত্যবাসী,  
নৈমিষ-অরণ্যে শচী বেড়ায় ।

সঙ্গে প্রিয়তমা সখী অহুগত,  
ভ্রমে অরণ্যেতে দুঃখেতে সতত,  
না পেয়ে দেখিতে স্নেহ-কাঁই ॥

কষ্টে করে বাঁশ শচী নরলোকে,  
ইন্দ্র, ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রেশ্বর শোকের,  
অন্তরে দাঁকণ দুঃখভ্রাতাশ ।”

শুনি দৈত্যপতি কহিলা, “সুন্দরি,  
পাবে শচীসহ শচীসহচরী,  
অচিরে তোমার পূরিবে আশ ॥”

ঐজিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা,  
অধরে মধুর হাসি প্রকাশিলা,  
পতি-কর স্নেহে ধরে অমনি ।

হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার,  
ধনুকে ঈষৎ করিল টঙ্কার,  
শিহরে দানব দৈত্যরমণী ॥

পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছত্রিশ,  
গীত-বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিধ,  
নব নব রস বিভাস করি ।

পুনঃ সে ইঞ্জির অবশ সঙ্গীতে,  
অশ্রু-অশ্রু শুনিতে শুনিতে,  
চমকে চমকে উঠে শিহরি ॥

কহু বীর-রসে ধবিছে স্রুতার,  
দানব উঠিছে করি মার মার,  
আবার সমরে পশিছে যেন ।

অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশূল,  
আবার যেন সে অমরের কূল,  
বিনাশে সংগ্রামে ডাবিছে যেন ॥

কখন করুণা সরিতে ভাসিয়া,  
চলেছে ঐজিলা নয়ন মুছিয়া,  
কখন অপত্য-স্নেহেতে ভোর,

যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার,  
অনুগে যতঃ বহে কীরণধার,  
এমনি জিহিব-সঙ্গীত ঘোর ॥

কহু হস্তরস করে উদ্দীপন,  
কোথায় বসন কোথায় ভূষণ,  
ঐজিলা উল্লাসে অধীর হয় ।

কণে পড়ে ঢলি পতির উৎসর্গে,  
কণে পড়ে ঢলি কুলদল-অঙ্গে,  
উৎফুল্ল বদন লোচনদয় ॥

অমনি অপরা হইয়া বিহ্বল,  
চলে ধীরে ধীরে তহু চল-চল,  
নেত্র করতল অলকা কাঁপে ।

ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর,  
অঙ্গুলী-অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,  
টানিয়া অধরে ঈষৎ চাপে ॥

চারিদিকে ছুটে মধুর সুবাস,  
চারিদিকে উঠে হরষ উচ্ছ্বাস,  
চারিদিকে চাক কুসুম হাসে ।

খেলে রে দানবী দানবে মোহিয়া,  
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ডুরিয়া,  
প্রমোদ প্রাবনে নন্দন ভাসে ॥

## তৃতীয় সর্গ

উঠিছে দানবরাজ নিজা পরিহরি  
ইন্দ্রালয়ে, শব্দব্যস্তে নানাদ্রব্য ধরি,  
দানব, গন্ধর্ব্ব, বক ছুটিয়া বেড়ায়,  
গৃহ পথ রথ অথ সশর সাজায়;  
সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমালা দিয়া  
গবাক গুচের ঘার শোভা বিজাসিয়া;  
উড়ায় প্রাসাদ-চূড়ে দানব-পতাকা—  
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিবনাম আঁকা ।  
ঘন করে শব্দধ্বনি, ঘন ভেরীনাদ;  
চারিদিকে শুক শব্দ ঘন ঘোর হ্রাদ ।



শিখরে শিখরে বাজে হুমুতি গভীর ;  
 ঘন ঘন ধ্বজধ্বজে গগন অস্থির ।  
 ইন্দ্রালয় বিলোড়িত দানবের দাপে ;  
 জয়শব্দে চরাচর মেকলীধ কাঁপে ।  
 বাসবের বাসগৃহ গগন যুড়িয়া,  
 হিমাদ্রিভূগর তুল্য আছে বিস্তারিয়া ।  
 ফটিকের আভা তার ফুটিয়া পড়িছে,  
 হিমালয় রাশি যেন আকাশে ভাসিছে ।  
 দ্বারদেশে ঐরাবত হস্তী সূসজ্জিত,  
 সূসজ্জিত পুষ্পবৎ দ্বারে উপস্থিত ।  
 ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন,  
 কবেব সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ ;  
 সারি সারি মণিস্তম্ব সাজাইছে তার,  
 সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ গার ।  
 হায় রে সে ইন্দ্রাসন বসিত বাহাতে  
 বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে  
 মন্দার-পুষ্পেব গুচ্ছ করিয়া যতন,  
 দানব আসিয়া ভ্রাণ কবিবে গ্রহণ ।  
 ইন্দ্রের মুকট দণ্ড আনি দ্রুতগতি  
 রাখিছে আসন-পার্শ্বে ভয়ে বক্ষপতি,  
 সভাতলে বাজয়ন্ত প্রস্তুত কবিয়া  
 তটস্থ কিম্বদন্ত দেগিছে চাহিয়া ।  
 আতঙ্কে প্রবেশ-দ্বারে, —বিজ্ঞানবী যত ;—  
 উর্ধ্বলী মেনকা বজ্রা যুতাচী বিনত—  
 বসন-ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত,  
 কেবল নর্তন বাকী বাদন-সংযুত ।  
 সমবেত সভাতলে করি ঘোড়কর,  
 অঙ্গরা, কিম্বদ, বক্ষ, সিদ্ধ, বিজ্ঞানধর ।  
 সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘ শরীর—  
 হেনকালে শঙ্খননি হইল গম্ভীর ;  
 অমনি স্বয়ং বাজ বাজিল মধুব ;  
 অমনি অঙ্গরা-পায়ে বাজিল নৃপূর ;  
 পুরিল স্থার ভ্রাণে সভার ভবন ;  
 বহিল অমরাগ্নয় সুরভি পবন ।  
 প্রবেশিল সভাতলে অঙ্গুর ছুর্জর ;  
 চারিদিকে স্তম্ভপাঠ জয় শব্দ হয় ।  
 জিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,  
 বিলম্বিত ভূজধর মোহুলা গ্রীবার  
 পারিজাত-পুষ্পহার বিচিত্র শোভায় ।  
 নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;

পর্যন্তের চূড়া যেন সহস্র প্রকাশ,  
 নিশান্তে গগনপথে ভাহুর ছটায় ।—  
 বুজাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায় ।  
 ক্রকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন'পরে  
 বসিল, কাপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে ।  
 মরীরে সম্ভাবি দৈত্য কহিলা তখন ;—  
 “সুমিত্র হে! ভীষণের করহ প্রেরণ  
 অচিরে অবনীতলে, নৈমিষ কাননে ;  
 ত্রমে শতী সে অরণ্যে সুররামা সনে,  
 আশ্রয় শরগপুরে অমরা সকলে,  
 যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে ।  
 কোশলে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল ;  
 ঐন্দ্রিলার অভিলাষ করিব সকল ।  
 বড় লজ্জা দিলা কাল ঐন্দ্রিলা আমাদের—  
 শতী ত্রমে স্বতন্ত্র না দেবি তাহারে ।  
 সুমিত্র, সত্তর কার্য কর সম্পাদন,  
 ভীষণে নৈমিষারণ্যে, করহ প্রেরণ ।”

দৈত্যোক্ত বচনে মরী কহিলা সুমিত্র, —  
 “মহিষী-বাহিত যাহা কিবা সে বিচিত্র !  
 তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য দম্ভজের নাথ,  
 নৈমিষ-অরণ্যে দৈত্য যাবে অচিরে ।  
 নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল,  
 আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল ॥”  
 দৈত্যোক্ত কহিলা— “মিত্র, কহ কি কহিবে  
 অবিস্মিত বুজাসুরে কিছু না থাকিবে ।”

কহিলা সুমিত্র, তবে “গুন দৈত্যনাথ,  
 অমর পশিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত,  
 কহিলা প্রহরী যারা ছিল গত নিশি,  
 দেখেছে দেবের জ্যোতি প্রকাশিছে দিশি ।  
 অতি শীঘ্র বোধ হয় দেবতা সকল,  
 রণ-আশে প্রবেশ করিবে স্বর্গস্থল ।  
 এ সময় ভীষণের প্রেরণ উচিত  
 হয় কি না দৈত্যপতি ভাবিতে বিহিত,  
 সামান্য বিপক্ষ নহে জান দৈত্যপতি,  
 কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি ।  
 দিব্যরাজি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম,  
 দুর্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম,  
 বত বোকা দানবের হবে প্রয়োজন,  
 এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ ?”

শুনিয়া হাসিলা বৃত্তাস্তর দৈত্যেশ্বর ;  
কহিলা, “প্রাণ না কি কহ মন্দির ?  
আদিবে সমরে ফিরে অমর আবার ,  
এ অথবা কথা মন্ত্র রচিত কাহার ?  
দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,  
লুপ্তায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া !  
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ,  
যাক্ কত কাল আরো যুচুক সে দুখ ।  
দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধাবণ,  
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন ।  
বৃত্তাস্তর থাকিতে, সে সৈন্ত দেবতার  
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর ।  
বোধ হয় প্রতীহারী, রক্ষক বাহারা,  
অস্ত্র কিছু শূন্যপথে দেখেছে তাহার—  
হয় কোন উদ্ধা কিংবা নক্ষত্র-পতন,  
নিদ্রাঘোরের শূন্যপরে করেছে দর্শন ।”

কহিলা সুমিত্র, “দৈত্যপতি, অস্ত্ররূপ  
বলিলা প্রহবিগণ, কহিয়া স্বরূপ ।  
গগনমার্গেতে দেব-অঙ্গের আভাস  
দেখিছে স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ ।  
রক্ষক-প্রধান ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে,  
বিদিত হইবে সর্ব স্বকর্মে শুনিলে ।”

দৈত্যেশ-আদেপে আসে বক্ষক-প্রধান  
দাড়াইল সভাস্থলে পর্ত্ত-প্রমাণ ।  
কহিলা, দানবপতি, “কহ, হে ঋক্ষত,  
কি দেখিলা গত নিশি কিবা অচ্যুতব ?”

কহিলা ঋক্ষত দৈত্য “তন দৈত্যনাথ,  
দ্রিষ্যামা রজনী হবে হেরি অকস্মাৎ,  
দিকে দিকে চাষিবারে ঈষৎ প্রকাশ,  
জ্যোতির্ময় দেহ যেন উজ্জলে আকাশ !  
নক্ষত্র উদ্ধার জ্যোতিঃ নহে সে আকার ,  
জানি ভাল দেব-অঙ্গ-জ্যোতিঃ যে প্রকার ।  
শয় না হইল কভু ক্ষণকাল তার,  
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতিঃ সে আভার ।  
সুটতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,  
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে ।  
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,  
উঠিছে আকাশ-প্রান্তে ঘেরি চারিদিক ,  
বহু দূরে এখন ( ও ) সে জ্যোতির উদয়—  
দেবতা তাহার্য্য কিন্তু করিহু নিশ্চয় !”

বৃত্তাস্তর জিজ্ঞাসিলা ঘূচাতে সন্দেহ,  
“ইঙ্গের কোদণ্ডনাথ শুনিল কি কেহ ?  
ইঙ্গ যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে পনি  
শুনিত পাইত স্বর্গে সকলে তখন !”

কহিলা ঋক্ষত, “অস্ত্র দানব যতেক,  
ইঙ্গের কোদণ্ডধনি না শুনিল এক ,”

তখন দানব-ইঙ্গ বৃত্তাস্তর কর—  
“দেবতা আসিছে সভা, কিবা তাহে ভয় ?  
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,  
এইবার একেবারে ঘূচাব ছঞ্জাল ।  
ইঙ্গ সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা,  
বাতুল হয়েছ তারা কি ঘোর মূর্ত্ততা ।  
সঙ্কল্প করিহু অত শুন দৈত্যকুল,  
সঙ্কল্প করিহু হের স্পশিয়া ত্রিশূল—  
স্বর্গ্যেরে রাখিব ক’রে বখের সারথি,  
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি ,  
পবন ফিরিবে সদা সন্ধ্যাজ্ঞানী দরি,  
অমরার পথে পথে রজঃ স্রিধ করি ।  
বরণ রজক-বেশে অশ্রবে সেবিবে,  
দেবসেনাপতি স্বন্দ পতাকা ধরিবে,  
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও,  
সুমিত্র, নৈমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও ।”  
কহিলা এতেক বৃত্তাস্তর দৈত্যপতি,  
সভা ভাঙ্গি স্রমেবর দিকে কৈলা গতি ।

এখানে বিদ্রিষ জড়ে ছুটিল সংবাদ,  
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ ।  
বাজিল ছন্দুভিননি শিবের শিবরে,  
কোদণ্ড-টঙ্কারে যেন গগন শিহরে ।  
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা,  
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিব নাম স্মৃতি ।  
মহা কোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্বস্থল,  
সাজিল দানবসাজে দানব সঙ্কল ।  
বৃত্তাস্তর-পুত্র বীর রুদ্রপীড় নাম,  
সুদন্ত দানব-স্থলে, দেখিতে স্থান ।  
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,  
বাণ্যকাল হ’তে যার অশীষ সাহস,  
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট-শীরবে,  
দেবতা আসিছে যুদ্ধে শুনিয়া হরষে,  
সুমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস,  
উৎসাহ-হিজোলে ভাসি করিল প্রকাশ,

মহাযোদ্ধা বৃত্তপুত্র, পূর্বের সমরে,  
লভিলা বিপুল বশঃ স্থিরা অমরে ।  
আবার আসিছে বৃদ্ধ দেবতা সকল,  
শুনিয়া উৎসাহে মত্ত হৈলা মহাবল ।  
চলিলা মস্তীর সহ আপন আলয়ে,  
আন্দোলিয়া নানা কথা যুদ্ধের বিষয়ে ।  
স্বর্গদ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহাবী,  
হৃদয় বিপুলবৎ পূর্বে কৈলা গতি ।  
ঐরাবতী বল যার ঐরাবণ প্রায়,  
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধার ।  
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শব্দের নিনাদে  
অমর কপিত হর—উত্তর আচ্ছাদে ।  
দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ—  
চলিলা দুর্ধ্ব দৈত্য ভয়ঙ্কর দাপ ।  
স্বর্গের প্রাচীরে ক্রমে দৈত্য কোটি জন—  
তীষণ—নৈমিষারণ্যে করিলা গমন ।

### চতুর্থ সর্গ

সারাক্ষে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষ-বনে,  
শচী কহে সখীরে চাহিয়া ।  
বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,  
থাকিব লো এ ভাবে পড়িয়া ॥  
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অভি,  
আছি এই মানব-ভুবনে ।  
না'ঘুচে মনের বাধা, আগে নিত্য সেই কথা,  
পুনঃ কবে পশিব গগনে ॥  
অপনে বড়পি ছাই, সে কথা তুলিতে চাই,  
দেবের অগ্নি নাহি আসে ।  
জাগ্রতে নিরখি বাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,  
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে ॥  
নয়নের কাছে কাছে, সত্তত বেড়ায় স্রোতে,  
স্বরণের মনোহর কায়া ।  
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,  
কিন্তু জানি সে সকলি ছায়া ॥  
ভ্রান্তি যদি হ'ত কত, কিছুক্ষণ স্থখে তব,  
থাকিতাম বাতনা তুলিয়া ।

পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই  
বিধি স্বপ্নে অশ্রান্ত করিয়া ॥  
অমৃত করিলে পান, তবে বা জড়াত প্রাণ  
সে উপায় নাহিক এখন ।  
কিন্নরে চপলা বল, নিবসি এ ভূমণ্ডল  
চিরদুঃখে করিয়া বাসন ॥  
মানবের এ আগারে, থাকি যেন করাগারে  
পুরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে ।  
অতি গাঢ়তর বায়ু, আই চাই করে আ  
বুক যেন নিবন্ধ নিগড়ে ॥  
নয়ন কিরাতে টাই, কোথাও নাহিক পাই  
শত্রু যেন নেত্রপথে ঠেকে ।  
স্থখে নাহি দুটি হয়, চারিদিক বহুম  
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে ॥  
হার ! এ মাটির ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি  
শিলা যেন কঠোর কর্কশ ।  
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্বকা  
কর্ম্মলে ঝটিকা-পরশ ॥  
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রা  
সখী রে সকলি হেথা স্থল ।  
নিত্য এ ধর্ম্মতাজান, আকুল করে পবা  
কেমনে বা বাঁচে নরকুল ॥  
অমর মরণ নাই, কত কাল ভাবিতা  
এত কষ্টে এখানে থাকিব ।  
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হ  
চিরদিন কেমনে সহিব ॥  
মনস্ত যৌবন লয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হা  
ভোগ করি স্বর্গবাস-স্থখ ।  
কিন্নরে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্ত-চো  
নরলোকে সহিয়া এ দুখ ॥  
নরকময় ভাল সখী, মৃত্যু হয় বিব ভ  
মরিলে দুঃখের অবসান ।  
অহুনি অহুক্ষণ, নিদ্রাহীন অহ  
জলে না লো ভাদের পরাগ ।  
বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কা  
দেখিতাম স্বরণ নরনে ।  
আগে মৃৎ পরে পীড়া, আগে বশঃ পরে জ  
জীবিতের অসহ সহনে ॥  
জানি সখী গুণ ছাড়ি, তৃণদলে না উপা

জানি সর্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হয় বিদ্র, যেখানে অমরীগণ, ক্রীড়াশুখে নিমগন।  
 অগ্নিদাহ অস্ত্রে নাহি সহে ॥ বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে ॥  
 তথাপি অন্তরে দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে, হায় লজ্জা ! চপলা রে, আমার শয়নাগারে,  
 পূর্বকথা সদা পড়ে মনে । অমর পরশে নাহি ঘাহা ।  
 যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অহুসারে, ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুইলা কোন জন,  
 কার হেন ছিল জিতুবনে ? বৃত্তাস্তর পরশিণ তাহা ॥  
 যেমনে তুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল, দিক লজ্জা দিক দিক, কি আর কব অধিক,  
 বসিত কাম্বুক ধরি করে । এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে ।  
 তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতি কত রঙ্গে, এত দিনে দৈত্যবালা, এ মুখ করিয়া কালা,  
 ঘটা করি লহরে লহরে ॥ শটীরে বিক্লিণ বিষমাপে ॥  
 কি শোভা হইত তব, বসিতাম কি গৌরবে, সাজে লো আমার সাজে, আমার সপকী বাজে,  
 পার্শ্বে তাঁব নীরদ-আসনে । ব্রজিলার কটিতে হার ।  
 হইত কি ঘন ঘন, যুগ্ম-মন্দ গবজন, আমার মুকুট-রত্ন, অমরী করিত যত্ন,  
 মেঘে যবে ছুলাত পবনে ॥ কুবের আনিয়া দেয় তার ॥  
 ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায় নয়ন-ভ্রান্তি, শটী বলি কেবা আর, গৌরব করিবে তার,  
 কত দিন সখী রে না হেরি । কে আর আসিবে শটী-হানে ।  
 এত দিন বৈসে নাই, ঘুচায় চক্ষু-বালাই, আর না আসিবে লক্ষ্মী, বাহুতে বাধিতে রকী,  
 সুরবন্দ বাসবের ঘেরি ॥ ৪ ॥ লইতে ইন্দিরা পুষ্প রাণ ॥  
 সুরেক-শিখবে যবে, সুখে খেলিতাম সবে, ইন্দিরার প্রিয় পদ, সুবাসীত সুধাসদ্য,  
 অমর-সঙ্গিনীগণ সহ । কত সুখে লইত কমলা ।  
 ঐপরে অনন্ত শত্রু, অনন্ত নকত্র-পূর্ণ, এবে সে ছোঁবে না আর, হাতে তুলে দিলে তার,  
 সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ ॥ শটীর পরশ এবে মলা ॥  
 টিট নির্ঝল বায়ু, প্রফুল্ল করিয়া আয়ু, উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রজগি সন্নিহা যাবে,  
 কত পুষ্প সুরেক শোভিত ॥ কাছে যদি কখন দাঁড়াই ।  
 নরুল কিরণশোভা, সখী রে কি মনোলোভা, সুরমা অস্ত্র যত, লজ্জা দিয়ে অবিরত,  
 মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত ॥ চূর্ণ করি শটীর বড়াই ॥  
 খৌ পেই মন্যাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী, কোথায় পলাব বল, কোথা আছে হেন স্থল,  
 দেবের পরম সুখকব । এ মুখ না দেখাব কাহারে ।  
 ভ্রাতারে নন্দন-তল, উছলে মধু-জল, বয়স্ক মানব-দেহে, পশিব মানবগেহে,  
 ভাবিতে লো হৃদয় কাতর ॥ জন্মিব, মরিব, বারে বারে ॥  
 হার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আঁহা, তুলে রব বত কাল, জীয়ে রব তত কাল,  
 আমার সে নন্দন বিপিন ! ভাবিলেই আবার মরণ ।  
 কে জন্মিছে এবে তার, কেবা সে আশ্রয় পায়, তবে না ঘুটিবে তাপ, ভাবনাব অপলাপ,  
 পারিজাতে কে করে মলিন ॥ তবে যাবে চিত্তের পীড়ন ॥  
 মগন্তের নিরুপম, সখী পারিজাত মম, হেনকালে পুষ্পবহু, নিত্য মনোহর তত্ব,  
 দৈত্যজায়া পরিছে গলায় । চিরহাসি অধরে প্রকাশ ।  
 য পুষ্প শটীর হৃদি, স্নিগ্ধ করিবারে বিধি, আসি শটী সন্নিধান, বাড়ারে শটীর মান,  
 নিরমিলা অতুল শোভায় ॥ ইন্দ্রাণীরে করিলা সন্ধান ॥  
 খৌ রে দানবজায়া, ধরি কলুষিত কারা, চপলা হেরি সত্বর, কহিলা “হে পুষ্পশয়ন,  
 বসিছে সে আসন উপরে । হেথা গতি কোথা হ’তে বল ।

আছ ত আছ ত ভাল, গোরা ছিলে হ'লে কাল,      যাব দেখা ভালবাসা,      তা'ব দেখা চির-আশা,  
 তোমা'ব ও রত্নে কুশল ॥      স্বথ দুঃখ মনের বনিতে ॥  
 শুনি না কি মালাকার,      হয়ে এবে আছ মার,      সে কথা বুখা এখন,      আসিয়াছি যে কারণ,  
 ঐশ্বিলার উজান সাজাও ।      শুন আগে বাসব রমণি !  
 নিজ করে পাখ মালা,      সাজাতে দানব-বালা,      আসন্ন বিপদ জানি,      আপনি কর্তব্য মানি,  
 আলা গাঁথি অশ্বরে পরাও ॥      জানাইতে এসেছি অবনী ॥  
 এত গুণপনা তব,      জানিলে হে মনোভব,      নিদ্রয় অদৃষ্ট অতি,      এখন (ও) তোমা'ব প্রতি,  
 নিন্তা গাঁথাভাম পুষ্পহার ।      শ্বনে চিত্তে ঘুলি হরিষ ।  
 থাকিতে যে অক্লমনে,      তাজি পুষ্প-শরাসনে,      কর্তব্য যা হয় কর,      না থাক অবনীপব,  
 ত্রিভুবন পাইত নিস্তার ॥      নিকটে আসিছে আশীবিষ ॥  
 বড় আগে হেলি হেলি,      পুষ্পবস্ত্র পুষ্টে ফেলি,      "শতী'ব অদৃষ্ট মন্দ,      আছে কি শতীর দন্দ,  
 বেড়াইতে স্মোহন বেশ ।      সে কথা শুনাতে আইলে মার !  
 ত্যক্ত করি বারে বারে,      সর্বলোক সবা'কারে,      স্বর্গ তাজি দরাবাস,      ইন্দ্রের ইন্দ্রভনাশ,  
 শুন কাম এই ভার শেষ ॥      ইহা হ'তে অভাগ্য কি আর ?"  
 ছি ছি মার নাহি লাজ,      ধরি মালাকর-সাজ,      শুনিয়া কন্দর্প কয়,      "এই যদি কষ্ট হয়,  
 এখন (ও) আছ স্বর্গপুরে ।      না জানি সে কি বলিবে তায় ।  
 রতির কি লজ্জা নাই,      মুখেতে মাথিয়ে ছাই,      ঐশ্বিলা দেবিতে হবে,      রতি সহচরী হবে,  
 ঐশ্বিলারে সাজায় নুপুরে !"  
 শচী কহে, "চপলা রে,      গল্পনা দিও না মা'বে,      ● অর্ঘ্য দিবে ব্রতাসুর-পায় ॥  
 স্বথে আছে শ্রুৎ থাক কাম ।      কমা কর সুরেশ্বরী,      এ কথা বদনে ধাব,  
 এ পীড়া হৃদয়ে ধরি,      স্বর্গপুরী পরিহরি,      চেতা'ইতে বলিতে সে হয় ।  
 প্রবাহিত কিবা মনঃকাম ?      অকর্ণে শুনেছি যত,      ঐশ্বিলা'ব মনোবশ,  
 ভাবনা যাতনা নাই,      সদা সুখী সর্গঠাই,      তাই মনে পাই এত ভয় ॥  
 চিরজীবী হউক সে জন ।      এসিয়া নন্দন-বনে,      ঐশ্বিলা দৈত্যের সনে,  
 রতির কপাল ভাল,      স্বথে আছে চিবকাল,      আমাব সে সাক্ষাতে কহিলা,  
 সছে না সে এ পীড়া যাতন ॥      "শতীরে স্বরণে আন,      থাকুক আমার মান,  
 প্রহ্লাদ কোশল কিবা,      আমারে শিখারে দিবা,      শচী সেবা ঘোরের না করিলা—  
 সদা সুখ চিত্তে কিসে হয় ।      বুখা এ ইন্দ্র তব,      বুখা এ ঐশ্বর্য্য সব,  
 কল্পে তুলিব সব,      তুমি যথা মনোভব,      বুখা নাম ঐশ্বিলা আমার ।  
 নিন্তা সুখী নিন্তা হান্তমর ॥"  
 কন্দর্প অপাক-ঠাবে,      শাসাইয়া চপলা'রে,      শুনি শচী গরবী,      চিরসুখী বিলাসিনী  
 সসন্ময়ে শচী প্রতি কয় ।      সে গৌরব ঘূচাব তাহাব ॥  
 "স্বথ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া,      সকলি বাসনা নিয়া,      থাকিবে শ্ববগে আদি,      হইয়া আমার দা'  
 যুক্তির আয়ত্ত গুণ নয় ॥      হাব-ভাব শিখাবে আমার ।  
 ছাড়িয়া নন্দন-বনে,      কোথাও বা ত্রিভুবনে,      শিখাবে চলন-ভঙ্গী,      কর-পদ দিবে বা'  
 জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ ।      তবে মম চিন্তা-কোভ যার ?"  
 কালের বাক্তি যাহা,      নন্দন-ভিতরে তাহা,      লজ্জা পায়, ব্রতাসুর,      আসিতে অবনীপ  
 না পাইব গিয়া অস্ত্র স্থান ॥      আত্মা দিলা ভীষণ দৈত্যেরে ।  
 সেবিয়া অশ্বর নব,      কি দানবী কি অমব,      মহাবল দৈত্য সেই,      তোমার রক্ষক নে  
 তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে ।      ইন্দ্রপ্রিয়া, পড়িলা সে ক্ষেবে ॥"  
 কন্দর্প-বাক্যেতে শচী,      কুন্তলে ফণিনী র'  
 একদৃষ্টে দৃষ্ট করে তায় ।

প্রকৃতিব নিকরসর, গও রাখে হস্তোপর, আগে ক'রে কেন মাঝ, অন্তরে দাসত-ভার,  
 ছায়া যেন পড়ে সর্বগায় ॥ শতীরে হে কহিলে অশচী ?  
 নিম্পন্দ শবীর মন, সচেতনে অচেতন, চপলা সতাই কি লা, সেবিতে হবে ঐঙ্গিলা ?  
 নিখাস না সরে নাসিকায় । শচীব কি কেহই বে নাই ?  
 অজানিত অচিহ্নিত, চিত্তা যেন উপস্থিত, অপাক্ষ পড়িলে যার, ভয় হ'ত দেবতাভ,  
 জ্বলয়েতে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ দেব যক্ষ তুষিত সবাই ॥  
 কুদল-বচিত ফণী, নিরখি মেঘগাহিনী, তাগার এ তুর্কিপাকে, কেহ নাই তারে রাখে,  
 কহে শচী-চপলা চাহিয়া— দানবেরে করিয়া দমন ?  
 “এ নবক মম ভাগে, সখী নাহি জানি আগে, ইঙ্গ যেন তবে নিষ্ঠ কোথা দেব অবশিষ্ট ?  
 দেখি নাহি কখন ভাবিয়া ॥ সূর্য্য চন্দ্র বরণ পবন ?  
 তপ্তিবে শেষ বাহা, শচীর হবেছে তাহা, কোথা কদ্র হতারণ, কোথা গণদেবগণ,  
 ভাবিতাম সদা মনে মনে । বুখা নাম লই সে সবাব ।  
 দাবো যে শত দিক্কাব, কপালে আছে আমাব, ইন্দ্র গিয়াছে যবে, আর কি শুনিবে সবে,  
 সে কথা না উদিল চেতনে ॥ শচীরে ভাবিবে কেবা আব ?  
 কেমনে চপলা বল, পরশিবে কবন্তল, তবুও ত নিরাশ্রয়, ইন্দ্রাগী এখন (৩) নয়,  
 দানবী চরণ-মূপ ? ইন্দ্রাগী শু পুত্রের জননী ।  
 কেমনে গো স্তনহাব, স্তন শোভিবাবে ভার, সখী রে বাসব সম, আছে ত জয়ন্ত মম,  
 ভুজ্জে দিব কেমনে কেগব ? ইন্দ্রাগী ত বীর-প্রসবিনী ॥  
 কেমনে মুকাকী দরি, দিব কটিতটে পবি, কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ অন্ত,  
 কেমনে বা কবরী বাকিব ? কর শীঘ্র আনিয়া হেথায় ।  
 বনাব কুলে বেণী, কিরূপে মুক্তা-শ্রেণী, তোমার প্রহৃতি হার, দৈত্যের দাসত্বে যার,  
 ভালে তার সাজাইয়া দিব ? রক্ষ আসি পুত্র তব মায় ।”  
 গী বে যে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই, এত কহি ইঙ্গপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,  
 সাজাইব দানব-মহিলা ? জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ—  
 দার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দিবে, জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা গিরি নদী,  
 দাসীপনা তুষিতে ঐঙ্গিলা ? ভেদি স্মৃতে কবে আকর্ষণ ।  
 দাব অঙ্গে বড় ক'রে, যক্ষকন্ডা সমাদরে, জয়ন্ত পাতালদেশে, শুনিয়া ক্ষণ-নিমিষে,  
 পবাইত বসন-ভূষণ । মায়ের সে মানসের ধ্বনি ।  
 “স আজি লো দাসী হই, বস্তু আভরণ লয়ে, ব্যথিত কাতর মনে, কটি বাকি শরাসনে,  
 ঐঙ্গিলাব কবিরে সেবন ॥ অবনীতে চলিলা তখনি ॥  
 য লজ্জা ! হার দিক্, প্রবণেবে শত পিক ! কন্দর্প শচীব স্থান, বিদায় পাটয়া যান,  
 এ কথা কহবে স্থান দিল । পুনঃ সেই নন্দন-কানন ।  
 সৌপনা বাকী কিবা, সিংহী ছিহু চৈছ শিবা, শচীর সান্তনা-আশে, . চপলা দাঁড়ায় পাশে,  
 যখন এ শুনিতে হইল ॥ কহে স্নিগ্ধ বিনীত বচন ॥  
 “ন হে কন্দর্প তুমি, আইলে মরতভূমি,  
 কেন কহ শুনালে আমার ?  
 দি-পরে গুরু শিলা, কেন বল চাপাইলা ?  
 অনঙ্গ হে কি দূষি তোমার ?  
 টো কপালে যদি, ঘটিত হে সে অবধি,  
 পাসে যাইত যবে শচী ।

## পঞ্চম সর্গ

চপলা শচীরে কহে, “শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া,  
অত্যাঁপি জয়ন্ত না আইসে কি লাগিয়া ?  
বুঝি বা বিজ্ঞাটে কোন পড়িলা আপনি,  
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনী ।

কল্লপের কথায় অন্তরে ভাবি ভয়,  
মর্ত্য ছাড়ি চল, দেবি, বৈকুণ্ঠ-আলয় ;  
কিবা সে কৈলাসে চল উমায় নিকটে,—  
বিশ্বাস কর্তব্য কতু না হয় কপটে ।  
কমলা অথবা গৌরী অথবা ব্রাহ্মণী,  
নিশ্চয় আশ্রয়দান দিবেন ইন্দ্রাণি ।”

ইন্দ্রাণী চপলা-বাক্যে কহে, “কিবা কহ,  
অন্তরে আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ ।  
পরবাসে পরবশ, সদা চিত্তে মলা,  
আশ্রয়দাতার মতি-গতি বুঝে চলা ।  
চিন্তিত সতত ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই,  
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই ।  
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রহ্লাস,  
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা স্বাধীন উল্লাস,  
সমস্পর্গ হৃদয়ে বাস পরবশ আর,  
দুই তুল্য জীবিতবে, দুই ভিন্নস্বার !  
ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে কৈলাসে নাহি ভেদ,  
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ !  
শুন, প্রিয়তম সখী, সে আশা বিফলা,  
মর্ত্য ছাড়ি পরাশ্রয়ে বাব না চপলা ।”

চপলা শুনিয়া দুঃখে কহিলা তখনি,  
“ছদ্মবেশে থাক তবে বাসব-ঘরণি ।”

কহে ইন্দ্রপ্রিয়া, “সখী শুন লো চপলা,  
শচী কতু নাহি জানে কুহকীর ছলা ।  
স্থপিত, আমার সখী, গোপন-নিবাস,  
ছদ্মবেশ কদাচ না করিব প্রকাশ ।  
চিরদিন যেইরূপে জানে সর্বজন,  
সহচর, সেইরূপ শচীর এখন ।  
আসিছে দংশিতে ফণী করুক দংশন—  
নিজরূপ, সখী, নাহি ত্যজিব কখন ।”

বলিতে বলিতে আশ্রয়ে হইল প্রকাশ,  
অপূর্ণ গরিমাচ্ছটা কিরণ আভাস ;  
নয়ন-ললিট-গুণ হৈল জ্যোতির্ময়—  
স্বষ্টির স্বজনে যেন নব-স্বর্ঘ্যোদয় ।

যোর কিপ্ত প্রচণ্ড উদ্ভ্রমত যেই জন  
হেরে স্তব্ধ হয় সেই, সে নেত্র বদন ।  
নিরখি চপলা-চিত্তে অসীম আফ্লাদ,  
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ ।  
ভাবিতে লাগিল শেষে বিপুল হরিবে—  
“নন্দন সমুদ্র বন স্তম্ভিব নৈমিবে ।  
মহেন্দ্রাণী-বোণ্য যবে হইবে এ বন ;  
এ মুক্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ,  
কপটি দানব মুক্ত হইবে মায়ায় ;  
না পারিবে পরশিতে শচীর কার্যার ।  
প্রকাশিব ক্ষিত্তির ঐশ্বর্য যত আজি ;  
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি ।”

চপলা এতেক ভাবি বিভিন্ন কানন,  
শচীর অজ্ঞাতসারে কৈলা প্রকটন ।—  
মানস-মোহকর নবজন্মরাজি  
প্রকাশিল সুললিত কিসলয়ে সাজি ।  
দাবিল সমীরণ মলয়-সুগন্ধি,  
চুষনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি ।  
কাঁপিল ধর ধর তরুশিরে সাধে,  
শিহরিল পল্লব মরমর সাধে ।  
হাসিল ফুলফুল মঞ্জুল মঞ্জুল,  
মোদিল মৃদুবায়ে উপবন ফুল ।  
কোকিল হরষিল কুহরবে কুঞ্জ,  
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ,  
নাচিল চিরস্থখে মধুর কুরঙ্গ,  
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভুঞ্জ ।  
সুললিত শতদল প্রিয়ভর আভা—  
সুর্য অরধ, অরধ শশিশোভা ;  
শোভিল স্তব্ধকর্ণ স্থল জল অঙ্গে ;  
বিরচিলা ত্রাণিনী মারাবন রঙ্গে ।

হেনকালে ইন্দ্রসুত আসিয়া সেখার,  
দাঁড়াইলা প্রণমিয়া জননীর পার ।  
জননী পুত্রের মুখ বহু দিন পরে  
দেখে যদি হৃদয়ের সর্গচিন্তা হরে ;  
অন্ত আশা, অভিলাষ কোত বত আর,  
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার ;—  
প্রভাতে যেমন সূর্য্য তরুণ কিরণ  
ধরণী পয়শি করে কুজঝটি হরণ ।  
পুত্র পেয়ে শচী যেন পাইলা আবার  
স্বর্গের বৈভব বত ঐশ্বর্য্য তাহার ।

বাংবাব শিরড্রাণ; চিবুক আড্রাণ  
লইয়া; ধরিল কোল পুলকিত প্রাণ ।  
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ;  
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ;  
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে;  
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে;  
তরু যথা নবোদগত কিসলয়রাজি,  
বসন্ত-প্রারম্ভে ধরে নীল পীতে সাজি;  
নিদ্রা যথা ভূজবর প্রসারণ করি;  
ক্লান্ত পরাগীরে রাখে বন্ধঃস্থলে ধরি,  
শুকতারি ধরে যেন নিশান্তে যামিনী,  
সেইরূপ ধরে পুঞ্জ ইন্দ্রের কামিনী ।  
অঞ্চলে মুখের ধূলি আড়ি স্নেহে চায়,  
মৃত পবননে কর সর্দাঙ্গে ব্লায় ।

কাতর অন্তবে কহে চপলা চাহিয়া—  
“দেখ সখি, সে শরীর গিয়াছে ডাকিয়া;  
পদ্মলের শুক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,  
সখি রে, বৎসব আন্ত যেমতি এখন ।  
খোলো, বৎস, খোলো তব কবচ অঙ্গের,  
এ ভয়ন নহে ষোণ্য এ শুক দেহের ।  
সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে,  
স্নিগ্ধ হও কিছুকাল মহীর সমীরে,  
স্বর্গের অনিল তুল্য নহে এ সমীৰ,  
তথাপি জুড়াবে বৎস, হইবে সুস্থির ।  
পাতালবাসের ক্লেশ হবে অবসান  
সেবিলে এ সমীৰণ—খোল অঙ্গস্থান ।”

বলিতে বলিতে বন্ধ খুলিয়া আপনি,  
উরসে অঙ্গের চিহ্ন দেখিলা তখনি,  
আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাসে, “তনয়,  
এ কি দেখি বন্ধ: কেন কতচিহ্নময় ?  
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার  
হেন চিহ্ন—এ কি সব অঙ্গের প্রহার ?”  
জয়ন্ত কহিল, “মাতা, আমার উরসে  
ছিল না কলক কতু অঙ্গের পরশে;  
কেবল সে শিবদন্ত অনুর-ত্রিশূল  
এবার ধরেছি বন্ধে—না হও ব্যাকুল—  
অস্ত্র অস্ত্রে দেব, অঙ্গ ভেদ নাহি হয়,  
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয় ।

শুনিয়া পুত্রের বাণী কহিলা ইন্দ্রাণী,  
“বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি ;

জানি নাই কতু আগে অঙ্গের বাজনা—  
না জানি মহিলা কত বিষম বেদনা !  
হায় শিব ! হে শঙ্কর ! হে দেব শূলিন !  
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিবদিন ?  
হায় উমা ! শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই ?  
কি দোষ করেছি কবে, কহ ভব ঠাই ?  
তোমার নন্দনে, গোরি, কতই যতনে  
রেখেছি অমরালয়ে, বিমিত তুবনে;  
পার্কীতীনন্দন, স্বন্দ, দেব-সেনাপতি—  
শচীর নন্দনে উমা কৈলা এ দুর্গতি !  
যে অম্বর করিলা এ ত্রিশূল প্রহার !  
সেই বুজু মহেশ্বর, আশ্রিত তোমার ।”

কহি হুঃখে কহে শচী, “আমায় উদ্ধার  
কাজ নাই, বৎস, আব হরে অন্তধারী ।  
জানিলে অগ্রে কি আমি মানসে স্মরণ  
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন !  
শতবার ঐজিলার চরণ সেবিব,  
অকাতবে স্বর্গের আসন তারে দিব,  
তোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশূল-প্রহাব,  
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার ।”

শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্রসুত কয়—  
“জননি, ছাড়িব তোমা বাতনার ভয় ?  
চিত্তা দূর কর স্থির হও গো জননি;  
আশীর্বাদ কব পুঞ্জ বাসবধরনি,  
পারিব ধরিতে বন্ধে আবো লক্ষবার  
তব আশীর্বাদে শিব-ত্রিশূল-প্রহার ।  
কত মাত: কি কারণে স্মরিলে আমার,  
কি বিপদ উপস্থিত, বিপক কোথায় ?”

চপলা শুনিয়া, শচীনন্দন-বচন,  
বিস্তারি কহিলা তারে সর্দ-বিবরণ ।  
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারতা  
প্রকাশিলা যেইরূপ প্রকাশিলা তথা ।  
শুনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত নৃতাশন,  
জলিতে লাগিলা ক্রোধে, বিধৃত নয়ন ।  
দেখি শচী কহে, “বৎস, হও বে নীতল,  
ভ্রম কিছুকণ এই নৈমিষ-মণ্ডল,  
হের, বৎস, সুধাকর উঠিছে গগনে,  
স্নিগ্ধ হও কিছুকণ শরীর করণে ।  
মহীতে মাধুরীময় সুধার সঞ্চাপ,  
একমাত্র আছে এই চন্দ্রমা-প্রকাশ,



উহারি কিরণে তব তম্ব সুসুমার,  
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার।”

শুনিল জননী-বাক্য জরন্ত তখন  
অশ্বেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন ;  
চিস্তিয়া চলিলা বীরে কানন-ভিতরে,  
নীতল সমীর সেবি হেরি শশধরে।

চপলা কানন রচি, আনন্দে বিহ্বলা,  
বেড়ায় চৌদিকে স্রুখে হইয়া চঞ্চলা।  
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ ছজন  
কানন-নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।  
জিজ্ঞাসিছে এক জন চাহি অস্ত্র প্রতি,  
“কোথার আনিলা দূত, আইলা কোন্ পথি ?  
নৈমিষ-অরণ্য কোথা দেখি যে উজান,  
স্বর্গের নন্দনভূষ্য পূর্ব পুষ্পদ্রাণ ;  
চাক মনোহর লতা পল্লব মধুর,  
পঙ্কিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর ;  
মোহকর মনোহর সুস্বিগ্ন বাতাস,  
কিরণে জিনিয়া চন্দ্র পূরণ প্রকাশ ;  
কোথায় নৈমিষবন ? অমরাবতীতে  
এখন ( ও ) ভ্রমিছ ভ্রমে, না আসি মহীতে।”

দূত কহে “জানিতাম এখানে নৈমিষ,  
না জানি কি হৈল তব হারারেছি দিশ।  
হইল সে বহুদিন মর্ত্যে নাহি আসি—  
হবে বা নৈমিষ এই—এবে কুঞ্জরাশি।”

হেনকালে চপলারে দেখিতে পাইয়া,  
জিজ্ঞাসা করিলা তার নিকটে আসিয়া।  
চপলা কহিলা, “কেন, কিসের কারণ,  
নৈমিষ অরণ্য দৌড়ে কর অন্বেষণ ?  
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে,  
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে ?  
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—  
দেখ অরণ্যেরে কৈছ নন্দন-আকার।  
বল আগে কার দূত পুরুষ কি নারী ?  
পার কি চিনিতে বৃষ্টি আমি যেন পারি।  
হাতে দেখি পারিজাত না হবে মানব—  
হার রে সে স্বর্গ বখা অমর-বৈভব।”

ভাবিলা ভীষণ, তবে এই হবে শচী,  
মারার নন্দনবন মর্ত্যে আছে রচি।  
প্রজুল্ল-পর্যণে কহে, “ধর এই ফুল—  
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি ফুল ;

দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,  
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিসিত।  
যুদ্ধে কর অমরের স্বর্গ অধিকার,  
তিরঙ্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার,  
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ তাই সুরপতি,  
পাঠাইয়া ল’তে তোমা আপন বসতি।”

ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা ;—  
“আমার সন্দেহবহ চিনিতে নারিলা।  
পেরেছ দূতের পদ শিখ নাহি ভাল—  
ইন্দ্রের দূতস্বপদ বড়ই জঞ্জাল !  
শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়,  
তুমি দূত, আমি দূতী, আনিহ নিশ্চয়।  
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত ?  
নূতনে নূতন জালা বুঝে না সঙ্কেত।”

“শিব !” বলি দূতবেলী কহে দৈত্যচর,  
“চিনেছি চিনেছি—জানি নাহি অতঃপর।  
শচীসহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা”—  
“আবার ভুলিলা দূত” চপলা কহিলা—  
“থাক মেনে, আর কেনে দেহ পরিচর—  
স্বর্গের অশেষ দোষ কহিছ নিশ্চয়,  
ওহে দূত ব্রতা গেছে তব গুণপনা—  
নারী চেনা মনি চেনা দৃষ্ট ঘটনা।  
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা,  
শুন দূত শচী-দূতী আমি সে চপলা।  
আশা করি আসিয়াছি ইন্দ্রের আদেশে,  
না হবে নৈরাশ ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।”

বলিয়া চপলা চলে ; পশ্চাতে তাহার  
চলিলা পুরুষ পারিজাত হস্তে ধার।  
দেখিলা কানন-শোভা মোহিত ভীষণ,  
শত শত উপবন অমরমোহন  
নিরখিলা চারিদিকে—নিরখিলা তার  
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায় ;  
পলাশ-বল্লরী, পুষ্প তরুণ লতার  
সুশোভিত নন্দনের সদৃশ শোভায়।  
লতার লতার ফুল, শাখার শাখার  
শিখিনী নাচার গুচ্ছে চন্দ্রক-মালায় ;  
ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রতভী-উপরে  
মধুলিহ পড়ে ঢলে স্রুখে মধুভরে ;  
তরুণ অরুণ কিবা যুগ্ম শশধর  
জিনিয়া যুগ্মল রশ্মি কানন-ভিতর।

প্রবণ-সুস্বিকর মধুর নিঃশব্দ  
কাননে ঝরিছে নিত্য করিমা প্রাবন ।  
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্রিয়া বশে স্থিরবেশ ;  
জলদবরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ ।  
মুখে আভা তাহ্ন যেন উধলিয়া পড়ে ।  
গাভীর্ঘ্য-প্রতিমা বিধি দেহ যেন গড়ে !  
দেখিয়া স্তমিত-নেত্র হইল ভীষণ,  
বাকশূন্য ঐতিশ্য করে দরশন ।  
বিখ্যস্ত করি যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ  
করিলা মানব-চিত্তে চৈতন্ত প্রভাত,  
আদিশ্যে সেই প্রাণী নবমুখ্যোদয়  
যে ভাবে দেখিলা দৈত্য সেই ভাব হয়,  
সংজ্ঞা নাই চিন্তা নাই নাহি আত্মজ্ঞান,  
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্ত পরাণ !  
প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া—  
চপলারে জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া চিন্তিয়া—  
“পূবন্দর-ভাষা শচী এত কি ইন্দ্রাণী ?”  
চপলা কহিলা, “এই ত্রিদিবের রাণী ।”  
ভাবিতে লাগিল মনে ভীষণ তখন  
‘সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন ।  
কোথায় ব্রীজলা—বৃষ্টি দাসীর সে দাসী,  
তুলনায় নহে এর চিত্তে হেন বাসি ।  
দজ সুরপতি ইন্দ্র । এ অরুণ যার  
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায় আধারে ॥”  
নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে,  
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে,  
অচল নিরখি যার বদনপ্রভায়  
পবশে কেমনে তার ভাবিয়া না পায়,  
বিষম বিপদ ভাবে উভয় সঙ্গট  
ভাবিলা সে কার্যাসিদ্ধি অসাধ্য দুর্ঘট,  
অনেক-চিন্তিয়া স্থির নারিলা করিতে,  
কিরূপে লইবে শচী অমরাবতীতে ।

হেনকালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।  
জয়ন্ত ভীষণে দূরে পাইলা দেখিতে ।  
‘অরে রে কপটী দৈত্য’ বলিয়া তখন  
পাইলা তুলিয়া খড়্গ যেন ছতালন ;  
কহিলা ভীষণে চাহি কুটদৃষ্টি ধরি  
ক্ষণকাল খড়্গ শূন্যে সংবরণ করি—  
‘চল এ কানন-বহির্ভাগে শীঘ্র চল,  
জননী বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল ;

নহে বৈধ স্ত্রীজাতির সম্মুখে সমর ,  
চল এ উত্তান ছাড়ি, পাষণ্ড বর্ষর ।”  
জয়ন্তে দেখিবামাত্র চিন্তা গেল দূর ;  
ধরিল বিকট মুষ্টি ভীষণ অশ্রু ।  
গজ্জিলা সিংহের নাদে শেল ধরি করে ;  
ঘুরায় শূন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে ।  
না ছাড়িতে গেল শীঘ্র বাসব-নন্দন  
“জননি, অন্তর হও” বলিয়া তখন ।  
বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গজ্জিয়া  
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া ;  
শূন্যে থেলাইয়া অসি বিজলী আকার,  
চকিতে স্বন্ধের মূলে করিল প্রহার ।  
বিচ্ছিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে,  
ঘোর শব্দে পড়ে গাভ্র ভূতল-উপরে ।  
শালবৃক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত,  
অথবা আগ্রেরশূন্য অগ্নি-বিদারিত ।  
শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন  
প্রবেশিলা জটগতি ভেদিয়া কানন ।  
দেখিয়া তাহারে কহে জয়ন্ত কর্ণ—  
“তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ ।  
যা রে দাঁস যা রে কিরে দৈত্যের নিকট,  
সমাচার দিস—তার ভীষণ বিকট  
জয়ন্তের খড়্গাঘাতে লুটে ধরাতল ,  
অস্ত্র আর যারে ইচ্ছা পাঠাইতে বল ।  
ভেট দিস দৈত্যরাজে—ধব মুণ্ড ধব ।”  
বলিয়া নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অন্তর ।  
ত্রাসিত, অস্থির দূত বিস্মিত ভাবিয়া,  
বৃত্তায়রে বাক্য দিতে চলিল ফিরিয়া ।  
জয়ন্ত আনন্দচিত্তে, জননী-নিকটে—  
উপহিত হৈলা আসি এভাবে সঙ্গটে ।

## ষষ্ঠ সর্গ

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দৈব-অনৌকিনী,  
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা ,  
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভাষতে—  
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া ।  
দূরহিত, সন্নহিত বত শৈলরাজি  
অন্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ প্রভায় উজ্জল

অনন্তের সমুদ্র নক্ষত্র বা ষাণ্ণ  
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দিকে ।  
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণ-দর্শন—  
পাষণ্ড সদৃশ বপু দীর্ঘ, উরুস্থান—  
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম  
ভীষদর্পে ভীম-তেজে গর্জিয়া গর্জিয়া,  
জাগ্রত, সুসজ্জ, সদা যুদ্ধের সজ্জায়,  
ভ্রমে দৈত্য বস্ত্রে বস্ত্রে, স্বর্ণ আন্দোলিয়া,  
আচ্ছাদি স্তম্ভক-অস্ত্র, বৈজয়ন্ত ঢাকি,  
ঘোর শব্দ সিংহনাদ, অঘর বিদারি !  
অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ  
অনন্ত আকুল করি উভয় দৈত্যেতে ;  
রাজশিবিবা যেন শূন্তে নিয়ত বর্ণণ,  
বিজ্যৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি ।  
ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে  
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ ;  
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে ।  
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা-দমুজে ।  
অর্পণের উর্ধ্বরশি ষাণ্ণ প্রবাহিত  
অহনিশ, অতুল্য, বিয়তি-বিশ্রাম,  
শ্রোতগতী বিধাবিত নিয়ত বজ্রপ  
ধারা প্রসারিয়া গতি দিকু-অভিমুখে :—  
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব অমরে  
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্ণ-বহির্দেপে,  
জয়-পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—  
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদেশে ।  
সভাসীন ব্রহ্মাসুর সন্নিহিত সন্তানি  
কহিছে গর্জনে করি বচন কর্কশ—  
“যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন (ও) দেবতা !  
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে ।  
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল  
প্রকাণ্ড বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে ?  
মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত  
ষাপদ বেড়ায় হেন কুরি আফালন ?  
ধিক আজি দৈত্য নামে ! হে সৈনিকগণ !  
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে !  
কোথা সে সাহস বীৰ্য্য শৌর্য্য পরাক্রম,  
দম্বজ বাহার তেজ চির-রণজয়ী ?  
সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,  
প্রকাশিল কতবার অতুল বিক্রম,

নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন,  
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে—  
পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,  
বিস্তৃত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে,  
জিনিলা স্বরগ যুদ্ধে অতুত প্রতাপে  
মহাদম্বী সুরকূলে সমরে লাহিয়া ;  
খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুবীতে—  
শশকবৃন্দের মত—দৈত্য-অগ্নাঘাতে  
অচেতন্ত দেবগণ ব্যাপি যুগকাল  
ছুনিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে !  
সেই পরাজিত তিরঙ্কৃত সুরসেনা  
আবার আসিয়া দম্ব পশিল সংগ্রামে ;  
না পারি জিনিতে তার সুজিঘু হইয়া  
রে ভীক দানবগণ । নামে কলঙ্কিলা ।  
আগনি ঘাইব অগ্ন পশিব সমবে ;  
ঘুচাইব অমরের সময়ের সাধ ।”

বলিয়া গর্জিলা বীর বৃজ দৈত্যপতি,  
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রম ।  
দেখিয়া জাসিত যত দানব সৈনিক,  
ব্রহ্মাসুর-আস্ত্র হেরি নিস্তব্ধ সকলে ।  
“আনু রে সে শিবশূল—আনু রে অমর-  
বিজয়ী ত্রিশূল বাহা দানিলা শঙ্কর ।”  
নিরখে মাতঙ্গযুগ ষাণ্ণ গজপতি  
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি, শুণ্ডেতে  
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,  
সু-উচ্চ শব্দেব নাদে বৃংহিত করিয়া ।  
তখন বৃজের পুল্ল বীর কত্রপীড়—  
শোভিতমাণিক্যগুচ্ছ কিরীট বাহার,  
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র বাতীত,  
কহিলা পিতারে চাহি হয়ে কৃতাজলি,—  
কহিলা—“হে তাত জিঘু দৈত্যকূলেস্বর  
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,  
কর অবধান পিতঃ, পুরাণ বাসনা,  
দেহ আজ্ঞা আমি অগ্ন ঘাই এ সংগ্রামে  
যশস্বিনু ! যশঃ যদি সকলি আপনি  
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায় তবে,  
আজ্ঞাজ আমরা তবে হব যশোভাগী ?  
কোনু কালে আমরা তবে লাভিব সুখ্যা  
কীর্তি বাহা—বীরলক বীরের আরাধ্য,  
বীরের বাহিত যশঃ জিঘুবেন বাহা,

সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জন,  
কি বাখিলে রণকৌর্টি মণ্ডিতে তনয়ে ?  
ভাবিতে ত হয় তাত. ভবিষ্যতে চাহি,  
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে ?  
জালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে  
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে ?  
জন্ম বৃথা ! কৰ্ম বৃথা ! বৃথা বংশখ্যাতি !  
কীৰ্ত্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা !  
স্বনামে যদি না ধন্ত হয় সর্বলোকে—  
জীবনে জীবন-অন্তে চিরঅগ্নীয় !  
বিভব, ঐশ্বর্য, পদ সকলি সে বৃথা !  
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের,  
পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,  
কলবিধবৎ ক্রমে ভাসিয়া মিশায় ।  
বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী;  
গোবৎ সম্পদ তেজঃ নাচি থাকে কিছু,  
দমিতে পশ্চাতে হয় ফেৎবুদ্ধবৎ,  
দানব অমর বক্ষ মানব ঘৃণিত !  
স্ববুদ্ধ পুনর্দাব ফিবিবে এ স্থানে,  
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট,  
না মানিবে কেহ আব বিশ্ব-চরাচরে,  
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত ।  
যশোলিপা কদাচিৎ ভীকর ( ও ) অন্তরে  
উদীপ্ত হইয়া তাবে করে বীৰ্য্যবান !—  
বীরের স্বর্গই ধনঃ যশই জীবন ;  
সে যশে কিরীট আজি বাকিব শিরসে ।  
কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেবে আজ  
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি  
ত্রিশংক্রিকোট দেব, আসিয়া নিকটে  
ধরিব মন্তকে দেখ অই পদবেণু ।  
জানিবে অমর সুর—নহে সে কেবল  
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,  
অজয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে  
অস্ত বীর আছে এক—আখন্ড তাঁহার ।”

চাহিয়া সর্ষচিহ্নে পুত্রের বদনে,  
কহিলা দম্ভজেশ্বর বৃত্তান্তর হাসি ;—  
“কদ্রপীড় ! তব চিত্তে যত অভিলাষ,  
পূর্ণ কর যশোরঞ্জি বাকিয়া কিরীটে ;  
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ  
তোমায় সে বশঃপ্রভা পুত্র যশোধর !

ত্রিলোকে হয়েছ ধন্ত, আরও ধন্ত হও  
দৈত্যাকুল উজ্জলিয়া দানব-তিলক !  
তবে যে বৃত্তের চিত্তে সমরের সাধ  
অত্মপি প্রোচ্ছল এত হেতু সে তাহার  
যশোলিপা নহে পুত্র, অজ সে গালসা,  
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিচাশিয়া !  
অনন্ত তরঙ্গময় সাগবগর্জন,  
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা স্তম্ভকব,  
গভীর শরীর্যযোগে গাঢ় ঘনঘটা  
বিদ্রোহে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে সে স্তম্ভ—  
কিংবা সে গগ্নোজী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে  
নিরখি যখন অধুরাশি ঘোব নাদে  
পড়িছে পর্কতশৃঙ্গে শ্রোতে বিলুপ্তিয়া  
ধরাধর ধরাভল করিয়া কাম্পিত !  
তখন অন্তবে যথা দেহ প্লকিত  
দুষ্কর উৎসাহে হয় স্তম্ভ বিমিশ্রিত,  
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা  
সেই স্তম্ভ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত ।  
সেই স্তম্ভ সে উৎসাহ হায় কত কাল  
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বগ যে অবধি,  
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই  
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লতি পুনর্দার,  
নাহি স্থান ত্রিত্বনে জ্বিনিতে সংগ্রামে,  
ভাবিয়া বৃত্তের চিত্তে পড়িয়াছে মলা,  
দেখ এ ত্রিশূল-অঙ্গে পড়িয়াছে যথা  
সমর-বিরতি-চিহ্ন কলঙ্ক গভীর ।  
যাও যুদ্ধে তোমা অজ্ঞ কবি অভিষেক  
সেনাপতি পদে, পুত্র, অমর ধংসিতে  
যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবাব  
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাংখ্যাতো ।”

কদ্রপীড় প্রক্লম্বিত, পিতৃ-পদধূলি  
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী,  
এ হেন সময়ে দূত নৈমিষ হইতে  
প্রত্যাগত, সভাভুলে হইল উপনীত ।  
দূরে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক-হৃদয়,  
কহিলা “সন্দেহবহ, কি ব্যয়তা কহ ?  
কিরূপে এ পুর্বীমধ্যে প্রবেশিলে তুমি ?  
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী কোথা বা ভীষণ ?”

আখন্ড হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন  
কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায়,

বায়ুতে চঞ্চল যথা বিসৃজ্য পলাশ,  
রসনা তেমতি দ্রুত বিকস্পিত তার।  
কহিলা “প্রথম যবে আইছ এ স্থানে,  
স্বর্গ হ’তে বহুদূর হিমালয়গণে  
উত্তর পর্বত শৃঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ  
হইল আমার দেব-অনৌকিনী সহ।  
নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কোশল  
আশ্রয় করিয়া পরে হইছ অগ্রসর,  
চিনিতে নারিলা কেহ, অন্তঃপর শেষে  
পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈছ উপনীত।  
প্রাচীর-নিকটে আসি অনেক চিস্তিয়া  
উদয় হইল চিন্তে, জাগরিত যথা  
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অঙ্গধারী,  
ভ্রমে নিত্য অবিরত ঘার নিরখিয়া।  
আসন্ন বিপদ চিন্তে হইল উদয়,  
জটিল কোশল এক গুঢ় প্রতারণা—  
ঐজিলার পিতৃভূমি হিমালয়-পারে,  
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানব,  
সেই সমাচার লয়ে অরিত গমনে  
ঐজিলা-নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তার,  
দৈত্যকুলেশ্বর বৃদ্ধ মহাবলবান্  
সমরে সহায় হন এ তাঁর প্রার্থনা।—  
এ প্রস্তাবে দেবগণ স্তম্ভ ভাবি মনে  
আদেশ কবিল মোরে পুরী প্রবেশিতে,  
আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ  
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।”

তুমি দূতের বাক্য কহে বুঝায়র, —  
“এ বারতা দূত তাঁর অলীক কল্পনা  
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া ভীষণ সংহতি—  
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবদিত ?”  
দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা  
হইল জড়ভাঙ্গা কণ্ঠবিরহিত—  
যথা নবকিশলয় বয়স্কর নীরে  
আর্দ্রতন্তু, বিলম্বিত তন্তুর শাখায়।  
সুমিত্র দানব-মন্ত্রী কহিলা তখন,—  
“দৈত্যেশ্বর, দূত বৃদ্ধি হৈলা অগ্রগামী,  
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আইসে শচী সহ  
মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমন।”

নতমুখ নিরদৃষ্ট দূত ক্ষরমতি,  
কহিলা—“না মন্ত্রী, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার ;

নৈমিষ-অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে  
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।”

“ভীষণ নিহত !”—গর্জিলা দানবপতি।  
“হা রে রে বালক—জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র,  
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী !—  
দস্ত তেব এত ?” বলি ছাড়িলা নিখাস ;  
“রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,”  
কহিলা ভনয়ে চাহি গাঢ় নিরীক্ষণে—  
“বশোলিন্দা চিতে তব অতি বলবতী,  
কর তপ্ত জয়ন্তের করিয়া আহুতি,  
শচীরে আনিতে চাহ অমবাবতীতে,  
অস্ত্রথা না হয় যেন বাহ ধরাধামে ;  
শত যোদ্ধা হুঁসৈনিক বীর অগ্রগণ্য  
লহ সঙ্গে অচিরে পালহ আদেশ।”

কৃতাজলি হয়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন  
কহিলা—“দৈত্যেশ্বর, এবে দেব-পরিবৃত  
বিশ্বীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ  
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হবেন নির্গত ?  
যুদ্ধে পরাজয় যদি দেব-অনৌকিনী,  
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,  
না বৃদ্ধি তবে বা সিদ্ধ সমর কিরূপে  
করিবে কুমার কহ, তব অভিপ্রেত।  
অসংখ্য এ দেব-সেনা দুর্জয় সংগ্রামে,  
অমর তাহাতে সবে হৃদয়-প্রতিজ্ঞ,  
শক্তি নহেক কেহ অস্ত্র-অস্ত্রাঘাতে,  
মুর্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।  
তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি,  
কুমার সংহতি অস্ত্র, দানব-ঈশ্বর ?  
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যজ্ঞপি,  
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?”

দৈত্যেশ্বর কহিলা ;—“মন্ত্রী, সেনাপতি-  
বরণ করেছি পুস্ত্রে, না যাব আপনি,  
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,  
বাইবে আসিবে শূলহস্তে অব্যাহত।”  
নিবেশ করিলা মন্ত্রী তেরাগিতে শূল,—  
“পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,  
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ  
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।”

জুহুটি করিয়া তবে ললাট-প্রদেশে  
হাশিয়া অঙ্গুলিধর, গর্জি প্রকাশিয়া

কহিলা দানবপতি ;—“স্মিত্রি হে, এই—  
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্তের,  
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমার  
সমরে পরাস্ত করে—কিংবা অকুশল ;  
অকুশল ভাগ্য বীর অসাধ্য কি তার—  
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড় !”

রুদ্রপীড় কহে “মহি, কেন ত্রস্ত এত ?  
জান না কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?  
বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন  
না হইবে এই দেহ অস্ত্র প্রহরণে ।  
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,  
বাইব অমর বাহু ভেদিয়া সত্তর,  
আসিব আবার বাহু ভেদিয়া তেমতি  
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরণপুরে ।  
হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রভেজ  
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে,  
বীর কভু নাহি রাখে নিফল আয়ুধ  
বিত্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে ।”

এরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্মথী, বৃত্রাসুরে,  
শত সূর্যেনিক দৈত্য সংহতি লইয়া  
অম্বর-কুমার নীড় প্রাচীর-সন্নিধি  
উপনীত হৈলা স্থখে সুসজ্জিত-বেশে ।  
অম্বরসদী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা  
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিরোধ,  
কহিলা বা অস্ত্র কেহ সমর উচিত—  
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয় সঙ্কটে ।  
নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপা পাচ,  
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ,  
যুদ্ধই তাঁহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,  
হল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত ।  
নিরুপায় কোনমতে সমরে সম্মত  
না পারি করিতে অস্ত্র সঙ্গিগণে সবে,  
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে  
অস্ত্র কোন সত্ৰপায় করিতে স্থহির ।  
স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে,  
ভীষণের সহচর দূত বে কৌশলে  
পশিলা নগরীমধ্যে, অবলম্বি তাহা,  
নির্গত হইয়া গতি কর্তব্য নৈমিষে ।  
কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন  
আসি উপনীত ক্ষণ—আসিলা সেখানে

তুলিলা প্রাচীর-শিরে স্তম্ভ পতাকা,  
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল-বিস্তারিত ।  
উড়িল কেতন শুভ শুল্ল বিস্তারিত;  
প্রকাণ্ড অর্ধবগোত ছিঁড়িয়া বন্ধন,  
বাঁদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে,  
সমরকেতন অস্ত্র হৈল-সঙ্কচিত ।  
বাজিল সম্ভাষ-শব্দ, দূত কোন জন  
বার্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;  
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চসম্ভাষণে,—  
“বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা  
ঐজিলার পিতৃরাজ্য হিমালয়পারে,  
গন্ধর্ব্ব-সমরে তাঁর বিপর জনক  
দৈত্যেশ বৃত্তের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়  
শত বোকা সেই স্থানে নীড় অবিরোধে,  
দেবকুল তাহে যদি থাকে সম্মত,  
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল,  
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত বোধে,  
ঐজিলার পিতৃরাজ্যে কবিত্তে প্রস্থান ।”

বার্তা শুনি দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ—  
বক্রণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমাব —  
মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা,  
কি কর্তব্য দানবের এবিধ প্রস্তাবে ।  
নিষেধ করিলা পানী — প্রচোতা স্থহির,—  
“উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যবোধে,  
কপট, বঞ্চক, ক্রুব, দিতিস্বত অতি,  
নহেক উচিত বাক্য প্রত্যয় তাদের !  
ঐজিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ  
যদিও আসিলা থাকে অজ্ঞাতে আমার,  
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে ?  
সেখানে থাকিলে পানী না ছাড়িত তার ।”

সূর্য্য-অভিপ্রায়—“দৈত্য বোকা শত জন  
ঐজিলার পিতৃরাজ্যে থাকে অবিরোধে,  
দেব-বোকা কিন্তু কেহ পক্ষান্তে তাদের  
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে ।”

অগ্নি কহে—“ছই তুল্য আমার নিকটে,  
নিষেধ নাহিক তার নাহি অনিষেধ,  
সত্তর দৈত্যের মনে যেইখানে থাকু,  
সম্মুখে পক্ষান্তে শত্রু কি তাহে প্রোভদ ?  
সতত অস্থিরচিত পবন চঞ্চল,  
কভু অভিমতে এর, কভু অন্তমতে,

অভিমতে দিলা তার-- সদা অনিচ্চিত—  
 যে কহে যখন নিলে তাহার(ই) সহিত ।  
 মহাসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে  
 কহিলা পার্শ্বকর্তৃপুত্র—“বিপক্ষে দুর্বল  
 করাই কর্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে ;  
 দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে প্রেরণ কর ।  
 স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন  
 ধরাতে করিলে গতি দেবেরই মঙ্গল,  
 হীনবল হবে পুরী রক্ষক বিহনে,  
 প্রেরণ কর ছাড়িবারে অভিশ্রুত তাঁর ।”

সেনাপতি-বাক্যে অন্ত দেবতা সকলে,  
 সম্মত হইলা—ধীর প্রচোতা ব্যতীত ;  
 বার্তা লয়ে বাস্তবহ প্রবেশি নগরে  
 রুদ্রপীড-মন্নিধানে নিবেদিল। ক্রত ;  
 মহাহর্ষ হৈল সবে ; দৈত্য যোধ শত  
 নিজ্জাত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা,  
 আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী উদ্দেশে,  
 নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচী-নিবসতি ।

## সপ্তম সর্গ

হেথা সুরপতি ইন্দ্র কুমর-শিখরে  
 চাহিলা বিষয়ে যেন নিরখি নুতন  
 গগন ভূতল সৃষ্টি বিশ্ব অবয়ব ।  
 কহিলা বাসব—“হায়, গত এত কাল !  
 যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস !  
 ভাবি যেন পরিচিত পূর্বের জগৎ  
 ধরিছে নুতন ভাব ছাড়ি পুরাতন ।  
 যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল,  
 কুমর-শরীরে, এবে নিরখি সেখানে  
 প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্ত উন্নত-শিখর  
 নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীকূহ কত !  
 পূর্বে হেরিয়াছি যথা কৌণী সমতল,  
 পর্কত এখন সেথা শৃংখরমণ্ডিত,  
 লতা-গুহ্মসমাকর্ষ শ্রামল সুন্দর,  
 বিরাজে গগনমার্গে অজ প্রসারিয়া !  
 গভীর সাগর পূর্বে ছিল যেখানে,  
 বিভীর্ণ এখন সেথা মহা মরুভূমি,  
 তরু-বারি-বিরহিত তাপদগ্ধ সন্ধ্যা,

নিরন্তর সমাকর্ষ বালুকা-রাশিতে !  
 নক্ষত্র নুতন কত গ্রহ নবোদিত,  
 নিরখি অনন্তমানে হয়েছে প্রকাশ,  
 সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান-বিচ্যুত,  
 অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষপথে,  
 এতকাল হৈল গতি পূজার নিয়তি,  
 নিয়তি এখন(ও) তুই না হইলা মোরে  
 আদিষ্ট না হই, কিংবা না পাই সাক্ষাৎ,  
 না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকূল ।  
 আবার পূজিব তাঁরে কলান্ত পুরিয়া,  
 দেখি প্রতিকূল তিনি হন কত কাল !  
 অন্ত চিন্তা, আশা, ইচ্ছা সব পবিত্রি,  
 যুগের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত ।”

এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর,  
 বসিতে পূজায়, পুনঃ নিয়তি তখন  
 আবিস্কৃত হৈলা আসি সমুখে তাহার  
 পাষাণমুখতি, দৃষ্টি অতি নিরদয় ।  
 মাধুর্য্য কি সত্ত্বভতা কিংবা দম্বালেশ,  
 বদন, শরীর, নেত্র, কি ললাটে,  
 ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র, নিত্য নিরীক্ষণ  
 করতলহিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে ।  
 অনন্তমানস, দৃষ্টি আলোখ্যেব প্রতি,  
 কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে,—

“কেন ইন্দ্র ! নিয়তি-পূজায় ব্যাপ্ত ?  
 নিয়তি নহেক তুই কিবা কষ্ট কল্প,  
 অজ্ঞাত নহ তুমি সৃষ্টি হৈল যবে,  
 তদবধি এ আলোখ্য অর্পিলা আমার  
 বিরিকি কমলাসন, নাচি সাধ্য মম  
 বার্থ করি অণুমাত্র ইহার লিখন ।  
 অন্তথা সূচ্যগ্রে যদি হয় লিপি এর,  
 এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কণ তিলেক না ববে,  
 খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শূন্ত জলনিধি,  
 বিশাল শৈলেন্দ্র চূর্ণ হবে অচিরে ।  
 বিকলাক হবে বিশ্ব—মহাঘা, দেবতা,  
 চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা কাল, পরমাণু—  
 বিশৃঙ্খল হবে স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল,  
 ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলাঙ্ক খণ্ডিত ।  
 বাসব, আমার পূজা কি হেতু বৃথা ?  
 বিবেক হয়েছ হারা পড়িলা বিপদে,  
 নির্মূল দেবের চিত্ত অসাধ্য সাধিতে ।

তাই ব্রাহ্ম হ'য়ে চাও অসাধ্য সাধিতে ।  
নাহি চাহি, ভাণ্ড্য তব ভবিতব্য-লিপি  
গুণন কবিত্তে বিন্দু-বিন্দু প্রমাণ ।\*

কহিলা বাসব হুঃখে,—“না চাহি কদাচ  
অসাধ্য তোমার বাঁহা আমার তা দিতে ;  
কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত  
দৈত্য-কুলপতি বৃত্ত ; কত দিনে পুনঃ  
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে,  
কত দিনে পূর্ণ হবে দেবের দুর্গতি ?”

নিরতি কহিলা ;—“ইন্দ্র, কি উপায়ে হত  
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি,  
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার ,  
তুমি না হইলে অস্ত্রে জানিত না কিছু ।  
তুমি সুরপতি ইন্দ্র—তোমার কিঞ্চিৎ  
ভবিতব্য গুঢ় লিপি করি প্রকটন ;  
এদ্যাব দিব্য অস্ত্রে বৃত্তের বিনাশ,—  
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিব-পাশে ।”  
এত কহি অন্তর্হিত হইলা নিরতি ।

বাসব সহর্ষ-চিন্তা চিন্তি ক্ষণকাল,  
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়া সূত্রে,  
অচিরে স্বপ্নদেবে করিলা স্বরণ ।  
কহিলা,—“হে দেবদূত-সুসন্দেহবহ,  
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,  
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন বেঁধোন,  
কহ গে তাদের দূত,এ সুবারতা,  
কুমেরু-পর্বতেই পূজা সাজ করি  
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,  
নিরতি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,  
করিলা বিদিত বৃত্ত-বিনাশ যেন্নপে ।  
কৈলাসে ধূর্জটি-পাশে করিলে গমন,  
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,  
ভবিতব্য-লিপি যথা, বৃত্তের বিনাশ,  
এদ্যাব দিব্যর শেষে, ভাগ্যের ভারতী ।  
নিরতি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে  
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকী-নিকটে  
গতি মম, পুনর্বার লভি শিবাদেশ,  
অচিরে সুরবৃন্দ সংহতি মিলিব ।”  
বলিয়া চলিলা ইন্দ্র শিবের আলয় ।

অপন, বাসব-বাক্যে স্বর্গ-অভিমুখে  
দেবর্গণ সমুদ্বেগে করিলা গমন,

বাসবের সমাচার করিতে বোষণা ।  
সেখানে আদিভাগ্য বসি নানা স্থানে  
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুক অন্তব,  
কি উদ্বেগে বৃত্তাশ্রয় নন্দনে আপন,  
সৈনিক সংহতি শত মর্ন্ত্যে পাঠাইলা ।  
শত্রুগণ্ধে, প্রত্যাশায় যাইতে আদেশ,  
কেহ বা উচিত কহে, কেহ অমুচিত,  
অলীক কখনে দৈত্য ছলিলা অমরে,  
কেহ বা সংশয়বৃত্ত কেহ দিগাহীন ।  
প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন ভাবি কিছুকাল,  
অমৃত্তব কৈলা শেষে দৈত্য-অভিপ্রত,  
শচীব প্রবাস মর্ন্ত্যে ইন্দ্র ক্রমেবুতে,  
তথ্য পেয়ে গেলা কোন অনর্ধ সাধিতে ।  
এরূপ সংশয় ভাবি প্রচেতা তখন,  
প্রকাশিয়া দেবগণে দিগা আপনার,  
কেহ কৈলা গ্রাহ্য তার কেহ না শুনিল,  
মত্তামত নানামত প্রচেতা-বচনে ।  
দেব-সেনাপতি স্বন্দ পার্শ্বতী-নন্দন,  
কহিলা তখন—“বৃথা তর্ক কেন এত ?  
যাক্ মর্ন্ত্যে দূত কোন, আশ্রয় জানিয়া  
সমব বধার্থ কি না গুরু-দানবে ।  
সমাচার পেয়ে পরে কর্তব্য বিধান  
যা হয় হইবে শেষ, দূত কেহ যাক্ ।”

কহিলা প্রচেতা—“কিন্তু অবসর পেয়ে  
ঘটায় উৎপাত যদি কি উপায় তবে ?”

উগ্রমুষ্টি অগ্নি ক্রোধে উদ্ভত তখন  
যাইতে বসুধা-মাঝে শত্রু সংহারিতে  
মন্ত্রণায় কালক্ষয় সর্বকর্মে ক্ষতি,  
একাকী যাইবে মর্ন্ত্যে সদর্পে কহিলা ।

তখন কহিলা সূর্য্য—“বিপদ বহুপি  
ঘটে কোন দেবে মর্ন্ত্যে, তখন স্বরণ  
করিবে সে অস্ত্র দেবে মনে সে ডাকিয়া,  
দূত মাত্র এক জন প্রেরণ উচিত ।”

হেন আন্দোলন হয় দেবগণ-মাঝে  
হেনকালে ইন্দ্র দূত শুভবাণীবহ  
অপন আইলা সেবা, শীঘ্রতর অতি  
একত্র হইলা তথা আদিভাগ্যগণ ।  
সহর্ষ-বদনে দূত অমরবৃন্দে  
সম্বাসি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা,  
কহিলা—“আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা





“এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি”  
 বলি কোন পুষ্প তুলে,  
 “এই পালঙ্কেতে বসিবার সাধ”  
 বলি তাহে বৈসে তুলে।  
 “এই অঙ্গগুলি খুলি কতবার  
 খুলি সেই শবাসন,  
 কহিলা ‘সাজাব রণবেশে তোমা  
 শিখাব করিতে রণ।’  
 এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন  
 শিরে এই শিরস্ত্রাণ।  
 কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি  
 হাতে দিলা এই বাণ।  
 অতি প্রিয় তাঁব অস্ত্র এই সব  
 আমার সাধের অতি,  
 তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি এক দিন  
 হেরে প্রিয় ফুলমতি।  
 আঁহা এই ধনু চাক পুষ্পময়!  
 মনমথ দিলা তাঁর,  
 গৃহ-ছল করি কত পুষ্পশব  
 ফেলিলা আমার গায়।  
 এবে শুকায়েছে হয়েছ নির্গন্ধ  
 প্রিয়কব কত দিন,  
 না পরশে ইহা— সমর-তরঙ্গে  
 বত তিনি অহুদিন।  
 সকলি কোমল প্রিয়ের আমার  
 সমরে শুধু নিদ্রয়,  
 হেন শূকোমল হৃদয় তাঁহার  
 কেমনে কঠোব হয়?  
 আমিও বমণী রমণীও শচী  
 তবে তিনি কেন তার,  
 না করিয়া দয়া হইয়া নিষ্ঠুর  
 ধরিতে গেলা ধরায়?  
 কি হবে শচীর পতি নাই কাছে  
 মহাবীর পতি মম,  
 আমিও যজ্ঞপি পড়ি সে কখন  
 বিপদে শচীর সম!  
 ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে  
 আমার (ই) হৃদয় কাঁপে!  
 না জানি একাকী গহন কাননে  
 শচী ভাবে কত ভাপে।

ঐন্দ্রিলা-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী  
 স্বর্ণে কি ছিল না কেহ?  
 ব্রহ্মাও-ঈশ্বর দানব-মহিষী  
 দাসী চাহি ভ্রমে সেহ!  
 আমাবে না কেন কহিলা মহিষী  
 আমি সেবিতাম তাঁর,  
 পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার  
 শচী না সেবিলে পায়?  
 কেন আ (ই) লা দৈত্য এ অমবালয়ে  
 আছিল আপন দেশ;  
 পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ বশ:  
 কি আশা মিটিবে শেষ?  
 যার দিয়া তারে ফিবি যদি দেশে  
 যান পুনঃ দৈত্যপতি,  
 এ পোড়া আশঙ্কা এ যন্ত্রণা যত  
 তবে সে থাকে না, বতি।”  
 রতি কহে “আঁহা! তুমি ইন্দুবালা  
 দানব-কুলের মণি।  
 না দেখি শচীরে তার শোকে এত  
 বিধুরা হইলা ধনি!  
 দেখিলে তাহাবে না জানি সে কিবা  
 করিত তোমার চিতে,  
 বুঝি শোকভবে কণমাত্র কাল  
 এই স্থানে না থাকিতে।  
 সে অঙ্গ-গঠন যুগের সে জ্যোতি  
 সে চারু গীবার ভাণ,  
 মহিমজড়িত, সে গুণ চলনি  
 সে উরু উরস-স্থান।  
 সে দেখেছে, কড়ু চিরদিন তাব  
 হৃদয়ে থাকয়ে পশি,  
 দেখিলা সে বতি এ পোড়া নয়নে  
 পূর্বমার সেই শবী।  
 অমবার রাণী ইন্দ্রাণী সে শচী  
 তাহারে, কিঙ্করী-বেশে,  
 রাখিবে এখানে, রতিব অভাগ্যে  
 দেখিতে হইল শেষে!”  
 হুকুমার-মতি কহে ইন্দুবালা  
 “হায়, রতি, কি কহিলা!  
 এ হেন রমারে কবিত্তে কিঙ্করী  
 দৈত্যোদ্ভাণী আকাশজ্বলা!”



“হায় ইন্দুবালা তুমি হুকোমলা  
পারিজাতপুষ্প যেন,  
পতি যে তোমাব তাঁহার হৃদয়  
নির্দয় এতই কেন ?”  
“ব’ল না ও কথা মন্মথ-প্রেরণী  
তুমি সে জান না তার ;  
দেখ না কি কভু শৈল-অঙ্কে কত  
স্বাদু নীর-ধারা ধায় ;  
শচীর লাগিয়া না নিদ্রাহ তাঁরে  
বীর তিনি রণপ্রিয় !  
শচীর বেদনা ঘূচাব আপনি  
ফিরিয়ে আসিলে প্রিয় ।  
যাব শচী-পাশে করিব শুশ্রূষা  
যাতে সাধ দিব আনি,  
মহিষী-কিন্দরী হইতে দিব না  
কহিহু নিশ্চিত বাণী ।  
মন্মথরমণি ! নাহি কর খেদ  
যাহ ফিরে নিজবাঁস,  
পতির এ দোষ বাহে ভুলে শচী  
পাইব সদা প্রয়াস ।  
ভেবেছিহু আর গাঁথিব না ফুল  
ধাকিবে অমনি ঢালা,  
এবে গুটাইয়া আরো স্রবতনে  
গাঁথিয়া রাখিব মালা ।  
যবে শচী ল’য়ে ফিরিবেন পতি  
পর্যাব তাঁহার গলে,  
পর্যাব শচীরে মনের আফ্লাদে  
মুছায়ে চক্ষুর জলে ।  
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে  
কে ঢাকিবে তবে আর,”  
বলিয়া, লইয়া কুম্ভের রাশি  
বসিলা গাঁথিতে হার ।  
“কি মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি  
কি মালা গাঁথিতে জান ?  
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত  
তবু না জুড়াত প্রাণ ।  
দেবকত্তা ধীরে সেবিত নিরত  
জ্বলেক উজ্জল করি,  
সে আঁজ এখানে ঐক্সিলা সেবিয়া  
রবে দাসীবেশ ধরি !

এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন  
দিয়া তাবে পুষ্পহার ?  
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন  
বেদনা নাহি কি তাব ?  
আর কেন চাও ফুটাতে অজুব  
চরণে দলিয়া আগে,  
দানব-নন্দিনি জান না সে তুমি  
দুঃখীরে পুজিলে লাগে ।  
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে  
শুশ্রূষা বাঁধিয়া পায় !  
রতির কপালে এও সে ঘটিল  
দেখিতে হইল হায় !”  
বলি বাঁশ্পাকুল-নয়নে তথনি  
মন্মথ-রমণী চলে,  
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল  
ইন্দুবালা চক্ষুজলে ।  
পড়ি বিন্দু বিন্দু কুম্ভের স্রজে  
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল,  
ভাবিরে পতির ভাবি যুদ্ধভর  
চিন্তাতে হ’য়ে আকুল ।  
কুব্জী যেমন শুনিয়া গহনে  
মৃগরীর দ্ব-রব,  
চকিত চঞ্চল প্রাতি পলে পলে  
মৃত্যু করে অমৃতব,  
সেইরূপ ভরে চমকি চমকি  
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,  
ফুলমালা হাতে ইন্দুবালা রামা  
রুদ্রপীড় ভাবনায়া ।

## নবম সর্গ

দেব দৈত্য শত যোধ,  
চলে শূন্তে বিনা যোধ,  
উদয়-অচল আদি হিমাচল-পথে,  
শূন্যে শূন্যে পদক্ষেপ,  
ক্রমে পথ সংক্ষেপ,  
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উতরে মরতে ।



এংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ  
 সমুহ অমরবর্গ,  
 এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাঁস,  
 ইন্দ্রের বনিতা যেই,  
 দাসের বনিতা সেই,  
 উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী পাশ।  
 কি যুদ্ধ আয়াং দিবি,  
 যুদ্ধ কি তা কি আনিবি,  
 জানে সে জনক তোর বাসব কিঙ্কিৎ,  
 জানে সে অমবগণ,  
 অসুরের কি বা রণ,  
 আছিল পাতালে প'ড়ে হাবায়ে সংবিৎ।  
 লজ্জা নাহি চিতে আসে,  
 নিন্দা কর হেন তাষে,  
 যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃন্দেব কুমার,  
 হারিয়েছি শত বার,  
 হারাইব আরবার,  
 তুই সে নির্গজ্জ বড় ছুঁইবি আবাব।  
 সেই দীপ্ত হতাশন ?  
 ভয়ে যার অদর্শন,  
 হয়েছিল এতকাল হতাশে কোথায় !  
 ধবু অস্ত্র, কবু রণ,  
 বল যুদ্ধে সম্ভাষণ,  
 সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাচায় ?  
 “বুধা বাক্যে কাল যায়  
 সকলে একত্র আয়”  
 কহিলা জয়ন্ত, “যুদ্ধ দেববে দানব,  
 ধবু অস্ত্র শত বোধ,  
 এখনি পাইবে বোধ,  
 বাসব-নন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব।”  
 বলি কৈলা সিংহনাদ,  
 দৈত্যের শঙ্কর হ্রাদ,  
 অরণ্য আলোড়ি, পুষ্ট করিল বিদার,  
 শতবোদ্ধা একেবার,  
 কোদণ্ডে দিল টকার,  
 মেঘের লিনাদে ঘোর ছাড়িল হুকার।  
 অস্ত্র শব্দ সব শুক,  
 দেব-দৈত্যো যুদ্ধারক,  
 কেবল হুকারধনি বাণের গর্জন ;

আন্দোলিত হয় স্রষ্টা,  
 সুরাসুরে শরবৃষ্টি,  
 শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ।  
 ক্রোধণ, মৃগল, শল্য,  
 প্রক্ষেপন, চক্র, ভল্ল,  
 দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।  
 জয়ন্তের শররাণি  
 চমকে তমসা নাশি,  
 অস্ত্ররীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা।  
 কেশরি-শাদৃ লদল,  
 গুনিয়া সে কোলাহল,  
 ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্কত-গহবর,  
 বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,  
 ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা  
 খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরঙ্গী-উপর।  
 ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,  
 অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,  
 উদ্গীরিল বিশ্বস্তরা গর্ভস্থ অনল,  
 অসুর-জয়ন্ত-কিপ্প,  
 শেল, শূল, শর দীপ্ত,  
 ঘাত-প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল।  
 ধবাতল টলমল,  
 নদীকল কল-কল,  
 ডাকিয়া ভাসিয়া রোধ, করিল প্রাবন ;  
 ঘুরিতে লাগিল শূল,  
 শৈলকুল হৈল ক্ষুর,  
 চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্দিগন্তে পতন।  
 হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,  
 হয় অর্দ্ধ-দিন পুরে,  
 তখন জয়ন্ত-করতলে দীপ্ত-অসি,  
 ছুটে যেন নভঃস্থ,  
 কিংবা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,  
 পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি।  
 বধা সে অন্তলবাসী,  
 তিমি তুলি জলরাশি,  
 সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছেব গ্রহাণ ;  
 যবে যাদঃপতি জলে,  
 ক্রমে ভীম ক্রীড়াঙ্কলে,  
 উত্তম-পর্কত-প্রায় দেহের প্রসার।



চপলার কানে কানে  
মৃদু পবনের স্বনে  
কহে “সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন,  
মৃদু রশ্মি ক্রান্ত দেখে  
যেন পড়িয়াছে স্নেহে  
মন্দার-কুসুমের ঘন চন্দ্রমা-কিরণ।  
এই সুখমার খেলা  
চাঁদেতে চাঁদের মেলা  
আহা, আজি না দেখিল, সখি, পূরন্দর;  
দেখা সে হইবে যবে  
কহিব তাঁহারে তবে  
দেখিলে সে কত তাঁব জড়াত অন্তর।  
শুনে এ বর্ণ-সংবাদ  
করিতেন কি আশ্রয়  
দিতেন কতই স্নেহে পুত্রে আলিঙ্গন;  
আশীর্বাদ করি কত  
স্নিগ্ধ হয়ে অবিরত  
করিতেন স্নেহে আই বদন চুখন।  
বদি থাকিতাম আজ  
অমর-বৃন্দার মাঝ  
অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।  
আজি কত মহোৎসবে  
ভূমিতাম দেব সবে  
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী।  
জয়ন্তে করিয়া সঙ্গে  
ভাসিয়া সুখ-তরঙ্গে  
ভূমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভুবন;  
বিষ্ণু-প্রিয়া কমলারে  
ঈশান-প্রিয়া উমারে  
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন।  
একা যে করিলা রণ  
সহ দৈত্য শত জন  
সমরে করিলা ক্রান্ত রুদ্রপীড়ায়;  
সে আনন্দে বিসর্জন—  
ধরাতে নৈমিষবন—  
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ত্যপূরে!  
আবার অন্তরে ভয়,  
না জানি যে কিবা হয়,  
কালহুকে, রাতি পুনঃ হইলে প্রভাত;

রুদ্রপীড় মহাবীর,  
জয়ন্ত ক্রান্ত-শরীর,  
অমরের অঙ্গবৃষ্টি ঘন উড়াপাত।”  
হইয়া বিমর্ষ হুখে,  
চাহি চপলাব মুখে,  
ফেলিয়া সুদীর্ঘ শ্বাস কহে ইন্দ্রজারা;  
“তনয়ে স্মরি এখানে,  
শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে,  
সখি রে, দুঃখ সজ্ঞানের মায়া।  
পুত্র-মুখ বতকণ  
না করিছ নিরীক্ষণ,  
দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক;  
আগে না ভাবিলা, সখি,  
ও চারু-মুখ নিরখি,  
বিবশা হয়েছে এবে হারারে বিবেক!  
অন্তরে আশঙ্কা হেন  
বিপদ নিকট ঘন  
সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল তার?  
সখি, অজ্ঞ কোন্ দেবে  
স্মরণ করিব এবে  
সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার?”  
নিশি-শেষে নিদ্রা-ভঙ্গে  
অর্দ্ধ-চেতনের সঙ্গে  
অদূরে মুরলী-ধ্বনি বাজিলে যেমন,  
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া  
পর্যাণেতে জড়াইয়া  
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।  
জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে  
তেমনি প্রবেশ করে  
শচীর সে সুমধুর কোমল বচন;  
উদ্গীলিত-নেত্রে বসি  
হেরি অন্তপ্রায় শশী  
কহিলা জননী-পদ করিলা বন্দন।  
“প্রভাত হইল নিশি  
প্রকাশিত পূর্বাধি  
দেখ মাভা, চারু কান্তি অরুণের রাগে।  
পুত্রে আশীর্বাদ কর  
না উঠিতে প্রভাকর  
প্রবেশি সংগ্রামস্থলে দানবের আগে।”





বিগুণ বিক্রমে এবে,  
 দানব আক্রমে দেবে,  
 ছাড়িয়া বিকট দর্পে গজ্ঞন ভীষণ,  
 দেবদৈত্যে যুদ্ধারক,  
 আবার ভুবন স্তব্ধ  
 শূন্যমার্গে অবিরত অশ্রু-সংঘর্ষণ ।  
 আবার কাঁপিল ধনা,  
 মুষ্টি ধরি ভয়ঙ্করা,  
 তুমুল যুদ্ধ-সঙ্গল, স্কন্ধ জলস্থল,  
 দগ্ধ হ'ল তরুণল,  
 বিচ্ছিন্ন পর্ত্তমূল,  
 ভীষণ করুণ বেষণ হবে বর্ণস্থল ॥  
 ভয়ঙ্ক দানব-মাঝে,  
 যুঝিছে তেমনি সাজে,  
 যুঝিলা যেমন পূর্বে বিনতা-তনয়,  
 গুরুস্থান মহাবীর  
 ফণীন্দ্রে করি অস্তির  
 প্রবেশে পাতালপুবে ভুজঙ্গমময় ।  
 চারিদিকে আশীবিধ  
 ফণা ধরি অহনিশ,  
 গাট অন্ধকারে কবে বিকট গজ্ঞন,  
 গরুড় দুজ্জয় দর্পে,  
 ঝাপটে ঝাপটে সর্পে,  
 প্রদাবি বিশাল পক্ষ করার ঘূর্ণন ॥  
 একপে পক্ষীত্ব গত,  
 জয়ন্ত-শরে নিহত  
 আবার দানব পক্ষ পড়িল ভূতলে—  
 পড়ে বধা ধবধর  
 শূল ভাদি ভূমিপর,  
 ভূকম্পনে চলে জল উছলে উছলে ॥  
 তখন আক্রুদ্ধ-বেশ,  
 আকৃষ্ণিত ভূক-কেশ,  
 গদ্রপীড় মুহূর্ত্তেক জয়ন্তে নিরখি,  
 ভীষণ হুঙ্কার-রবে,  
 শৃঙ্খতে তুলিয়া তবে,  
 প্রকাণ্ড ভ্রূষণ এক মুষ্টিতে থমকি,  
 ঘুরায় ঘুরায় বেগে,  
 ঘোর শব্দ যেন মেঘে,  
 দুর্জয় এচণ্ড তেজে করিল প্রহার ।

না করিতে সংবরণ,  
 জয়ন্ত-অঙ্গে পতন,  
 হইল প্রকাণ্ড মুষ্টি শৈলেন্দ্র আকাব ॥  
 না সহি দুর্ধর ভার,  
 অচল বিজলী-হাব  
 বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন ।  
 কিংবা যেন রাশীকৃত,  
 চন্দ্ররাশি শোভা-হৃদ  
 খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন !  
 শিরীষকুমন্তর,  
 যেন বা অবনীপর,  
 পড়িয়া রহিল মহী কবিতা শোভন,  
 দেখিতে দেখিতে ছাতি  
 নিমিষে নিমিষে তেমতি  
 ভস্মেতে অকার-দীপ্তি মিশায় যেমন !  
 যত্নাহীন দেবকায়,  
 যুঝিহৈ যত্নার ছায়া,  
 জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল,  
 নিশ্চিত মানব বধা,  
 নিশ্চল হইল তথা,  
 রেণু-ধূসরিত তন্তু পড়িয়া রহিল ।  
 উল্লাসে দানবদল,  
 জয়শব্দ-কোলাহল,  
 নিনাদে অবনী শূন্য কৈল বিদারণ,  
 শিহরে যেমন প্রাণী  
 শববাহী হরিফলি  
 গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ,  
 তেমতি সে ভয়ঙ্কর,  
 দানবের জয়-শব্দ,  
 শুনিয়া শিহরে শচী অন্তরে পীড়িয়া,  
 চকল দামিনী বধা,  
 ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,  
 হেরে আসি পুত্রতন্তু ধরাতে পড়িয়া ।  
 “হা বৎস জয়ন্ত” বলি,  
 অলিত চরণে চলি,  
 ধাইয়া আসিয়া পার্শ্বে ধরিল তনয়,  
 কোলেতে করিয়া তন্তু,  
 ছিলালুভ যেন ধনু,  
 রণদে স্থাপিয়া দৃষ্টি স্পন্দনহীন হয় ।



এক একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিষ যত  
দেখায়ে গোঁরীয়ে তত কহেন বুঝায়ে,—  
কি হেতু হইল সৃষ্টি কিরূপ প্রকাবে,  
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ প্রকৃতি প্রথমা,  
পদমাণু, পবমানু, উৎপত্তি, বিনাশ,  
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি-সংস্থাপনা  
পুরুষ-প্রকৃতিভেদ হৈল কিবা হেতু  
হইল বা কতকাল কিরূপ সে ভেদ,  
ছিল কিংবা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে  
হইবে, কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ।  
কতকাল, কোন বিশ্ব বিবাজে কি ভাবে  
সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টি স্থিতি কি প্রকাবে,  
কেন বা জগৎ-গর্ভে সকলি অস্থায়ী,  
সদা পরিবর্তনীয়-জড় কি চেতন।  
কিরূপে অতুল সৃষ্টি জীবের অঙ্গুর  
হটল আদি মুহূর্তে, বিনাশন যবে  
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল,  
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিৎতন।  
এই বিশ্ব সুপ্রত্যক্ষ—এ সৌর জগৎ—  
বর্তমান কত কাল থাকিবে এ আন;  
নবদেহধারী প্রাণী মহজ্ঞ আখ্যাত  
ধরিবে কি সৃষ্টি পুনঃ কল্পান্তর পরে।  
পাপ পুণ্য কিসে হয়, দুষ্কৃতি, সুকৃতি,  
অদৃষ্ট-অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে;  
সুখ হৈতে মানবেব দুঃখ-পরিমাণ  
গুরুতব কেন এত জগতীমণ্ডলে!  
অন্য জীব-আত্মা আর নরের আত্মা,  
কি ভেদ, কি ভেদ দেব-মানবসন্তানে,  
দুঃখ-সুখ ভোগাভোগ মুক্তি বা নির্বাণ,  
দেবতা মানব দেবতা ভিতরে কি ভেদ।  
এইরূপ দেব নর চিন্তার অতীত  
নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করি ব্যোমকেশ  
কহিছেন ভবানীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে,  
অনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত।  
একপে ব্যাপৃত হৈমবতী মহেশ্বর  
মহাদোর শূন্য-গর্ভ কৈলাস-ভিতরে;  
হেনকালে সুরপতি আসিয়া সেখায়  
সখ্যে বসিলা উমা উমাপতি হরে।  
বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর-বচনে  
কশল জিজ্ঞাসি তারে কৈল সস্তাষণ,

জিজ্ঞাসিলা—“কি কারণে গত এত কাল,  
না আইলা পুরন্দর কৈলাসপুরীতে?  
কি হেতু মগিন দেহ বদন বিরস?  
সর্বদা বিমর্ষ শুদ্ধ সমাধিতে যেন,  
কিংবা যেন রণস্থলে ছিলে কত কাল—  
কি বিপদ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে।”  
কহিলা মেঘবাহন—“হে আত্মা প্রকৃতি,  
ভুলিলা কি সর্বকথা—দেবের দুর্দশা?  
কি কবিলা রত্নাসুর মহেশ্বর-বরে,  
কিরূপে অমরাবতী জিনিলা প্রতাপে?  
দেবগণ স্বর্গচ্যুত জ্যোতিঃশূল দেহ,  
শিবদত্ত মহাশূল-আঘাতে তাড়িত,  
জ্ঞান পায় কোনমতে পাতালে পশিয়া,  
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস।  
শচী বৈজয়ন্তহারী লমিছে ধরায়,  
অরণ্যে নিবাস নিত্য অহর্নিশ কাল;  
অগ্ন দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,  
না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া,  
ত্রিদিব-বিজয়াবধি নিয়তি-পুঞ্জার  
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুম্ভক-ভট্টারে  
পরাজিত, পরাশ্রিত শত্রু-তিরঙ্কৃত—  
বিপদ ইহার হ’তে কি আব ভবানি?  
ভুলিলা কি মহেশ্বর, মহেশের মত,  
স্বরসন্দে একেবাবে? ভুলিলা বাসবে?  
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীয়ে? পর্ষদনন্দিনি,  
পার্কীতি, ভুলিলা কি গো পুত্র ষড়াননে?  
জানি নাই ভাবি নাই বিপদ নুতন  
হৈল কি না উপস্থিত অগ্ন কিছু আর—  
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষপথে  
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস উদ্দেশে।”  
ভবানী কহিলা—“সত্য ওহে ভগবান,  
ভ্রান্ত হয়ে এত দিন তত্ত্ব-আলাপনে  
ছিলাম দেশান সঙ্গে রত এইরূপে।—  
জ্ঞান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব-প্রবণে।  
কি কব সুভূজয়ে সদা আন্তর্যাম,  
যে যাঁহা বাসনা করে না ভাবি পশ্চাৎ  
দেন তারে অচিৎ বর আকাজক্ষিত,  
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিন্তাসুখে।  
এতক্ষণ ইন্দ্র তুমি উপস্থিত হেথা,  
কথোপকথন এত তোমার আমায়,

হের রে নিষিদ্ধিত তথাপি কোমতি  
উদাপতি সমতার—সংজ্ঞা-বিরহিত।  
অমরের যক্ষণা এত মিল বুঝায়;  
আই, ইক্স, এত কষ্ট ভুলিয়া হে তুমি!  
শচীর ধরার বাস অরণ্য-ভিতরে।

কাণ্ডিকের মহামুর্ছা-বাতনা-পীড়িত।  
ইক্স, আমি এইকণে কহিব শরে,  
তাঁর আশীর্বাদ-পুষ্ট নৈতা ভ্রাতার  
উদ্ধিগ করি স্বর্গ দেবে তিরসারি,  
করেন এখন পৈতৃ-নিধন-উপার।”

এত কহি শান্ত্যারনৌ চাহি মহাদেবে  
কহিলা—“শরর, হের আইলা বাসব  
কৈলাসভবনে, দেব, তোমার শাস্ত্রে,  
তব স্বরপুষ্ট বৃক্ষ দৈত্যোব পীড়নে।

হে শূলিন্, সদা তুমি এক্ষণে বিভ্রাট,  
বটীও অমরগুণে দৈত্য আশাসিয়া,  
দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হর ছারখার—  
মানব-দোরাণ্ডো, দেব না পালে তিষ্ঠিতে।

মারা নাই, মারা নাই, চেহ-বিরহিত,  
দেব-দেবীগণে সবে নিকপি বিগমে,  
ভুলিয়া আপন পুত্র পার্শ্বভী-তনয়ে,  
আছ নিভা ধান লুপে সদা নিমীলিত।  
হস্তিতে না পার যদি স্তম্ভির নিরম,  
শাস্ত্র তুষ্ট হরে তবে কেন তুষ্ট রনে  
বর দিয়া পাড় এত বিবম উৎপাত?  
উদাপতি; কর বৃক্ষ-নিধন-উপার।”

ত্রিপুর-বসন্তক শব্দ শিবানীকে চাহি  
কহিলা—“হে হৈমবতি, বৃক্ষের সংহার  
এখন (ঙ) কি না হইল? পাপিষ্ঠ দয়ক  
এখন (ঙ) কি ভুরবৃক্ষে করে মিলীড়ন?  
তব দৌণি, অধকাশ” বলি চিহ্না করি,  
কহিলেন শূলপাণি—“গুন হে বাসব,  
কল্মষজনান তবু হইবে সখর,  
বৃক্ষের নিধন ব্রহ্মবিদ্য-অবসানে।”

ইক্স, তবে—“দেবদেব, আমি সে সংবাদ,  
আমি ভুলিয়া বহুকাতে বহুকাশ,  
কল্মষদে ভীহার হবে এসেছি কৈলাসে,  
কল্মষবিনাশের এখা অগ্নিকে বিশেষ  
কল্মষ হাকরা, দেব, গাণিবে হস্তিবে,

বাগানের বলবীর্ষ্য নহে অব্যাহত,  
অ্যাক, তোমার আর উমর নিকটে।  
আপন গন্ধিা ব্যক্তা ব্যাহরে আপনি,  
না পারি—সাহি সন্তবে আপনগে কতক  
গিপুরারি, তবু চিত্ত-বেদনায় বেগ  
দমন করিতে নাহি চেষ্টা বাধি।  
ছিগাম স্বর্গের পতি স্নেহে বিখ্যাত,  
অথরের রণে কতু নহে পরাক্রম,  
আমি সেই ইন্দ্রর মম বুঝায়ের দিয়া,  
ভ্রমি সেই নানা ধানে ভিষ্টক-সদৃশ।  
এ যোগদত্ত-ভেজে দৈত্য না ঘিড়ে যাবে,  
বৃক্ষ কি সে অস্বাভাৱ সঞ্চিত আশি  
কি হবে, করিলা বৃক্ষ অধের তানয়ে  
আপন জিশ্বন দৈত্যো দিয়া শূলপাণি।”

বহিতে কহিতে ইক্স কৈলা বাক্য  
ভীমভক্তে আপনার ভীষণ কামুক,  
ইক্সের পরশে গাঢ় চমকে চমকে,  
জলিতে লাগিল তাহে জ্যোতি: অপকল্প  
সামান্য মানবকুলে বীর যেব হয়,  
অস্বাভিহ দস্ত তার চিত্তেব গরণ,  
পত্নীকীটের তুল্য নহে সে পরাট,  
শত্রু-নির্ধ্যাতনে মৃত্যু সেও চাহে কতু,  
মহাবীর্ঘ্যবান ইক্স দেবের প্রধান—  
দাক-বিজিত হয়ে, হস্তি-প্রজলিত  
বহুতুল্য চিত্তভাপে দস্ত নিবস্তর,  
হস্তের দীপ্ত জালা বাক্যেতে প্রকাশে।

তনি উমা, উদাপতি আকটে হইয়া,  
ইক্সের কাতর-উক্তি চিত্তে তীব্র বেগ,  
হেনকালে অকস্মৎ ব্যোমকেশ-জটা  
উষৎ কাশিল দীর্ঘ শব্দে চেঁচোরে।  
ধমিরা পড়িল ধব্রু আধকল-করে,  
উমার অক্লর বিন্দু স্তম্ভেতে ঝরিল,  
সহসা উবেগ চিত্তে হইল সবার,  
বিশবে দ্বিষ্ট হৈল অঙ্গুগত কেহ।

জিজ্ঞাসিলা মহেশ্বর চাহিয়া উমারে—  
“কেন হৈমবতি, কেন হর অকস্মৎ?  
বিশবে সুরশ, শিব, করিছে কোর বা  
বহুলা শব্দে এটা কাণিবে কি বেতু  
কল্মষদে শিবানীকে কল্মষ পার্শ্বভী  
কল্মষদে শিবানীকে কল্মষ পার্শ্বভী

বিপদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে,  
নৈমিষ হইতে দৈত্য করিছে হরণ।”

ভবানীর বাক্যরাঙে দেবেজ বাসব  
জানিতে পারিয়া সর্ক, ছাড়ি হৃৎকার,  
তুলিয়া কান্দুক শূন্তে—দিব্য জ্যোতির্ময়  
দর্প-অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।

“তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল” বলিয়া মহেশ  
হুত প্রসাবিয়া তারে কৈলা নিবারণ।  
শিব-করে আকর্ষিত হইবে আশুগল,  
গর্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ঘব—  
যবে বাত্যা-উত্তেজিত মেদিনী গ্রাসিয়া,  
ধায় ক্রোশ্য যাদঃপতি, অবরোধে যদি  
সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,  
বেগি চতুর্দিক দৃঢ় পাষণ্ড ভিত্তিতে।  
গর্জি হেন ক্ষণকাল শাস্ত্রভাবে কিছু,  
কহিলা—“ধূর্জটি, তুমি নহ কি অজ্ঞাপি ?

“ছিল ইন্দ্রের শেষ তাহাও দহজে  
সমর্পিয়া এত দিনে মৃত্যুজয়ী দেব ?  
পুল্ল মুচ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,  
এদা হেতু যাই তারে কবহ নিষেধ ?  
বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাহনা  
। থাকিতে বাকি কিছু বুজাসুর-কাছে,  
কন তবে স্তম্ভিমাঝে রেখেছ অমর ?  
কন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি বিরচিত  
হি চূর্ণ কর তবে ?— কেন হে বিধাতঃ,  
বিলে দেবেব সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে ?  
থবেব শিবস্ত শুধু এই কি কারণে ?  
মারে অস্ত্রীতি সদা সস্ত্রীতি অম্ববে ?  
কি কি সে সর্কজন-পুঞ্জিত শঙ্কর ?  
কনের অশ্রু যার মিত্র-আচরিত ?

হি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে  
এব কি উপায়ে, ছাড়িহ আমার,  
দগ পশুগতি, এবে কোদণ্ড-সহায়ে  
কি ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।”

ইন্দ্রের ভৎসনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক  
শিলা আনিতে শূল বীরভঞ্জে চাহি,  
শিলা বাসবে, “শান্ত হও, সুরপতি,  
চৌব সুরগে চিত হয়েছ ব্যাহুল।  
তি দর্প দহুজের অমরা হরিয়া,  
দমবাবতীর শোভা—শচী পুণ্ড্রমজা—

পরশে শরীর তার ?—হায় বুজাসুর,  
শিবের প্রদত্ত বর ঘণিত করিলি ?”

বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,  
ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব যত শূন্তে মিশাইল,  
পরশিল জটাজুট অনন্ত আকাশে,  
গবজিল শিরে গন্ধা বিভীষণ নাদে।  
গর্জিলা তেমতি যথা হিমাদ্রি বিদারি-  
ভাগীরথী ধায় মর্ত্যে গোমুখী-গঙ্গাবে,  
জলিল ললাট-বাহু প্রদীপ্ত-শিখায়,  
বহিময় হৈল সেই শূন্তব্যাপী দেশ,  
ধরিলা সংহার-মূর্তি, বজ্র ব্যোমক্ষেপ,  
গর্জিয়া সংহার-শূল করিয়া ধাবণ,  
তুলিলা বিধাণ ভুগে দৌণ্ড খেত-তল্ল,  
অনল-সমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।  
ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সমুখ ছাড়িয়া  
দৈশানী-পশ্চাতে আসি কৈলা অদিষ্টান,  
বীরভজ সম্মানিত দাঁড়াইলা দুবে,  
পার্কীতী দৈশানে উচ্চ কবিতা সম্ভাষ—  
“সংবর-সংবর দেব সংহার-ত্রিশূল,  
না কর বিধাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,  
অকালে হইবে সর্কসৃষ্টি বিনাশন,  
সংবরণ কর শীঘ্র সংহার-মুখিত।  
কি দোষ কবিতা কহ বিশ্ববাসিগণ ?  
কি দোষ কবিতা অস্ত্র প্রাণী যে সকল ?  
কোন্ দোষে দোয়া, দেব, দেবতা মানব,  
একা বুজে বিনাশিতে বিশ্ব ধ্বংস কর ?  
কহ ইন্দ্রে বুজনাশ-বিধি, ত্রিপুরাবি,  
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টিনাশ হবে,  
ভবিষ্যৎ-লিপি দেব, না কর খণ্ডন,  
সংবর সংহার-সৃষ্টি দৈশ উমাপতি।”

পার্কীতী-বাক্যেতে বজ্র তাজি উগ্র বেশ,  
ধবিলা আবার পূর্ণ প্রশাস্ত মুরতি—  
রজত গিরি-সম্মিত, দবল অচল  
জুঘিয়া পরশে যথা হিমাতীর কণা।  
সহাস্ত-বধনে ইন্দ্রে সম্ভাবি কহিলা—  
“আশুগল, বুজবধ অহুচিত মম,  
পার্কীতী কহিলা সত্য এ শূল-নিক্ষেপে,  
সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হবে অকস্মাৎ।  
পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,  
যাও শীঘ্র দধীচি মূর্খির সম্মিধানে,

কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,  
আনিলা যেকপে শচী করিলা প্রকাশ ।  
শুনিয়া ঐঙ্গিলা মহা আনন্দে মগন,  
মুখপ্রাণ লয়ে শীর্ণ করিলা চুমন, —  
কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,  
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন ;  
কিরূপ বসন-ভূষা, চলন কিরূপ,  
কত বয়ঃ, কাব মত কিবা তার রূপ,  
হাব-ভাব, হাসি-ভঙ্গী, নাসা, ওষ্ঠাধর,  
বক, বাহু, কটি, উক, অঙ্গুলী, নখর,  
দেখিতে কিরূপ—জিজ্ঞাসয়ে শতবার,  
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ তুচ্ছ কি প্রকাব,  
তিল তিল কবি শচীরূপে বর্ণন,  
শতবার শতকালে কবিগা শ্রবণ ।

রুদ্রপীড় কহে “শচী অতি রূপবতী,  
বর্ষিতে সে রূপ নাহি আইসে ভাবতী ;  
রূপ হ’তে গাণ্ডীয়া গভীর অতিশয়,  
ক্ষণিক আমার (ই) চিত্তে সম্মম উদয় ;  
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,  
দেখিয়া সে মুগ্ধ চিত্ত উঠিল শিহরি,  
দেবী বটে, বটে শচী শরূব বনিতা,  
তথাপি সে মুগ্ধ চিত্তে আছে প্রভাষিতা ।”

শুনিয়া উথলে ঐঙ্গিলার চিত্তবেগ,  
বদন ঢাকিল যেন ধোরতব মেঘ ।  
বহুদিন হ’তে শচীরূপে বসিমা,  
বহুদিন হ’তে তাব গর্ষেব মহিমা,  
শুনিতে ঐঙ্গিলা পূর্বে কখন কদাচ,  
আঁচেন শুনা, আঁচেন জানা কটুতার আঁচ,  
পরাণে আছিল অগ্রে-শুনিতে জ্বলিত ;  
শচীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত,  
এবে নিত্য নিত্য তাব শুনি রূপগুণ,  
হৃদয়ে জ্বলিল তার জলন্ত আগুন ।  
হিংসার ভাজন যদি থাকে বহুদূরে,  
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পুরে,  
নিকটে আসিলে বিষ উথলে তখন,  
অসহ হৃদয়ে জলে চিত্তার দহন ।  
আছিল বিশ্বাস অগ্রে গরবে কেবল,  
শচীর সুখাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল ;  
সৌভভ যে এত তার মাধুর্য্য নির্মল,  
না আনিত, এবে শুনি হইল পাগল ।

তাঁহে পুত্র-মুখে তার রূপেব বাঞ্ছানি—  
জলন্ত গরলে যেন পুরিল পরানী ।  
লুকাইতে ঐধাবিবেগ না পারিয়া আর,  
তনয়েরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হাব—  
“যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,  
বতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন ।  
সতাই কি শচী তবে এতই রূপসী ?  
আমার অঙ্গের বর্ণ তাব অঙ্গ মসী ?  
আমার এ কেশ, তার কুন্তল-ভূলায়,  
চাকতার মুহূর্ত্তায় শুনি লজ্জা পায় ?  
এ শবীরে নাহি তার দেহেব গবিমা ?  
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রাবাব ভঙ্গিমা ?  
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী ?  
সিংহী চলন তাব আমি সে শয়ালী ?  
শুন হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,  
আর সে তিলাদিকাল বিলম্ব না সচি,  
এখনি আনহ শচী কিঙ্করী বেষে,  
দাডাক আসিয়া পার্শ্বে রূপব্যাখ্যা শেষে,  
রূপ আছে আছে তার রূপ কেবা চায়,  
দেখি আগে কেমনে সে চামর ঢুলায়,  
দেখি আগে হাত দিয়ে তাহুল-আবার,  
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গের সংস্কার,  
কেমনে পরায় বাস, সাজায় ভরণ,  
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন ;  
জানে যদি ভালমত হাব-ভাব হাস,  
রাখিব নিকটে তায় শিখাবে বিলাস,  
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আঁচবে  
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ ধারে,  
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,  
পারবে সুখ রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে,  
আন তারে দৈত্যপতি, বিলম্ব না কব,  
চল আজি মহোৎসবে স্নমেক-শিখর,  
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিগী,  
হইয়া বসন-ভূষা-তাহুলবাহিনী ;  
দেখুক দানব সবে গোরব কাহার—  
পুলোম-হুহিতা কিবা বৃত্ত মহিলায় ।”

শুনিয়া জননী-বাক্য বিনীত-বচনে,  
রুদ্রপীড় কহে—“মাতঃ, খেদ কি কাবণে  
দাসী হ’তে আসিয়াছে, হইবে সে দাসী  
মহত্ব হারাও কেন লঘু প্রকাশি ?”

পুত্রের বচনে চাহি ব্যাঞ্জীর সদৃশ,  
কটাক্ষ করিয়া কুট, নেত্র অনিমিষ ;  
ঐন্দ্রিলা কহিলা—“পুত্র, তুমি শিশু অতি,  
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?  
এমন কি পারে কভু শিশুর পরশে ?  
গন্ধদেব নীড়ে সাধ কবে কি বায়সে ?  
নাবীমাঝে আমি হ’তে অস্ত্র যদি কেহ  
অধিক গোবব ধরে, দেহে যেন দেহ—  
হৃদে জলে হলাহল—সে যদি না মম  
কাছে থাকি সেবা কবে কিঙ্করীব সম ;  
শুন কহি ঐন্দ্রিলাব স্মৃঢ় বচন—  
অগস্ত্যে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ ।”

কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;  
শচীবে ভাবিয়া হৈল আকুল পবানী ।  
কহিলা মহেশে, মহেশেব ক্রোধানল  
জলিল প্রদীপ্ত কবি গগনমণ্ডল,  
বাঞ্জিল প্রলয়-শব্দ শ্রুতি বিধারণ,  
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;

সংহার-ত্রিশলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে  
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্তপুবে ।  
চমকিত বোমমার্গে ভাঙ্গবের বথ ,  
অতল ছাড়িয়া কৃষ্ণ উঠে অদিবৎ ,  
বাসুকি গুটায় ফণা মেদিনী কল্পিত ,  
উত্তাল কল্লোলময় সিন্ধু বিধ্বনিত ,  
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জন ,  
সম্ভোজাত শিশু মাতৃগুন ছাড়ি বয় ;  
বিদীর্ণ বিমানমার্গ গিরিশঙ্ক পড়ে ,  
চেতনে জড়ব গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে ;  
টলমল টলমল ত্রিংশ-আগয়,  
মুর্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয় ,  
দৌর্য্য সখ্যনে শস্ত্র সুরমোহ-শিখর ,  
যোব বেগে বৈজয়ন্ত কাপে থর থর ।  
ঐন্দ্রিলাব হস্ত হ’তে খসিলা কদল,  
কদ্রপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হবষণ ,  
নিঃশব্দ রূপের নেত্রে পলক পড়িল,  
“কস্তুর ক্রোধায়-চিহ্ন” জন্মিয়া উঠিল ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।





কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,  
আনিলা বেকপে শটী করিলা প্রকাশ ।  
শুনিয়া ঐজিলা মহা আনন্দে মগন,  
মুখপ্রাণ লয়ে শীর্ণ করিলা চুষন, —  
কেমন দেখিতে শটী, কিরূপ বরণ,  
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন ;  
কিরূপ বসন-ভূষা, চলন কিরূপ,  
কত বধঃ, কার মত কিবা তাব রূপ,  
হাব-ভাব, হাসি-ভঙ্গী, নাসা, ওষ্ঠাধর,  
বক্ষ, বাহু, কটি, উক, অঙ্গুলী, নখর,  
দেখিতে কিরূপ—জিজ্ঞাসয়ে শতবার,  
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ ঢুক কি প্রকাব ;  
তিল তিল কবি শটীরূপে বর্ণন,  
শতবার শতজ্বলে কবিগা অরণ ।

রুদ্রপীড় কহে “শটী অতি রূপবতী,  
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভাবতী ;  
রূপ হ’তে গাষ্টীয়া গভীর অতিশয়,  
ক্ষণিক আমার (ই) চিত্তে সন্ধান উদয় ;  
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,  
দেখিয়া সে মুগ্ধি চিত্ত উটিল শিহরি ;  
দেবী বটে, বটে শটী শরূব বনিতা,  
তথাপি সে মুগ্ধি চিত্তে আছে প্রভাষিতা ।”

শুনিয়া উথলে ঐজিলার চিত্তবেগ ;  
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ ।  
বহুদিন হ’তে শটীরূপে গরিমা,  
বহুদিন হ’তে তাব গর্বেব মহিমা,  
শুনিতে ঐজিলা পূর্বে কখন কদাচ,  
আঁচে শুন, আঁচে জানা কটুতার আঁচ,  
পবাণে আছিল অগ্রে শুনিতে ভুলিত ;  
শটীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত ;  
এবে নিতা নিতা তার শুনি রূপগুণ,  
হৃদয়ে জলিল তার জলন্ত আগুন ।  
হিংসার ভাজন যদি থাকে বহুদূরে,  
হিংসকেব চিত্ত তবু কালকূটে পূরে ;  
নিকটে আসিলে বিষ উথলে তখন,  
অসহ হৃদয়ে জলে চিতার দহন ।  
আছিল বিশ্বাস অগ্রে গরবে কেবল,  
শটীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল ;  
সৌরভ যে এত তার মাধুর্য্য নির্মল,  
না আনিত, এবে শুনি হইল পাগল ।

তাহে পুত্র-মুখে তাব রূপেব বাখানি—  
জলন্ত গরলে যেন পুরিল পরাগী ।  
লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর,  
তনয়েকে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—  
“যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,  
রতি কহে নাহি শটীরূপের তুলন ।  
সত্যই কি শটী তবে এতই রূপদী ?  
আমাব অঙ্গের বর্ণ তাব অঙ্গে মনী ?  
আমার এ কেশ, তার কুন্তল-তুলায়,  
চাকতায় মুহুতায় শুনি লজ্জা পায় ?  
এ শবীরে নাহি তার দেহেব গরিমা ?  
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রাবাব ভঙ্গিমা ?  
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী ?  
সিংহী চলন তাব আমি সে শৃগালী ?  
শুন হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,  
আব সে তিলাক্কাল বিলম্ব না সহি,  
এখনি আনহ শটী কিঙ্গবীব বেগে,  
দাঁডাক আসিয়া পার্শ্বে রূপবাখ্যা শেনে,  
রূপ আছে আছে তার রূপ কেবা চাখ,  
দেখি আগে কেমনে সে চামব চলায়,  
দেখি আগে হাত দিয়ে তাখুল-আধার,  
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গের সংজাব,  
কেমনে পরায় বাস, সাজায় ভূষণ,  
জানে কি না ভালরূপে কবরীরচন ;  
জানে যদি ভালমত হাব-ভাব হাস,  
রাখিব নিকটে তার শিখাবে বিলাস,  
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আঁচাবে  
থাকিবে পিঞ্জরাগাবে চতুষ্পথ ধারে,  
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,  
পাবে সুখ রূপবাখ্যা পথিকের রবে,  
আন তারে দৈত্যপতি, বিলম্ব না কব,  
চল আজি মহোৎসবে সুরেক-শিখর ।  
পক্ষাতে চলুক মম শটী গরবিগী,  
হইয়া বসন-ভূষা-তাম্বুলবাহিনী ;  
দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—  
পুলোম-হহিতা কিবা বুজ মহিলার ।”

শুনিয়া জননী-বাক্য বিনীত-বচনে,  
রুদ্রপীড় কহে—“মাতঃ, খেদ কি কার  
নাসী হ’তে আসিয়াছে, হইবে সে দা  
মহত্ব হারাও কেন লঘু প্রকাশি ?”

পুঞ্জের বচনে চাহি ব্যাভীর সদৃশ,  
কটাক করিয়া কুট, নেত্র অনিমিষ;  
ঐন্দ্রিলা কহিলা—“পুত্র, তুমি শিশু অতি,  
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?  
এমন কি পারে কভু শিখর পরশে ?  
গণ্ডেব নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?  
নাবীমাঝে আমি হ’তে অস্ত্র যদি কেহ  
অধিক গোবব ধরে, দেহে যেন দেহ—  
স্রুদে জলে হলাইল—সে যদি না মম  
কাছে থাকি সেবা কবে কিঙ্করী ব সম;  
শুন কহি ঐন্দ্রিলাব স্রুদচ বচন—  
অলঙ্কে বস্ত্রিবে শচী আঞ্জি এ চরণ।”

কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী;  
শচীরে ভাবিয়া হৈল আকুল পবানী।  
কহিলা মহেশ, মহেশেব ক্রোধানল  
জলিল প্রদীপ্ত কবি গগনমণ্ডল,  
বাঞ্জিল প্রলয়-শূন্য স্থিতি-বিদারণ,  
বহিল ঘন ছঙ্কাবে ভীষণ পবন;

সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে  
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্তপূবে।  
চমকিত বোমামার্গে ভাগবেব বথ,  
অতল ছাড়িয়া কুণ্ড উঠে অদিবৎ,  
বাসুকি গুটায় ফণা মেদিনী কস্পিত,  
উত্তাল কল্লোলময় সিদ্ধ বিধূনিত,  
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জয়,  
সন্তোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি বয়;  
বিদীর্ণ বিমানমার্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে,  
চেতনে জড়ব গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে,  
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয়,  
মূর্জিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয়,  
দোহুলা সঘনেশজ স্মেমক-শিখর,  
ঘোব বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।  
ঐন্দ্রিলায় হস্ত হ’তে থসিল কঙ্কণ,  
কদম্পীড়-অঙ্গে হৈল লোন-হবষণ,  
নিঃশব্দ বৃত্তেব নেত্রে পলক পড়িল,  
“কদ্রেব ক্রোধায়-চিহ্ন” জগিয়া উঠিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।



# রত্ন-সংহার

## দ্বিতীয় খণ্ড

### দ্বাদশ সর্গ

কহ, মাতঃ খেতভূজ, অরুণনন্দিনি,  
কি হইল অতঃপর বৈজয়ন্তধামে ?  
শিবের কোথাগি-শিখা ব্যাপি ব্যোমদেশ,  
ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোক্যমণ্ডল ।  
কি করিলা বৃত্তাস্তর, কি ভাবিলা চিতে,  
শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর প্রলয়-বিবাণ ?  
দাঙ্কিকা গন্ধর্ব্ব-বালা দৈত্যোজ্জ-মহিষী  
সে দৈব উৎপাতে কহ, চিতে কি ভাবিলা ?  
ইন্দ্রপুরী প্রবেশিয়া পুণোমনন্দিনী  
যাপিলা কিরূপে কাল রিপুদলমাঝে ?  
কি করিলা দেবগণ দানবে দণ্ডিতে ?  
কিরূপে যুঝিলা স্বর্গ, শতী উদ্ধারিতে ?  
কেমনে দেবেজ্ঞ ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে,  
লভিল দধীচি-অস্থি ? বিখকথা তায়  
কিরূপে গঠিলা বজ্র ভীম প্রহরণ ?  
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র বৃত্র মহাসুর ?  
কহ, মাতঃ, অমরার কোন্ স্থানে এবে  
শিবশক্তিদ্বর বৃত্র ?—কি চিন্তা-পীড়িত ?  
শুভ কেন বৈজয়ন্ত-সভাগৃহ আজি ?  
হে দেবি, করিয়া দয়া কহ সে ভারতী ।  
উত্তর সুমেরু-শৃঙ্গ-উঠেছে যেখানে  
অনন্ত গগনমার্গে—স্বর্গ-শোভা করি,  
মস্তকে বিশাল শূভ ধরি যেন সূখে,  
হর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নিরখি,  
শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে  
পাঁড়িয়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া,  
একদৃষ্টি শূভদেশে কটাক্ষ হানিছে—  
যেখানে শিবের কোধ-বহি দেখা দিল ।

অপূর্ব্ব দেবিতে চিত্র । সুমেরু-অচলে  
বৃত্রের বিশাল বপুঃ, গিরি যেন কোন (ও)  
অস্ত্র কোন গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,  
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত ।  
ভীষ্মদৃষ্টি ভয়ানক কুচিত্র জ্ঞাতাগ,  
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জলে,  
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গভীর  
বিদ্যাতের ছটা ধরি ! ভাবে বৃত্তাস্তর—  
“শিবের কোথাগি কি এ ? শিবের বিবাণ  
গজ্জিল কি ঐখানে দৈত্যলোকা কাপারে ?  
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্তে—জ্ঞানাতে তাহাণে  
তাহার দিবস-অস্ত ? কৃতান্ত-শরীর  
আসিছে তমসা জালে ঢাকিতে দানবে ?  
দর্পে যার প্রকম্পিত পল্লবের প্রাধ,  
ভুলোক, ছালোক, শূভ ! ভুলবলে যার  
স্বর্গে মর্ন্ত্যে দৈত্যনাম নিতাপূজনীয় !  
মুণ্ড কাটি করি তপ কত কলকাল,  
গলাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিছ !  
সিদ্ধ হৈছ শিব-বরে ধ্যাতি ত্রিভুবনে—  
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্দোষ  
পও শিব-আরাধনা ! সামর্থ্য নিফল !  
অবিশ্রান্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন,  
দুর্দ্বার সংহার-শূল শঙ্কর-অর্পিত,  
সব ব্যর্থ ?—দৈব-বহি ঘোষিল কি ইহা ?  
অথবা উন্নত আশি অলীক আতঙ্কে  
ভ্রাস্ত হয়ে ভাবি মনে—তবে কি কারণ  
সহসা জিনেজে মম পলক পড়িল ?  
শিব-কোধানল ভিন্ন বৃত্র ভীত কিসে ?  
হবে বা দয়াদ্রিষ্ট দেব আশুতোষ  
জুহু হৈলা ইন্দ্রজারা শতীর হরণে ?

জানাইলা যৌব তার—ভক্তপ্রিয় দেব  
জানাইলা কোধানল গগনমণ্ডলে ?

এত ভাবি দৈত্যপতি নিখাসি গভীর  
কটাক হানিলা তীর শূন্যেতে আবার,  
নমিলা উৎকণ্ঠে রক্তে শিবদত্ত শূলে,  
সম্মুখে পুঞ্জিয়া যত্নে কিরিলা আগুনে।  
ইন্দ্রপুরী-দ্বারে দৈত্য, ঐন্দ্রিলা সন্মরী,  
এত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়া,  
সাদর সম্ভাষ মুখে নেত্রে প্রেমশিখা,  
যতনে ধরিলা হস্ত অপাঙ্গ হেলায়।  
দৈত্যনাথ চিন্তা-মগ্ন না কৈল উত্তর।  
চতুর্থা ঐন্দ্রিলা ভাব বুঝিলা ভদ্রীতে,  
ধরিলা গম্ভীর মুষ্টি, ধরি পাদক্ষেপে,  
হস্তে ধরি ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা।  
এসাইলা রত্নাসনে—হায়, যে আসনে  
ইন্দ্র ইন্দ্রজারা পূর্বে লভিত বিশ্রাম,  
এদিবে যখন দেব মতিত উৎসবে,  
দৈত্য রণে জরী হয়ে বয়ে আজি তার  
এসাইলা বৃদ্ধাসুরে, গন্ধর্ব নন্দিনী  
এসিলা নিকটে, বার্তা সুধাইল কত,  
করিল কতই যত্ন দানবে তুমিতে।  
সম্ভবপালক যথা মত্ত করিরাছে  
তোষে নানা শোক-বাক্যে, যবে কবিরাজ  
পাদক্ষেপে পরাধুখ উল্কে শুণ্ড তুলি।  
তখন দম্ভজেশ্বর বৃত্ত বলবান্  
গহিরা ঐন্দ্রিলা-মুখ কটাক হানিলা;  
কহিলা গম্ভীর-স্বরে, নগেন্দ্র-গহ্বরে  
গঞ্জিল পবন যেন ভীষণ নিঃশব্দে—  
‘ঐন্দ্রিলে,—ঐন্দ্রিলে, জান না কি হেমকুন্ত  
ভাসিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ-আঘাতে ?  
বিশাল সাম্রাজ্য এই,—ত্রক্ষাণ্ড জুড়িয়া,  
বৃত্তের দোদণ্ড দাপ, হেথা কই মুখ,  
এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমরবাসিত  
ঐধর্ম্য অপরিমীম খ্যাতি চরাচরে;  
প্রভুর সম্বল—চন্দ্রশেখরের দর্য;  
চিবদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তনবিভাস,  
সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হ’তে বামা—  
মানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হ’তে।  
কোথা দ্বিত বিখনাথ, পটী-অপমানে,  
জানাইলা রক্ত-রোষ বিধানে নিনাদি,

জাগাতে নিদ্রিত বৃত্তে-দণ্ডিতে, ঐন্দ্রিলে,  
গন্ধর্ব-কন্তাব দর্প দহুজে আঘাতি।  
চেয়ে দেখে অন্তরীক্ষে সে বহির রেখা  
এখন (ও) ভাতিছে মুহু সূর্য-উপরে  
দীপ্ত অন্ধকার যথা” বলিয়া নীরব  
দহুজ-দৈবর, শিবভক্ত মহাসুখ।

ঐন্দ্রিলা তখন—“দেব! দৈত্যকুলনাথ,  
ঐন্দ্রিলা-বল্লভ, দম্ভী, শত্রুশূলধারী,  
হেন অসম্ভব দ্বিধা অন্তরে তোমার ?  
অনুনিধি আন্দোলিত শুণ্ডকঙ্কণাবে ?  
নগেন্দ্রে ভূধর-কম্প পতঙ্গ-নিখাসে ?  
থগেন্দ্রে ভূধর ভয় ? কি প্রমাদ হার।  
কি দেখিলা—কোথা কদ্রকোণ হতানশ ?  
কোথা বা বিষণ-শব্দ, উদ্ভাদ কল্লনা।  
কে কহিল তোমাবে, হে দহুজেশ্বর,  
হাস্তকর উপস্থাস—রোগীর প্রলাপ।  
জান না কি শুর—স্ববে নিসর্গের খেলা,  
অনন্ত মাঝারে হয় নিত্য কতকণ ?  
কিবা জালা চক্ষু ধাঁধি জলে শূন্যদেশে,  
যখন প্রকাণ্ড কোন গ্রহেব মণ্ডল  
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে একাণ্ড ঝলসি ?  
অতি ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি  
লমণ করয়ে শূন্যে, নক্ষত্রে যখন  
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অধরে,  
দৈব-আকর্ষণ-বদ্যে ? হে দহুজনাথ,  
দেখেছ শুনেছ পূর্বে কত দৈব হেন।  
অথবা মায়াবী দেব দহুজে ছলিতে,  
সকলে একত্র এবে যুদ্ধ-আড়ম্বরে,  
ইন্দ্রজাল ইন্দ্রপুরে দেখায়ে অড়ুত,  
দুর্লভ করিতে ছলে দৈত্যভূজবল।  
শিবভক্ত শিবপ্রিয় তুমি দৈত্যরাজ,  
তোমাকে বিমুগ্ধ শত্রু ? চিত্তে দেহ স্থান  
হেন কালনিক চিন্তা। কলঙ্ক-তোমার,  
কলঙ্ক, হে শিবভক্ত, ধুজুটির নামে।  
আমি যদি, দৈত্যপতি, তোমার আসনে  
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ।  
ভয় চিন্তা বিধা দর্য আমার হৃদয়ে,  
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে।  
প্রতিজ্ঞা করিলে—দানবের পণ, প্রভু,  
মনে যেন থাকে দেব-সেনাপতিবুদ্ধে

জিনিয়া সমরে বান্ধি আনি অধরায়,  
ইন্দ্রের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে।  
সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ হাঙ্গে দেবগণ,  
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে ;  
বুধা নিন্দ্র এজিলারে, দহুজ-দৈবর,  
অলৌক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি।”  
“বামা তুমি” বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন।

হেরিলা এজিলা মুখ গর্ষিত গভীর,  
দন্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চাকু-বিষাধর  
বিফারিত ঘন ঘন, প্রানীপ্ত নয়ন।  
সে চিত্ত নিরবি ব্রহ্ম আবার নীরব।  
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দন্তের ছটায়  
চিস্ত-প্রতিবিম্ব যেন প্রভাদিত এবে  
সর্ষ-অঙ্গে, অবয়বে, ললাটে, গীবায়ে।  
যেন বা কি দৈববাণী অন্তের অশ্রুত,  
গোপনে শুনেছে বামা তাই সে প্রত্যয়  
দ্রুতর এত মনে,—তাই উপহাস  
কবিছে দহুজবাক্যে দহুজ-মহিষী।  
দেখিলা দৈত্যের মনে মদ উপজিল ;  
এজিলার গর্ষে যেন চিত্তে ক্ষণকাল  
জয়িত প্রত্যয় হেন—তাহারি সে জয়।

এজিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হানিয়া—  
“বামা আমি”—বলি দন্তে সন্ধ্যাষি গভীর,  
দাঁড়াইল মহাদেবে শিব উচ্চ করি,  
“দুহুদ্রী নাতকে লক্ষি দাশিবার আগে  
সঘনে গর্জিয়া যথা প্রসারয়ে ফণী।  
কিংবা যেন রাজহংসী পদবন লুটি,  
মৃণাল আহারে তুই স্বচ্ছ সরোবরে,  
চক্ষুতে পদ্ম-শোভা পক্ষ সাপটিয়া  
মধাহুদে দ্বির হয়ে গীবা উচ্চ করে।

“বামা আমি, দহুজেন্দ্র! রমণী কি হের ?  
তুচ্ছ কীট পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা ?  
পুকষের বন্ধু বামা—মদ্রী পুকষের,  
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।  
শুন, ওহে দৈত্যনাথ, বামা সত্য আমি,  
এজিলা ত্রিলোকপাত্য গন্ধর্ব-দুহিতা,  
সামান্ত্র্য অবলা নহে দানবী এজিলা,  
এজিলা তোমার ভাৰ্যা, শুন হে দানব।  
সত্যই যতপি শচী-হরণে জ্যাক  
জুজ হয়ে কোধানল জালিলা গগনে,

সত্যই যতপি হয় সে উচ্চ নিনাদ  
প্রলয়-বিষণ-শব্দ— শুক কেন তাঁয় ?  
খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন বাহা।  
কুরু যদি উমাপতি সে ক্রোধ নির্মাণ  
হবে না, জানিহ পুনঃ—ভাবনা কি তবে ?  
ভাবনা কার্যের আগে, সাধন এখন।  
অলিত হিমালীপ্ত প কপিত ভুধরে  
ঘর্ষর নিনাদি চূর্ণ করি শূকমালা,  
পায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি,  
কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন ?  
তেমতি জানিও ইহা, নতুবা দৈত্যেশ,  
দানবেজ নামে ধৌব কলঙ্ক লেপিতে  
বাসনা যতপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম  
মুচাইতে চাও যদি শচী ফিরে দাও !  
ফিরে দাও শচী তাব পতিব নিকটে,  
নিজে ভেটবাহী হয়ে, নিঃশব্দ দানব !  
নহে কহ, আমি তাব দাসী হয়ে যাই,  
করঘোড়ে ইজগিরে সঁপি ইজকরে।”

দেখিলা দানববাজ গরিমাব ছটা  
এজিলার মুখপথে—যথা সে পঞ্চজৈ  
স্বর্ঘ্যের কিরণমালা, অকণ যখন  
অরুণ সন্মানে চাপি নীলাষব পথে  
আনন্দে ঢালয় রথ ; মুহুলাঘরে—  
জাগায় মানবে স্তম্বে বিহঙ্গমী ব্রজ।  
নিরখি পূর্ণেন্দ্রমুখ, দৈত্যরাজ মুখে  
ভাতিল অতুল জ্যোতিঃ—শশাঙ্ক-কিরণ  
চূর্ণ মেঘতরে যথা ঢাকিল আবার  
( চাকে যথা মেঘচূর্ণ পূর্ণশব্দরে )  
দহুজের মুখকান্তি চিন্তার ছায়াতে।  
কহিলা মহাদানব চিষ্ট ক্ষণকাল,—  
“বামা তুমি, ইন্দ্রমুখি, গন্ধর্বনন্দিনি,  
এ নহে নিসর্গধোলা—তা হ’লে কি কত  
আতঙ্কে আশার নেজে পলক পড়িত ?  
নিসর্গ-ক্রোধার রক্ত দেখেছি সে কত।  
কহিলা এ মহেশের কোদই যদি হয়,  
কি চিন্তা এখন তাহে ? জান না এজিলে,  
মৃত্যুর আশুতোষ—ক্রোধ নাহি রয়।  
শচীরে ছাড়িবা আমি তুণিতে মহেশে।”

এত কহি রত্নেরে কহিলা দৈত্যগতি,  
“নীজ যাও মদনমোহিনি, শচী-পাশে,

কহ তারে আসিতে হেথার, কারাক্ষেপ  
 গুচাব তাহার অচিরাৎ।" দ্রুতগতি  
 দৈত্যগতি হইলা বাহির, মহাবেগে  
 উঠিলা প্রাচীরে, চাহি দেখিলা চৌদিকে—  
 দৈত্যদৃষ্টি যত দূর—দূরপ্রান্তে তার,  
 অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি  
 জলিছে দেবের তম্বু গভীর নিশীথে।  
 স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল,  
 কোথা অবিরল শ্রেণী—হু একটা কোথা  
 দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা। দেখিতে তেমতি  
 চৈ কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবী-সলিলে  
 ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া  
 কাঙ্ক্ষিকের অমানিশা-অন্ধকার হরি,  
 মত্ত হবে কাশীবাসী দেওয়ালী উৎসবে,  
 অথবা দেখিতে আঁহা নক্ষত্র যেমন—  
 নক্ষত্র নিশীথ-পুষ্প—নীলাশ্বর-মাঝে  
 শোভে যবে অন্ধকাবে গগন আবরি।  
 দীপ সে আলোকে নানা বর্ণ, গ্রহরণ,  
 খজ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশু,  
 কোদণ্ড বিশাল-মুষ্টি, গদা ভয়ঙ্কর,  
 জ্যোতির্ময় দীপ তম্বু তুবী বকলক,  
 ভোমর, মার্গণ, টাঁকী, ভীম ধরশাপ,  
 কোনখানে শু পাকাব জলিছে তিমিরে  
 বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে  
 বথৈ বর্ষর শব্দ, নেমি দীপ্তিময়,  
 কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ কোথাও মণ্ডলে।  
 তুবঙ্গের হ্রেষার ব কীরী বৃহিত,  
 মহিষের ঘোরনাদ উঠিছে কোথাও,  
 গাঢ়তর রক্তনীর নিঃশব্দতা হরি,—  
 কোথাও মাধুর্য্যপূর্ণ অমরের বাণী।  
 কোন বা শিবিরপর শিখিপুচ্ছ শোভে,  
 কোন শিবিরের চূড়ে মুগাক অঙ্কিত,  
 গেমকুন্ড কার ধ্বজে কার ধ্বজে তারা,  
 কোন বা শিবির-ধ্বজে জলন্ত পাবক।  
 কত স্থানে শু পাকার মেঘের বরণ  
 বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু,  
 এদিবাস্ত দৈত্যবধুঃ দেখিতে ভীষণ,  
 দাঁড় করিয়াছে দেব-রণস্থল।  
 দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল,  
 বর্ণের দিবার জ্যোতি উদিল পূর্বেতে,

দন্ত কড়মড়ি বৈতা নিখাসে হুতারি,  
 ফিরিল আকুল-চিত্ত মস্ত-মভাতলে!  
 উজ্জলিত হৃদিতল অশ্রুত চিন্তায়  
 কোণে তাপে প্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি,  
 তুলিতে চিন্তের ব্যথা সমব-প্রাঞ্জে  
 প্রতিজ্ঞা করিলা দৈত্য; স্মৃতিজে ডাকিয়া  
 আজ্ঞা দিলা সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে।  
 অমরা-উত্তর-দ্বারে বধা মহারথ  
 অমর-সেনানীগণ কাঙ্ক্ষিকের আদি—  
 সাজিতে লাগিল সৈন্য ভীম-কোলাহলে!

## ত্রয়োদশ সর্গ

নগেন্দ্র-অঞ্চলে—যেথা নগেন্দ্র-সমুদ্রা  
 তটিনী অলকনন্দা কলকলস্বরে  
 বহিছে, অটবী-সঙ্গ ধাবে প্রক্ষালিয়া,  
 দিনমণি অন্তগত, উরিলা সুরেশ,  
 ছাড়িয়া অধরপথ। বিশাল বিস্তৃত  
 রম্য সে অরণ্য-দেশ! সন্ধ্যাব তিমির,  
 গাঢ়তর মেহে যেন দিয়া আলিঙ্গন,  
 আদরে ধরেছে সুখে অটবী সখীরে।  
 অরণ্য-ভিতরে কত মহীকুহরাজি—  
 পলাশ, শিরীষ, বট অশ্বথ, শালালী,  
 জট জট, স্বক্কে স্বক্কে, জড়য়ে জড়য়ে  
 নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যাতেজ!  
 বিরাজিছে অরণ্যানী দেখিতে তেমতি,  
 হাসি, কান্না, ক্রোধ যেন একত্র মিশ্রিত।  
 কোথা শান্তি স্থির-ভাব, কোথা ভয়ঙ্কর?  
 কোথা বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মলিন।  
 দীরগদে শরীরী বোর অন্ধকারে  
 চলিলা বাসব বক অরণ্য-বস্ত্রোত্তে,  
 শুনিতে শুনিতে কত ফের-খিল্লীরব,  
 বিকট-তক্ককনাদ ভঙ্কু-ক-চীৎকার,  
 পেচকের ঘোব ধনি, কেশরি-গর্জন,  
 ভয়াভূর বিহঙ্গের পক্ষের নিধন,  
 শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মুহুর্তর,  
 পবনের বনু বনু হ্রবোর নিখাস!  
 নিবিড় তিমিরাজ্বর পল্লব-রাজিতে  
 দেখিলা খেতাত-হ্যাত শোভিছে কোথাও

সাজাইয়া তরুজি অপক্লপ রূপে,  
কোটি মণিধণ্ড যেন অটবী-মস্তকে ।  
কোথাও আববে শাখা জটা উন্নত  
নিশাচর যেন ঘোর বন অন্ধকারে  
প্রসারণ করে কর । দেখিতে দেখিতে  
চলিলা অমরনাথ কোতুকে মগন ।  
নিরখিলা এক স্থানে আসি কিছু বুবে,  
রমণী-মণ্ডলী-শোভা বন অন্ধকারে,  
রজনী-সীমন্তে যথা তারকার হার,  
শোভে শূন্ত শোভা করি মুদুল রশ্মিতে ।  
আলিঙ্গন পরস্পরে মধুর সন্তাষ  
জিনি কলকণ্ঠধনি—সুখের মিলনে  
প্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া !  
নিরীক্ষিত কিংবা যথা কিরি নিজালয়ে ।  
দেখিতে লাগিলা ইন্দ্র পৌলোমী-বল্লভ  
সে সুদৃশ্য মনোহর অদৃশ্য-ভাষেতে,  
মহাকুতুহল-মগ্ন, দেখিলা বিশ্বয়ে,  
কেহ বা শিখিনী-মৃগী ছাড়িয়া বিশ্বয়ে,  
ধরিছে সুন্দরতর সুর-বিমোহন  
অপূর্ণ অঙ্গনারূপ লাভণ্যমণ্ডিত ।  
কেহ সুখে কৃষ্ণ-কণ্ঠ রূপ পরিহরি  
নিদ্ভিছে শশাঙ্ক-জ্যোতি রূপের ছটায়,  
কুরঙ্গিণী-তনু ভাজি কোন মনোরমা  
কুরঙ্গলাঞ্জন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,  
তাপসের চিন্তহর ! কোন সীমন্তিনী  
ছাড়িয়া শাদিল-বেশ প্রকাশিছে  
অল্পম চাক কাস্তি রতিকাস্তি জিনি,  
কহিছে কোন ললনা,—সুচামর-কেশ  
লুটিছে চরণ-পার্শ্বে, ভ্রমিছে যেমন  
মধুকর-কুল রক্ত-কমল-উপরে ।  
কহিছে, “হা, কত কাল অদৃষ্টে রে আর  
সুরাঙ্গনা এ চুগতি ভুঞ্জিবে ধরায় !  
ধিক দেবগণে দৈত্য-রপে পরাজিত !  
ধিক ইন্দ্র—জিহুনামে কলঙ্ক তাঁহার ॥”

হেন কালে অগ্রসরি সুরেন্দ্র বাসব  
রমণী-মণ্ডলী-পার্শ্বে দিলা দরশন,  
পৃষ্ঠেতে কাশ্মুক দীপ্ত রত্ন-বিভাসময়  
জলিছে উজ্জল করি অরণ্য বিশাল ।  
হরষিত হংসীকুল নিরখিলে যথা  
মরালে মণ্ডল-মাঝে, হরষিত তথা

দেবানন্দনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিলা চৌদিকে,  
সুধাইলা স্বর্গের-উদ্ধার কৈলা কবে ?  
কহিলা, “হে শচীনাম, দারুণ যন্ত্রণা  
এত দিনে অবসান, আর না হইবে  
সহিতে প্রবাস-ক্লেশ জন্মের দাঁহ,  
পশুপক্ষি-রূপে ছদ্মবেশে ধরাবাসে  
ত্রিদিবে অসুরদল প্রবেশ অবধি  
পলাইহু মোরা সবে—দ্যাবাপি যেমন  
প্রবেশিলে বনে ধায় কুবজিগীদল—  
তদবধি অনন্ত ষাটনা, হে সুরেশ,  
কেহ বিহঙ্গিনী-রূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে,  
কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ক্রৌঞ্চীবেশ ধরি,  
মাতঙ্গী শাদিলী কেহ, কেহ বা মহিষী  
হা আদৃষ্ট—কেহ রূপে বরাহ জম্বুকী !  
সে দুর্দৈব অবসান এত দিনে দেব,  
অমরা-উদ্দেশে আ(ই)গা স্বর্গ উদ্ধাবিয়া  
হে সুরেন্দ্র শচীপতি, আইস এইখানে  
অভিযেক করি তোমা অমর-উৎসবে ।”

বলিয়া ধাইলা কেহ পুষ্প অঘেষণে,  
গাঁথি মালা সাজাইতে মহেন্দ্র-লীলক,  
ফুলাইতে পুষ্পহার সুরেশ-গলায়—  
অমর-সঙ্গীতে বন পুলকিত করি,  
সুহৃৎ-চিত্ত পুঙ্গব—যথা বলচৌন  
কেশরী পিঙ্গর-মাঝে—ছাড়িয়া নিখাস  
গভীর প্রবল বেগে ! হায় রে ভূতলে  
দেবেন্দ্র ভিক্ষুক আজি দৈত্য-দুঃখদাপে,  
আখাসে করিলা শাস্ত সুরকল্যাণে,  
সুমন্য গভীর স্বরে কহিলা প্রকাশি  
কি হেতু ধরায় গতি, কহিলা যে হেতু  
গতি তাঁর দধীচি-আশ্রমে শিবাদেশে ;  
যে বারতা দিলে তাঁরে কুমর-শিখরে  
ইন্দ্রবাক্যে হরষ বিধাদে ভাগ্যদেব ।

কহিলা অঙ্গনাঙ্গল “হে পৌলোমীনাম,  
কিছু আগে দধীচির পবিত্র আশ্রম ।  
দয়ার সাগর ঋষি ঋষিকুলচূড়া  
অভিভূত সুরলোকে । জেনেছি আমবা  
যে অবধি ভূমণ্ডলে বাস, হে সুরেশ,—  
জীব-উপকারে ঋষি জগতে অতুল ।  
ব্রত—পর-উপকারে স্বার্থ পরিহরি,  
কল্লনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল,

কিবা কীটে কি পতঙ্গে সদা দয়ালীল  
মুনীন্দ্র রূপার সিদ্ধ—জীব-চূড়ামণি  
আপনি দিবেন দেহ দেবের কল্যাণে,  
না চিন্তে, অমরপতি।" দেখাইলা পথ।  
চলিলা স্বদেশ ধীরগতি। ততক্ষণে  
দেখিলা গগনপ্রান্তে তরুণ কিরণ,  
চাকমুষ্টি প্রভাকর শুলে সাম্যভাব।  
খেলিছে কুরঙ্গরাজি, অজিন-রঞ্জিত  
শোভিছে কুটীর-দ্বার; শক্তি-সুখকর  
অভিধ্বনি চাবিদিকে উড়ে উচ্চারিত,  
কোথাও ভাস্কর-স্তোত্র ললিত-লহরী,  
গায়ত্রী বন্দনা কোথা সন্ধ্যাব আরাধনা,  
বিশদ স্রবতে বেদ সঙ্গীত কোথাও,  
কোনখানে মহিমন: মহাস্তব-পাঠ।  
শিষ্যবৃন্দ আনন্দে দেয়িরা তপোপনে,  
শুনিছে মহাবিদ্যা—অনন্তমানস,  
হায় রে যেমতি বাগীশ্বরী-বীণাধ্বনি  
শুনিতে উৎসুক-চিন্তে অমবসগুণী—  
সৃষ্টির উৎসবদিনে—পদ্মানা যবে  
দেব চির-মৌহকব শুনান ভারতী।  
কহিছেন মহা গুণি কল্পে কলহ,  
সর্ব-জীব-দুঃখ মূল আইল ধরায়!  
এক দিন—হায়! কেন উদিল সে দিন—  
জলধি-সমুদ্রা বিষ্ণু-জায়া স্বর্গ্যামে  
চাহিলা বিরক্তি-পাশে সৃষ্টিতে অতুল,  
অপরূপ বস্তু কোন সৃষ্টি দিতে তাঁরে।  
বিধাতা সজিলা ফল অতুল ভুবনে—  
কান্তি, চন্দ্র-শোভা জিনি—দ্বান্তি নিরখিলে,  
সৌভাগ্য জিনিয়া চাক সুরতি পীযুষ,  
অমব-দম্ভজ ঘোর দ্বন্দ্ব যার লাগি,  
কিরে যবে দেবাসুর অধুনিধি মথি  
শান্তিদেহে অমবার—দগ্ধ হলাহলে।  
অনন্ত যৌবন ফলে পরশিলে বামা  
পুণ্যবের করম্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ।  
বঙ্গাণী মোহিলা হেরি চাহিলা সে ফল,  
কোথাকু কেশবজায়া, দেবীবৃন্দমাঝে,  
উপজিল ঘোর দ্বন্দ্ব, না চিন্তি বিধাতা  
নিষেপিলা বিষময় ফল ধরাতলে,  
ঐদবধি ঐধা, ঐষ, ইত্যাদি অঙ্গগতে।  
নররক্তে নিমজ্জিত এ ধরণীতল!

রথশোভা প্রবাহিত সে অবধি ভবে—  
মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারী!  
কত দিনে বৃথিবে রে মনুজ সন্তান  
কি কুটিল ব্যাধি লোভ! কি কুট গরল  
নরকুল দেহে দ্বন্দ্ব! কবে সে বৃথিবে  
আত্মার পশুত্বলাভ সময়-প্রাপ্তি।  
কুটিল, কুট-কটাকী, ইত্যাদি ভয়ঙ্করী  
সাধিতে যে পারে তবে, নাংবে কি রে তাহা  
অমর-নন্দিনী দয়া সরলা স্তনবী?  
কবে নরকুল—অবনী সৌমন্ত্র-রত্ন—  
মিলি সখ্যভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে  
ভ্রাতৃত্বের সুখ-ধারা, যথা সে স্থখা  
বিমল-তরঙ্গা গঙ্গা পুণ্যভূমি-মাঝে  
ছড়ান সলিলধারা মানবে বক্ষিতে।  
হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বস্তর।  
হব বিশ্বস্তর শীত্রে এ দ্বান্তি সূচায়—  
ভাস্ত্র নরকুলে দেব, কব চিরস্থায়ী।  
জ্বরীকেশ, হও, প্রভো মানবে সদয়।  
পোলোমী-ভবসা ইন্দ্র, মুক্ত ক্ষমিতাবে,  
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিল এতক্ষণ,  
পূর্ণজ্যোতিঃ দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা,  
নীরদ লাক্ষ্মণ কেশ প্রাবিত কিরণে,  
বক্ষেতে বিশাল বর্ম—ভাগ্যের যেমন  
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি-আবৃত।  
শোভিছে অতুল ভূণ, সুন্দর কাশ্মুক—  
কাদম্বিনী-কোলে যাহা চির-শোভাময়।  
জলিছে সহস্র অক্ষি, যথা তাবাদল  
নিশীথে শরীরী-কোলে। উঠি তপোধান  
সশিষ্যে সহস্রয়ে সুখে অতিথি সম্রাট,  
যোগাইলা যুগচন্দ্র—পবিত্র আসন।  
জিজ্ঞাসিলা সুনীতল গম্ভীর বচনে—  
“আশ্রমে কি হেতু গতি? কিবা অভিলাষ?”

ভগ্নচিত্ত আখণ্ড নেহারি নির্ঘল  
রূপালু ঋষির মুখ,—ভগ্নচিত্ত যথা  
দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে,  
যুগকাষ্ঠে বান্ধে যবে নিদ্রায় কামাব,  
মহিষমর্দিনী-দশভূজা-মূর্তি আগে,  
অসহায় ছাগ-মেঘ পূজার অর্পিতে!—  
কে পারে আনিতে মুখে সে নিষ্ঠুর বাণী—  
কে পারে চাহিতে অন্তে প্রাণভিক্ষাদান,



না পেয়ে জ্বরে ব্যথা? কে হেন দারুণ  
প্রাণিমাঝে? নিশ্চয়, নিশ্চয় পুরন্দর।  
হেবি স্ববি কণকাল, ধ্যানেন্তে জানিলা  
অতিথির অভিলাষ; গদ-গদ স্বরে  
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,—  
“পুরন্দর শটীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,  
জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম।  
এ জীর্ণ পঙ্কর-অস্থি পঙ্কজুতে ছার  
না হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!  
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের (ও) অতীত।”

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন—

শুভচিতে পটুবস্ত্র উত্তরীয় ধরি,  
গায়ত্রী গন্তীর স্ববে উচ্চারি সমনে,  
আইলা অদন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান  
সুনিবিড় স্থলীতল, পল্লব-শোভিত,  
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা  
সাক্ষনেজে শিষ্যবৃন্দ আকুল-হৃদয়,  
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল-সুবাসিত।  
জ্বলিত চৌদিকে ধূপ, অঙ্কুর, গুগ্গুল,  
সর্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের গুহ  
চর্জিত চন্দনবসে রাখিলা চৌদিকে,  
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মালায় সাজাইলা।  
তেজঃপুঞ্জ তহুকাতি, জ্যোতিঃ সুবিমল  
নির্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে!  
সুলালাটে আঁভা নিকপম, বিলম্বিত  
চাক্ষুশ, পুণ্ডরীক-মালা বকঃস্থলে!  
বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে  
দয়ার্জী হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে!  
চাহি শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সন্তোষে  
কহিলেন অশ্রুধারা মুছারে সবার,  
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে,—“কি কারণ,  
হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্যে আমার  
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভবমণ্ডলে  
পরহিতে প্রাণ দিতে পার কর জন?  
হিতব্রত সাধনেতে জ্বরে বেদনা?  
হায় রে অবোধ প্রাণী, এ নখর দেহ  
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিরোজিব?  
লতি জগ্ন নরকূলে কি ফল হে তবে?  
অহুক্ষণ জীবনের স্রোতোধারা-ক্ষয়,  
হায়, সে কতই রূপ! কেমন তবে হেন,

ঘটে যদি কার ভাগ্যে সে দুর্ভাগ্য যোগ,  
কাতর নরের চিত্ত সে ত্রুত-সাধনে?  
হে ক্ষুদ্র তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,  
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,  
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্মপালনে,  
নিঃস্বার্থ মোকের পথ এ জগতীতলে।”

স্ববিরুদ্ধে আলিঙ্গনে দিলা এত বলি,  
আশীষিলা শিষ্যগণে; কহিলা বাসবে—  
“হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার  
কর শুচি, দেহ মম বারেক পরশি।”

অগ্রসরি শটীপতি সহস্র-পোচন,  
তপোধন-শির স্পর্শি সুকর-কমলে,  
কহিলা আকুল-স্বরে—শুনি স্ববিকুল  
হরষ-বিবাদের মুখ—কহিলা বাসবে—

“সাদু শিবোরত্ন স্ববি, তুমিই সাত্ত্বিক,  
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন!  
তুমিই মাথিলা ব্রত এ জগতীতলে  
চির-মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর!  
জীবময় নররূপী—অকুল জলধি,  
ভাসিছে বিশিছে তার জলবিষপ্রার  
জীবদেহ অহুদিন! এ ভবমণ্ডলে  
অক্ষর তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ!

ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ-করে এ সিন্ধু-সলিল  
ভ্রাস-বুদ্ধি নাহি জানে নিয়ত গভীর  
স্রোতোময়! অহিত জগতে নহে তার,  
অহিত নিফলে প্রাণী দেহের নিধনে!  
প্রাণি-মাজে কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম—  
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,  
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,  
আপন আপন কার্যে জীবন-ধাবণে।  
বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু-পরিমাণে  
বাড়ে দিবা-বিভাবরী, সাগরগর্ভেতে,  
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিপুল  
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়,  
তেমতি এ নরকুল উন্নত সলাই,  
সাদু-কার্যে মানবের প্রতি অহরহঃ।  
কর্তব্য নরের-নিত্য স্বার্থ-পরিত্যক্ত,  
জীবকুল কল্যাণ সাধন অহুদিন!  
পরহিত-ব্রত স্ববি ধর্ম যে পরম,  
তুমিই বুঝিলাছিলে উদ্বাপিলে আজ।

মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ, ঋষিকুলচূড়া  
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে ।  
কি বর অপিব আমি নিকাম তাপস,  
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীৰ্ত্তি তব  
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে ।  
তব বংশে জনমি মহিষি বৈশ্যায়ন  
করিবে জগতে খ্যাত এ আশ্রম তব—  
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমিমাঝে !”  
বলিয়া রোমাঞ্চতরু হইলা বাসব,  
নিরখি মুনীজ-মুখে শোভা নিরমল ;  
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্দেদ গান  
উচ্চৈঃস্বরসকীর্ণ মধুর গভীর—  
বাস্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানে মগ্ন ঋষি  
মুদ্রিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে ।  
মুনীশোকে অকস্মাৎ অচল পবন,  
তপনে মৃদল-রশ্মি, শিথিল নন্তুল,  
সমূহ অবগা ভেদি সৌরভ-উচ্ছ্বাস,  
বন-লতা তরুতুল শোক-অবনত ।  
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,  
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য নিশ্পন্দ ধমনী,  
বাহিবিদ ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মহংস ফুটি  
নিরুপম স্রোতিঃপূর্ণ—কণে শূন্য উঠি  
মিশাইল শূন্যদেশে । বাজিল গভীর  
পাকজঙ্ঘ—হরিশঙ্খ, শূন্যদেশ যুড়ি  
পুষ্পসার বরষিল মুনীশোকে আচ্ছাদি ।  
দধীচি ত্যজিলা তরু দেবের মঙ্গলে ।

## চতুর্দশ সর্গ

অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনী-তীরে  
মন্দির পাষাণময় নিভৃত আলয়,  
অসুতপ্ত অমরব চির চিন্তাধাম,—  
বন্দী এবে ইন্দ্রজারা সে ভপোমন্দিরে,  
চতুর্দিকে সেই সব নিরুজ কানন,  
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভ-পুত্রিত,  
সেই পারিজাত-পুষ্প—শোভা ব্রাণে ঘার  
উদ্ভাসিত দেবচিত্ত । শোভিছে আলোক  
দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইন্দ্র-অট্টালিকা—  
চার কাঞ্চিকা বার স্রষ্টিতে অতুল

করিলা অমরশিল্পী শিল্পকলরাজ  
বিশুদ্ধ, সুধিত অমর-বাসগৃহ ।  
দূরে সে নন্দনবন শোভিছে তেজতি  
প্রমোদ-বিশ্রাম-সুখ চিরদিন যায়,  
লভিলা বাসব-জারা ; শোভিছে তেজতি  
চির-পরিচিত যত অমর বিভব ।  
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে  
অমরা হাসিছে আজি । নব কুসুমিত  
নন্দনে কুসুমদল সুগন্ধ ছড়িয়ে  
ভাসিছে অপূর্ণ সুখে : উদ্ভাসিত প্রাণ  
পারিজাত-পরিমল করি বিতরণ  
খুলিছে হৃদয়দ্বার ! নিখিল মলয়-  
গন্ধে মুগ্ধ কবি স্বর্গ আনন্দে ছুটিছে  
হরিতে শচীর আশ্রি ! হরবে অধীব  
ছুটিছে তবময়ী মন্দাকিনী ধারা  
প্রফালি পবিজ জলে শৈল-নিকেতন—  
শচী-নিকেতন আজি । মনঃশিলাতল  
আরো মনোবন মুষ্টি শচী-সমাগমে !  
কে আছে ত্রিলোকমাঝে প্রাণী হেন জন  
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া  
( কি পঙ্কিল, কিবা মদ, কিবা গিরিময়  
সে জনম-ভূমি তার ) নিরখি পূর্বের  
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সর্বোবর,  
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্বত, প্রাণিকুল,  
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে  
“এই জন্মভূমি মম !” কে আছে রে, হার,  
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাদে পরাণে  
হের শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ !  
বিজ্ঞতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত,  
বলিতে আপন বাহা—প্রিয় এ জগতে !  
বিজন অরণ্যভূমি বনর(ও) কুসুম  
তুলিতে পরাণে ভয় ! শত্রুর অর্চনা  
দেব-অর্চনার আগে ত্রিসন্ধ্যা যোথানে,  
কে না ভোগে নরকের যরণা সে দেশে ?  
চিন্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে  
সে পীড়া-দহন আজি । উচ্ছ্বাসে  
বহিছে হৃদয়তলে চিন্তার হিম্মোল !  
নয়ন কিরাতে চিত্তে বিদ্যে ভীক শলা !  
চপলা তরলমতি সে শোভা দেখিয়া,  
ধরিতে নারিলা ধৈর্য, জ্বলেশ-জ্বালায়

সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা,  
দেখাইয়া অমরার শোভা চারিদিকে ;—

“হেতু, সুরেশ্বর, হের চারিদ্বারে কত  
অমরের কীৰ্ত্তিস্তম্ভ ! আহা, কি সুন্দর,  
জম্বতেদি-প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওখানে,  
ভগ্ন ডানি ভুজ এবে—তবু কি সুন্দর,  
নমুচিসুন্দন নাম যা হ’তে ইন্দ্রের,  
হের, ইন্দ্ররমা, সেই নমুচি-নিধন  
হতেছে বাসব হস্তে !—পাশাণে রচিত  
কি সুচাক মুক্তি, আহা, দেব বাসবেব !  
অই পাপ নৈভ্য পড়ে সুবেদ্রব শরে ।  
অই বলাসুর বীর কথিব উপদ্বারি  
তাজিছে বিশাল বপু । বিশ্বকর্মা-করে  
বচিত বিচিত্র আবো দেবকীৰ্ত্তি কত ।  
অই হের মনোহর সে শোভা-মণ্ডপ,  
রত্নাগার নাম যার, পদ্মযোনি যায়  
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি,  
তেমতি উজ্জল শোভা এখন(ও) তাহাতে ।  
অই সেই কমলার কমল-আসন  
মণিময় পদ্মে রাখা ! দৈত্য ছবাচার  
হরেছে কতই দেব মণিখণ্ড তার ।  
বিষ্ণু সিংহাসন-শোভা দেখ তার পাশে ।  
কি বিচিত্র, আহা মবি, দেবী নিকমলা  
ত্রিভুবন-মোহকর—ত্রিদিবে অতুল,  
বসিতেন আসি যায় জগতজননী  
কাত্যায়নী জিনয়না—শূলপাণি সহ !  
অই বিবাজিছে সেই বাণীর মন্দির,  
শ্বেতভূজা আনন্দে বিসলা যার মাঝে  
সম্ভবায় বীণা ধরি গাইতেন সুখে  
অমর স্বজন-বাঙা !—পড়ে কি স্রবণে,  
হে দেবেন্দ্র-মনোরমা, কি আনন্দ-শ্রোত  
ভাসিত অমর-মাঝে ! মহর্ষি নারদ  
উদ্বল সে গীত শুনি নাচিতে হরসে ।  
পঞ্চতালে তাল সুখে দ্বিতেন মহেশ ।  
হে সুরেশ-প্রণয়িনি, কি চিন্তা মধুর  
হেরে পুনঃ এই সব ! কত যে স্রবণ  
হয় পুরাগত কথা ! অনন্ত হিলোল  
উৎখলিত চিত্তমাঝে যেন অকস্মাৎ ।  
আহা, প্রবাসের পরে, কিবা মনোহর  
স্মৃতি, রশ্মি চিত্তা-পথে খেলে বুদ্ধতল

অন্ত সূর্য্যরেখা যথা কাদম্বিনী কোলে  
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন !”

বিষাদ-হরষ-মাথা মধুর বচনে  
কহিলা সুরেশকান্তা—“হে চাকহাসিনি,  
কোথা বল অমরার সে শোভা এখন !  
কেন আর চিত্ত-দাহ কবিসু চপলে,  
কোথা সে অতুল স্বর্ণ ইন্দ্র-রমণীব !  
শুনাবে ও সব কথা ? শিবিব যখন  
সেবিতে ঐল্লিপাপদ, শুনিব আহ্লাদে ।  
স্বর্ণ নহে, চপলা, এ ইন্দ্রাঙ্গির কারা ।”

“কি কহিলা, ইন্দ্রজামা, কারা এ তোমার  
কহিলা চপলা দুঃখে অন্তরে আকুল—  
‘চারিদ্বারে এই সব অমর-বিতব  
হাসিছে না আজ(ও) কি সে তেমতি গৌর  
বলিছে না অই শোভা-মণ্ডিত স্রবণ,  
শিখর উঠেছে যার অনন্ত বিদ্যাবি,  
তোমার(ই) চরণ তার সেবিতে বাসনা ?  
কহিছে না এ দেব-দেউল উচ্চশিবে  
‘বৈজয়ন্ত শচীদাম ?’ এই মন্দাকিনী  
কার পদ প্রক্ষালিতে মহা গর্গসে হেন  
চলেছে তরঙ্গ তুলি ? ভ্রমিছে হবষে,  
আবর্ত্ত পুঙ্কর আদি ওই যে অশ্ববে,  
কারে পৃষ্ঠাসন দিতে ? অই যে বিজলী  
কাব রথচক্রনাম ভাতিতে ছুটিছে ?  
শচী ঐন্দ্রিলার দাসী বলে কি উহার ?  
কিংবা বলে সুরেশ্বরী মহিষী তাদের ?”

উৎসুক-উৎফুল্ল মুখ হেরি চপলার,  
স্বকণ্ঠে হাসির রেখা সুরেশ-বমণী  
আলিঙ্গন দিলা তায়, কহিলা—“চপলা,  
কহ শুনি সুখকর সে শুভ সংবাদ,  
রতি শুনাইলা বাহা সে দিন আশায়—  
জয়ন্ত-চেতন-প্রাপ্তি-বারতা মধুর,  
না মিটে পিপাসা মম সে কথা শুনিয়া ।  
সখী রে, দয়ার মাঝে নৈমিষ বিপিনে  
ধাকিতাম মনসুখে পুন্ড্র কোলে করি,  
পেতাম যতপি নিত্য তায় ! কি আহ্লাদ,  
আহা সখি, তুঁজিছ সে দিন মর্ত্যমায়ে  
পুন্ড্র-কোলে বসিছ যখন সে নৈমিষে !  
কোথা স্বর্ণ তার কাছে, হায় লো চপলে !  
দ্বিপ্ত হয়ে ভাবিলাম না হ’তে অধিক

শুধু এ অমরালয়ে! পুত্র পেলে কোলে  
জননীর স্বর্গস্থ—সর্বত্র সমান।

কত দিনে চপলা রে সে সুখ আবার  
ভুঞ্জিতে পাইব চিতে? কত দিনে বল  
জয়ন্তে করিয়া কোলে ভুলি এ দুর্দশা—  
দৈত্য-করে আমার এ কেশ-আকর্ষণ?

হেনকালে কামপ্রিয়া আসিয়া নিকটে  
বন্দিল শচীর পদ। আশীষি ইজ্রাণী  
কহিলা—“মমথপ্রিয়ে, সদা সুখী আমি  
হেরি তোবে—ভুলিব না মমতা তোমার?  
কি সুখী করিলা হায় শুনায়ে সে দিন  
জয়ন্ত-চেতনা-বাঁটা মধুর সংবাদ!

কহিতেছিলাম এই চপলারে পুনঃ  
শুনাতে সে স্রসংবাদ!—হও চিরসুখী!  
কি বারতা কহ আজি? কহ, ইন্দুবালা  
চাক্ষুসিত দৈত্যবধু—কি কহিলা শুনি  
সে উত্তর? ভাবিলা নিদ্রা বৃষ্টি মোরে—  
নিদ্রা যেমন দৈত্যমহিষী ঐজ্রিলা?  
কত সাধ, কামবধু, শুনি তোর মুখে  
ইন্দুবালা-বিবরণ দেখিতে তাহাবে।

কিন্তু ভাবি পাচ্ছে তাব বাসনা পুরালে,  
পাগায়সী ঐজ্রিলা পীড়য়ে সে বালায়।”

উত্তরিলা মমথবমণী—হাস্তচ্ছটা  
বিধাধরে সদা মনোহর!—“হে বাসব-  
মনোরমে, বাসনা পুিল এত দিনে।  
মনোবাঞ্ছা পুরাইল বিধি। দিলা মোরে,  
সুরেশ্বর, শুনাতে তোমায় এ সংবাদ।

মৃত্যুঞ্জয় এত দিনে সদয় তোমায়,  
এত দিনে হৈমবতী হেরধ-জননী  
চাছিল তোমার মুখ? শিব-কোথানলে  
(ছিল যে কোথানলে সে দিন অখবে)  
সাসিত জ্বিদিবল্লরী দহু-দেবর।

ভাবিলা ছাড়িবে তোমা মহেশে তুহিতে।  
সুরেশ-রমা, দৈত্যনাথ কহিলা আমার,  
শিব ষাও, মদনমোহিনি, শচীপাশে,  
কত তারে আসিতে হেথায় অচিরে  
কায়বাস শেষ তব, সতি।” নীরবিলা  
কামকান্তা মধুরহাসিনী প্রিধবদা।

ঐটিকার আগে যথা গভীর আকাশ,  
পুলোম-ধ্বনির কন্ঠা পুরন্দর আয়।

তেমতি গভীর ভাব। ভাবিতে লাগিলা,  
অনঙ্গ মহিলা-বাক্যে চিন্তিত অন্তর।  
কতক্ষণ পরে—“না বতি,” কহিলা ধীরে  
“মায়াবী অমর ছলে ছিল তোমায়।  
না বুঝিলে, কামবধু, কালভুজঙ্গিনী  
ঐজ্রিলার কুটখেলা। ছাড়িবে আমার?  
হে অনঙ্গ সহচর, এ কথা কিরূপে  
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে? যার তরে চব  
ধরামাঝে পাঠাইয়া কেশে ধবাইয়া  
আমায় আনিল হেথা, তাব বাক্য হোল,  
দৈত্যপতি ছাড়িবে শচীরে? কহ শুনি,  
কি হলেন তুলিলে এ ছলে? সত্য যদি  
ভাবিলে তা, বল বা কিরূপে—স্রসংবাদ  
ভাবিলে ইহার? বতি, শুভ সমাচার  
শুনাতে আমার যদি শুনাইতে আজ,  
তাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি  
প্রবেশিলা অমবার—স্বহস্তে মোচন  
করিতে ভার্য্যার হৃৎ, কিংবা পুত্র মম  
জয়ন্ত জননী-ক্লেণ করিয়া নিঃশেষ  
আসিছে বসিতে কোলে, হে অনঙ্গরমে,  
শচী কি সে দানবেব আজ্ঞাবহ দাসী,  
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে?  
মোচন কবিতো আমা নাহি কি সে কেহ,  
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে?  
না রতি, কহ গে দৈত্যে চাহি না উদ্ধার,  
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা  
পতিহস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম।”

এত কহি স্থির-নেত্রে শূন্যদেখ চাহি  
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগে—“হে শিবে শৈলজ্ঞে,  
জীবজুঃখবিনাশিনি, শচী নিজালয়ে  
সেবিবে ঐজ্রিলা-পদ, দেখিবে তা তুমি?”  
নীরবিলা বাসব বাসনা সুরেশ্বরী।

হুলপদ তুল্য, মরি, উৎকল্ল বদনে  
শোভা দিল অপক্লপ। প্রভাতিল ঘেন  
তাড়িত কিরণ স্থির ভূমার-রাশিতে  
অভায়—আভায় করি দশ দিক্!  
শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেবি শোভা,  
ভাবি মনে অশ্রুর কোথন-মুর্তি,  
কাদিয়া চলিলা ধীরে ঐজ্রিলা-আগারে।

## পঞ্চদশ সর্গ

গেলা হবে দৈত্যপতি উত্তরতোরণে  
দণ্ডিতে অমরদর্প—দণ্ডিতে সমবে  
মহাবল বায়ুকুলপতি প্রভঞ্নে,  
দণ্ডিতে দুর্জয় পাশী জলকুলেথরে,  
প্রচণ্ড মার্ত্তওদেবে, শাসিতে সংগ্রামে,  
ভীম শিখিরাজ শিব-মুতে—গেলা বরি  
রুদ্রপীড়ে সেনাপতি-পদে, দস্ত ছাড়ি  
ঘারে ঘারে ক্রি়িতে লাগিলা দৈত্য-মুতে।

পূর্বদ্বারে ঘোব-রণ দেবতা-অমুরে—  
ভীমবদে যুঝিছে অনল, যুঝে সঙ্গে  
ইন্দ্রমুতে জয়ন্ত কুমার ধনুর্ধর।  
বাজিছে অমরবাণ সমর-উল্লাসে,  
দৈত্যারণবাণ বাজে অধুনিধি-নাংদে,  
ভয়ঙ্কর কোলাহল বিদারে অধর।  
অগ্রসরি চমুখে কোদণ্ড টঙ্কারি  
দাঁড়াইল কদ্রপাড়—বাজে ঘোর রণ,  
ছুটিল অমরঠাট ত্রিদিব আকুলি,  
ছুটিল দানব গর্জি জলদ-গর্জনে,  
বন বন টলে স্বর্গ-বীরপদভরে।  
কভু ক্ষণকাল দেবসৈন্য অগ্রসর  
বিমথি দহুজে—কভু নিমি দৈত্যসেনা  
অমরধ্বনরে, ধায় ঘোর কোলাহলে।  
ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল  
হেলে রঙ্গে বেলা সঙ্গে সাগরের কূলে—  
কভু জলরাশি দস্তে ছুটে উঠে তাঁরে,  
আবার পালটি ধায় সিদ্ধুর গর্ভেতে—  
ভেমতি সমররঙ্গ অমর-দানবে।  
লজ্জিরা প্রাচীর ক্রমে উঠিতে লাগিলা  
অমর-বাহিনী, অগ্নি অগ্নিময় তন্তু,  
জয়ন্ত ভীষণ দেব-সেনাদল আগে  
ছুটিছে উৎসাহে, সিংহনাদে সুরকুল  
করি উৎসাহিত। পড়ে দেব-অস্ত্রাঘাতে  
দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখণ্ড বধা  
আছাড়ি আছাড়ি ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,  
কিংবা বধা ক্রমরাগি বড়ে মড়মড়ি।  
ঘোর উচ্চস্বরে বহি—“হে অমরচমু,  
আর ক্ষণকাল বীর্য দেবাও অমনি,  
দেববহুগত তবে হর এ নগরী।

অই স্থান, হে বীরেন্দ্র বাসব-ভনয়,  
লজ্জিলে দানবশূন্ত নিমেষে এ দ্বার!  
দেখিবে অচিরে সে চির-আনন্দধাম,  
দেখ নাই দেবচক্ষে বহুক্ষণ বাহা,  
অমরার চির-রত্ন নন্দন উত্থান।”

বলি অগ্নি ক্ষুলিঙ্গ-মণ্ডিত-কলেবর  
লক্ষ লক্ষ সর্প-অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে,  
ছুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্য পশ্চাতে।  
নারে রুদ্রপীড়সেনা সে বেগ ধরিতে;  
ব্রহ্মমুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে,  
নারিলা ফিরাতে নিজদলে; ভঙ্গ দিলা  
সেনা সঙ্গে সর্প-অঙ্গে শোণিতের ধারা!

এখার উত্তর ঘারে অমর সুরধী  
যুঝিছে দানব সঙ্গে, সমরে মাতিরা  
দেখাইছে সুরবৃন্দ অমর-বিক্রম,  
নিবারি দৈত্যোজ্জ-ভুজবল ভয়ঙ্কর।  
সুরক্ষিপ্ত শররাশি বলসি গগন  
ছুটিছে আকুল দিক—বিদারি যেমন  
বিদ্রাঘ-ভরঙ্গ ধায় অনঙ্গ-শরীরে—  
উগারি অনলরাশি বিজীর্ণ শিখা।  
পড়ে ভীম জটাস্বর ( সঙ্গে ফিরে বার  
দিকোটি দানব নিত্য ) দৈত্য মহাকায়,  
দস্ত কডমড়ি ভীম গদার প্রহারে  
ঘুরারে বর্ষরে বাহা বায়ুকুলপতি,  
হানিছে চৌদিকে নাশি দহুজের দল,  
একা লণ্ডভণ্ড করি দিকোটি দানবে,  
কালাগ্নি জলিছে অঙ্গে ধাইছে মার্ত্তও  
উজলি সমরসিদ্ধু—উজলি যেমন  
বাড়বাগ্নি ধায় জালি সিদ্ধু শতক্রোশ—  
ঘুরারে প্রচণ্ড চক্রে অমুরে নাশিছে।  
পলাইছে দম্ভবক্র দানব দুর্ধতি,  
( অমর জর্জর-তম্বু দস্ত্রাঘাতে বার,  
ভরে বার লবণ-সমুদ্র প্রকম্পিত )  
পলাইছে স্বদল সহিত ভীমবেগে;  
লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেনা ছুটিছে পশ্চাতে—  
বধা ঘোর রঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘুরিতে  
স্বর্ণবায়ু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল।  
শত ধণ্ডে ধণ্ডে করি মুগ্ধ দানবের  
ফেলিলা মার্ত্তও দেব; নিমিষে নানিল  
সহস্র দহুজ বীর, মুতে ঘুরাইরা

দীপ্ত চক্ৰ ভয়ঙ্কর। পড়িল সমরে,  
 দ্ববস্ত্র বরণ-হস্তে দানব দুর্জয়  
 সিংহভূও—সিংহের সদৃশ মুণ্ড গ্রীবা।  
 কাপিত নাবিকবৃন্দ সদা যার ভয়ে  
 গণিতে পিঙ্গলাৰ্ণবে—পণিতে যেমনি  
 তাত্ত-ভবনে পানী। কেশরি গর্জনে  
 বরণে নেহারি দৈত্য প্রসারি দ্বিভূজ  
 (উন্নত বিশাল তরকাণ্ড যথা)  
 টুটীয়া বিকট বেগে গগন আধারি।  
 দিলা বড় বরণেব অশুচর সেনা  
 দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড। গর্জিল বরণ—  
 গর্জিলা বরণ পূর্বে যবে অহিরাজ  
 উগাবিলা কালকূট নীলকণ্ঠ-পের।  
 কহিলা—“যা পলায়ে, রে ভীকু ফেড়পাল।  
 লুকা গিয়া নরকান্দকারে সুরাধম!  
 অমরকুল-কলঙ্ক! তব দিলি রণে  
 পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরণ? হা পামব।  
 দেব দেব-কুলাঙ্গার, দেব দ্বে থাকি,  
 সে সাহস থাকি যদি—পানীয কি তেজঃ।”  
 বলি হুঙ্কারিলা যথা হুঙ্কারি প্রলয়ে  
 আন্দোলি অন্তলতল তরঙ্গ ছটান;  
 ধরিলা সাপটি মহাপাশ—দিলা ছাড়ি।  
 মেঘমন্ত্র মন্ত্রিল অঘরে রড়ে, দৈত্য  
 ভীম নাড়ে, নখে দন্তে মনঃশিলা ঘাতি—  
 ছাইল সমরাজন দৈত্য-শব-দেহ।  
 গৃহিছে অমরসৈন্য প্রাচীর-শিখরে,  
 নিয়মেণে হীনবল দহুজবাহিনী,  
 নিরখি মহাদানব গর্জিলা ভীষণ—  
 বায়ুকি-গর্জনে ভীম যথা মহাদন্তে  
 পানিলা প্রাচীরমূলে ঘোর পদাঘাত,  
 গিলি অটল ভিত্তি বিশাই-নিশ্চিত,  
 গড়িল ভাঙ্গিয়া শত খণ্ড খণ্ড হয়ে,  
 চক্ৰস্পনে তাকে যথা ভূধর-শরীব।  
 হুগিয়া তখন মহা ধজা—ভিন্দিপাল—  
 বিশাল জলন্ত প্রান্ত সে ধজা তীষণ।  
 আক্ৰম্য ব্রহ্মতুল্য বিক্রমে দৈত্যোশ  
 খণ্ড খণ্ড করি শূন্য ভীম-ভিন্দিপালে,  
 যথিতে লাগিলা বেগে দেব-চর্যাশি।  
 উড়িল অমরতত্ত্ব আচ্ছাদি অশ্বর,  
 যথা সে কার্পাসীরাশি উড়ায় ধুনারী

টকারি ধুন-বস্ত্র ক্ষিপ্ত দণ্ডাঘাতে।  
 প্রবাহিল বেগে অচ্ছ অমর-শোণিত;  
 দেব-অঙ্গে বহিল তরকাকারে ধাবা  
 মনোহর—সৌভে পুরিয়া অপকৃপ।  
 অক্ষত দেবের তত্ত্ব অস্ত্রের আঘাতে,  
 (অশবীর মাক্ত যেমন) ছিন্ন নচে  
 কণকাল সে ভীম প্রহারে—কিন্তু দেহ  
 দহে অস্ত্রদাহে, দহে যথা নরদেহ  
 কুট হলাহলে ঘোরতর। সুরবৃন্দ  
 জ্বলনে অস্থির, অস্ত্র-প্রহারে আকুল,  
 ছাড়ি স্বর্গতল শীঘ্র উঠিলা বিমানে,  
 উঠিল নিমিষে শূন্তে কোটি গোমণান  
 আভাময়—দেব-অঙ্গ-শোভা অঙ্গে ধবি।  
 অযুত নক্ষত্র যেন উদিল সহস্র  
 নীলাধবে। অপূর্ব কিরণ জ্বলম্ব  
 ছুটিতে লাগিল শূন্তে শতাকলহরী  
 নিনাদি মধুর নাড়ে, ছুটিল চকিতে  
 শিখিধ্বজ মহারথ ইন্দ্রদগতি,  
 উত্তাপে জ্বলি নভশব্দ প্রাণিকুল,  
 অপূর্ব নিনাদে পানী বরণ সন্ধান  
 ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল,  
 মনোবধগতি বায়ু-রথ দ্রুতবেগে  
 আকুল করিল বোমকেশ। বৃষ্টিধারে  
 দেবপুরী অমরা-উপরে বরবিল  
 শরজাল—দৈত্যচর্ম মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষঃ,  
 বাহ ভেদি চমকে উজ্জলি অদ্ভুতরূ—  
 তড়িত নিকর যথা। দহুজবাহিনী  
 অহুপার! দূর শূন্তে, অমর-সুরাধী,  
 না পারে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিংবা ভূজপাশে।  
 লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য-  
 সেনা অগণন।—নিরখিল রক্তাস্র—  
 জ্বিনজ্ব ঘুরিল, যখন বহিচক্ৰপ্রায়  
 উজ্জলি বিশাল ভাল; দন্তে হুঙ্কারি  
 বাড়িয়ে বিপুল বপুঃ করিলা দীঘল—  
 দীঘলভূধর বেক যথা, কিংবা যথা  
 কলীঙ্গ বায়ুকি সিন্ধু-মহন-প্রলয়ে।  
 দাঁড়াইলা রণরূলে দহুজেন্দ্র শূর,  
 প্রসারি সঘনে বাহ ঘন লক্ষ ছাড়ি,  
 প্রচণ্ড চীৎকার ধ্বনি হুঙ্কারি নাসার,  
 দূর-শূন্তে দেবদান ধরিতে লাগিলা,

আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈল ক্ষণকালে  
 রথ অথ অস্ত্রকুল সূদূরে নিক্ষেপি ।  
 দেবসেনাপতিবৃন্দ ত্রাসিত তখন  
 আরো দূরতর ঘোর অন্তরীক্ষ-পথে  
 চালাইলা দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল  
 চাপে বসাইলা ক্ষুণ্ণ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি  
 ঘোর নাদে । মহাতেজে ছুটিল সঘনে  
 অস্ত্রকুল—বিশ্বহর প্রলম্ব-পবন  
 ছুটে যথা ভাঙ্গি গিরিশৃঙ্গরাজি—ভাঙ্গি  
 ক্ষম-কাণ্ড-শাখা বেগে ; মুহূর্ত্তে উড়িল  
 দশ দিকে লক্ষ লক্ষ নৈত্য মহাকায়,  
 লণ্ডভণ্ড দৈত্যসূহ । ভয়ঙ্কর বেগে  
 ছুটিল বারীশ-অঙ্গ মহা গ্রহরণ,  
 জিভুবন শুভিত, কম্পিত চরাচর,  
 প্রলম্ব-পাবন রঙ্গে উলিল ভূধর  
 আসিল দল্লভদল উত্তাল হিল্লোলে,  
 শূন্ত জুড়ি পড়িতে লাগিল উরুপদ  
 অমৃত দল্লভ-তম্বু দ্ব-নিগ্নে বেগে—  
 পর্কত, ভূতল, সিদ্ধ অতল আছাদি ।  
 ঘন হাহাকার শব্দ দৈত্যমণ্ডলীতে !  
 বিকট মুক্তা-আরাব দণ্ডের ঘর্ষণ !  
 দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাঙ্গর  
 বরষি প্রথর কর—কালানল যেন—  
 রণক্ষেত্রে । অন্ধ দিকে গুহিছে কৌশলী  
 সমর-পণ্ডিত ধীর শূর উমান্থত ।

দেখি বৃজে অন্ধ শরে অভেদ্য শরীর,  
 হানিছে স্তম্ভীকৃতর শর চনৎকার,  
 শূন্ত ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন  
 কোটি ভূঙ্গমমালা মাগার আকারে,  
 ঘেরিছে অস্ত্র-অঙ্গ বিক্লি বরতর,  
 বিক্রে যথা বিবদন্ত বিবাক্ত তক্ষক  
 ষমদন্ত । শরদাহে আকুল অস্ত্রর,  
 লক্ষ্য করি শিবস্তুতে ধরিল সাপটি  
 সংহারীর শেষ শূল—দীলা শূন্তে ছাড়ি ।  
 চলিলা সে অস্ত্রবর অথর উজলি,  
 জলিল দুর্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে,  
 ব্রহ্মাণ্ড গুলিল শূল-গর্জনে ভৈরব !  
 ঘোর-রক্ষে ক্রমে অস্ত্র—গ্রহপিণ্ড যথা  
 হইলে স্তম্ভানুচ্যুত ক্রমে শূন্তদেশে—  
 কড় বক্র চক্রগতি, কড় স্থিরতাব,

কখন নক্ষত্র-ভুল্য গতি অমরুত !  
 তত্ত্বিত দহজ দেব, অস্থির আকাশ,  
 নেহারি শঙ্কুশূল । কুমার-আদেশে  
 অদৃশ্য হইলা সূর্য্য আদি ক্ষণকালে—  
 লুকাইয়া তম্বু-আভা গভীর তিমিরে !  
 ডুবিল মরি রে যেন আধারি গগন  
 কোটি তারকার বৃন্দ ! হরিল দেবতা  
 দেবতেজে গগনের তেজোরানি যত—  
 না রহিল শর-লক্ষ্য অন্তরীক্ষে আর  
 একমাত্র প্রাক্কলিত শূলের কিরণ  
 জলিতে লাগিল শূন্তদেশে ক্ষণে ক্ষণে ।  
 প্রান্তে প্রান্তে গগনের ত্রমিলা ত্রিশূল  
 ঘুরি অন্তরীক্ষময়, লক্ষ্য না হেরিয়া  
 ফিরিলা দৈত্যভ্র-করে অভিমানে নত ।  
 দেখিলা দহজগতি সে অস্ত্র-আলোকে  
 রণস্থলে ভীম শব্দহল ; এবে একা  
 সে প্রাণক-মাঝে । যথা নগরাজচড়া  
 গজ-কৃষ্ণ-রণে যবে উড়ে বৈনভের !  
 দেখিলা অদূরে হার, শূল-বিলুপ্তিত  
 দহজবিজয়-কেতু ! নেহারি হৃৎথেতে  
 দৈত্যনাথ বহন্তে ধরিল সে পতাকা,  
 বীরগতি আলর ফিরিলা চিঙাইল ।

## ষোড়শ সর্গ

নিবৃজ্জ স্কন্দর, নন্দন-ভিতর  
 চাক শোভাময় মুনি-মোহকর,  
 নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর  
 নিনাদ মধুর, ধর ধর ধর  
 মঞ্জরী দোলে ।

সুগন্ধ-মোহিত নিবৃজ্জ-কাননে  
 সুমন্দ মাকুত আনন্দিত মনে  
 ঢালিয়া ঢালিয়া মধু-নিষনে  
 ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে  
 সুস্ব-কোলে

হাসে ফুলফুল তরুণ স্কন্দর ;  
 স্তললিত শোভা, রসে ভর-ভর  
 শেত রক্ত নীল পীত কলেবর  
 ধরে ধরে ধরে—হাসি মনোহর  
 সুস্বলম্বণে

থরে স্মৃতিপাণি তহু স্মৃতি করি  
থরে হিম যথা নিশিগন্ধাপরি ;  
ছোট্টে কুঞ্জময় মধুর লহরী  
সদীত-বাদন শ্রুতিমূল ভরি

অতুল স্মৃতি ॥

ডালে ডালে ডাকে, ডাকে পাখিকুল ;  
স্বরগ-বিহ্বল আনন্দে আকুল ;  
কেলি করে স্মৃতি খুঁটিয়া মুকুল  
উড়ি ডালে ডালে, কুরঙ্গ ব্যাকুল

বেড়ায় লুটে ।

নমে পঞ্চবাণ পিঠে পুষ্পধ্ব  
হাতে পুষ্পশর সুরমোহন তনু  
অকণ অধরে প্রভাতয়ে জহু  
সুহাসি বিজলী, নেত্র-কোণে ভাহু

তরঙ্গে লুটে ॥

ঐন্দ্রিলা কহিছে “শুন হে মদন,  
রচিলা নিকুঞ্জ বাসনা যেখন  
আশার(ও) অধিক এ সুরভি বন  
বিদেবে অতুল—সকল সাধন

তোমার স্বর,

দৈত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ সন্দর  
বাখানিবে তোমা, শুন গুণধর,  
বণশ্রী যবে মহাদৈত্যবর,  
কিবিবে এখানে, রতি-মনোহর,

স্মৃতি বিহর ॥”

গলি কুঞ্জে পশি, ঐন্দ্রিলা সন্দরী  
হাসে চাক হাসি সুরদর্পণ ধরি  
হাসে চাক হাসি পীন-পরোধরী  
হবি বিশ্বাধর,—অপাঙ্গ-লহরী

নয়নে খেলা ।

পাশি আমি, ওহে দৈত্যকুলেশ্বর  
মুখে দৈত্যরামা অঙ্গ যুগ্মধর  
শচী ছাড়ি নাথ আমার কাতর  
ধরিবে ভেবেছ—ইচ্ছার আমার,  
এতই হেলা ॥

হামি, দৈত্যনাথ, রমণী তোমার  
হাসনা পুরাত্তে আছে অধিকার  
তোমার(ও) যেমন তেমতি আমার,  
ই দহজগতি, দেখিব এবার

বাসা কেমন ৷”

হেনকালে শুনি ভূষণের ধনি  
ফিরিলা ঐন্দ্রিলা—বেন ভুজধিনী  
ডমরু-রবে ফিরয়ে তখনি  
কণা ছলাইয়া—ভাবিলা ইচ্ছাগী

কবে গমন ॥

দেখিলা একাকী অনঙ্গমোহিনী  
রতি আসে ধীরে বাজিছে কিঙ্করী  
চিন্তা-অবনত চাক-চন্দ্রাননী  
যথা সূর্য্যমুখী, যবে সে যামিনী

হয় আগত ।

জিজ্ঞাসে ঐন্দ্রিলা, “মদন-মহিলা,  
ইচ্ছাশ্রী শচী কোথায় রাখিলা ?  
বাসব-বনিতা, কহ কি কহিলা  
শুনে সে বাবতা,—শিরোপা কি দিলা

মনেব মত ॥”

“দৈত্যেশ মহিষি, আমি তব দাসী  
কেন ব্যঙ্গ কর, মুখে নাহি হাসি  
ইচ্ছের কামিনী যে অভিমানিনী  
জান ত সকলি—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী

শচী না আসে ।

না চাহে মোচন, চির-কারাবাসে  
রবে ইচ্ছাশ্রী—এ স্বর্গ-নিবাসে  
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল  
দহজ-প্রসাদে—সহিবে সকল

না ভাবে ত্রাসে ॥”

প্রফুল্ল আনন গন্ধর্ব্ব-কুমারী  
নয়ন-কোণেতে রতিরে নেহারি  
খেলায়ে অপাঙ্গে তড়িত-ভরঙ্গ  
দংশিলা অধর—করি গ্রীবা-ভঙ্গ

ক্ষণেক থাকি ।

কহিলা, “কি রতি, ইচ্ছের ইচ্ছাগী  
না আসিবে হেথা ? সাবাস্ মানিনি ।  
বুধা কি হবে সে অসুরের রাণী  
‘শচীর উদ্ধার’ ?—যাব লো আপনি  
এ সব রাখি ॥

সাজা দেখি, রতি, ভাল কোরে মোরে  
কেশ-বেশভাঙ্গ আসে ভাল ভোরে  
সাজা লো তেমতি বেন হাসি-ভোরে  
বাধি দৈত্যরাজে—রতি, মন ভোরে

সাজা আমার ।



জিনিয়া সমর কিরিলে অসুর  
রপশাশি তাঁর করিব লো দূর  
এ নিকুঞ্জ-বনে !— মরি কি মধুর  
মদন কোশল ! মবি কি প্রচুর  
সুগন্ধ বায় !”

সাজাইল রতি গন্ধর্ব-কুমারী  
( ধন্য রাত, তোর গুণে বলিহারি ! )  
নীলোৎপল যথা দু’লে ধারাবারি  
ঐন্দ্রিলার মুখ ; অলকার সারি  
ভ্রমর ভায় ।

সাজিল ঐন্দ্রিলা ; মধুর মাধুরী  
বসন-ভূষণে পড়ে যেন কুরি  
পড়ে যেন কুরি চাক-পরোধরী  
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে  
নাচিল স্তায় ॥

বসন্ত-সময়ে কিবা সাজে রতি  
ভূলাতে কন্দর্পে—রূপ-কলপতি ?  
শিবের সমারি ভাঙ্গিতে পার্কীভী  
সাজিলা বা কিবা ? মোহিনী যুবতী  
সুখা-ভূমলে ?

নিমিলা সে সব ঐন্দ্রিলা রূপসী  
সাজিলা স্তম্বর, বাসে কটি কসি ,  
কুন্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি  
তাবকার মালা—ময়থপ্রায়সী  
আপনি ভূলে ॥

অসুর-মোহিনী নেতারে মুকুরে  
সে বেশ-লাবণ্য, গরবেতে পুরে ;  
শচীরে পাইবে ভূলায়ে অসুরে  
ভাবিল নিশ্চিত ; কোকিলা-কুহরে  
কহে “লো রতি !

সাজা এইখানে যত অলঙ্কার,  
ধত বেশভূষা আছে লো আমার ;  
রতন-মুকুট, মণিময় হার,  
জয়লঙ্ঘন—ধনেশ-ভাণ্ডার  
চল যুগতি ॥

আন বান পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,  
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ ;  
আন বীণা, বেণু, মল্লিকা, মুরজ,  
আমার বা কিছু ;—মানস-পঙ্কজ,  
ফুটাব আজ ।

বল চেড়ীদলে সশস্ত্র সাজিয়া  
দাঁড়াক সকলে এখানে আসিয়া—  
ত্রিভুটা, ত্রিগুণা, কপালী, কালিকা,  
যে যেথা আছে লো গন্ধর্বকালিকা,  
দানবী-সাজ

যাও, হে অনঙ্গ, কিরিলে অসুর  
আনাইও বাস্তা, নিকুঞ্জে মধুর  
ত্রিমি কিছুকাল ।—বাজিল যুক্ত্যুর  
নাচিয়া কুটিতে, চরণে নৃপুর  
মধুব তায়

“ঐন্দ্রিয়ার গতি কে কিরাতে পারে ?”  
কহিল দানবী মুহুর অকারে—  
“হে দম্বজনাথ, ঐন্দ্রিলা হে নারে  
বাসনা ছাড়িতে—বাসবপ্রিয়া  
ধর্যব পায় ।

হেনকালে কাম কহিলা সংবাদ,  
কিরিছে দৈত্যেন্দ্র সাধি নিজ সাধ  
জিনিয়া সমরে—যথা সে নিবাদ  
উজ্জাতি অরণ্য প্রাইয়া সাধ  
কটীরে যায়

সুগম্ভীর গতি, অতি দীর ভাব,  
ভাবে দৈত্য মনে “এ জয়ে কি লাভ ?  
সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব  
করিল অমর—এরূপে দানব  
ক’দিন রবে

আমি যেন রণে লভিছ বিজয়,  
আমারি যেন এ শরীর অক্ষয়  
প্রতি রণে যদি দৈত্যকুলক্ষয়  
হয় হেন রূপে, কারে লয়ে লয়  
ভূজিব তবে ?

চলিলা ঐন্দ্রিলা আশু বাড়াইয়া  
বসন্ত-সখারে সংহতি লইয়া  
চলনভঙ্গীতে তরঙ্গ ভুলিয়া  
ভূলায়ে কন্দর্প মধুর অমিয়া  
হাসিতে ঢাণি

দিলা আলিঙ্গন প্রহুজ লোচন  
নেহারি অসুর দানবী-বদন  
ভুলিলা সকল ভাবনা বেদন  
বা ছিল অন্তরে নিমিষে কালন  
মনের কালী ।

কহিলা, “ঐন্দ্রিলে, এ কি মনোহর  
শোভা হেরি আজি মরি কি শ্রমর  
কথিরে ফুটিছে সু-ওষ্ঠ অধর  
অকণের রাগে ! ভয়-স্নিগ্ধকব

এ ভুজলতা ।”

“রণশ্রান্তি নাথ, ঘৃণাতে তোমার  
আমার আদেশে বিরচিলা মাংস  
মধুর নিকুঞ্জ, শোভা হেরি তার  
সাজিহু আপনি ! রণচিন্তা-ভার  
ঘৃণাব হে তা ।”

কণু কণু ধ্বনি কিঙ্কণী নুপুরে,  
আঙু হইলা ধনী ধীরে ধীবে ধীবে  
অদীঘল তনু-ভরে দৈত্যবরে  
বাধি ভুজপাশে—চাক অঙ্গে বরে

শশাকর !

প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব  
চারিদিকে মুহু মধুর সুব  
যেন উথলিছে মধুর অর্ণব  
ঢালিয়া চৌদিকে ।—মুকুল পল্লব

অনঙ্গ শয় ॥

অচেতন দৈত্য ভুঞ্জিয়া মাধুরী  
জাগাইলা হাসি ঐন্দ্রিলা স্তম্ভরী  
বংশীত শুরে শুরে শান্ত করি  
চলিলা সমুখে ভুজপাশে ধরি

অসুরবর ।

কিছু দূরে গিয়া কহে দৈত্যবাজ  
‘এ কি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূষা-সাজ  
কেন এ সকল কেন হেথা আজ  
পড়িয়া এ ভাবে ? চেড়ীর সমাজ ?

এ কি সমব ?”

“কোথা তবে আর রাখিব এ সব  
কহ শুনি, ওহে স্তম্ভ-বল্লভ ।  
কার গৃহ হায় ভবন ও সব,  
দেখিছ ওখানে ? অমর-বিত্তব !

শচী-ভবন !

অম্বার রাণী ! ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !  
কহিলা রত্নরে, কহিলা বাখানি  
এ ভুবন তার ! কহিলা কি জানি  
ওস্তর আমরা ? চাহে না সে ধনী

কারা-মোচন ।

‘দৈত্য-বাক্য ছার’ কহিলা আবার  
‘কাবামুক্তি, হায়, কে কবে রে কার ?’  
শুন হে দানব, পুণ্যম-কৃত্তার  
এ সুখ-ঐর্ঘ্য । তার(ই) অবিকার

হেথা সকলি !

কি জানি কখন আসিবে সে ধনী  
মনোহুঃখে তাই আইহু আপনি  
লতার নিকুঞ্জে । ছাড়িব যখনি  
শচী আজ্ঞা দিবে ।” নীবব রমণী

এতক বলি ॥

শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীব  
বাডিতে লাগিল অসুর-শরীব  
পর্যন্ত-আকার, নিশ্বাস-সমীর  
বহিল সবগে কহিল গম্ভীর

“রতি কোথায় ?”

রতি কাঁপি কাঁপি আসি দৈত্যপাশে  
কহে “ইন্দ্রপ্রিয়া ববে কাবাবাসে,  
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল  
দৈত্যোপ-গ্রসাদে সহিবে সকল

থাকি এথাই ॥”

রক্তবর্ণ আঁখি ঘূষিল সম্মনে,  
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে,  
কড় কড় ধ্বনি বদনে বদনে  
উঠিল বিকট—কহিল গর্জনে

ভীম অসুর—

“আমাব আদেশ হেলিলি, ইন্দ্রাণি ?  
বিফল কবিলি দৈত্যবাজ-বাণী ?”  
বলি ছিডি কেশ দুই হস্তে টানি  
ছুটিল হস্তারি—হেবি দৈত্যরাণী

বামা চতুব—

নিল ফুলধনু আপনাব হাতে,  
বাঁকাইল চাপ ( ফুলবাণ তাতে )  
আকর্ণ পুরিয়া, বসি হাটুগাড়ি  
( বাবাস স্তম্ভরি ! ) বাণ দিল ছাড়ি

ঈষৎ হাসি ।

অব্যর্থ সন্ধান ! মদনেব বাণ  
আকুল করিল দহুজ-পর্যাপ  
কিরিয়া দেখিল পুর সৌদামিনী  
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী

লাবণ্য-রাশি ॥

## হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

দাড়াহণা শুর। আসন্নানিকটে  
ঐজিলা কহিলা মধুর কপটে  
“এ নহে উচিত, হে দম্ভজনাথ,  
তুমি যাবে সেথা করিতে সাফাৎ  
শরীর সনে।

তবে গরু তাঁব হবে যে সফল  
সেই স্বর্গরাণী! হবে কি বিফল  
দাসীর আদেশে দৈত্যরাজ-বল?  
ঐজিলা-বাসনা জান ত সকল,  
আছে ত মনে।”

কহে দৈত্যপতি “তোমার, স্তম্ভরি,  
দ্বিলাম সঁপিয়া ইন্দ্রসহচরী,  
যে বাসনা তব তার দর্প হরি,  
পুরাণ, মহিষি,—ফণাচূর্ণ করি  
আন ফণিনী।”

হরষে উদ্ভ্রত হাশিলা ঐজিলা;  
স্বখে দৈত্যববে অনিমন দিলা;  
চেতীদল সঙ্গে হরষে চলিলা  
গজেন্দ্র-গমনে, কটাক্ষে হানিলা  
ঘোরদামিনী।

## সপ্তদশ সর্গ

দেবারি দম্ভজনাথ দৈত্য-সভামাঝে  
বেষ্টিত অমাত্যবর্গ; সমর-কুশল  
মহাবল সেনাপতি বৃন্দ চারিধারে।  
নিকটে বসিয়া ধীরে স্তম্ভি ধীমান্  
কহিছে গভীর-স্বরে “দৈত্যকুলেশ্বর,  
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে,  
মরি লাজে কত হায়, না হয় গণনা—  
বীরবংশ ধ্বংস-প্রায় দেবতার তেজে।  
ক্রমে দর্প, সাহস বাড়িছে দেবতার  
বারি বরিষার বধা তরঙ্গিণী-ধারা  
ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাঁধ দুকূল উছলি,  
গৃহ, শত্রু, পুত্র, প্রাণি নাশি অগণন!  
হেয় ছনিবার তেজে জয়ন্ত, অনল,  
সমরে অনুরে জিনি অসম সাহসে  
প্রবেশিলা পূর্বদ্বারে, লজ্জালা প্রাচীর  
অসংখ্য অমর-সৈন্য; হে দৈত্যেশ্বর,

অর্ধেক অমরাবতী ভুজবলে দেব  
অধিকার কৈলা। এবে উত্তর-তোবণে,  
আবাব দাঙ্গিছে রণে দেবসেনাপতি  
মহাবতী কুমার, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু,  
তাবিলা হে দম্ভজেন্দ্র, পলাইলা তারা  
লুকাতে ত্রিশূল-ভরে পাতালে আবাব,  
সে আশা নিফল, প্রভু, ইন্দ্রকালে ছলি  
করিছে কপট বণ অমর মায়ারী।  
হৈলা দেব অমর-কটক! কি উপারে,  
বুঝিতে না পারি, হায় এ স্তবর্ণপুত্রী  
হবে দেববধি-শূন্ত—হঃসহ সমর  
সহিবে ক’দিন আবাব একুণে দানব?”

দানবকুল-ঈশ্বর ব্রাহ্মণ তব—  
“সত্য যা কহিলা, মরি, কিন্তু কহ স্মি,  
কি ফল বাঁচিলা স্বর্গ ছাড়ি?—যার লাগি,  
কত তপ কৈলু কত যুগে নিবাহাবে,  
জিনিতে সমরে যার কত মহাবতী  
দৈত্যাবীৰকুল-শ্রেষ্ঠ তাজিলা পবণ,  
যাব লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেনা  
পড়ে রণে, বীরদর্পে শমন না ডবি।  
জনম বীরের কুলে—মরণ(ই) সফল  
শত্রু ঘাতি বধস্থলে। হে সচিবাত্তম,  
কে কোথা বাজন্ত ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধপণে—  
মৃত্যুভয়ে সমবে বিবত কবে শূন?  
কবে সে বীবেব চিত্তে কৃতান্তেব ভয়  
হানিতে সমবে শত্রু? তাজিতে পবণ  
যুঝি রঙ্গে বিপুলজে সমর-প্রাঙ্গণে?  
শুন, মরি, যত দিন এ দম্ভজকুলে  
একমাত্র অনুরোধী থাকিবে জীবিত,  
পারিব ধরিতে অন্ত এ প্রচণ্ড ভুঞ্জ,  
বহিবে কুধির-শ্রোত এ দেহে আমার।  
নহি ক্ষান্ত তত দিন এ দুবস্ত্র রণে।”

হেনকালে রুদ্রপীড় বীর চূড়ামণি,  
মণ্ডিত সমরদাজে আসি দাঁড়াইলা  
নভশির, পিতার সম্মুখে নর যুড়ি।  
শীর্ণক উজ্জল শিরে অঙ্গে স্ত-কবচ,  
রত্নময় অসিযুগি ঝলসে কটিতে—  
সারসনে, পৃষ্ঠদেশে নিবন্ধ ঝলসে।  
কহিলা “হে ভাত, তোমা দেখাতে মুখ  
পাই লাজ, হে বীরেন্দ্র, তব পুত্র আমি

চিৰ অরিন্দম রণে—সমরে হারিহু,  
নারিহু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল ।  
নারিহু অনল-হস্তে । জয়ন্ত বালক  
অধিকার কৈল হার বক্ষিত আমার ।  
রণে ভক্ত দিল, পিতঃ, দহুজ-বাহিনী—  
আমি যার সেনাপতি । জীবিত থাকিয়া  
তাহা চক্ষে নিরখিহু । এ নিন্দা ঘূচাব,  
ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্যপতি, বণস্থলে  
সমব-বহিতে—বধা দাবায়িতে বন—  
দহিব অমর-সৈন্য ; সমর-কুশল,  
জিনিব অনল দেবে— জয়ন্তে জিনিব ;  
নতুবা হে তাত, এই শেষ দবশন  
ও চরণ-অববিন্দ । আজ্ঞা দেহ সূতে ।”  
বলি পিতৃপদধূলা ধরিল মন্তকে ।

শুনিয়া পুত্রের বাণী বুত্রের নয়নে  
দেখা দিল বাস্পবিন্দু, দ্বিভুজ প্রসারি  
পুত্রে দিয়া আলিঙ্গন কহিলা দৈত্যেশ—  
“এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত(ই) তোমার,  
দহুজকুলভিলক পুত্র কদ্রপীড়,  
চিৰ অরিন্দম তুমি—কিন্তু শুনি পুনঃ  
স্বরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিবে সম্রাট  
অমরার—স্বরনাথ দুর্জয় সমরে,  
না পাবে ঘৃষ্মিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ  
মৃত্যুঞ্জয়ী বৃত্ত বিনা, রক্ষঃ-স্বরাস্রবে ।  
তাব সনে সমরে পশিবি একা তুই ?  
বে স্বধর্মি, একমাত্র পুত্র তুই মম ।”  
বলি পুনঃ গাঢ়তর দিলা আলিঙ্গন  
কদ্রপীড়ে বক্ষে ধরি দহুজশেখর ।

কহিলা আবার ছাড়ি ঘন দীর্ঘশ্বাস—  
“কিন্তু বীর তুই—বীরপুত্র—মহারথী,  
কেমনে নিবাবি তোরে ? কেমনে বা বলি,  
যাও বৎস, দৈত্যকুল রবি অন্তে যাও ?”

“হে পিতঃ,” কহিলা বৃন্দবন্দন তখন—  
“কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে,  
কি ফল তোমার (ই) তাত, হেন বংশধরে  
নিন্দা যার আজীবন ত্রিলোকে ঘূষিবে,  
হাসিবে অস্তুর স্রবৎস খার নামে ?  
জীবনে জীবন-অন্তে জগতে ঘৃণিত ।  
ত্রিলোক-বিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে,  
ইলাকার কাপুরুষ তনয় তাহার

পলাইল প্রাণভরে না ফিরিলা রণে,  
পুনর্বার এ কলঙ্ক না হ'লে ঘোচন  
জীবন নিফল মম, হে দহুজনাথ,  
মবিব বীরের মৃত্যু সময়ে পশিয়া ।”

উৎসাহ-প্রফুল্লনেত্র আনন্দে অস্তুর,  
নিরখিলা পুত্রমুখ ছটাবিমুগ্ধিত,  
ভাষ্-বিমুগ্ধিত যথা কনক-অচল  
সহস্র-কিরণমালী উদিলে শিখরে ।  
কহিলা সংবরি বেগ—“না নিবাবি তোমা,  
যাও রণে, অরিন্দম পুত্র রণজয়ী ;  
পাল বীরধর্ম, ভাগ্যে যা থাকে আমার ।”  
বলি কৈলা আলীঙ্গন অশ্রুবিদ্যুৎ মুছি ।

বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিলা  
কদ্রপীড় । জননী-নিকটে গেলা ক্রুত ।  
দেখিলা ঐশ্বরিয়া চেড়ীদলে স্নসজ্জিতা  
চলে মন্দাকিনী-তীরে শটীরে বান্ধিতে ।  
আনন্দে জননী-পদ বন্দিয়া বীবেশ  
কহিলা—“জননি, সূতে দেহ পদধূলি,  
দিলা আলীঙ্গন পিতা, প্রতিজ্ঞা আমার  
নির্দেব কবিব স্বর্ণপুরী ! কিন্তু মাতঃ,  
কে কহিতে পাবে ক্রুর সময়ের গতি,  
না হেরি যন্তপি আর ও পদযুগল,  
ও পদযুগলে, মাতঃ, এ মিনতি মম,  
রেখো মা চরণে ইন্দুবালা সবলাব  
পতিগত প্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা,  
রক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে ।”

হায় রে, ঝরিল অশ্রু বীরেন্দ্র-নয়নে  
অরি সে হৃদয়-ইন্দু—ইন্দুবালা-মুখ,  
এ বিদায়ের কার, হায়, না আর্দ্রয়ে হিয়া ?  
ঐশ্বর্যলার(ও) শিলাময় হৃদয় তিতিল,  
বাস্প-বিন্দু নেত্রকোণে, কহিলা দানবী  
তনয়ের মুখভ্রাণ লয়ে ঘন ঘন,—  
“এ অন্তত কথা, বৎস, কেন রে শুনালি ?  
কাজ কি সমরে মোর ? একা দৈত্যনাথ  
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে ।  
দৈত্যকুল-পঙ্কজ, সমরে নাহি বাও ।”

“না মাতঃ, অস্তুর জলে অনন্ত শিখার ।  
স্বর-হস্তে হারি রণে, নির্দোষ আহতি  
সমর্পিব এবে তায়, অমরে দণ্ডিয়া,  
তনয়ের শেষ ভিক্ষা মনে রেখো, মাতঃ !

পেরেছি চরণখুলি জনকের ঠাই,  
দেহ পদখুলি তব।" এতক কহিয়া  
ভক্তিভাবে প্রণমিলা জননী-চরণে।  
পুত্র কোলে করি মেহে দানব-মহিষী  
বাঙ্কিলা শীর্ষক চূড়ে বিধ সন্ধান,  
কহিলা আশ্বাসি "বৎস, এ অর্ঘ্য সতত  
অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এ মম আশিস;  
যাও রণে রণজয়ী অরিন্দম বীর!"

হেথা চাক ইন্দ্রবালা কল্পতরুমূলে,  
(শুন কুম্ভের মালা লুটিছে উরসে)  
বসি খেত শিলাতলে, সখীদলে মেলি,  
শুনিছে রণসংবাদ ভাসি অশ্রুনায়ে।  
আহা, স্মলিন মুখ, হৃদয় কাতর!  
যেন রে নিদ্রয় কেহ বিহঙ্গ পরিয়া  
হেমন্তের দেশ হ'তে আনিলা গ্রীষ্মেতে,  
ভাবিছে দানববালা তেমতি আকুল।  
কে পাবে কহিতে, প্রাণ সুকোমল যাব,  
সমরের ধোব শিখা—জলিছে চৌদিকে,  
অহরহ দিবানিশি বণ কোলাহল?  
করণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিমূলে,  
কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়া—  
"কত দিনে, হায়, সখি, এ সমরশ্রোত  
শুন্ডায় নিঃশেষ হবে? কত দিনে পুনঃ  
ধরিবে পুঙ্কের ভাব এ অমরাবতী?  
পুত্র-শোকাতুরা আহা, মাতাব রোদন,  
সখি রে, বিদরে হিয়া!—বিদরে লো প্রাণ!  
স্বামিহীন রমণীর করণ ক্রন্দন।  
ভগিনীর খেদস্বর ভাতার বিরোগে।  
হায় সখি, বল, তোরা বল, কি উপায়ে  
দম্ভজের এ হৃদ্পা ঘূচাইতে পারি?  
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল,  
নিবাই সমরানল তহু সমর্পিরা।  
সখি রে বুঝিতে নারি কিরূপে এ সব  
অসুর অমরকুলে মহাবীর যত  
নিদ্রয় নহে লো তারা আপনা পাসদি,  
জীবন-বাতক অস্ত্র হানে পরস্পরে?  
না ভাবে মমতালেপ নাহি ভাবে দয়া,  
সদাই উন্মত্ত-প্রায় নিষ্ঠুর সমরে,  
হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে  
কত বে যাতনা জীবে জীবন-নিধনে।

সমর-সুরাতে হায়, অমর দানব,  
হয় কি এতই সখি উন্মত্ত অজান?  
কিংবা কি সে পরাগীর (হৈ) প্রকৃতি বিতাব—  
কুটিল কপটাচারী প্রাণিমাঙ্গ সবে?  
কেমনে বা ভাবি তাহা? হৃদয়বলত  
আমার যিনি, লো সই, কপটতা তাঁরে  
না পবশে কোন কালে, তবু কি কাবণ  
সমবে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ?  
দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাঙ্গণে  
প্রবেশিতে পুনরায়, রাখিব বাধিয়া  
হৃদয়-উপবে এই ভুললতা-পাশে,  
নিদারুণ হ'তে তাঁরে দিব না লো আর।"

হেনকালে কদ্রপীড় বুজের তনয়  
সজ্জিত সমর-শাঞ্জে, স্তম্ভীর গমন,  
অধোমুখে ধীরে ধীরে উঠানে প্রবেশি,  
অগ্রসর ক্রমে সেই কল্পতরুমূলে।  
দূর হ'তে দেখি পতি, উট্টিয়া শিহরি,  
ছুটিল উতলা ইন্দ্রবালা বামা,  
পড়িলা বকেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া  
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুপে।  
কহিলা—কোকিলাধ্বনি কণ্ঠে কুহবিল,  
(হায় যবে ভগ্ন স্বরে ডাকে পিকবধু)  
কহিলা,—“হে নাথ, কেন দেখি হেন সাধ  
রণসাজে কেন পুনঃ সাক্ষালে শ্রুত হু?  
এখন(ও) সমরক্ষেত্র দূর নহে তব,  
এখন(ও) নিশিতে, নাথ, নিজা নাহি যাও  
কত স্বপ্ন সারানিশি শুনাও, প্রাণেশ,  
আবার এ বেশ কেন দহিতে আমার?  
ছলিতে আমার বুঝি সাধ ছিল মনে—  
ইন্দ্রবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,  
তাই ভয় দেখাইতে আইলে, প্রাণেশ!  
খোল, প্রভু, রণসাজ, না পারি সহিতে,  
নিষ্ঠুর দারুণ তুমি, ললনা-হৃদয়  
মথিতে আইলে প্রিয়া ছলনা করিয়া,  
তাজ রণসাজ শীঘ্র, দেখাই(ও) না আর  
বিজীমিকা তরুণীর হৃদয় তাপিতে।"

"প্রেরণি, নিষ্ঠুর আমি, সত্যই কহিলা,  
পালিতে বীরের ধর্ম দিলাম বেদনা  
তোমার হৃদয়ে, প্রিয়ে, লভিতে বিদার  
এসেছি, বিদার দেহ যাই রণস্থলে।

“যাবে নাথ ?” বলি ধীরে চাক চন্দ্রাননী  
 ছলিলা বদন ইন্দু পতিমুখতলে,  
 প্রদোষ-কমল যথা মুদিত মুদিত  
 নেহারে শিশিরে ভিজি অঙ্গুত ভাঙ্ ।  
 ‘যাবে নাথ, যাবে কি হে ছি’ড়িয়া এ লতা,  
 বৈদেহি তোমায় যাহে কত সাধ করি ?  
 ছিড়ে কি হে তরুণ, ঘেরে যদি তার  
 তরুলতা ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ?  
 চিড়িলে তবুও নাথ নতিকা ছাড়ে না,  
 গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ ?  
 কোথা নাথ, বল বল তরঙ্গের গতি  
 বিনা সে সাগরগর্ভ ? হে সখে, নিষ্কর  
 খেলিতে না বাসে ভাল শৈল-অঙ্গ বিনা,  
 শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ  
 ঋষ ঋষ নাদে সদা—তেমতি হে আমি  
 ঋষি ব তোমায় এই হৃদয়ে জড়ায় ।”  
 শুনি স্নেহভরে বীণ ধরিল তরুণী  
 চাক চন্দ্রানন চুপি ফেলি অশ্রুধারা ।—  
 শুকাইল ইন্দুবালা, নিদাঘে যেমতি  
 শুকাইল কুমলতা ভাস্কর পরশে ।  
 কহিলা সরলা বালা, নয়নের জলে  
 ভিজিল বীণের বর্ষ, হৈম শরাসন ।  
 “যাবে যদি, নাথ, আগে এই লতাকুল  
 গালিছ যে সব দেহে যত্নে এত দিন,  
 এই পুষ্প-তরুণাজি কিসলয়ে ঢাকা,  
 দেখ দেখ কত পুষ্প ছলি ডালে ডালে  
 অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা,  
 বহুস্তে অর্জিছ যাব কভই আদরে !  
 নাথ আগে সেই সব বিহঙ্গমরাজি  
 গগিত বিবিধ বর্ণে—নয়ন-রঞ্জন !  
 প্রতিদিন পালিলা যে সবে দুঃখদানে,  
 দুঃখ ভেদে দিলে যায় হইতে কাতর  
 নাথ এই সখীগণে, আজীবন যারা  
 যথের সঙ্গিনী মম, আজীবনকাল  
 সঙ্গীতিতে পালিলা সদা,—সেবিলা প্রাণেশ,  
 প্রাণ, মন, দেহ, স্নেহ-রসে মিশাইয়া ।  
 নাথ পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিত  
 নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি নাথ !  
 গতিয়া দিলাম বন্ধ, হানি এ হৃদয়ে  
 শ বৃত্ত-পিপাসু আমি,—রণে যাও বীর !”

বলি মুচ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুখ্যৌ,  
 সখীরা বতনে পুনঃ করায় চেতন,  
 ক্রুদ্রপীড় স্নেহে চুপি অধর ললাট,  
 শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল-গতিতে ।  
 নীরবে চাহিয়া পথ থাকি কতক্ষণ  
 কহিলা দানব-কন্যা চাক ইন্দুবালা—  
 “হায়, সখি, সংগ্রামে মাদকতা হেন,  
 শিবির সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ !”  
 হায় ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বল,  
 জীবের হৃদয়ার্থে কি অজুত খেলা ?  
 মুষ্টিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে,  
 দানব কুলের চাক কোমল নলিনী ।  
 আকুল সরলা বালা ব্যথিত চঞ্চল,  
 থাকিতে নাবিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,  
 স্নিগ্ধ কুমুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি  
 তরুচ্ছায়া ত্যজি গৃহে করিলা প্রবেশ ।  
 পতিগত-প্রাণা সতী ভাবিলা তখন  
 করিবে শিবের পূজা—পতির মঙ্গল  
 কামনা করিয়ে চিত্তে, লভি সিদ্ধ বর  
 নিবারিবে চিত্তবেগ শাস্তির সলিলে ।  
 আজ্ঞা দিলা সখীগণে, পূজা-অয়োজন  
 করিতে বিধানমত, পবিত্র আগারে,  
 পরিলা সুপট্টবাস, স্নানে শুচিত্তে,  
 প্রবেশিলা পূজাগারে সাদরী শুদ্ধমতি,  
 স্রবিল, চন্দন, পুষ্পমালা, সুবসন  
 অর্পি শিবমুষ্টিপরে স্থির ভক্তি সহ  
 ধ্যানে শিবমুষ্টি ভাবি জপি শিবনাম,  
 বর মাগিবাব আশে উঠিলা সন্দরী ।  
 উঠিলা সবিলজল ঢালিতে মস্তকে,  
 ধবলা মঙ্গল-ঘট ভক্তির উল্লাসে,  
 হায় রে, বিমুখ যারে বিধাতা বধন,  
 কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হয় তার,  
 সহসা কাঁপিল হস্ত দানববালার,  
 কাঞ্চল মঙ্গল-ঘট পড়িল খাসিয়া  
 মহাদেবমুষ্টিপরে খণ্ড খণ্ড হয়ে,  
 বিস্ময়, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে ।  
 অধীর হইলা দোষ ইন্দুবালা সতী,  
 দর দর ছনননে করিল সলিল,  
 শিহরিল শীর্ণ তরু ; ‘হে শঙ্কু’ বলিয়া  
 ভূতলে পড়িলা বামা আমি-মুখ স্মরি ।

সখীগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি  
পূজা-গৃহ বাহিবে বইলা ইন্দুবালা ;  
রতি আসি নানামতে বুঝাইলা তায়,  
সাধনা করিয়া কিছু করিলা স্থির।

চেতনা পাইয়া ঘন ফেলি দীর্ঘশ্বাস  
কহে দৈত্যরাজবধু দারুণ আক্ষেপে—  
“হে শরীর উমাপতি, দাসীর কপালে  
এই কি আছিল শেষে ? রতি লো, আমার  
পতি-আবাধনা-ভার এত কি মহেশে ?  
কি দোষে ঘোবী লো দাসী প্রমথেন-কাছে ?

পাব না কি রতি আবহুদয়েশে মম ?  
জানি না সে পাদগন্ধ বিনা জিভুবনে।”  
কহিলা মদনপত্নী “হে বানবধু,  
ভাবিতে কি আছে কত এ অন্তত কথা ?  
বদনে এনো না, সতি, ইথে অকুশল—

প্রিয়জন-অকুশল অন্তত চিন্তায়,  
নাহি কি ভাবিতে অস্ত ? হৃদয় বেদনা  
জুড়াতে নাহি কি উপায়, সরলে ?  
সমস্ত-পরাণীর যাতনা সকল  
ভুলিলে কি, চাকমতি ভুলিলে শচীরে ?  
অমরায় ফিরে যবে আইলা তব প্রিয়  
নৈমিষ অরণ্য হ’তে শচীরে বান্ধিয়া,  
হে ইন্দু-বদনা, তুমি কাঁদিলা কতই  
শচী-দুঃখে কত দুঃখ করিলা তখন।  
সে পুণ্যমকলা এবে নিভৃত মন্দিরে  
নিরানন্দ দিবাশিখি। ভুলি দুঃখ তায়,  
ব্রথা ভরে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি ?  
আপন হৃদয়-ব্যথা এতই কি, সতি ?”

রতি-বাক্যে ইন্দুবালা সলজ্জবদনা  
অগ্নি মনে পতি, অগ্নি শচীকথা,  
অধোমুখে ভাবিতে লাগিলা অশ্রুপূর্ণ।  
হিম-বিন্দুসিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন।

## অষ্টাদশ সর্গ

কুল কুল ধরনি, চলে মন্ডাকিনী,  
দেবকুল-প্রিয়, পবিত্র তটিনী ;  
লতায় লুটিছে সুর-মনোহর  
মন্ডার ঢুকলে—ঢুকল সুনন্দ  
সুরতি বিমল ফুল-শোভায়।

যে ফুলের দলে সুরবালাগণে  
হেলাইত তহু বিস্তারিত মনে,  
না হেলিত ফুল সুর-তহু ধরি  
খেলিত যখন অমর অমরী

শ্রীতপুষ্পরেণু মাধিয়া গায়  
বধন অমরা ছিল অমরের,  
সুরধামে দস্ত না ছিল দৈত্যের ;  
সুরবালা-কণ্ঠে সঙ্গীত বরিত,  
যে গীত শুনিয়া কিয়রী মোহিত,

কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে  
বধন পোলোমী আখণ্ডল-বাহু  
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে,  
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক  
অমৃত-হৃদয়ের—বাক্য অমায়িক

দিত শচী-করে গরিমা-প্তবে  
সেই মন্ডাকিনী-তীরে ত্রিময়াণা,  
মন্দির-অলিঙ্গ, শচী সুলোচনা।  
কাছে সূহাসিনী চপলা সুনন্দী,  
রতি চাক্ষুশ, বসি শোভা করি—

যেরেছে মাণ্ডর্যে অমরা-রাণী  
প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা  
শচী-পদন্তলে, বসি কুতূহলা  
হেরিছে শচীর বিমল বদন,  
শুনিছে কোতুকে—বালিকা যেমন—

ইন্দ্রাণীর মুহু মধুর বাণী  
কহিছে পোলোমী কোথা একলোক,  
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক  
প্রকাশে সেখানে ; কিরূপ উজ্জল  
কনক-নির্মিত ভ্রমার কমল,

সত্তত চঞ্চল কারণ-জ্ঞে  
কিবা অনভূত সে রেণু-গমুদ্র ;  
বীচিমালা তায় কি বিপুল, ক্ষুদ্র ;  
কত অপকূপ স্বপ্নের লীলা  
প্রকাশ তাহাতে ; কিরূপ চঞ্চল

পরমাণুর মই সে জ্ঞে  
কোথা বিকুলোক বেকুঠ-ভূবন ;  
তকত-বৎসল কিবা অনাধীন ;  
কিবা সে লক্ষীর অক্ষর ভাণ্ডার,  
কতই অনন্ত দান কমলার ;

কিবা ত্রিগুণের পালন-প্র

দেখিতে কিরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ;  
কি শোভা কোমলভে—কেশব-ভূষণ ,  
কমলা-লাবণ্য কি চাক-মাধুরী,  
দীর্ঘোদ মধুর যে মাধুর্য্যে পুরি ;

কিবা সুধাময় রমার কথা ॥

কৈলাস-ভুবন কিরূপ ভৈরব ,  
ভৈরব কিরূপ জটধারী ভব ,  
কিরূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়—  
ত্রিলোক-ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়—

প্রলয়-বিষাণ কিবা সে ঘোর ।

কিবা দয়াময়ী শঙ্কর-গৃহিণী,  
ভবে শুভঙ্করী ভূগতিহারিণী,  
কি দেব, মানব, বক্ষ, রক্ষ, নর,  
জীবন্তে উমা কতই কান্তর,

ভক্তজন-স্নেহে সদাই ভোর ॥

আগে সে কিরূপে বাসবে তুহিতে  
বিধি, হবি, হর, অমরপুরীতে  
আসিতেন স্নেহে—আসিতেন উমা  
রাগ-মাতা বাণী, পদ্মাসনা রমা

ইচ্ছা-উৎসব যে দিন স্বরে ।

হুটাইতে ইন্দুবালা-মনোবাখা,  
তনাইলা শরী সে অপূর্ণ কথা,  
হরষ ত্রিদিব মাতিত যখন,  
রি পঞ্চতাল নিজে পঞ্চানন

গায়িতেন যোগী গভীর-স্বরে ॥

পাপতি জানী সে গীত শুনিয়া,  
হাড়ি যোগমধ্যান ভাবেতে ছুবিয়া  
মশাতেন স্বর সে স্বর সহিত ,  
মমলা উত্তলা, বিধি রোমাক্ষিত,

আনন্দে অধীরা ভবেশ-জায়া ।

গন গুচ তত্ত্ব হরি-গান তুলি,  
গতি তুখ যত উর্দ্ধে বাহু তুলি,  
কিতালে ঘন ঘাতি করতল,  
গীত নারদ—হরষে বিহ্বল

আনন্দ-সলিলে ভিজায়ে কায়া ॥

নাইলা শরী দম্ভজালায়—  
ইদিকে আসিয়া থাকিত কোথায়  
হন্য জীবনে সফল সাধন  
ধ্রু, পুণাশীল প্রাণী যত জন—

জানুসুখ-ভোগ কিবা পেথায় ।

কহিলা ইন্দ্রাণী “শুন বে সরলে,  
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে,  
সুপরিভ্রম্য কবি আত্মা মোহকর  
কত নিকপম মাধুরী সুন্দর,

দিত্তিমুত্তগণ না জানে যায় ॥”

তনি ইন্দুযুখী ইন্দুবালা বলে  
“হে অমর-রাণি, আমি সে সকলে  
তনাইলে বাহা মধুমাখা স্বরে,  
পাব কি দেখিতে ?—শুনিয়া অন্তরে

কত কৃতৃহণ উথলে হায় !”

কাতর হৃদয়ে কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,  
চাক ইন্দুবালা-চিবুক ধরিয়া,  
মুহুর নিশ্বাসে নাসিকা কষিত,  
মুহুর মধুব অধর স্মুরিত,

বাস্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায়;—

“রহিল এ বেদ শরীর অন্তরে,  
অমুগত জনে মনে আশা করে,  
না পাইল ফল তাহার নিকটে !  
বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে

কি দিয়া এখন তুবি তোমায়া ॥”

কহিলা সরলা সুশীলা দানবী,  
( যেন নিরমল সরলতা-ছবি )  
“ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্রে অভিনায়—  
চিবদিন তব কাছে কবি বাস,

বচনে তোমার স্নেহেতে ভাসি ।

চল, দেবি, চল আমার আলয়ে,  
আমি নিত্য তোমা গন্ধ পুষ্প লয়ে  
করিব শুশ্রূষা ; হৃদয়েব স্নেহে  
হেরিব সন্তত, শুনিব ও স্নেহে

বীণা-বিনোদন বচন-রাশি ॥

কেন, ইন্দ্রপ্রিয়ে, এ কারা-মন্দিরে  
হুঃখে কর বাস, আমি মহিযাবে  
করি অছন্নর, রাখিব তোমা-রে  
আপন আলয়ে,—অশেষ প্রকারে

কবিব যখন তোমার লাগি ।

স্বামী গেলে বনে কাতর হৃদয়,  
তোমা কাছে পেলে তত্ব বিদ্য হর  
এ দম্ভ অন্তর—চল, স্মরেশ্বরী,  
আমার আলয়ে ; হে স্বর-সুন্দরি,

নিকটে তোমার ইহাই মাগি ॥”



শুনিল ইন্দ্রজায়া বাক্যোতে যুগল,  
“হায় রে সরলে তুই দৈত্যাকুল  
করিলি উজ্জল” করিলা বিশ্বয়ে,  
নেহারি সখনে, বাধিত হৃদয়ে

তরুণীর আঁর্প নয়নধর।

হেনকালে বতি চকিত চঞ্চল,  
( হরিণী যেমন কিরাঙুর দল  
হেরিলে নিকটে ) বলে, “ইন্দ্রপ্রিয়া,  
হের—দেখ—অই—চেড়ীদল নিয়া

এজিলা আসিছে বাঘিনী প্রায়,  
ইন্দ্রবালা, হায়, লুকা কোন স্থানে,  
এখনি দানবী বধিবে পবাণে;  
না জানি ললাটে আমার ( ঈ ) কি ঘটে  
মহেন্দ্র-বমণি, এ ঘোর সঙ্কটে

কি কবি, সত্তর কহ উপায় ?”

ইন্দ্রবালা ভয়ে, কাতর-বচনে,  
চাহি শচীমুখ কহে, “কি কাবণে  
লুকাইব আমি ? কেন, সুরেশ্বর,  
বধিবে আমায় দৈত্যেশ-সুন্দরী ?

কোন্ দোষে আমি দোষী গো তাঁয় ?”

উত্তর করিলা সুরেশ-বমণী,  
( তানপূরাতাবে যেন তারপনি )  
“মীনকেতু-জায়া, কি হেতু এ ভয়,  
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয় ?

নারিবে রক্তিতে আশ্রিতে তার ?  
বাও, লো চপলে, যেখানে অনল,  
রণজয়ী সুর—কহিও সকল,  
কৈও তাঁরে মম আশিস্ বচন,  
সত্তর হেথা করি আগমন

করুন দম্বল-বালা উদ্ধার ॥

থাক, অইখানে থাক ইন্দ্রবালা,  
কি ভয় তোমার ? কপটীর ছলা  
শিখ না কখন, মেঘ না হৃদয়ে  
পাপ-পঙ্ক চেন কোন (ও) প্রাণী ভয়ে,  
কপট-আচারে অনন্ত জালা ;

বাও কামবধু, প্রাণে যদি ভয়,  
লুকাইয়া থাক, শচী রতি নয়  
দানবী-রক্তারে নহে সে অস্থির,  
জাহ্নে সে সাহস এখন (ও) শচীর,

পারিবে রক্তিত এ ঢাকবালা ।”

লুকাইল রতি। হেরে ইন্দ্রজায়া,  
হেরে ইন্দ্রবালা। ( যেন প্রাণি-ছায়া )  
আসিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল,  
কিরণে জলিছে প্রহরণ জাল,

তাহু মাখি যেন তরঙ্গ-ধব

চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী  
মুহু-গজগতি—যেন কাদম্বিনী  
বিজলী পরিয়া করিছে নর্তন—  
জলিছে কবচ ভীম-দরশন,

হাতে প্রভাষিত শাণিত শব

চলেছে ত্রিজটা বিশাল-লোচনা,  
সিন্ধুরে কোটা ভালে বিভীষণা,  
ভীম ভন্ন হাতে—মদ-মত্ত করী  
ধায় যেন রঙ্গ শূণ্ড উড়ে ধরি—

ছলিছে লিবেণী চলিছে বামা

প্রচণ্ডা কপালী চলে খড়্গ তুলি,  
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি,  
চামুণ্ড-করতে অসি ধরশাণ,  
ধামলী-পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ,—

চলে মহা দম্বল শতেক বামা

চেড়ীদল সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে  
এজিলা সুন্দরী, লাবণ্য তরঙ্গে  
স্ববত্ত্ব উজলি, ধরে যেন অঙ্গে  
বিদ্যুত-লহরী—নয়ন অপাদে

খেলে কাগাকুট গবল-শিখা

নিকটে আসিয়া চিত্ত চমকিত,  
নেহারে এজিলা হইয়া স্তম্বিত,  
অমরার রাণী ইন্দ্রাণি-বদন,  
চাক দীপ্তিময় অতুল কিরণ

সুচিত্রে যেমন স্বপনে নি

কোথা রে ঐন্দিলে তোার বেশভূষা ?  
অভূষিত তহু জিনি চাক উধা  
ভাতিছে আপনি, প্রকাশিয়া বিভা  
তহু-শোভাকর, মনের প্রতিভা

উছলি হৃদয় জলিছে খু

হায় রে মলিন শশাক যেমন  
হেরি দিনমণি, দানবী তখন  
মলিন তেমন শচীর উদয়ে,  
ঈর্ষা-বিষদাহ জ্বলিগ হৃদয়ে

শচীরে নেহারি অদীর ঈ

ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে, চাহি ইন্দুবালা,  
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জ্বালা  
কহিলা—“দানবকুল-কলকিনি,  
বধু-বেশে তুই কালভূজিনী,  
বসিলি রিপূর চরণ-তলে ?

আমার কিঙ্করী,—তাব পদতলে  
স্থান নিলি তুই ? অশ্বর-মণ্ডলে  
অশ্রাব্য করিলি ঐন্দ্রিয়ার নাম,  
পূবাইলি হায়, শচী-মনস্বামী ?  
কি কব হৃদয়ে গরল জ্বলে ॥

এখনি মুছায়ে এ কলঙ্ক-মসী,  
ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি,  
কি বলিব হায় পুত্র-অম্ববোধ  
না দিলা লইতে সেই প্রতিশোধ

চেড়ী-হস্তে তোর বধিব প্রাণ ।”  
পরে ব্যঙ্গ-স্বরে বলিলা —“ঐন্দ্রাণি,  
জানিতাম তুমি অমরার রাণী,  
বাণিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে ?  
ইন্দ্রজ্ঞান শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে ?  
হায়, এ জিহব অপরূপ স্থান ।”

বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ  
শচী বক্ষঃস্থল করে নিরীক্ষণ,  
বন্ধন ছিড়িয়া ছুটিল কুন্তল;  
ধেন ফণা তুলি দোলে ফণিদল  
সুন্দরী-রমণী ক্রোধে কি কটু !

চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদ্রা,  
বান্ধি আনি দিতে বদ্রপাঁড়-জায়া,  
বান্ধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গনা,—  
ছুটিল কিঙ্করী করালবদন।

ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু ॥  
হেনকালে রণবেশে বৈশ্বানর,  
চপলার সনে আসিয়া সম্বর  
বলিলা শচীরে, জয়ন্ত কুমাংস,  
করতলে অসি ধরি ধরধার,  
নমিলা আসিয়া জননী-পদে ।

পুত্রে কোলে করি শচী সুলোচনা,  
বহ্নিরে তুষিলা, পীযুষ-তুলনা  
বচনে মধুর ; চাহি ইন্দুবালা  
অনলে কহিলা—“মম্বর এ বালা  
লয়ে কোন স্থানে রাখ বিপদে ।

বধিতে উহারে দানব-মহিলা  
দেখ দাঁড়াইয়া,”—বলি সুধাইলা  
চাহি পুত্রমুখ, কুশল সংবাদ,  
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আনন্দ  
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে ।

ইন্দ্রজ্ঞান-বাক্যে হয়ে অগ্রসব  
ইন্দুবালা-পার্শ্বে উগ্র বৈশ্বানব  
চলিলা তখনি, সতৃষ্ণ নয়নে  
হেরে দৈত্যবধু শচীর বদনে,  
কপোল বাহিয়া সলিল ঝরে ॥

দেখি ইন্দুবালা-বদন-মূল-  
হাব রে ধেমন নিদাঘের ফুল  
নব তকশিরে কিরণ তাপিত—  
পুবন্দর-জায়া শচী ব্যাকুলিত,  
হৃদয়ের বেগে দরিতে নারে ॥

ভাবিতে লাগিলা বৃদ্ধি আকিঞ্চন,  
“কি রূপে একাকী করিবে গমন  
চাক ইন্দুবালা ? এ চাকলতায়  
স্নেহনীরদানে কে পালিবে, হায় !  
কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তাব ?”

অগ্নি নিরুপমা সুরেশ-রমণী,  
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-মানসের মণি,  
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা  
কার চিত্তে শোভে, এ স্নেহ-মমতা  
বিপদবধুরে কে করে আব ?

জয়ন্ত শচীবে করি অন্নয়  
বুধাইলা কত—তাজি সে আলয়  
জুড়াতে সমুদ্র হৃদয়েব তাপ ;  
কহিলা “হা মাতঃ, এ দাসের পাণ  
ঘুচাও আদেশ করিরা দাসে,  
নাগ্নিহু বন্ধিতে নৈমিষে তোমায়,  
সে মনোবেদনা, জননি গো যার  
এ কাবাবন্ধন ঘুচালে তোমার ;  
আজ্ঞা কর মাতঃ, দহুজ-বামার  
দর্প চূর্ণ করি বাহিয়া পাশে ।”

দহুজ-রাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা,  
যথা বিস্মারিত ধনুকের ছিল  
ছিল এতক্ষণ ; সহসা তখন  
শাপটি দরিয়া তুলিলা ভীষণ  
চামুণ্ডার দীপ্ত ধর কৃপাণে ।

মনঃশীলাতলে শচী-তম্বু-ভাতি  
প্রভাষিত যেন চরণে আঘাতি  
সধনে তাহার, দাঁড়াইল বামা—  
নিশ্চল-সমরে যেন দ্বন্দ্ব স্ত্রীমা  
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট সনে ॥

হেরি ক্রোধে বহি জলিতে লাগিলা,  
জরত টকারে কোদণ্ডের ছিলা,  
লজ্জিত আবার ভাবে ভুই জনে  
বামা-অঙ্গে শর হানিবে কেমনে,  
কিরূপে দমন করে ভীমার ॥

আসি হেনকালে দাঁড়ায় সম্মুখে  
বীরভদ্র বীর বোমশক মুখে,  
হাতে মহাশূল, শিরে বহি জলে,  
শিব-আজ্ঞা শুনারে জরন্তু-অনলে,  
সত্বরে দৌড়ারে করে বিদার ॥

সঙ্গে করি শরে ইন্দ্র রমণীরে  
শিবদূত চলে; চলে দৌরে দৌরে  
শচী স্থলোচনা, জননীর মেহে  
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবাল্য-দেহে,  
কনক-ভূষণ সূক্ষ্মক বেষা ॥

হাসিল জিহ্বা শচীপদতলে  
জিহ্বা-কুসুম দলে দলে দলে  
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া  
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া  
চিহ্নিন তাহারে রাখিবে দেখা ॥

বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী  
চাহি জিহ্বাচারে “শুন রে দৈত্যানি,  
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া স্নেহশিখরে  
যত দিন বৃত্ত সমরে না হবে—  
অস্তরনিধন নিকট অতি ॥”

মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ  
শুন শিবদূত-নির্ঘোষ কর্ণশ  
তেমতি ঐন্দ্রিলা—রহিলা স্তম্ভিত,  
কে যেন চরণযুগলে জড়িত,  
করিয়া শূন্য গিবারে গতি ॥

## উনবিংশ সর্গ

গভীর ধরণীগর্ভ, পৃচ ভ্রমোমর  
নির্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,  
বিশ্বকর্মা-শিল্পশাল; ভীম শব্দ তার  
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ,  
প্রকাণ্ড মৃদঙ্গ-ধ্বনি কোটি কোটি যেন,  
পড়িছে আঘাতি শূন্য; নিনাদি বিকট—  
সহস্র বাহুকি-গর্জ জয়ধ্বন্য যথা  
দগ্ধ ধাতু-স্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।  
ধূম-বাপ্প-পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ  
সমুদ্রোপ-শিল্পশালা একত্রিত যেন  
হইলা গহ্বরে আসি; গাততর ধূম  
ভস্মরাশি; বাষ্পরাশি-দগ্ধ বায়ুস্তর  
উঠিছে নিখাস রোধি তীব্র ভ্রাণসহ,  
প্রবেশিলা পূবদ্বর সে কেন্দ্র গহ্বরে  
গইলা দবীচি-মস্থি। উচ্চ-স্তম্ভপরে  
দেখিলা জলিছে উজ্জ্বলি স্থগ-আভা,  
ভড়িৎ পিণ্ডের শিখা, দীপেব আকাবে  
উজলি ভূমধ্যদেশ। দেখিলা আলোকে—  
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তবমালা  
পাংগুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,  
বক্রগাত সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে  
মহী-দেহ, নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি  
যথা ঘনস্তর নানা আভাময়  
পশ্চিম গগনপ্রান্তে ভাহুরশ্মি ধরি।

কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি  
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে—শত শত যেন  
মহাকার অজগর পুছে পুছে বাঁধি  
ছুটিছে মহা জঠরে, কোনখানে শোভে  
শুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত-আলোকে  
আভাময়; রক্তবর্ণ তাম্রের শুবক  
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ-আকৃতি  
রক্ত-স্ববর্ণরাশি অন্ত ধাতুসহ  
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহী জঠরে,  
শোভাকর—শোভাকর যথা অন্ধকারে  
বিজলী উজ্জ্বল আভা কাদখিনী-কোলে!  
জলিছে ভূমি অকারন্তর কত দিকে,  
কোথাও বা শিখাময়, কোথা শুধি শুধি,

ছড়ায় বিকট জ্যোতিঃ যথা ধূমধ্বজ  
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত ভাব !  
পীতবর্ণ হরিতাল-সুপ কোন স্থানে  
পবে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি-খবতর ;  
কোথাও পারদ-রাশি হ্রদের আকারে ।  
কোথা শ্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায় ।

অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব  
অগ্নি-প্রজ্বলন-যন্ত্র যেন বা আগ্নেয়  
শৈলশ্রেণী সায়ি সায়ি বদন প্রসারি  
উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ !  
মিশেছে সে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক  
বিশাল লোহের নল শতদিক্ হ'তে—  
জরায়ু সহিত যথা গতিগী-জঠরে  
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কোশলে ।  
নলরাশি-অন্তর্মুখে প্রকাণ্ড ভীষণ  
উঠিছে পড়িছে জ্বালা, ধাতু বিনির্গত,  
ভয়ঙ্কর শব্দ করি—ছুটিছে পবন  
কভু ধীরগতি, কভু বোরতর বেগে ।  
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,  
প্রসারিত বক্ষোদেশ, বাহু লোহবৎ  
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লোহময়,  
ঘর্ষাক্ত ললাট-ঘর্ষ মুছি বাম-করে ।  
ঘুরিতেছে একবার শিল্পশাল যুড়ি,  
সংযোজিত পরস্পরে অদ্বুত কোশলে,  
লক্ষ লক্ষ লোহযন্ত্র সে চক্রেব সহ,  
শূন্য ঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মৃদগর,  
ছুটিছে শূন্য পুটে শত শত শ্রোতে  
বাহির হইছে নিত্য কত শুষ্করাশি  
ফটিক লাঞ্ছনা আভা—শোভে চারিদিকে,  
কখন বা বিশ্বকূৎ লোহচক্র ছাড়ি  
শর্শলা ধরিয়া হতে প্রচণ্ড আঘাতে  
ভেদিছে ভূধর-অঙ্গ, তখন সে ঘাতে  
শত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে  
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে  
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে ।  
কখন বা সুরশিল্পী খুলিছেন দ্বারে  
ধরা-অঙ্গে আগ্নেয় পর্বত আচ্ছাদন,  
শিল্পশাল-বহ্নি-ধূম বাষ্প নিবারিত,—  
গর্জিয়া গভীর মন্ত্রে তখন ভূধর  
উগারিছে অগ্নিরাশি পাণ্ডু ধাতু-স্রোত

কাপিতে কাপিতে ঘন, শূন্য ভয়ঙ্কর  
পরিপূর্ণ ধূমপ্রিত বহ্নি শিখায়,  
শিলাপূর্ণ ধাতুস্রাব ভয়-ববিধবে  
ভয়ভূত কত দেশ অবনীপুষ্ঠেতে,  
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে  
গঠে শিল্পী কত সেতু কত অট্টালিকা,  
প্রাচীর, দেউল, দুর্গপ্রকরণ কত,  
স্নৈতজ্ঞস্ব অস্ত্র, বর্ষ দেখিতে অভূত ।  
নিরবি চলিলা ইন্দ্র, সম্ভব আসিয়া  
দাঁড়াইলা শিল্পি-পাশে । বিশ্বকর্মা হেবি  
দেবেশ্র বাসবে হেথা কান্না দিলা শ্রমে ।  
মুছি ঘর্ষ আসি কাছে হইয়া প্রণত  
কহে সুবশিল্পিবাজ, "কি ভাণ্ডা আমাব,  
আমার এ ধূমশালে দেবেশ্র আপনি ?  
"সফল আয়াস মম এত দিনে দেব !"

এতক কহিয়া শচীনামে আগে আগে  
দেখায় চলিলা পথ, খুলিয়া অপূর্ণ  
অস্ত্রের অদৃশ্য ধাব রত্ন-গিরিদেহে,  
প্রবেশিলা ইন্দ্রসহ সুরম্য আলয়ে ।  
রজতনির্মিত গৃহ কাঞ্চকার্য্য চাক,  
গলিত কাঞ্চন, লোহ, তাম্র আদি ধাতু,  
মুহূর্ত্ত-ভিতরে তায় শলাকা বৃহৎ,  
স্বপ্ন স্মৃতিব তার ধাতু-পদ মানা  
গঠিত আপনা হ'তে গঠিত নিমেষে  
কন্তু মৃতি-সুবলনি গঠন হৃদয় ।  
শ্বেত ব্রহ্ম শিলাখণ্ডে কত স্থানে দেখা  
বিচিত্র স্বপ্ন মৃতি চাক অবয়ব,  
প্রাচীর-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে,  
খচিত কাঞ্চন, মণি, হীরক, প্রবাল,  
চাবি ধারে শুষ্করাশি ; চাক শোভাময়,  
চাক মৃতি চাবিদিকে স্বপ্নর ঝলসি  
কমনীয় বামাতল পুরুষ সঠাম,  
নিরুপম-হেম-মণি-রজতনির্মিত  
চলিতেছে, বসিতেছে, নর্ত্তন-বাদনে  
রত সধা ; সচেতন যেন বা সকলি ।  
কত রঙ্গে কত দিকে বাজিছে বাজনা  
ললিত মধুর স্বরে । কত অভূত  
রহস্ত বিশ্বময়র সে হৃদয়-ভিতরে ;  
কে বর্ণিতে পারে, হায়, দেব-শিল্পখেলা ।  
মতিত হীকথও সুবর্ণ-আসনে

বসাইলা আখণ্ডে—পার্শ্বে দাঁড়াইলা  
শিল্পগুরু, স্বধাইলা কি হেতু দেবেন্দ্র  
সে গহ্বরে ? কি মহৎ কার্য্য হেন তাঁব  
সুরেন্দ্র আপনি বাহা আসেন সাথিতে,  
উদ্দেশ্যে অবিলে আজ্ঞা সুসিদ্ধ বাহার ?

“হে বিশাই, দেবশিল্পি, শিল্পি-কুলেশ্বর  
সুনিপুণ !” কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি,—  
“কোথা স্বর্গ ? কোথা বসি অবির তোমায় ?  
বৃত্তাস্ত্র পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে  
স্ববপুত্রী । উদ্ধারিতে তার শিবাদেশে  
এ ধরণী-গর্ভে গতি মম ; না মবিবে  
দহুজ-চৈশ্বর অস্ত্র শরে, বজ্রগাণ  
হে কোশলি, করহ নির্মাণ দ্বা করি,  
এই অস্ত্র মহর্ষি দমোচি দিলা বাহা  
দেবেব মঙ্গলে তলু তালি আপনার ।  
লহ বিশ্বকর্ষ, অস্ত্র গঠ অচিরায়,  
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে,  
সংহাবাত্রিশূলতুল্য তেজ সে আয়ুধে,  
প্রলয়-বিষাণ-শব্দে হুকারিবে সদা ;  
ত্রিদিবে না হবে আর দানব-উৎপাত,  
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত ।”

শুনি হুঃখে দেবশিল্পী কহিলা—“সুরেশ,  
ত্রিদিব উদ্ধার নহে আজও ! হের দেধ  
সাজাইতে সে স্ববর্ণময়ী অমরায়  
করিয়া কতই যত্ন কতই গঠিহু  
সুভূষণ । এখনও দহুজ দগ্ধ করে  
সে নগরী ? এত শ্রম বিফল আমার ?  
পালিব আদেশে তব, সুরকুলপতি,  
ক্ষমা কর ক্ষণকাল ।” বলিয়া প্রাচীরে  
বসাইলা অতি ক্ষুদ্র রক্ত-কুকী,া,  
অমনি সূহেম-ঘট পূর্ণ হিমজলে,  
স্বর্ণ-থালে সুরস অমরবাণ্ড আহা !  
কে পারে বর্ণিতে কোথা আশ্র সুখাফল  
ক্ষিতিতলে ! রাখিলা বাসব-সন্নিধান ;  
কহিলা বিশাই—“তব অভ্যর্থনা, দেব,  
কি আতিথ্য সম্ভবে আমার ? দীন আমি,  
ভোগবতী-বারি এই—স্বাহ সুশীতল ।”  
সম্প্রীত আতিথ্যে স্বরীশ্বর শচীনাথ  
কহিলেন,—“হে শিল্পেশ্বর বিশ্বকর্ষ,  
সম্বল্ল করেছি আমি না ছুইব কিছু

পেয় ভোজ্য ত্রিগতে, ত্রিদিব উদ্ধার  
না হইলে,—নহিলে এখনি স্থখে আমি  
পূরাতাম অভিলাষ তব ; পূর্বপ্রীতি  
আতিথ্যে তোমার ।” শুনি আখণ্ড-ব্রত  
অস্থি লয়ে কণ্ঠশালে ফিরিলা সখর  
শিল্পিরাঞ্জ, পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে ।  
দিলা ঘুর্নাইয়া চক্ৰ,—স্বান্ স্বান্ ডাকি  
পড়িতে লাগিল জাঁতা, প্রবেশিল বাঘু  
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্রে খবতর তেজে  
যন্ত্রগর্ভ শিখার, মুহূর্ত্ত-ভিতরে  
অষ্ট জালায়ন্তে অষ্ট কটাহ বৃহৎ  
বসাইলা সুরশিল্পী ভোম ভুজবলে ;  
দিলা অষ্টধাতু তায় নৌহাদি কাঞ্চন ;  
দাঁড়াইলা শূন্য-পাশে শাপটি মুদার ।  
ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে  
অষ্টধারে একেবারে—দৃঢ় ভয়ঙ্কর,  
ঘন ঘন মুদারের প্রচণ্ড আঘাত  
পড়িতে লাগিল তার বধিরি শ্রবণ ।  
এইরূপে ধাতুস্রাব একত্র মিশায়ে,  
করি ভীম পিণ্ডাকৃতি শিল্পিকুলরাজ  
নিকশিল মহাধাতু অদ্বুত প্রকৃতি  
গলিত না হয় তাহা অত্যক্ষ অনলে  
সে ধাতু, দমীচি-অস্থি এক পাণ্ডে রাখি  
উত্তাপিলা বিশ্বকর্ষা দুরন্ত উত্তাপে  
ধরি তড়িতাপ-যন্ত্র, দুই কেন্দ্র ছাড়ি  
ছুটিল বিদ্যুৎস্রোত বিপুল তরঙ্গে  
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর ।  
কাপিতে লাগিল ধরা ঘন ভূকম্পনে,  
মাটিতে ছুটিল ঢেউ, উন্নত ভূধর  
ভুবিয়া হইল ব্রহ্ম ধরণী-অঙ্গেতে,—  
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমিষে ।  
অষ্টধাতু-পিণ্ডসহ সে পিণ্ড মিশায়ে  
মহাশিল্পী আরস্তিলা বজ্রের গঠন,  
প্রকাশি কোশলে যত নিপুণতা তাঁর ।  
সুরিণাল দণ্ডাকৃতি গঠিলা প্রথমে,  
পরে মধ্যগত স্থলকোণে বাঁকাইয়া  
পিটিয়া গঠিলা ফলা অপূর্ণ-মুরতি,  
দুই মুখ বিবিধ আকৃতি বিভাষণ  
পশাইলা অস্ত্র-অঙ্গে ভীম বহুবোণে  
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিদ্যুৎ-অনল

জলিতে লাগিল পৃষ্ঠে কলা তুলষণে ।  
গঠিলা হরিচন্দন-স্বকে করজাণ  
নহে দম্ব যে পাদপ তড়িৎ-উত্তাপে ;  
অগ্নিকোষ গঠিলা ভাংহাতে মনোহর ।  
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর  
যরযোগে দেবশিল্পী সহস্র অন্তরে,  
শ্যাকিলা অস্ত্রের দেহে, মৃতি নানাবিধ  
( চক্র, স্বর্ঘ্য, তারা, গ্রহ, সাগর, সুমেরু )  
অনল-রেখার দীপ্তি—জলিতে লাগিল ।  
শ্যাকিলা অমরোৎসব এক ফলাদেহে,  
পারিজাত-মালা পরি অমর-অঙ্গনা  
রক্ত মৃত্যু গীত-বায়ে, দেবতামণ্ডলী  
দেখিছে সহস্রচিত্র পাড়ারে অন্তরে ।  
শ্যাকিলা অস্ত্র কলকে, কৃতাস্ত-নগরী ;  
ভীষণ নরককুণ্ডে, পার্শ্বে যমদূত  
দণ্ড হাতে পাড়াইরা ভীম আবাতিছে  
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে, শ্যাকিলা কোথাও  
কৃভীপাক ঘোব হ্রদ, কোথাও ভীষণ  
উচ্ছ্বাস, নরককুণ্ডে প্রাণি-কলরব,  
বহিছে রুধির-হ্রদে তরঙ্গ কোথাও  
কোথাও শীতোষ্ণ কুণ্ডে কাঁপিছে পাতকী ।

সপ্ত দিবা-নিশাভাগ ব্যাপিত এরূপে  
শিল্পশালে দেবশিল্পী—অষ্টম দিবসে  
পূর্ণ-অবয়ব বজ্র-মৃতি সমাধিলা ।  
অস্ত্র গড়ি বিশ্বকর্মা সহাস্ত-বদনে  
কহিলা সুরেশে চাহি, “নিক্ষেপের প্রথা  
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান ।  
মধ্যভাগে এইরূপে দৃষ্টি আকর্ষিয়া  
কবজাণে ঢাকি কর ঘুরারে ঘুরারে  
ছাড়িতে হইবে ক্ষত, তখনি দস্তোলি  
( রিপু-দস্তাবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম )  
শত শাশি ক্ষণকালে ফিরিবে নিকটে ।”

হেনকালে অকস্মাৎ তিন দিক্ হ’তে  
দীপ্ত করি শিল্পশালা তিন মহাতেজঃ  
লোহিত ভ্রামল খেতবরণ হুন্দর,  
জলিতে জলিতে অস্ত্র-অঙ্গে প্রবেশিলা ।  
প্রাণিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি  
শরিরি বিধি, বিস্ত্র, হয়ে, তখনি গভীর  
গরজিলা ভীমনাদে, দস্তোলি ভীষণ ।  
দেবশিল্পী দম্বপ্রায় সে প্রথর তেজে

না পারি ধরিতে অস্ত্র এবে গুরুভার  
ছাড়ি দিলা অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন  
কাঁপিল ধরণী-কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে ।

মহানন্দে শচীনাত্ম নিরুপম দস্তোলি  
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে করিলা উদ্যম  
পরশিতে অস্ত্রবরে, বিশ্বকর্মা ভয়ে  
করষোড়ে পুরন্দরে নিবারণি কহিলা ;—  
“না নিক্ষেপ অস্ত্র দেব এ মর-আলয়ে,  
এখনি উৎসব হবে এ বিশাল পুরী,  
বহু পরিভ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয়  
এ সকল, হবে ভগ্ন ব’জ্র নিক্ষেপে ।

নিরস্ত বিশাই-বাক্যে, দেবকুলপতি  
শরীর, আশীর্বাদ করিলা তাহারে  
আনন্দ অন্তরে শীত্ৰ ছাড়ি কেন্দ্র-গুহা  
বজ্র লয়ে শূন্যপথে আরোহিলা পুনঃ ।

## বিংশ সর্গ

বাজিল দুঃখিত রণ-নাদে,  
অস্ত্র অমর উন্নত সে নাদে,  
ছাড়ি সিংহনাদ ছাড়ি হৃৎকার,  
চলে দৈত্যসেনা-দল অনিবার,  
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ-কাছে ।

ঘনস্তর যথা গগনমণ্ডলে  
বায়ুমুখে গর্জি মহাবেগে চলে,  
চলে দৈত্যসেনা বোজন বিস্তার,  
ছুই পক্ষে ছুই বাহিনী প্রসার,  
মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল ।

সুসজ্জ সমরসাজে বীরবর  
চলে রুদ্ধপীড় মহা ধ্বংসর,  
চলে ভীম ধনু সঘনে টঙ্কারি ;  
ছুই পক্ষ-নেতা, ছুই অমরারি—  
কালভদ্র-বীর হুন্দরাসুর ।

চলেছে বাহিনী অগ্রবর্তী সেনা  
অস্ত্রমুখে ঘন অনলের ফেনা,  
হতেছে নির্গত বলকে বলকে  
বহি তাল ভাল পলকে পলকে  
ছুটিছে নিশিগ্ধ নক্ষত্র প্রায় ।

হেষ্টি দেবদল তাকি দুই দলে  
জয়ন্ত অনল আদেশেতে চলে ।  
ঘন ধনুর্ঘোষ ঘোষ সিংহনাদ,  
দেবতত্ত্ব দীপ্ত কিরণের বাঁধ

তিমির-তরঙ্গে যেন ডেটিছে ।

অগ্নি অগ্নিময় চাপ ধবি করে,  
দৈত্যসেনাপরে শরবৃষ্টি করে ;  
বহ্নি-বৃষ্টি দেখিতে ভীষণ,  
অগ্নস্ত-কান্দুকে বাণ বরিষণ  
যেন বা করকা মেঘে ঝরিছে ।

ক্রমে অগ্নসর দুই মহাবল,  
মহাশব্দে যেন ধায় জলদল,  
বক্রণ বখন আপনি সারথি,  
মহাসিন্ধু-বারি শতচক্রে মথি,  
শতচক্র রথ চালান বেগে ।

মিলিল দুদল,—দুই মহানদ  
মিলে যেন রঙ্গে কুটিরা উদ্গদ,  
ফেন রাশি রাশি ভরঙ্গে তরঙ্গে  
ছুটে কোলাহলি দুই নদ-অঙ্গে  
দু'নদ বিস্তার সমূহ জুড়ি ।

শিজির-নির্ঘোষ ঘম ঘম ঘল,  
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ,  
সেনার গর্জন, তুরী শঙ্খ-নাদ,  
বথচক্রধনি, অশ্ব-হ্রেষা-নাদ,  
বিপুল তুমুল সমর-শ্রোতে ।

শূলি-ধুমজালে গগন আচ্ছন্ন  
রথচক্রে অশ্ব-দুরিতে উৎসন্ন  
অমরা নগরী, ঘোর অন্ধকার  
দৃষ্টি নাহি চলে দীপ্ত-অস্ত্রধার  
চমকে চমকে নয়ন ধাঁধে ।

ছোটে কদম্পীড়-রথ ভয়ঙ্কর,  
ভীমরুদ্রমুষ্টি ভীম ধরজে ধার—  
ছোটে জয়ন্তের অরুণ সন্ধান,  
ছোটে বহ্নিবথ ঘোরদরশন  
শূলিক ছড়ায়ে যোজন পথ ।

কালভদ্র কৃষ্ণ-তুরঙ্গ-উপরে  
মহাগর্জ ক'রে কিরিছে সমরে,  
সন্ধান অস্তুর ভীষণ করাল ;  
ঘোর গদা হাতে জিনি তরু শাল,  
কিরিছে উদ্গত মাতঙ্গবৎ ।

পড়ে সৈন্ত সংখ্যা অগণন,  
শত্রুস্তম্ভরাশি আঘ্রাণে যেমন  
কৃষকের অস্ত্র-আঘাতে লুটিয়া  
পড়ে শত্রুক্ষেত্রে ভূতল ছাইয়া  
খেলাইয়া ঢেউ ধরণী-অঙ্গে ।

শালবনে কিংবা যথা পত্রকুল,  
উড়িয়া পবনে উত্তাপে আকুল,  
নিদাঘ-আরম্ভে পড়ে রাশি রাশি  
নীরস, পিঙ্গল বরণ প্রকাশি  
যোজন-বিস্তার অবগা ঢাকি !

পড়ে দেবসেনা ধরে ধরে ধরে—  
পুষ্পরাশি যেন রণস্থল'পরে  
কিংবা বহ্নিগর্ত বাকি শূন্যে উঠি  
শূন্যপথে যেন তাকি পড়ে লুটি  
ছড়ায়ে সহস্র কিরণকণা ,

ভীষণ সমর-হত্যাশন জলে  
অমরা-ভিতরে স্থলে স্থলে স্থলে  
যোঝে দলে দলে দেবতা অস্ত্রব,  
রণভেজে ঘন কাঁপে সুরপূব,  
ঘোর আভয়, বীৰ-আঠাব ।

স্মরক-শিখরে চপলা চাহিয়া  
দেখাইছে শচী অঙ্গুলি তুলিয়া  
“হের লো চপলে কিবা ভয়ঙ্কর  
রণ আইখানে—কি ঘোব ঘর্ঘর—  
একাদশ কদ্র যুঝে ওখানে ।

ভৈরব-বিক্রমে যুঝিছে দানব,  
মহাগর্জ ধরি—মুখে ভোমরব—  
হানিছে চোদিকে, পড়িছে অমর,  
কোন্ বীর, রতি, আই খজাধর,  
ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে যেন ?

সরু অঙ্গে ঝরে কদ্র-প্রবাহ,  
সরু অঙ্গে জলে প্রহরণ-দাহ,  
তবু যুঝে একা একাদশ মলে  
মত্তহস্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে—  
অমর-বাহিনী দেখে পলায় ।”

চাক ইন্দ্রবালা সরলা স্তম্ভরী  
স্থধিলা—“ইচ্ছাণি বল গো কি করি,  
এ ঘোর আঁধার-শব-ধুমম  
শূন্যপথে দৃষ্টি কিরূপেতে হয়,  
কিরূপে দেখিতে পাও বা দূরে ?

আমি ত কিছুই নারি নিরখিতে,  
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে  
হেরি অন্তজালা, শুনি কোলাহল  
এতদূরে যেন চলে সিঁদুজল

উখলি হিল্লোলে অনন্ত পথে ।”

এটা বুঝাইলা দানববালায়  
দেবচক্ষু বিনা দেখিতে না পায়  
ধুমাস্ত্র দেশে, কিবা তমসায়,  
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবভায়,  
দানব-মানব-নয়ন স্থল ।

কহিছে শতীবে মদনের প্রিয়া  
কালভঙ্গ-দৈত্য-বীৰ্য্য বাখানিয়া,  
হেনকালে রৌদ্র অজ-রক্ত শর  
ধিকণ্ড করিয়া গজা খরতর

বিল্ডে কক্ষদেশে আঘাত তায়,  
অস্থি ব্যথায় পড়িল অস্থি,—  
একাদশ রথচক্র, অশ্বক্ষুব  
মূক করি স্বর্গ তখনি ছুটিল,  
খেদায়ে দহুজ-বাহিনী চলিল,

কালভঙ্গে বধি শাপিত শরে,  
হেবি রক্তপীড় তগ্ন নিজ দল  
চালাইলা রথ—অমরা চক্ল,  
মহাগোর শব্দে কোদণ্ডে টঙ্কার,  
বাণে বাণে সাজাইল হার

ভূজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে ।

হৃদয়ে কহিয়া পশ্চাতে থাকিতে,  
গিল বিশিখ ছাড়িতে ছাড়িতে,  
কদগণে গিয়া অগ্নে আঙুলিলা  
হিহুঁহুঃ গুণে বাণ বসাইলা—

যেন লক্ষ শর একত্র ছাড়ে !

শাটিয়া নিমেষে রথের ধ্বজানী,  
থচক্র, নেমি, অশ্বের বন্ধনী,  
একাদশ কজ নিমেষে নীরব,  
করিতে সুনন্দ নিবারিলা পথ,

পড়ে রক্তগণ ঘোব বিপদে,  
খে বাণবৃষ্টি বাণবৃষ্টি পিঠে,  
কত অন্ধকার নাহি চলে দিঠে,  
হে শতধারে অমর-শোণিত,  
পূর্ণ সৃগন্ধি সৌরভ-পূরিত,

অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর ।

জয়ন্ত কহিলা “হের বৈখানর,  
বুত্রসুত-শরে দেহ জরজর,  
রক্ত একাদশ—পশ্চাতে সুনন্দ—  
না পারে দানবে করিতে দমন,

অস্থি শরীর অস্থি-তেজে ।”

শুনি অগ্নি বেগে চালাইলা রথ,  
চক্রের স্বর্ণে অগ্নিময় পথ,  
সর্ব-অঙ্গে দীপ্ত ফুলিঙ্গ ছুটিল,  
নলবনে যেন দাবাগ্নি পশিল,

ভেমতি জোখিত অনল-বেশ ,

চারিদিকে দৈত্যাদেনা পড়ে অবি  
চোথো চোথো শবে, স্তম্ভীকৃত কর্তব্যী—  
আশাতে যেমন পড়ে নলবন,  
দহুজ-চমুতে অনল তেমন

করিছে নিবন দহুজ-বাশি ,

দেখিতে দেখিতে ভীম হতাশন  
দৈত্য-চমু হুমি নিবাবি সুনন্দ,  
দাড়াইলা গিয়া কজগণ-আগে,  
কালাগ্নির তেজে , ভয়ঙ্কর রাগে  
বহি-রক্তপীড়ে তুমুল বণ ।

কহিলা হুকারি দহুজকুমাব—

“বৈখানর, শিখা দেখিব এবাব,

বুঝবে এবার বুজের তনয়

সমরে না জানে জীবনেষ ভয়,

এ ভূজদণ্ডের সামর্থ্য কত ।”

বলি শরে শরে কৈলা অন্ধকার,  
ছাড়িতে লাগিলা বিকট হুকার ,  
কোদণ্ড-টঙ্কার নিমিষে নিমিষে,  
বাণের গর্জনে স্তম্ভ করি দিশে

ধ্বির করিল শ্রবণমূল ।

অনল তৎপর সে আশুগঞ্জাল  
এড়াইলা, বথ রাপি ক্ষণকাল,  
শর লক্ষ্য-স্থান অস্তরে আদিয়া,  
আবার স্বর্ষর নির্ঘোষে ঘুরিয়া

বিজলী-গর্ভিতে অতি নিকটে,

ফিরিলা নিমিষে জোখে হতাশন,  
না করিতে লক্ষ্য দহুজ-নন্দন,  
দীপ্ত অসি ধরি, লক্ষ্য ছাড়ি রথ,  
রক্তপীড়-রথে অবে জালাবৎ

হানি দীপ্ত অসি করিল নাশ ;



শতগুণ করি ফেলিল শতাব্দ—  
নেমি, নাভি, ধুব, ধ্বজ, রথ-অঙ্গ,  
ভীম অসি-বাতে—বিনাশিরা স্তব,  
উঠি ভয় রণে লক্ষ দিরা ক্ষত  
রুদ্রপীড়-ধনু বিখণ্ড করি ;

হানিবারে যায় বক্ষঃস্থলে তার,  
মহা জ্যোতির্ময় তীত্র তরবার,  
হেনকালে দৈত্যস্রুত স্রুতর  
ছাড়ি নিজরথ রথেতে শত্রুর  
উঠিল বেগেতে প্রলম্ব ছাড়ি।

পদাঘাতে স্ততে ফেলিয়া অস্তরে,  
নিজে রশ্মি ধরি ঘোর বেগভরে  
চালাইলা রথ কিছু দূবে গিয়া  
রাখিলা স্তনন চরণে চাপিয়া  
ধরিলা অশ্বের রশ্মি-ভোর ;

নিলা অনলের ধর্মসীমা তুণ  
কাম্বুর্কে বসারে দিব্য নব গুণ  
গর্জিতে লাগিলা ভূজধেব প্রায়  
লক্ষ লক্ষ শর অনলের গায়  
ক্ষিপ্তপ্রস্থে ক্ষণে নিমিষে ফেলি।

“সাঁধু রুদ্রপীড়—ধনু মহাবল”  
ছাড়িল হুকার দানবের দল ;  
শরেতে অস্থির শুর বৈশ্বানব,  
ভয়রথ’পরে ক্রোধে থর থব  
না পারি রোধিতে অরাতি-বাণ।

ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে  
জয়ন্ত সুরথী পল না পড়িতে  
ছুটাইল রথ কুবের দুর্কার,  
ছুটাইল রথ অশ্বিনীকুমার,  
অনল-সহায়ে বিজলী-বেগে।

হেন কালে বৃজাস্রব স্তনিপুণ  
মহাধর্মুর্ধ্ব কর্ণে টানি গুণ,  
হানে ভয়ঙ্কর স্মৃশাগিত বাণ,  
হস্তাশন-কণ্ঠ করিয়া সন্ধান  
বিক্রিল সে শর করিয়া লক্ষ্য।

জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,  
ঘেরি বহিরে কাছে আসি গুঁর,  
বিশিখ জ্বলনে অস্থির অনল  
কহিলা—“বীরেশ ঐজি মহাবল,  
দেও তব রথ জানাই দৈত্যে—

বহির কি তেজ!” প্রবোধিলা সবে  
“এস মহাভাগ ক্ষণ শান্তি ল’তে,  
এ যাতনা তব হ’লে কিছু দূর  
রণে এস পুনঃ, বৃজাস্রব কুর  
যুঝিলা আমরা রোধিবে রণে।”

বলি ইজ্ঞাঅজ্ঞ বথে বৈশ্বানরে  
তুলিলা সকলে, রাখিলা অন্তরে  
সমরে ফিরিলা—জয়ন্ত সুরথীর  
কুবেরের রথে দুই মহাবীর  
অশ্বিনীকুমার অথেষ্টে চলে।

দহুজননন বহিরে বিমুখি—  
মহাদর্পে ছাড়ে—অন্তরেতে সুরথী—  
তীর শরজাল দেবসেনা’পরে,  
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিক্রিছে সে শরে  
অমরবাহিনী দহি যাতনে।

জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,  
রুদ্রপীড়-রথ ঘেরিল আবার ;  
আবার বাজিল সমর তুমুল  
ভীম অস্ত্রাঘাতে ক্ষুর সৈন্যকুল,  
শরে ছলছল সমরস্থল।

বেগে লক্ষ দিরা কুবের তখন  
গমা ঘূরাইয়া করিল গমন,  
উড়াইয়া শবে শুক পত্রাকারে  
বর্ণবাণুগতি পদার প্রহারে,  
পদভরে ঘন কাপে ত্রিদিব।

সমরস্থল অশ্বরকুমার  
ছাড়ি ধর্মুর্ধ্ব, ছাড়ি হুকার,  
দাঁড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি,  
কুবেরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি  
বেগে ছাড়ি দিলা বিপুল তেজ্জৈ,

বিক্রিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে,  
দারুণ প্রহারে শ্বাস নাহি চলে,  
পড়িল ধমেশ হয়ে হতচিত,  
জয়ন্ত-স্তনন ছুটিল বরিত,  
ধনেশ্বরে ঐজি তুলিলা রণে।

শিঞ্জিনী টানিয়া আকর্ষিলা বাণ,  
দহুজনননে করিয়া সন্ধান—  
শচী নিরখিরা আতঙ্কে উভলা,  
কহে তীতঘরে “হের লো চণ্ডা,  
বাণ শীঘ্রগতি নিবার স্ততে ;

না প্রবেশে রণে রুদ্রপীড়-সনে,  
মহাধনুর্ধর দহুজ-নন্দনে  
নাবিবে সংগ্রামে করিতে বাঁধন,  
যার হাতে হারে দেব হত্যাশন,

তার সনে একা বসিতে যায় ।

নিবার নিবার নিবার চপলে,  
বাও ক্ষতগতি যাও রণস্থলে,  
বাজিল হৃদয়ে শেলসম বাধা,  
পড়ে যদি পুত্র পড়েছিল বধা

নৈমিষ-অরণ্যে দানবাবাতে ।”

চপলা চলিলা স্বেচন-গতি  
দেবদূত-বেশে বধা দেবরথী ।  
কহে ইন্দ্রবালা “হাঁয়, ইঞ্জপ্রিয়া,  
তব বাক্যে, সতি, কীদে মম হিয়া,

কেন প্রাণনাথ হেন নিরদয় ?

কহ চপলাবে আনিতে এখানে,  
দুর্গাতে এ ভয় তোমার পবাণে,  
পুত্র আনি কাছে পুণ্ডরজার,  
দুর্নিবারে পাবি তব চিত্তমার,

আমার (ই) হৃদয়-বেদনা-বেগে ।

হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমার,  
বাধা দেও কেন অস্ত্রে পুনরায় ।”  
বলি অশ্রুজলে বক্স ভিজাইলা,  
দেবদূত-বেশে এখানে চপলা

বাসব-কুমারে সম্ভাবি কর—

“রণে ক্ষান্ত হও, সুরেশ-নন্দন,  
সহিতে নাহিবে ভীম প্রহরণ  
রুদ্রপীড়-হাতে, জননী-আদেশ,  
একাকী সমরে করো না প্রবেশ,

বিধো না তাঁহার হৃদয়ে শেল ।

একাকী যে বীর নিবাসে সমরে,  
একাদশ কল্প বক্ষ বৈখানবে,  
তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে ?  
শও অস্ত্র স্থানে এ রথ সুরিতে ;

কুবের অনলে স্নহ কর ?”

গলিয়া তখন হৈলা অদর্শন,  
শনি দূতমুখে জননী-বচন,  
জয় হৃদয়েতে ফিরাইলা রথ  
তাঁজি ধনুর্ধর—ধরি অস্ত্র পথ

কুবেরে লইয়া অনল-পাশে ।

জরজন্তে বিমুগ্ধ দেখি বৃত্তসূত,  
ঘোব সিংহনাদে—শিকা অদভূত,  
অযুত অযুত শব নিক্ষেপিলা,  
দেবচমু বাতি বধে তুলি নিলা

আপন সারথি, নিষদ, ধত ।

মথিতে লাগিলা স্রবসেনাদল—  
বাডবাগ্নি যেন দহি রমাতল  
জলজন্তুকুল আকুল করিয়া  
ভ্রমে সিঙ্গুগর্ভে ছুটিয়া ছুটিয়া

হুবন্ত প্রচণ্ড ভীষণ দাপে—

অদূরে দেখিলা অধিনীকুমার  
যুগিছে অবাধে বিক্রমে দুর্বার,  
দিব্য অখোপরে দেব দুই জন  
হানিছে রূপাণ স্তম্ভীক ভীষণ

লঙভঙ করি দহুজদল ।

তখন দৈত্যেশ-সুত মহাবলী  
আদেশে সাবধি সুরাসুরে দলি  
চলাইলা রথ বর্ষর নিনাদে  
বেগে সেই দিকে,—রুদ্রপীড় সাধে

ধবিলা কামুক উদ্ধারি গুণ ।

চক্ষের পলকে লক্ষ্য কবি স্থির,  
দুই তীক্ষ্ণ শব নিক্ষেপিলা বীর,  
নিক্ষেপিলা পুনঃ আব দুই শর,  
নিমেষ না কেলি কাঁপে থর থর

পড়ে দেব-অশ্ব আবোহী সহ ।

ভীষণ হুকার ছাড়ে দৈত্যদল,  
ভঙ্গ দিল-রণে অমরের বল ;  
পক্ষাতে চলিল দানবের সেনা  
( বস্ত্রা যেন চলে বকে করি ফেনা )

দহুজনন্দন, সন্দন বীর ।

ধায় বণমন্ত কেশবী যেমন  
ছাড়ি সিংহনাদ ভীষণ গর্জনে,  
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিনী  
প্রাচীর-বাহিবে তাড়িত তখন,  
লতা-পত্র যথা ঝটিকা-মুখে ।

দেববাহু ভেদ কবি মত্তগতি  
চলে দৈত্য-সেনা চলে দৈত্য-বথী ;  
বণকোত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল,  
বধা চলে বেগে ভটিনী-সলিল  
তরল-আঘাতে ভাঙিলে কুল ।

শচী সুরেশ্বর শিখর-উপবে  
হেবে সেনাভঙ্গ কাতব অন্তবে ;  
কদলীড় বীণা হেবে চমকিত  
চাহে দৈত্যবধু-বদনে স্পিত,  
বৃত্তিতে তাহাব জ্বলন্তভাব ।

তেমতি বিমর্ষভাবেতে সরলা  
দেখিলা ভাবিছে—তেমতি উতলা,  
কহিলা ইন্দ্রাণী “এ কি দেখি ভাব,  
চাক ইন্দ্রাবালা, পতির প্রভাব  
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ ।

আমার তনয় হইলে এখনি,  
ভাবিতাম ওরে জগতের মণি,  
কি বীণা সাহস কি শিক্ষা-কোশল ।  
একা হাবাইল ত্রিশশেন দল,  
শত্রু বটে, ধঙ্গ বীব বাখানি !”

ইন্দ্রাবালা অঞ্জে ফেলি দরদব  
কহে “সুরেশ্বর, কাঁদিছে অস্তব,  
নাহি চাহি আমি প্রভাব প্রতাপ,  
পরানে না সছে এ ঘোর উত্তাপ,  
ইন্দ্রপ্রিয়া, হায়, অভয় দেহ—

না দিব ঘটতে কোন অমঙ্গল  
প্রিয়ের আমার—হে শচি, সখল  
একমাত্র আই এই দুঃখিনীর !  
আমার (ই) অদৃষ্ট-দোষে হেন বীব,  
না জানি কপালে কি আছে শেষে ।”

কহে ইন্দ্রজায়া “ললাট-লিখন  
অরে ইন্দ্রাবালা, কে কবে খণ্ডন ?  
চিন্তা নাহি কর কি আশঙ্কা তব ?  
ইন্দ্র নাহি হেথা, সাধি, তব ধব  
বাসব-অভাবে অমব হেন !”

হেথা কদলীড় গজিছে ভীষণ,  
সমর-প্রাক্ষণে দেবরথিগণ  
দূর হ’তে তাঁয় কৈলা দরশন ;—  
কার্তিকেশ্বর সূর্য্য বরণ পবন,  
দেখিলা অগ্নির শতাক্ষ ধ্বজ ।

বুঝিলা তখনই পূর্ণধারে রণ  
হইলা কিরণ ; জয়ন্ত তখন  
অখিনীকুমারে কুববে অনলে  
সংহতি লইয়া আইলা সে স্থলে  
বিবরিলা রণবারতা বজ ।

সুররথিগণ শুনি চিন্তাকুল—  
বৃদ্ধ, বৃদ্ধস্বত করিলা আকুল  
অমর-সেনানী, কিরণে উজ্জ্বল  
সে দৌহার হাতে হইবে আবার,  
পিতাপুত্রে দৌহে অজ্ঞেয় রণে ।

কহিলা ভাস্কর—“শুন দেবগণ,  
বিনা ইন্দ্র যদি সমরে নিধন  
না হবে ইহারা—কি হেতু হে তবে  
এ দাক্ষণ ক্রেশ এ ঘোর আহবে ?  
ইন্দ্র লাগি সবে বিরত হও ।

নতুবা যতপি রাখ মম কথা,  
করহ সমন ধবি অস্ত্র প্রণা,  
তাজি ধনুর্ধার, বাহন, অশ্বদল,  
নিজ নিজ তেজ কবহ দারণ  
প্রলয়ের মুষ্টি ধেকপ যার ।

ষাদশ প্রচণ্ডরূপে জলি আমি,  
জলুন কাগারি-বেশে বহিষ্ণামী,  
প্রলয়-প্রাবন ছুটান বাবীশ,  
পবন উড়ান রাডে দশ দিশ,  
দেখি কি না দৈত্য-নিধন হয় ।”

সূর্য্য-বাক্যে বাণু ছুটিতে উজ্জত,  
সিদ্ধপতি তারে করিলা বিবত,  
কহিলা “কি কহ, ওহে প্রতাকব,  
দহুজে নাশিতে তেজ বিষহব  
প্রকাশি ত্রফাও করিবে লয় ?

নাশিবে নিখিল পরাগির প্রাণ  
নাশিতে দুজনে ? কবিবে আশান  
বিখ-চবাচর ? কং কি উচিত  
দেবের এ কাজ ?” “না জানি কি হিত,  
জানি কেহ দণ্ড” কহিলা রবি ।

হেনকালে শূন্তে ভৈরব-নির্ঘোষ  
কোদণ্ডটকারে যুড়ি শত ক্রোশ  
ঘন সিংহনাদে পুরে শূন্ত দূর  
ঘন সিংহনাদে পুরে সুরপুর  
অমর দানব শূন্তেতে চার,

দেখে ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া  
শোভে মেঘশিরে ছলিরা ছলিরা  
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,  
মস্তক বেড়িরে কিরণমণ্ডল,  
চির-পরিচিত সুনীল তনু ।

পরশিলা ইন্দ্র অমরা আবার  
কত কল্প পরে করিতে সংহার  
ব্রহ্ম মহাসুর, দিলা আলিঙ্গন  
স্ববধিগণে পুলকিত মন,

দেব শচীপতি অমরনাথ ।

চর্ষে সিংহনাদ দেবদৈত্যদলে  
অমরনগরী স্তব্ব কোলাহলে,  
সহস্র বদন চাহিয়া চপলা  
কহে শচী "সখী গেল চিত্তমলা,  
জুড়াল হৃদয় নয়ন মন ।"

বলি অকস্মাৎ চাহি ইন্দ্রবালা  
মলিন-বদনে শচী শিহবিলে  
সে অশ্রু নয়ন ফিরাতে তখন  
চপলাব সনে বিবিধ কথন  
কহিতে লাগিলা সুরেশ-রমা ।

## একবিংশ সর্গ

কৈলাসে নগেন্দ্রবালা জানিলা যখন  
পুণ্ডরজ্ঞা-শচী-বন্ধু লক্ষ্য করি  
ঐক্লিলা তুলিলা পদ,—দিলিা চরণে  
পোলোমীর প্রতিবিম্ব চাক আভাষয়  
কিরণে আকৃত স্বর্ণ-মনঃশিলাতলে,  
বাস্পবিন্দু নৈত্রকোণে, জয়রে সঞ্চোপি  
কহিতে লাগিলা মহামায়া মুহূর্ত্তরে ;—  
'জয়া রে, কি হেতু বল জগতীমণ্ডলে  
পর-চিন্তে পীড়া দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন  
শিলাদ্বীপ না ভাবে দুঃখ, না চিন্তে মানসে  
কি দারুণ ব্যথা প্রাণে তাব, পরদন্তে  
পীড়িত যে জন । হায়, সখি মনস্তাপ  
কতই এখন ভুঞ্জে শচী—মনস্বিনী  
চেননরূপিণী চিন্তাময়ী ? শুন জয়া,  
চেন চিন্তাজালা নিত্য ভুঞ্জে যে পবাণী,  
সেই বৃক্ক নররক্তে কেন নিরন্তর  
আর্দ্রত্ব মহীতল ; কি মহা পীড়ন  
এজগতে, দন্ত, ধ্বংস, দর্প ভুজ্বলে ?  
এত দিনে ইন্দ্রজায়া বৃষ্ণিল রে জয়া,  
বিজিতের হৃদিদাহ কিবা বিধময়  
কি বিষম কালকটু-জালা অধীনতা !

হে সখিনি, তুমিও বৃষ্ণিল এখন সে  
ভরকরী নাম ধরি কেন কালে কালে  
করাল কালিকা-রূপে আবিভূতা উমা ।"  
কহিতে কহিতে চিত্ত ঈষৎ চঞ্চল,  
কহিলেন, ক্রোধান্বরে মহাকাল-জায়া  
জীবদন্ত-সংহারিণী—“এ দন্ত তাহাব  
থাকিত কি এতক্ষণ ? দানবী ঐক্লিলা  
এই দন্তে জানিত সে ভীম-ভামিনীর  
বীৰ্য্য কিবা ! চণ্ডবিলাসিনী চণ্ডীরোব ।  
রে ভৈরবী, কি কব সে ইন্দ্রে অগোরব  
আমি যদি গুঞ্জে বাদি দণ্ডি সে বামারে ।"

এত কহি ভবানী ভাবিয়া ক্ষণকাল  
ভাজিয়া কৈলাসপূর্বী শূন্তে প্রবেশিল ;  
বিশ্ব-কেন্দ্র-মধ্যভাগে যথা ব্রহ্মলোক  
উত্তরিল। ব্রহ্মময়ী ইবহৃদগতি,  
দেখিলা সে মহাশূন্তে, অনন্ত ব্যাপিরা,  
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পবিত্র  
ব্রহ্মার পূর্ব প্রান্তবেণা—শোভাময়  
অজুত আলোকে ! নীল আনুরের কোলে  
নিরন্তর পেলে যেন ভাসুর হিলোলে,  
বিবিধ স্তবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া  
দেখিলা ভৈবব-কান্তা । সে বিশ্ব-প্রদেশে  
কর্কট, দানব কিংবা সিদ্ধ দেবঘোষিনি  
ব্যোমচর প্রাণি যোবা আইসে দেখানে,  
লমে ভুলি শূন্যপথ, প্রথমি তপুনি  
ষায় দূরে উচ্চেতে উচ্চারি পাতা-নাম,  
ভক্তি-পুলকিত কলেবর । চাবিদিকে  
ধোরি, সে মহামণ্ডল কিরণপূরিত—  
পার্শ্বে নিম্ন উর্দ্ধদেশে অপূর্ণ সুবতি !  
নবীন ব্রহ্মাণ্ডবাজি সতত নির্গত ।  
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে  
সে একাণ্ডকুল-গতি অকল শূন্তেতে  
কত দিকে কতরূপে কত শোভাময় ।  
ভেদি সে ভাস্করমণ্ডল, প্রবেশিলা সত্য,  
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক-মধ্যভাগে ।  
দেখিলা সেখানে, সৌম্যশূন্য মহাসিদ্ধ  
সদৃশ বিস্তার স্রোতঃ-পাবাবার ঘোব  
সদা তরঙ্গিত—স্বর্ণমাণ উর্ধ্বাশি  
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে  
বিধাতার আসন ঘেরিয়া । নির্মলিকার,

নির্দ্বাণ নির্জ্যোতিঃ, আভাহীন তাপশুভ্র ;  
 সে ধোঁতে উর্ধ্বির সিক্ত ! উর্দ্ধদেশে তার  
 বাষ্পরাশি স্ফুটতম মণ্ডলে মণ্ডলে—  
 বধা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার ,  
 ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,  
 অচিন্ত্য কবি-কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী  
 • আবর্ত-ভিতরে কোটি আবর্ত ঘেন বা !  
 জনমি তাহার মুহূ আলোকমণ্ডল  
 ব্যাপিছে অনন্ত তরু—কেদ্র আভাসময় ,  
 আভাসময় স্ফুটতব তরল কিরণ  
 সে কেন্দ্রের চারিধারে , দূরতব বত,  
 তত গাঢ় দৃঢ়তর পরমাগুরু  
 বায়ু, বহিঃ, ধাতু, মৃৎপিণ্ডরূপে ।  
 ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ডকলাপ  
 সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র-আকারে  
 নানা বর্ণ, নানাভাষা—অপূর্ণ নিনাদে  
 পুরিয়া অধরদেশ , কোথাও ছুটিছে  
 মনোহর দহুজ-ভুবন মোহনময় ।  
 বিরাজে সে উর্ধ্বময় অকূল অর্ণবে  
 বিধির স্ফলনাসন—অচিন্ত্য নিগমে !  
 চারিধারে সে আসন বেরি নিবন্তরু  
 ছুটিছে তরঙ্গমালা নুটিতে নুটিতে  
 উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দ খেলার  
 হেন ক্রৌড়বদে রত সে তরঙ্গরাজি  
 খেলিছে আসন-পার্শ্বে ; বিধি-পদাশুজ  
 বধনি পরশে তার, তখনি সহস্র।  
 সে অপূর্ণ স্রোতোমালা জীবন-মতিত  
 স্বর্ণ নিরমল রূপ জীবাশ্মা স্তম্বর—  
 পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতীরেণা অঙ্গে পরকাশ ।  
 প্লবিত পদ্মবোনি হেরেন হরয়ে  
 সে জীব-আত্মা-মণ্ডলী, হেরেন হরয়ে  
 সৃষ্টির লগাম-শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,  
 দেব-নব-প্রাণি-দেহে স্নেহে স্খাধার ।  
 বিবিকি কারণসিক্ত-গর্ভে হেন রূপে  
 গঠিছেন কত প্রাণী সর্বকোড়ক মনে ।  
 নবীন জীবনাশ্বাদে মুগ্ধ জীবকুল  
 ছঞ্জিতে অদ্ভুতপূর্ণ কতই উল্লাস—  
 সে মুহূর্ত্ত অথ ! আঁহা, কে পারে বর্ণিতে,  
 কে পারে চিত্তিতে, হার ! আভাস তাহার  
 ( দীপভাতি বধা সূর্য্য-কিরণ আভাস )

তাব মনে, হে ভাবুক, শিশুর উল্লাস  
 রবে পরঃসিক্ত তুণ্ডে, অর্দ্ধশূট স্বরে,  
 ধরি জননীর কণ্ঠ হাঙ্গে চিন্ত-স্নেহে,  
 প্রকাশি পীযুষপূর্ণ স্নেহ-সুজ্ঞাননে !  
 এ হেন আনন্দরসে হইয়া বিহ্বল  
 প্রথমে বধন, হেরে সে প্রাণিমণ্ডলী  
 স্রোতোগড় অর্ণবের উর্ধ্বকূল ক্রৌড়া  
 হেরে শৃঙ্গে বায়ু, বাষ্প, বিদ্যুৎ-আলোক  
 স্ফলন-লীলা অদ্ভুত, তখনি সতরে  
 শুভ্র শীর্ণ পুষ্পপ্রায় মুদিত নয়ন  
 ধার বিধাতার অঙ্গে ভয়ে লুকাইতে,  
 ধার ভয়ে শিশু বধা জননীর কোলে !  
 পশি বিধাতার কোড়ে তখনি আবার  
 হেরে সে করুণাপূর্ণ নির্মল আনন্দ,  
 তখনি নির্ভর পুনঃ—পাসরি সকলি,  
 তখনি আপন হ'তে চিত্তের উচ্ছ্বাস ।  
 সজ্জীত উচ্ছ্বাসে বহে অপূর্ণ ধনিত্তে  
 অপূর্ণ-ধনিত্তে উঠে পরব্রহ্মনাম  
 ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যার ভুবনে,  
 অগৎ-সীমান্ত-বহু জীবরূপ ধরি ।

আনন্দে আনন্দময়ী কারণ-সিক্তে  
 হেরিলা কতই হেন স্ফলনের লীলা,  
 গুঞ্জ গুঞ্জ জড়, জীব, ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ,  
 সূর্য্য, তারা, শশধর, স্বর্গ, রসাতল  
 মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি অপূর্ণ দেখিতে,  
 দেখিতে দেখিতে স্নেহে শব্দর-মোহিনী  
 চলিলেন দীরগতি—দাঁড়াইলা আসি  
 বিপুল কারণ-সিক্ততটে মহামায়া !  
 সহসা উদিল ছটা—অতুল শোভার  
 উজ্জলি মহা-অর্ণব । হেরি সে কিরণ  
 সবিস্ময়ে পদ্মবোনি উন্মোচি নয়ন  
 চাহিলা, যে দিকে চারু শোভার উদয় ।  
 সন্দেশে আইলা কাছে শব্দরী, হেরিয়া  
 সন্ধ্যাষি স্রুতি স্বরে স্রবজ্যোতি বিবি  
 জিজ্ঞাসিলা—“কি বারতা, হে ত্র্যম্বকজয়।  
 কি কারণে গতি এথা ? কোথা বিখ্যনা  
 কি হেতু বিধিরে আজি হেন অম্বকুল ?”  
 “হে বিবিকি, তুমি ভিন্ন” কহিলা অধিকা-  
 “দেবকুলকঙ্কা-মান কে রাখিবে আর ?  
 ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সংবাদ ,

শুনি পাছে করেন প্রলয় বামদেব !  
 ভুট্টা বুড়াসুর-আয়া দানবী দাস্তিকা  
 তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষঃস্থলে,  
 হে কমলযোনি, ব্যাথিলা শচীর হৃদি,  
 কে আর হে তবে পরচিত্তে পীড়া দিতে  
 হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজয়া পোলোমীর  
 এ দশা যতপি ? দর্প চূর্ণ কর দেব,  
 দত্তজবামার অচিরাতঃ—কর বিধি,  
 হে বিধাতঃ, বৃজ-বধ যাছে, বধি তারে  
 দানবীর দৌরাভ্যা ঘৃণাও স্বর্গধামে,  
 গুচাও, হে পদ্মাসন, উদ্যামনস্তাপ !”

বিরিঞ্চি উমার বাক্যে চিহ্নিত কতক্ষণ,  
 নগেন্দ্রনন্দিনী সঙ্গে বৈরুষ্ঠ-ভুবনে  
 গেলা যথা রম্যাপতি, মাধব-সংহতি  
 ফিরিলা সদয় পুনঃ ভুবন কৈলাসে !

বসিয়া ভবানীপতি ভাবে নিমগন।  
 কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি চারিধারে,  
 হেরিছেন কুতূহলী যোগীন্দ্র মহেশ  
 পংসের অপূর্ণ গতি !—বিশ্বচরাচরে,  
 কতরূপে কত জীব, কত জড়তত্ত্ব  
 গৃহীতে হইছে লীন। নিগূঢ় রহস্ত—  
 নিগূঢ় বন্ধন-সূত্র—ছেদন-প্রণালী।  
 বোধাতীত, চিন্তাতীত, অতীত কল্পনা—  
 জড় জীব-স্বয়ংগতি—কাল-সংগঠন।  
 কিবা সূক্ষ্মতর সূক্ষ্ম সূত্রেতে জড়িত  
 জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ, প্রতাপ ;  
 কি সূক্ষ্ম মিলন, বিশ্ব-চরাচর-মাঝে  
 অচেতন সচেতন—ভুলোকে দ্যুলোকে,  
 প্রাণিকুলে, জড়জীব, আত্মা, শরীরে  
 কিবা মনোহর সূক্ষ্ম শৃঙ্খল-মালায়  
 জড়িত ব্রহ্মাণ্ড-বস্তু কেশগ্র সদৃশ  
 সূত্রের রেখায় বদ্ধ আত্মা, মম, দেহ।  
 শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বিকল।

দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কোতুকে  
 সে লয়, প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে।  
 দেখিছেন যোগিবর কালের প্রভাবে  
 জীবজ্ঞ কত মর্ত্যে সৃষ্টি-শোভাকর,  
 জীবমূর্তি পরিহারি, হতেছে বিলীন  
 গভীর কালের গর্ভে। কত জ্ঞানবীপ  
 কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ক্ষণে ক্ষণে

নিবিছে—ভুবিছে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে,  
 স্রবমা কতই রূপ, কতই জগতে  
 হতেছে কলঙ্কময়—ভাতিছে কোথাও  
 অসীম লাবণ্যরাশি চক্কর নিমিষে।  
 চতুর্দিশ লোকমাঝে আত্মা সুবিমল।  
 নির্ঝাঁপ নক্ষত্রপ্রায় জ্যোতি হারাইয়া  
 পড়িতেছে কত দিকে কত শত, হায়,  
 পাপপঙ্ক-পরিপূর্ণ অন্ধতম রূপে—  
 পুড়িতে সন্তাপ-তাপে। দেখিছেন দেহ  
 সে সবার অধোগতি ব্যথিত অন্তরে,—  
 যথা নরচিত্ত হেরি সূর্যের মণ্ডল—  
 রাহুর গভীর গ্রাসে যবে প্রভাকর !  
 কোন বা অবনী এই প্রাণিপুঞ্জময়  
 উদ্ভিদ-লতার সুষোভিতা, ক্ষণপরে  
 হইছে পাষণ্ডপণ্ডিত মণ্ডিত হিমালী—  
 প্রাণিশূন্য তুষারের মক ভয়ঙ্কর।  
 কোথাও আবার কোন বিপুল জগৎ  
 বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—রেণুর আকারে  
 মিশিতেছে শূন্যদেশে। কত জনপদ  
 উন্নতি-সোপান ছাড়ি ভুবিছে কালেতে  
 অচির হইয়া ভবে চিরদিন তরে ?  
 দেখেন কোথাও কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে  
 ভীষণ প্রলয়-রঙ্গ জীব, জড় যত,  
 উদ্ভিদ, ভূধর, বারি, ভূমণ্ডল, বায়ু,  
 কালানলে দহীভূত শূন্যেতে লুপ্ত  
 অগুরুপে ব্যোমগর্ভে—শূন্যময় করি  
 সে ধরামণ্ডল-ধাম, কোথাও আবার  
 দেখিছেন ভূতনাথ যুগ বিপর্যায়—  
 দুর্জয় প্রাবনে মগ্ন বিশাল ধংসী  
 পশু, পক্ষী, নরকুল অদৃশ্য সকলি,  
 ভ্রমিছে বিমানমার্গে ডাকিছে পবন  
 ভীষণ প্রলয় শব্দে মিশি সে প্রাবনে।  
 সে ঘোর প্রাবনে বিশ্ব, ভুবন চকিত,  
 এইরূপ লয়প্রথা ভুবনে ভুবনে  
 কি দেব-মানব-বাস, কিবা সিদ্ধধামে ;  
 দেখিছেন যোগীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ় ভাবে,  
 মুহূর্তের কথন ঈষৎ হাস্য মুখে—

হেনকালে মুহূর্তের স্বপ্ন ভুবানী ;  
 দাঁড়াইলা ব্যোমকেশ শঙ্করে সম্ভাবি,  
 সনাতন মহানন্দ কৈলা আলিঙ্গন

কেশবে হিরণ্যগর্ভে—উমারে চাহিয়া  
তুলিলেন আশুতোষ মধুর হাসিতে,  
মাধব তখন সদা প্রিয়বদ দেব—  
গভীর-বচনে শুনাইলা বিশ্বনাথে  
সকল বারতা—শুনাইলা শচীদেব,  
শুনাইলা শিবে অধিকার মনস্তাপ।

শুনিতে শুনিতে জটা ধুঙ্কটি-মন্তকে  
কাপিতে লাগিল ধীরে—ললাট-ফলকে  
শশধর খরতর আভা প্রকাশিল।  
মহাকাশ-ক্ষেপমুষ্টি উদয় দেখিয়া  
সাত্বিনীলা কৃষীকেশ সখর শব্দরে।

বিষ্ণুর বচনে মুড়াগ্নয়ী মহেশ্বর  
কহিলেন “হে মাধব, উমার বাসনা  
পূর্ণ কর এই দণ্ডে—হে কমলযোনি,  
কর যাঁহে ব্রতাস্বর নাহি জীয়ে আর,  
জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পর্ধা তার  
কিন্তু কহ শুনি, কেশব কৈটভহারি,  
স্বয়ম্বু বিধাতা, কেবা সে নহ তোমরা  
ভক্তির অধীন সদা—যথা ভক্তাধীন  
ভ্রান্তিমান আশুতোষ? ভ্রান্তি যদি তাব,  
এই দণ্ডে সেই ভ্রান্তি ঘুচাতে বাসনা  
দয়াজের অদৃষ্ট খণ্ডিয়া; হের ইন্দ্র  
সসজ্জ সমরক্ষেত্রে; বজ্র প্রহরণ  
নিখাইলা বিশ্বকর্মা; দিগা তোমা দৌহে  
নিজ নিজ তেজঃ অস্ত্রে অব্যর্থ করিয়া,  
একমাত্র অন্তরায়—অস্ত্র নহে আজ(ও)  
বিধাতার দিনমান—সে ব্যথা ঘুচাও  
অকালে অস্তুরে নাশি হে বিধি কেশব!—  
আপনার কর্ণদোষে মজে যে আপনি,  
কে রক্ষিতে পারে তারে?” বলি ধূলপানি  
ভকন্ত বৎসল দেব বুজিে ভাবি মনে  
ভাঞ্জিয়া গভীর স্বাস, বসিলা নীরবে।

হের মহেশ্বরের মুষ্টি দেব চকুপানি  
ময়ূরী কলিলা ক্ষণকাল ব্রহ্মসহ  
উত্তরিলা মহেশ্বরে—“হে অন্তকহারি;  
কর্ণফলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন;  
যতঃ পরিবর্তনীয় প্রাক্তন-প্রভাবে!  
তথাপি উমেশ, উমা-অল্পরোধে আমি,  
দেব প্রজাপতি, বৃত্ত-ভাগ্যলিপি-নাশে  
হইয় সম্মত।” বলি লুকাইলা তহু।

অতহু হইলা মহাদেব,—শুণ তিন  
একত্র মিলিয়া অকম্পে, প্রকাশিলা  
পর-ব্রহ্মরূপ নিরূপম!—অতুলিত  
শোভাপূর্ণ কৈলাস-ভূবন ক্ষণমায়ে।  
ক্ষণমায়ে ধোরশুলে হৈল ধোরধনি—  
“বৃজের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত।”

হেথা ভাগ্যদেব গাঢ়-চিন্তা-নিমজ্জিত,  
বসিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রান্তে বিনত সঙ্কুখে  
বিশাল প্রাক্তন লিপি—দৃষ্ট মনোহর।  
ছায়া ইন্দ্রজালে যথা ধূস্ত বাতকর  
দেখায় অদ্বুত রঙ্গ—অদ্বুত তেমতি  
অনন্ত আলোখ্য অন্ধে ক্রীড়া নিরন্তর।  
কোনখানে কুমণ্ডল-বিজয়ী বীরেশ  
ছুটে চতুরঙ্গ দলে পর্বত লজ্জিয়া  
আবার মুহূর্তকালে সে বীর-কেশরী  
মরুভূমে পদব্রজে ভ্রমে চিত্তাকুলে।  
এই রাজ-অভিষেকে,—আনন্দ-হিম্মোদ  
খেলিছে ধরণী, অন্ধে প্রবাহে প্রবাহে,  
কত গজ, তুরঙ্গম, কত প্রাণিকুল  
স্বসজ্জ প্রাক্গমায়ে। তখন আবার  
আলোখ্য শ্মশানছায়া ভয়ঙ্কর বেশ।  
রাজতহু চিতাপরে, অপত্য, বান্ধব,  
বাস্পাকুল-নেত্রে ঘোর শবে! ক্ষণকালে  
চিতা-পার্শ্বে কোথা আচম্বিতে অট্টালিকা  
হ্রসজ্জিত—রঞ্জিত বসনারূত চারু—  
বিবাহমণ্ডপে স্নেহে দম্পতি আসীন!  
মুহূর্তে আবার, মৃতপাত কোলে করি  
কাঁদিছে যুবতী ছিন্নভিন্ন কেশবেশ;  
বসন-ভূষণ বিলুপ্তি! ক্ষণে ক্ষণে  
কতই যুবক আহা, ভূষিত সূয়মা,  
প্রতি অন্ধে স্নেহে যেন স্বাস্থ্য মুষ্টিমামু—  
হারায়েছে সে লাবণ্য—যৌবনে স্থবির!  
যৌবনে উজ্জ্বল কত বামারূপরাশি।  
কোন চিত্র উর্ণনাভজালে পূর্ণ এই;  
উজ্জল নিমিষমাধ্য। কোন দীপ্ত ছবি  
প্রভাবিত নিরন্তর—সহসা মলিন!  
কোন সে আলোখ্য-দৃষ্ট—কারিজ্য-প্রতিমা  
বর্তমান এই যেন—দেখিতে দেখিতে  
মনোহর চারুবেশ মণি-মরকত-  
ময় রত্ন-সুশোভিত; কত পর্ণালা

ধরিছে স্বর্নাকার চক্কর পলকে !  
কত সে আবার দিব্য স্বর্ণ-অট্টালিকা  
ধরিছে কটীর-বেশ কালের কালিমা,  
তুণ গুণ্য-লতা আচ্ছাদিত কলেবর।  
মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে  
পথা তব শৈলকূল ; প্রভাতে কহেলি  
আবরিলে মহীদেহ মিহিরে লুকায়ে ।  
কত দুঃখ মিলাইছে চিরদিন তরে ।  
এইরূপে অগন্তের বে কোন প্রদেশে  
কালদর্শে কর্ণকর্ণে স্বযোগে-কুবোগে,  
গটিছে যখন বাহা যুগতি অগতি,  
কিবা জীব কিবা জড় কি উদ্ভিদকূলে ।  
তখন সে চিত্রপট নিত্য ক্রীড়াময়,  
অঙ্কিত হইছে তাহা,—নিমগ্ন মানসে  
দেখিলেন ভাগ্যদেব নিশ্চল-নয়নে,  
এতবিশাল চিত্র সে আলেখ্যপরে  
কত শোভা-বিভূষিত, কত আভাসময়  
রলিছে উজ্জল মূর্তি—প্রদীপ ছটায়  
ত্রিভুবন প্রাঞ্জলিত ।—হেরিলেন ভাগা  
কুহলে ! হেনকালে অধব বিদারি  
পলিল ভৈরব মূর্তি—আকাশবাণীতে  
প্রকাশিয়া ব্রহ্মরূপী ত্রিমূর্তি আদেশ ।  
সতরে প্রাক্তন শীত ফিরায়ে নয়ন  
নিবখিল চিত্রপটে—দেখিলা সহসা  
বৃত্তের বিশাল চিত্র কালিমা মণ্ডিত,  
মিশাইছে ধীরে ধীরে—গোভা-বিরহিত !

## দ্বাবিংশ সর্গ

বসিয়া অমর-পার্শ্বে অমর-ভামিনী ;—  
নি নীরদাশি, লুকায়ে বিজলী ভাসি,  
বকে ইন্দ্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,  
গবশি ভুবন-অঙ্গে রহে যেন স্থির ।  
যেন ঢল ঢল জ্বলে নীলোৎপলদল  
গণিত নেত্রধর, দৈত্যমুখে চাহি রর,  
নিষ্পন্দ শরীর ধীব, গম্ভীর বরন,—  
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন ।

দেখিয়া দম্ভজন্য সে মুখের ভাব  
বিশ্বয় ভাবিয়ে মনে, কর ধরি সমভলে,  
করতলে চাপি ধীরে মধু উল্লাসে,  
কহিলা উৎসাহপূর্ণ মৃদল সন্তোষে ;—  
“এ কি হেরি, দৈত্যরাগি, যামিনী উদয়  
এ স্বপ্ন-মধ্যাকালে ? কল্পদীপ শরজালে  
নির্দিব করিলা পুরী অনলে জিনিয়া,  
পরিলে অতুল বশঃ কিরীট মণ্ডিয়া ।  
পলাইলা স্ববসেনা শিবা যেন ভরে ;  
জয়ন্ত শশকপ্রায় রথ লয়ে বেগ ধরি,  
পালটি না কিরে চার, দৈত্যের তাতনে,  
অমবার প্রান্তে দেব তাবে ক্ষুব্ধ মনে ;  
ভাসে অমরের দল আনন্দ-উৎসাহে ;  
পুত্রের স্বয়শোগান, জিজ্ঞাসে দৈত্যমান,  
আজি প্রভাসিত কত ।—সার্থক জীবন  
আজি সে সফল প্রিয়ে, সফল সাধন ।  
হেন পুত্রে গর্ভে ধবি, এ স্বপ্নের দিনে  
চিত্তে নাই যথোচ্ছ্বাস, মুখে নাই প্রীতিভাষ,  
পুত্রেব কল্যাণে নাই মঙ্গল-কামনা ;  
এ ভাবে মনের খেদে কেন হে বিমনা ?  
হের দেখে কবতলে ধনের ভাণ্ডার !  
ঘোষিতে পুত্রের জয়, কর বাহা চিত্তে সজ,  
ভাসাও ব্রহ্মশালয় উৎসব-হিলোলে,  
এ দিন কখন যেন কেহ নাহি ভুলে ।  
কি অভাবে মনোদুঃখ, দম্ভজমহিবি ?  
কি নাহি করিতে দান কিবা স্থান কিবা মান,  
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পুরাতে—  
কেন রাজসিংহাসনে কাহারে বসাতে ?  
আজ্ঞা দবিত্ত যেবা দম্ভজের কূলে  
দেও আজি আশাবান আশায় জুড়ায় প্রাণ,  
স্বপনে কল্পনা করি অসাধ্য কামনা !  
ইচ্ছাময়ী ঐজিলে হে মলিন-বদনা ?  
অননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—  
কে কোথা বিশ্বভ্রমলে, ভাসায়ে হৃদয়-তলে,  
বিষাদে আশ্রয় দিলে, কি হেন ভাবনা ?  
ঐজিলে, চিত্তের বেগে ভুলিলে আপমাণ ?”  
উত্তরিলো দৈত্যবাজ-মহিষী তখন ;—  
খলেব চাতুরী মায়া, বহুদ্রুপী দেহছায়া,  
ধরে কত রূপ তাহা কে বুঝিতে পাবে ?  
রমণীর চাতুরীতে রম্যপতি হারে !—



উত্তরিলো—“হে দহজকুল-অধীশ্বর,  
অভাগ্য বধন বার, তখন অদৃষ্টে তার,  
কত বে লাঞ্ছনা-ভোগ কে বর্ণিতে পারে ?  
নহিলে নির্দয় হেন কেন হে আমারে ?  
ঐজিলা পাৰ্বাণ-প্রাণ !— তনয়ে তুলিয়া,  
আপনার তুচ্ছজালা, তেবে মুখ করি কালা,  
আইগা পতির কাছে ? হে হৃদয়নাথ,  
হৃদয় ব্যথিত আর পেলে না আশাত ?  
কবে বে কঠিন হেন দেখেছ আমার ?  
কারে বধিয়াছি প্রাণে, কাহার জীবন-দানে,  
নিদ্রা হইয়া তোমা কৈছ নিবারণ ?  
কি দেখিলে কবে বল নিষ্টর তেমন ?  
হায়, ঐজিলার হেলা তনয়ের প্রতি,  
ধিক ঐজিলাব নামে, এই ছিল পবিগামে,  
শুনিতে হইল তারে এ পক-বাণী !  
পতির বধনে, হায় ! ধিক রে পরাণী !  
কারে জানাইব আর মনের বেদনা ?  
জন্মকাল বার সনে, নিজ্রাহারে একাসনে,  
তিনিষ্ট আমারে যদি ভাবিল এমন  
কি জানাব কে জানিবে মনের যাতন !  
থাক, হে দহজ-নাথ তনয়-বৎসল,  
কর ভোগ একা স্রুখে, যে খেদ আমার বৃকে,  
থাকুক তেমতি, হুখে-পুতুক পরাণী !  
থাক স্রুখে, দয়াময়—চলিল পাৰ্বাণী !”  
বলি ভাস্করকোথে বামা উঠি দাঁড়াইল ;  
কত অহরোধ করি, কত বস্ত্রে করে ধরি,  
বসাইলা মহিষীরে নিকটে আবার,  
যুটাইলা কত বস্ত্রে চিস্তের বিকার ।  
কহিলা তখন রামা মধুর কপটে,—  
“হে বীর সমরপ্রিয়, যগক্ষেত্রে অধিত্যর,  
জান তুমি শুধু রণ-রঙ্গ-কীড়া যত ;  
তুমি কি জানিবে কহ বামা-স্নেহ কত ?  
কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয় ?  
সন্তানের মমতার, কত বাধা চিন্তা তার,  
কত দিকে ধায় চিত্ত ? হে দৈত্যভূষণ,  
পুত্রব বৃত্তে কি কহু বমণীর মন ?  
বিজয়-উল্লাসে এবে তুমি সে উদ্গাদ,  
ভাবিছ আমার মন, পুত্রে দিয়া দরশন,  
দেখাবে কিম্বা তাকে এ বদন ছার—  
পানীপানী-কোলে যবে বসিবে হুমার ।

সুধাবে বধন ‘মাতা, ইন্দুবালা কোথা ?  
দিয়াছিছ তব করে, পালিতে সোহাগ-না  
কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার  
কি বলে হৃদয়ে শেল বিধিবে তাহার ?  
হারারেছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাণিক,  
হারারেছি, হৃদয়েশ, অঙ্কলের নিধি  
দহজেন্দ্র, হারারেছি, সুশীল তোমার,  
ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার !”  
বলি বাপ্পাকুলনেত্র হইলা নীরব ।  
অচল নগেন্দ্র প্রায়, দৈত্যপতি স্তবক  
চাহি ঐজিলার মুখ থাকি কতক্ষণ,  
ছাড়িলা অনল-স্বাসে গভীর নিশ্বন,  
“কি কহিলা ঐজিলা” বলিলা গাঢ় স্বপ্নে,  
“ইন্দুবালা নাই মম, সে সুদামন্ত নিঃশব্দ  
ডুবেছে কি অন্তঃকলে ?—পাব না কি  
দেখিতে সে নিরমল পৌষ-আধার ?  
আর কি সে স্নেহময়ী সরলার কথা  
হৃদয় নীতল কবি, চিত্তার উত্তাপ  
জুড়াবে না এ জ্বলন—জুড়াত যেমন  
নিম্নিত বীণার ধনি বহিঃস্থ বধন ?  
না ঐজিলে, নিশ্বনের নহে সে প্রতিমা—  
হরিতে সে স্রমযায়, কৃতান্ত কাদিবে  
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন,—  
বিজয়ী বীরের যশঃ চিহ্ন যেনমন ।”  
“হেন অমল কথা, হে দহজপতি ।  
কি হেতু আন হে মুখে,” ঐজিলা ক্রুদ্ধ  
কহিলা বিমর্ষভাবে চাহি দৈত্যপানে,  
“এ বেদনা কেন দাও হুঃখিনীর প্রাণে ?  
চির আয়ুয্য হ’ক বধু সে আমার ।  
চিরায়ত্তী থাক তার, পরশে না যেন  
কেশের শতাংশ ভাগ শমন দুর্ঘতি,  
হে নাথ শমন হ’তে নিদারুণ অতি ।  
ইন্দ্রের কামিনী শচী—সাপিনী—কুণ্ডল  
কপটে ছলিলা হায়, শিশুমতি বালিকা  
সাধিতে নারিল যাঁহা দেবতার বলে,  
সুসিদ্ধ করিল তাঁহা কৃষ্ণকীর ছলে !  
হা ধিক ঐজিলা-প্রাণে—ধিক দৈত্যরাজ,  
তোমার কুলের বধু, তুলি দৈত্যস্নেহ  
তুলি কুল-মান গর্সি হেলিয়া সকল,  
অজয় করিল কি না শচী-পদতল ?

তব আজ্ঞা শিরে ধবি, দয়াজ্জেশরী,  
শীতানিবারে বাই, হতভাগ্য পোড়া ছাই,  
নিবখিছ ইন্দুবালা সেবে শচীপদ।—  
ব্রজাণ্ডে রহিলা, নাথ, এ কলঙ্ক-হ্রদ।  
অসহ্য হৃদয়বেগ না পারি ধবিতে

শচীর গঞ্জনা দিয়া, বধুরে আনিতে গিয়া,  
ঘটিল যা ছিল শেষ কপালে আমার,—  
যেমন দুবাশা হাড়, পুবস্তার তার।  
বলি নাই, ভাবি নাই, চাহি না বলিতে  
সে ভাষের কথা কভু, সহিতে চাইল, প্রভু,  
স্বর্গজয়ি-জারা হ'রে শচী পদাঘাত।

সে ভাষ 'পাষণ'-প্রাণে সহিছি হে নাথ।  
সহিতে না পারি কিন্তু এ অখ্যাতি তব,  
হামীর কথাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তার,  
ভাবি তার সে কলঙ্ক ঘুচাবে কেমনে—  
ইন্দুবালা পড়ে মনে জাগ্রতে স্বপনে।

চল দেপাইব চল স্বচক্ষে দেখিব,  
কিবে সে কি কারণ, দহে 'পাষণীর' মন,  
কেন এ স্রবের দিনে হ'য়েছি হতাশ।  
নারীর বচনে নাথ, কি 'কাজ বিখাস ?'  
ঈষৎ কপিত নাসা, কপিত ললাট,

মনে নিখাস ঘন, আরক্তিম জ্বিনয়ন,  
চলিল দয়াজ্জপতি দানবী-সংহতি,  
চলিল দৈত্যেশ-বামা গরুড়িত সুরতি,  
ধস্ত রে ঐজিলা তোর পণে বলিহারি।

লহ নদীর বেগে, চাপি চিত্তা, চিত্তবেগে,  
সাধন করিতে নিজ সাধেব মনন;  
জান না হৃদয়ে কভু নিরাশা কেমন।  
চলিলা অসুখপতি মহিষী-সংহতি,

টিগা প্রাচীরপরে, নিরখিলা স্তরে স্তরে,  
অকুল সাগর তুলা সুরাসুরদল,  
নিরখিলা স্বর্গময় সুমেক অচল।

শোভিছে অমরা প্রান্তে—সহস্র শিখর  
চাই অনন্ত ভেদি, যেন কল্লনার বেদী,  
সুবিমোহিনী মুক্তি সাধান রয়েছে!  
নির্মল কিরণমালা সর্বাঙ্গে মেজেছে!

শিখরে শিখরে তার—মাথা, কিবা শোভা তার,  
যা কিরণেতে মিলি, খেলিতেছে কিলি মিলি,  
দেখার তরুণী তুলি দয়াজ্জমহিষী—  
বসিরা সুরেশ-কান্ধা উজলিছে বিশি;

পদতলে ইন্দুবালা মলিন বদনা—  
শীর্ণালস কলেশ্বর, অশ্রুত কুমুদ-ধর,  
মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে বিরস যেমন,  
নিশ্চল, অলস, অর্ধমুদিত নয়ন,  
কাছে রতি স্তব্ধমতি চপলা অচলা,

হেরিছে সমরাদনে, মুগ্ধচিত্ত করজনে—  
চাক চিত্রপটে যেন তুলীর লিখন।  
নিরখি দয়াজ্জবাজ বিষয়ে মগন।  
বিস্ময়ে মগন দৈত্য কতক্ষণ থাকি  
করিস নাসিকা-স্বনি, গরজিল যেন ফণী,  
লক্ষ ছাড়ি লজ্জিতে সুমেক দেহ বাড়ে,  
হেনকালে সুরাসুরের সিংহনাদ ছাড়ে,—  
পুরিরা সমবক্ষেপে সেনা-কোলাহল

সহসা শূঙ্কতে উঠে, বথ অশ্রু বেগে ছুটে,  
করব্রজ শুণ্ড তুলি গঞ্জিল ভীষণ,  
বাঞ্ছিল পটহ, ভেরী, দামা, অগণন!  
নিমিষে পালটি নেত্র দেখিলা প্রাণে,

কুদ্রপীড় রথেশ্বরী, যেন বিভ্রাতের গতি,  
ছুটিছে বাহিনী-অগ্রে, উঠেছে পতাকা,  
ভয়ঙ্কর বাহক শক্ত-অঙ্গে শাকা।  
নিরখি তুলিয়া দৈত্য সকল ভাবনা,

স্থি-নেত্রে শুদ্ধবৎ, একদৃষ্টে চাতি বথ,  
দেখিতে লাগিল ব্রহ্ম অনন্তমানস  
বথের তরঙ্গগতি, অশ্রের তরঙ্গ।  
সমর-আফ্রাদে চিত্ত সদাট বিহ্বল,

তাহে পুত্র যুদ্ধসাজে, প্রবেশিছে শক্রমাঝে,  
নিরখি অপূর্ণভাবে হৃদয় মথিল,  
অদ্ভুত আনন্দলোভ চিত্তে প্রবাহিল!  
দেখিলা অশ্রু-স্রব মধ্যস্থলে আসি,

স্থির হৈল রথগতি, অতুল আনন্দমতি,  
পুত্রের সমবসজ্জা হেরে প্রাণস্ব-  
রতন-সম্ভবা বিভা উজলিছে ধূর,  
শত্রু সারসের পুচ্ছ মণিগুচ্ছে নত

জ্বলিছে শীর্ষকে বাকা, অগত্যাণে অশ্রু ঢাকা;  
হীরকমণ্ডিত অসিগুটি কটিতটে,  
সারসনে অসিকোষ জ্বলিছে দাপটে।

বক্র ধস্ত: বামকরে, রথ-অঙ্গে শোভে,  
হেমময় নানা ভূষণ, নানাবর্ণ ধ্বংগ  
শাণিত কৃপাণশ্রেণী, গদা, প্রকোড়ন,  
ধনুস ও বিবিধ আয়ুধ অগণন।

ধন্যপুষ্ঠে করতল উঠি মহেবাস,  
 দাঁড়াইলা রথোপরে, গন্তীর বিশদ স্নেহে,  
 কহিলা সম্ভাষি স্মৃতে, প্রফুল্ল নয়ন—  
 “হে সারথি আজি মম সফল জীবন,  
 দুর্জয় ত্রিদশনাথে সমরে সম্ভাষি  
 পরিব অতুল যশঃ, উজ্জল করি শিরস্,  
 রাখিব অক্ষর খ্যাতি অনুরমণ্ডলে,  
 দেখাব কাশ্মুক শিলা সুররথিমলে !  
 জানি মৃত্যু অনিশ্চিত বাসবের হাতে,  
 আজি এ সমরাজনে, তাজিব অক্ষয়-মনে,  
 এ দেহ, হে স্মৃতবর—সৌভাগ্য আমার,  
 ভালে না লিখিলা ভাগ্য অস্ত্র মৃত্যু ছার ।  
 গিলোক অজয়ের ইন্দ্র ত্রিদিবের পতি,  
 শরক্ষেপ প্রথা যার, বীর-চক্রে চমৎকার,  
 তাব সনে আজি রণে যুঝি করবে,  
 এ মরণে কাব মনে শ্বশু না পরশে ?  
 সাবধি, মৃত্যুর চিন্তা শুচছে এখন,  
 আজি সুরাসুরগণ, দেখিবে অদ্ভুত রণ,  
 দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন,  
 এক কথা, সাবধি হে, রাখিও স্রবণ,—  
 অস্ত্র-শরনে যবে দেখিবে আমার,  
 দেখো যেন শত্রু কেহ, রণক্ষেত্রে, এই দেহ,  
 ঘৃণিত চরণে নাহি কবে পরশন,  
 রাফস পিণ্ডাচে যেন না করে ভক্ষণ ।  
 এই অগ্নিচক্র রথ লতিহু বা বেণে,  
 হারাইয়ে হত্যাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,  
 দিও পরে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,  
 বেলো—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন !  
 এই অর্ঘ্য, স্মৃত শ্রেষ্ঠ দিলেন জননী,  
 রক্ষিতে সমরক্ষেত্রে, তাঁর প্রাণাধিক পূজে,  
 দিও জননীর পুনঃ বলিও স্তোত্রায়  
 মৃত্যুকালে এই অর্ঘ্য ধরিহু মাথায় ।  
 দিও, স্মৃত, এ সারসপুঞ্জ মণিময়,  
 উজ্জল শীর্ষকপরে, আজি যাহা শোভা করে,  
 দিও ইন্দ্রবালা-করে করিতে স্রবণ,  
 উদ্যাদিনী প্রেমে যার মুগ্ধ আজীবন,  
 বেলো তারে, সারথি হে, বলিতে বলিতে  
 কপোলে বহিল ধারা, বরে হিমবিন্দু-ঝারা,  
 ভাবি সে হৃদয়ময়ী যেহের পুতলী,  
 বনবাশে কণ্ঠরোধ—নীরবিলা বলী ;

বসিয়া সমরাসনে ভীম শঙ্খ নাদি,—  
 বাজিল চন্দ্রভিধ্বনি, ঘন ঘন ঘন বহি  
 বাজিল সমরতুবী ঘুড়িরা প্রাঙ্গণ ;  
 দানবের সিংহনাথে কাপিল গগন ।  
 হেরি বডানন শীঘ্র সেনা-অগ্রভাগে  
 আইলা-নক্ষত্রগতি, স্বদল বিপক্ষ মতি  
 দাঁড়াইল শিখিধ্বজ ধর ধর ধরি ;  
 উডিল বিশাল কৈতু শূন্য শোভা করি ।  
 কহিলা উমানন্দন জলদ গর্জনে,—  
 মূহুর্তে নিমন্তু সব, রণতুণ্ডা ঘনরং  
 রথের ঘর্ঘরশব্দ, হস্তীর গর্জন,  
 হস্ত্রব্রজ শব্দভাব উন্নত শ্রবণ,—  
 কহিলা জগদধনে—“রে দান্তিক শিশু,  
 বহিরে নিবারি রণে, উন্মত্ত হইলি মনে,  
 অমব-সেনানী-অগ্রে আটলি একা বণী,  
 তুলিলি শমন-ভঙ্গ, আবে ছন্নমতি ?  
 যে শিবিরে আদিতে মহারথিগণ,  
 এক একজন যার, নিমিষে ব্রহ্মাণ্ড ছাট  
 বিক্রমে কবিতো পাবে অবহেলি ভায়,  
 সমরে পশিলি একা অবাধের প্রায় ?  
 না চিনিলি প্রচণ্ড মার্তণ্ড গ্রহনাথে ?  
 পবন ভীষণ দেবে, সিদ্ধ যারে নিত্য সে  
 অক্রুদ্ধ বরণ পানী ? বম দণ্ডধরে ?  
 ফণীন্দ্র বাসুকি ফণাধব-কুলেশ্বরে ?  
 ভীম অঙ্গারক কুজ, দৌরি শটনন্দর,  
 বৈনভের ধগেধব, নৈরুত নৈরুতধ  
 জয়ন্ত বাসবপুত্র অদৌম সাহস,  
 আমি দেব-সেনাপতি ভবেণ-ওরস ।  
 এ বীরবৃন্দের মাঝে বল কার সনে,  
 যুধিবি সাহস কবি ? যুধিবি রে ধন্য বধি  
 দেবেব বিক্রম কত দান্তিক বালক—  
 সমুদ্র শুবিতে চাঁও হইয়া শুবক ?  
 “হে পার্বতীস্মৃত” মর্দে উত্তরি তখন,  
 কহিলা ব্রহ্মতনয়, “পাবে শীঘ্র পণি  
 শিশু কি প্রাচীন এই অনুর-আম্বজ,  
 রণে অগ্গসব শীঘ্র হও শিখিধ্বজ,  
 কি ফল বিচাৰি কার সনে করি রণ,  
 করেছি অলজ্ঞা পণ, পরাজিব সঙ্গ  
 নির্দেব করিব স্বর্গ-আজি এ সমরে,  
 নতুবা তাজিব প্রাণ ব্যাখুলি অমরে,

যত জন যেবা ইচ্ছা হও অগ্রসর,  
 হৈব বিমুখ আজ, সাধিতে বীরের কাজ,  
 আজ সমরের পণ উদ্বাপন মম,  
 খুচাব সমরে পশি দেব-চিত্তজম।  
 ভেটিব সমরাজনে স্রনাবে আজি,  
 গীরকে চমৎকার, শিজিনীর জীড়া তাঁর,  
 দেখিব সে জ্যার ভজী নাহি চাহি আন,  
 আশু পূর্ণ কর আশা ধর ধরুক্ষণ।"  
 বলি সবাসাটী ব্রহ্মত ধরুধর,—  
 ধূত্রে ধরশর, ফেলিল শতাক্ষপর,  
 লক্ষ্য কর বরুণ পবন প্রভাকবে,  
 সেনাপতি শিখিধ্বজে বিদ্বি ধরশরে।  
 বাজিল হুন্দভিধনি স্বর্ণ কোলাহলি,  
 জিল সমর শঙ্খ, ভীকর প্রাণে আতঙ্ক,  
 ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে,  
 ছুটে বখা প্রহেলিকা গাঢ় অস্ত্রমুখে।  
 চারি কোদণ্ডের ছিলা বধির অবণ  
 ধপকে একেবারে, নিনাদিল চারিধারে,  
 ছুটিল কলধকুল তারারশি হেন,  
 ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িততা যেন।  
 ছুটিছে নৈঋত হ'তে ভাস্করের রথ,  
 জ্বর সাত হর, নাশাতে পবন বয়,  
 কুরে না পরশে ক্ষণে মনঃশিলাতল—  
 ক্রোধিত তপনতেজ স্তনন উজ্জল;  
 অগ্নিকোণে বকণের শঙ্খ হয় রথ,  
 টল মেঘের মজে, ঘেনরাশি নাসারজে,  
 চারি কক্ষ হয় ফেনময় স্লেবর,  
 শতচক্র বায়ুগতি ঘুরিছে ঘর্ঘর।  
 ঈশানে পার্শ্বতীহৃত-স্তনন ভীষণ,  
 শাণ কেতন চুড়ে, উড়িছে আকাশ হুড়ে,  
 খেলে যেন ইন্দ্রধনু আভা ছড়াইয়া,  
 অশ্বের তুরলগতি তরঙ্গ জিনিয়া।  
 বায়ুকেণে পবনের শতাদের খেলা,—  
 কিরণের রেখা, যায় কি না বার দেখা,  
 ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে,—  
 গুরুজ অক্ষিত কেতু গগন পরশে।  
 দেখিয়া দহজহৃত সমর কুলী  
 দিলা সারথিরে, মণ্ডলে মণ্ডলে ফিরে,  
 বেগে চালাইতে অশ্ব, না হয় যেমন  
 শরলক্ষ্য ক্ষণকাল বোটক স্তনন।

বিজলীর বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল,  
 চক্রাকারে মহারথ, অনল শূলিন্দবৎ,  
 ক্ষিপ্রহস্তে কদ্রপীড় ভৌম ধমু ধরি  
 কিবা শিক্ষা অদ্রুত চারি বখোপরি,  
 হানিতে লাগিল শর শিলাধারাবৎ,  
 চক্রাকারে শূলপব, একে ঘোর অন্তর,  
 মণ্ডল-আকারে বারি-লহরী যেমন,  
 ছুটিল তড়িৎগতি বিচিত্র মার্গণ,  
 পড়িল ভাস্কর-বথ-চূড়া আচম্বিতে,  
 কাঁপিল স্বর্ঘ্যস্তনন, শরাঘাতে ঘন ঘন,  
 বকণের তুরঙ্গম বাণেতে অস্থির,  
 ধারাকারে কক্ষ-অঙ্গে ছুটিল কধির।  
 অলে বায়ুর রথ-তরঙ্গ উধাও,  
 শতধণ্ড ধরুধণ, বাণ-মুখে উড়ে তুণ,  
 ধমুঃশূল প্রভঞ্জন নিমিষে বিকল,  
 ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি রণস্থল।  
 অস্থির পার্শ্বতীহৃত ব্রহ্মত-তেজে,  
 এই নিবিরিছে শব, তখন মুহূর্তপর,  
 সর্ষ অঙ্গ কলেবর শবজালে ঢাকা,  
 লখনে কাঁপিছে রথ—ভগ্নচূড়া পাথা।  
 চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত,  
 উন্নত অস্তর দল, হেবি দৈতাস্ত-বল,  
 সুবাস্তব ছই দলে ধনি ঘন ঘন,  
 "সাপু কদ্রপীড় সাধু ব্রহ্মেব নন্দন"  
 অধীর সে ধনি স্তনি তহু পুলকিত,  
 উল্লাসে দহজনাথ, উঠেঃশ্বরে অকম্পাৎ,  
 "সাপু কদ্রপীড়" বলি নিষন ছাড়িল,  
 দূর শূন্যদেশে যেন জলদ গর্জিল।  
 দেখিল অস্তর-স্তর প্রাচীর-শিখবে,  
 গাঢ় ঘনরাশি প্রায়, ব্রহ্মাস্তর মহাকায়;  
 দাঁড়ায়ে বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,  
 আশীর্বাদ করে যেন পুঞ্জে সঙ্কতিয়া।  
 চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,  
 বিশাল ললাটস্থল, প্রাণে বীর-কুণ্ডল,  
 তটিনী-বেষ্টিত কটি প্রসৃত উরস,  
 তিন নেত্রে অরুণের রক্তমা পরশ।  
 ব্রজে হেরি দেব-যোধ পদাতিকদল  
 ভীত কুরুকের প্রাণ, বেগে শত দিকে ধায়,  
 রণক্ষেত্রে নিক্ষেপিয়া চর্ঘ্য প্রহরণ;  
 পালটি ফিরিয়া নাহি করে দরশন।

নিরখি উদ্দেশে বৃদ্ধ ধনুঃ হেলাইয়া  
 রুদ্রপীড় প্রণমিলা, ক্ষণ ক্ষান্ত ধনুঃ ছিলো,  
 আবার কোদণ্ডবাতি টানিয়া শিজিনী,  
 চমকিলা জ্যা-নির্ধোষে অমব বাহিনী।  
 অধৈর্য্য অমবরথী সরোষে তখন,  
 আজ্ঞা দিলা তিন জন, চালাইতে অহঙ্কণ,  
 রুদ্রপীড়-রথমুখে নিজ নিজ যান,  
 সতর্কে কোদণ্ড ধবি করিল সন্ধান।  
 চলিল দৈত্যারি-রথ অব্যর্থ গতিতে,  
 না মানি শরের গতি, না মানি বিপথ গতি,  
 অবিক্ষেদে ঋজু-গতি চলিল সমুখে —  
 দুর্বার বিশিখ-স্রোতোবেগ ধরি বুকে!  
 তিন মুখে তিন দেব সুরথী নিপুণ,  
 বকণ বারিধীর, গ্রহপতি প্রভাকর,  
 তারক-হৃদন শ্রু পার্শ্বতী-নন্দন—  
 অস্ত্রদিকে গদাহস্তে ভীম প্রভঞ্জন।  
 রুদ্রপীড় রথগতি মন্দিভূত ক্রমে,  
 ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর, চক্রে ভ্রমে রথবর,  
 শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন,  
 হোরি সুররথিবৃন্দ ছাড়িল গর্জ্জন।  
 “মাইটে মাইটে” শব্দে ভীষণ নিনাদি,  
 কাহিল দহুজেশ্বর, “হের পুত্র ধনুর্ধর,  
 ক্ষণকাল নিবার এ স্তর রথিগণে,  
 এখনি বাহিনী সন্দেশে অবশিষ্ট রণে!  
 গোকার্ণ, শালিবাহন, গাধি, ঘটোৎকচ,  
 সোমধত্ত, তুণগতি, হে দৈত্য-রথিক-পতি,  
 বীরেন্দ্র-পুটেতে লৌহ হও অগ্রসর”—  
 রণক্ষেত্রে চাহি উচ্চৈ ডাকি দৈত্যোবব,  
 নামিলা প্রাচীর হ’তে—এখানে অবিত  
 মিলি সুর-রথিগণ, আরজিলা মহারণ,  
 ঘেরি রুদ্রপীড়-রথ বিষম হুঙ্কারি  
 দৈত্যাস্ত্র শরশালি শরতে নিবারি।  
 কাটিলা ভাস্কর অগ্নি স্তম্বনের চূড়া,  
 কাটিলা রথের চক্র, তারকারি শরে বক্র,  
 বক্রণ শান্তিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা;  
 সদাগতি গদা ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা—  
 লক্ষ লক্ষ প্রদক্ষিণ করি চারিদিকে,  
 ঘন ঘন ঘোর ঘাতে, রথচক্র পাতে পাতে,  
 চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে অশের বন্ধনী,  
 ছিঁড়িলা নিমিষে চূর্ণ যুগন্ধর, আগ।

অচল দেখিয়া রথ দহুজেশ্বরী  
 লক্ষ দিয়া রণস্থলে, নামি মনঃশিলাত;  
 সিংহ যেন ঠাঁড়াইল কিরাত-বেষ্টিত,  
 দীপ্ত তরবারি বেগে মত্তকে ঘূর্ণিত;  
 শত খণ্ডে খণ্ড কৈল পবনের গদা;  
 নিমিষে কাম্বুক পুনঃ, ল’রে করে দিলা জ  
 শিজিনী অপূর্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল,  
 ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল।  
 আঘাতিল প্রভাকরে বকণে আঘতি,  
 আচ্ছাদি কুমাব-অঙ্গ, শতদিকে হ’য়ে ত  
 পড়িতে লাগিল ঢাকি শতাব্দ গগন,  
 বিমূখি সংগ্রামে শরদগ্ন প্রভঞ্জন।  
 তখন পার্শ্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি,  
 দিব্য অস্ত্র ধরি করে, বিধগু করিয়া গ  
 রুদ্রপীড়-শরাসন ভীষণ আঘাতে—  
 নিমিষে বীরেন্দ্র, ধনুঃ নিলা অস্ত্র হাতে,  
 না টানিতে শিজিনী প্রচণ্ড দিবাংকর  
 খণ্ড করি থুরে থুরে, কোদণ্ড ফেলিলা দু  
 বসাইলা চাপে অস্ত্র ঘোর আভানর,  
 নিরখি তিলাঙ্ক কালে বৃজের তনয়  
 ধুমদণ্ড—ধুমকেতু-আকৃতি ভীষণ—  
 ধরিলা সাপটি করে, বাহিরিল থরে থ  
 কিরণের রেখাকারে গগন বিস্তারি-  
 তাস্ত্রময় শলাকা সহস্র সারি সারি।  
 ব্যাপটে ব্যাপটে ঝাড়ি যে দিকে হেলায়ে  
 ধরিছে আকাশমুখে, সে দিকে শলাকা  
 শিলাকারে ধাতুর বর্জুল বাহিরিছে,  
 ঘোর শব্দে শূন্যমার্গ ছিঁড়িয়া ছুটিছে।  
 ক্ষণকাল কতু বাহে পরশে বর্জুল,  
 ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণকায়, অদ্রুত কবি জ  
 চিহ্ন নাহি রহে তার দেহিতে কোথাখ,  
 ভীষণ বর্জুল হেন কোটি কোটি ধায়।  
 লণ্ড-ভণ্ড দেব-রথী বিমান-মণ্ডলী।  
 প্রচণ্ড নিনাদ ঘন, শিলামুখে  
 ধাতুর বর্জুল পিণ্ড ঝলকে ঝলকে,—  
 ভাঙ্গে রথ দহু অস্ত্রে পলকে পলকে;  
 ভাঙ্গে প্রভাকর-রথ ক্ষার-দগ্ন যেন,  
 বক্রণের দিবা যান, ক্ষণমধ্যে পার  
 কোটিখণ্ডে কাটকের বিমান ভাঙ্গিল,  
 দেবরথ-স্কুল ভরে রণে ভঙ্গ দিল।

তখন দেবেশ্ব ইঙ্গ সাগটি কাম্বুক,  
 ধগসর হৈল রণে, টকারি ভীষণ বনে,  
 দিব্য চাপে বসাইলা অস্ত্র ধরশাণ,  
 টানিলা ধহুর ছিলা করিয়া সন্ধান—  
 ছুটিল বিদ্যাংগতি নিঃশব্দে অধরে,  
 প্রশান্ত মহাশর পড়ে ধুমধণ্ড'পর,  
 কাপিতে কাপিতে ঋণ্ড তথনি নিমেষে,  
 হইল সে ধুমধণ্ড কাশতগবেশে ।  
 উড়িল শলাকাকুল দণ্ডমুষ্টি ছাতি,  
 হাজাদি গগন-তরু, যেন পবমাণ্ড-অণু,  
 অদৃশ্য হইল শূজ্ঞে কোটি পথে ছুটি;—  
 গজদ্বীপ-হাত হ'তে পড়ে দণ্ডমুষ্টি ।  
 নিকটে আসিয়া ইঙ্গ প্রসঙ্গ-বদনে,  
 সাধবাদ দিয়া, বৃজমুতে বাখানিয়া,  
 কহিলা “সুধরি, ধস্ত্র শরশিক্ষা তব,  
 দেখাইলা বীরবীৰ্য্য আজি অসম্ভব,  
 এখন প্রস্থান কর রণস্থল ছাড়ি;  
 গমন না কর আব, মনোমত পুরস্কার,  
 পেয়েছ, হে বৃজমুত, লভ গে বিশ্রাম,  
 নহে ধন্দ তব সনে না চাহি সংগ্রাম।”  
 কহিল দম্ভজনাপ-তনয় বাসবে—  
 ইঙ্গ মেঘবাহন, শুনিয়াছ মম পণ,  
 পর্গেতে থাকিতে দেব না কিবির বণে,  
 জীবিতে লজিয়া পণ কিরির কেমনে ?  
 এথা আকিঞ্চন তব, দেবেশ্ব বাসব,  
 বহি জীবন পণ, করিয়া তা উদ্‌ঘাপন,  
 আজি পুতাইব মম জীবনের আশা,  
 মবিত্তে যত্নপি হয় মিটাব পিপাসা—  
 মিটাব পিপাসা যুদ্ধ কবি তব সনে,  
 হি এ সমরক্ষেত্রে, দেখিব প্রজ্ঞ-নেত্রে  
 জ্ঞা-বিস্তার তোমার কোদণ্ডে সুরেশ্বর,  
 ধব ধহুঃ, বোধব্যাক্য রাখ ধহুর্জর ।”  
 বসাইলা নানামত ইঙ্গ মহামতি,  
 বে হইতে কান্ত, দৈত্যমুতে রণজ্ঞাত,  
 ধম্মদ্বৈক অসম বিপক্ষে সংগাভিতে,  
 সন্ত বিরাগ-ভাব দেবেশ্বের চিতে ।  
 বাবিল্য বৃষ্টিতে যদি কহিলা তখন,  
 রথে আরোহণ, শরবেগ সংবরণ,  
 কব ভবে পার যদি বেগ নিবারিতে ।”  
 আজ্ঞা দিল সারথিরে অস্ত্র রথ দিতে ।

মাতলি অপূর্ণ বান বোগাইল বরা—  
 বৃজমুত জুতগতি, কণে আরোহিলা তথি,  
 বাছি বাছি প্রহরণ তুলিলা ভাহার;  
 ছুটিল অমররথ অপূর্ণ প্রধার ।  
 বাজিল অজুত রণ দুই ধহুর্জবে;  
 কে বর্ণিতে পারে তাহা, ভুবনে অভুল ঘাটা,  
 সুরেশ্ব অমরপতি খ্যাত ত্রিভুবন—  
 মহাধোদা ধহুর্জর দহুজ-নন্দন ।  
 কিবা কোদণ্ডেব গতি—শিজিনীর জ্রীড়া,  
 কিবিছে বিমানঘর, রণক্ষেত্রে সমুদর,  
 কণে ধুরে—কণে কাঁছে—যেবি পরম্পরে,  
 সহসা সংঘাত যেন আবাব অস্তরে !  
 কিরিছে বিপুলবেগে, না পরশে তবু,  
 চড়া অঙ্গ কেহ কার, যেন রদে নিত্যকাব,  
 নর্তকেব সঙ্গে কিরে প্রমোদ মন্দিরে—  
 না তেকে বাহতে বাহ—শবীরে শরীরে ।  
 কখন দৈত্য-বিমান পুশকে লজিয়া  
 শূজ্ঞে উঠি কণকাল, বিস্তারে বিশিখজাল,  
 সৌদামিনী খেলে যেন নিবাবে ভাসিয়া ।  
 আবাব ইঙ্গের রথ নিকটে আসিয়া,  
 পবন বিদারি বেগে মগা শূজ্ঞে ধার,  
 দেখিয়া কপোতে দূরে, শূজ্ঞে যেন গুবে গুবে,  
 দুই বাজপক্ষী কেবের পক্ষ সাগটিয়া,  
 নখে পণ্ড ঋণ্ড দেহ রুধিবে ভিজিয়া ।  
 কখন বহু অস্তবে অচল সযান,  
 দুই বোমবান স্থির, ধহু ধরি দুই বীর,  
 খেলার শর-তরঙ্গ দেখিতে অজুত ।  
 নিঃশব্দে অস্তর-দেছে অগুত অজুত  
 গুরয়ে মণ্ডলাকারে দুই শবশ্রেণী,  
 প্রান্ত-সীমা অহমান, দৃবস্থিত দুই যান,  
 ওবদ আসিছে এক ছোটে অস্ত্র বার।  
 দুই কেশ্র-মায়ে যেন বিদ্যাতের ধাবা !  
 যুগিল এ হেন রূপে সমর-নিপুণ  
 ধহুর্জব দুই জন, চমকিত ত্রিভুবন,  
 যতক্ষণ রুদ্রপীড়-অস্ত্র না ফুবার—  
 নেহাবে অশ্রুব অশ্রব অশ্রব প্রার !  
 যে মুহুর্তে নিঃশেষ হইল তাব তুণ,  
 তখন ইঙ্গের শবে, বীবেশ্ব শতাব্দ'পরে,  
 পড়িল সহস্র শবে অজুত-তহু,  
 খসিল শীর্ষক শিরে করতলে ধহুঃ ।

পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত,  
 শূন্য ছাড়ি ব্যোমযান, অচ্ছিন্ন নাহিক স্থান,  
 রেতায় কর্ণবপতি শব্দেতে অস্থির।  
 পড়িল গতাযু বধা জটায়ু-শরীর।  
 উঠিল সমবক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি।  
 আকুল দহুজ্বল, বক্ষঃ ভিজাইয়া জল,  
 পড়িতে লাগিল স্রোতে, ভাসারে নয়ন;  
 নীরব অমবদল বিষণ্ণ-বদন।  
 উঠিল সে কোলাহল - ক্রন্দন-কল্লোল  
 কনক-সুমেধ-শিবে নেত্রযুগে দীবে দীবে,  
 শরীর শোকাশ্রুধাবা বহিতে লাগিল,  
 সহসা বিবর্ণ-তম্বু - চপলা কাঁপিল।  
 জিজ্ঞাসিল ইন্দ্রাবালী আতঙ্কে শিহরি,  
 কে পড়িল বগস্থলে, কোন্ বামা-হৃদিতলে,  
 আবার হৃদয়নাথ বাতিল আমার -  
 কাব ভাগ্যে ভাদিল বে স্রুগ্ধেব সংসার ?  
 চপলা অশ্রুট-স্রবে ক্রদ্রপীড় নাম  
 উচ্চািল অকস্মাৎ, হৃদে যেন বজ্রাঘাত,  
 না পশিতে সে বচন শ্রবণেব মূলে -  
 পড়িল দানব-বধু ইন্দ্রজায়া কোলে।  
 শুকাইল উন্মুখা - নিদায়েব জ্বল,  
 ছায় রে সে রূপবানি, যেন যপনের হাসি,  
 লুকাইল নিদ্রাকূলে - ফুটিবে না আঁখি !  
 ছিন্ন যেন শরীকোলে লাভযোগ্য ছায়।  
 "কেন বে চপলা হেন নিদারুণ হ'লি ?  
 কেন সে দারুণ স্বাস, ঘুচায়ে স্রুতি বাস,  
 পবনিল এ কুসুম ?" - বলি হৃদে ভুলি  
 ধবলা ইন্দ্রেব রামা সে স্নেহ-পুতুলী।  
 এখানে সমবাক্ষনে স্রুগ্ধ-কাজে,  
 মুড়িয়া যুগল কব, নয়নে শোকাশ্রু থব,  
 ক্রদ্রপীড়-সারথি কহিছে খেদস্বরে -  
 গহ্ববেব মুখে যথা গিবি-ধারা ঝবে !  
 "পুরাণ সদয় হয়ে, হে অমবনাথ,  
 কুমার বাসনা আজি, প্রভাতে সমরে সাজি,  
 আইলা যখন বীব কহিলা আমায় -  
 এক কথা, সারথি হে, আদেশি তোমায়,  
 দেখিবে অস্তিম কাল যখন আমাব,  
 দেখো যেন বগস্থলে, মম দেহ শক্রদলে,  
 চরণে পবনি কেহ না করে হেলন -  
 রাক্ষস পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।

এই অমিচক্রবৎ লভিছু যা রণে  
 হারাইয়া হতাশনে, দিও হে পিতৃচরণ  
 দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,  
 বলো - ক্রদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন।'  
 সে রথ উৎসব এবে, হে অমবনাথ,  
 আজ্ঞা দেহ বীবতম্বু, কবচশীর্ষক ধ  
 লয়ে তাঁর পিতৃপদে সমর্পণ কবি -  
 পুরাণ বীবের সাধ, হে বীবকেশরি !"  
 বাসব ত্রিদিবপতি সারথি-বচনে  
 কহিলা - "শুন রে সূত, দৈত্যমুত অশ্রু  
 দেখাইলা রণে আজি সমর-কোশল,  
 শুক সুরাসুর তার হেরি ভুলবল।  
 এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে,  
 চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বতি  
 এ বীবেন্দ্র-মৃতদেহ, নিজ পুষ্পবথ -  
 ইথে লয়ে পূর্ণ কর বীব-মনোরথ।"  
 সারথি সজলনেত্রে স্রুবেন্দ্র-আদেশে  
 সৈনিক সহায় করি, তুলিয়া পুষ্পকোণ  
 ক্রদ্রপীড়-মৃততম্বু অস্বাদি ভূষণ,  
 ইচ্ছাদেশে শব সঙ্গে ফিবে দৈত্যগণ।  
 বাজিল সমর-বাজ গম্ভীর নিনাদে,  
 রথ-পার্শ্বে সারি সারি, চলিল পতাকাধার  
 পনাতিক মাতঙ্গ অশ্ব পশ্চাতে চলিল, -  
 বীরে বীরে অমরার দ্বারে প্রবেশিল।

## ত্রয়োবিংশ সর্গ

পুত্রে আশাসিয়া বৃদ্ধ ফিরিয়া আলয়ে,  
 করিলা সমর-সজ্জা রণক্ষেত্রে ষরা  
 প্রবেশিতে পুত্রের সহারে। আজ্ঞা দিগ  
 বোধবুদ্ধে সমরে সাজিতে অচির।  
 সহস্র কোদণ্ডধর শত যুদ্ধ যারা  
 যুদ্ধি দেবরথি সনে মথি সুরদল;  
 লতিলা বিপুল ধন: অতুল উৎসাহে  
 সাজিতে লাগিলা দৈত্য আদেশে তথনি  
 ফিরিলা সভামণ্ডপে বৃদ্ধ মহাসুর।  
 মহাপাত্র স্মিজে চাহিরা ধীরভাবে  
 কহিতে লাগিলা বৃদ্ধ; - "কি কোশল ?  
 সৃষ্টিবে দানবগণ - রক্ষিবে নগরী ?  
 কে রক্ষিবে পূর্বদ্বার কেবা সে দক্ষিণে

থাকিবে স্বদল সঙ্গে ? কোন্ সেনাপতি  
পশ্চিম-তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে ?  
কেবা সে উত্তর ঘারে গ্রহরী নিয়ত ?”

হেনকালে ঘোরতর ক্রন্দন-আরাব  
উঠিল বিমানমার্গে, শুক সভাজন  
শুনিল সে ক্রন্দনধ্বনি—শুক সে নিনাদে  
ইঞ্জারি দহুধ্বনি চাহি অমাত্যেরে,  
জিজ্ঞাসিল। “কোন্ বীর আবার পড়িল।  
শব্দাঘাতে ? কহ হে সচিব, সহসা এ  
কেন হাহাকার ? কেন হেন কোলাহল ?

শুককণে, হে স্মিত, লভিগা জনম  
দানবের কুলে পুত্র বীর রুদ্রপীড়।  
ধন রণশিক্ষা তার—ধন্য বাহুবল !  
সকল সাধন এত দিনে। ভূজ-বলে  
সমুহ অমরসৈন্য নিবারিলা একা ;  
জিনিলা মরে বহু চনিবার দেব ;  
জিনিলা কুবের ভীম বলী ; বিমুখিলা  
কদে একাদশ—বনে বোদ্ধ তেজ যাব,  
ইঞ্জের নন্দনে খেদাইলা ফেক হেন ;  
নিশ্চক করিলা পুৰী, প্রাচীর বাহিবে  
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী  
দ্বন্ত বিশিখজালে ; স্বচক্ষে দেখিছ—  
সে দুর্জয় সাহস, সমর-নিপুণতা  
চাবি মহারথী সঙ্গে যুঝিছে একাকী।  
জানি মস্তি, জানি তার বীর্য-রণোন্মাস  
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভাঙ্গরে  
শীমবলী প্রচণ্ডনে, কিংবা পক্ষিধবে,  
কিংবা মহাপাশধারী বারিকুলনাথে,  
কিন্তু অরপতি ইঞ্জের, কি জানি উৎসাহে,  
একাকী ভেটরে পাছে ? মস্তি হে, সত্তর  
আজ্ঞা দেহ রথিগণে হইতে বাহির।”

হেনকালে রুদ্রপীড়-সারথি বলিলক  
থাখিলা পুষ্পক বথ অজনের মাঝে !  
বতমুখে স্থপত্যকিবন্দু পাড়াইল ;  
যতক্ষণ রণ-বাস্ত বাজিল গন্তীরে ;  
শহরিন সভাজন অস্তর-মণ্ডলী ;  
কাণিল বৃজের বক্ষঃস্থল ঘন বেগে।  
ক্লিক সজল ঝাঁপি রথ হতে নানি,  
সমাবের রণসজ্জা লয়ে ধীরে ধীরে  
প্রবেশিল সভাতলে। হেটমুখে আসি

রাখিলা দহুজবান-চরণের তলে,  
হৃদিব্য কবচ, আভাময় সুষমলা  
অসি—কোব—নিসদ—কাশ্মুক—চক্ৰহাস  
বাখিলা, হার, ফেলি অশ্রুধারা, শীথক  
শোভিত সারসপুচ্ছ-গুচ্ছে মনোহর।  
দৈত্যরাজে নমি, দাঁড়াইলা যোড়হস্তে,  
কহিলা কাঁদিয়া—“প্রভু, কি আর কহিব ?”

বৃহাশ্রব, পুত্রশোক অধীর হৃদয়ে,  
অশ্রুবিব্দু নেত্রকাণে সহসা কবিল,  
কহিতে লাগিলা হৃতে—হার, বাগ্ধন  
বনবাজি-মাঝে যথা—“হবে না বলিতে  
বাঁস্তা তোর, রে বল্লিক, জেনেছি সকল,  
দৈত্যকুলোজ্জরবি গেছে অন্তাচলে।”

দূরে নিক্ষেপিলা শূল—এখন নিফল।  
নীরাবে বসিলা মহাস্তর। ক্ষণ পবে  
ভুলিয়া লইয়া বকে পুত্র-তৃচ্ছদ,  
চাপিয়া হৃদয়ে ধরি, পুত্রে পাইয়া যেন  
আলিঙ্গন দিলা ভায় করিয়া চুখন।  
কবচ, শীথক, নেনবীরে ভিজাইয়া।  
উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।  
যথা মুহু মুহু স্বরে সাগর-ছিলায়  
উচ্ছ্বাসে বেলায় পড়ি, সিদ্ধগর্ভে যবে  
ভোবে কোন নীরকতা, মুহুগর্ভে তথা  
উচ্ছ্বাসিল সভাজন ধনুপীড়-শোকে।

শোকাকুল বল্লিক তখন খেদসবে  
কহিলা,—“হে দৈত্যরাজ, হে বীরমণ্ডলী,  
হে মিত্র অমাত্যগণ, না দেখিলা, হায়,  
কি বীরদেখাইলা অন্তিমে কদার।  
হৃত আমি তাঁব, কত যুদ্ধে নিরথিত,  
সে বীরের বীরদর্প—কিন্তু কত হেন  
অদভুত অস্বক্ষেপ চক্ষে না হোইত  
না শুনিছ এ শ্রবণে। বীরচূড়ামণি  
মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ।  
হৃত আমি, কি বর্বিব, কি জানি বর্বিতে,  
সে কাশ্মুক-ক্রৌড়াভঙ্গী—সে ভূতচালন  
বিজলী-তরঙ্গ-লীলা জিনি চমৎকার !  
শুক হেরি দেহকুল স্ববরখিগণ,  
হৃদ্য, বায়, বক্ষণ, পার্শ্বতীপুত্র ধীর,  
অস্থির আকুল বাণে নারিলা তিষ্ঠিতে,—  
চারিজন একেবারে যুঝিলা কুমার !



কি বধিব, দম্ভজেন্দ্র চক্ষে না হেরিলা!  
না শুনিলা সে বিশ্বর-প্রাণিত উল্লাস  
সাধুবাদ ঘনধ্বনি কত শতবার  
উষ্ণ সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি।  
বাসব আপনি—হায়, শরে যার বীর  
গতজীব—বিস্মিত অদ্ভুত বীণা হেরি,  
দিলা নিজ গুপ্তরথ, ত্রিভুবনে খ্যাত,  
বহিতে বীরেন্দ্র-সজ্জা, অর্পিতে ও পদে।”

শুনিতে শুনিতে ব্রহ্ম ক্ষুরিত নাসিকা,  
বিফারিত বক্ষঃস্থলে দাপটে দাপটি  
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চৈঃ—  
“সাজ, রে দানববৃন্দ—সংসারের রণে।”

হেনকালে তথা শিশুগোরা কেশরিণী  
বম আন্দোলিয়া ভ্রমে বধা গিরিমাঝে,  
আইলা ঐন্দ্রিলা বামা—আলুলিত কেশ  
বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা স্বঘন নিশাস  
কম্পিত নাসিকারঞ্জে, অন্ধিত কপোলে  
শুক অশ্রু-জলধারা, কহিলা দানবী  
ঘোরস্বরে—উন্মত্ত করিণী বেন ভীমা,—  
“হে দৈত্যকুলপতি, দৈত্যকুল নির্কংশ  
জানিয়া এখনো স্থির আছে দম্ভ হিরা?  
শোকে অবসর তহু হতাশের প্রায়?  
ধিক্ হে তোমারে, ব্যাধ না বধি এখন  
নিরখিছ শূন্য নীড়, উচ্ছিন্ন অটবী?  
হের, দৈত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রুজল  
দহিছে এ গণ্ডতল। আরো উচ্চতর  
শোকদাহে দহে হৃদি। তুমি পিতা হয়ে  
এখনো অসাড় দেহ না সরে চরণ?  
কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কত  
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী।  
নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন  
ঐন্দ্রিলা পুঞ্জ বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে?  
জালাতাম ঘোর শিখা চিত্ত দহে বাহে,  
সেই গুরুরের চিত্তে—জ্ঞান-চিত্তে তার  
জালাতাম পুঞ্জশোক চিতা ভয়ঙ্কর,  
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা।”

সহসা পড়িল দৃষ্ট দম্ভজবামায়  
রুদ্রপীড়-রবসাজে; হেরি পুত্র-সাজ  
হৃদয়ে শোকের সিদ্ধ বহিল আবার!  
বহিল শোকাশ্রুধারা গণ্ড ভিজাইয়া!

“হা পুত্র! হা রুদ্রপীড়!” বলি উচ্চৈঃস্বরে  
লইলা দম্ভজবামা যতনে তুলিয়া  
পুঞ্জের সমর-সজ্জা—দেখিলা শীর্ণকে  
সেই মাদ্রলিক অর্ঘ্য রয়েছে ভেততি!  
জলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া,  
কাঁদিল মায়ের প্রাণ! হায় রে! পাষণে  
পশিল অনলদাহ ঘেন অকস্মাৎ!  
উচ্চৈঃস্বরে কোলে করি পুত্র-রণসাজ,  
“হা বীরেন্দ্র-চূড়ামণি” বলিলা উচ্ছ্বাসি,  
কাঁদিলা দাকণ নাদে ঐন্দ্রিলা দানবী।  
“কে হরিল? কারে দিলে, অহে দৈত্যরাও,  
আমার অমূল্য নিধি? হৃদয়-রতন  
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার  
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম!  
এমনি করিলা বকে ধরিব তাহার,  
এমনি কবিলা ভিজাইব অশ্রুনীবে  
সেই চারু চন্দ্রানন। দৈত্যকুলমণি,  
দেখিব হে একবার! জীবন-পীণাঘূষে  
জুড়াব তাপিত দেহ!—এ জগৎমাঝে  
‘মা’ বলিতে ঐন্দ্রিলায় কেবা আছে আর  
ধরাসনে নহ, বৎস জননীর কোলে,  
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,  
নিদ্রা ভাঙি তখন উঠিবে পুত্র মম—  
দৈত্যপতি, এনে দাও সে ধন আমার।”

কহিলা দম্ভজপতি—“হে দৈত্যমহিষি,  
জানি সে কঠোর বিধি করেছে নির্ণুল  
বুজের হৃদয়ের আশা হঠাৎ-আঘাতে!  
এ শোক-চিতার বহি জলিবে হৃদয়ে,  
হা ঐন্দ্রিলে, যত দিন ভয় নহে দেহ!  
কি হবে বিলাপে এবে? হা রে অভিমানি  
বিলাপের বহুদিন পাইবে পশাৎ  
আঁক্ষেপের এ নহে সময়, আগে ষাতি  
পুত্রবাণী ইন্দের হৃদয় এ ত্রিশূলে,  
পরে বিলাপিব দৌহে। হের যুদ্ধসাজে  
সসজ্জ সুরধিবৃন্দ—সমর-প্রস্থানে  
গমন-উজ্জত আমি, বিলাপি এখন  
চিত্তের উৎসাহ-বেগ না হয়, মহিষি!”

দানবের তেতঃপূর্ব বচনে ঐন্দ্রিলা  
পাইলা ষতাব পুনঃ, অশ্রুধারা মুছি  
কহিলা—“দম্ভজনাথ, প্রতিজ্ঞত হও—

পূজাশ্রী-পূজা বধি দিবে প্রতিশোধ—

তবে সে হৃদয়-জালা ঘুটিবে কিঞ্চিৎ,

তবে সে বুঝিব বীর শূলধারী তুমি।

তবে সে অগংগাঝে এ মুখ আবার

দেখাব দহুজ-কুল-মহিলার কাছে।”

কহিলা দহুজেশ্বর উত্তরি বামায়,—

“পুরাইব মনোবাঞ্ছা, মহিষি, ভোমার—

এ শূল আঘাতে পারি যদি পুরাইতে।”

“পারি যদি পুরাইতে?—কি কহিলা হায়”

কহিলা-ভূজস্বখাসে ঐল্লিলা দানবী,—

“হৃদয়-শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে,

প্রতিহিংসা নাহি তার? নহ কি সে তুমি—

সেই মহাসুর বৃত্ত দেব-অতকাবী?

এখন(ও) তৃতীয় অংশ নহিল অতীত

রক্ষার দিবসমানে, ভৈরব ত্রিশূল

এখন(ও) দখিছ হস্তে তেমতি প্রতাপি,

‘পারি যদি পুরাইতে’—বলিলে দৈত্যেশ?”

বুঝাইলা বুঝাসুর সাঙ্ঘনিয়া তার

প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনঃ মন্তক পরশি,

নাশিতে ইজের স্রুতে।—স্থিরচিত্তে তবে

বীরগতি ঐল্লিলা ফিরিলা ইজ্রালবে।

তখন দহুজপতি স্তম্ভিত সযোধি

কহিতে লাগিলা পুত্র-অন্ত্যেষ্টি বেক্রে

সমাধা হইবে অন্তে। হেনকালে সেখা

প্রবেশিল বীরভক্ত মহাকাল-দূত।

সদ্রমে দহুজপতি প্রণতি করিয়া

সম্ভাবিলা শিবদূতে। কহিলা প্রথমে—

“বৃত্ত, তব পুত্র-তম্বু স্মেরক-শিখরে

গইতে বাসনা মম। অন্ত্যেষ্টি-সংকার

সে বীরের করিবেন ইজ্রালী আপনি।

ইন্দ্রবাল!—তম্বু সঙ্গে অনন্ত-মিলনে

মিলায়ে সে বীর তম্বু স্মেরক-অঙ্গেতে

রাখিবেন সুরেশ্বরী;—হে দহুজনাত,

পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিপ্রাণা

ইন্দ্রবাল। দানবেজ, লুকাইছে, হায়,

সে স্বধমা-রাশি আজি সুরমা-কোলে!

নিষেধ না কর, দৈত্যনাথ, পুত্রনাম

প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে তিরদিন।”

বীরবিলা শিবদূত এতেক কহিয়া।

কহিলা দহুজনাত—“তুকারেছে হায়,

সে চাক কোমলগতা ইন্দ্রবাল মম;

হের মাত্র বিধাতার বিধি অদভুত—

দৈত্যকুল-রবি মনে সে কুল-পক্ষজ

ভুবিল হে এককালে। ছাঁড়িলা যখন

কুদ্রপীড় বৃত্তাসুরে, থাকে কি সে আর

দৈত্য-কুল-লক্ষ্মী তার ঘরে? জানিলাম,

এত দিনে অন্তরকলেব অবসান!

হা মাতঃ স্মরণে! তব অন্তিমকালেতে

চক্ষে না দেখিছ তোমা! সেবিলে মা কত

তনয়ার স্নেহে বৃত্তে—বৃত্ত জীবমানে

মরিলে শত্রব কোলে? মৃত্যুব সময়ে

না পাইলে স্ববাক্যে বজনে দেখিতে!

হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে?”

আক্ষেপি এরূপে বৃণ নিখাসি গভীর,

কহিলা গইতে তম্বু মহেশেব দূতে,

বীরভক্তে প্রণমিয়া কবিতা বিদায়।

চাহি পরে মহাসুব দৈনিক বৃন্দে

সাজিতে আদেশ দিলা—আদেশিলা শুব

সাজিতে দহুজকলে। কি বুদ্ধ তৎপ

চলিল দহুজবীর যে যার আলয়ে,

ঘোষিল অমরমাঝে স্তূর্ঘ্যোদয়ে বণ।

হায় রে সে নিশি যেন গাটতর বেগে

দেখা দিলা অমরায়। প্রতি গৃহে পথে

মুদুল করণ দর। আলয়ে আলয়ে

গৃহীর হৃদয়োচ্ছ্বাস মধুব গভীর,

পিতাপুত্র, মাতাসুতে, ভগিনী-ভ্রাতায়

কত ধীর আলাপন, মধুর সম্ভাষ,

বিনয়, করুণা, স্নেহ, মমতা-পূরিত।

বনিতার স্থলিত কতই বিলাপ।

পতির আখাস প্রেমময় মোহকর!

কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্র সাজাইছে মাতা

চুপি কতবার স্নেহে পুত্রের ললাট।

মুছি নেজনীর বীর অলীক আশাদি

বুঝাইছে কত তায়। জননীর প্রাণ

ভুলে কি ছিলেন, হায়। আরো গাটতর

অন্তবে ছুটিছে বেগ পবাণে আঘাত!

কত শতবার খুলি তম্বু কটিন

ভনয়ে ধরিছে বৃকে! কোন বা আলরে

সোদরের পরিচ্ছদ বাধিতে বাধিতে

ভগিনী কাঁদিয়ে শোকাহুল অর্জুতর,

অশ্রুট নিখাস, নীর-ধারা দর দর  
নয়ন-যুগলে ! পতি-আজ্ঞা শিরে ধবি,  
কোন বা রমণী বাক্ষে পতি-কটিক  
কোন বা রমণী ধরে তুলি শিশু-কর,  
কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠ  
সে কোমল করে ! হায় ! কেহ বা ধবিছে  
পতির অপরদেশে শিশুর অধর !  
স্বমধুর হাসি মুখে খেলিছে বালক  
কিরীটের গুচ্ছ তুলি—আনন্দে ঢুলায়ে  
অশ্রুতে মিশারে হাসি হেরিছে রমণী,  
সজল-নয়ন মবি এবে অবিচল ।  
চাহে কোন সৌম্যিনী স্বামীর বদনে  
কবে তুলি খজা-কোষ, কোন বা বালক  
পিতার কবচ অঙ্গে, হাসিতে হাসিতে  
আসিছে জননী-কাছে—কাঁদিছে জননী ।  
পুলে সাজাইছে পিতা, পিতার পৃষ্ঠেতে  
কোঁতুহলে পূর্ণ তুণ বাকিছে তনয় !  
বুঝাইছে বগকলে পুঙ্ক পুৰবমা ।  
মায়ে সাধুনিছে স্ত্রী, জননী কলার ।  
সুকাইছে কত ক্রমা প্রদূর আনন,  
গত নিশি প্রফুটিত অববিন্দ সম,  
ছিল প্রফুটিত বাহা ! হায়, কত আঁধি  
দুঃখেতে মুদিছে আজি । গত বিভাবরী  
যে বদন দেখিবাবে হৃদয় উৎসুক,  
আজি নিশি নাহি চাহে নিরখিতে তার ?  
যে হৃদয়-পরশনে নীতল পবাণ  
সিক্ত পীযুষ ধারা, তপ্ত তাহা আজি—  
পবশনে দগ্ধ হৃদিতল । শ্রুতিগলে  
যে বচন কালি স্বমধুর, আজি তাহে  
বিকিছে কটক । কত স্নেহ আশা, আকা,  
কত চিন্তা, ভয়, প্রতিদিন দানবের ঘরে  
একত্র ভরঙ্গ তুলি দিবিছে সে নিশি,  
না হয় বর্ণন হায়, সে হৃদি প্রাবন ।  
গুড়িছে সবার বৃক্ষ, কোলে করি কেত  
হেরিছে শিশুর মুখ—চুষনে ফেল ।  
কেহ প্রিয়তমা-অশ্রু-মুছিছে যতনে  
হৃদয়ে চাপিয়া স্নেহে ! কেহ বা কাঁদিছে !  
ভ্রাতার ভ্রাতার, আঁহা, সে কাল-নিশাতে  
বিদায় কতই মত ! সখার সখায়  
শেষ প্রণয়ের দেখা কতই ঘেহেতে !

আলিঙ্গন পিতা-পুত্রে—জননী-আশিস,  
সে তামসী অমরায় নিরখিলা কত !

## চতুর্বিংশ সর্গ

অমরায় বিভাবরী হইল প্রভাত,  
খজা, চন্দ্র, বর্ষা, ভূণ তরল কিরণে  
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে । সিন্ধু যেম  
সে ঘোর সমরভূমি—অকুল গভীর ।  
দেব-দৈত্য-চন্দ্রল উচ্ছিকল প্রায়  
ভাসিছে কিরণ মাঝি সে রণ-সাগরে ।  
সে কিবণে প্রজাতিল ভীম শোভাময়  
অপূর্ণ অমর-বাহ বাসব-রচিত ।  
বহু দেশ যুড়িয়াছে বাহিনীবিকাস—  
অস্তাচল, হেমকূট, তাম্রকূটগিরি,  
পর্বত-পারদ-গভ প্রাবাল-ভূধর,  
মনঃশিলা শৈলকল আদি আচ্ছাদিয়া  
মণ্ডল-ভিতরে মৈত্র-মণ্ডল স্থাপিত—  
অপূর্ণ শ্রবণকৃতি । মধ্যস্থলে তাব  
যক্ষপতি আদি সুবরথী—শরাহত  
দেবগণ ; চৌদিকে স্তবকে সুবসেনা,  
রক্ষিতে সেনানৌগল বণে সুনিপুণ ।  
বাহ নিরখিয়া ইন্দ্র অকণ-উদয়ে  
দেব-সেনাপতিগণে করিলা আঙ্গান  
আপনার পটগৃহে । বাসব-আদেশে  
আ(ই)লা জলকুলপতি বরুণ স্বধীর  
বৃহস্পতিবাণে বিদ্ধ বাম উকদেশ  
পাশে রাবি দেহভার ধ্বঞ্জের গতিতে  
আইলা ইন্দ্রের পার্শ্বে । সূর্য্য মহাবলী  
তীক্ষ্ণ শরে দগ্ধতম, আইলা সত্তর  
ইন্দ্র-পটগৃহে বিদ্ধ বাম-ভুজ ধবি ।  
আইলা সে অগ্নিদেব অস্থির দহনে ;  
আ(ই)লা দেব প্রভঞ্জন চকল-গতিতে,  
অ(ই)লা দণ্ডধর যম করাল-মুরতি ;  
জয়ন্ত বাসব পুত্র দেব বড়ানন ।  
যথাস্থানে যে বাহার কৈলা অধিষ্ঠান ।  
সুরপতি চাহি সূর্য্যে, অনলে, বরুণে,  
কহিলেন,—“হে অমর মহারথিগণ,  
চিন্ত মম আকুলিত হেরি তোমা সবে

হেন শরদগু-তনু—না জানি একপে,  
উগতি করিলা দেবে বৃদ্ধের তনয়।”  
জিজ্ঞাসিলা—“কোথা এবে যক্ষ ধনপতি;  
না আইলা কেন ছুই অধিনীকুমার,  
কোথা একাদশ রুদ্র, অস্ত্র বীর আর?”

উত্তরিলা বারীশ বরুণ পুরন্দরে,  
“আমা সব হাতে শরদগু গুরুতর  
সে সকলে, হে সুরেন্দ্র, গতিশক্তিহীন  
কোন দেব, মুচ্ছাগত কেহ বৃদ্ধসন্ত-  
শরাঘাতে।” শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিয়া কত।  
কহিলা অমরপতি—“হে সেনানীগণ,  
হত এবে সে অস্ত্র ভীম গুরুতর।

কিন্তু দুই বৃত্তাস্তর জীবিত এখন (৩).  
দৈত্যপতি সমরে চর্যার। যার রণে  
অমবা-বঞ্চিত দেবগণ। সে দুবাত্মা  
সংগ্রামে পশিবে অচিরে, কি উপায়ে  
নিবারিবে তার এ সমবে? কহ শুনি।  
দধীচির অস্থিবলে, পিনাকি-আদেশে,  
পেয়েছি অব্যর্থ অস্ত্র—বজ্র প্রহরণ  
কিন্তু সে অস্ত্র ইথে না হতে নিপাত  
না হইলে ব্রহ্মদিবা শেষ! কি উপায়ে,  
কহ, দৈত্য দুঃখ সমরে নিবারিবে?”  
এলি কোষ হতে তুলি ধরিলা দণ্ডোলি  
দূতকের পুরন্দর। ধক ধক জালা  
ছলিতে লাগিল অস্ত্র করি দীপ্তিময়  
সে দেব-পটমণ্ডপ—অনন্ত শিবির;  
উত্তাপে অস্থির দেবকুল, দেখি ইন্দ্র  
ভীম বজ্র রাখিলা আবার বজ্রাধারে।

ভীষণ দণ্ডোলি-তেজ হেরি বৈখানর,  
খাঙ্কাদে অধীর, অঙ্গে স্কুলিঙ্গ ছুটিল,  
কহিলা অসহ্য কর্ণবেদনা উপেক্ষি,  
“অমরেন্দ্র। শুন কহি মম অভিলাষ,  
তিলার্দ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর,  
অগ্নরে সংহার বজ্রে, অদৃষ্ট-লিখন  
কে বলে খণ্ডিত নহে, সুযোগে সকলি  
শুভকল। না থাকিলে এ বেদনা মম,  
এগনি, সুরেশ, বধিতাম বৃত্তাস্তরে  
এ অস্ত্র-আঘাতে।” শাস্ত্র কৈলা সুরপতি  
উগ হতাশনে বুঝাইয়া নানামত।  
তখন ভাস্কর—গ্রহকুলপতি দেব

ভীষন্তর হবে উজ্জৈ নিনাদি কহিলা,—  
“হে সুরেন্দ্র, ভয় যদি দণ্ডোলি-নিক্ষেপে,  
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি  
খণ্ড-মুণ্ড হয় কি না ছবজ অস্ত্র!  
প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে বজ্রের সহায়ে  
লুটবে অস্ত্র-মুণ্ড—বিস্তীর্ণ শ্মশানে  
শূন্য কঙ্কল রাডে যথা! না জানি, সুরেশ,  
কি হেতু অসাধ্য তব হেন বিপু-নাশে,  
আগনি অক্ষত দেহ। জরজর-ভক্ত  
দেবকুল অস্বাধাতে! কি জানিবে কহ,  
ছিলে লুকাইয়া দবে কমেয়-গল্যাবে।”

সূর্য্যের বচন শুদ্ধ জলদলপতি  
কহিলা—“হা ধিক, ধিক দেব দিবাংকব,  
দেবেজ্ঞে এ ভাষা! সর্ব্বভাগী সুরপতি  
দেবতার হিতে, লজ্জা, ঘণা পরিচয়  
বিশ্বধারে ত্রিমলেন ভিক্ষকের বেশে,  
তারে এ পক্ষ-বাক্য? হে দ্বাহবিনাশী,  
অন্ধ কি হইলা ক্রেশে? কহ সে কাহাব  
নহে শরদগু দেহ। একাকী সমবে  
গুণিলা কি দৈত্যগুতে? কি সাহসে হেন  
অহঙ্কার, হে সবিতঃ—ভীক অপবাদ  
দিলা ইন্দ্রে এ সুবমণ্ডলে? লজ্জাহীন  
ভীক যে আপনি, অজ্ঞে ভাবে সে তেমনি।”  
এত কহি নীরবিলা সিদ্ধকুলপতি।

সুরেন্দ্র তখন শাস্ত্র কবি বারিনাথে,  
কহিলা সুধীবর্ভাষে গভীর বচন,—  
“হে সূর্য্য, অস্ত্রবশাশে অসাধ্য আমার—  
দেব-ভূমি নহি ভূমি—নহি হে ব্যথিত  
শরব্যথা বিহনে শবীবে? অকারণ  
অরাতি নাশিতে করি হেলা?—হে দিনেশ,  
সহস্রাংস্ত, ঘৃণাও সে চিত্তভ্রম তব,  
লহ এ সংহাব অস্ত্র, বিনাশ অস্ত্রের।”

এত কহি সূর্য্য-অগ্রে রাখিলা দণ্ডোলি।  
আগ্রহে ভাস্কর হেরি সে ভীম আশুপ,  
তুলিতে কবিলা বজ্র ছুই ভূজের ধরি;  
প্রকাশিলা যত শক্তি ভূজদণ্ডে তার;  
তুলিতে নাবিলা বজ্র—লজ্জামত মুখে  
দাঁড়াইলা দূরে গিয়া দেব-অস্ত্রালায়ে।

হাসিলা অমরবৃন্দ উচ্চ অট্টহাসে;  
হেরি সূর্য্য-পর্য্যব ব্যজ্রধরে কত

বিজ্ঞপিতা কত জন কুটতিরদ্বারে ।  
তখন বাসব শীঘ্র পীযুষ-তুলনা  
বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার ;  
নিবারিতা সৰ্ব্বজনে—“হে দেবমণ্ডলী”  
কহিলা বিশদস্বরে—“গৃহ-বিসংবাদ  
সদা অনর্থের হেতু জিজ্ঞাস্তা মাঝে ;  
বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ !  
কে না পারে সধ্যভাবে সম্পদ ভূজিতে ?  
দেবতার কত হীন মানবেব জাতি,  
তাদের(ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে,  
কতই সখ্যতা স্নেহ আশ্রয়-স্বক্কে  
সৌভাগ্য সে যত দিন । সৌভাগ্য ফুটালে  
শুখের সংসার ছার—শাদূল-কলহ  
আশ্রয়-কলহে গৃহে ! ভ্রাতৃ উচ্ছেদ ।  
সে প্রবাদ দেবকুলে করিতে প্রবল  
চাহ কি অমরগণ ? আশ্র-বিশ্ববণ  
বিপদে এতই দেবে, ওহে দেবগণ ?”  
এতেক বলিয়া ইন্দ্র আবার নীরব,  
ভাবিতে লাগিলা চিত্তে কিরূপে অস্তুরে  
ভেটিবে সময়ে পশি । পার্শ্বতীনন্দন  
কান্তিকের সেনাপতি সমর-কুশল  
কহিলা গৃহের প্রথা বৃহদ্রথ্যে থাকি,  
বন্ধিতে স্বপক্ষবল ; ববণ বিচারি  
রণে কান্তি কখনকাল দিলা উপদেশ ;  
অস্ত্র দেবগণ মত দিলা যে যাচার ।  
ভাবিত—অমর-পতি অমর-শিবিরে,  
হেনকালে মহাশূক্রে বিদাদি বেগেতে  
আ(ই)লা শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল,  
সুখিলা বাসব শিবদূতে শিবশিবা-  
বারতা, কৈলাস-মুসংবাদ । শিবদ্বাবী  
নন্দী ইন্দ্রে বন্দিয়া তখন কহিলা “হে—  
অমরেন্দ্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা,  
শচী-দ্রুংধ হরিতে সতত চিন্তা তার ;  
পাঠাইলা, হে বাসব, জানাতে তোমার  
বৃদ্ধের খণ্ডিল তাগ্য—অকালে অমর  
পতিবে দস্তোলা-ঘাতে । হে শচীবল্লভ,  
বিলম্ব না কর আর, বজ্রে বিদারিয়া  
বক্ষঃ চূর্ণ কর তার, তৈরব আপনি  
কুপিত ঐক্খিলা-দস্তে কৈলা এ বিধান ।”  
এত বলি শিবদূত ফিরিলা কৈলাসে,

ধুমকেতু-বেগে গতি উজ্জলি অধর ।  
মহানন্দে কোলাহল দেববৃন্দমাঝে ।  
কর্ণকালে জ্বিতুবনে ঘোবিল সংবাদ —  
ইন্দ্রব্রাহ্মের রণ বৃদ্ধের সংহার  
বজ্রাঘাতে । বিহ্বলিত কোতুহ-হরনে  
চতুর্দিশ লোকবাসী সিদ্ধ-ব্যোমচর  
ছুটিল বিমানমার্গে । আইল বন্ধকুল,  
বিভাধর, অপ্সর, কিম্বরবর্গ যত ;  
আইল কর্ণরূরগণ, গন্ধর্ভ, পিশাচ ;  
আইল সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ,  
দেবর্ষি, মহর্ষি, যতি, শুচি-আত্মা যত ;  
আইল ব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রাণী শূন্যদেশে ।  
আকাশের দূরপ্রান্তে শূন্যানে চাপি  
বহিলা সকলে ব্যগ্র । সে রণ দেখিতে  
খুলিল ব্রহ্মাণ্ডদ্বার অধর সাজায়ে ;  
নানা বর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স,  
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ,  
কত দিব্য বাতায়ন খুলে চন্দ্রলোক,  
ছড়ায় বিমানপথে চন্দ্রলোক-শোভা ।  
সূর্যালোকে কত কোটি বাতায়ন, আঁহা,  
খুলিল অন্তলমুগ্ধি লোমহর্ষকর  
অভূত সৌন্দর্য্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে ।  
প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্রে  
খুলিল কতই দ্বার, গবাক্ষ, তোরণ,  
বিপুল অনন্তকোলে অনন্ত শোভায়,  
প্রতিবাতায়ন-পথে গবাক্ষের দ্বারে  
প্রাণিবৃন্দ অগণন ; শূন্য যেন আজি  
প্রাণিময়—পরিপূর্ণ জীবন-প্রবাহে ।  
সে শোভা হেরিতে রমা ত্রীপতি সহিত  
খুলিলা বৈকুণ্ঠদ্বার । খুলে ব্রহ্মলোক  
অতুল তোরণ, আজি ব্রহ্মলোকবাসী ।  
খুলে দ্বার মহাকাল কৈলাস-ভুবনে !  
অতুল সুরভি-গন্ধে পুরিল অগণ !  
বিহ্বলিত চৌকলোকে প্রাণীর মণ্ডল  
সে সৌরভ ভ্রাণ লভি ! আকুলিত প্রাণ  
দেখিতে লাগিল শূন্য বৈকুণ্ঠ-ভূবন,  
অতুল ব্রহ্মার পুরী, বিশাল কৈলাস,  
মোহে অচেতন যেন ভুলি কখনকাল  
ইন্দ্র, ব্রাহ্মসুর, বর্গ, সমর প্রাণ !  
হেথা ইন্দ্র ব্যুহ-মাঝে অবশি তখন

নিবখিলা—একে একে দেবরখিগণে  
সমরে আহত বত, কিংবা সে মুর্ছিত !  
ধনেশ্বর কুবের অখিনীসুত-ঘরে,  
সাত্বনিলা মিষ্টঘরে । রুদ্র একাদশে  
স্বিষ্ট-করি, স্বিষ্ট করি অস্ত্রদেবে বত  
আহত সমরক্ষেত্রে, কিরিলি বাসব  
কবি ব্রাহ্ম প্রদক্ষিণ । আসি বহির্দেশে  
আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে পুষ্পক,  
আজ্ঞা দিলা নিজ নিজ বথ সাজাইতে,  
অস্ত্র বত গুর-রথী । শিবি বৃড়িয়া  
সাগব-কল্লোলধনি উঠিল আকাশে ।

সাজাইলা অকণ সুখোর সুবিমান  
একচক্র রথবৎ অদ্ভুত দেখিতে ।  
গতি মনোহর অতি, প্রদীপ্ত চূড়ান্তে  
সপ্ত স্বর্ণ-কুন্ত শোভা । নিরোজিলা তার  
সপ্ত খেততুব্বজম বহিম বিণাল,  
জিনি দুগ্ধফেনবাশি শুভ্র তরুণ,  
ক্ষেপে পাবে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে ! বৈনভেয়  
উঠি নীত্র বসিলা শুন্দনে । সে আদেশে  
অনল-সারথি রথ সাজাইলা জুত ;  
প্রলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময়,  
বজ্রবর্ণ দুই অখ, নাসাবন্ধে, শ্বাসে  
পথাসে ছুটিছে ধুম । আনি যোগাইলা  
১৪৪ ২য় কুম্ভবর্ণ শমন-শুন্দন  
কৃতান্ত-সারথি ভীম । শঙ্খবিরচিত  
শত-চক্র শতাস্ত্র সুন্দর বক্রপের,  
বেগে যার রসাতল সদা বেগময়,  
উজ্জ্বল তরঙ্গপূর্ণ দিগ্ধর শবীর,  
যবে বারিনাথ রঙ্গে, বাবিরি-বিহারে,  
দম্বেণ বাক্সী সঙ্গে—সাজাইলা সূত ।  
সমাব-সারথি জুতগতি সাজাইলা  
শতচন্দ্র শিখরজ স্বন্দর বিমান,  
কপল-বাহন বায়ু-বিমান সাজিল,  
সাজিল শতাস্ত্র অস্ত্র বত অমরের !

হেনকালে মাতলি সারথি কৃতাজলি  
নিবেদিল। পুরন্দরে—“পুষ্পক-বিমান  
দিলা দেব, রুদ্রপীড-শব বহিবাংবে,  
কি বাহনে সুররাজ পশিবেন রণে ?”

চিন্তি ক্ষণে দেবেজ্র কহিলা আনিবারে  
উচ্চৈঃশ্রবা মহা অখ—অখকুলপতি ।

মাতলি ঘোটক আনি দিলা ইজ্রপাশে !  
হেবিরা বাসবে, উচ্চৈঃশ্রবা ঘন ঘন  
ছাড়িল নাসিকান্থনি, ছুলাইয়া সুখে  
ফুলাইয়া গ্রীবাদেশ, কেশব সুন্দর—  
ঘন হ্রেয়ান্থনি ত্রাণে, ঘন খুবাঘাতে  
খুঁড়িতে লাগিলা মনঃশিলা স্বর্গতলে,  
অত্র জিনি তরুশোভা শুভ সুচিকণ,  
কীরোদসমুদ্রজাত ঘোটক অদ্ভুত ।  
সাজাইলা আপনি সে অধে সুররাজ,  
সুদ্রিবা আসন পুষ্টে বান্ধি তেজোময়  
গলদেশে শোভিতে লাগিল—সৌদামিনী  
বেড়িল যেমন গ্রাবাদেশে । মহা হ্রেয়  
শটীনাথ ধবিয়া দন্তোথি, আরোহণে  
করিল। উজ্জোগ । হেমকালে শূন্তপথে  
সুমেধ হইতে জুত নামিল পুষ্পক,  
চপলা সুন্দরী বসি তার, তড়িত্তা  
হাস্তচ্ছটা মুখে ! হেবি উদ্বে জুতগতি  
নামিলা চপলা, নিবেদিল। শটীনাথে  
শটীব কুশলবার্তা, কহিলা, বেক্রপে  
পাইলা পুষ্পকবথ হোমাজি-শিখবে,  
ইন্দুবালা-বারতা সংক্ষেপে বিবরিয়া  
দাঁড়াইলা নম্রমুখে । চপলারে হেরি  
সুখাইলা সমতনে কতই সংবাদ  
সুরনাথ বার বার ; কত চিত্তস্থগে  
শুনিতে লাগিলা যত কহিলা চপলা ।  
সহর্ষ উৎসুক মনে আনৌষি তখন,  
কহিলা পোলোমীনাথ, “হে চাকরজিনি,  
চিরসহচরী ইজ্রাণি, কহিও সে  
স্বর্গমুখ-সুখিনীবে, স্বর্গরাজ্য তাঁর  
উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিবে তাঁহারে,  
চিরতৃষ্ণা মিটাব চিত্তের ! কিংবা এবে  
সুহাসিনি, সুমেধ-শিখবে নিরাপদে ।”

এত বলি শটীনাথ চপলার পানে  
চাহিলা প্রফুল্লমতি ; হেরিলা—বদগী  
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্র-কলেবর,  
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন । ইজ্রে হেবি  
সলজ্জ-বদনে বামা মুদিল নয়ন ;  
বাঙিল সুগুণ্ডতল, কাঁপিল অধর !  
বিশ্ময়ে সুরেজ্র এবে দেখিলা এ দিকে  
ভীমরূপ তাজি বজ্র দিব্য তেজোময়

ধরিছে অপূর্ণ মুষ্টি বিধি-হরি-হর-  
 তেজে নিত্য সচেতন ; হেরিছে সঘনে  
 স্থির সৌদামিনী-শোভা অস্থির নয়নে ।  
 হাসিল বাসব, আত্মা দিলা মাতলিরে  
 আনিতে কুসুমদাম, কহিলা—“চপলে,  
 পূর্বা বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব  
 আজি সুর-রণভূমে ত্রিলোক-সাক্ষাতে  
 তেজঃকুলধর বজ্রে বিবাহ-উৎসব  
 হবে পরে ।” মাতলি আনিয়া পুষ্পমালা  
 দিলা স্রুখে ইন্দ্র-করে, আনন্দে বাসব  
 অর্পিলা চপলা বজ্রে সে কুসুমদামে !  
 স্বয়ংবরা হইলা চপলা মনস্রুখে,  
 বলিলা লাবণ্যরাগী তেজঃকুলরাজে,  
 অমর সমরক্ষেত্রে—ব্রতবধ-দিনে !  
 বাজিল সমরভেরী তুরী শঙ্খ কত ;  
 উঠিল আনন্দধ্বনি ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে  
 পুরিমা সমরক্ষেত্রে—অনন্ত যুড়িরা  
 অবিশ্রান্ত পুষ্পধারা হইল বরিষণ ।  
 কোলাহলে পূর্ণ দশদিক্ । দ্রুতগতি  
 ইন্দ্রপদে নমিলা চপলা, হাসি দেব  
 দিলেন বিদার । ভীম অস্ত্রমুষ্টি পুনঃ  
 ধরিলা দন্তোলি শক্রদণ্ড-সংহারক !

রচিয়াছে মহাবাহু ব্রজ মহাসুর  
 দিগন্ত অর্দ্ধেক যুড়ি উদয়-অচল,  
 পিঙ্গল, ত্রিকুটনাগ, গোত্র ধরাধর  
 লোকালোক আভূত অচল মালাবৎ  
 ভূধর রজতকূট হিমাঙ্গ শিখর  
 ছেয়েছে দানবসৈন্য । বচিয়াছে বাহ  
 একাদশ মণ্ডলিতে বাহিনী সাজারে  
 বিজ্ঞাসিয়ে বথ অশ্ব গজ পদাতিক ।  
 পক্ষীজ্ঞ গরুড় যেন বিস্তারিয়ে পাখা  
 বসেছে নগেন্দ্র-শিরে—দেখিতে তেমতি  
 দৈত্য-চম্বর গঠন । মধ্যে নিজদল,  
 ব্রজ ঐরাবতপরে, ঘেরিয়া তাহার  
 পরাক্রান্ত দৈত্যসেনা ; দৈনিক সুরথী  
 পর্কতের শ্রেণী যেন নগেন্দ্র বেষ্টিয়া ।

হেনকালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি,  
 নাটিল বীরের হিয়া লহরে লহরে,  
 শাগর তরঙ্গ-তুলা বিপুল বিশাল  
 ছলিয়া তাকিয়া পুনঃ মিলিয়া আবার

চলিল দম্ভজ-দল সেনানী-চালনে ।  
 দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকাশে  
 ঝক্ ঝক্ কিরণ চমকে অস্ত্রপরে  
 রথধ্বজ ঝলসে তহুত্রে হুহুহলে,—  
 ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া !  
 সাজিয়াছে রণমাঝে দৈত্যাকুলপতি  
 ব্রজাসুর—বাঁধি কটি কটিকৈ দৃঢ়,  
 দুই খণ্ড গণ্ডাবের দৃঢ় চক্ষুপেটি  
 দুই উপবীতাকারে বান্ধিয়াছে ঘেরি  
 বক্ষোদেশে । বাম-করে ধবেছে ফলক  
 সূর্য্যোব মণ্ডলবৎ—গ্রচণ্ড, বৃহৎ,  
 দক্ষিণে ভৈরব-দন্ত শূল বিভীষণ,  
 ঐরাবত করি-পৃষ্ঠে বসেছে অসুর  
 শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন । কবিকুলরাজ  
 গত রণে জিনি যায় লতিলা দানব  
 চলিলা ব্যুহিত করি—চলিলা পশ্চাতে  
 দম্ভজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মালা ।

ছুটিল ইন্দ্রের রথ গগন আন্দোলি,  
 কত শুলে কত নিয়ে কত পার্শ্বদেশে  
 বিজ্ঞার বেগে গতি ছিন্ন-ভিন্ন করি  
 দৈত্য অনীকিনী শাখি, কক্ক, বক্ষোদেশ,  
 ঘনদল অশ্ব বিদোর্ধ চক্রাঘাতে ।  
 ইন্দ্রদেব রথচক্রে জলিতে লাগিল  
 তড়িদ্দাম—জ্বলিল সহস্র অক্ষি তেজে ।  
 শরজাল ভয়ঙ্কর শুলে ধরবিল  
 মৃশলের ধারে যেন বিবিধার ধারা !  
 অপূর্ণ শিক্রিনী-ভদ্রী ! মুহূর্ত্ত ভিতবে  
 দিগন্ত ব্যাপিয়া শর সর্কজনপরে  
 সর্কস্থানে সর্কদিকে রণস্থল ঢাকি,  
 পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব হস্তী  
 অসংখ্য পদাতি—মহাবড়ে তরু যেন  
 কিংবা বজ্রাঘাতে যথা শৈলকুলচূড়া ;  
 বাহ ভেদি প্রবেশিলা সুরেশ-স্তনন,  
 ভ্রমিতে লাগিল বেগে দাবাড়ি যেমন  
 ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন মগ্ন করি ;  
 কিংবা যথা উর্ধ্বকূল সিদ্ধ উৎলিয়ে  
 ধার রঙ্গে বেলাকুলে উপল আছাড়ি ।

ছিন্ন কৈল দুই পক্ষ সুরেশের শরে  
 বাহ-কলেবর ছাড়ি—যথা ব্রজাসুর  
 বেষ্টিত দানব-বীরদলে । রক্তস্রোত

প্রবাহিত বিপুল তরঙ্গে চারিদিকে ।  
দেখি দৈত্য মহাভয়ে দস্তে ঢালাইলা  
মহাহস্তী এবাবত ; ছাড়িল মাতঙ্গ  
কোটা শঙ্খনাদ শুণ্ডে, গজিল তখন  
দ্রুম-শব্দে দৈত্যনাথ, গজিল যেমন  
অথরে জলনদল, কহিলা হুকারি—

“রে পাণ্ডু, এ প্রচণ্ড ভূজতেজ আগে  
না নিবারি, বধিছ দম্ভ-পদাতিক ?  
তরুণের প্রার বুকে এড়ারে সমবে  
দমিছ বে বণভূমে ভীক হীনমতি ।  
তুলাজনে সংগ্রামে না ভেটি, হস্তী হয়  
বধিছ নিরঙ্জ-প্রাণ । পিক হে বাসব ।  
কি হেতু আইলে রণে ভয়(ই) যদি এত  
অস্ত্রের ভূজবলে ? সে ভূজ-প্রতাপ  
হেব পুনঃ ।” কহি, শূঙ্গে তুলিলা অস্ত্র  
মহাকাল শূল ভয়ঙ্কব । না উত্তরি  
স্বনাথ কোদণ্ড ধরিলা ভীমতেজে  
লক্ষ্য করি ঐরাবতে নিমেষ-ভিতরে  
কর্ণমূলে নিক্ষেপিলা স্ত্রীকৃৎ বিশিখ,  
অস্ত্রব জ্বালায় মহাবাণ মাতিল,  
ঘোব শব্দ শূঙ্গে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে  
না মানি অকুশাবাত । ভীম লক্ষ ছাড়ি  
দাড়াইলা মহাশূর মনঃশীলাতলে—  
শূল হস্তে ! লক্ষ্য করি ইন্দ্র-বক্ষস্থল  
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূবে হেনকালে  
দেখিলা দম্ভজপতি জয়ন্ত-পতাকা ।  
নিরখি ইন্দের পুছে নিজ পুত্রশোক  
জলিল হৃদয়তলে, অরিল তখন  
ঐক্সিলাব ভীমবাঁকা, প্রতিজ্ঞা কঠোব,  
চকরিলা ঘোর স্ববে অস্ত্রব দুর্জয়,  
ছুটিলা উন্নত যেন মথি সুরথী,  
মথি অশ্ব মাতঙ্গ পদাতিক অগণন ।  
দুর্য্যোত শাৰ্দূলেরে যথা বনমাঝে  
খুঁজে ব্যাধ বনরাজি আন্দোলন কবি,  
কিংবা পক্ষিরাজ বাজ কপোত হেরিয়া  
ধায় যথা শূঙ্গপথে—ছুটিলা দিতিজ ।  
হেথা ইন্দ্রে ঘোর রণে দৈত্যাবীর বত  
ঘেরিল নিমেষকালে ! তুমুল সংগ্রাম  
বাজিল বাসব সঙ্গে । কষোজ, খড়ক,  
ধবধ্বং ধবলাক ঘেরিল পুশ্পকে

খদল সহিত এককালে । সুরপতি  
ঘৃষ্মিতে লাগিলা রণমদে । পশুবাঞ্চে  
বনমাঝে নিষাদ ঘেরিলে, উন্মাদিত  
পশুবাঞ্চে ভীম লক্ষ ছাড়ি, ক্রমে যথা  
দশদিকে লণ্ডতণ্ড কবি ব্যাধকূলে,  
ভীক নখে দস্তাবাতে খণ্ড খণ্ড করি,  
নিক্ষিপ্ত তোমর, ভল্ল, কঠাব, মুদাব—  
তেমতি সুরেন্দ্র বধগতি ! ক্ষণে পূর্বে,  
ক্ষণে পবে উত্তরে আবার অকস্মাৎ,  
পশ্চিমে দক্ষিণে—যেন খেলে তড়িদ্দাম  
সর্ষস্কানে দিগন্ত ব্যাপিরা একেবারে !  
ঘৃষ্মিছে দম্ভজদল অসীম বিক্রমে,  
ভ্রিন্মিপন্নল, ভীষণ পরশ, প্রক্ষেপন,  
নিমেষে নিমেষে ক্ষেপি ইন্দ্ররথোপবে,  
কাটিছে সে অস্ত্রকূল ইন্দ্র মহাবল  
ভূজদণ্ড মুণ্ড সহ শরে, উঠাটছে  
খণ্ড উরু বিশিখে বিক্রিয়া ; জঘা, বাহ,  
কক্ষ, বক্ষঃ, ললাট বিক্রিছে লক্ষ বাণে ।  
নিরস্ত্র দম্ভজসৈন্য হৈল অচিরাৎ  
পড়িল সমবক্ষেজে কোটা দৈত্যাবীর ।  
ছাড়ি সিংহনাদ ক্রোধে দৈত্য-সেনা তবে  
দাইল উপাড়ি বৃক্ষ, ছিড়ি শৈলচূড়—  
ছুটিল সচল যেন অরণ্য ভূধব,  
ছুটিল পুশ্প শূঙ্গে মেঘমন্ত্রে ঢাকি,  
নির্নাশিল দম্ভগুণ ইন্দের কাশ্মুক,  
ছাইল কলষকূল বনাঘব-পথ,  
সুরপুত্রী অন্ধকার হইল ক্ষণকালে ।  
পড়িল কষোজ, হলধ্বং, মহাস্রব  
ধবধ্বং খড়গড়ি পিঙ্গল স্বৈতকেশ  
সেনাধাক আরো শত শত । ভজ দিল  
দৈত্যদল বণস্থল ছাড়ি—ফেলি অস্ত্র,  
গিরিশৃঙ্গ মহাক্রমরাজি, ফেলি রথ  
অশ্ব হস্তী । ছুটিল তেমতি বন্ধধানে—  
বায়ু-মুখে উড়ে যথা কাশ । কিংবা যথা  
পশুপাল, পশুপাল সহ কন্ধধাসে  
প্রাণভরে পুঙ্খ তুলি কবি ঘোর বব !  
হেথা মহাশূর বৃত্ত জয়ন্ত উদ্দেশে  
ছুটে ঋটিকার গতি । হেরি মহারথ  
কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে  
ঢালাইলা দিব্য যান বেগে জড়ন্তর ;



ছুটিলা অনণ দিবাকর অমুপতি  
 বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম দেব,  
 করাল অনন্তমুষ্টি যম দণ্ডধর  
 জালাময় তিন চক্ষু ভীষণ হুকারি,  
 দাঁড়াইল দৈত্যরাজ সুবরধিগণে  
 হেরি দূরে। হেরি দৈত্য দণ্ডধর  
 কানিম জলদবর্ণ ঘোব স্বরে ভাবি  
 কহিলা অমববন্দে—“হে দেবসেনানি,  
 শ্রান্ত সবে, বহুরণে যুঝিলা তোমরা,  
 ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম আমি যুঝি  
 দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।” চাহি তবে  
 সধোদিল ব্রতাসুবে—“চে দানবপতি,  
 পরেতে-পতিবে আজি ভেট রণভূমে।  
 প্রেতপতিবাক্যে পুন দুর্জয় হুকারি  
 কহিলা, ‘হে ষষ্ঠবাজ, এত যদি সাধ  
 যুঝিতে পুত্রের সহ—পব দণ্ড তব,  
 হের দেখ রাষিহু ত্রিশূল আজি, ইহা  
 না দরিব অগ্ন দেবরণে ইন্দ্রহুতে  
 কিংবা ইন্দ্রে না আবাতি আগে।’ পানুদেশে  
 বিদ্ধিলা ভৈরবশূল মনঃশিলাতলে  
 দৈত্যপতি; ভীমগদা দরিত্রা সাপটি,  
 ঘুবাইলা বনবনে; ঘুবাইলা যম  
 প্রচণ্ড করাল দণ্ড। দুই কবী যেন  
 বনমাঝে রণমদে করে কবাবাত,  
 তেমতি আবাতে দৌড়ে দৌহা! দণ্ডগদা-  
 প্রহারে বিদীর্ণ নভস্থল, ঘোর রব  
 উঠিল গগনে, ঘূর্ণ-পাকে ডাকে বায়ু  
 চূর্ণ মনঃশিলা চাবি চরণ ঘণণে।  
 দণ্ডযুদ্ধে বিশাবদ দৌড়ে, কেচ নারে  
 নিবারিতে পারে, ভ্রমে নিরন্তর পুরি;  
 দুই ঘন মেঘ যেন শূন্নে ভরকর।  
 প্রেতরাজ কালদণ্ড বর্ষরে ঘুরায়ে  
 আবাতিলা ভীমাঘাত বৃক্ষমূর্তিতে,  
 সে আবাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃক্ষগদা  
 গজদন্ত-বিনিখিত। তবন অনুর  
 বাসস্থানে শমনেব ভীষণ বেগেতে  
 করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া।  
 যমরাজ বসিলা আবাতে ভরুকটি,  
 ক্ষয় যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি।  
 তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল

লক্ষ্য করি অস্ত্রের বিচিত্র পতাকা।  
 দিলা রড দেবরথিগণ ঝড়বেগে  
 হেরি সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হ’তে হেরি  
 চালাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে  
 মাতলি—ছুটিলা রথ ঘনদলে দলি  
 বর্ষর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি,  
 জয়ন্তের রথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া  
 দাঁড়াইলা ক্ষণকালে। বিভ্রাতের গতি  
 বাসব অমর নাথ ছাড়ি সে সান্দন,  
 আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকলেধর,  
 শোভিল স্থনীল ভক্ত তরুজদ ক্লেদি,  
 শুভ্র অত্র ভেদি যথা শোভে নীলধর।  
 ক্ষটিক জিনিয়া পঙ্ক পুরিবা কবচ,  
 শিরস্থাপ দুটু জিনি কঠিন অশ্বস,  
 অপূর্ণ কিরণচ্ছটা কবীট আকারে  
 বেড়েছে নিবিড় কেশ- আভা ছড়াইয়া  
 স্নর্গমেঘমালা যেন ঘেরেছে মস্তক।  
 জলিছে সহস্র অক্ষি—ভীষণ দণ্ডোদালি  
 শূন্নে তুলি সুবনাথ অশ্ব আরোহিলা,  
 উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়  
 মহাশূল ভেদ করি, স্রমেচ্ছ ছাড়িয়া  
 উচ্চ এবে দৈত্যবপু নগেজদদৃশ,  
 বক্ষঃ সমহুত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া  
 স্থির হৈলা অধিপতি—ডাকিল দণ্ডোদালি  
 শত জিমুতের মস্ত্রে বাসবের কবে।  
 হেবি ঘোর ঘনঘরে ভীষণ অস্ত্র  
 কহিলা নিনাদি উচ্চৈঃ—“গা দত্তী বাসব,  
 তাবিলে রক্ষিবে স্ত্রুতে বৃক্রেব প্রহাবে।  
 কর তবে এ শূল-আঘাত সংবরণ  
 পিতা পুত্র দুই জনে”—বেগে দিলা ছাড়া  
 ছুটিলা ভৈরব শূল ভীম মূর্তি ধরি  
 মহাশূল বিদারিয়া, কালাগ্নি জলিল  
 প্রদীপ্ত ত্রিশূল-অঙ্গে! হেন কালে (হায়  
 বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে)  
 বাহিরিল খেতবাছ কৈলাসের পথে  
 সহসা বিমানমার্গে শূল-মধ্যস্থলে  
 অকস্মিৎ অদৃশ হৈল নিমেষ ভিতরে।  
 অদৃশ হইল শূল মহাশূল-কোলে!  
 হেরিয়া দম্বজপতি কাতর হৃদয়  
 কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘবাস ছাড়ি,

‘হা শব্দ, তুমিও যাম।’ দম্ব হতাশাসে  
 ছুটিলা উন্নতপ্রায় হুকারি ভীষণ,  
 ছিন্নমস্ত বাহু যেন! অগ্নি চক্রাকার  
 ঘূর্ণিল ত্রিনেত্রে বোঝ—দন্তে কড় নাহ!  
 প্রলয় ঝটিকাগতি আসিয়া নিকটে  
 প্রসারি বিপুল ভূক ধরিল। সাপটি  
 ইন্দ্র-করে ভীম বজ্র—উদ্বিগ্ন কবিতে  
 অস্তবর বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্  
 অলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর। সে দহন  
 মহাসুর না পাবি সহিতে গেলা দুবে  
 ছাড়ি বজ্র, ঘোর বিকট চীৎকার,  
 লম্ফে লম্ফে মহাশক্তে ভীম ভূক তুলি  
 ছিড়িতে লাগিলা ক্রোধে নখরমণ্ডলী,  
 ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাত,  
 আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চঃশ্রবা হয়।  
 একাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়, কাঁপিল জগৎ,  
 উজ্জাদ স্বর্গেব বন, উড়িল শূন্যেতে  
 স্বর্গজাত তরুকাণ্ড। গ্রহ, ভাবাদল,  
 খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।  
 উছলিল কত সিদ্ধ কত ভ্রমণ্ডল,  
 খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণ বেগু প্রায়!  
 সে চীৎকার, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী  
 চক্ৰ, সূর্য্য, শত্রু, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া  
 ছুটিতে লাগিলা ভয়ে বোঝিয়া অবন,  
 কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে। সে প্রলয়ে  
 স্থির মাত্র এ তিন ভুবন।—মহাকাল  
 শিবদূত কৈলাস দ্বারাবে, নন্দী দারী  
 কাঁপিতে লাগিল ভয়ে, কাঁপিতে লাগিল

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!  
 কাঁপিল বৈকুণ্ঠ দ্বার! ঘোর কোলাহল  
 সে তিন ভুবনস্থখে, ঘন উচ্চঃশ্রব  
 “হে ইন্দ্র, হে স্বৰ্গপতি, দন্তোলি নিক্ষেপি  
 বধ বৃত্তে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়!”  
 এতক্ষণ স্বৰ্গপতি ইন্দ্র সে দুর্যোগে  
 ছিল। অচেতনপ্রায়—বিধকোলাহলে  
 স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি;  
 না ভাবিলা না জানিলা ছাড়িলা কখন।  
 ছুটিল গর্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্য-পথে,  
 উনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,  
 ঘোর শব্দে ইরশ্বর অগ্নি অঙ্গে মাখি,  
 আবর্ত পুঙ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে,  
 ছুটিতে লাগিল সঙ্গে, স্তম্বেক উজ্জ্বলি  
 ক্ষণপ্রভা খেলাইল, দিগ্গণ্ডল যেন  
 ঘোঁর বদে সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিয়া চলিল।  
 ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে বজ্র চলিল অথবে  
 যেখানে অম্বরপতি বিশাল-শবীব,  
 বিশাল নগেন্দ্র তুল্য, ভীষণ আঘাতে  
 পড়িল বৃদ্ধেব বক্ষে—পড়িল অম্বর,  
 বিক্ষয়বাপর যেন পড়িল ভূতলে।  
 বহিল নিকর স্বাস পিভূবন যুড়ি,  
 বহিল বৃত্তেব খাসে প্রলয়ের ঝড়।  
 “হা বৎস, হা কদম্বপীড” বলিতে বলিতে  
 মূর্ছিল নয়নদ্বয় হুঙ্কর দানব।  
 দহিল ঐশ্বরিয়াচিহ্নে প্রচণ্ড হত্যাশে,  
 চিদদীপ্ত চিতা ধ্বা। একাণ্ড যুড়িয়া  
 ভ্রমিতে লাগিল বামা।—উদ্বাদিনী এবে।

# আশা-কানন

[ সাক্ষর রূপক কাব্য ]

## প্রথম কণ্ঠ্য

আশাব সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাঁহার  
সঙ্গে আশা-কাননে প্রবেশ । ভিন্ন ভিন্ন  
দিক্ হইতে কর্ণকোত্রান্তিমুখে  
প্রাণি-সংপ্রবাহ ।

বক্ষে সুবিধাত দামোদর নম  
কৌর সম স্বাহ নীর ,  
বৃক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়  
সুশোভিত উভ তীর ;  
বিক্রাগিবি-নিরে জনমি যে নদ  
দেশ-দেশান্তরে চলে ।  
সিকতা-সজ্জিত সুল্লর সৈকত  
সুধোত নিখল জলে ,  
পবিজ্ঞ করিলা যে নদের কূল  
সুকবি করুণ কবি ;  
ফুটায় কবিতা- কুসুম মধুব  
বাণীর প্রসাদ লভি ,  
যে নদ-নিকটে রসবিস্মলিত  
ভারত অমৃতভারী ;  
জনমি সুল্লর বানীতে উন্নত  
করেছে গউডবাসী ।  
সেই দামোদর- তীরে এক দিন  
অরুণ-উদয়ে উঠি ,  
দেখি শূন্তমার্গে ধরণী-শরীরে  
কিরণ পরিছে ফুটি ;  
দশ দিক্ ভাতি পড়িছে কিরণ  
আকাশ মেঘের গায় ,  
হরিজ্ঞা লোহিত বরণ বিবিধ  
গগনে চারু শোভায় ;

গগন-ললাটে চূর্ণ-কার মেঘ  
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,  
কিরণ মাথিরা পবনে উড়িয়া  
দিগন্ত বেড়ায় ছুটে ।  
পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর-জলে  
আলো করি দুই কূল ,  
পড়ে তরু-শিরে তৃণ-লতা-দলে  
রঞ্জিত প্রভাতী ফুল ।  
হেরি চারু শোভা ভ্রমি ধীরে তীরে  
পবনি যুগ পবন ,  
সংসার-যাতনে হৃদয় পীড়িত  
চিত্তায় আকুল মন ,  
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে  
শেষে প্রাক্কি-অভিজ্ঞত ,  
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষতলে  
ক্রমে তত্ত্বা আবির্ভূত ;  
ক্রমে নিস্ত্রাধোরে অবসর ভঃ  
পরানী আচ্ছন্ন হয় ,  
স্বপন-প্রসাদে সংসার ভাবন  
শাসরিহু সমুদয় ;  
ভাবি যেন নব নবীন প্রদে  
ক্রমশঃ কতই বাই ;  
আসি কত দূর ছাড়ি কত দে  
কানন দেখিতে পাই ;  
অতি মনোহর কানন রূটি  
যেন সে গগন-কোলে ;  
কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চ  
পবনে হেলিয়া দোলে ;  
বরণ হরিত বিটপে ছুটি  
সরল সুল্লর দেহ ,

[illegible]

দেখাবে আমারে, দেখেছি অনেক,  
 নছে এ তরুণ প্রাণ ।”  
 আশা কহে “ভবু কতু ত সে পুরী  
 কর নাই পরিক্রম,  
 ল সঙ্গে মম দেখ একবার  
 ঘুচুক চিত্তের ভ্রম ।  
 দানি যে কারণে তাপে চিত্ত তব  
 যে বাসনা ধর মনে—  
 পুরাব বাসনা সকল তোমাব  
 প্রবেশ আমার বনে,  
 দেখাব সেখানে সকল তোমার  
 কত কিবা অপকৃপ,  
 দেখে নাই বাহা নয়নে কখন  
 স্বপনে কোন সে ভূপ ;  
 থাকিবে কাননে স্বরণে যেমন  
 কাদিতে হবে না আব ;  
 শোক চিত্তা তাপ ভুলিবে সকল,  
 ঘুচিবে প্রাণের ভার ।”  
 বচনে আশার পাইয়া আশাস  
 পশ্চাতে তাকাব সনে,  
 ঘাই দ্রুতগতি হ'য়ে কুতূহলী  
 প্রবেশিতে সে কাননে ।  
 আসি কিছু দূর দাঁড়াইলা আশা  
 হাসিয়া মধুর হাসি  
 পরশি তর্জনী মম আঁধিঘরে  
 কহিলা মুদ্রল ভাষি—  
 “হের বৎস হেব সম্মুখে তোমাব  
 আমার কাননস্থল,  
 কাননের ধারে হের মনোহর  
 ধাবা কিবা নিরমল ।  
 নিরখি সম্মুখে আশার কানন  
 প্রফালিত ধারা-জলে ;  
 অচ্ছ কাচ যেন সলিল তাহাতে  
 উজ্জলি উজ্জলি চলে,  
 কখন উথলি উঠিছে আপনি  
 কখন হইছে হ্রাস,  
 মণি-পদ্ম কত, মণির উৎপল  
 ধরা-অঙ্গে সুপ্রকাশ ;  
 খেলে ধারা-নীরে তরী মনোহর  
 হীরকে খচিত কায়,

প্রাণী জনে জনে একে একে একে  
 কত যে উঠিছে তার ;  
 বিনা কর্ণ দণ্ড ভ্রমে সে তরগী  
 খেয়া দিয়া ধারা-নীবে,  
 উঠে ক্রমে তাহে প্রাণী যত জন  
 পরপাবে রাখে ধীরে !  
 উঠে তীর'পরে প্রাণী হেন কত  
 সুবা বৃদ্ধ নাবী নব,  
 মনোরথ-গতি খেলায় তরগী  
 ধারা-নীরে নিরন্তর ।  
 গগনে যেমন দামিনী-ছটায়  
 কাদম্বিনী শোভা পায়,  
 প্রাণী সে সবা বদন তেমতি  
 প্রদীপ্ত সুখ-প্রভায় ।  
 চিত-হারা হয়ে হেরি কতকণ  
 প্রাণী ছেন লক্ষ লক্ষ,  
 দশ দিক্ হৈতে আসে সেই স্থানে  
 তরগী করিয়া লক্ষ্য ।  
 আশা কহে হাসি চাহি মুখপানে  
 ‘কি হেন সংবিদ্বাহা,  
 আমার কাননে প্রবেশে যে প্রাণী  
 তাহারি এমনি ধাবা—  
 হের কিবা সুখ ভাতিছে বদনে  
 নাচিছে হৃদয় কত ;  
 বাসনা-পীযুষ — পানে মত্ত মন  
 চলে মাতোয়ারা মত্ত,  
 নন্দনে যেমন নিমিষে নৃতন  
 নবীন কুণ্ডল ফুটে,  
 নিমিষে তেমতি ইহাদের চিত্তে  
 নবীন আনন্দ উঠে,  
 দেখেছ কি কতু কখন কোথাও  
 তরী হেন চমৎকার,  
 পরশে পবাণে বিনাশে বিরাগ  
 ঘুচায় প্রাণের ভার ।  
 উঠ তরী'পরে বুঝিবে তথ  
 এ কাননে কত সুখ,  
 নন্দন সদৃশ রচেছি কান  
 ঘুচাতে প্রাণীর দুঃখ ।”  
 এত ক'রে আশা ধরিয়া আমা  
 তুলিলা তরগী'পর,

অমনি সে ধারা সলিল উখলি  
চলে ক্ষত ধর ধর ;  
দেখিতে দেখিতে পুরিয়া হুকুল  
ছল ছল চলে জল,  
দেখিতে দেখিতে সলিল চাকিয়া  
ফটিল কত উৎপল ।  
চলিল তরঙ্গী গতি মনোহর  
মধুর মুবলীধনি,  
বাজিতে লাগিল সহসা চৌদিকে  
তরীতে সদা আপনি ;  
ভুলিলাম যেন এ বিশ্ব ভুবন  
করতলে স্বর্গ পাই ;  
চাবি দিকে যেন মগিময় পুশ  
নিরখি যেখানে চাই ।  
শুনি যেন কেহ কহে স্ততিমূলে  
“বেথ রে নয়ন মেলি,  
কলঙ্কবিহীন মানব-মণ্ডলী  
ধরাতে করিছে কেলি ,  
বর্গ-তুলা এবে হয়েছে পৃথিবী  
স্বর্গের মাধুবীময়,  
ধেয়, হিংসা, পাপ- বর্জিত পরাগী  
নিখিল শুচি হৃদয় ।”  
হেরি যেন মন্ত্য তেমতি তকণ  
তেমতি নবীন ভাব  
দ’রেছে মানব যে দিন বিধির  
হৃদি-পদ্মে আবির্ভাব ,  
নাহি যেন আর সেই মন্ত্যপূরী  
যেখানে দারিদ্র্য-শিখা,  
ভয় করে নরে, হতাশ-অঙ্গারে  
অনলে যথা মক্ষিকা,  
গদয়-মন্দিরে যেন অভিনব  
কিরণ প্রকাশ পায়,  
চাঁর করা ধন, ফিরে যেন কালে  
কোলে আনে পুনরায় ;  
কত যে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী  
উঠিল তখন মম  
ভাবিলে সে সব, এখনও অস্তরে  
সহসা উপজে ভ্রম !  
কত দূর আসি ভাসি হেন রূপে  
তরঙ্গী হইল স্থির,

পরশারে আসি আশা সহ স্তখে  
উত্তরি ধরার নীর ;  
তরী হৈতে তীরে নামিয়া তখন  
হেরি মনোহর স্থান ;  
“বহিছে সতত শীতল পবন  
বিস্তারি মধুর জ্বাণ ;  
তক-ডালে ডালে পূর্ণ প্রকাশিত  
স্বভি কুসুমদল,  
চক্রমার জ্যোতি সদৃশ কিরণে  
উজ্জল কানন-স্থল ;  
পল্লবে বসিয়া পাখী নানা জাতি  
মধুর ক্জন করে,  
নাচিয়া নাচিয়া গ্রীবাভঙ্গি করি  
মধুব পেথম ধরে ।  
কুহ কুহ কুহ কুহরে গলায়  
কোকিল প্রমত্ত ভাব,  
মুহঃ মুহঃ মুহঃ তহু-নিঃস্বকর  
সুগন্ধ সুধার স্রাব ।  
সরোবর-কোলে প্রফুল্ল কমল  
কুমুদ, কফলাব ফুটে,  
গুঞ্জরিয়া আলি কুমুমে কুমুমে  
আনন্দে বেডায় ছুটে ।  
চলেছে সেখানে প্রাণী শত শত  
সদা প্রমুদিত প্রাণ,  
সুমধুর সুরে পূবে বনস্থলী  
আনন্দে কবিতা গান,  
কেহ বা বলিছে আজ নিবধিব  
কুমুদ-বজ্রন শোভা ;  
উঠিবে যখন গগনেতে শলী  
জগজন-মনোভোভা ;  
আজি রে আনন্দে ধরিব হৃদয়ে  
মধুর চাঁদের কর,  
কোমল করিয়া কুমুদ সে করে  
বাখিব হৃদয়’পর ।  
তাহার উপরে রাখিয়া প্রিয়ারে  
কত যে পাইব সুখ ।  
কখন হেরিব, গগনে শশাঙ্ক  
কখন তাহার মুখ ।”  
কহে কোন জন বেহুসাবে স্তখে  
“কোথ’ পাব হেন স্থান ।

# হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অগত-হস্ত  
 রাধিরা এ নিধি  
 নিরখি জুড়াই প্রাণ !  
 দিলা যে গোঁসাই এ হেন রতন  
 বতনে রাখিতে ঠাই,  
 ভ্রমণলম্বায়ে নিরজন হেন  
 নয়নে দেখিতে নাই।"  
 কেহ বা বলিছে "হায় কত দিনে  
 পাব সে কাঞ্চন-ফল !  
 নাহি বে পুন্ডর দেখিতে তেরন  
 বুঁজিলে অবনীতল !  
 সে দুর্লভ ফল কি সে অপূরণ  
 দেখিতে কিবা সুন্দর,  
 বুঝি কিতিলে অপরূপ তার  
 নাহি কিছু সুখকর !  
 পাই দরশন নয়নে কেবল  
 না গতি আশার কভু,  
 হায় মধুমর কিবা সে আনন্দ  
 কিবা সে আশ্রয় তবু ;  
 না জানি সঙ্কটে পাব কত সুখ  
 দুটিবে সকল ভর,  
 কভু যদি পাই করিব পৃথিবী  
 অপূর্ণ সৌন্দর্য্যবর।  
 ভাবনা কি ছার ছার চিন্তা রোগ  
 সে ফল বস্ত্রি মিলে,  
 বিনিময়ে তার জীবন পরাণী  
 কোভ নাহি বিকাইলে।"  
 চলে কত জন সুখে করে গীত  
 বলে কবে পাব বশ,  
 পরিয়া শিরেতে শোভিব উজ্জল  
 ধরণী করিব বশ।  
 পৃথিবী-ভিতরে বিতায় রতন  
 কি আছে তেরন আর—  
 হীরা যদি হেন চিকণ বৃত্তিকা  
 কেবল বণের ভার।"  
 বলিছে কোথাও লয় লয় মায়ে  
 গভীর দুঃখি-ধর,  
 চলে প্রাণিগণ করিয়া সন্মত  
 কলিত দেবিনীপর।  
 প্রভাকর জানি কি সুখ

নাভস-বিক্রমে  
 হেরি কি তরব তাল !  
 আকি রে প্রতাপ প্রভঞ্জন তোর  
 হেরিতে আনন্দ কত,  
 আকি ধরা তব হেরি অবরব  
 কিবা সুখ অবিরত।  
 জোল হৈমধল পগনের কোণে  
 কেতনে বিদ্যাভ্রাল—  
 লেখ ধরাতলে কৃপাণের মুখে  
 মানব জিনিবে কাল।"  
 বলিরা সুসজ্জ তুরঙ্গ-চরণে  
 ভর করি কত ভর,  
 চলে ক্ষতবেগে শাণিধ কৃপা  
 গর করি আশ্রয়।  
 দশ দিক হাতে কত হেন ক  
 সঙ্গীত ভূমিতে পাই,  
 হরষ উদ্যমে উগ্রস্ত পরা  
 প্রাণি তেরি বত খাই।  
 বধা সে জাহ্নবী তবল নির্ম  
 ছাড়িয়া শিখরতল,  
 ব্রহ্মে দেশ দেশে শীতল বারি  
 শীতল করি অঞ্চল ;—  
 ছোটো কল কল ধান নীরণ  
 ধরণী পরশে সুখে,  
 বিবিধ পাদপ নানা শস্ত  
 বিস্তৃত করিয়া বকে।  
 খেলে জলচর নীল নানা জ  
 সমুদ্রণ করি নীবে,  
 গন্ত হলচর বিবিধ আক  
 সনা স্রমে সুখে জীরে ;  
 তীর সমিহিত বিটপে বিট  
 পাখী করে সুখে গীত,  
 লতা-শুভ্রাজি বিকাশে সো  
 প্রসূরিত করি প্রাণ ;  
 স্রমে তটে তীরে প্রাণি লগ  
 সনা প্রমোদিত বন,  
 আনন্দিত মনে নীরে করে  
 সনা সুখে নিগদন ;  
 কথা সে জাহ্নবী তারক শ  
 বহে নিত্য সুখকর,

হে নিত্য তথা নিরবি তেরতি

আনন্দ সুখ-সহর ।

প্রাণি শত পথে ছাড়ি শত দিক্

প্রাণিগণ চলে তার ;

বা বৃদ্ধ প্রাণী পুরুষ রমণী

কিতি পূর্ণ জনতার ,

লে থাকে থাকে কাজারে কাতার

পিপীলির শ্রেণীমত ;

অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর প্রবাহে

পরিপূর্ণ পথ যত ।

নিরবি কোতুকে চাওয়া চৌদিকে

সাগরের যেন বাপি—

লে প্রাণিগণ ঢাকি দবাতল

চলে দিয়া কবজালি ,

অশেষ উৎসাহ আনন্দ আশাসে

সকলে কবে গমন ,

দেখিয়া বিশ্বের গুরিয়া আশাসে

আশারে হেরি তখন ,

জিহ্বাসি তাহার "একুশ আনন্দে

প্রাণী সব কোথা যার ,

কে বাসনা মনে চলে কোন স্থানে

কি মল সেখানে পায় ?"

আশা করে মনি হাসিয়া তখন

"চল, বস চল আগে ,

প্রাণী-রক্তচুমি কণ্ঠক্ষেত্র নাম

নিরবিবে অমুরাগে ,

প্রাণী যত তুমি হের এট সব

সেইখানে নিত্য যার ,

সান্না কল্পনা বাদুল বাহার

সেইখানে গিয়া পায় ।"

আশা-বাণী শুনি চলি দ্রুত বেগে

আশা চলে আগে আগে

সি কিছুরে দেখি মনোহর

পুখী এক পুরোভাগে ।

## দ্বিতীয় কল্পনা

কণ্ঠক্ষেত্র—ছয় দাব—ছয় জন গ্রহরী কর্তৃক

রক্ষিত—পুখীপরিভ্রম—প্রতি দ্বারে

গ্রহরীর আকৃতি ও প্রকৃতি দর্শন ।

[ ১ম দ্বারে শক্তি, ২য় দ্বারে আদ্যবসার ৩য় দ্বারে

সাহস, ৪র্থ দ্বারে দৈর্ঘ্য, ৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ষ্ঠ দ্বারে

উৎসাহ—পুখীমধ্যে প্রবেশ—পুখীদর্শন—

পুখীর মধ্যভাগে যশস্শৈল ]

চৌদিকে প্রচীর অপূর্ণ নগরী

পাথানে রচিত কারা ,

নিরবি সম্মুখে বিশাল বিদ্যুত

শকলিরা আছে ছায়া ;

প্রাচীর-শিখরে প্রাণী শত শত

নিবধি সেখানে তত

বিচিত্র স্বদর সামগ্রী বরিষা

ভমে যবে অবিবত ,

নিরদেশে প্রাণী কবি উর্দ্ধমুগ

কতই আতুল মন ,

চাহিয়া উচ্চেতে অদীর কইরা

সদা করে নিরীক্ষণ—

রাজ-পতিচ্ছদে রাজ-সিংহাসন

স্বর্গ-রম্যত কার ,

প্রবাল মাণিক্য মণ্ডিত হীরক

কত দ্রব্য শোভা পায় ।

আশা করে "বৎস, অপূর্ণ এ পুখী

আমার কানন ইহা ,

প্রবেশ ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য

মিটাইতে আগের স্পৃহা ,

এ পুখী পশিতে আছে ছয় দাব

ছয় দাবী আছে দ্বারে ।

কেহ দে ইহাতে আদেশ বিহীন

প্রবেশিতে নাহি পাবে ,

আ(ই)সে যত জন প্রবেশ মানিলে

সেই পথে করে গতি ,

যে পথে বাহারে করিতে প্রবেশ

দাবী করে অমুমতি ।

দ্বারে দ্বারে হের দুহেঁদে দুহেঁদে

আ(ই)সে প্রাণী রক্তচুমক



একে একে সবে প্রতি ঘারে ঘারে  
ক্রমশঃ করে ভ্রমণ ।  
চল দেখাইব এ পুরী তোমারে  
আগে দেখ যত ঘর,  
কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি গ্রহরী  
গতি মতি কিবা কার ।”  
এত কৈয়ে আশা লইয়া আমার  
চলিল প্রথম দ্বারে  
নিরখি সেখানে যুবা এক জন  
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধারে ;  
ঘর-সম্মিধানেন প্রকাণ্ড-মুরতি  
অচলেব এক পাশে,  
যে যুবা পুরুষ ভুরু দৃঢ় করি  
দাঁড়িয়ে দেখে উল্লাসে ।  
হেলিয়া পড়েছে অচল-শরীর  
সে যুবা ধরিয়া তার  
তুলিছে ফেলিছে অবলীলাক্রমে  
ভুরুক্ষেপ নাহি কার ।  
কভু সে অচলে ক্রকৃটি করিয়া  
যুবা হেরে মাঝে মাঝে,  
নিহত কপোত নিকৈপি অন্তরে  
নিরখে যেমন ঝঞ্জে ।  
দেখিয়া যুবাব বিচিত্র ব্যাপাব  
বিস্ময়ে নিশ্চন্দ হই,  
বাণী-শূন্য হ’য়ে প্রমাদে ক্ষণেক  
স্তম্ভিত ভাবেতে রই ।  
পরে কুতূহলে চাহি আশামুখ  
আশা বরি অভিপ্রায়  
কহে “শক্তিরূপ প্রাণী রত্নত্রে  
এই ঘারে হের তার ,  
অসাধ্য ইহার নাহি এ ভবনে  
যাগা ইচ্ছা তাহা করে,  
জন্ম দৈত্যাকূলে মানব মণ্ডলী  
পূজে এরে সমাধবে ।”  
কহিয়া এতেক হ’য়ে অগসর  
আসিয়া দ্বিতীয় ঘার ,  
আশা কহে “বৎস, দেখ এ দ্বারে  
প্রাণী এক চমৎকার ।”  
দ্বিতীয় দ্বারেতে নিরখি বসিয়া  
বৃদ্ধ প্রাণী এক জন,

করি হেঁট মাথা বালুস্তূপ পাশে  
বালুকা করে গণন ।  
গুণিয়া গুণিয়া শিখরসদৃশ  
করিয়াছে বালুরাশি,  
আবার গুণিয়া ল’য়ে ভায় ভায়  
ঢালিছে তাহাতে আসি,  
অন্ত কোন সাধ অন্ত অভিলাষ  
নাহি কিছু চিতে তার,  
অনন্ত-মানসে বালি গুণি গুণি  
কবিছে শৈল-আকাব ।  
অতি সাম্যভাব প্রকাশ বদনে  
অযুযাত নাহি ত্রেণ,  
অন্তবে শরীবে নহে বিকশিত  
চাকল্য বিবক্টি-লেশ ।  
আশা কহে “বৎস, ভুবনে প্রসিদ্ধ  
ধরাতে সুখ্যাতি ঘর,  
সে অধাৰসার, প্রাণি-রঙ্গ ভূমে  
চক্ষে দেখ এইবার ।”  
ক্রমে উপনীত তৃতীয় দ্বারে,  
আসিয়া হেরি তখন,  
দাঁড়াবে সে ঘারে প্রাণী লক্ষ লগ্ন  
করে দ্বারী আরাধন ।  
মহা কোলাহল হর দেই দ্বারে  
শস্যধারী সর্ষজন ।  
রবির আলোকে চমকে চমকে  
অন্তে অন্তে ঘরঘণ ।  
নিরখি নির্ভীক পুরুষ জনেক  
দ্বারেতে গ্রহরীবেশ,  
অশাঙ্ক-ভক্তিতে বীণা পবকাশি  
চাহি দেখ অনিমেঘ ।  
সম্মুখে উদ্ভাস্ত কেশরী কুণ্ডল  
করে ঘোরভর রণ,  
নিমগ্ন ভাবেতে সেই বীণাধার  
করে তাহা দরশন ।  
অটল শরীর আসি মধ্যস্থ  
দুই হাতে দৌহে ধরে,  
এক হাতে সিংহ এক হাতে কবী  
বেগ নিবারণ করে ,  
আবার উজ্জ্বল করিয়া উত্তরে  
দেখে ঘোরতর রণ,

কেশরী কুঞ্জর লৈয়ে করে ক্রীড়া  
মনসাধে অশুক্ষণ ।  
আশা কহে “ধাবে দেখিছ বাহারে  
সাহস তাহার নাম,  
হানি তুই বারে ধরা তুই তারে  
মর্ত্যে বাক্ত গুণগ্রাম ।”  
চতুর্থ দুয়াবে আশা আইসে এবে  
কহে “বৎস, ধৈর্য্য দেখ,  
প্রাণী-রক্তভূমে এব তুলা প্রাণী  
হেরিতে না পাবে এক,  
দেখ কিবা ছটা বদনে প্রদীপ্ত  
কিবা সে প্রশান্ত ভাব,  
এ মৃগি যে ভাবে পবিত্র হৃদয়ে  
করে নিত্য সুখ লাভ ।”  
বিশ্কাবিত-নেত্রে নিরখি সে দ্বারে  
স্থিরদৃষ্টি এক জন,  
গুণে দৃষ্টি কবি অস্তরেব বেগ  
সদা করে সংবরণ,  
যেরিয়া চৌদিকে ভ্রমর তাহারে  
দংশন করিছে কত,  
একই ভাবে সদা তবু সে পুরুষ  
গ্রীবাদেশ সমুন্নত,  
মুখে নাহি স্বর নয়ন-অপাদে  
নাহি ঝরে অশ্রুকাণ ।  
নাহি বহে ঘন শ্বাস নাসাবন্ধে  
নহেক চঞ্চলমনা ।  
কতিপর মাত্র প্রাণী সেই দ্বারে  
প্রবেশ করিছে হেবি,  
দুবে দাঁড়াইয়া প্রাণী শত শত  
আছয়ে সে দ্বার ঘেবি,  
চোর অপকৃপ প্রাণী দ্বারদেশে  
সম্মুখে সুখি আশার,  
দেহুপে সেখানে কেন সে বসিয়া  
ফণী দংশে কেন গায় ।  
শুনিয়া বচন দীব শাস্তমতি  
ধৈর্য্য, সে তখন কর—  
“তন বলি কেন হেন দশা মম  
কিরূপে উদ্ভব হয় ।  
অদৃষ্ট স্বজন করিয়া বিধাতা  
ভাবিয়া আকুল প্রাণ—

অতি মধুময় মাধুরীতে তাব  
সর্ব-অঙ্গ নিরমাণ,  
যা বলেন বিধি তখনি সে সাধে  
যারে করে পরশন,  
দেব দৈত্য প্রাণী তখনি অমনি  
বশীভূত সেই জন ;  
কিন্তু অঙ্গে তার ভুজ্জ্বের মালা  
পরানী দেখিয়া জ্বাসে  
নিকটে তাহার আপন ইচ্ছাতে  
কেহ না কখন আসে ।  
কি করেন বিধি ভাবিয়া অধীর  
স্বজন বিফল হয়,  
অদৃষ্টের কাছে প্রাণী কোন জন  
সুস্থির নাহিক রয় ।  
আমি দৈবদোষে আসি হেন কালে  
নিকটে করি গমন,  
না জানি যে বিধি কি ভাবিয়া মনে  
আমারে হেরি তখন,  
খুলি ফণিমালা অঙ্গ হইতে তার  
পরাইল মম অঙ্গে  
করিলা ভ্রমণ করিতে ভ্রমণ  
শরীরে বাধি ভুজ্জ্বদে,  
বিধাতার বাক্য না পারি লঙ্ঘিতে  
ত্রিলোক ভুবনে ফিবি,  
ফণিমালা গলে অঙ্গ বিধে জলে  
দিবা নিশি ধীর ধীর ।  
ব্রহ্মাণ্ড ভুবনে নাহি পাই স্থান  
সুস্থির পরাণে থাকি,  
শেষে আশা-পুরে আসি সুস্থ কিঞ্চিৎ  
এরূপে দ্বার রাখি  
দেখি অশুমার মানস তোমাং  
এ পুৰী ভ্রমণে তাপ ।  
পাণ্ডা যদি কভু আসিও নিকটে  
ঘুচাইব সে সম্ভাপ,  
তনি ধৈর্য্যবালী হৈয়ে চমৎকৃত  
চলিছ পঞ্চম দ্বার,  
নিরখি সেখানে প্রহরী জনেক  
প্রাণী অতি খরস্কার,  
বামন আকৃতি সেই ক্ষুদ্র প্রাণী  
কোদালী করিয়া হাতে,

করিছে খনন ধরনী-দরী  
 নিত্য নিত্য অশ্রুবাতে,  
 খনন করিয়া তুলিছে স্তম্ভিকা  
 রাশিতে রাখিছে একা।  
 কলেশব শেখ ঝরিছে সন্তত  
 বদনে চিন্তার রেখা।  
 শুনি সেট দ্বারে প্রাণী-কোলাহল  
 নিবিড় জনতা তার,  
 মুহুর্তে মুহুর্তে প্রাণী প্রবেশিছে  
 পতঙ্গ-কৌটের প্রায়।  
 বসন-ভরণ-বিহীন শরীর  
 কেশজাল তাম-শলা!  
 নিরবি ভাদের অস্তিত্ব বান  
 ক্রন্দ ঘর্ম ঘেব মালা,  
 অঙ্গে পরিপূর্ণ জুখা-তুচ্ছাত্ম  
 আশারে জিজ্ঞাসা করি,  
 কেন বা সে সব প্রাণী সেই দ্বারে  
 সেরূপ আকার ধরি।  
 আশা কহে "বৎস, অস্ত কোন পথ  
 যে প্রাণী নাহিক পার,  
 কষ্টক্ষেত্র মাঝে এত দ্বারে তারা  
 প্রবেশ করিতে চাব;  
 ভ্রম নামে দুঃখী শুনিয়েছ কৃমি  
 নরে তুচ্ছ বার নাম,  
 সেই ভ্রম এই হের যুগ্মি তার  
 কষ্টে সিদ্ধ বনস্কাম।"  
 শুনি আশা-বাণী দুঃখিত অশ্রুধার  
 নিকটে তাতার বাট,  
 বিনয়ে নিবৃত্ত করিয়া প্রমোদে  
 বারতা ধীরে সুধাই,  
 সাস্থনাব্যাকোতে চরে যুগ্মিতল  
 কহে দারী খেদঘরে,  
 বলিতে বলিতে বন্ধঃস্থলে নিত্য  
 বর্ধহিস্থ ঘন করে,  
 কহে "চিরদিন আমি এইরূপে  
 এই সে কোদালী ধরি,  
 ধরনী খনন করি অহরহ  
 না জানি দিবা-শরীরী;  
 প্রোভাত হ্রাস আইসে অপরাহ্ন  
 আবার প্রোভাত হয়,

তবু কণকাল এ কিত-খনা  
 আমাব বিবাহ নহ;  
 দিবস-যামিনী খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া  
 নিত্য যা সঞ্চয় করি,  
 সে মুক্তিকারামি পাবনে উদা  
 কিংবা আর লয় হরি;  
 দশ বর্ষে যাই তুলি আকিঞ্চ  
 এক দাত্যাত্মাতে নাশ,  
 না জানি কেন বা অদৃষ্ট আন  
 এতই দুঃখের আসে।  
 আর আর দ্বাবে দাবী হেব  
 কেহ না বির গোহাব,  
 ধূলি-মুষ্টি করে না গবিতে তার  
 সোনা-মুষ্টি হ'রে যায়,  
 আমি যদি সোনা রাখি কর্তে  
 তখন সে হয় ভয়,  
 প্রমেব ভাগোতে নাই নাই  
 কিবা অস্ত ক পবন,  
 ঐ যে দেখিছ তব সঙ্গে তা  
 কত কি করিবে দান,  
 বলিয়া আমাবে আনিল এ  
 এবে সে দেখ বিদান।"  
 শুনি চাহি ফিরে আশার  
 আশা ফিরাইয়া মুখ,  
 কহে "বৎস, চল যাই যদ  
 অদৃষ্টে ইছাব দুখ।"  
 ফেলি দীর্ঘশ্বাস চলি আশা  
 অগত্যাগে বর্ষ-দ্বার,  
 হেরি স্তম্ভপাশে ভীম ম  
 প্রাণী সেখা চমৎকার,  
 দাঁড়ারে দুয়ারে অতুল  
 শূন্য-পথে আছে স্থির,  
 করতলে ধরি আকাশ  
 ছড়ার করে গজীর,  
 নিখাস-প্রশাস বতিছে  
 অপক্লপ ভেজ তার,  
 নিমেষে পরশে শরীর  
 দেবশক্তি ঘেন পার;  
 প্রাণিগণ আসি দ্বারে  
 প্রাণ নিত্য খেইকণ,

সে নিখাস-বেগ আবর্ত আঁকারে  
 প্রবেশে গুরে তখন ;  
 যথা নদীগর্ভে ঘুরিতে ঘুরিতে  
 সলিল রথন চলে,  
 পড়িলে তাহাতে ভরতরী-কাঠ  
 মুহূর্তে প্রবেশে তলে ;  
 এথা সেইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে  
 প্রাণী প্রবেশিছে তার,  
 ক্ষণকাল স্থির কেহ দৃঢ়-পদে  
 সেখানে নাহি দাঁড়ায়,  
 প্রাণীর আবর্তে পড়িতে পড়িতে  
 আশা দৃঢ় করে ধরি,  
 রাখিলা আমারে তত্ত্ব-বহির্দেশে  
 বতনে বহির করি ।  
 বিশ্বের তখন কোতুক প্রকাশি  
 আশার বদন চাই,  
 আশা কহে, "বৎস, না হও চঞ্চল  
 আছি সন্দেশে ভর নাই ;  
 এ মহাপুরুষ এই বট-বাগে  
 ভুবনে বিখ্যাত যিনি,  
 উৎসাহ নাহিতে অসম সাহস  
 সেই মহাপ্রাণী ইনি ।"  
 আশার বাক্যেতে উৎসাহ তখন  
 আনন্দে আগ্রহে অতি,  
 বসারে নিকটে বলিতে লাগিল  
 সন্মুখে দেখারে পথি—  
 "এই পথে যাও কর্ণক্ষেত্র-মাঝে  
 না কর অন্তরে ভয়,  
 কে বলে ক্ষণিক মানব-জীবন  
 জগতে প্রাণী অক্ষর ;  
 প্রাণী-রজতুবে স্রব্ধ তীব্র তেজে  
 শরীর অক্ষর ভাব,  
 যত্ন তুচ্ছ করি জীবরসে যজি  
 বৈভবের বিক্রমে ধাব ;  
 শৈবালের জল ধ্বংস-প্রলাপ  
 নহে এ মানব-প্রাণ,  
 কীট-কৃমি তুল্য আহার শরন  
 আহার নহে বিধান ;  
 ব্রহ্মাণ্ড জয়িতে এ বহীষণ্ডলে  
 পথি আশা বিশ্বের স্রষ্টা,

সেই বস্ত্র প্রাণী নিত্য থাকে বার  
 সেই পথে দৃঢ় দৃষ্টি ;  
 স্বকার্য্য-সাধন নহে বস্ত্র কাঁদ  
 এ বিশ্ব-ভুবন-মাঝে,  
 জ্ঞান বুদ্ধি বল ধন মান তেজ  
 দেহ প্রাণ কোন্ কাছে ;  
 ধিক্ সে মানবে এখনও না পারে  
 প্রাণ সঞ্চারিতে জীব,ে,  
 এখনও কৃতান্তে না পারে জিনিতে  
 সংহারি সর্ব্ব অশিবে ;  
 কি কব এ তেজ সহিতে না পারে  
 নরজাতি তেজোহীন,  
 নতুবা তাদের দেবতুল্য তেজ  
 করিতাম কত দিন ।"  
 এত ক'রে কান্ত হইল উৎসাহ  
 নিখাসে হচ্ছার ছাড়,  
 কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণীর আবর্তে  
 নিরখি আশার আড়ে ;  
 মুহূর্তে শতক সহস্র পরাণী  
 ঘুরিতে ঘুরিতে বার,  
 ঘারদেশে পশি তিলার্দেক কাল  
 ভূমিতে নাহি দাঁড়ায় ;  
 বিশ্বের তখন আশার সংহতি  
 নগরে প্রবিষ্ট হই,  
 প্রবেশি নগরে ক্ষণকাল যেন  
 তন্ত্রিত হইরে রই ;  
 পরে নিরীক্ষণ করি চারি দিকে  
 প্রাণী হেরি রত্নক্ষেত্রে,  
 শত শত প্রাণী শত শত ভাবে  
 গতি করে মহাধূমে ;  
 নিরখি কোথাও কেতন স্নানর  
 বহুমূল্য বিরচিত,  
 কোথাও চিত্রিত রঞ্জিত বসনে  
 ধরাতল সুসজ্জিত ;  
 কোথা চক্ষাতপ অস্ত্র-শোভাকর  
 বিস্তৃত গগনভালে,  
 কোথা বসনিক চিত্রিত হুহুল  
 আচ্ছাদিতে হেরজালে ;  
 মুহূর্তাকড়িত বসনে আবৃত  
 তুরঙ্গ তুরঙ্গ কত,

পথে পথে পথে কিত কুত করি  
 গতি করে অবিরত ;  
 চাঁদক-মণ্ডিত বান শত শত  
 পথে পথে করে গতি,  
 জনতার স্রোতে নগর প্রাবিত  
 রজঃ-পরিপূর্ণ পথি ;  
 কোথা বা সুন্দর হেমমণিময়  
 আসন সজ্জিত আছে,  
 প্রাণী লক্ষ লক্ষ করি করবোড়  
 দাঁড়ারে তাহাব কাছে ;  
 বসিয়া আসনে প্রাণী কোন জন  
 হেমদণ্ড করতলে,  
 আকাশ বিদীর্ণ ধন জরজর  
 প্রাণিবৃন্দ-কোলাহলে,  
 হেরি স্থানে স্থানে বসি কত জন  
 শিরশ্চাপে জলে মগি,  
 ঈদ্রিতে কটাক্ষ হেলায় যে দিকে  
 সেই দিকে স্তম্ভপনি ;  
 কোথা বা সুসজ্জ তুরঙ্গের পৃষ্ঠে  
 কেহ করে আরোহণ,  
 বাধিয়া কটিতে হিরণ্য-মণ্ডিত  
 অসি-লগ্ন সারসন ;  
 কোটি কোটি প্রাণী ঈদ্রিতে কটাক্ষে  
 চৌদিকে ছুটিছে তার,  
 কবিছে গর্জন অসি নিকাশন  
 ভীষণ ঘন চীৎকার,  
 কোন দিকে গুনঃ হেরি কত বামা  
 অন্তরে ভাবিয়া সুখ,  
 বাসিছে কবরী বিননী বিনায়ে  
 হাসি-রাশি-মাথা মুখ —  
 কেহ বা কুসুম পাতিছে আসন  
 কোমল ধরণীতলে,  
 বসিছে তাহাতে অন্তরে সুখিনী  
 সিঞ্চিয়া সুগন্ধিলে ।  
 কেহ বা চিকণ পরিষে বসন  
 করতলে মণিমালা,  
 ছুলাইছে ধীরে বাজুতে সুগুরু  
 বাহুতে বাজিছে বালা ;  
 চলে কোন ধনী ধীরে ধীরে ধীরে  
 চাক-কলা বেন্দ পশী,

যুবা কোন জন আঁকি রূপ ত  
 ধীরে ধরাতলে বসি ;  
 চলে কোন বামা রাঙ্গা-পদ  
 পড়ে ধরণীর বুকে,  
 যুবা কোন জন কোমল বসন  
 সম্মুখে পাতিছে সুখে ।  
 নিবখি কোথাও নারী কোন জন  
 বসিয়া ধরণীতলে,  
 কোলে সুকুমার হেরে শিশু  
 বাঙ্গল করি অঙ্কলে,  
 প্রসন্ন-বদন দাঁড়িয়ে নিক  
 হৃদয় বল্লভ তার,  
 হেরে প্রিয়ামুখে "কত শিশু  
 মুহূর্তাসি অনিবার,  
 হেবি কোনখানে প্রণয়ীর কোলে  
 প্রমদা সোহাগে দোলে,  
 শশচিক যথা পূর্ণ যৌলক  
 শোভে পশাঙ্কেব কোলে ।  
 কোথাও দাঁড়ারে প্রাণী কোন জন  
 বেরে তার চারি পাশ,  
 চাতক সেমন আছে শত  
 বদনে প্রকাশ আশ ;  
 আনন্দে মগন সেই সুখী  
 ধরিয়া কাকন-ডালা,  
 পুরি করতল করে বিত্ত  
 বিবিধ রতন-মালা ।  
 তনয় তনয়া নিকটে যাব  
 বাঙ্কন যতক জন,  
 বদন তাহার ডাবি শা  
 সুখে করে নিরীক্ষণ ;  
 কোথাও আবার শূলি ধূম  
 সহস্র সহস্র প্রাণী,—  
 করিছে জ্ঞান তার-ভয়  
 শিরে করাঘাত হাসি ।  
 যুবা, বৃদ্ধ, শিশু বেদ আর্জ  
 বসন-বিহীন কার,  
 অনশনে গৌণ শিরে কক্ষে,  
 কত কোটি প্রাণী যায় ।  
 হাসে খেলে কত ক্রীড়ে কত  
 ভাবে বলি কত জন,

কেহ অঙ্ককারে      কেহ বা মাণিক-  
কিরণে করে ভ্রমণ।  
কত অপরাধ      কত কি অকৃত  
রহস্ত এরাপ কত,  
দেখি চক্ষু মেলি      প্রাণি-রহস্যে  
চলিতে চলিতে পথ।

## তৃতীয় কল্পনা

রত্নোত্তান—আকাঙ্ক্ষা-ভবন, তরিবাসীদিগের  
নৃশংস ব্যবহার ও কঠোর সৌতি-নীতি।  
চলিতে চলিতে      হেরি এক স্থানে  
অপূর্ণ নব অঞ্চল,  
তরশিরে ফল      অতি মনোহর  
কনকের পত্রমল।  
ছুটিছে সে দিকে      কত শত প্রাণী  
কত শত আসি কাছে,  
ফল পত্র হেরি      তরুর শিখরে  
উর্দ্ধমুখ হ'য়ে আছে।  
কাথাও তরুতে      ঘুরিছে রক্ত  
বহিছে সুরতি বাস,  
মাণিক্য তার      ঘেরিয়া চৌদিকে  
ঘুরিছে কত উল্লাস।  
মার্চ্য-প্রকৃতি      তরু সে সকল  
ঘুরিছে প্রদেশময়,  
কতু মধ্যদেশে      কতু প্রান্তদেশে  
ভিলেক সুস্থির নয়;  
ঘুরিছে তাহার      পশ্চাতে পশ্চাতে  
প্রাণী হেরি কত জন,  
তরু সারি সারি      চলে যেই দিকে  
সে দিকে করে গমন;  
নমে কত স্তম্ভ      ভ্রমে তরু-পার্শ্বে  
প্রাণী হেন কত শত,  
সদা উর্দ্ধবাস      সদা উর্দ্ধ বাহ  
অবিপ্রান্ত অবিরত;  
ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায়      পথে নাহি চার  
তরু না পরণে ভবু,  
টিতে ছুটিতে      জালি নাতিবাস  
জরাজরনে পড়ে কত।

কত তরু পূর্য      দেখি স্থানে স্থানে  
ছিন্ন হ'য়ে সেখা আছে;  
ঘোর বিনবোহ      মহা গণ্ডগোল  
হয় নিত্য তার কাছে;  
কত বে চর্যাক্য      অশ্রাব্য কটুতি  
সত্তত সেখানে হয়,  
ভসিতে লবন্ত      ভাবিতে লবন্ত  
মুখেতে বক্তব্য নয়।  
কোন প্রাণী যদি      করে আকিকন  
পরশিতে তরু-অঙ্গ,  
আঘাত, চীৎকার      কতই প্রকার  
কে দেখে সে প্রাণি-রহ।  
দেখিলে তখন      সে সব বিকট  
ক্রোধমতি তরুর,  
মনে নাহি লয়      সেই সব জন  
বহুদুরাবাসী নয়।  
সবার বাসনা      উঠে তরুপরে  
উঠিতে না পার কেহ,  
এমনি অকৃত      বিপরীত মতি  
প্রাণীরা পিশাচ বেহ।  
কেহ যদি কতু      সহি বহু রোণ  
উঠে কোন তরুপরে,  
তখন চৌদিকে      শত শত জন  
তারে আক্রমণ করে;  
কেলে ভূমিতলে      পাশপৃষ্ঠ ঘরি  
খণ্ড খণ্ড করে তূর্ণ,  
নথ-মস্তাঘাতে      নির্দয় প্রহারে  
অহি মৃগ করে চূর্ণ;  
আরোহী যে জনে      না পারে ধরিতে  
অস্ত্রে কাটে হস্ত পদ,  
এমনি বিষম      বাসনা ছরন্ত  
এমনি ঈর্ষা দুর্ধর;  
তবু সে পরাণী      উঠে তরুশিরে  
আনন্দে কাকন বাঁধে;  
কুটীরা বসন      থাকিয়া থাকিয়া  
মনি-আভা নেত্র বাঁধে;  
ছিন্ন হস্ত পদ      কত প্রাণী হেন  
হেরি সেখা তরুপরে,  
উঠে অকাতরে      কত তরু বাহি  
কত আশে রক্ত বধে;

সে কথিরধারা নাহি করে জান  
প্রাণী সে কাকন পাড়ে,  
মনের পাতা কনকের কল  
যতনে বসনে খাড়ে।  
এইরূপে সেথা উঠে নিত্য প্রাণী  
কতু আসে কোন জন,  
অতি দূর হ'তে সে প্রাণিমণ্ডলী  
নিমিয়ে করি লখন;  
বিজলীর গতি উঠে তরুপরে  
কেহ না ছুইতে পার,  
তরুর-শিরে উঠিছে যখন  
তখন সকলে চায়,  
তরু হ'তে পুনঃ বতন পাড়িয়া  
নামে শেবে ধরাডালে,  
তরুতলস্থিত প্রাণিগণ এবে  
কেহ নাহি কিছু বলে,  
যার হস্ত করি দেখায়ে রতন  
ভয়ে সবে জড়সড়,  
না পারে ছুইতে না পারে চলিতে  
চরণে যেন নিগড়।  
বৃষ্ণা শুখন মম চিত্তভাব  
আশা করে "বৎস, শুন,  
ভেবো না বিশ্বর এই তরুদলে  
এমনি আশ্চর্য্য গুণ—  
ছলে কিংবা বলে কিবা সে কোশলে  
যে পারে উঠিতে শিরে,  
তাহারে এখানে কতু কেহ আর  
পরশিলে নারে ফিরে  
অন্তরে দাঁড়ায়ে আপদ যেমন  
গঞ্জিবে তখন সবে,  
অথবা নিকটে আসিয়া সত্তরে  
পাখুলি তুলি লবে।"  
জিতাসি আশারে 'এত কষ্ট সবে  
রতন সঞ্চয় করে,  
কি কামনা-সিদ্ধি কিবা বোকপদ  
কোথা পায় পুনঃ পরে।"  
আশা কর "এবা আসিতে আসিতে  
মেঘিলে যতেক জন,  
দিব্যাসনে বসি দিব্য মণি শিরে  
অপূরু শোভা ধারণ।

মেঘিলা যতেক মাতঙ্গ ঘোড়ী-  
হেম যৌগময় বান,  
মেঘিলা যতেক দাতা ভোক্তা প্রাণী  
ভূয়ে স্থখে পদ মান;  
এই তরু-শস্ত্র পত্রাদি চা-  
আগে করি গেলা তারা,  
তাই সে এখন ভোগে সে ঐশ্বর্য্য  
ধরাকে আশ্চর্য্য ধারা।"  
বলিতে বলিতে আশা চরণে  
পশ্চাতে পশ্চাতে যাই,  
সে অঞ্চল-মাঝে আসি একতরু  
চকিত অন্ধরে চাই।  
দেখি সেইখানে প্রাণী কংখ  
ভ্রমিছে শ্রমত ভাব;  
দামিনীর ছটা মুখেতে  
নিত্য হয় আবির্ভাব,  
করেতে উদ্যম করায় ক  
কহিছে তড়িতবৎ,  
নকত্র পতন বেগেতে তরু  
ছুটি ভ্রমে সর্গপথ,  
কেহ অধপ'রে করি সিংহ  
বড়গতি সমা ফিরে,  
যেন অভিলার গগন-  
আকর্ষণ করি চিরে,  
কেহ চলে দস্তে উন্নয় ক  
কিতি কাপে টল-টল,  
বৃহত্ত-নির্ঘোষ ছাড়িয়া  
চলে দর্পে মনকল;  
কেহ মত্তমতি ধায় প  
তরু যে ভাবে ধায়,  
তুলি দীপ্ত অসি ঘন শ  
বজ্রধ্বনি নাসিকায়;  
হেন মত্তভাব প্রাণী  
ভ্রমে নিত্য সেই স্থানে,  
পদতলে বলি দ্বন্দ্ব  
গগনে কটাক হানে;  
নিরখি সেখানে কাচ-বি  
কতু চাক অট্টালিকা—  
চাক তরুভাতি প্রভা মন  
প্রকাশে যেন চম্বিকা;

হৈম ধননগণ্ডে শত শত ধন  
 খেত রক্ত নীল পীত,  
 অট্টালিকা চূড়ে উড়িছে সতত  
 গগনে করি শোভিত।  
 ছুটিতে ছুটিতে প্রাসাদ-নিকটে  
 সবে উপনাত হর,  
 না চিন্তি অপেক্ষ করে আরোহণ  
 চিত্তে ত্যজি যুত্যাভর।  
 প্রাসাদ-শরীরে প্রাণীর শৃঙ্খল  
 আরোপিত কাঁধে কাঁধে,  
 লক্ষ লক্ষ এরা সে প্রাণি-শৃঙ্খল  
 শিখরে উঠে অবধে;  
 উঠে বত দূর ক্রমে গৃহ-চূড়া  
 উঠে তত শূন্য ভেদি,  
 অসম সাহসে প্রাণী সে সকল  
 উঠে অল-অল ছেদি,  
 উঠে যেন ক্রমে দূর অন্তরীক্ষে  
 আকাশে মিলিত হয়,  
 ঘোর যেন দেহ সৌদামিনী সহ  
 জলদ স্থির রয়।  
 কোন বা প্রাসাদ মাঝে মাঝে কহু  
 অতি গুরুতর ভাবে,  
 পড়ে ভূমিতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া  
 চূর্ণকান্ঠ চারিধারে;  
 প্রাণীর সোপান আরোহী সে জন  
 কাচ-বিনিখিত গেহ,  
 নিমিষে অদৃষ্ট নাহি থাকে কিছু  
 নাহি থাকে প্রাণী কেহ।  
 না পড়ে বাহারা উঠিয়া শিখরে  
 ঘন সিংহনাদ ছাড়ে;  
 গড়িছে প্রাসাদ চারিদিকে যেন  
 নিরবি আনন্দ বাড়ে।  
 :স প্রাসাদমালা- উপরে আশ্রয়  
 প্রাণী এক হেরি স্নেহে,  
 বিজলীর লতা ক্রোড়া করে যেন  
 প্রাসাদ-শিখরে ক্রমে।  
 আরোহী প্রাণীরা নিকটে আইলে  
 মুকুট তুলিয়া ধরে;  
 অধৈর্য হইয়া প্রাণী সে সকল  
 কিরীট নিরেতে পড়ে;

পরিয়া উজ্জল কিরীট মস্তকে  
 বেগে নামে ধরাতলে,  
 ছাড়িয়া হুকার কাপারে বেদিনী  
 মহা দত্ত-তেজে চলে;  
 বলে গর্জ করি "পৃথিবী স্বজন  
 বল সে কাহার ভরে.  
 না যদি সম্ভোগ করিবে এ ধরা  
 কেন বিধি স্বপ্নে নরে?  
 সুর-বীরা ধরি যে আসে মহীতে  
 তাহারি উচিত হয়,  
 ভুলিতে ধরাতে ঐশ্বর্য্য প্রতাপ  
 পশু বারা ভাবে ভয়।  
 ধর্ম ল'য়ে ভাবে পাবে কর্মফল  
 পাবে মোক্ষপন হায়।  
 মর্ত্যে ইন্দ্রালয় করিতে পারিলে  
 স্বর্গপুরী কেবা চার?"  
 কেহ গর্জভাবে চলে দর্প করি  
 প্রাণী সে সকল হেরি,  
 অশ্রুত নয়নে শত শত প্রাণী  
 চলে চারিদিক ঘেরি;  
 কেহ বলে "কোথা জনক আমার"  
 কেহ বলে "ভ্রাতা কই";  
 কেহ বলে ফিরে দেও রাখান্ধ,  
 নাহি সে সখল বই।"  
 এইরূপে কত রমণী বালক  
 ক্রন্দন করিয়া ধীরে,  
 গলবস্ত্র হ'য়ে চলে কুড়াগুলি  
 সন্ধে সন্ধে সন্ধ্যা ফিরে।  
 না শুনে সে বাণী সে ক্রন্দন-ধর  
 সে প্রাণী শাঙ্গুল-প্রায়  
 অসি হেলাইয়া চমকে চমকে  
 উদ্ভ্রান্ত ভাবেতে ধায়;  
 যে পড়ে সমুখে কি পুরুষ নারী  
 ক্রিয়াকর্মী পশু প্রাণী,  
 বণ্ড বণ্ড করে তখন সে জনে  
 দানিত কুপণ হানি।  
 যেখিলাম কত শিশু এইরূপে  
 কত যে অনাথা নারী,  
 করিল বিনাশ সন্ধ্যা মন্ত মন  
 সেই সব অসুখারী;



নাহি করে দর। প্রাণে নাহি যারা  
কত প্রাণী যেন বধে,  
কমল-কোরক শুভেতে হিড়িয়া  
হস্তা যেন চলে মদে ;  
কেহ উল্লরাস্থে কেহ বা পশ্চিমে  
পূরুদিকে কোন জন,  
দেখি সেই সব উন্নত পরাণী  
দাগটে করে গমন,  
উক্তর-পশ্চিমে প্রাণী দুই এক  
কিঞ্চিৎ সন্ধ্যাচে ধার,  
কেশরিগর্জনে পূরুদিকে চার  
ছুটে কত মহাকার !  
দেখিয়া তখন হৃদয়ে যেমন  
কবির হৈল জল,  
যেন বিবপানে জলিল পরাণ  
দেহ হইল শূন্যল ।  
কহিছ আশার "এই কিস্তোমার  
আনন্দ-কানন-দ্বার ?  
আসিলে এখানে ছড়ার তানিত-  
হৃদয়-শরীর-প্রাণ ?  
উভয় লজ্জিত ভাবে কহে আশা  
"তন রে বালকমতি,  
আমার সেবক প্রাণী যত এখা  
এ নহে তাদের গতি ;  
ছুরাকাজ্ঞা নামে ছুরায়া পরাণী  
কখন গশে এখার,  
চর্চম প্রতাপ দাগট তাহার  
নিবারিতে নাহি তার,  
ভূলাইয়া প্রাণী কেলার সুগণে  
অহি সম পূর্ণ হৈল,  
বারেক বাহারে সে জন পরশে  
করে তারে করতল ;  
নাহি থাকে আর অবিকার মম  
সে প্রাণী-শাচে ধার,  
নাহি আনি পরে হয় কিবা গতি  
বৃথা সে ঘোষে আমায় ;  
চল এই দিকে দেখিবে দেখানে  
কিবা এ পুরী-মহিমা,  
শেন এত জন প্রবেশে পুরীতে  
আধিয়া এক গহিমা ।"

আমি কহি, "চল এই দিকে বঃ  
তনি যেন কোলাহল,  
নিরখিব কিবা কেন কোলাহল  
হয় পুরি সে অঞ্চল ।"  
অনেক নিবেশ করিলা আমাঃ  
সে পথে বাইতে আশা ;  
তবু কোন ক্রমে সংবরিতে নাঃ  
পরানীর সে পিপাসা ।  
অনন্ত উপার শেষে আশা মোঃ  
লইয়া সে দিকে যার ;  
নিকটে আসিয়া অতি ঘোষণা  
প্রজ্জ্বলভাবে দাড়ায়,  
দেখি সেইখানে তবু অহি না  
প্রাণী এক বৃদ্ধ জরা,  
শতগ্রন্থিময় বস্ত্র ধূলিগ  
মলিন বপুতে পরা,  
ধূলিশিঙবৎ খাজ কিছু হাঃ  
কণা কণা করি তার,  
বাটিছে সকলে চারি দিকে প্রাঃ  
ঘোর কোলাহলে ধার,  
ক্ষুধার্ত শাদ্দুল সদৃশ ছুটিঃ  
বৃথা বৃদ্ধ কত প্রাণী,  
বিলম্ব না সর এতন করি  
কাড়ি লয় বেগে টানি ;  
ক্ষুধানলে জলে ঠঠর সদাঃ  
কি করে অগ্নের কণা,  
পরম্পরে সবে কাড়াকাড়ি কঃ  
নিবারে ক্ষুধা আপনা ।  
কত যে করণ তনি হুঃ  
কত খেদ-বাক্য হার,  
তনে হিরডিতে বারেক যে জন  
জনমে না ভুলে তার ।  
দেখিলাম আহা কত শিবঃ  
বিলুপ্ত পুণ্ডের মত,  
কত অন্ধ ধর্ম রমণী হৃদয়  
চেয়ে আছে অবিরত ;  
অজ্ঞানে ভাসে গন্ত বন্ধঃ  
জনতা ভেদিতে চার,  
নিকটে যে আসে অন্ধ-কণা  
আললে দেখাইল তার ।

হায় কত জন অধীর হৃদয়  
নিরখি সেখানে ধার,  
তুর্ললা অবলা শিশু-হস্ত হ'তে  
অন্ন কাড়ি ল'য়ে ধার ।  
সে প্রাণি-মণ্ডলী কত বে অষ্টৈর্য্য  
কত যে কাতরে আসে,  
করিয়া চীৎকার মুহুর্তে মুহুর্তে  
সেই বৃদ্ধ প্রাণি-পাশে ।  
কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ন কণা কণা  
বটন করে সে প্রাণী,  
নিত্য খিন্ন ভাব সরাই আক্ষেপে  
অতি কষ্টে কহে বাণী ;—  
“কেন রে সকলে আইসে এখানে  
কোথা আর অন্ন পাব,  
বিধির বন্ধনা তোমের লাগিয়া  
বল আর কোথা পাব ;  
এ পুরী-ভিতরে নাহি ছেন স্থান  
না করি বেথা ভ্রমণ ;  
নাহি ছীন বৃত্তি চৌর্য্য কিংবা ছল  
না করি বাহা ধারণ,  
তবু নাহি ঘুচে কাঁদালের হাল  
কি কব কপাল ছুটে,  
কোথা পাব বল, আহা! তোমের  
বিধাতা আমারে কষ্ট ;  
কেন এ পুরীতে করিস্ প্রবেশ  
ভুক্তিতে এ ছেন ক্লেশ,  
প্রাণি-রজতুমে ধনীর আশ্রয়  
নহে কাঁদালের দেশ ।”  
তানিত অন্তরে কহিছ আশায়  
“আর না দেখিতে চাই,  
এ পুরী-মহিমা গরিমা যতেক  
এখানে দেখিতে পাই,  
দেও দেখাইরা বাহিরেতে দ্বার  
পুনঃ বাই সেই স্থান,  
আসি বেথা হ'তে, দেখিরা এ সব  
অস্থির হয়েছ প্রাণ ।”  
মধুর-বচনে আশা কহে “কেন  
উতলা হইছ এত,  
দেখাইছ ভোর, বাসনা বেরূপ  
কেনা তব সজিবে ;

কর্মজুগি নাম তন এ নগরী  
কর্ম গুণে কলে কল,  
বালমতি তুমি বুঝিছ তোমার  
অন্তর অভি কোরল ;  
কঠিন ধাতুতে নির্মিত যে প্রাণী  
সেই বুঝে রক্ত এর,  
প্রাণি-রজতুমে ভ্রমিতে আশনি  
বিরিকি ভাবেন ফের,  
চল এই দিকে তব মনোমত্ত  
পন্যার্থ দেখিতে পাবে,  
এ পুরী-ভ্রমণ-কৌতুক লহরী  
তখন নাহি ফুরাবে ।”  
এত ক'রে আশা চলে আগে আগে  
সতয়ে পশ্চাতে বাই ;  
আসি কিছু দূর পুরী-মহাত্ম্যে  
অচল দেখিতে পাই ।

## চতুর্থ কল্পনা

বশঃশৈল—নিরভাগে প্রাণিসমাগম—আরো-  
হণ-প্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর-দর্শন—ভিন্ন  
ভিন্ন বশবী প্রাণিমণ্ডলীর বীষ্টি-  
কলাপ-দর্শন—বান্দ্যাকির  
সহিত সাক্ষাৎ ।

নিকটে আসিরা নিরখি স্তম্ভর  
অপূর্ব শিখরশ্রেণী ;  
শিখরে শিখরে কনক-প্রদীপ  
যেন কিরণের বেণী ।  
শৈল-চারিদিকে তুহিত নয়ন  
প্রাণী লক্ষ লক্ষ জন,  
কুসুমে গ্রথিত মালা মনোহর  
শুভ্রে করে উৎসেপণ,  
বন বন বন হয় জরজর  
ক্ষেপক নাহি বিপ্রাণ,  
যেন উর্ধ্বরাসি জলরাশি-অঙ্গে  
গতি করে অবিরাম ।  
প্রাণিবৃন্দ আদি একে একে সবে  
ক্রমে শৈলভূলে বাই,

## হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

চুফাতে অলিছে মাণিকের দীপ  
 সন্ধনে দেখিছে তার।  
 সে অঙ্গে হেরি বেরি চারিদিক  
 প্রাণী আরোহণ করে,  
 আমূল-শিখর শৈল-অঙ্গে প্রাণী  
 অপরাধ শোভা ধরে!  
 চলে ধীরে ধীরে শিরে শিরে শিরে  
 অঙ্গে অঙ্গ পরশন,  
 অবিরত স্রোত প্রাণীর প্রবাহ  
 কোতুক করি দর্শন;  
 শিলাতে শিলাতে পদ রাখি ধীরে  
 উঠিছে পরাণিগণ,  
 উঠিতে উঠিতে পড়ে কত জন  
 স্থলিত হয়ে চরণ;  
 বটকল ঘণা বৃক্ষ হ'তে সদা  
 ধসিয়া পড়ে ভূতলে,  
 এথা সেইরূপে প্রাণী নিত্য নিত্য  
 ধসিয়া পড়ে অচলে।  
 পড়িয়া উঠিতে কেহ নাহি পারে  
 কেহ না আরোহে গুনঃ,  
 সে প্রাণি-প্রবাহ অবিরুদ্ধ-গতি  
 কখন না হয় উন।  
 লয়ে নিজ নিজ যে আছে সঞ্চল  
 উঠিছে বতনে কত,  
 শিখরে শিখরে কনক-প্রাণী  
 নেহারে স্বধে সন্তত।  
 উঠে প্রাণিগণ দীপ লক্ষ্য করি  
 স্নাত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান,  
 ময় করি মার দেখে ভাবি ছার  
 পদ করি নিজ প্রাণ।  
 কাহার মৃতকে ধনি-মুক্তারামি  
 উপরি কাহার নিরে,  
 কাহার সঞ্চল নিজ বৃদ্ধিবল  
 অচলে উঠিছে ধীরে;  
 রাশি রাশি লয়ে কোন জন  
 কার করতলে তুলি,  
 কহ বা ধরিছে বতনে ককেতে  
 কাব্য-গ্রন্থ কতগুলি;  
 কহ বা রূপের ভাসি ল'য়ে কিরে  
 সেদেহে স্বপ্না-মতি।

চলেছে গায়ক নাটক বাদক,  
 বীণা বেণু-আদি-ধারী।  
 উঠিতে বাসনা করে না অনেক  
 আসিয়া ফিরিয়া যায়,  
 নীচে হ'তে শূন্তে ফেলি ফুল-মালা  
 সেই অচলের গায়।  
 বহুজন পুনঃ করিয়া প্রয়াস  
 উঠিছে অচলদেশে,  
 পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবার  
 নামিয়া আসিছে শেবে।  
 জিজ্ঞাসি আশারে "প্রাণী-লক্ষ্যভূমে  
 কিবা হেরি এ অচল?" ইহা  
 আশা কহে "বৎস, যশঃশৈল" ইহা  
 অতি মনোহর হয়।  
 বাউল কোতুক উঠিলে শিখরে  
 আনন্দে আগ্রহে যায়,  
 আগে আগে আশা চলিল সমুখে  
 অচল পথ দেখায়;  
 উঠিতে উঠিতে শূনি শূঁপরে  
 স্মরণ ধনি ঘন,  
 মৃত্যু-উপরে পুরিয়া হেমনি  
 সন্তত করে ভ্রমণ;  
 যেন শত বিনা বাজিছে এত  
 মিলিত করিয়া তান,  
 অবশে প্রবেশ করিলে তত  
 পুলকিত করে প্রাণ।  
 শূন্তে দৃষ্টি করি রোমাক শর  
 বিশ্বের ভাবিয়া চার,  
 কিবা কোন বস্তু কিবা বাস্তব  
 কিছু না দেখিতে পাই।  
 হাসি কহে আশা "বৃথা আশা  
 দৃষ্টি না হইবে নেত্রেরে,  
 এ মধুর ধনি নিত্য এইক  
 নিরানন্দ এই ক্ষেত্রে;  
 বীণা কি বাশরী কিংবা কোন  
 নিঃস্বত নহেৎ স্বর,  
 স্বতঃ বিনির্গত সুস্বাদিত  
 ভ্রমে নিত্য নিরিপার;  
 সদা মনোহর বায়তে বায়তে  
 যেহেতু স্বরূপ করি।

করিলেই হল বেটীরা যেমন  
 ভ্রমর ভ্রমে গুঞ্জরি।  
 শুনিতে শুনিতে আশায় বচন  
 ক্রমশঃ অচলে উঠি,  
 যত উঠে বাই তত স্রমধুর  
 ধনি ভ্রমে সেথা ছুটি।  
 ছাড়ি অধোদেশ উঠিই বখন  
 মধ্যভাগে গিরিকার;  
 শরীর পরশি ধীরে ধীরে ধীরে  
 বহিল মুহুর বার!  
 সে বায়ুতে মিশি স্রমধুর জ্ঞান  
 করিল আনন্দময়;  
 যেন সে অচল সুরভি মধুর  
 সৌগন্ধে ডুবিয়া রয়;  
 অগুরু চলন জিনিয়া সে গন্ধ  
 পুষ্পগন্ধ যেন মুহুর;  
 মরি কি মধুর মনোহর যেন  
 দেবের বাসিত মধুর।  
 ভ্রমিছে সে গন্ধ বেরিয়া অচল  
 প্রতি শিখরের চূড়ে;  
 ছুটিছে পবনে সে জ্ঞান নিয়ত  
 কতই যোজন বৃড়ে;  
 নাহি হয় ভ্রাস ক্রমে যত বাই  
 ক্রমে বৃদ্ধি তত হয়,  
 নাসারক্ত যেন জ্ঞানপূর্ণ করি  
 জ্ঞান করে মধুর।  
 সেই গন্ধে মজি শুনি সেই ধনি  
 ভ্রমি সে অচলপ'রে  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কি অভূত  
 দেখি চক্রে স্রমধুরে;  
 নিরখি তাহার কোন বা শিখরে  
 প্রাণি বসি কোন জন,  
 অহর স্লাঘ্য অসম্ভব ক্রিয়া  
 নিমিষে করে সাধন;  
 কোন গিরিচূড়ে বসি কোন প্রাণি  
 যদি দণ্ড হেলাইছে,  
 কণপ্রভা তার বশবর্তী হ'রে  
 চরাচর ঘুরিতেছে;  
 কোন বা শিখরে বসি কোন জন  
 তোকে তোরাগবতী-জল।

কেহ বা করেছে আকর্ষণ করি  
 ঘুরায় বিশ্বমণ্ডল,  
 কেহ বা নক্ষত্র গ্রহ, ধূমকেতু  
 ধরিত্রা দেবার পথ,  
 লক্ষ্য করি তাহা শূভমার্গে উঠে  
 ভ্রমে সবে চক্রবৎ,  
 কেহ বা ভেদিয়া সূর্য্যের মণ্ডল  
 আচ্ছাদন-খুলে ফেলি,  
 আনন্দে দেখিছে বাস্প সরাইয়া  
 নিবিড় বিদ্যুৎ-কেলি,  
 কেহ শূন্য হৈতে পাড়ি চন্দ্র-ভারা  
 করতলে রাখি ধরি,  
 পুনঃ ছাড়ি দেয় সর্ব্ব অন্ধ তার  
 স্রুথে নিরীক্ষণ করি;  
 দেখি কোন চূড়া উপরে বসিয়া  
 স্রবিষ্য-মুরতি প্রাণি,  
 তন্ময়ী বাজাইয়া মনের আনন্দে  
 ঢালিছে মধুর বাণি;  
 কোন শূন্য হেরি প্রাণি কোন জন  
 মস্তকে কাঞ্চনময়,  
 অলিছে মুহূর্ত শিখর উপরে  
 হয় যেন সূর্য্যোদয়;  
 হেরি দিব্য মুক্তি দিব্যাসনোপরে  
 প্রাণি বৈষে কোথা স্রুথে,  
 ধক্ ধক্ করি হীরা-খণ্ড সদা  
 প্রদীপ্ত হইছে বৃকে,  
 হেরি কত ধ্বনি স্থির শাস্ত্র প্রাণ  
 বসিয়া অচল-অঙ্কে,  
 গ্রহ করে পাঠ যেন ধ্যান ধরি  
 ভাসিছে ভাব-ভরসে।  
 হেরি অপরাগ অচল-প্রকৃতি  
 প্রাণিগণ যত উঠে,  
 ছাড়ি মধ্যদেশ হির হয় হেথ  
 সেইখানে পদ্য ফুটে।  
 তখন শিখরে হয় শূন্যনা  
 দশ দিক্ শব্দে পূরে,  
 অচল-মরীর কাঁপারে নিম্না  
 প্রবেশে অমরপূরে।  
 প্রাণি সেই জন এবে দিব্য মুি  
 বৈসে চাক পুশপয়,

## হেমচন্দ্রের প্রহাবলী

ঠেতে অস্ত্র বও                      -অঙ্গে  
 পুঞ্জে তারে নিয়ন্তর ।  
 ভবকে স্তবকে                      সে ভূধর-অঙ্গে  
 কত হেন পদ্মকুল,  
 উপরে উপরে                      দেখিলাস রঙ্গে  
 কোতুকে হ'রে আকুল ।  
 বিশ্বরে তখন                      নিজাসি আশারে  
 আশা মুহূর্ত্তাসে কর,  
 "ভ্যজে জীবলীলা                      প্রাপ্তি যে এখানে  
 এই তাবে হেথা রয় ।  
 প্রাণি-রক্ষত্বে                      জানাতে বারতা  
 হয় শূভে সিংহনাদ,  
 শিখর-উপরে                      আইসে দেবগণ  
 করিয়া কত আশ্লাদ ।  
 এই যে দেখিছ                      প্রাপ্তি যত জন  
 পদ্মাসনে আছে বসি,  
 ধরার ভূষণ                      প্রলয়ে অক্ষর  
 মানব-চিত্তের শশী ।  
 যেখ গিয়া কাছে                      তব পরিচিত  
 প্রাপ্তি এথা পাবে কত,  
 বরন হেরিয়া                      করিয়া আলাপ  
 পূর্ণ কর মনোরথ ।"  
 একে একে আশা                      কাণে কহি নাম  
 চলি দেখায়ে রঙ্গে,  
 পুলকিত তহু                      দেখিতে দেখিতে  
 চলিছ তাহার সঙ্গে ।  
 ব্যাস, কালিদাস,                      ভারতী প্রভৃতি  
 চরণ বন্দনা করি,  
 শব্দর-আচার্য্য                      ধনা লীলাবতী  
 মুক্তি হেরি চকু তরি ।  
 উগ্রিছ সেখানে                      বেখানে বসিয়া  
 বান্দীকি অমরপ্রাণ,  
 আনন্দে বাক্যে                      হৃদয় বীণা  
 ত্রিরাশচরিত গার ।  
 দেখিয়া আমারে                      অমর ব্রাহ্মণ  
 দরাজ-মানস হ'রে,  
 দ্বিলা পদধূলি                      বদনৈ জানিয়া  
 আত নিরোজান ল'রে ।  
 নিজাসিগ কর ।                      অবোধ্য-বারতা  
 কেবা রাজ্য করে তাঁর

ভারতীর পুত্র                      কেবা আর্ধ্যত্ব  
 তাহার বীণা বাজায় ।  
 কোন্ বীরভোগ্যা                      এবে আর্ধ্যত্ব  
 কোন ক্ষত্রী বলবান,  
 দৈত্য-রক্ষঃকুল                      করিয়া দমন  
 রক্ষা করে আর্ধ্যমান ।  
 কোন্ আর্ধ্যত্ব                      বশঃ-প্রোভাওনে  
 বদন উজ্জল মুখ,  
 দ্বিতীয় জানকী                      হৈরে কোন্ নারী  
 স্নিগ্ধ করে পতি-বুক ;  
 কেবা রক্ষা করে                      বেদবিধি ধর্ম  
 কোন্ বৃষ মহামতি,  
 ব্রাহ্মণকুলের                      তিলকব্রহ্মণ  
 সাধন করে উন্নতি ;  
 কত এইরূপ                      নিজাসে বারত  
 শুধাইয়া বারংবার,  
 কি নিব উত্তর                      তাবিয়া না পারি  
 চক্রে বহে নীরধার ।  
 হেরে অপ্রধারা                      করণ-বাক্যে  
 ধ্বনি অতি ব্যগ্র মন,  
 আগ্রহে আবার                      অতি সযতনে  
 কৈলা মোরে সন্ধ্যাপন ।  
 কহিছ তখন                      "কি বলিব ঋ  
 কি নিব সংবাদ তার—  
 তোমার অযোধ্যা                      তোমার কোন্  
 সে আর্ধ্য নাহিক আর ;  
 ভুবেছে এখন                      কলঙ্ক-সলিলে  
 নিবিড় তাহনী তার,  
 সে হত-নির্ধোষ                      সে বীণা-রক্ষার  
 আর না কেহ স্তন্যর ।  
 নিতেন হরোহে                      দ্বিজ, ক্ষত্রকুল  
 বৈদ ধর্ম সর্ব গিয়া,  
 ভালে পুণ্যভূমি                      অকুল পাথারে  
 পরমুখ দিরিখিয়া ।  
 সে বচন শুনি                      আর্ধ্য-ঋষিগণ  
 বহিল যে কিবা ভাব,  
 কি যে স্তবধর                      ধনি চতুর্দিক  
 আর্ধ্যত্বে বনজাব ;  
 তাহিতে সে কথা                      এতদ(ও) দ্বা

অন্তরে অধিত                      হবে চিরদিন  
 বাণীতে প্রকান্ত নয়,  
 যত ছিল সেখা                      আশা-কুলোদ্ভব  
 মহাপ্রাণী মহোদয়,  
 বোর বজ্রাঘাতে                      একবারে বেন  
 আকুলিত সমুদর।  
 সে হুংধ দেখিয়া                      দেখিয়া সে ভাবে  
 আশাহতে চিন্তাকুল;  
 তুলিয়া দর্পণ                      আশা কহে "ইথে  
 চাহি দেখ আশাকুল।  
 দেখ রে দর্পণে                      ভবিষ্যতে পুনঃ  
 ভারত কিরূপ বেশ,  
 দেখে একবার                      প্রাণের বেদনা  
 বুটাব রে মনের রেশ।"  
 দেখিলাম চাহি                      বেন পূর্ণদিক  
 অলিছে কিরণময়,  
 তারতমণ্ডল                      সে কিরণে বেন  
 প্রদীপ্ত হইয়া রয়।  
 তারত-জননী                      বেন পুনর্বার  
 বলিয়াছে সিংহাসনে,  
 ফুটিয়াছে বেন                      তেমতি আবার  
 পূর্ণভেজ হস্তাননে।  
 ঘেরিলা তাহারে                      নব আশা-জাতি  
 কিরীট হুণ্ডল তুলি,  
 পরাইছে পুনঃ                      ভূষণ উজ্জল  
 ঝাড়িয়া কলঙ্ক-গুলি।  
 নবীন পতাকা                      তুলিয়া গগনে  
 ছুটেছে আবার দ্রুত,  
 ভূবন-ভিতরে                      করি বন নাদ  
 বদনে প্রভা অদ্বুত।  
 দিব্যদশবাসী                      মানবমণ্ডলী  
 আনি সপ্ত সিদ্ধজল,  
 করে অভিষেক                      বলে উচ্চনাদে  
 জাগ্রত আর্ধ্যমণ্ডল।  
 পশ্চিমে উত্তরে                      হয় বোর-ধনি  
 আনন্দ-সঙ্গীত গায়,  
 উঠে সিদ্ধবারি                      ভারত প্রকালি  
 আবার গর্জিয়া যায়,  
 উঠে হিমাশ্রয়                      পুনঃ শ্রুত তেদি  
 প্রবল-ধ্বনি হয়।

ছুটে পুনরায়                      জাহ্নবী যমুনা  
 গভীর সলিলে ভরি।  
 আনন্দে আবার                      ভারত-সন্তান  
 বীণা ধরে করতলে,  
 আবার আনন্দে                      বাজারে হৃদুতি  
 বহুধরা-নাথে চলে।  
 দেখে সে দর্পণে                      অপূর্ণ প্রতিমা  
 হরষ-বাস্পেতে আঁখি,  
 পুরিল অমনি                      কুটিল বাসনা  
 হৃদয়ে তুলিয়া রাখি।  
 দেখিতে দেখিতে                      সে দর্পণ ছাড়া  
 আরো উজ্জ্বল হই,  
 স্তরে স্তরে বেন                      হেরি সে ভূষণ  
 উঠে শ্রুত বত চাই।  
 আশা কহে "বৎস,                      কত দূর বাবে  
 নাহি পাবে এর পার,  
 যত দূর বাবে                      তত দূর ক্রমে  
 শূন্য পাবে অন্ত আর।"  
 আশার বচনে                      কাত হ'য়ে কিরি  
 পুনঃ সে অচল-অনে,  
 নানি কিছু দূর                      নিরখি বেথানে  
 সুকবি কল্পে রখে।  
 পদতলে তার                      দেখি মনস্থখে  
 বলিয়া ভারত বিজ,  
 বাজাইছে বাঁশী                      মধুর সুরবে  
 ছড়াইয়া রস নিজ।  
 ক্রমে ভূমিতলে                      অবতরি পুনঃ  
 তবু বেন প্রাণ মন,  
 করে আকিঞ্চন                      গিরিতলে থাকে  
 স্রুখে আর কিছুকণ।  
 বখা নীড় হৈতে                      করিয়া হরণ  
 অরণ্যে পক্ষীপাবক,  
 দ্রুতবেগে গতি                      করে গৃহস্থে  
 হ্রস্ব কোন বালক।  
 তখন যেমন                      সেই পক্ষীপিত্ত  
 চার চুখে নীড়পানে,  
 কাকলি করিয়া                      যুহু আশ্রয়রে  
 আকুলিত হয় প্রাণে।

সেই ভাবে এবে কিরিয়া কিরিয়া  
অচল-শিখরে চাই,  
মুহূট উজ্জ্বল জলে হেম-দীপ  
হেরিতে হেরিতে বাই।

### পঞ্চম কম্পনা

স্নেহ, ভক্তি, বাৎসল্য, প্রণয় প্রভৃতির নিবাসে  
প্রবেশ করিবার পূর্বে এই অঞ্চল অতিক্রম  
করিয়া বাইতে হয়—কর্মক্ষেত্র এবং ঘোহাদি  
অঞ্চলের মধ্যবর্তিনী নদী—তদুপরিস্থিত  
পরিণয়সেতু—তাহাতে প্রাণি-  
গণেব গতি বিধি।

কর্মক্ষেত্র এবে করি পরিহার  
আশার সহিত পরে  
উপনীত হই আসি এক স্থানে  
নিরখি আনন্দতরে—  
নব-দুর্কাময় ভূমি সমতল  
বিস্তার বহল দূর,  
প্রান্তভাগ তার পড়েছে ঢলিয়া  
নীল নভঃ স্রমধর।  
তকণ তলন তরুর শিখবে  
ঘন চিকি চিকি করে,  
শাখা বলী যেন ভাস্কর্য্য মাখি  
ঢলিছে সুখেব ভরে,  
প্রফুল্ল ভাস্কর্য্য কিরণ প্রকাশি  
প্রফুল্ল করেছে বন,  
মুহূর্ত্তর ভাপ পরশি শবীর  
সিদ্ধ করে অমুকুণ।  
হেমন্ত-প্রভাতে যেন স্রমধুরে  
সূর্য্যের মুহূর্ত্ত ভাতি,  
সুখে ভুঞ্জে লোক আলোকে বসিয়া  
কিরণে শরীর পাতি।  
এথা সেইরূপ গন্ত পক্ষী প্রাণী  
ভ্রমে সুখে নিরন্তর,  
অদেতে মাখিয়া স্নিগ্ধ নিরমল  
উজ্জল ভাস্কর্য্য কর।  
চারিদিকে কত নেহারি সেখানে

নিজ নিজ বৎস ল'য়ে গাভী মেথ  
নিরন্তর সুখে চরে।  
শস্ত্র নানা জাতি ক্ষিতি-শোভাকর  
বৌদ্ধ পুষ্প ধরি কোলে,  
কিরণে ডুবিয়া পবন-হিল্লোলে  
হেলিয়া হেলিয়া দোলে।  
নিরখি চৌদিকে কোতুকে সেখানে  
শস্ত্রভৃৎ নভঃশির,  
কাঞ্চন-বরণ মঞ্জরি পরিয়া  
ভূষণ যেন মহীর।  
মনোহর চিত্র যেন সেই স্থান  
চিত্রিত ধরণীবুকে,  
কিরণে সুন্দর চলে পথ বহি  
প্রাণী সেথা কত সুখে।  
চলি কত পথ ক্রমে এইরূপে  
আসি শেষ কত দূর,  
নিরখি সম্মুখে চমকিত চিত  
সুসজ্জ গৃহ প্রচুর,  
শোভে সৌধবাঞ্জি অত্র-অঙ্গে যেন  
চিত্রিত সুন্দর ছবি,  
রঞ্জিত করিয়া তাহে যেন সুখে  
কিরণ ঢালিছে রবি।  
দেবালয় সব সেই সৌধ-বাঞ্জি  
সুসজ্জিত মনোহর,  
ওরে ওরে ওরে অবিমুক্ত প্রেণ  
শোভিছে তটের পর।  
চলিছে তবৎ ধরতল বেণে  
ভিত্তি প্রকালন করি,  
উঠিছে পাড়ছে আবর্ষে ঘুরিছে  
সূর্য্য-প্রভা জটে ধরি,  
ছল ছল ছল ছুটিছে তটিনী  
কুল কুল কুল নাগ,  
থর থর থর কাপিছে সলি  
ঝর ঝর ঝরে বাধ;  
ঘবু ঘবু ঘবু ঘুরিছে 'আর্বা'  
কবু কবু কবু ডাক,  
লপট লপট কাপিছে তর  
ধমক ধমক থাক;  
নব জলধর সলিল-ব্য  
কিরণ ফুটিছে তার;

সুটিতে সুটিতে ছুটিতে ছুটিতে  
 সৈকতে হিলোল ধার,  
 তটে দেবালয় জলে ঢেউ খেলা  
 বৌদ্ধ-খেলা তার সঙ্গে,  
 আনন্দে নিবধি নয়ন বিক্ষাতি  
 দেখি সে কতই রঙ্গে ।  
 দেখি মনোহর নীরব উপব  
 সেতু বিবচিত আভে,  
 যুগল যুগল পবায়ী সেখানে  
 দাঁড়িয়ে তাহাব কাছে,  
 দেবালয় যত কত যে স্নানর  
 অসাধ্য বর্ণন তাব,  
 উচ্চে বেদধ্বনি প্রতি দেবালয়  
 শুনে সুখ দেবতার ।  
 সদা শব্দ ঘটা স্তম্ভল পানি  
 হয় ময় উচ্চারণ,  
 চন্দন-চর্চিত কসমেঘ ঘাণে  
 প্রফুল্লিত কবে মন ।  
 গুব-স্তোত্র পাঠ জয় জয় নাদ  
 সঙ্গিত উঠে গভীর,  
 বিদ্যতার নাম ভক্তকর্ণ-শব্দ  
 বোম্বাঙ্ক কবে শরীর ।  
 য় নিত্য নিত্য গীত-বাগ্যধনি  
 কত মত মহোৎসব,  
 নয়ন সেখানে পানিত কেবল  
 সুখদ আনন্দ-রব ।  
 তাজ বদন প্রাণী কত জন  
 প্রতি দেবালয়-দ্বারে,  
 গি অভিপ্রেত দেব নিজ নিজ  
 উপনীত সেতু-পারে ;  
 সতৃপ্তে প্রাণী দেখি কত জন  
 ধানদুর্গা ল'য়ে হাতে,  
 গণিসাদ করি করিছে পরশ  
 পথিকমণ্ডলী-মাথে ।  
 দ্বাদ দর্শন ধরি করে কবে  
 ছই ছই স্থখী প্রাণী,  
 নেক পুরুষ রমণী জনেক  
 বন্ধ করে উভপাণি ;  
 পে গতি দূত অঞ্চলে অঞ্চলে  
 তত বিধি দৃষ্টি শুভ,

খুলিয়া অদ্বী পবায় অদ্বী  
 শুচিয়নে উভে উভ ;  
 অগ্নি সাকী করি মালা কবে দান  
 কর্ণে কর্ণে এ উহাব,  
 কবিছে প্রতিজ্ঞা উভয়ে আনন্দে  
 সেতু হৈবে দৌড়ে পার ।  
 এইরূপে বাহ বাহতে বাধিয়া  
 প্রাণী দৌড়ে সেতু-পব,  
 উঠিছে আনন্দে প্রকম্পিত বৃক  
 প্রস্তুট স্থখে অন্তর ।  
 কত হেন কণ নিবধি কোতৃক  
 মনস্থখে নিরন্তব,  
 উঠিছে দম্পতী হাসিতে হাসিতে  
 বিচিত সেতু পব ।  
 আশা কহে “বৎস, সম্মুখে জোয়ার  
 দেখ সে স্নানর সেতু,  
 আমাদের কাননে কোশলে বচিত  
 কেবল স্থখেব হেতু,  
 পবিগয়-সেতু নামে পবিচিত  
 এ কানন-মাঝে ইহা,  
 আসে ইথে লোক মিটাইতে শেষে  
 কানন-ভ্রমণ-স্পৃহা ।  
 এই সেতু বাহি দম্পতী যে, কেহ  
 পারে হৈতে নদী পার,  
 এ কানন-মাঝে আছে যত সুখ  
 নিত্য প্রাপ্তি হয় তাব ।  
 দেখিছ যে আই নদী-অঙ্গ পারে  
 দ্বিবা উপবন যত,  
 প্রবেশিতে ভার আমাব কোশলে  
 আছে মাত্র এই পথ ।  
 সদা প্রীতিকর, সত্যত স্নানব  
 আই সব উপবন,  
 পবিত্র নিখল অস্তি রম্যস্থল  
 প্রাণীব শান্তি-কানন ।  
 বিচিত গঠন অপূর্ণ কোশলে  
 সেতু বিরচিত এই,  
 সেই হয় পার, নিগুঢ় সন্ধান  
 বুঝেছে ইহার যেই ।”  
 এক ক'য়ে আশা আমোবে লইয়া  
 সেতু কৈল আরোহণ,



সেতু-মুখে স্থখে নবীন আনন্দে  
কৌতুকে করি গমন।  
চুই ধারে দেখি রঞ্জিত বসন  
ভূষিত সুল্লর সেতু,  
বসন্ত-বায়ুতে স্তম্ভে স্তম্ভে তাহে  
উড়ে খেত পীত কেতু।  
গ্রথিত সুল্লর বন্ধনে বিবিধ  
সজ্জিত কেতনকূলে,  
স্তম্ভ মাঝে মাঝে নবীন পল্লব  
মঞ্জরা সতিত হলে।  
বহিছে মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত পবন  
পড়িছে নীতল ছায়া,  
মধুপ্রিয় পাখী বসিয়া পল্লবে  
কিরণে ঝাড়িছে কারা।  
উঠে চারুবাস বায়ু আমোদিত  
চলিতে চলিতে যায়,  
চলে প্রাণিগণ মুগ্ধ নবরসে  
বায়ু-গন্ধে স্নিগ্ধকায়।  
সেতু-মুখে হেন ঘাই কত দূর  
পাই পরে মধ্যস্থান,  
ঘোর রৌদ্রভাপ সেধা খরভর  
উত্তাপে আকুল প্রাণ!  
উত্তপ্ত বালুকা প্রচণ্ড কিরণ  
করে দগ্ধ পদতল,  
শুষ্ক কণ্ঠ তালু আকুল তৃষ্ণায়  
প্রাণিগণ চাহে জল।  
নীচে ভরহর বহে বেগগতি  
স্রোতস্বতী কোলাহলে,  
বন বৃশিপাক ভীষণ গর্জনে  
ভীততর বেগে চলে!  
মাঝে মাঝে মাঝে ভুরুম্পনে যেন  
সেতু করে টল টল,  
বন হহঙ্কার বহে মাঝে মাঝে  
দুরন্ত ঝটি প্রবল।  
অস্থির চরণ প্রাণী কত এবে  
মুখে প্রকাশিত ভয়,  
চঞ্চল নয়ন, অস্থির শরীর  
চলে কষ্টে সেতুময়।  
বণা বড় বড় উৎপীড়িত বন  
যতেক বিহ্বলচয়,

ছিহ্ন-ভিন্ন দেহ রুদ্ধ শুক পাখা  
অস্থির শরীর হয়।  
আকুল নয়ন চাহে চতুর্দিকে  
চকুপুট ভয়ে জড়,  
শূন্য কলরব ঘন তরুশাখা  
নখে নখে ধরে দড়।  
কত পড়ে তলে ভয় পাখা ভয় পদ,  
পড়ে পুনঃ কত হ'য়ে গত জীব  
চকুবিদ্ধ করি ছদ।  
শত শত প্রাণী এথা সেই ভাবে  
সেতু হৈতে পড়ে জলে,  
সেতু-কম্পে কেহ, কেহ পিপাসায়  
কেহ ঝটিকা বলে।  
পড়ে একবার না পারে উঠিতে  
বিষম তরঙ্গে ভাবে,  
কত জন হেন পুনঃ কত জন  
তলগামী হয় তা'সে।  
কদাচ কখন ভাসিতে ভাসিতে  
কেহ আসি লভে কূল,  
কপালে ঘাসের ঘটে এ ঘটন  
দৈব সে তাহার মূল।  
কতই পরাণী নিরখি চমকি  
ভাসিছে নদীর জলে,  
সেতু-মুখস্থিত প্রাণিগণ যবে  
দেখে তাহে কুতূহলে।  
কেহ ভাসে একা কেহ বা যুগল  
নদীর আবর্তে ঘুরে,  
ভাসে নদীময় প্রাণী দ্বী-পুংস  
ছকুল আক্ষেপে পূরে।  
আসি কত জন তটের নিকটে  
কণে বাড়াইছে হাত,  
বালি-মুঠি ধরি পুনঃ বৃশিজাত  
ঘুরে পড়ে অকস্মাৎ।  
ভাসে এইরূপে প্রাণী কত জন  
সেতু হৈতে পড়ি নীরে,  
চলে অস্ত্র প্রাণী সেতুর উপরে  
দেখিতে দেখিতে ধীরে।  
দেখিয়া হাথেতে ভাবিতে ভাবিতে  
আরো কত দূর ঘাই,

ছাতি মধ্যভাগ ক্রমশ আসিয়া  
সেতুপ্রান্ত শেষে পাই।  
এখানে নিরখি অতি মনোহর  
আবার শীতল ছায়া।  
পড়েছে সেতুতে পরশি তখনি  
শীতল হইল কায়া।  
পড়িছে যে এত প্রাণী নদী জলে  
তবু হেরি সেইস্থানে।  
লক্ষ লক্ষ জন চলেছে আনন্দে  
সদা প্রফুল্লিত প্রাণে।  
চলে চিত্ত-সুখে সদা তৃপ্ত মন  
অক্ষর শান্ত হৃদয়।  
মধুমক্ষি সম সে বনে তাহার  
করয়ে মধু সঞ্চয়।  
কেন যে বিধাতা সার ভাগ্যোতে  
এ ফল নাহিক দিল।  
কেন এত ভনে বিমুখ হইয়া  
বিপাক-স্রোতে ফেলিল।  
কেন বা যে হেন সেতুর নির্মাণ  
রচিত এত কৌশলে।  
কেন এত প্রাণী উষ্ণিয়া সেতুতে  
মগ্ন হয় পুনঃ জলে।  
এইরূপে চিত্তা ধরি চিত্তে নানা  
আশার সহিত বাই,  
সেতু হয়ে পার প্রাণী শান্তিবন  
হাসিছে দেখিতে পাই।

## বর্ষ কল্পনা

গয়োগ্রাণ—ভাহাতে ভ্রমণ—অপূর্ণ তরু-পুষ্প  
দর্শন—সত্য-নির্ভর—প্রণয়ের মৃষ্টি তাঁহার  
সহিত সাক্ষ্য ও আলাপ।

যথা যবে ক্ষত সরস বসন্ত  
প্রবেশে ধরনী-মাঝে,  
শোভে তরুলতা ধরি চারুবেশ  
নবীন-পল্লব সাজে;  
যবে ধীরে ধীরে পত্র পূরাতন  
ছাড়িয়া বিটপী-অঙ্গ,

চারু কিশলয় প্রকাশিত ধীরে  
পাইয়া মলয় সজ।  
নব চারু মুগ্ধ কিশলয় যত  
হরিত-বরণ শাখা,  
পরিশা স্নানর মঞ্জবী মধুব  
বিকাশে তরুর শাখা।  
সে বসন্ত কালে যথা অপকণ  
আনন্দ উতলে মনে,  
হৃদয়ে অব্যক্ত সুখের প্রবাহ  
প্রকাশ্য নহে বচনে;  
এখানে প্রবেশি তেমতি আনন্দ  
উপজে হৃদয়,  
শীত শিথল রস যেন সে এখানে  
বায়ুতে মিশ্রি রস;  
উজ্জান রচিত দেখি চারিদিক  
প্রকাশিত চারু ছবি,  
স্তবকে স্তবকে সাজিছে স্নানর  
বিবিধ শোভা প্রসবি;  
অতি মনোহর উজ্জানে সে সব  
পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থিত,  
অঙ্গে অঙ্গে মিশি মধুচক্রে যেন  
অপূর্ণ বিহ্বাস-রীতি,  
প্রবেশের মুখ পূর্ণ সজল  
তথাপি মিলিত সব,  
প্রতি উপবনে নব নব জাগ  
সদা হয় অহুত্তব।  
আশা কহে "বৎস আমার কাননে  
স্থির শান্তি এই বেশ,  
ভ্রমিলে এখানে কিছু কাল সুখে  
ভুলিবে পথের রেশ।

দেখ ভিন্ন ভিন্ন যত উপবন  
ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-স্থান।  
সৌহার্দ্য প্রণয় প্রভৃতি সে বস  
সদা স্নিগ্ধ করে প্রাণ।  
উচ্চ কোলাহল কটু তিক্ত স্বর  
না পাবে শুনিতে এথা,  
ধীরে ধীরে গতি ধীর মিষ্ট ভাষা  
এখানে প্রাণীর প্রথা;  
সবে সত্যবানী সবে সত্য ভাব  
পরিসঙ্গ প্রাণে প্রাণে,

এখানে প্রাণিবা ঘেদ তিসা ছল  
 কেহ কড় নাহি জানে ।  
 এখানে নাহিক যদ্বজ্জু ভেদ  
 সমভাবে সর্বোদয়,  
 আমার কাননে স্নেহময় প্রাণি  
 এই স্থানে তাবা রয় ।"  
 এত ক'য়ে আশা প্রণয়-কাননে  
 হাসিয়া কবে প্রবেশ,  
 অতুল আনন্দে মাতিল হৃদয়  
 হেরিয়া মধুর দেশ ।  
 লতা-গৃহ সেথা হেবি চারি দানে  
 অপূর্ণ কিবণময়,  
 অমরাবতীতে যেন দেব-গৃহ  
 তাবকা-ভসিত রয় ।  
 পুষ্পময় পথ সুবিকা পরশ  
 নাহি হয় পদতলে,  
 তক তৈতে স্বতঃ চাক স্নকমাৰ  
 পুষ্প ভ'তে বৃষ্টি ছলে ।  
 প্রতি গৃহদ্বারে স্নেহে চক্রবাক্  
 চকোব ভ্রমণ কবে ।  
 বাবু তিলোলে নিববধি যেন  
 স্নপাদারা সেথা যবে ।  
 শোভে তকরাজি সে প্রদেশময়  
 ধরে অপরূপ ফল,  
 অপূর্ণ প্রকৃতি অবনী-ভিতবে  
 নাহিক তাহার তুল ,  
 যতক্ষণ থাকে শাখাব উপবে ,  
 শোভামাত্র দৃষ্টি তাব,  
 মধুর সৌভ বহে সে কুসুমে  
 গাঁথিলে হৃদয়ে হার ,  
 আপনি গ্রথিত হয় সে কুসুম  
 বুকে বুকে শত যুড়ে,  
 কিম্ব পুনঃ আব নাহি যথা হয়  
 বাবেক যজপি তুড়ে ।  
 প্রতিফণে ধরে নব নব ভাব  
 নবীন মাদুবী তার ,  
 নেহারি আনন্দে প্রতি ফণে ফণে  
 নতন পত্র ছড়ায়,  
 প্রতিফণে তাহে নবীন সৌভে  
 নবীন পরাগ উঠে,

আসিলে নিকটে আপনা হইতে  
 তরু ছাড়ি হৃদে লুটে ।  
 কত তক হেন নিরখি সেখানে  
 শ্রেণিবদ্ধ দলে দলে  
 ভ্রমে স্নেহে কত যুগল পরাগি  
 নিয়ত তাহার তলে,  
 কবতল পাতি তকতলে যায়  
 সেই মনোহর ফল ,  
 পড়ে কত তার পরাগি সকলে  
 আনন্দে হয় আনন্দ ;  
 পাতিরা অঞ্চল দাঁড়ায় ছ'জনে  
 গিয়া কোন তরুমেলে  
 মুহূর্ত্ত ভিতবে পরিপূর্ণ তাহা  
 হয় মনোমত ফলে ।  
 প্রতি তরুতলে ভ্রমে উঠি প্রাণি  
 তরু বৃষ্টি করে ফল,  
 যেন বা আনন্দ হেরিয়া তা'দে  
 আনন্দিত তরুতল ।  
 যথা সে পবিত্র কথের আশ্রম  
 হেরে শঙ্কতা-স্নেহ ;  
 শাখা নত কবে পুষ্প ছড়াইল  
 ফল-তরু ফল-মুখ ;  
 সেইরূপ হেবি প্রণয়ী য'নে  
 আসে এথা তরুতলে,  
 তক নত-শিরে করে আশীর্বাদ  
 বরষি কুসুমদলে ।  
 সে ফুলের মালা পরিয়া গলায়  
 প্রণয়-প্রভু প্রাণ,  
 হেবি কত প্রাণি ভ্রমিছে সেখানে  
 লভিয়া কুসুম-স্রাণ ,  
 চাঁপা ফুল হেন বরণের শোভা  
 সুন্দর মলিন আঁখি,  
 চলে কত বামা বল্লভের দেহে  
 স্নেহে বাহুলতা রাখি ।  
 কোন সে যুবক চলে মনস্নেহে  
 বাঁধি নিজ ভুজপাশে,  
 কমল-কোরক সদৃশ তবণ  
 অর্দ্ধশুট মুহূর্ত্তে হাঙ্গে ।  
 চলেছে সোহাগে কোন বা সুন্দরী  
 ফুল-বিকসিত ছবি,

গোহিত সুন্দর গণ্ডে প্রস্ফুটিত  
 গুলাবরঞ্জিত রবি ;  
 আহা কোন রামা স্মিতচাকমুখী  
 প্রণয়ীর বাহুয়ে,  
 চন্দ্রকরমাখা সেফালিকা যেন  
 চলেছে গুপ্তন খুলে ।  
 কাহার বদনে ফুটিয়া পড়েছে  
 মধুর মুহূর্ণ হাস,  
 সহকার কোলে সরস মঞ্জবী  
 বসন্তে যেন প্রকাশ ।  
 চলেছে যুগেন্দ্র জিনিয়া কটিতে  
 কোন রামা মনস্থখে,  
 পূর্ণ বোলকলা যৌবনে প্রকাশ  
 আড়ে হেরি প্রিয়মুখে ।  
 প্রিয় চাক করে রাধি নিজ কল  
 প্রফুল্ল উৎপল যেন,  
 চলেছে চঞ্চল পঙ্কজ-নয়না  
 আশা কত রামা হেন ।  
 নীলপদ্ম যেন ভ্রমে কত নারী  
 মধুর মাধুবী ধরি,  
 হৃদিনী মহিলা প্রিয়-অঙ্গে অঙ্গে  
 স্নেহে স্মিলন করি ।  
 দেখি স্থানে স্থানে কোতুকে সেখানে  
 কত উৎস মনোহর,  
 সুধার সঙ্গাঙ্গ সলিল ছডায়ে  
 পড়িছে সহস্র ঝড়,  
 পড়িছে নিরুৎসাহ মবি বে তেমতি  
 চাবিধারে ধীরে ধীরে,  
 পুরাণে লিখন জাহ্নবী যেমন  
 জটায় শিবের শিরে ।  
 কোথা সে ভূতলে ভূপতি-ভবনে  
 যেত-শিলা বিরচিত,  
 কীড়া-উৎস নব মধ্বী-মোহন  
 মাণিক্য-স্বর্ণ-মণ্ডিত !  
 উঠিছে নিরুৎসাহ সে কাননময়  
 নিত্য ক্রান্তিতল ফুটে ;  
 শত-ধারা হয়ে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া  
 পুষ্প যেন পড়ে ফুটে ।  
 নীল কৃষ্ণ যেত আদি বর্ণ যত  
 নিম্নিত্ত করি শোভায়.

প্রতি ধারা অঙ্গে কত রঙ্গে তাহে  
 অপূর্ণ বর্ণ ছড়াই ।  
 ঝরিছে নিরুৎসাহ ধারা হেন কত  
 প্রণয় অঞ্চল অঙ্গে,  
 দেখিলে নয়নে ফিরিতে না চায়  
 নেহাবে তুলিয়া বঙ্গে ।  
 ফটে কত কুল ঘেরি উৎস সব  
 অমর-নন্দন-জাতি,  
 নন্দনে তেমন বুঝি বা সুন্দর  
 নাহি পুষ্প হেন জাতি ।  
 অতুল সৌন্দর্য্য সে সব কৃষ্ণমে  
 নাহি কতু বুদ্ধি হাস,  
 নিববধি শোভা ফুটে সমভাবে  
 নিববধি ছুটে বাস ।  
 অতি শূন্য-গাম্য চকোর প্রভৃতি  
 স্বর্গীয় বিহঙ্গ যত,  
 যত কলস্রবে ধারা ধারে ধারে  
 স্নেহে ভ্রমে অবিরত ।  
 হেবি কত প্রাণী আদি উৎস পাশে  
 ধারা-জলে করি স্নান,  
 নিমেষ-ভিতবে নির্মল গরীব  
 ধরে স্নানাসম ভ্রাণ ।  
 হেরি কত পুনঃ পরাণী বিশ্বয়ে  
 পরশনে সেই বাবি,  
 পাখাণ হইয়া হারায় সংবিৎ  
 চলিতে চিস্তিতে নারি ।  
 কত যে পুরুষ হেবি হেন ভাব  
 নিমল নিরুৎসাহ-পাশে,  
 কত যে রমণী পাখাণ-মুরতি  
 চক্ষুক্ষেপে সদা ভাসে ।  
 চিস্তিয়া না পাই কারণ তাহার  
 আশারে জিজ্ঞাসা করি,  
 কেন সে প্রাণীবা সলিল পরশে  
 থাকে হেন ভাব ধবি ?  
 হাসি কহে আশা "শুন রে বালক  
 অতি শুচি অই জল,  
 পবিত্র মানস প্রাণী যেই জন  
 পরশি হয় শীতল ।  
 অপবিত্র দেহ অপবিত্র প্রাণ  
 যে ইহা পরশ করে.

তখন সে জন সলিল-মাছাণ্ডো  
 পাৰাণ-মুরতি ধরে ;  
 কাঁদে চিরকাল এই ভাবে সদা  
 চলৎশক্তি-হীন ,  
 অমৃতাপ হেরে অস্ত্র প্রাণী বত  
 স্নিগ্ধ হয় অমৃদিন ।  
 সতী-স্বর নামে এ সব নিষ'র  
 সুপবিত্র বারি অতি,  
 পরশে যে নারী সলিল ইহার  
 লভে বশঃ নাম সতী ।  
 পুরুষ যে জন করে ইথে স্নান  
 জিতেন্দ্রিয় নাম তার ,  
 ধরাধামে থাকি লভে স্বর্গ-সুখ  
 আনন্দ লভে অপার ।  
 কঠোর সাধনা প্রণয়ে বাহার  
 পবিত্র নির্মল মন,  
 পর-চিন্তা চিতে জনমে যে প্রাণী  
 করে নাই কোন ক্ষণ ।  
 সেই নারী নর পরশে এ বারি  
 অস্ত্রে না ছুঁইতে পারে,  
 অস্ত্রে যে পরশে অপবিত্র মনে  
 অই দশা ঘটে তারে ।"  
 নিরখি নিষ'র নিকটে সে সব  
 ভ্রমে প্রাণী এক জন,  
 মধুময় হাসি মধুর মাধুরী  
 অঙ্গেতে করে ধারণ,  
 অতি স্থললিত আকৃতি তাহার  
 দেহ কান্তি নিরুপম,  
 মুখে দিয়া ছটা অধরে সন্তত  
 মুগ্ধ হাসি সুধাসম ;  
 গলে প্রসুটিত শ্রীতিকর দাম  
 গ্রথিত অপূর্ণ ফুলে ;  
 স্বতঃ নিনাদিত মধুর বাদিত  
 লম্বিত বাহর মূলে ;  
 সুখে করি গান ভ্রমে স্বরে স্বরে  
 সরল স্মৃতি ভাবে,  
 বিমল বদন নিরমল জ্যোতি  
 সূর্য্য-মাতা পরকাশে ;  
 নিষ'র-বিলাসী প্রাণিগণ তারে  
 কত সমাদর করে,

বসারে নিকটে আনন্দে বিহ্বল  
 শুনে গীত প্রেমভরে ।  
 হেরি কতক্ষণ জিজ্ঞাসি আশারে  
 কেবা সে অপূর্ণ জন,  
 তুমি এ স্বারে নিষ'রে নিষ'রে  
 এক্ষণে করে ভ্রমণ ?  
 আশা কহে হাসি "এই সে পরাণী  
 দেখিতে হেন সঠাম,  
 প্রণয়-কাননে চিরদিন বাস,  
 সন্তোষ ইহার নাম ।"  
 সে সুবা-প্রসঙ্গে করি আলাপন  
 আশার সহ উল্লাসে,  
 চলিতে চলিতে আসি কিছু দূর  
 এক লতাগৃহ পাশে ;  
 হেরি তার মাঝে প্রাণী এক জন  
 অস্ত্র জন পাশে বসি,  
 মেঘের আড়ালে উদয় যেমন  
 পূর্বকলা চাক শলী ।  
 বসি তার কাছে সন্তুষ্ট নয়ন  
 চাহিয়া বদন তার,  
 কতই শুশ্রূষা কতই বতঃ  
 করে হেরি অনিবার ।  
 নির্ঝাণ-উন্মুখ প্রদীপ যেমন  
 ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে জলে,  
 প্রাণী সেই জন বিকাশে তেমনি  
 কিরণ মুখমণ্ডলে,  
 নাহি অস্ত্র আশা নাহি অস্ত্র তৃষা  
 কেবল বদনে চায়,  
 সূর্য্য অংকুরেণা পড়ে যদি তাহে  
 কেশজালে ঢাকে তার ।  
 নিষ্পল শরীর যেন সে অসাড়  
 জ্বলয় ছাড়িয়া প্রাণ,  
 আসিয়া যেমন নিবিড় হইয়া  
 নয়নে পেয়েছে স্থান ।  
 মলিন বদন প্রাণী অস্ত্র জন  
 দেখাইছে বিভীষিকা,  
 কত যে প্রকারে নিমেঘে নিমেঘে  
 বর্ণনে অসাধ্য লিখা ;  
 কখন বা বেগে কঠে চাপি কর  
 করিছে নিখাস রোধ ;

কখন বা নখে ছিঁড়ি ওষ্ঠাধর  
উঠিছে করিয়া ক্রোধ ;  
কখন মাটিতে তাকিছে ললাট  
কুণির করিছে পাত,  
কভু সর্ক-অঙ্গে ধুলি ছড়াইয়া  
বক্ষে করে করাঘাত ,  
কখন গর্জন করিছে বিকট  
দন্তে দন্তে ঘরঘণ,  
কখন পড়িছে ধরাতলপরে  
সংজ্ঞাহীন বিচেতন ।  
প্রাণী অস্ত্রজন নিকটে যে তার  
কতই যতনে হার,  
সেবিছে তাহার করিছে শুক্রবা  
ঘুটাইতে সে মুচ্ছায় ।  
কভু ধীরে ধীরে করশাখা খুলে  
মার্জিছে হৃদয় দেশ ;  
কভু করতল কভু পদতালু  
কভু ঘর্ষে ধীরে কেশ ।  
কখন তুলিছে হৃদয়-উপরে  
অবসন্ন বাহু লতা,  
কভু স্নেহপূর্ণ বলিছে অবগে  
পীযুষ-পূরিত কথা ।  
কখন আনিয়া বারি স্নানতল  
বদনে করে সিঞ্জন,  
কখন তুলিয়া মৃদল স্নগন্ধ  
নাঙ্গাগ্রে করে ধারণ ,  
আবার যখন চেতন পাইয়া  
হয় সে উন্মাদপ্রায়,  
মধুর মধুর বীণাবাদ্য করি  
স্নিগ্ধ করে পুনঃ তার ।  
হেরে সে প্রাণীরে কত যে আত্মলাদ  
হৃদয়ে হইল মম,  
গাঙ্গা ফুটিল যেন নিরবধি  
হেরি মুখ নিরুপম ।  
দেখেছি অনেক প্রণয়ী পরাণী  
হেরে পরম্পর মুখ,  
নয়ন-হিল্লোলে ভাসি এ উহার  
পিয়ে সুধাসম সুখ ,  
এসি নিরঞ্জে করে আলাপন  
স্বমধুর স্বর মুখে,

প্রেমানন্দে ভোর হইয়া হৃৎজনে  
হেরে নিবস্তর সুখে ।  
কপোতী যেমন কপোতের মুখে  
মুখ দিয়ে সুখে চাষ,  
মৃদু কলধ্বনি মধুর কুজন  
কুহরে ঘন গলায় । —  
দেখে পবম্পরে দৌহে মনমুখে  
লভিয়া প্রণয়-জ্ঞাপ,  
আনন্দ-পুলকে পুলকিত তহু,  
সুখে পুলকিত প্রাণ , —  
দেখেছি অনেক সেইরূপ ভাব  
প্রণয় প্রকাশ হায়,  
প্রণয়ী জনের প্রেমের অনলে  
বদন বহির প্রায় ,  
কিন্তু কভু হেন বিস্তৃত প্রণয়  
নির্মল স্নেহের ক্ষীর,  
নাহি দেখি' চক্ষে মানব শরীরে  
প্রগাঢ় হেন গভীর ।  
কতই উৎসুক অন্তরে তখন  
হেরি সে প্রাণিবদন,  
নব-জলধর নিরঞ্জে যেমন  
চাতক উৎসুক মন ।  
অথবা যেমন বন্যা-আগারে  
হুঃখী হেরে ধনরাশি,  
তবে নিরন্তর নিরঞ্জে ভেদতি  
আনন্দ-বাস্পেতে ভাসি ।  
পাইয়া সুরোগ গিরা কাছে তার  
বিনয়ে জিজ্ঞাসা করি,  
কিরূপে একূপে থাকে সে সেখানে  
একধ্যান চিন্তে ধরি ।  
কি সুখে উন্মাদে লগ্নে করে সেবা  
সহে নিত্য এত ক্লেশ,  
কেন সে মগুপে জাগ্রত সন্তত  
থাকিতে এতকু দেশ ।  
সংবদ্ধ বীণাতে পড়িল যেমন  
সহসা কাহার কর,  
আপনা হইতে উঠে সে বাজিয়া  
নিঃসারি মধুর স্বর ,  
সেইরূপ ভাব কহে সেই জন  
জ্যোৎস্না যেন মুখে ফুটে,

কি মুখ সন্তোষ করে সে সত্যত  
কি আনন্দ প্রাণে উঠে ।  
কহে "সে কেমনে বুঝাব তোমার  
কিবা সে আনন্দে থাকি,  
এ লজা-মণ্ডপে বসিয়া ইহা করে  
কেন এ বসনে রাখি ।  
প্রণয়ী যে নয় কেমনে বুঝিবে  
প্রণয়ের কিবা প্রথা,  
মরু কি জানিবে স্রোতোধারা কিবা  
মধুময় তরুণতা ।  
বসি এইখানে ছ্যলোক ভুবন  
বৈকুণ্ঠ দেখিতে পাই ,  
।লনিধি মেঘ বায়ু ব্যোম ধারা  
সকলি তুলিয়া যাই !  
চাৰি যেন মনে আসি সুরবালা  
আনিয়া স্বর্গের রথ,  
ধরিয়া আমারে লইয়া বিমানে  
চলে বহি শূন্যপথ,  
প্রবেশি স্বর্গে নিরখি সেখানে  
নন্দনবনের ফুল,  
শুনি বেদধ্বনি হেরি মনস্বখে  
মন্দাকিনী-নদীকূল ,  
দেব-বৃন্দ সেবা দেখায় আমারে  
আনন্দে অমরালয়,  
তারা শশধর অমৃত ভাণ্ডার  
স্বর-সুখ-সমুদয় ।  
কেমনে বুঝাব সে সুখ তোমারে  
বাণীতে বর্ণিব কিবা—  
দিবাকর-জ্যোতিঃ জ্যোতি যে কিরূপ  
তাহা সে প্রকাশে দিবা ।"  
যথা কৃতান্তন পরশে যেমন  
যখন গৃহের ছাদ ,  
প্রথমে প্রকাশ ধুম অনর্গল  
শেষে অনলের দ্বন্দ্ব ।  
বলিতে বলিতে সেইরূপ তার  
বদন পুরে ছটায়,  
নেত্র বাপ্পধূম নিমেষে শরীর  
প্রদীপ্ত বহির প্রায় ।  
পরে পুনরায় সেই প্রাণ-পাশে  
এক চিন্তা এক ধ্যান,

ধরিয়া আবার প্রাণী সেই জন  
পুনঃ কৈলা অধিষ্ঠান ।  
নিদাঙ্ক-তাপিত বিহগ যেমন  
পাইলে বরষা-জল,  
সুখে ধোত করে অর্জ-পঙ্ক-ক্লেদ  
মনে হয় সুশীতল ।  
শুনে বাণী তার তেমতি শীতল  
পরায় হইল মম,  
হেরি বার বার কিরে কিরে চাচি  
সেই মুখ সুধা সম,  
অকৃপ্ত নয়নে হেরি কতবার  
ভাবি কত মনে মনে—  
ভাবি নিরমল মাধুরী যেমন  
বুঝি নাই জিতুবনে ;  
বিস্ময় ভাবিয়া চাহ আশাশূন্য  
আশা বুঝি অভিলাষ,  
কহিলা তখন আনন্দে হাসিয়া  
বদনে মধুর ভাব ।  
"এই যে পরাগী এ কাননে মম  
হেন সুখী নিরমল,  
প্রণয় নাহেতে ভুবন বিখ্যাত  
নিত্য সেবে ভূমণ্ডল ।"  
শুনি আশাবাগী রোমাঞ্চ শরীর  
আকুল হইয়া চাই,  
প্রাণের হতাশে প্রণয় ভাবিয়া  
বিধিরে স্মরিয়া যাই ।

## মপ্তম কণ্ঠনা

স্নেহ-উপবন—মাতৃস্নেহ—মাংসনা-মন্দির—  
দ্বারদেশে ভ্রাতৃর সহিত সাক্ষাৎ ।

আশার আশাসে চলিহু পশ্চাতে  
প্রণয়-অঞ্চল-মাঝে ,  
আসি কিছু দূর দ্বিবা বাপী এর  
সম্মুখে হেরি বিরাজে ।  
মনোহর বাপী গভীর সূক্ষ্ম  
থই থই করে জল,  
স্বির শান্ত নীর সুগন্ধি রূচি  
অতি বহু নিরমল ।

দাঁড়ইলে তীরে অপূর্ণ সৌরভ  
 পরাণ করে শীতল,  
 চেন ত্রাণি হয় মনে নাহি মানে  
 আছি বেন ধরাতল ;  
 সলিল তেমন কতু ক্ষিতিতলে  
 চক্ষে না দেখিতে আসে,  
 যথা দেখি নাই জানিয়াছি শুধু  
 স্বপ্নির বাঁকা-আভাসে,  
 না জানি সে বারি সুধা কি না সেই  
 আশাবনে পরকাশ,  
 এমন নির্মল এমন সুরভি  
 এমনি সুচারু ভাস।  
 বাপী-চারি-ধার প্রাণী লক্ষ লক্ষ  
 দাঁড়ায়ে গাঢ় ভকতি,  
 করে নিরীক্ষণ নির্মল সলিল  
 সতত প্রসন্ন মতি।  
 দাঁড়ায়ে তটেতে হাতে হেম-পাঞ্জ  
 অপরূপ এক নারী,  
 আসে যত প্রাণী সতত সকলে  
 বিতরণ করে বারি ;  
 কিবা মৃষ্টি তার কি মাধুরী মুখে  
 কিবা সে অধরে হাস,  
 বিধাতা যেমন জগতেব সুব  
 একজ্ঞ কৈলা প্রকাশ।  
 বসুম-পর্যাগে করিয়া গঠন  
 অমৃত লেপন করি,  
 বিধি যেন সেই নিরুপম দেহ  
 গঠিলা হৃদয়ে ধরি ;  
 সদা হান্তময়ী সদা বারিদান  
 করেন সুবর্ণ-পাঞ্জে ;  
 কোটি কোটি জীব আসে অশ্রুক্ষণ  
 সুতপ্ত পরশ মাঞ্জে।  
 পিপাসা-আতুর চাতি আশা-মুগ  
 কতই আনন্দ মনে,  
 আশা কহে “বৎস, মাতৃস্নেহ-ভূমি  
 ইহাই আমার বনে।  
 চেন পূণ্যভূমি পাবে না দেখিতে  
 খুঁজিলে অবনীতল,  
 হৃদ পরিপূর্ণ নেহার সমুখে  
 কিবা সুমধুর জল।

ব্রহ্মাণ্ডের জীব নিত্য করে পান  
 ক্ষণমাত্র নহে ক্ষয়,  
 চারি যুগ ইহা আছে সমভাবে  
 এইরূপে পূর্ণ পর।  
 এই দিবা বাপী এ কানন-সার  
 মাতাব স্নেহের হৃদ ;  
 অধা হৈতে মিষ্ট সলিল ইহার  
 বিনাশে সর্ব বিপদ।  
 কেহ কোন কালে এ সুধা-সলিলে  
 বঞ্চিত নহে অভ্যাপি,  
 চিবকাল ইহা আছে এইরূপ  
 অগাধ অক্ষর বাপী !  
 অই যে দেখিছ মাধুরীর রাশি  
 নারীরূপ নিরুপমা ;  
 দেবমৃষ্টি ধরি জননীর স্নেহ  
 প্রকাশে হের সুবমা।  
 প্রকাশি এখানে বিতরে সলিল  
 রাখিতে প্রাণীর কুল ;  
 জগত-ভিতরে এই সুধানীর  
 এ মৃষ্টি নিত্য অতুল।”  
 হেরি কতক্ষণ হেরি প্রাণ তরি  
 কতবার কিরি চাই,  
 কত যে আনন্দ উথলে হৃদয়ে  
 অবধি তাহার নাই।  
 ম্যান ধরি হেরি হেরি চক্ষু মেলি  
 তুলি বেন ভ্রমণ্ডল ;  
 হাতে বেন পাই হেরি যত বার  
 পবিত্র ত্রিদশস্থল।  
 চাহিয়া আবার হেরি বাপী-তটে  
 চারু ইন্দ্রধনু উঠে,  
 বাকিয়া পড়েছে ধরণী-ধরীরে  
 শিশুগণ ধায় ছুটে ;  
 ধরি ধরি করি ধায় শিশুগণ  
 ইন্দ্রধনু ধার আগে,  
 সরিয়া সরিয়া নানা বর্ণ আভা  
 প্রকাশিয়া পুরোভাগে,  
 গরেছে ডাৰিয়া কেহ বা খুলিয়া  
 নিজ করতলে চায়,  
 সেই ইন্দ্রধনু আছে সেইখানে  
 দূরেতে দেখিতে পায়।





নীল ক্লক গীত লোহিত বরণ  
মাণিকের কিবা ছটা ;  
মাণিকের লতা মাণিকের পাতা  
মাণিকের তকজটা ,  
চামেলি, পঙ্কজ কামিনী, বকুল  
কত সে কুসুম তায়,  
বতনে খচিত রতনে জড়িত  
ভিত্তি-অঙ্গে শোভা পায়,  
কিবা মনোহর গোলাপের ঝাড়  
সুন্দর পদোর শ্রেণী,  
কুদিয়া পাঁচাণে করেছে কোমল  
যেন নবনীতে ফেনি ,  
দেখিলে আলয় পাশাণ বলিয়া  
নাহি হয় অসুমান ;  
এমে তুলে ঐখি উপজ্ঞে প্রমাদ  
পুষ্পতরু হয় জ্ঞান ।  
ভিতবে প্রবেশে শিলা-অঙ্গে আভা  
আহা কিবা মনোহর ;  
যেন সে পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্না  
হরে তাহে নিরন্তর ,  
এ হেন সুন্দর অট্টালিকা তাজ  
তুলনাতে সেই ছার ।  
নিরখি আসিয়া অট্টালিকা সেখা  
হেরে হই চমৎকার ।  
কত কাচখণ্ড স্থানে স্থানে মবি  
জলিছে প্রাসাদ-গায় ;  
যেন মনোহর সহস্র মুকুব  
প্রদীপ আছে প্রভায় ।  
হেবি কত প্রাণী প্রবেশিছে তায়  
জ্ঞান মুখ মুদগতি,  
চিন্তা-সমাকুল বদন নয়ন  
শরীরে নাহি শকতি ,  
কতই যতনে ধরেছে হৃদয়ে  
সুগন্ধি কাঠের পুট,  
মুখে মুছ বব কবিছে নিয়ত  
সুসুধর অর্ধশুট ;  
খুলিয়া খুলিয়া পুট হৈতে তুলি  
দ্রব্য করি বিনির্গত,  
বাধি বন্ধোপরে দীর্ঘে লগ্নে ঝাণ  
আঁধরে যতনে কত ;

কখন বা ছাণে করিছে চুষন  
সে পুট হৃদয়ে রাখি,  
কখন মন্তকে করিছে ধারণ  
মনস্তাপে মুদি ঐখি ।  
এরূপ আলয়ে করিয়া প্রবেশ  
এমে তাহে কতক্ষণ,  
শেষে দীরে দীরে আসে ভিত্তি-পাশে  
ঈষৎ তুলে বদন ,  
যেমনি নয়ন পড়ে কাচ-অঙ্গে  
অমনি মধুর হাস,  
বদন নয়ন অধর ওঠেতে  
ফণে হয় পবকাশ ;  
তখন বিরূপ হয় পূর্বভাব  
তুলে যত পূর্বকথা ;  
হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল অন্তরে  
গৃহে কিবে নব প্রথা ।  
অট্টালিকা-দ্বারে আশা সহচরী  
জাতি-হাতে দেয় তুলে,  
কোটা নব নব হেরিতে হেরিতে  
পূর্বভাব সবে তুলে ।  
কত প্রাণী হেন হেবি কাচখণ্ড  
কিবে সে আলয় ছাড়ি ,  
সহাস্র-বদনে কেশ, বেশ, অঙ্গ  
চলে নানারূপে খাড়ি ।  
আশার কুহকে চমকিত মন  
বসি সে সোপানপব ;  
আদেশে তাহার উঠি পুনর্বার  
দীর্ঘে হই অগ্রসর ।

## অষ্টম কল্পনা

ব্রহ্মবন্দনা ও সরস্বতী অর্চনা ।

ব্রহ্মাণ্ড-ভুবন সন্তান ঐহাব  
প্রাণী বিরচিত ধার,  
যে জন হইতে জগৎ পালন  
যিনি জীব-মূলধার ;  
রবি শশধর পবন আকাশ  
জ্যোতিষ্ক নক্ষত্রদল,

জীমূত, জলধি পর্তত অরণ্য  
 হুদিনী, ধরিত্রী, জল,  
 নিনাদ বিদ্যৎ অনল উত্তাপ  
 হিম রোজ বাষ্প বাস,  
 পুষ্প বিহঙ্গম কল বৃক্ষলতা  
 লাবণ্য আশ্বাদ খাস,  
 বাক্য স্পর্শ জ্ঞাপ শ্রবণ দর্শন  
 স্মৃতি চিন্তা সুখকর,  
 স্বজন যাহার প্রেম ভক্তি আশা  
 পালন পৃথিবীপর;  
 জগৎ-ভূষণ মানব-শরীর  
 মানব-ভূষণ মন,  
 স্বজিলা যে জন নমি আমি সেই  
 দেব নিত্য সনাতন।  
 করেছি প্রবেশ দুর্গম কান্সারে  
 দুরাশা বামন হরে,  
 ধরিতে শশাঙ্ক ধরাতে থাকিয়া  
 শিশুর উৎসাহ লয়ে,  
 দুরন্ত বাসনা আশার কাননে  
 ভ্রমিব পৃথিবীময়;  
 কর রূপাদান রূপানিধি প্রভু,  
 হর ভ্রান্তি, হর ভয়।  
 পথের সযল নাহি কিছু মম  
 অবলম্ব শুধু আশা,  
 জ্ঞান-চিন্তাহীন বোধ-বিজ্ঞাহীন  
 অজ্ঞহীন খর্ব্ব ভাষা।  
 যশঃ-ভূষাতুর ক্ষিপ্ত অভিনাব  
 পীড়িত করে হৃদয়,  
 সর্বশক্তিহীন তব শক্তি বিনা  
 বাহ্য পূর্ণ কত নয়।  
 কর দয়াময় দয়াবিন্দু দান  
 আমি ভ্রান্ত মুঢ়মতি,  
 জ্ঞানী পরমেশ আদি মধ্য শেষ  
 অচিন্ত্য চরণে নতি।  
 ভূমিও গো দয়া কর মা ভারতি  
 দেও মনোমত ফল,  
 সাজাই কানন বাসনা বেকর  
 ভূষিতে বান্ধবকুল;  
 খোল মা বারেক তোমার উদ্ভান  
 প্রবেশ করিব তাহ,

তুলিয়া আনিব গুটিকত ফুল  
 গাঁথিতে নবমালায়;  
 নাহি সে সুবর্ণ বজ্রের কুঁজ  
 অদৃষ্টে আমার ঠাই,  
 বিহনে সাহায্য জননি তোমার  
 কাননে কেমনে বাই।  
 কত চিত্র মাতঃ! দেব চিত্র-পটে  
 বাসনা অক্ষরে আঁকি,  
 বাণীর অভাবে না পারি আঁকিতে  
 অন্তরে লুকায়ে রাখি।  
 পূর্ণ কর মাতঃ মুচুব বাসনা  
 রসনাতে দিয়ে বাণী,  
 বর্ণে যেন পাই শত অংশ তাব  
 যে চিত্র মানসে মানি;  
 মানবের হৃদি আঁকি চিত্রপটে  
 রচিত আশার বন;  
 জননি তোমার করুণা বিহনে  
 কোথা পাব কিবা ধন।  
 দেও গুটিকত মানস-রঞ্জন  
 কুসুম তোমার তুলে,  
 পূবাই বাসনা আশাব কানন,  
 সাজাই তোমার ফলে।

## নবম কল্পনা

বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ—আশার অন্তর্ধান—  
 বিবেকের অহুবর্তী হইয়া কাননের প্রান্ত-  
 ভাগ দর্শন। শোকারণ্য—তাহাতে  
 প্রবেশ ও ভ্রমণ—শোকের  
 মুক্তি দর্শন ও তাহার  
 পরিচয়।

আশার পশ্চাতে প্রাসাদ হইতে  
 আসিয়া কিঞ্চিৎ দূর,  
 জিজ্ঞাসি তাহারে কোন্ পথে এবে  
 ভ্রমিব তাহার পুরণ  
 জিজ্ঞাসি কাননে সকলি কি হেন  
 সকলি সৌন্দর্য্যময়?  
 কোন স্থানে কিছু সে কানন-মাঝে  
 কলঙ্ক অধিত নয়?

শুনি হাসি আশা অতি স্নেহধর  
 কহিলো আমার কানে,  
 “পাইবে দেখিতে তুলিবে বাহাতে  
 উতলা না হও প্রাণে,  
 চল এই পথে” হেনকালে হেরি  
 জ্যোতির্ময় ঋষি-বেশ,  
 তেজঃপুঞ্জ ধীর অমল বদন  
 খেত খাশ খেত কেশ,  
 প্রাণী এক জন আসি উপনীত  
 শিরেতে কিরণচ্ছটা,  
 ছায়া-শূন্য দেহ দেবের সদৃশ  
 অঙ্গেতে সৌরভচ্ছটা,  
 কহিলো আমারে “কুহকে তুলিয়া  
 কোথা বৎস কর গতি,  
 দেখিছ যে আই আশা মায়াবিনী  
 বডই কটিলমতি।  
 ক’রো না প্রত্যয় উহার বচনে  
 ভুলো না উহার ছলে,  
 হেন প্রবঞ্চক দেখিতে পাবে না  
 কদাপি অবনীতলে।  
 ছিল সত্য আগে অমর-আলয়ে  
 সদা সত্যপ্রিয় অতি,  
 মিথ্যা প্রবঞ্চনা না জানিত কড়  
 সরল স্নেহ গতি।  
 বলিত বাহারে যখন স্নেহরূপ  
 ফলিত বচন তথা,  
 ত্রিলোক-ভুবনে আছিল সুখ্যাতি  
 মিথ্যা না হইত কথা।  
 ছিল বহু দিন সুখে স্বর্গধামে  
 ক্রমে দৈববিডম্বনা—  
 দানব দুঃস্থ স্বর্গ লইল হার  
 অমরে করি ছলনা।  
 ইজাদি দেবতা দহুজ-দোয়াখ্যে  
 স্বর্গপুরী পরিহরি,  
 ধরি ছদ্মবেশ করিলা ভ্রমণ  
 আসিয়া পৃথিবী পরি,  
 ধার্ম-পরবশ আশা না আইসে  
 অমরাবতীতে থাকে,  
 দানব-রাজস্ব-সময়ে স্বর্গেতে  
 স্বর্গের দুয়ার রাখে;

সেই পাণে ইন্দ্র দিল অভিশাপ  
 গতি হবে ধবাতলে,  
 মানব-নিবাসে চইবে থাকিতে  
 চিরদিন ভ্রমণে।  
 তদবধি ক্ষুধে ভ্রমে কহকিনী  
 ঘুরিয়া পৃথিবীময়,  
 কহে বত বাণী সকলি নিষ্ফল  
 সকলি অলৌক হয়।  
 চিরকাল হেন ভ্রমে এ কাননে  
 ভুলায়ে মানব বত,  
 নাহিক বিরাম ভ্রমে দিন দিন  
 শঠতা করি সন্তত।  
 নিরখি তোমায়ে স্নেহময় অতি  
 সরল নিষ্ফল মন,  
 পড়িলা বিপাকে উহার সংহতি  
 এখানে করি গমন,  
 করিয়া গোপন যেথেকে তোমায়ে  
 এ কানন গুঢ় স্থল;  
 এস সঙ্গে মম আমি চেতাইব  
 দেখাইব সে সকল।”  
 ঋষির বচন শ্রবণে কোতুকী  
 আশার উদ্দেশে চাই,  
 হেরি চারিদিক কোন দিকে তারে  
 নিরখিতে নাহি পাই।  
 ঋষি কহে “বৎস, পাবে না দেখিতে  
 এখন তাহারে আর,  
 আমার নিকটে থাকে না স্নেহের  
 এমনি প্রকৃতি তার।  
 দেখিয়া আমারে নিকটে তোমার  
 অদৃশ্য হইল ছলে,  
 গেলা ভুলাইতে অস্ত্র কোন জনে  
 আনিতে কাননস্থলে।”  
 শুনিয়া সে কথা তখন যেমন  
 ভাবিলি নিজার ঘোর,  
 নিছলি ঘুটিলে উঠে যেন প্রাণী  
 পলাইলে পরে চোর।  
 কথায় প্রত্যয় হইল তাঁহার  
 অগত্যা পশ্চাতে বাই,  
 আশাপুরী-প্রান্তে গাঢ়তর এক  
 অরণ্য দেখিতে পাই।

কবি কহে "বৎস ভ্রমে এইখানে  
আশাদত্ত প্রাণী যারা—  
পতি, পুত্র, ভ্রাতা দারা, বন্ধু পিতা  
জননী, বান্ধব-হারা!"  
ন. ডিল কোতুক ষাই দ্রুতগতি  
বন-দবশন আশে;  
অরণ্য-নিকটে আসিয়া অস্থির  
স্তম্ভিত হইল আসে।  
যথা যবে ঝড় বহে ভয়ঙ্কর  
ঝায়ুখে মেঘ ছুটে,  
অতি ঘোরতর দূর হাতে শূন্তে  
হু হু শব্দে বেগে উঠে,  
কানন হইতে তেনতি উজ্জ্বল  
উঠিছে গভীর রব,  
তুনিয়া সে ধ্বনি কানন-বাহিবে  
পরানী নিন্তরু সব।  
ঘন হা হা রব প্রচণ্ড নিশ্বাস  
উঠিছে ঝটিকা সম;  
কত শাস্তভাব কত ভয়ানক  
এই সে তাহার ক্রম।  
প্রবেশের মুখে সে অরণ্য-পাশে  
দেখি প্রাণী এক জন,  
অতি স্নানভাব হাতে ফুলমালা,  
চুপেতে করে ভ্রমণ;  
পড়িয়াছে কালি বদনমণ্ডলে  
গভীর চিন্তার রেখা,  
ফেলি অশ্রুধারা চাহি ধরাপানে  
সতত ভ্রমিছে এক।  
দেখিয়া তাহার কাতর অন্তর  
উপনীত হই কাছে,  
জিজ্ঞাসি কি হেতু ভ্রমে সেইখানে  
কত দিন সেথা আছে।  
কহিল সে জন "আশার কাননে  
আছি আমি বহুদিন,  
ভ্রমি এইরূপে দিবা-বিভাবরী  
শরীর করেছি ক্ষীণ;  
পক্ষ ঋতু মাস বৎসর কতই  
অতীত হইল হার,  
তবু কার গলে নারিলাম দিতে  
এ ছার ঘেহ-মালায়।

কত যে পুরুষ কত যে রমণী  
সাধনা করিল কত —  
গ্রহণ করিতে এ কুশুম দাম  
কেহ সে নহে সম্মত।  
না জানি কি বুঝে পলায় অন্তবে  
নিকটে দাঁড়াই যার,  
ভুলে যদি কত দেই কার হাতে  
ঠেলি ফেলে এই হার।  
আহ! কত প্রাণী হেরি এ কাননে  
কতই আনন্দ পায়,  
কি কব বিধিরে এ হেন অমৃত  
নাহি সে দিল আমায়।  
ভাবি কতবার ছিড়িব এ দাম  
ছিড়িতে নাহিক পারি;  
তাই দুঃখে তাজি প্রণয়েব ভূমি  
এ বনে হয়েছি দ্বারী।"  
এত কয়ে যায় দ্রুতবেগে চলি  
চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল,  
তুনিয়া কাতর অন্তরে যেমন  
জলিল কুট গরল।  
বর্ষির সংহতি প্রবেশি অরণ্যে  
হেরি এবে চারিদিক —  
জর্জরিত তরু, লতা, গুল্ম, পাতা  
আকর্ষণ রাশি বজ্রাক।  
ভাঙ্গিয়া পড়িছে এথা তরু শাখা  
ওথা উন্মূলিত দারু;  
হেলিয়া কোনটি রয়েছে শূন্তেতে  
কৃত পুষ্প ফল চারু;  
কাহার পল্লব ভাঙ্গিয়া ছলিছে  
বিকৃত কাহার চূড়া;  
বিদ্যৎ-আহত বিশীর্ণ কোনটি  
মাটিতে পড়িছে গুঁড়া;  
যেন বা হ্রস্ব অনল-দাহনে  
উজ্জ্বল করেছে তার—  
সে শোক-কানন শোভা-বিরহি  
দেখিতে তাহারি প্রায়।  
নিরখি আশ্রয় প্রাণী সে কাননে  
ছই রূপ ছই ভাগে,  
ধার পরম্পর কানন-ভিতরে  
পাছে এক, অস্ত আশি;

ক্রোড়িত যাহারা তাহারা পশ্চাতে  
 অগ্রভাগে ছায়া যত,  
 কানন-ভিতরে করে পরিক্রম  
 অবিশ্রান্ত অবিরত ;  
 গা হতোহস্তি রব, শিব শিব ধ্বনি  
 সতত জীবিতমুখে,  
 ছায়া-বৃন্দ পাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া  
 ভ্রমিছে মনের দুখে ।  
 কত যে প্রাচীন ভ্রমিছে সেখানে  
 প্রসারিয়া দুই বাহু ;  
 বিশীর্ণ শরীর, ব্যাকুল বদন  
 প্রাসিয়াছে বেন রাহ ।  
 কত শিশুচ্ছায়া ধায় অগ্রভাগে  
 নিকটে আসিলে হায়,  
 অমনি সবিয়া ফিরে ফিরে চাহি  
 দূরেতে পলায়ে যায় ।  
 কোন বা যুবক বুকের আকৃতি  
 ছায়ার পশ্চাতে ধায়,  
 ছায়া স্থির রহে যুবা ছুটি আসি  
 আলিঙ্গন করে তার ;  
 কোথা আলিঙ্গন বুখা সে পরশ  
 শূন্য বাহু বন্ধস্থলে ।  
 যুবা দীর্ঘখাসে ছায়া নিরখিয়া  
 ভাসে তপ্ত অশ্রুজলে ।  
 কোন জন ধায় ছায়ার পশ্চাতে  
 বাড়াইয়া দুই হাত ;  
 বহুদিন পরে বেন পুনরায়  
 দেখা পায় অকস্মাৎ,  
 কহে অহুন্নয় বিনয় করিয়া  
 “আ(ই)স সখে একবার,  
 বাহুতে জড়ায়ে তব কর্ণদেশ  
 নিবারি চিত্তের ভার ।  
 বহু দিন সখে তাবি নিরন্তর  
 অই সুগ্রসম মুখ,  
 নামে অপমালা করি করতলে  
 সংবরি মনের দুখ ।  
 বদন-আকৃতি সকলি তেমতি  
 সমভাব সেই সব,  
 তবে কেন সখে কাছে গেলে সর  
 কোন নাহি মুখে রব ?”

কেহ বা বলিছে ছুটিতে ছুটিতে  
 কোন এক ছায়া-পাছে—  
 “আ(ই)স কিবে ধরে ভাই প্রাণাধিক  
 চল জননীর কাছে ;  
 দিবানিশি হায় করিছে ক্রন্দন  
 জননী তোমার তরে,  
 সাজারে রেখেছে সকলি তেমতি  
 জননী তোমার তরে ।  
 সেই ঘব আছে আছে সেই জায়া  
 ভাই-বন্ধু সেই সব,  
 সেই দাস-দাসী, সেই পরিজন  
 গৃহে সেই কলরব,  
 কমলের দল সদৃশ তোমার  
 শিশুরা ফুটিছে এবে ;  
 আ(ই)স ফিরে ঘরে ক্রোড়ে করি তার  
 বদন আশ্রয় লবে ।”  
 বলিয়া দুঃখেতে করিয়া ক্রন্দন  
 পশ্চাতে ধাইছে তাব,  
 ছায়াক্রপী প্রাণী না শুনে সে কথা  
 দূরে যায় পুনর্বার ।  
 আঁহা সুদ্রুপসী রামা কোন জন  
 দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি,  
 ছুটে উর্দ্ধ্বাসে “নাথ নাথ” বলি  
 কুলল পড়িছে খুলি,  
 “দাড়াও বারেক কণকাল নাথ,  
 জুড়াও তাপিত বুক,  
 বারেক তুলিয়া দেখাও আমারে  
 অই শশিসম মুখ,  
 ভ্রমি অনিবার এ আধার বনে  
 বরষ বরষ হায় ।  
 সাগর সলিলে প্রবতারা যেন  
 নাবিক নিরখি যায় ;  
 উঠিছে ভরদ্ব চারি পাশে তার  
 তরণী ছুটিছে আগে,  
 অনিমিষ আঁখি দেখিছে চাহিয়া  
 আকাশের সেই ভাগে ;  
 সেইরূপ নাথ আগি দিবানিশি  
 সেইরূপে চুখে চাই,  
 তবু এ দুঃস্থ অকুল সাগরে  
 কুল নাহি খুঁজে পাই ;

কবে পুনরায়                      আবার তেমতি  
 পাইব হৃদয়ে স্থান ।  
 শনিব মধুর                      সুধা সম্বর  
 জুড়াবে শরীর প্রাণ ।”  
 এইরূপে সেবা                      কত শত জন  
 ছায়া অঘেবণ করি,  
 এমিছে আক্ষেপে                      রোদন করিয়া  
 আধার কানন ভরি,  
 এনে অবিচ্ছেদে,                      সদা খেদস্বর  
 শিরে বন্ধে করাঘাত,  
 ঘন দীর্ঘশ্বাস,                      অবিরল ধারা  
 যুগল নয়নে পাত ।  
 তাহাদের মুখ                      চাহি ক্ষণকাল  
 দুঃখেতে পূরে হৃদয়,  
 কহি, “হায়, বিধি                      নবীন পঙ্কজ  
 শুকালে এমন হয় !  
 সৃষ্টির গোরব                      প্রকাশিত যায়  
 এ হেন তরুণী-মুখ,  
 তাপদগ্ধ হয়ে                      মানবের মনে  
 দেয় কি এতই দুখ !  
 ছীরা, মুক্তা, চুনি                      বিধু পদ্মফুলে  
 কলক দেখিতে পারি ;  
 তরুণীর মুখে                      দগ্ধ শোকছায়া  
 কদাপি দেখিতে নারি ।”  
 এক্ষেপে আক্ষেপ                      করিয়া তখন  
 ক্রমে হই অগ্রসর,  
 ক্রমশঃ বাতাস                      বেগে অন্ন অন্ন  
 আঘাতে বদনপর ।  
 ক্রমে অগ্রসর                      হই যত আরো  
 বায়ু গুরুতর তত ;  
 গাছের পল্লব                      লতা-পাতা ক্রমে  
 বায়ুতরে অবনত ।  
 ক্রমে বৃদ্ধি ঝড়                      প্রবল পবন  
 বৃকে মুখে বেগ পড়ে ;  
 অতি কটে ধীরে                      হই অগ্রসর  
 স্থির হৈতে নারি ঝড়ে ।  
 যথা অন্তরীক্ষে                      বায়ু-প্রতিমুখে  
 বিহঙ্গ যখন ধায়,  
 আশু হৈলে কিছু                      প্রবল বাতালে  
 দূরে কেলে পুনরায় ;

পক্ষ প্রসারিয়া                      স্থিরভাবে বড়  
 বহুকণ শূন্য রয়,  
 আশু হ’তে নারে                      না পারে কিরিতে  
 অবিচল পক্ষয় ;  
 সেইরূপে যাই                      জিজ্ঞাসি ঋষিবে  
 “কহ এ কি তপোধন—  
 কোথা হ’তে হেন                      এই স্থানে বেগে  
 এক্ষণ বহে পবন ?  
 অন্ত দিকে হেরি                      ঝড়ের আকাব  
 কিছু নাহি হয় দৃষ্টি ;  
 বহিছে এখানে                      প্রচণ্ড বাতাস  
 এ কি অদভূত সৃষ্টি ?”  
 ঋষি কহে ‘বৎস,                      চল কিছু আগে  
 ষটক্ষে দেখিবে সব ;  
 কোথা হ’তে উহা                      কখন কি তাব  
 কিরূপে হয় উদ্ভব ।”  
 বাইতে বাইতে                      দেখি এক স্থানে  
 প্রচণ্ড ঝটিকা বহে,  
 সম্মুখে তাহার                      পশু পক্ষী জীব  
 ভূত আদি স্থির নহে,  
 ধূলিতে ধূলিতে                      গগন আচ্ছন্ন  
 ঘনবেগে শিলাপাত,  
 বৃষ্টিধারা-রূপে                      বরিষে করর,  
 বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ।  
 যথা সে তরঙ্গ                      সাগর হইবে  
 প্রবেশি নদীর মুখে,  
 মত্ত-বেগে ধায়                      ভুলারানি হে  
 কেনমুখ লয়ে বৃকে ;  
 ছুটে তরীকুল                      তীর সম ভেদে  
 তীরেতে আছাড়ি পড়ে,  
 তরঙ্গ-তাড়িত                      বেগে পুনরা  
 নদীগর্ভে ধায় রড়ে ;  
 সেইরূপ এথা                      কত শত প্রাণী  
 ঝড়মুখে বেগে ধায়,  
 ঘন বৃদ্ধশ্বাস                      আকুল কৃত  
 ধরা না পরশে পায় ;  
 কত শত যুবা                      বৃদ্ধ নর না  
 বিধাবিত বেগে বড়ে ;  
 কত এক স্থানে                      কত অন্তর্নি  
 আছাড়ি আছাড়ি পড়ে ।

নিরখি সেখানে      কিরণ ঢাকিয়া  
 আকাশে পড়েছে ছায়া,  
 বরষার বর্ষা      তপন ঢাকিয়া  
 প্রকাশে মেঘের কারা।  
 অথবা যেমন      শূন্যে পদ্মপাল  
 উড়িলে আঁধার-জাল,  
 পড়ে ধরাতলে      ছায়া বিছাইয়া  
 ঢাকিয়া গগন-ভাল;  
 তেমতি আকার      ছায়া সে প্রদেশে  
 আঁধারিয়া নভস্থল,  
 ছুটিয়া ছুটিয়া      ঘুরিছে শূন্যে  
 ছন্ন করি সে অঞ্চল।  
 অস্থির শরীর      ছায়ায় পরশে  
 শুক কণ্ঠ রক্ত বর,  
 চকল নয়ন      তপোদন-পাশে  
 নিরখি শূন্যের পব,  
 যেন কালি-মাথা      ঘোর গাঢ় মেঘ  
 শূন্যপথে উড়ে যায়,  
 ঝড়বেগে গতি      তুলিয়া তুলিয়া  
 ধুম বিনির্গত তার।  
 ভ্রমিছে সে মেঘ      অন্ধকার ববি  
 প্রসারে আকাশ যুড়ে,  
 সে মেঘের ছায়া      পড়ে ঘাব গায়  
 উত্তাপে তখন পুড়ে।  
 শুকায় রুমির      শরীরে আমার  
 তুণ্ডে নাহি সরে ভাব,  
 অক্ষপূর্ণ আঁখি      ঋষিব নদন  
 নিরখি পাইয়া জাস।  
 ঋষি কহে "বৎস,      এই কাল যেন  
 এ আশা-কাননে শিখা,  
 বুঝা যে এ বন      উহার(ই) শরীরে  
 কালির অক্ষরে লিখা।  
 পক্ষী নহে উহা      ও কালী মুরতি  
 করাল কালের ছায়া,  
 প্রাণিপথে দলি      ঘুরে নিত্য এখা  
 এক্রপে প্রসারি কারা।"  
 বলিতে বলিতে      তুলিয়া আপনি  
 তপোদন কয় শোকে—  
 "হার রে বিধাতঃ      এ কালিম ছায়া  
 হুড়ালি কেন তুলোকে ?

জগতে বা আছে      মধুর স্বপ্নের  
 গঠিয়া তাহার পর,  
 গঠিলে বিধাতঃ      সকলের প্রেষ্ঠ  
 প্রাণিরূপ মনোহর;  
 বিষমাখা তার      কণ্টক আবার  
 গঠিলে কেন এ কাল ?  
 মর্ত্যে পাঠাইয়া      স্বর্গের পুতলী  
 পথে দিলে কাটা-জাল।  
 সূচিত্র পটেতে      কালি মাথাইতে  
 কেন এত ভালবাস ?  
 জগতের সুখ      নিদারুণ বিধি  
 এক্রপে কেন বিনাশ ?"  
 এক্রপে বিলাপ      করেন সে ঋষি  
 আন্তরকে সমুখে চাই,  
 দূরে প্রাত্যদেশ      গৈরিক-মিশ্রিত  
 স্তূপ নিরখিতে পাই।  
 সেই স্তূপ-অঙ্গে      অন্ধ গুহা এক  
 উখিত হইয়া তার,  
 ঘন ঘন বাস      প্রচণ্ড বাতাস  
 ঝড়ের আকারে ধায়।  
 অতি কষ্টে দৌড়ে      সেই গুহাপাশে  
 আসি হই উপস্থিত,  
 নিকটে আসিয়া      দেখিয়া স্তম্ভিত  
 ভয়ে চিত্ত চমকিত।  
 গহ্বর-ভিতরে      বসি এক প্রাণী  
 প্রচণ্ড নিশ্বাস ছাড়ে,  
 সেই দীর্ঘরাসে      জনমি বাতাস  
 ঝড় সম বেগে বাড়ে।  
 কালীর বরণ      পাষণ-নির্মিত  
 যেম সে কঠিন কারা,  
 শরীরে বিস্তৃত      যেন অন্ধকার  
 বোরতর গাঢ় ছায়া।  
 মাঝে মাঝে মাঝে      কাপে দর্শক-অঙ্গ  
 হৃদয়ধ্বনি নাসায়,  
 ছিন্ন-ভিন্ন বেশ      রক্ত ধূম কেশ  
 মস্তকে যিচ্ছিন্ন হয় !  
 করে আচ্ছাদন      করিয়া বদন  
 বসি ভাবে হেঁট মাথা,  
 বসি কেন, ভাব      যেন সে মুরতি  
 সেই গুহা-অঙ্গে রাখা।



সস্তাৰি আমাৰে কহে তপোধন  
 “শোকমুগ্ধি এই হেৰ,  
 আশার কাননে ইহা হ’তে ঘটে  
 বহু বিয় বহু ফের।”  
 ঋষিৰে জিজ্ঞাসি “কেন, তপোধন  
 মুখে আচ্ছাদন কর ?  
 না দেখিছ কভু বদন হইতে  
 উহা ত হয় অন্তর।”  
 সে কথা শুনিয়া ছাড়ি দীৰ্ঘশ্বাস  
 শোক-মুগ্ধি দুঃখে বলে,  
 বলিতে বলিতে করের অনুলী  
 তিতিল নয়নজলে,  
 “এ কথা জান না কে তুমি এখানে  
 ভ্রমিছ আশা কানন,  
 শিশু নহ তাহা বুঝিয়াছি স্বরে  
 হবে কোন যুগজন।  
 আমি হতভাগা আছি এই স্থানে  
 চারি যুগ এই হাল,  
 বিধাতা আমায় করিলা স্বজন  
 করিয়া লোক-জ্ঞান।  
 মৃত্যু নাই মম যে আসে নিকটে  
 সেই পায় নানা ক্লেশ,  
 সেই হেতু এথা থাকি এ নিরঞ্জে  
 দুঃখে ছাড়িয়াছি দেশ।  
 না দেখাই কারে এ ছার বদন  
 তাহাব কারণ বলি—  
 দেখিব যাহারে বিদাতার শাপে  
 তখন সে যাবে জলি;  
 কত অহুন্নয় করিছ বিধিৰে  
 লইতে এ পাপ-প্রাণ,  
 এ কাল-কটাক্ষ হইতে আমার  
 প্রাণীৰে করিতে জ্ঞাপ;  
 তা শুনিয়া বিধি শুধু এই বর  
 দিলা সে করুণা করি—  
 শিশুর বদন হেৰিতে কেবল  
 পাইব নয়ন ভরি,  
 এ কটাক্ষ-দাহ শিশুরে কেবল  
 দাহন করিতে নারে,  
 নতুবা মুহূৰ্ত্তে দগ্ধ করি তাপে,  
 অস্ত্র প্রাণী সবাঁকারে;

কোথা নাহি বাই থাকি একা হেথা  
 তবু সে বিধি আমার,  
 বিভ্রম্যনা করে প্রেরিয়া পরাণী  
 আমারে কত জালায়;  
 বর্ষে যতবার বুলি দগ্ধ আঁখি,  
 তখনি যে থাকে কাছে,  
 তার সম বুলি আশার কাননে  
 অভাগা নাহিক আছে।  
 আসিতে আসিতে দেখিয়াছ পথে  
 সহস্র সহস্র প্রাণী,  
 ভ্রমিছে দুঃখেতে, এ কটাক্ষ-দোষে  
 শুনারে কাতর বাণী।  
 না থাক এখানে যাও অন্য স্থান  
 বাঁচিতে যত্নপি চাও,  
 আমার নিকটে থাকিয়া এখানে  
 কেন এ সন্তাপ পাও ?”  
 যথা যবে কোন গৃহীর আলয়ে  
 মৃত্যু উপস্থিত হয়,  
 রোদন-নিদান বিলাপ-শোচনা  
 বিদীৰ্ণ করে আলয়;  
 তখন যেমন বন্ধু কোন জন  
 বিমর্ষ মলিন বেশ,  
 কালের ছায়াতে কালিম বদন  
 বাহিরায় বহির্দেশে,  
 অন্ধকারময় হেরে চাবিদিক  
 ব্রহ্মাণ্ড মলিন-কায়,  
 শুদ্ধ কণ্ঠ তালু বন উদ্গম্য  
 হৃদয় জলে শিখায়,  
 ধরাতল ঘেন অধীর হঠয়  
 সতত কঁাপিতে থাকে,  
 ভয়ে ভয়ে যেন কটক উপবে  
 ধরাতলে পদ রাখে;  
 সেইরূপে এবে নিরখিয়া শোক  
 করি স্থান পরিহার,  
 বাই ঋষি সহ ঋষি কহে মৃদু  
 বদনে চিন্তার ভায়—  
 “নিরখিয়া শোক নিরখিয়া তাই  
 অরণ্যে কাল-প্রতিমা,  
 চল বাই এবে দেখিবে আশা  
 কোথা সে কানন-সীমা।”

## দশম কণ্ঠ্য

নৈরাশক্ষেত্র—মধ্যভাগে মরুপ্রদেশ—  
তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলহুণ্ড—  
হতাশের মুষ্টি দর্শন ও  
নিজাভঙ্গ।

ধীরে ধীরে ঋষি চলে আগে আগে  
পশ্চাতে করি গমন,  
শোকারণ্য ছাড়ি, অন্তধারে তার  
উপনীত হই জন।  
কঠিন মুক্তিকা নিয় উচ্চ ভূমি  
ধরা নহে সমস্তল,  
চলিতে চরণ স্থির নাহি বহে,  
সে পথ হেন পিচ্ছল।  
নাহি ডাকে পাখী তরুণ শাখায়  
নীরবে বসিয়া রয়,  
বিনা বায়ুবেগে নিত্য তকতলে  
ঝরে লতা-পত্রচয়।  
ক্রোড়ায় নিবৃত্ত ব্যাধগণ সবে  
উজ্জাদ করিয়া বন,  
ফিবে গৃহমুখে ত্যজিয়া কানন  
আনন্দে করে গমন;  
তখন যেমন ছাড়ি নানা দিক্  
পুনঃ ফিবে যত পাখা;  
ভ্রমে উড়ে উড়ে তরু চারি ধাবে  
ভরে না প্রবেশে শাখা।  
নিরখি আসিয়া এথা সেই ভাবে  
আছে যত নিকেতন,  
চারি ধাবে তার ভ্রমে নিবস্তব  
হতাশ পরাণিগণ;  
সাহস না করে পশিতে ভিতরে  
ক্ষুর মন, নত শিব,  
শুষ্ক কর্ণদেশ, শুষ্ক কক্ষ কেশ  
নয়নে না ঝরে নীর।  
হেবি কত প্রাণী চলে অতি ধীরে  
দেহে যেন নাহি বল,  
শুষ্ক নীলোৎপল মুখচ্ছবি যেন  
করে চাপে বক্ষঃস্থল।  
কত যুবা, আহা নত পৃষ্ঠদণ্ড  
চলে হেন ধীরে ধীরে,

প্রতি পাদক্ষেপে যেন রেণু গণি  
নিরখে মহী-শরীরে।  
হেন ধীর গতি তবু কত জন  
পড়ে নিত্য ভূমিতলে,  
অলিঙ্গ চরণ খুলিতে লুটায়  
পিচ্ছল সেহ অঞ্চলে।  
পড়ে ক্ষিতি পৃষ্ঠে চলিতে চলিতে  
বৃদ্ধ প্রাণী কত জন,  
উঠিতে শক্তি নাহিক আশ্রয়  
আশ্রয়ে ধবে পবন।  
কোথাও পরাণী হেরি শত শত  
বসিয়া দুর্গম স্থানে,  
অনিমেব আধি নীরস বদন  
নিত্য হেরে শূন্য পানে,  
চলে দিনমণি ভাসিয়া গগনে  
চাহিয়া তাহাব পথ,  
ছাড়ে দীর্ঘবাস বলে “হা বিধাভঃ  
ভাল দিলে মনোরথ;  
করি বড় সাধ ধরিলাম্ হৃদে  
রূপণের যেন মণি,  
এখন সে আশা হয়েছে গরল  
দংশিছে যেমন কণী।  
কেন বিধি হেন আশ্বাসে তুলায়ে  
জালিলে হৃদয়ে শিখা?  
জানিতে যতপি অগ্রে এ ললাটে  
এ হেন অভাগ্য লিখা!”  
এ রূপে বিলাপ করিছে অনেক  
কেহ বা উঠিয়া ধায়,  
ভাবে যেন শূন্য কোন সে আকৃতি  
সহসা দেখিতে পায়।  
গিয়া ক্রতপদে করতল যুড়ে  
বাহু প্রসারণ করি,  
বাতাসে মিলায় যুচে সে প্রমাদ  
পালটে আশা সংঘরি।  
ফিরে অধোমুখে বসিয়া আবার  
দিনমণি পানে চায়,  
দেখে শূন্য মার্গে ধীরে ধীরে স্বর্ধ্য  
গগনে ভ্রাসিয়া যায়।  
নিরখি সেখানে প্রাণী অল্প কত  
মনস্তাপে ধীরে ধীরে,

কণ্ঠ হৈতে খুলি কুমুমের হার  
নিরখিছে ফিরে ফিরে,  
করি ছিন্ন ছিন্ন ফেলিছে ভূতলে  
পদতলে দৃঢ় চাপি,  
নেত্রে অশ্রুবিন্দু ফেলি মুহুমুহুত  
উঠিছে সঘনে কাঁপি;  
পদাঘাতে চূর্ণ খণ্ড খণ্ড হয়ে  
সে মালা পড়ে বধন,  
উদ্ঘাণন বলি ছাড়িয়া নিখাদ  
সে প্রাণী করে গমন।  
দেখি কত জন বসিয়া নির্জনে  
ধীরে চিত্রপট খুলে,  
নরনের নীবে অঙ্কিত চিত্রের  
একে একে রেখা তুলে;  
করিয়ে মার্জিত সর্ব অবয়ব  
নিরঙ্ক কবিতা পঠে,  
বিছায়ে বিছায়ে সেই চিত্রপট  
দুই করতলে ধরে;  
পরশে হৃদয়ে পরশে মনকে  
যতনে করে চূষন;  
পবে ছিন্ন কবি ফেলি ধরা তলে  
সস্তাপে করে গমন।  
বলে "রে এখন(ও) বিদীর্ণ হলি নে  
হার রে কঠিন হিয়া?"  
কি ফল বাঁচিয়া এ হেন মধুব  
আশা বিসর্জন দিয়া?  
ভাবিতাম আগে না জানি কতট  
কোমল মানব মন,  
ছিল বত দিন আশার তিলোলে  
কবিত হৃদে ভ্রমণ।  
বুঝি এখন কোত ধাতুময়  
কঠোর নরের হৃদি,  
অনন্ত দুঃখের কারণ করিয়া  
গট্টা আমায় বিধি!"  
কোন খানে দেখি প্রাণী শত শত  
শয়ন করি ভূতলে,  
পাষাণের ভার তুলিয়া বিষম  
রাখিছে হৃদয়তলে;  
কাকন-মুকুট মণিময় দণ্ড  
হুম-বিমণ্ডিত অসি,

ধূলি-সমাক্ষর, প্রতি জন পাশে  
পড়েছে কতই খসি।  
বলিছে "এখন বাঁচিয়া কি ফল  
পাইয়া এ হেন ক্লেশ,  
এ ছাব সংসাবে বুঝায় ভ্রমণ  
ধরি এ ভিক্ষুক বেশ!  
কত যে উৎসাহ কতই বাসনা  
ধরিত আগে এ মন।  
ভূধর-শরীর ভাবিতাম তুচ্ছ  
সামান্য তুচ্ছ গগন!  
ভাবিতাম আগে জলধি গোপদ  
ইন্দ্রপুত্রী ক্ষুদ্র অতি,  
পরিণামে হার হইল এ দশা  
এখন কোথায় গতি!"  
বলিয়ে এতক ভগ্ন অসি লয়ে  
হৃদয়ে কবে প্রহার,  
আবার ভূতলে পড়িয়া বকেতে  
চাপায় পাষাণভাব।  
উপবে উপরে শিলাখণ্ড তুলে  
কতই চাপিছে বকে,  
কবিছে আক্ষেপ কতই কাঁদিয়া  
দারুণ মনের দুখে।  
"কি কঠিন হিয়া"— কহিছে কাঁদিয়া  
"শিলা কেন হয় ছার,  
না ভাঙে সে বৃক্ষ পরেছি যেখানে  
বাসনা ফণিব হার।"  
বলিতে বলিতে উঠিয়া আবার  
ক্রমে অগ্রভাগে যায়,  
বৃক্ষ অন্তরালে গিয়া কিছু দূরে  
অরণ্যমাঝে লুকাই;  
বাড়িল কোতুক কোথা প্রাণিগণ  
একপে করে গমন,  
জানিতে বাসনা ঋষির পশ্চাত  
চলিছে আকুল মন।  
পশ্চাতে তাদের চলি কত দূর  
ক্রমে অসি উপনীত,  
অনন্ত বিস্তার ঘোর মরুভূমি  
হেরি হয়ে চমকিত;  
হেরি চারিদিক যেন নিবৃত্ত  
ধূমেতে আচ্ছন্ন রয়,

নাহি বৃকলতা পশু-পক্ষী-বব !  
 বিকলাঙ্গ সমুদ্র ,  
 বারিশূন্ত মরু ধূ ধূ করে সদা  
 চলিতে নাহিক পথ,  
 কঠিন কর্ণ লবণ-মৃত্তিকা  
 উত্তপ্ত অনলবৎ ।  
 পদতালু জলে যেন তপ্ত বালু  
 সে তাপ নাহিক জ্ঞান,  
 দিক্‌হারী হয়ে ভ্রমে সেইখানে  
 পরাগী আকুল প্রাণ ;  
 বাণীশূন্ত মুখ ধূলিপূর্ণ কেশ  
 শরীরে কালিম-মলা  
 সে মরুপ্রদেশে ভ্রমে প্রাণিগণ  
 অন্তরে হয়ে উতলা ;  
 বিকর্ণ বদন বরণ পাণ্ডুর  
 - নীরবে করে ভ্রমণ ;  
 নিশীথ সময়ে শ্রেতযোনি যথা  
 দগ্ধচিত্ত দগ্ধমন ।  
 হেরে মরুদেশ তৃষিত অন্তরে  
 চায় সে ধূল শূন্তে,  
 নিরখি সে ভাব শরীর কটক  
 হৃদয় পুরে কাক্যে ।  
 আশাভগ্ন হার, কত নারী নর  
 কত যুবা বৃদ্ধ প্রাণী,  
 ভ্রমে এই ভাবে সে মরু-প্রদেশে  
 বদনে মলিন মানি ।  
 যাই যত দূর ক্রমশঃ ততই  
 নেহারি ধূম ঐগাঢ় ,  
 ঘনঘটা যেন বিছায়ে আকাশে  
 তিমিরে ঢাকে আষাঢ় ।  
 ক্রমে অন্ধকার ঘেরে দশ দিক্  
 প্রবেশি যেন পাভাল,  
 উঠে নিত্য ধূম ফুটে ক্ষিত্তিল  
 কঙ্কল-বর্ণ করাল ।  
 মাঝে মাঝে মাঝে বিকট কিরণ  
 চমকি চমকি ছুটে,  
 কাল-কাদম্বিনী কোলেতে যেমন  
 বিদ্বাৎ গগনে লুটে ;  
 ভাতে তীব্র ছটা ধাঁধিয়া নয়ন  
 যুহুর্ভে পুনঃ লুকার,

গাঢ়তর যেন অন্ধকারজাল  
 সে মরুপরে ছড়ায় ।  
 সে বিকট জালে আঁইল তরাসে  
 শিহরি চাতি তখন,  
 রোমাঞ্চিত দেহ কম্পিত হৃদয়  
 নিম্পন্দ ছুই নয়ন ;  
 দেখি স্থানে স্থানে কত শব-মেহ  
 সেই বারিশূন্ত স্থলে,  
 বিকৃত বদন বিবর্ণ শরীর  
 লতা-রজ্জ্ব বান্ধা গলে ।  
 পীড়িত হৃদয় কাঁপিতে কাঁপিতে  
 ক্ষতবেগে করে গতি,  
 হেরি এইরূপ যাই যত দূর  
 বাহিয়া উত্তপ্ত পথ ।  
 ক্রমে যত যাই তত উষ্ণ বায়ু  
 উষ্ণতর শুক মহী,  
 উঠে ঘোর তাপ ঘেরি চারিদিক্  
 শরীর চরণ দহি ।  
 ক্রমে উপনীত বিশাল বিস্তৃত  
 ভরকর মরুভূমে,  
 শূন্ত গুলতলা হ হ করে দিক্  
 আচ্ছন্ন নিবিড় ধূমে ;  
 হ হ জলে বালি অনন্ত বিস্তৃত  
 দশ দিকে পরকাশ,  
 ধূ ধূ করে শূন্ত অনন্ত শরীর  
 দেখিতে পরাণে জ্বাস ।  
 লবণ-বানুকা বিকর্ণ প্রদেশ  
 দারুণ উত্তাপ অঙ্গে,  
 খেলে যেন তাহে অনলের ঢেউ  
 উত্তপ্ত বায়ুর সঙ্গে ।  
 মরু-মধ্যভাগে একমাত্র তরু  
 তাপে জীর্ণ কলেবর ;  
 প্রাণী এক জন তলদেশে তার  
 দাঁড়াইয়া স্থিরতর,  
 হাতে রজ্জ্ব ধরি দৃঢ় করি তার  
 বাধিছে কঠিন ফাঁস,  
 আরোপি শাখাতে পরিছে গলায়  
 ছাড়িয়া বিকট স্বাস ;  
 স্থলে তরুডালে শবদেহ যেন  
 স্থগি হেন কতক্ষণ,

কণ্ঠ হ'তে পুনঃ খুলিয়া আবার  
রজ্জ্ব কবে উন্মোচন।  
কখন অস্থির বেগে তকতল  
ত্যাগিয়া উন্মাদপ্রায়,  
ছুটে মত্তভাবে সে মরুপ্রদেশে  
প্রাণী সে কঙ্কালকায়,  
চলে দিকশূন্ত করি ছছকার  
ফেন-পুঞ্জ মুখে উঠে,  
জলন্ত বালুকা তাপে দগ্ধীভূত  
অস্থির চরণে ছুটে,  
ছিন্ন করে দেহ নখে বিদ্যাবিয়া  
দস্তে ছিন্ন করে স্বচ,  
ব্যক্তিরা অঙ্গুলে ছিঁড়ে কেশ-জটা  
মন্তক করে বিকচ;  
কৃধিরাজ তহু চার দশদিকে  
প্রাণিগণে খেদাইয়া—  
আশাভগ্ন প্রাণী যত সে প্রদেশে  
সম্মুখে ভ্রমে ছুটিয়া।  
জলে মরুমাঝে অনলের কুণ্ড  
বিপুল মূখব্যাধান,  
ধূমল কালিম বজ্র-ধাতু সম  
শিলাখণ্ডে নিরমাণ।  
উঠে বহিঃশিখা দূর শূন্তপথে  
জ্বিহ্বা প্রসারণ করি,  
ছুটে ছুটে উঠে দূর শূন্তপথে  
ভীষণ গর্জন ধরি;  
লিহি লিহি করি উঠে বহিঃজালা  
কূপ হ'তে ভীম রঙ্গে,  
জ্বিহি লক্ লক্ ছুটিতে ছুটিতে  
প্রসারে যেন ভুজঙ্গ,  
আনি প্রাণিগণে ধরি একে একে  
সেই মৃগী ভয়ঙ্কর,  
সে অনল-কুণ্ডে মুহূর্তে মুহূর্তে  
নিষ্কপে বহির পর;  
ঋষি কহে “বৎস, . হের রে হতাশ  
হতাশ-কূপ নোহার;  
আশার কাননে পরিণাম এই  
নিরুপিত বিধাতার!”  
নোহারি আতঙ্কে কম্পিত শরীর  
ভয়ে শিরে কাপে কেশ—

ধূ ধূ করে দিক্ অনন্ত ব্যাদান  
বালুময় মরুদেশ;  
জলিছে অনল সে বিষম কুণ্ডে  
আশাভগ্ন নারী নর,  
দশদিক্ হ'তে হতাশ-তাড়িত  
পড়ে তাহে নিরন্তর।  
হেরি ক্ষণকাল সে অনল-কুণ্ড  
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ,  
বলি—“শীঘ্র ঋষি পবিত্র ইহা  
চল কোন অন্ত স্থান।  
যেন সে কোন বা অর্ধবের কূলে  
বসি নিরখিলে একা,  
অকূল সাগরে নিত্য উর্ধ্বকূল  
নেত্রপথে যায় দেখা,  
হ হ চল জল অনন্ত জলবি  
অনন্ত বন উচ্ছ্বাস,  
শূন্ত অন্তরীক্ষে অগাধ অনন্ত  
ব্যোমকার পরকাশ।  
পক্ষী-প্রাণী-শূন্ত নিখিল গগন  
পক্ষী-প্রাণী-শূন্ত সিদ্ধ।  
জলধি-গর্জন কেবলি নিয়ত  
নাহি অন্ত স্বর-বিন্দু।  
যথা সে অকূল জলধির তীরে  
পরান আকুল হয়,  
বসিলে একাকী শরীর জীবন  
বোধ হয় শূন্তময়;  
সেইরূপ এখা এ মরুপ্রদেশে  
প্রবেশি আকুল দেহ,  
হন্তেছে আমার শুন তপোধান  
ইথে পরিজ্ঞান দেহ!”  
বলিয়া নিরখি হেরি চারিদিক্  
ঋষি নাহি দেখি আর।  
নিজ্রাভঙ্গে পুনঃ সেই তরুতল  
সেই দামোদর-ধার।  
তেমতি কিরণ পড়ি দামোদবে  
আলো করে ঢুই কূল,  
তেমতি কিরণ তরুর শরীবে  
রঞ্জিত করিছে কূল!  
দেখিতে দেখিতে ফিরিহু আবার  
প্রবেশি আপন গেহে;  
পুনঃ সে ধার আবর্তে পড়িয়া  
মজিহু জটিল স্নেহে।

# ছায়াময়ী

[ কাব্য ]

## প্রস্তাবনা

সাক্ষ্য-গগনে নিবিড় কালিমা  
অরণ্যে খেলিছে নিশি ।  
ভীত বদনা পৃথিবী দেখিছে  
ঘোব অন্ধকাবে মিশি !—  
হী হী শব্দে অটবী পূরিছে  
জাগিছে প্রমথগণ,  
অট হাসিতে বিকট ভাবে  
পূরিছে বিটপী-বন ।  
কট করতালি কবন্ধ তালিছে  
ডাকিনী দলিছে ডালে,  
বিন্ধ-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ  
হাসিছে বাজারে গালে ।  
উর্দ্ধচরণে প্রেত নাচিছে  
বুক হেলিছে ভূঁয়ে,  
কক অটবী বিরাট তাণ্ডবে,  
কাশ উড়িছে হুঁয়ে ;  
কহা বিধাবি বিকট আশানে  
বসিছে ভৈববী পাল,  
দীম-ম্বতি আশানে হাসিছে  
আলোয়া জলিছে ভাল ।  
চণ্ড-আরাবে খেলিছে ভৈরব  
অস্থি-ভুষণ গলে,  
ঠঠ ঠঠ নর-কপাল  
আশানভূমিতে চলে ।  
প্রেত । চলে কপাল যথ- যঃ

কার মাথা এটা হি হি হি—হঃ  
ধাকিটি ধাকিটি ধিমিয়া ।  
২য় প্রেত । রাজা কি বাখাল ছিল কোন কাল  
এখন মডার মাথার কপাল  
আশানে দিয়াছে ফেলিয়া ।  
১ম ও ২য় প্রেত । চলে কপাল যথ—যঃ  
কার মাথা এটা হি হি হি হঃ  
ধাকিটি ধাকিটি ধিমিয়া ।  
মুখে কটকট শব্দ বিকট  
খেলিছে ভৈরবদলে,  
দস্ত বিকাশি ঝিলি ঝিলি হাসি  
অস্থি-ভুষণ গলে ;  
খেলিতে খেলিতে চণ্ড দাপটে  
প্রমথ চলিল শেষ,  
নদীকূলে হেথা মৃগ ঝুলায়ে  
আশান কবাল-বেশ ।  
দগ্ধ-বরণ বিগত-যৌবন  
সম্মুখে স্থাপিত শব,  
স্তম্ভ পলিত চিকুর বিরসে  
বদনে বিবত বব,  
তীব্র নয়নে দেখিছে চাহিয়া  
কপালে কক্ষিত রেখা,  
অর্দ্ধ-জীবনে আশান-গহনে  
মানব বসিয়া একা ।  
অট হাসিতে প্রমথ হাসিল  
ভৈরব ধরিল তালি,  
অস্থি কুডারে নৃমৃগ-কপালে  
সম্মুখে রাখিল ডালি ।

## প্রথম পল্লব

দ্রশ্যবিহারী তিথারী তখন :—

“অরে রে প্রমথ প্রেতমুর্ক্তিগণ,  
করিস ভ্রমণ কত সে ভুবন,  
কত অন্ধকার আলো দরশন,  
ত্রিলোক-ভিতরে নিশিতে ঘুরে ,

বলু কোথা বলু কোথা পরকাল,  
কি প্রথা সেখানে ভোগ কি জঞ্জাল,  
জীবদেহ হ’তে রুতান্ত করাল  
জীবাত্মা যখন খেদায় ঘুরে ?

প’ড়ে থাকে দেহ,—কোথা বা পরাবী,  
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্রামি  
করে প্রক্ষালিত,—কি সলিল আনি  
থাকে কত কাল, কোথা কি পুরে ?

আছে কি ঔষধ—আছে কি উপায়,  
পাপেব কলঙ্ক বাতে ঘুচে যায়,  
পাপীর পরাণ আবার জীয়ায়,  
জীব-চিত্তশিখা কতু কি নিবে ?

কতু কি নিবে রে সে ঘোর অনল,  
বারেক হৃদয়ে জ্বলিলে প্রবল ?  
ইহপরকালে কি আছে রে বল,  
সে দাহ নিবায় জুড়া’তে জীব ?

ভুলে কি পাতকী ত্যজিলে জীবন,  
ইহ-জন্মকথা এ মর্ত্যভুবন ?  
স্বতি-চিত্তা-ডোর জীবের বন্ধন  
মাটিতে পুনঃ কি মিথারে যায় ?

অথবা আবার সে সব বন্ধনে  
জীবাত্মা দেখে রে স্বপনে স্বপনে,  
ফলিত্রপে কাল অনন্ত গর্জনে  
অনন্ত ভ্রমণে ঘুরায় তার ?

না থাকে এবে সে ইন্দ্রিয়-চালনা,  
সে মোহ বিকার মায়ার চলনা,  
শরীর-ধারণে, পাপীর বেদনা  
কখন কদাচ জ্বলা ত যায় ;

ভূলাতে কিছু কি থাকে নাক আর,  
কেন বা স্বপন—কেন বা বিকার,  
কেবল পরাণে আগে কি দিকার,  
অশরীরি-তাপ নাহি জুড়ায় ?

জুড়ায় কতু কি সে চিত্তদাহন ?  
কিছুপে জুড়াল—জুড়ায় কখন,  
আছে কি সে প্রথা বিধির লিখন  
লঘু-শুক-ভেদ যাতনা-ভেদ ?

অথবা যেমতি দশানন চিতা  
জলে চিরকাল—চির-প্রজ্জ্বলিতা,  
শিখার গর্জনে সাগর পীড়িতা  
বেলার লুটিয়া করয়ে খেদ ,

অধীর হৃদয়ে অশান্ত তেমতি  
ভ্রমে জীবকুল অসীম দুর্গতি  
ছাড়িতে ভুলিতে নাহিক শক্তি  
তিলাঙ্কি যতনে নিকৃতি নর ?

এ হ’তে নরক কিবা ভয়ঙ্কর  
কোন্ বেদে আছে, জীবদাহকর ;  
পাপের কটক বিধিলে অন্তরে  
নহে কি কখন সে পাপকর ?

দেহশূন্য তোরা, আমি দণ্ডমতি,  
বুঝাইয়া বলু পাপীর কি গতি,  
শিশু পুণ্যমন, নারী পুণ্যমতি  
কলুষ পরশে পার কি পার ?

আছে কি রে পার সে পাপের হ্রদে,  
ভুবে যাহে নর পড়িয়া প্রমাদে  
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে,  
আছে কি পশ্চাতে নিকৃতি তাব ?

যদি সত্য বল, দেখাইতে পার  
পরকালে হয় পাতকী উদ্ধার  
যখন ত্যজিব এ আলো-ঐধার,  
তোদের সঙ্গে সাথুয়া হব।

গহন গহ্বর নগর অটবী  
নরক পাতাল যে কোন পদবী  
যখন দেখিব—যেখানে দেখাবি  
তখন সেখানে আগুয়ে রব।

হর নিশাচর, লব দেহোপব  
নর অস্থি-মালা নৃমুণ্ড-ধর,  
নরদেহ ধরি হব রে বর্ষর,  
পিশাচ-পদ্ধতি শিখিব বত।

বলু কোথা বলু—চলু লয়ে চলু  
দেখিব সে দেশ, পাণীর সম্বল,  
দেহত্যাগী জীব লভিয়া মঙ্গল,  
কি কাজে কিরূপে কোথায় বত।”

সে কথা শুনিয়া ভৈরব সকল  
কেহ বা ধরিল বিকট কবল,  
কেহ বা নাচিল—কেহ বা হাসিল,  
ভীষণ কটাক্ষে কেহ বা চায়।

বিভিন্ন বিকট পিশাচ-শব্দে  
কেহ বা নিকটে আসি ধীরপদে  
কহিল বচন,—“ত্যাগিবে যখন  
দেহ-আচ্ছাদন জীব-নিচয়,

কি হবে তাদের কি হবে রে আব—  
আমাদের মত ধরিবে আকার,  
ভ্রমিবে ভুবন খুঁজি অন্ধকার,  
বলিহু তুহারে নিশ্চয় বাণী।”

বলি খিলি খিলি হাসি যায় দূরে,  
আসি অস্ত্র প্রেত ভয়ঙ্কর সুরে  
কহিতে লাগিল ক্ষতিদেশ পূরে  
অশানবিহারী প্রাণীর কাছে ;—

“আমি বলি যায় ;—করিসু প্রত্যয়,  
দেহান্তে মানব কিছুই না হয়,  
মাটির শরীর মাটিতেই রয়,  
দেহ মন গড়া একই চাঁচে।

অমরা অদেহী বিভিন্ন-গডন  
চিরকালি এই মূর্তি ধারণ,  
হুঁহারা নহিসু মোদের মতন।”  
বলি নৃত্য করি ঘুরে সেধায়।

সহস্র তখন সে বনরাজিতে  
বেতাল ভৈরব আসি আচম্বিতে  
শব্দ করিল করের তালিতে,  
পিশাচমণ্ডলী নিকটে ধায়।

কহিল তাদের ভূত-দলপতি,  
বিকট ভুগুতে ধরতর গতি  
অমায়ুষী ভাষা—পিশাচ-পদ্ধতি ;—  
“নিকটে উহার না যাও কেহ ;”

শোক-জ্বল-তাপে যে নর পীড়িত  
মৃত্যুর অঙ্গুলী ষার দেহে স্থিত  
তাহার নিকটে জগৎ স্তম্ভিত,  
না লজ্ব কেহ রে তাহার দেহ।

আমি ভূত্যা ষার, এ আদেশ তাঁর  
জ্বলোকমণ্ডলে এ কথা প্রচার,  
কহিহু তোদের—দেখিসু ইহার  
কদাচ কোথাও অন্তথা নহে।

লজ্বলে এ বাণী জান ত সকলে  
কি শাসনপ্রথা পেরেত মণ্ডলে ?”  
বলিয়া অঙ্গুলী হেলাইয়া চলে ;  
এবে শূন্য বন কেহ না রহে।

## দ্বিতীয় পল্পব

একাকী মানব এবে বিজন আশানে  
সম্মুখে স্থাপিত শব সূদূর ষিল্লীর রব  
মাঝে মাঝে উঠে খালি বিকট স্বননে।

উঠিতে লাগিল তাহা আকাশে ছড়ায়ে,  
একে একে ঝিকি ঝিকি শব্দ আলো ঝিকি ঝিকি  
ফুটিল নীলিমা-কোলে ফুটে ফুটে যেন দোলে—  
আকাশের নীলিমার কালিমা শুচায়ে।

পড়িল সে বীর আলো পাতায় লতায়,  
পড়িল সৈকন্ত ভীরে পড়িল নদীর নীরে  
পড়িল আশানভূমে বজ্রচ্ছটায়।

তখন তাপিত সেই নরদেহধারী  
চাহিয়া মুত্তের পানে বাখিত ব্যাকুল প্রাণে  
দেখিতে লাগিল ঘন, কভু বা উজ্জ-নয়ন  
ভাবিতে লাগিল ঘোর অন্তরে বিচারি,—



সত্য কি পিশাচ-বাক্য—শরীর-বিনাশে  
পরান্নি বিনাশ পাবে ? পাণ্ডু কারে মিশে বাবে,  
ভাবিতে হবে না কিছু ভাবীর তবামে ?

ভাবিতে-কি হবে না বে ? পরকাল নাই ?  
মাংস অস্থি মেদ শিবা জীবের চৈতন্য-গিরা,  
সে গ্রন্থ খুলিলে ফাঁস জীবন—জীবাত্মা নাশ,  
ত্রাণ মুক্তি ভক্তি জ্ঞান সকলি বৃথাই ।

এই জন্ম, ইহকাল, এই আদি শেষ ?  
মৃত্যু পরশনে গত জীবনের বয়স যত,  
সহিতে হয় না পবে দুষ্কৃতির ক্রেশ ?

যা কিছু বাতনা ক্রেশ, চিত্তের উচ্ছ্বাস,  
শ্রোতের ফেনার মত উঠে ফুটে অবিরত,  
শরীরেই জন্ম লয়, দেহান্তে নাহিক রয়,  
কথির মজ্জাস্থি খালি তরঙ্গ বিকাশ ?

যে ভয়ে মানবকুল ভ্রমণল যুড়ে  
ভাবে নিত্য অবিবত, দেব দেবী যুজে কত,  
কত স্মৃতি, কত বেদ, কত নীতি গড়ে ;

খেলায় কল্পনা-শ্রোত যে ভয়ের হেতু  
মানব জন্মতলে মক-গিরি বনস্থলে,  
হিমন্তুপে দ্বীপকার, প্রায়শ্চিত্ত লালসায়,  
বান্ধিতে কালের নদে মুক্তি-পথ-সেতু ,

সারত্ব নাহিক তায়—কেবলি প্রমাদ ?  
সেই ভয় সেই আশা, অনিবার্য সে পিপাসা,  
সকলি কি মানুষের স্ব-রচিত ফাঁদ ?

শিক্ষা দীক্ষা জনশ্রুতি বেরূপ বাহার,  
সেইরূপ চিন্তা জ্ঞান, আশা তৃষ্ণা পরিমাণ,  
বাধিয়ে আপন পায় শৃঙ্খল নিজে গড়ায়,  
মণ্ডুকের মত ভ্রমে কূপে আপনার ?

পাপীর নরক শুণু এই কি জীবন ?  
ফলাফল শাস্তি যত, সঙ্গে সঙ্গে হয় গত,  
জল-বুবুদের প্রায়, চিহ্ন কি থাকে না তার,  
পরকাল-পরিসীমা ভূপতি-শাসন ?

কিংবা মরণের পরে প্রেতরূপ ধরি  
বাচিতে হবে ধরায় বাঁচে ওরা যে প্রাণায়,  
কানন গহন গুহা বীভৎসেতে ভরি ?

কহিল ও প্রেত বধা করিয়া নিশ্চয়,—  
হিতাহিত-বোধ-হীন, নিরত তমেতে লীন  
জঘন্ত-ধিকৃত-কার্য, জীবন নয়—তমচ্ছায়া  
মল-যুক্ত-ক্লেদ-ভোগী, নিরাশ নিদ্র ?

এই মৃত কার্য বাব, যে ছিল জীবনে  
কান্তি-রূপ-গুণ-সৌমা, সারল্যের স্প্রতিমা  
নিরঙ্ক শরীর শোভা যাহার বদনে ;

দয়া মায়া করুণার পুরী বাব দেহ,  
নীতলার মহিমামালা, বিনয়ের বঞ্ছামাণ  
হিতব্রত-পরিণাম, নিখিল মাপুরীধাম  
ছিল যার হৃদিতল বিলেপিত-স্নেহ ;

জগতের একমাত্র ছিল যে বন্ধন,  
ভুলিয়া বাহাব স্নেহে ভুলিতাম পাপ-দেহে  
ভুলিতাম চিন্তারূপ চিতাব দাহন ,

যার মায়া-বন্ধনীতে বাধিয়া পরাণ  
হৃদয়ে না দিহু স্থান বিধাতার কি বিধান  
জীবনের পাপ তাপ মৃত্যু ভয় মনস্তা  
হেবিলে বাহার মুখ তখনি নির্দাণ ,

সেই স্রুতা মৃত্যুকালে যখন শয়ান  
বলিল মিনতি ক'রে— কি হবে এ দেহাচ্ছা  
পিতা গো ভাবিও তাহা—কিসে পবিত্রাণ

যার শব বন্ধে ধবি ভ্রমিত মর্ন্তোত্তে,  
হেরিলাম রামেশ্বর যমুনোত্রি পূত ন  
পুঙ্খব প্রয়াগ গয়া, বিদ্যাচল হিমাল  
ভ্রমিলাম কামরূপ, ত্রীক্ষেত্র তীর্থেতে ,

সেই সুপবিত্র স্রুতা—নিখল পবানী  
ভ্রমিবে পিশাচীবশে তমোময় দেশে দে  
অর্গের সোরভ-শোভা হরষ না জানি ।

ভ্রমিছে কি সেই বাংলা উহাদেরই সনে—  
আই ভৈরবীর দলে নর-অস্থি-মালা গড়ে  
ভুলেছে পিতারে তার মনুষ্য-জীবন স  
সারল্য নীলতা দয়া নাহিক সে মনে ?

নচে—নহে কদাচন, না জানি প্রত্যয়,  
ব্রহ্ম যদি নিজে বলে সে প্রাণী ওরূপে  
সে আত্মার শেষ এই—অন্ধ নিশিময় ।

প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বিজুপি উহারি,  
পবকাল আছে সত্য আছে পাণে প্রায়শ্চিত্ত  
রূপান্তরিত্তা বিধি অবশ্য কবিলা বিধি  
ধেরূপে উদ্ধাব পাণে ভ্রমাক যাহারা।

কে বলিবে—কে জানাবে—দেখাবে আশ্রয়  
বিধাতার সেই পথি নরেন চরম গতি  
পরলোক, মুক্তিপথ, কিরূপ কোথায়।

কে আমাবে লয়ে যাবে দেখাতে তনয়া,  
সেই পুণ্যরাশি ছায়া ধবেছে কিরূপ কায়া  
কি কারণে বিরাজিছে কার তবে কি ভাবিছে  
অন্ধহীন সে প্রতিমা কোথায় উদয়া।

জ্যোৎস্নাময় গগনেব কোল হ'তে ভবে  
যেখানে বোহাগী তারা প্রভাবতী সেই ধাবা  
দেবী এক তারা গতি নামি এল ভবে।

নরদেহ-ধাবী কাছে দাঁড়াইল আসি—  
পরিধান খেতবাস খেত আভা অল্পভাস  
শরীবে অমৃতগন্ধ মুখে স্নিগ্ধ মন্দ মন্দ  
মুকোমল নিবমল নিকমম হাসি।

বিনিমিত-কাশপুশ্প তহু কমনীয়,  
কবতলে করতল পদ্মে যেন পদ্মদল  
বিনীত-নয়না, চাহি পদ্মযুগে স্থায়ী।

নিকটে আসিয়া তাব মৃদল গুঞ্জে  
শমহী কহিল ভাষা জীবিতের দুঃখ-নাশ।  
'তাপিত না হও দেহী ভবতলে কেহ নাহি  
কলঙ্কিত নহে যোবা পাপ পরশনে।

প্রসঙ্গির ক্লেদনে ভুলে নাহি কভু  
যাপন প্রমাদবশে কিংবা বিপুরাণি-রসে  
হেন নর-নারী নাই—হবে নাটকো কভু—

পরিপূর্ণ নির্মলতা এ জগতে নাই,  
পৃথিবী নহে তাহা সে বাসনা এখা স্পৃহা  
গননমণ্ডলে কেহ, ধরিয়া মানব-দেহ  
বদি করে সে বাসনা সে আশা বুখাই।

যত দিন নরকূলে সকলে না হবে  
সই নির্মলতাময় পরিগত রিপুচয়—  
যত দিন কারো চিত্তে বেদবিন্দু রবে,

তত দিন একা কেহ এ ধবগীমাঝে,  
রিপুময় দেহ ধবি কবাসনা পবিহরি  
নিষ্কলক সুধাজলে আন কবি হৃদিতলে  
নারিবে লভিতে জয় পুণ্যময় সাজে।

বিধির নিয়ম ইহা অথও লিখন—  
সমগ্র নরেন জাতি, ধরাতে একত্রে সাখী  
একত্র উদয়গত, একত্র পতন।

যথা অনন্তের পথে গ্রথিত সূক্ষর  
গ্রহ শশী তারাকুল অদৃশ্য বন্ধন মূল,  
কোন গ্রহি যদি তাব ছিন্ন স্নেহ একবাণ  
পাতাল ভূতল শূন্য ছিন্ন চরাচর।

কিন্তু যার বিধি ইহা তাঁরি বিধি শুন,  
ছুড়তির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয়  
পরকালে আছে ভোগ মুক্তি আছে পুনঃ।

চল সঙ্গে দেখাইব সে গতি তোমায়,  
দেখাব তনয়া তব ধ'রে যার শঙ্ক শব  
ভ্রমিলে পৃথিবীপর ভিক্ষুবশে নিবচর  
দেখিবে অদেহ এবে সেই হুঁহিতার।

আগে এ শব্দেব কর দাহ-সংস্কার  
মৃত্যুস্পর্শ দেহ যাঁহা রাখিতে নাহিক তাঁহা  
অ-মৃত জীবের বাসে—বিবিধাক্য দাব।”

কহিল তখন ক্ষুদ্র নরদেহধাবী;  
অমরীর দরশনে সিন্ধু ভীত শুক্ল মনে  
লোম কণ্টকিত কায়া বদনে অনিচ্ছা-ছায়া  
অস্থি-সাব শবে বাহু মেহেতে প্রসারি—

“কেমনে কর গো দেবি অনলেব তাপে  
তাপিব ও কলেবর আশৈশব নিবসর  
মেহে ভিজায়ছি যার হরয় সন্তাপে।

দিয়াছি অমৃত ভবে যাঁহাব বদনে  
পায়স নবনী স্নীব সুশীতল ভক্ষ্য নীর  
সুগন্ধ চন্দন চূষা তাৎসল্য কর্তৃব গুয়া  
সে বদনে বহিছালা দ্বিবি কেমন।

প্রিয়মাছি বহুকাল আশানে আশানে,  
দেখেছি নিদ্রয় মন নব নারী কত জন  
আশানে করিছে দগ্ধ প্রিয়তম জনে,

দেখেছি পরাণে কৈদে কত সূতা-স্রুত  
প্রিয়তম পিতা মুখে সহাগ্রি করেছে স্মৃতে  
স্বর্গরূপা জননীও মুখাগ্রি কবিতা নীর  
আনিয়া ঢেলেছে ভস্মে—শাস্ত্র অমৃত ।

এ নির্দয় প্রথা কেন, ওগো স্বর্গমুতে ?  
প্রিয়তম ভিন্ন আর সুস্মিত নহে সংকায়  
এ প্রথা পালিতে প্রাণ দহে গুণমুতে ।”

সে বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ অমরী তখন  
শব-পাশে ঠাঁড়াইয়া নিজ মুখ অগ্নি দিয়া  
রহিল কঙ্কালবাসি সবে লয়ে মর্ত্যবাসী  
উঠিয়া আকাশে উড়ে করিল গমন ।

### তৃতীয় পল্লব

চলিল গগনপথে অমর-মন্দরী  
কিরণের রেখা-মত শোভা কবি নীলপথ  
স্বধাগন্ধে বায়ুস্তর পবিপূর্ণ করি ।

মুদিত নয়ন, ভীত, কণ্ঠিত শরীর  
অন্ধদেশে দেহধারী এবে শূন্যপর্ণাবী  
মুগ্ধ প্রাণীর প্রায় স্বপনে যেন ঘুমায়  
উঠিতে লাগিল ভেদি অনন্ত গভীর ।

উতরিল অবশেষে অমরী তখন  
গগনের সেই দেশে যেখানে নক্ষত্রবেশে  
অনন্ত কুণ্ডলরাজি করয়ে ভ্রমণ ।

প্রবেশে নক্ষত্রে এক সে তারারূপিনী  
অন্ধ হ’তে আপনার রাবিল নিকটে তাব  
জীবদেহধারী নরে যতনে তাহার পরে  
কহিলা মৃদুরে সুমিষ্টভাষিনী—

কহিলা চাঁহিয়া স্তম্ভ মানবের পানে—  
“খোল চক্ষু দেহময় এ ভূদন শূন্য নয়,  
ভ্রমিতে পারিবে হেথা বণা ধরাস্থানে ।”

সবিস্ময়ে দেহধারী দেবিল তখন  
চারিদিক্ কুহুমর— মর্ত্যে যথা শৈলচর  
উন্নত বিনত তথা কুয়াসা তেমতি সেপা  
নহে সে নক্ষত্র-বপু মণ্ডিত কিরণ ।

আশ্বাসিত চমৎকৃত বিনীত-বচনে  
জিজ্ঞাসে তখন নর “এ কি পুনঃ ধরাপন  
আনিলে আমার দেবী ঘূমারে স্বপনে ?”

অমরী কহিল—‘দেহি, এ নহে পৃথিবী,  
পৃথিবীর অমুরূপ দৃঢ় কুহেলিকা স্তম্ভ  
অশ্বিনী নক্ষত্র নামে ব্যক্ত বাহা ধবাধানে  
এই লোক সে নক্ষত্র—ভুলিও না জীবি ।

যত দেব তারারূপ অনন্ত-শরীরে,  
সকলি ইহার প্রায় দৃঢ় স্থির ধাতুকায়  
দৃঢ় হ’তে দেখা যায়—যথা সে মহীরে—

কিরণের রাশি মত—কিরণমণ্ডল ;  
কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি, অতরল শূন্যবাজি  
মৃদুর ধবার প্রায় দৃঢ়ভূত সমুদায়  
যত জীবিতের বাস—প্রাণিময় স্থল ।

রচিত খনিজরাজি পৃষ্ঠতলদেশ,  
পারদ, রক্তত, সীস শিলা, স্বর্ণ সুসদৃশ  
কত ধাতু মর্ত্যে তাব নাহিক উদ্দেশ ।

কারো পৃষ্ঠে অবিরল কেবলি তুষার,  
কারো অঙ্গে কুহাচর কেহ বা সলিলময়  
কেহ স্তম্ভাকালারূত কারো অঙ্গে সদা স্থিত  
অনল-উত্তাপ তেজ—করিছে বিহার ।

জ্যোতিবিশারদ গুরু ধবাতে বাহারা,  
তাহারাই বহু ক্রেশে দেখে এ নক্ষত্রদেশে  
স্বরূপ কিরূপ কার, কোথায় কি ধারা ।

ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে,  
আমরা অদেহী প্রাণী অস্ত্র নামে শূন্য জাতি  
এ সব বস্তুলাকার ভুবনে যত বিস্তর  
জীবাত্মার কারাগার অন্তরীক্ষতলে ।

তাঁপ বাপা বৃষ্টি ধুম ঝটিকা প্রভৃতি  
যেখানে প্রধান বাহা তারি অমুরূপ তাপ  
ইহারের নাম হেথা—যার যে প্রকৃতি ।

দেহত্যাগে জীব-আত্মা পরমাঙ্গা-দেশে,  
বাহার যে ভূঃখল ভূজিবারে সে সঙ্গ  
যেখানে আদেশ পায় সেই সে মণ্ডলে  
পৃষ্ঠতল ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে ।

যতকাল শেষ নহে জীবন-আশাদ  
দুঃখতাপ-শিখানলে ততকাল সেই স্থগে,  
থাকে সে পরাগীপুঞ্জ ভুলিতে বিবাদ।

সে লালসা নির্ধাপিত হয় যেই ক্ষণে  
সেইক্ষণে মুক্ত প্রাণী তেয়াগি শরীরী-প্রাণি  
দগা-আভা অবরবে প্রকাশিত পুনঃ সবে  
ত্যজরে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে।

তাদেবি অঙ্কের শোভা কিরণ-আকাবে,  
দাঁপি কঁাপি ঝিকি ঝিকি তারা-অঙ্কে ধিকি ধিকি  
চমকে মানব-চক্ষে শরীরী আধারে।

পাপমুক্ত প্রাণিবৃন্দ বিহরে তখন  
রক্ষাও বেটন করি তাপিতেব তাপ হরি  
চিত্তব্রতে সদা রত আপন সামর্থ্য মত  
বিধির বাহিত্তি কার্য্য করিতে সাধন।

কত হেন মুক্ত জীব মানবমণ্ডলে  
দ্রমে নিত্য নিশাকালে ঘূচাতে জাস্তিবে জালে  
দেখাতে সরল পথ বিপথী সকলে।

কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন,  
বিধি রাসনা যেথা গঠিতে নূতন প্রথা  
নূতন আকাশ তারা পৃথিবী নূতন ধাবা  
নব রবি নব শশী নূতন ভূবন।

যে লোকে এখন তুমি ঠাঁড়য়ে মানব,  
কৃদালোক এই স্থান কপটী পাপীর প্রাণ  
নিহিত ইহার গর্ভে—সুপ্ত প্রভা সব।

মিথ্যা ভাষা প্রবঞ্চনা করিয়া ধারণ  
যে প্রাণী ধরণীপরে অস্ত্রেতে ছলনা করে  
সকল পাপের মূল সেই সব জীবকুল  
এই লোক-কঠরেতে ভুঞ্জে দ্বিগীড়ন।”

জীবিত জিজ্ঞাসে তাঁর—“কোথায় সে সব,  
না দেখিত কোন দেহ কোথায় না দেখি কেহ  
কেবলি কুহেলি-রাশি—নিবিড় নীরব।”

“সঙ্গে এসো এই পথে”—বলি দেবী শেব  
জীবিতের আগে আগে চলিল সে তলভাগে  
বয়স দেখারে তারে; আসি এক গুহা-দ্বারে  
অন্ধকারে গুহা-পথে করিল প্রবেশ।

## চতুর্থ পল্লব.

প্রবেশি গহ্বর-মুখে শুনি শরীরী  
যেন কত প্রাণিরব একত্র মিশিছে সব  
কলরবে সে প্রবেশ পরিপূর্ণ করি।

নিবিড় অরণ্য যথা মাকত-নিম্ননে  
পত্র ঝব-ঝর স্বরে, সর্সদিক পূর্ণ করে,  
তেমতি অক্ষুট নাদ, ঘন স্বর সবিবাদ  
বহে শ্রোত নিরন্তর সে ঘোর ভুবনে।

ধুমবর্ণ বাষ্পরাশি—গাঢ়তর ঘন—  
দ্রমে সে প্রবেশময়, সর্সত্র প্রসারি বয়  
তমাবৃত নিশামুখে যেমতি গগন,

কিংবা যথা হিমন্তু প্রদোষ সময়  
গাঢ় কুহেলিকা জাল ঢাকে মহী তরু ডাল  
সরোবর পথ ঘাট শূঙ্ক গিরি নদী মাঠ  
ধূসরিত ক্রোধে লুকাইয়া রয়;

তেমতি কুলৌচ্ছন্ন নিবিড় সে দেশ;  
গোধূলি-আলোক-মত ধীর-ভাতি দূরগত  
কদাচিত্ স্থানে স্থানে করিছে প্রবেশ।

আলো-অন্ধকারময় বিশাল ভূবন,  
জটিল কুটিল গতি নানা দিকে নানা পথি  
চলেছে কিরিছে ঘুরে, এই লক্ষ্য কিছু দূরে  
প্রবেশি তাহাতে কিন্তু অসাধ্য ভ্রমণ!

অসাধ্য ভ্রমণ যথা কোন সিদ্ধযোগে  
বিদেশী ব্রাজক হবে বুদ্ধি হত স্তম্ভ রবে  
কাশী বয়ে—নিক্ষেপিত একা নিশিযোগে।

সত্যত আলিত-পদ শরীরী মানব  
চলে অমরীর পাছে ধীরগতি কাছে কাছে,  
চলিতে চলিতে ধীরে হেরে অন্ধকারে কিরে  
কত দিকে কত জীব সংখ্যা অসম্ভব।

হেরে দেহধারী ভরে রোমান্তিককার—  
কবন্ধ সদৃশ সব বক্রগ্রীবী ক্ষীণরব,  
পশ্চাতে ইটিয়া চলে পৃষ্ঠভাগে চায়।

না পায় দেখিতে অগ্রে—নেত্র নাসা মুখ  
ঘুরান পৃষ্ঠের দিকে কেহ নাহি চলে ঠিকে  
বুকলে বায়ুর মত ঘুরিয়া বেড়ায় পথ,  
বাক্য-নিঃসারণে যেন কতই অসুখ।

চলে সবে করে চাপি কঠিন কর্ণে  
কণ্ঠতল মুহুমুহু, বেদনা যেন দুঃসহ  
নিয়ত ব্যথিছে কণ্ঠ স্বাস-প্রসারণে!

এত জীব চলে পথে চলিবার স্থান  
কষ্টে অতি মিলে নরে; চলিল পথির পরে  
জটিল জনতা ঠেলি শতপদ যেন ফেলি  
শতপদ বন্ধে চলি করে প্রয়াণ।

দেহের উত্তাপে তাবে জানি জীবকুল,  
ভগ্ন কীণ ক্ষুদ্র স্বর, পল্লবে যেন মর্মর  
নির্গত নিখাসপথে—ব্যথায ব্যাকুল,

কহিল—শরীরী প্রাণী হুল দেহ তব,  
ভূমি কেন হেথা নব হৃদয় এ গুহাস্তর  
কোথা আদি কোথা অন্ত না পাইবে সে তদন্ত  
এ গুহা গহ্বর, নব দুর্গম ভৈবব;

কতকাল(ই) আছি হেথা ভ্রমি এই ভাবে  
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত তব পদে পদে ভ্রান্ত  
চিনিবারে নারি পথ—ভূমি কোথা পাবে?

আলোকে ভ্রমণ সদা অভ্যাস তোমার,  
ওহে দেহধারী নর শীত তাজ এ গহ্বর  
আত্মায় দেহ ধবি আমরা ভ্রমণ করি  
আমাদের নেত্রপথে নিশি এ আধাব।

নিবারি ফিরিয়া যাও।—কখন শরীরী  
কহিল “হে আত্মায় তব চক্ষে দৃশ্য নয়  
আমি কিন্তু বাব এই অন্ধকার চিরি,

সঙ্গে হের কে আমার।”—বলিয়া সঙ্কেতে  
দেখাইল জ্যোতির্ময়ী, নিরখি সবে বিশ্বরী  
শশব্যস্ত আধাস্তর বদনে বিস্তারি কর  
পলায় পাণাঙ্গাগণ নিশি যথা প্রোভে;

কিংবা পিপীলিকাশ্রেণী দলিলে চরণে  
চৌদিকে যেকপে ধায় সেইরূপে হেরি তার  
পলাইল পাতকীরা সে কুহা-গহনে।

প্রবেশে গহ্বরমধ্যে অমরী পশ্চাতে  
শরীরী পরাণী এবে চলে ধীবে ভেবে ভেবে  
কাতর অন্তরে অতি ভয়ে ভয়ে করে গহি  
দেখে জলে গুহালোক—দাঁপ বথা বাতে।

না যাইতে বহুদূর শবীরী হেরিল  
বদনে গুহানারত আত্মা দেহী শত শত  
চলে ধীবে, কতু ক্ষত, কখন শিথিল,

চলে পথে, চলনের গতি চমৎকার—  
যষ্টি বাডাইয়া ধীরে পদ ফেলি দেশে ফিরে  
এই চলে একধাবে মুহুর্তে অপর পারে  
ক্ষেপে পূর্ক, ক্ষেপে পরে পশ্চিমে আবার।

শরীর-গুহনে ছাপ কত রঙে আঁকা,  
কি যেন কক্ষের তলে লুকায়ে সতর্কে চপে  
খঞ্জ গতি—কক্ষে যেন বিদ্রিছে শলাকা।

আচ্ছাদন অবয়ব ভাষা বর্ণ বেশ  
দেখিল বত প্রকাব বিভিন্ন সে সবাকার  
দেখিয়া ভারিল দেহী দবা ব্যুৎ শূন্য-গেহী—  
এত জাতি এত জীব ভুঞ্জে দেখা ক্রেশ।

নিকটে আসিবারাম্ভ মিষ্ট আলাপন  
মুহু সন্তোষণ করি ক্রতগতি অগ্রসরি  
দাঁড়াইল হান্তমুখে শত শত জন।

এত মধুপূর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই—  
যেন বা মিত্রতা কত স্নেহ-মায়ী পূর্কগত  
অরি যেন হৃদিতল কতই সুখ-বিহীন  
তত আপনার আর কেহ যেন নাই।

চাহি অমরীর মুখ মানব তখন—  
“হে দিব্যাদি! কহ এ কি নেত্রে না কখন দেখি  
জন-প্রাণী ইহাদের, তবে কি কারণ

এরূপে সন্তোষে সবে?”—জ্যোতির্ময়ী বরে  
“ও কথা শুনো না কানে চেয়ো না ওদের পানে  
ওরা জীব নরায়ণ!” বলিয়া ঘুচাতে দূর  
মুখের গুণি তুলি দেখায় সকলে;

নরদেহী চমৎকৃত ত্রাসিত অন্তরে,  
সবারি ললাটভাগে দেখিল অঙ্কিত দাগে—  
“প্রভারক”—লেখা দগ্ধ-শলাকা অক্ষরে।

তখন জীবাগ্ন্যাগ্ন কাঁপিতে কাঁপিতে  
উরুপদে নিয়শিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে  
কবে ঘোব আর্তনাদ না পারে ফেলিতে পাদ  
কঙ্কখাসে উড়ে যেন না পারে থামিতে—

মুখে বলে “হায় হায় ধরায় তখন  
কেন বা চাতুরী করি পরের সর্বস্ব হবি  
বাণিয়া জীবনকাল—ভুঞ্জি এ ষাতন।”

রোষ-কষায়িত-নেত্রে অধর-স্বরূপে  
দগ্ধভাব বিলেপিত অমরী চলে অবিত  
দানব-দেহীরে লয়ে। পশ্চাতে বিম্বিত হয়ে  
শরীরী চলিল ধীরে সে কুহা-গহনে।

চলিল—ধীর কর্তব্য-আত্ম-কোলাহলে,  
কেহ নাহি শুনে কার, সম্ভাষে সবে সবায়  
বিকলিত কতরূপ অক্ষুট কাকলে।

চলেছে সে আত্মাগ্ন নিরানন্দ মন,  
চলিতে চলিতে হায়, অন্তত ভীম প্রধায়  
হিম গ্রীবা সহ তুণ্ড অস্ত্র কাঁধে বসে মুণ্ড  
কার মুখে কার জিহ্বা ভীষণ দর্শন!

অন্ত নাই—শান্তি নাই—গতি অবিচ্ছেদ  
নাথে মাঝে ঘোরতর মুখে বেদনাব স্বর  
নিশাচর প্রেত-প্রায় তম করে ভেদ।

জিজ্ঞাসে অমরী চাহি দেহধারী প্রাণী  
কি কারণে আর্তনাদ করে এরা—কি বিষাদ  
কি তাপে অন্তর দাহে কেন বা ওরূপে চাহে  
বনভ্রষ্ট যুথ যেন হেরে অরণ্যানী ?”

কহিলা অমরীমূর্তি—“করিছে ভ্রমণ  
এই সব জীব হেথা কত কাল এই প্রথা  
এই কথা মনে হবে করয়ে স্মরণ,

যখন হৃদয়তলে প্রবেশে প্রত্যয়—  
না পাবে উদ্বেগ স্থান না পাবে পথ-সন্ধান  
হিমরূপে দূরে খালি হইবে চক্ষুর বালি  
প্রকাশে তখন স্বরে নিরাশের ভয়।

দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিৎ  
কঃসহ সে ষাতন, কি নিরাশা সে কলনা  
বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত।

মিথ্যুক পাপায়া এবা—ধরাতে থাকিয়া  
জড়ারে অসত্য-জাল কাটিলা জীবনকাল  
এবে ভুঞ্জি ফল তার, এখনও চিত্তবিকার;  
দ্বিধাননে জলে নিত্য এখানে আসিয়া।

চল আগে—“এলি দেবী হয়ে অগ্রসর,  
দাঁড়াইলা এক স্থানে, শরীরী উৎসুক প্রাণে  
পুনর্বার চারিদিকে চাহিল সত্বর।

দেখিল সম্মুখে এক ভীমাকার বন,  
ঘনতর কুয়াসায় আবৃত সে বনকার  
দেখিল জঠরে তার করিছে ভ্রমণ।

কত জীব-দেহচ্ছায়া কত রূপ ধরি,  
কদলীপত্রের প্রায়, সত্যত কম্পিত হায়,  
ভীত-দুষ্টি মন-ক্লেশে ছেরে সদা পৃষ্ঠদেশে—  
পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটো দণ্ড ধরি;

সে বনের চতুর্দিকে বিকট নিনাদ  
উঠে নিত্য বোরোচ্ছ্বাসে আত্মাকুল মহাত্মাসে  
করে ঢাকি ক্রান্তিল করে আর্তনাদ।

বিকট বিদ্যুৎছটা মাঝে মাঝে তার  
পড়ে অরণ্যের গায়, আত্মাকুল দগ্ধপ্রায়  
হা হতোহস্মি শব্দ করি বৃক্ষ-বিবরেতে সরি  
লতাগুচ্ছ অন্ধকারে আতকে লুকার।

সেখানেও নাহি শ্রান্তি ষাতনা সন্ধান ;  
বিবর-কোটার-গার যেখানে লুকাতে যায়  
সেইখানে গন্ধকীট উড়ে চারিপাশে,

কর্ণমূল গওদেশে কটুল ঝঙ্কারে,  
ভ্রমে সদা লক্ষ লক্ষ, ছড়ায় বিবাক্ত গন্ধ,  
উড়ে উড়ে চারিধারে আকুল করে ঝঙ্কারে,  
ব্যথিত জীবাগ্নাকুল দংশন-প্রহারে!

দেখে নর আত্মা দেহ সে বন-স্তিতরে  
কত হেন গরি-কুটে, নদী, গুহা, গভাপুটে  
কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপে বিবরে বিবরে।

বিবর ছাড়িতে নাহে বিদ্যুতের ভয়ে,  
ভিতরে দুর্গন্ধময় কর্ণমূলে ক্রমিচর  
ঝঙ্কারে বিষন্ন ভানে বধির করিয়া কানে  
অধীর জীবাগ্নাকুল বিবর-আশ্রয়ে।

হেন অন্ধকার দেশ যেন নেএ পথে  
গুরুতর কোন ভার দৃষ্টি রোধে অনিবার  
না সরে, না হয় ভেদ, কভু কোন মতে !

কত আত্মা সে দুঃসহ তিমির-পীড়নে  
করি ঘোর আত্মধ্বনি বিদ্যুতভা প্রায় গণি,  
বিবর ছাড়িতে চায় ছাড়িতে না পারে তার,  
এবে তমসায় অন্ধ দৃষ্টির বিহনে !

দেহধারী মানবেরে অমরী সম্ভাবে—  
“নিরানন্দ এই সব জীববৃন্দ হে মানব,  
দেখিছ এখানে যত ভীত হেন আসে ,

কুটজীবী প্রবঞ্চক যতেক দুর্ভাগি,  
ধরাভলে বঞ্চনায় ছলিলা কত প্রথায়  
আপন হিতের তরে সত্য পরশ হয়ে  
হের হে সে পাপীদের হেথা কিবা গতি ।

হের কি দুর্গতি কিবা বিশেষ মুরতি !  
জীবনে দুহুতি যত আগে ছিল স্মৃতিগত  
এবে কীটরূপে শত বধিরিছে স্রুতি ।

না পারে সহিতে পূর্ব আলোকের ছটা,  
কিরণ দেখিলে কাঁপে নিত্য দহে চিত্ত-তাপে  
অদেহি-চিন্তের দাহ— দুরন্ত বিষ-প্রবাহ  
ছুটিছে অন্তর-তটে করি ঘোর ঝটা ।

দেখ দেহী অই স্থান—“বলিয়া আবার  
অমরী দেখায় তার সেই দিকে ধীরে ধায়  
দেহধারী নিরখিল সঙ্ক্ষেতে তাঁহার ।

দেখিল মরু-প্রান্তরে জীবাশ্মা ছুটিছে  
পতঙ্গপালের মত মধ্যস্থলে কুপগত  
কত জীবাশ্মার রাশি খেদবাণী পরকাশ  
কুপগর্ভে নিরন্তর অনলে পুড়িছে ।

কুপের নিকটে তবে অমরী আসিয়া  
দেখাইল মানবেরে, স্তম্ভিত শরীরী হেরে  
অনলের ক্রমে জীব চলছে ভাসিয়া ;

সুদ্রবুধ, কুপগর্ভ বিশাল ব্যাদান,  
লক্ষ লক্ষ অহি তার অনল মাখিয়া গায়  
লোল জিহ্বা প্রসারিয়া লেহিছে জীবাশ্মা-হিরা  
নাচিয়া প্রমথগণ করিছে সন্ধান ।

বিকট কাশ্মুক ধরি তীক্ষ্ণতর শর  
কুপগর্ভে নিরন্তর আত্মাকুল জরজর—  
শরজালা অহিন্ত-দংশনে কাতর !

যখন অস্থির সবে তীব্র বেদনায়  
অন্ধকারে দৃষ্টি করি কুপ পার্শ্বে ধবি ধরি  
উদ্ধেতে উঠিতে যায় তখন সে সবাঞ্চা  
ভূতগণ শর ফেপি গহ্বরে ফেলায় ।

ছায়ারূপী কত আত্মা সে প্রান্তরময়  
শীর্ণ-ক্লিষ্ট হৃদযাস হৃদয়ে হত বিশ্বাস—  
কাহাব কথায় কেহ না করে প্রত্যয় ।

জননী বিশ্বাসী নয় আপন তনয়ে ।  
পুত্র না প্রত্যয় যায় পিতা দ্বিধা তনয়  
অবিশ্বাসী পতি-প্রিয়া অবিশ্বাসে দগ্ধ হি  
মিত্রে না পরশে মিত্র প্রতারণা-ভয়ে ।

আত্মাকুল এই ভাবে ভ্রমে সে কান্তাবে,  
প্রান্ত্র হয়ে কভু ধায়, লভিতে তরু-আশ্রয়-  
পল্লব শোভিত তরু কান্তারের ধারে ।

তরুভলে আসে বেই, ভুলিয়া মর্ম্বর  
হেন বিবাদের স্বর ধরে লতা-পত্র-খ  
যেন বা উন্নত বেশ কেহ তকমল-খে  
কেহ শাখা পত্র ছিঁড়ে অধৈর্য্য কাতর ।

তখন সে পত্রদল বৃশ্চিক-আকারে  
শূন্য হ’তে নিত্য করে জীব-আত্মা দেহ’পা  
বিষাক্ত দংশনে দগ্ধ করয়ে সবারে ।

পলায় জীবাশ্মাবৃন্দ উধাও হইয়া,  
বদন বিকৃতাকার নিকটে না আসে আ  
ভ্রমে তমোময় পথে অপূরিত মনোরণে  
গহ্বরের কুহেলিতে অদৃশ্য থাকিয়া ।

অমরী শরীরী চাহি কহিলা—“হে দেহি,  
এই ভ্রম বিষগর্ভ ; শাখা, শিখা, পত্র, পল্লব  
তীব্র বিষপূর্ণ—গন্ধে নাহি জীয়ে কেহ ।

ধরাতে ‘উপাস’ নামে এ তরু আখ্যাত,  
যে বার ইহার তলে যে পরশে পদদে  
যে শরীরে পড়ে ছায়া তখন সে জীব কা  
নির্ধাত জীবন-মূলে তখন আঘাত ।”

হেবিলা ধরিত্রীবাসী সে গাঢ় কুম্বাসা  
সব আচ্ছন্ন যায় দুঃখ প্রভা চটায়,  
কখনও উড়িয়া যায়—দিশি পরকাশ।

তখন গহ্বরগত জীবাত্মা-মণ্ডলী  
চাপে যে দুর্গতি কত দেখিলে হৃদয় হত  
ডি কুড়রাশি প্রায় প্রায় অবগা ছায়,  
নতগ্রীবা ভক্তলে করিয়া কুণ্ডলী।

না পারে দেখাতে মুখ কেহ অস্ত্র কাবে,  
ভীত জীর্ণ কায় সেট সব জীব-ছায়া  
নিশ্চল—নির্ঝক - যেন ভুজঙ্গ বুঝারে।

যমদূত ভয়ঙ্কর আসিয়া তখন  
ত্যেক কুণ্ডলীকৃত পাপাত্মায় করি মৃত  
ত্রালোকে তুলি মুখ, খুলিয়া দেখায় বৃক—  
হেরিয়া শরীরী ভয়ে পাণ্ডুর বরণ।

যচ্ছ শব্দটকের প্রায় হৃদয়ের তল,  
ধা যায় সে কিরণে— লেপিত যেন অঙ্গনে  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ছিঁড়-পূর্ণ কতস্থল।

আপনি ফুলিছে কত আপনি ফাটিছে  
ই সব ছিদ্রমুখ ছিন্ন-ভিন্ন করি বৃক,  
চন্দ্রাব মাখি গায় কোটি ক্রিমি ভ্রমি ভায়  
ছিদ্রে ছিদ্রে ছুটে ছুটে কলিজা কাটিছে।

কত ভীতিপূর্ণ স্থান হেরিলা শরীরী  
কজাঝটিকায় সে ঘোর পাপি-আলয়  
অমরীর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে ফিবি।

পমিত্তে লাগিলা দেবী দেখায়ে নববেবে  
তিনে খ্যাতিমান কত মিথ্যাকের প্রাণ—  
রিক ছদ্মভাবী বকধর্মী আত্মরাশি—  
এখন নিরুদ্ধ সেই গহ্বরের ঘেরে।

দেখাইলা মানবের অমরী সেখায়,  
বিবরেতে স্থান বসি কোন নরপ্রাণ  
দন্ধ-কণ্ঠ গতখাল টানিছে জিহ্বায়।

বসিয়া “তৈত্থস ওঠ” বিকট বদন,  
মৌ অবিরত উড়িয়া পড়িছে কত  
ধূপ নাসিকায়, তাড়াইতে সে সবার  
অজস্র অজস্র খারা খুঁরিছে নয়ন!

শূন্য হ’তে অনিবার্য গিগ্ধ ভয়রাশি  
উত্তপ্ত করবৎ রোধি নাসা ওষ্ঠপথ  
ব্রহ্মতালু-তল দঙ্ক ক্রাব-ভয় গ্রাসি!

কবে কবতল ঘাতি প্রেতরূপদারী  
চাবিদিক্ ঘেবি তার, ছাড়ি বোর হুঙ্কার,  
শব্দে বিদারিছে প্রাণ বদ্ধমূল নিরুত্থান  
মৌনীভাবে কীদে জীব উঠসে প্রহারি!

হেরিল অমরীবাণ্যে অস্ত্রে চাহিয়া,  
বদনে জড়ান কর “এক্টনি” বিশ্বরস  
“কাইসরের” মৃত তহু সম্মুখে পড়িয়া,

বদনে বিলাপ করে হৃদি বিদারিয়া;  
সে প্রাণী কাছে তখন, আসিয়া শুনিল ধ্বনি  
শুনিল এ নহে তাহা “সপ্ত গিরি বোমে” বাহা  
কপটী শুনায়েছিল জগৎ মোহিয়া।

অস্ত্র দিকে হেবে ফিরে গহ্বর-ভিতরে  
ললাটে গভীর রেখা ঘূবিছে জীবাত্মা একা  
বোরে যথা অন্ধ বুঝ তৈলচক্রে ধ’রে।

ভ্রমে জীব শলাবিক্রম যেন নেহারি,  
পৃষ্ঠরেখা বক্রভাবে ওষ্ঠাধরে লাল্যাব  
সম্মুখেতে শিলাতলে রেখাক্রান্ত অশ্রুজলে  
বাসনের পাখী বুঁট পড়েছে প্রসারি।

শরীরী জিজ্ঞাসে—“কার আত্মা এ পরাণী?”  
অমরী কহিলা তায় কটাক্ষ কট প্রত্যয়  
“ভাবত-কলঙ্ক আই কুটিল শকুনি।”

বলিয়া নির্দেশ কৈলা হেলায়ে অঙ্গুলী,  
শরীরী ফিরায়ে আঁখি সেই দিকে দৃষ্টি রাখি  
হেরে এক কৃষ্ণাসন ক্রোম-পূর্ণ কৃগঠন,  
শৈলের অঙ্কেতে গাঁথা—শূন্য কেতু তুলি।

‘এখন আসন শূন্য’ অমরী কহিলা,  
“কিন্তু ঐ শিলাখণ্ডে বিধির বিহিত দণ্ডে  
সত্যক্রপী যুধিষ্ঠির সন্তান ভূজিলা,

একমাত্র মিথ্যাবাদী বলিয়া জীবনে—  
সেই পাপে এ আলয়ে মনস্তাপে দগ্ধ হয়ে  
কৃত্যপুত্র ধর্মধর ষাপরে প্রসিক্ত নর  
সে পাপ খণ্ডিলা আসি এ তাপ-ভুবনে।



তারি চিহ্ন হেতু এই শিলার আসন  
চিরন্তন বন্ধ হেথা অলঙ্ঘ্য নিরম প্রথা  
জানাইতে শৈল-অঙ্কে কেতু নিদর্শন।

দেখ, দেখি, কত আশ্রা সন্ধানিত এবে  
কানিছে ওখানে বসি নেত্রমণি গেছে বসি  
মুখে শব্দ হাহাকার প্রবণে কীট-অঙ্কার  
জীবনে অসত্য খল ছলনায় সেবে।”

পরিহারি সে প্রাদেশ চলিলা দক্ষিণে,  
অকস্মাৎ কোলাহল যেন চলে শ্রোত-জল  
চতুর্দিক্ হ’তে সেথা প্রবেশে অবণে।

এত অকৃতম কুহা সে দুর্গম স্থানে;  
কোথা হ’তে কোলাহল কোথা বা আশ্রা সকল  
কিছু নাহি দৃশ্য হয়, খালি ভীতি-শব্দময়  
কলরব ভয়ঙ্কর প্রবেশিছে কানে।

সেখানে পশিতে নর দেখিল সভয়ে  
জ্যোতির্ময়ী কণে কণে যেন দিগায়ুক্ত মনে  
ভাবে কোন্ দিকে পথ কুহা অন্ধ হরে।

হেন রূপে চলে দৌড়ে—শুনে অকস্মাৎ  
পশ্চাৎ পারশব্দ উচ্চনাদে পূর্ণ হয়  
যেন আশ্রা কত জন অন্ধকারে অদর্শন  
বলিতেছে ঘোরস্বরে বচন নির্ধাত—

“সাবধান—সাবধান, সম্মুখে গহ্বর  
অতল পাতালস্পর্শ অসীম ভীম দুর্দ্বব  
কে যাও নিরন্ত হও—নহিলে সত্ত্ব

পড়িয়া প্রপাত-মুখে ছুটিবে এখনি  
সে অতল তলদেশে কে যাও শরীর-বেশে  
কান্ত হও—কান্ত হও অইখানে স্থির হও  
পাদমাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তথনি।”

কপালে ঘর্ষেব বিন্দু শুদ্ধ কলেবর  
শরীরী দাঁড়ারে সেথা নেহারে অপূর্ব প্রথা  
দ্রুত প্রপাত ছোটে শব্দ ভয়ঙ্কর।

নেহারি পাতালদেশে দেহীর পরাণ  
আকুল হইল ভরে যেন যুগীগ্রস্ত হরে  
হেরে যুরে শূন্যদিক্ নেত্র-পাতা অনিমিস  
পড়ে পড়ে যেন শ্রোতে হারাইয়া জ্ঞান।

দেখিয়া অমরী নরে ধরিল তখনি,  
মূর্ছিতে দিলা চেতন শরীরী বিহ্বল ম  
কহিলা “না থাক হেথা হে দেবনন্দিনি,

অন্ত কোথা লয়ে চল—দেখ দেখে চাহি।  
অমরী ভাবিয়া ভুথ হেবে লোমকূপ  
কণ্টকে আচ্ছন্ন যেন পুলকিত দেহ  
কহিলা আশ্বাসি নরে “প্রয়োজন নাহি

প্রবেশি এ দুর্গমেতে—ও গুহা গহিত,  
বিধির বিধান-বলে, আশ্রা কল-অশ্রয়  
পরিপূর্ণ চিবকাল—নিত্য উচ্ছ্বাসিত।

বিষম ভ্রূখের ভাগি বিধাসঘাতক  
মর্ধ্যলোকে যত জন, মিরঘাতী ক্রুব মন  
অই পাতালের তলে চল যাই অন্তর্য  
নিরপিতে অকরূপ পাপের নবক।”

## পঞ্চম পল্লব

উদ্ভিগা অমরী এবে অন্ত তারা-লোকে  
অন্ধ হ’তে রাধি নরে কহিলা সুমিষ্ট হবে  
“স্বাতি নামে ধবাতলে বলে যে আলোক,

এই সে নক্ষত্র দেখ।”—নেহারে শরীরী  
নিরন্তর বৃষ্টিধারা পারদের ধাবাকাং  
সে ভুবন-শূন্য-তলে যথা আবণেব ভগ্ন  
স্নাত মহীতলে সদা বায়ু বন গিরি।

পড়ে ধারা কণকাল নাহিক বিরাম—  
পড়ে সে ভুবনময়, জীব-আশ্রা দৃশ্য নয়,  
হিমালীর মরু যেন নীরদেব ধাম।

প্রবেশিল নরে লয়ে অমরী তখন,  
অন্তর-ভিতরে তার, হেরে দৃশ্য ভীমাকার  
শরীরী কম্পিত দেহ কপালে স্বেদেব গ্রেহ  
দেখা দিল বিন্দু বিন্দু—নিশ্চল নয়ন।

দেখিল অলিছে আলো সে লোক-অঁঠা  
রক্তবর্ণ বনচ্ছটা চারিদিকে ভীষণতা  
নিশাকালে অলে বধা বেলাস্বস্তপরে,

উৎকট লোহিত আভা--জ্ঞানাতে নাবিক  
কোথা গিরি জলময়, কোথা দিকু পোতভয়  
বুদ্ধায়িত জলতলে কোথা বা ভাঙ্গিয়া চলে,  
চঞ্চল বালুচর--বসন্ত কোন্ দিকে।

অথবা শৈল-শিখরে যুদ্ধকালে যবে  
জ্বলে ঘোর দীপ্ত জ্বালা সৈনিক গ্রহরমাণা  
কুহাবৃত নিশিকোলে লুকায়ে নীরবে।

সে আভার প্রতিভাতি অণুমান্ত্র ভাব  
ব্যবহে দেখেছে বার, নিশীথের তারাকাবা  
বক্তবর্ণ কাচপিণ্ড ধরি যাহা পোতদণ্ড  
ভাগীরথী-জলে ভাসে জানায়ে প্রভাব,

দেখিতে তেমতি ছটা, অথবা যেরূপ  
লৌহ অথ ধায় যবে ত্রিষাময় ঘোর রবে  
যামিনী, ধরণী শূন্য করিয়া জিহ্বা,

ধব ধব জলে আভা কেশব-পুচ্ছতে  
চলে যেন অজ্ঞার রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর,  
ধব ধব হেবাভাস বহে নাসিকায় ধ্বাস  
নানা জাতি নরবুলে উড়ায় পৃষ্ঠেতে।

জলে সেইরূপ আলো প্রচণ্ড উৎকট,  
প্রভাতেই যেন তাব চাবিদিক-অন্ধকার  
অলসিত-চক্ষু নব ভাবিল দৃষ্ট!

কম্পিত শব্দবি-দেহ আলোক নিরবি,  
সর্বদা শরীরময় ভয়েতে তেমতি হয়  
ঘুমাইয়া অকস্মাৎ অহি-দেহে দিয়া হাত  
অন্ধকার গৃহে যথা আগিল চমকি।

না যাইতে বহুদূর স্তনে ঘোর নাদ  
উজ্জ্বল আত্ম-মুখে--শেল বিকটে যেন বৃকে--  
শুনিলে তেমনি যেন চিত্তে অনাহ্বার।

শুনিল উঠিছে স্বর, শ্রবণ বিদারে--  
আহি জ্বাহি জ্বাহি জীব! নিবে নিবে নাহি নিবে  
কি দুরন্ত দাহ অরে, দহে দহে স্তরে স্তবে  
কি আছে ব্রহ্মাণ্ডমাত্রে এ তাপ নিবাবে!

আর্তনাদ শুনিল নর আত্মাময়ী সনে  
চাণল যে দিকে স্বর, হেরিল হয়ে কাতর  
আর্তনাদকারী সেই আত্মাদেহিগণে।

দেখিল লগাট বৃকে "হত"—চিহ্ন লেখা  
দগ্ধ লৌহ শূণ্যধাবে! নিরখিল সে সবারে--  
নিশ্চক্রে দেহের পর অঙ্গাব সদৃশ কর,  
অঙ্গ অবয়ব চক্ষে নিবাশাব রেখা।

তাদের নিকটে আসি শরীরী পরাণি  
কহিল--"হে জীবময়, আমাদের গতি নয়,  
হেরিবারে তোমাদের এ দুর্গতি মানি;

সে নিষ্ঠুর কৌতুকের পরবশ নহি;  
এসেছি খুঁজিতে তার, হারারেছি মত্তো যায়  
এসেছি মায়ার ডোরে বন্ধ হয়ে এই ঘোরে,  
আমিও ধরেছি দেহে জীবনের অচি!

জানি জালা, আত্মময়, সন্তাপে কেমন  
শরীরীর সাধ্য বাহা কহ এবে শুনি তাহা  
বলিতে সে কথা যদি না থাকে বাবণ;

কহ কি কারণ সবে বিরক্তের প্রায়?  
কি হেতু দেহের পব একপে নিবন্ধ কর?  
কাবও পৃষ্ঠে, কারও বৃকে, কারও কটি, জজ্ঞা, মুখে  
ভ্রমণ শয়ন গতি পশুর প্রথায়?"

বুঝিলা কণ্ঠের স্ববে জীবাত্মা-মণ্ডলী,  
নরে দেখি নিরিগিয়া, নেত্রকোণে দগ্ধ হিয়া  
অশ্রুধারারূপে যেন উথলিল গলি।

কহিল, "হে দেহধারী, জীবের যত দিন  
লিখ জীবনের মূলে তপ্ত শলাকার শূলে  
এ দগ্ধ জীবের কথা-- কেন হেথা হেন প্রাণ  
আমাদের আত্মাময় জীবন মলিন।

ছিলাম ধরণীধামে আমরা যখন  
তোমারি মতন দেহে, দয়া, মায়া, ক্ষমা, স্নেহ,  
না দিয়াছি ফণিতলে আশ্রয় তখন,

অর্থ-পদ লালসাতে, লোভের দহনে,  
অন্ধ হয়ে জীব-দেহে, দুবে কেলি দিয়া স্নেহে,  
যেথা কৈলু অঙ্গাবাত সে অঙ্গে তাহার হাত  
নিবন্ধ এখন, হায়, অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

সাধ্য নাই, আশা নাই, খুলিতে--তুলিতে,  
বক্র ভঙ্গ বিকলাঙ্গ আশা মোহ শান্তি দাঙ্গ  
ছিন্ন দেহে ছিন্ন জীব হতেছে কাঁদিতে।"

বলিয়া উচ্ছ্বাসে সবে ভীষণ চীৎকার।  
শুনিয়া শরীরী নব শ্রবণে তুলিল কর  
সেবক মরম-ভেদী আন্তনাদ আঘ-চ্ছেদী  
ধরাতলে নাহি কিছু তুল্য তুলনাব।

অমরী-আদেশে এবে ছঃষিত মানব  
চলিল হৃদয় চাপি তেয়াগি সে মহাপাপী  
খেদপূর্ণ আত্মাকুল সেখানে যে সব।

ক্ষেণক চলিতে পথে নাসাবজ্ঞ পুরি  
উঠিল এমনি ঘ্রাণ হেন তীব্র অহুমান  
অস্থির শরীরী জীবী ; দেখিয়া ব্যুৎপা দেবী  
নিবারিলা সে দুর্গন্ধ সুধাগন্ধ ব্যুরি।

কহিলা আশ্বাসি—“দেহী না হও ত্রাসিত,  
দেহেতে বা কিছু ক্লেশ যখন হবে প্রবেশ,  
তখন কহিও তাহা হবে নিবারিত।”

বলি পুনঃ অগ্রসর ; পশ্চাতে শরীরী  
বাকশূন্য মন্দগতি চলিতে লাগিল পথি ;  
চতুর্দিকে নিরখিল দেখিতে অতি পিচ্ছিল,  
কথিতাক্ত মৃৎ যেন রয়েছে বিস্তারি।

নিকটে আসিয়া আরও দেখিল মানব  
ছুটিছে সে মৃদবৎ যথা সিদ্ধ অর কথ,  
বান্ধাকারে ধ্রু তায় উখলি ছুটে বেড়ায়  
ছুটে ছুটে উঠে নিত্য-নিয়ত উদ্ভব।

তেমতি দেখিতে যথা পচা গন্ধময়  
‘মুন্দরী’-অরণ্য কোলে, শুক খাল বিল খোলে  
অপক পক্ষের রাশি ছড়াইয়া বয়।

পরশনে সে কন্দম মানব-শরীরে  
দাপাদ মস্তক যুড়ে সর্ক-অঙ্গ যেন পুড়ে,  
কাতরে কহিল নর চাহি অমরীবে—

“প্রাণ যায়, প্রভাময়ী, দক্ষ হয় দেহ।  
দেহে না দহন সয় নিখাস নির্গত হয়,  
নাহি মারুতের লেশ কণ্ঠে যেন ফাঁসে ক্লেশ,  
জংপিণ্ড ফেটে যায়—ভাঙে যেন কেহ।

দাহ-কৃত পদতল, শরীর, আনন,  
স যেন তপ্ত বায়ু! পিপাসায় শুষ্ক ভালু,  
গুলিবৎ জিহ্বাস—না সরে ভাবণ।”

বলিয়া মূর্ছিতবৎ পড়িল মানব।  
শীতল বায়ু-সঞ্চারী নিজ স্থানে মূর্ছা হার,  
অমরী তুলিলা তায়, উর্নানাজ-জাল প্রাণ  
নিজ গুণনেতে ঢাকি সর্ক-অবয়ব।

নরে চাহি কহে দেবী—“এখন শরীরী  
ভ্রমিতে পারিবে হেথ। অস্থির অমর-প্রথা ;  
শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, তাপ, সকলি নিবাবি।”

আবস্ত শীতলদেহ শরীরী তখন  
পুনঃ সে মুক্তিক’পরে প্রবেশে সাহসভাবে,  
অগ্রভাগে দেবী-মুষ্টি, উৎফুল্ল নয়নে ক্ষুধি,  
ধীরে ফেলি চাকপদ কবেন ভ্রমণ।

ব্যুতল মানব এবে সে মৃৎ-পরশে,  
পক্ষ যথা জলসিক্ত কথিরেব পাবাপুঙ্ক  
পিচ্ছিল তরল তথা চরণ-ঘরষে,

দেহভারে মৃৎ যেন ঘুরিয়া বেড়ায়।  
দেবীরে সহায় করি চলে নর পক্ষোপরি  
লৌহস্রাবে সুহৃগম ভয়ঙ্কর সে কন্দম  
পদে পদে খালে পদ স্থির নহে তার।

বহিছে প্রবাহ এক সে পঙ্কিল দেশে  
কাগির সরিৎ যেন কালতর ঘূর্ণ ঘন  
ভীষণ তরঙ্গ তুলি বিভীষণ বেশে!

হস্তর কাস্তার-মাঝে চলেছে সরিৎ,  
অস্ত্র জলবিন্দু নাই কোন দিকে—মক ঠাঁই  
নাহি বায়ু তরুচ্ছা, বিঘোর বিকট কায়া  
চলেছে একাকী সেই নিভৃত সরিৎ।

ছুটেছে কলোলারাশি ভয়ঙ্কর বোবে,  
চক্রাকারে ঘূর্ণাবর্ত ঘুরিয়া চলেছে নিত্য  
নির্ঝাত শূন্যতে শব্দবিন্দু নাহি বোবে।

এ হেন নিঃশব্দ স্থান—বায়ুশূন্য লোক,  
আপন নিখাস-শব্দে দেহধারী নিজে অন্ধ  
যেন দূর শূন্য কোলে কেহ প্রতিধ্বনি তোলে—  
অলিছে ভুবনময় বিকট আলোক!

দেখে জীব-আত্মা কত উর্দ্ধবাসে ছুটি  
পড়িছে সরিৎ-অঙ্গে, ছুটিয়া স্রোতের সঙ্গে  
ভাসিছে ভুবিছে নিত্য কতু তীরে উঠি,

পিপাসা-আতুর প্রায় আবার সরিতে  
তগনি দিতেছে বাঁপ, মুহূর্ত না সহি তাপ  
আবার উঠিয়া তীরে লুট্ছে পঙ্ক-শরীরে  
কখনও তুফানে লুটে ভাসিতে ভাসিতে ।

কত আত্মা তীরে নীরে এরূপ বিব্রত  
বিশ্বরে হেরিল নর হেবিল হয়ে কাতর,  
অসহ বাতনা যবে আয়ু ওষ্ঠাগত ।

তখন সে আত্মাগণ করিয়া চীৎকার  
ডাকে বিধাতার নাম প্রচাৰি হৃদয়ধাম,  
নৃত্ত তরঙ্গ বৃকে ত্রাহি—ত্রাহি শব্দ মুখে  
অবসন্ন হস্ত পদ তবঙ্গে বিস্তার ।

এবে অনন্তের কোলে ঐতি-বিদারণ  
চয় ঘন বজ্রবাদ অন্তরেতে অবসাদ  
গভীর আবর্ত-গর্ভে ডুবে আত্মাগণ ।

অমরী কহিলা বীবে চাহিয়া মানবে—  
“যত দিন স্পৃহা-লেশ রবে চিত্তে—রবে ক্লেশ  
জীবনের পাঁপাশ্বাদ যত কাল অবসাদ  
না হইবে চিত্তমূলে, এইভাবে রবে ।

এই সব নরাধম”—বলিয়া অমরী  
চলিল অনেক দূরে, মানব বিষাদে পূরে  
দেখিল সম্মুখে পুনঃ নেত্রপাত করি—

দেখিল শ্রেণীতে বদ্ধ আত্মা অগণন  
অর্ধ-মগ্ন হয়ে নীরে বসিয়া নদের তীরে  
কথিরে অঞ্জলি করি পূজ পোত নাম ধরি  
নয়নে বিবাক্ত দৃষ্টি—করিছে তর্পণ !

তুলিছে সে কৃষ্ণোদক অঞ্জলি পুরিয়া  
নিশারে অশ্রু কথিরে একে একে বীরে বীরে  
কাল তরঙ্গের কোলে দিতেছে ফেলিয়া ।

দেখি চমকিল দেহী,—দেখিল আবার  
শবির-সলিল ঢাকি ছায়াৰূপে থাকি থাকি  
কত শব্দ নদ অঙ্গে ভাসিছে তরঙ্গসঙ্গে  
কতচিহ্ন কত স্থানে অন্ধেতে সবার ;

ঘেরি আত্মা জমে জমে খুবিছে নিকটে,  
কাহারো অধম ধরে কাহারো অন্ধ উপরে  
কাহারো অঞ্জলিপুট বন্ধ কটিতটে ।

যথা পূবাণের কথা প্রাচীন গণন,  
কাল-অঙ্গে ভাসি কালী, শব্দরূপে দেহ ঢালি  
ঘোর পচা গন্ধময় ঘেবি হরি হিরণ্ময়  
ঘুরেছিল। মহাকালে করিয়া বেষ্টন ।

সেইরূপে শব হেথা ভাসে কৃষ্ণ নদে,  
মুখে রোদনের রব ঘুরে ঘুরে ফিরে সব  
দুই কূল পূর্ব করি আক্ষেপ-নিনাদে ।

হেরে সে জীবাশ্মাবুদ করি নিরীক্ষণ  
প্রতি শবে ক্ষতস্থান প্রতি ক্ষত পরিমাণ  
হেরিয়া শিকাবে পূবে, যুগা করি ফেলে দূরে,  
অকস্মাৎ ছিন্ন-শির—বিকট দর্শন ।

দেখি দেহী হতজ্ঞান, অমরী তখন—  
পবজ্যা-অপহারী মহাপ্রাণী হত্যাকারী  
ঘোর পাপী এবা সব জবজ্ঞ জীবন ।

জিজ্ঞাসে মানব তাঁরে—“এ নদ-উদয়  
কিরূপে কোথায় কহ আশ্রয় সেখানে লহ  
বাসনা দেখিতে হায়, এ সরিৎ কি প্রথায়  
হেনরূপে হেন স্থানে প্রবাহিত হয় !”

“দেখাব”—বলিয়া দেহী চলিলা সত্বর,  
উত্তরি অনেক পথ মানবের মনোরথ  
পূর্ণৈকলা দেখাইলা সরিৎ নিব্বর ।

দেখিল নদের মূলে দেবীর নির্দেশে—  
আত্মারূপী কত জন বসিয়া কিন্তু যেমন  
হেরিছে হৃদয়তল বন্ধঃ ভেদি অবিরল  
বহিছে উত্তপ্ত ধারা সরিৎ উদ্দেশে ।

বসিয়াছে আত্মাগণ বিদীর্ণ উরস,  
উগারি উগারি ধারা পড়েছে কালির পাবা—  
ঘনতর নীলময় কটুল বিরস,

বহিছে তেমতি—যথা ঝরে খনিমুখে  
কালিবর্ণ জলধার অনর্গল অনিবার  
মাথিয়া অশ্রার ক্লেদ খনি-অন্ধ করি ভেদ  
বেগে প্রবাহিত শেষে ধরণীর বৃকে ।

কিংবা যথা কালিন্দীর কৃষ্ণ জলরাশি  
যমুনোজি-নগবৃকে বহে বেগে নিয়মুখে  
পড়ে ধরাতল দেখে কল কল ভাষি ।

বলেছে জীবাত্মাকুল ভাসানোপরে,  
উৎকট বেদনা রেখা ওঠ গণ্ড নেক্রে লেখা  
বিদারিত বকঃস্থল নিরখিছে অবিরল  
গভূষে করিছে পান ধারা-স্রোত ধরে,

বিকট বিষাদ-নাদ মুখে মুহুমুহুঃ,  
শুনিলে তাদের স্বর বোধ হয় যেন ঝড়  
বহে ভেদি মর্মতল—শব্দ করি হু হু।

অমায়ুষী সে নিনাদ শুনিতে ভেমতি  
যেন জন-শূন্য ক্ষেতে বায়ু পশে কলসেতে  
নিশীথে প্রাস্তরপরে ত্রাসিত করিয়া নরে  
কিংবা মুখুর স্বর কুশাব্য যেমতি।

“কে এরা”—জিজ্ঞাসে দেহী,—অমরী উত্তরে—  
“অবনর পাণ্ডুরূপ দয়াশূন্য যত ভূপ  
সেই পাপী এই সব এ তাপ-গহ্বরে।

হের দেখে অইখানে—পারিবে চিনিতে  
যত জীব নৃপসাজে তাপিতা ধরণীমাঝে  
মাতিয়া ঐশ্বর্যমদে ভাসাইল অশ্রুনদে  
দৌরাভ্যা-পীড়িত নরে—স্ব-ইচ্ছা সাধিতে।

হের অই ভস্মরাশি-আসনে যে পাপী—  
অই কংস ধরাপতি দয়াশূন্য ছদ্মমতি  
উৎসন্ন করিল আগে যত্নহলে তাপি।

নিষ্পীড়িত মথুরাব বকঃস্থল দলি,  
দেবকীর মনোদুখে লিখিয়া ভারত বৃকে  
আপন কলঙ্ক-রেখা এখন বিরাজে একা  
এ ঘোর নরকে বসি—মনস্তাপে জলি।

হেব অই সাত শিশু স্বল্পদেশে পড়ি  
কি বলিছে কানে কানে বিধ চালি দম্ব প্রাণে  
নেত্রকাছে যমদূত হেলাইছে ছড়ি,

দেখাইছে শিলাতল—প্রহারি বাহাতে  
সজোজাত শিশু দেহ বিনাশিল তাজি স্নেহ  
হের দেখে লোহ-পারা জননীর অন্তরধারা  
শিলাতে আঁকিছে অক প্রতি বিন্দুপাতে।

সে জীবে পশ্চাতে ফেলি চলে দুই জন;  
কিছু দূরে গিয়া ফিরে হেরে পরিবার পারে  
অগ্রেতে অচল এক ধূসর-বরণ;

উৎকট আলোকচ্ছটা পড়িয়া তাহার  
মহাভয়ঙ্কর বেশ করেছে ভূধরদেহ  
একা সেই গিরিপবে আত্মা এক বীণা-কবে  
ভাসিছে নেত্রের নৌরে বসিয়া সেখার।

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে দেহী অমরী চাহিয়া—  
“কাব আত্মা হেরি অই, দম্ব বীণা করে লট  
এ ভাবে পাণ্ডাত্মা লয়ে ওখানে বসিয়া?”

উত্তরিলা জ্যোতির্ময়ী “অচল-পশ্চাতে  
আমরা এখন, নর, তাই ও গিরি-শিখর,  
দেখিতে না পাও ভাল, কিছু ক্রত পদ চাল  
চল নিরখিবে সব আরোহি উহাতে।”

পার হয়ে শুক খাত শিখরের তলে  
ক্রমে দৌহে উপনীত, অমরী সহ জীবিত  
উঠিতে লাগিল এবং সে উচ্চ অচলে।

শরীরী বর্ষাক্ত-দেহ আবোহিতে তার,  
যে ভাগে চরণ সরে সে ভাগে তখন ষবে  
নাহি পায় স্থান এক দৃঢ়পদে মুহূর্তেক  
যেখানে চরণ রাখে ভূধরের গার,

নাশা মুখে ঘনঘাস চাহে দেবী-পানে।  
বুঝিয়া অমরী তার করে ধরি লয়ে যার  
অচল-শিখরদেশে, পাণ্ডাত্মা যেখানে।

অমরী বলিলা নরে, “খালি থাক দেহ  
এই গিরি—শুন নর, উঠিতে ইহার পর  
শরীরীর শক্তি নাই, বিবদ হুংখের ঠাই  
এ গিরি জীবাত্মা বিনা না পরশে কেহ।”

বহু কণ্ঠে শিখরবেতে উত্তরিলা শেবে;  
তখন জীবিত প্রাণী হেরিল বিস্ময় মান  
চাহিয়া চকিত-নেত্রে গিরি অগ্রদেশে,—

দেখে রাজধানী এক বিশাল বিস্তার,  
পরিশূন্য ধূমানলে, মাঝে মাঝে শিখা জলে  
যত গৃহ হন্থা তার দম্ব ইন্ধনের প্রায়—  
লক্ষ প্রাণি-কোলাহলে শব্দ হাহাকার,

বীণাদণ্ডারী আত্মা একদৃষ্টে চাহি,  
বিগলিত অশ্রুধারা, হেরিছে উদ্বাদ-পাণ  
সে বহু-ভয়ঙ্কর-ভয়—কণে ক্ষান্তি নাহি।

দুর্জয় পবন-বেগে রুদ্ধ শ্বাস-বাত  
হীত নাসারঞ্জে ছাড়ে সবেগে ঘন আছাড়ে  
দ্ব বীণাধও-দারু তানিয়া পুষ্ঠের মেরু  
কভু বন্ধ: ভালদেশে প্রহারে নির্ধাত ।

দারুণ আক্ষেপে তার শিলা দ্রব হয়,  
নিছে "ক্ষণেক ক্ষান্তি, দেহ দেব চিত্তশান্তি  
পারি না—পারি না আর দাহ নাহি নয় ।

বুঝি নাই ধরামাঝে—ঐখ্যা-উদ্গাদে—  
লাকপতি হ'তে হ'লে কত সাম্য-পুতি-বলে  
লাকের পালিতে হয়, কেন বলে ধর্ম্মময়  
লোকপালে ধরাতলে—বুঝেছি বিবাদে ।"

দূরে দাঁড়াইল দেহী মানিয়া বিশ্বয়,  
মাতুর মুহুরে দেবীরে জিজ্ঞাসা কবে—  
"কেবা এই ভুঞ্জে হেন সন্তাপ দুর্জয় ?"

জীবিত নরের বাণী শুনি সে শিখরে  
চুইয়ে জীব বলে— "কে তুমি রে এ অচলে  
দীপিত শরীরধারী ? তুমি কি কেহ তাহারি  
যাহার পীড়নকারী নৃপ এ ভূধরে ?

হও বা না হও শুন—নিদয় পরাণী  
মামি 'নীরো' ধরাপতি— রোমের নিপাতগতি  
ধরার কলঙ্কপতি—নরকুলমানি !

নিজ রাজধানীকারা আগিয়া অনলে,  
খে বীণাবাদ্য করি বসিয়া শিখরোপরি  
হরেছি শিখানল প্রভূষে গিয়ে গরল  
পূরাতে চিত্তের সাধ ধরণীমণ্ডলে ।"

বলি, পুনঃ পুর্নভাব আবার ধরিল !  
ময়ী-ইজিতে নর তেয়াগি গিরি-শিখর  
পদাঙ্ক গুণিয়া তাঁর আবার চলিল ;

কত বন গুহা খাত এড়ায়ে স্বরিত  
ঈপনীর দুজনায় যেখানে অচল প্রায়  
গাণ-প্রাচীর অঙ্গে, গাঁথা যেন তারি সঙ্গে  
আত্মায় দেহ এক শূন্তে প্রসারিত ।

সে প্রাচীর-তলভাগে বহিছে ভীষণ  
জৈর সলিলাকার বেগবতী প্রোতোধার  
তীরে পাষাণের পুরী মলিন-বরণ !

অকুলী হেলায়ে দেবী দেখাইলা নর  
পুরীর পরিখা ভিত্তি বৃক্ষ গম্বুজ কীর্তি  
চাহি পরে উর্দ্ধপানে দেখাইয়া পাণপ্রাণে  
বলিলা—"শরীর, তুমি চিন তি উহারে ?

অই পাণী নর-আত্মা বিকট-আঁকার  
কৃষ্ণশশধারী ছায়া ধরাতে ধরিল কায়া  
নিষ্ঠুর ভূপাল-বেশে, যে নাম উহার

শুনিলে এখন তুমি ঢাকিবে শ্রবণ ;  
হৃদয় অকারময়— মানবের হৃদি নয়  
বন্ধের সোভাগ্য-চোর দৌরাণ্ডা-আধারে ঘোর  
কেতুরূপে ধরাতলে কৈল বিচরণ ।

গভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া  
দেখিতে জরাযুগিণ্ড জীবিত জীবের দণ্ড  
কবিত অশেষরূপ দুর্ধর্মে ডুবিয়া ।

দেখ সে পাণের চিহ্ন এবে আত্মদেহে  
পাষাণের হৃদিতল উপাধিছে রেন মল  
হস্ত পদ বন্ধ: শির পাষণ-প্রাচীর স্থির  
কালের করাল ফণী সাথে অঙ্গ লেহে ।

নড়িতে ফিরিতে ভোগ হের কি করাল !  
ভয়ঙ্কর শলাকায়— মলা-বিন্দু নাহি তার  
বিদারিত কর্তল কাঁদিতে নাহিক বল  
জীবিত মৃতের যুগা চিহ্ন চিরকাল ।

চিন কি উহারে তুমি ?" বলি আত্মায়  
চাহিল দেহীর মুখে ; শরীরী নিখাসি দুখে  
বলিল,—"সিরাজুদ্দৌল অই কি চিন্ময় ?"

ইজিতে হেলায়ে শির অমরী চলিল,  
চলিল তাহার সনে দেহী নিরানন্দ-মনে  
দলি কথিরাক্ত পক্ষ হৃদয়ে কত আতঙ্ক  
কতই উবেগ বেগে উথলি উঠিল ।

দূরেতে দেখিল দেশ জলাশয়ময় ;  
দূর হ'তে দৃশ্য তথা বেন পজা পত্র-লতা  
দুস্তর দুর্গম গর্ভে বিছাইয়া রয় ।

বন্ধে বধা ভাত্র-শেষে-রোজ-তপ্ত জলা  
ঘন-পক্ষে বিনির্গত দুর্গক বায়ু দ্বিধত  
বরষা ঋতুর ভঞ্জে ছড়ায়ে চৌদিকে রঞ্জে  
নগরে নগরে তোলে শমনের খেলা ।

সেইরূপ সে দুগ্ধের দুর্গম যুড়িয়া  
কত শুক জলা বিলে বনবর্ণ পঙ্ক-নীলে  
ছুটিছে দ্বিষিত বায়ু দুর্গন্ধে পুরিয়া।

হানে স্থানে তীব্র-জট তৃণগুণ্ডাশ্রায়  
কটুল কুশের রাশি কর্দ্দমেতে চলে ভাসি  
স্বচ্যগ্র কটকময় পচা লতা-পত্রচয়  
কোনখানে উজ্জ্বল—কোথা বা লুটায় ;

কাছে আসি হেরে নর কাতর অন্তবে,  
পচা লতা-পত্র নর, সকলি জীবাত্মাময়  
পত্র-লতা-গুণ্ডারূপে জলাশয়-পরে।

গড়ারে গড়ারে চলে ধরি গলে গলে,  
কেহ বিমর্দিত হর, কেহ অস্ত্রে বিমর্দয়,  
ছিন্ন করে পরম্পর বিষম দুর্দ্দমোপর  
আত্মারাশি—বালু যেন লুটে সিঁদুজলে।

“ধরাতে এত কি পাণী ?” জিজ্ঞাসে শরীরী  
“দরাশুস্ত এত জীবী ?” উত্তর করিলা দেবী—  
“হের, দেখে আইখানে এই দিকে কিরি ;

নরাধম ভ্রূণবাতী পিতৃবাতী নর,  
ভাদের দুর্দ্দশা দেখ, দেখ, দেখি, দেখ দেখ,  
‘অরি নিজ নিজ পাপ ভুগিছে কি বোর তাপ,’  
এত বলি শোভাময়ী হৈলা নিরন্তর।

দেখে দেহী ভ্রমে কোথা আত্মাগণে টানি  
ভীম অন্ধ বমণ্ডর গুল্ক ভাগে ধরি কর,  
দুরধার কুশোপরে—পদাবত হানি।

কোথাও গহ্বর-গুপ্তে জীবাত্মা বেড়ায়  
শিশু-প্রাণ বাধি গলে কাদিতে কাদিতে চলে  
কোন বা উজ্জত প্রাণ আপনি তুলি কাতান  
ভীমবেগে হানে নিত্য আপন গলায়।

কোনখানে পাত' বেন রজকের পাট,  
আত্মাগণে ধরি তার বমদুতে আঁড়ায় ;  
কেহ রজু বাধি কণ্ঠে করয়ে বিনাট।

এইরূপে কতক্ষণ ভুগি দুঃখবাদ,  
উদ্ধার আকুল হিয়া কুক-নদ-তটে গিয়া  
কাঁপ দিয়া পড়ে তার আবর্তে ঘেরি বেড়ায়  
মুখে হাহাকার শব্দ—অন্তরে বিষাদ।

একান্ত উৎসুক-চিত্তে নিকটে আসিয়া  
দেহী বীর সযোধনে কহে আত্মা কয় জনে  
“কে তোমরা কি পাণে এ দুর্গমে পড়িয়া ?”

নরের দুঃখিত স্বর বহুকাল পরে  
শুনিয়া পরাণিগণ মুগ্ধ হয় কিঙ্কর  
পরে কাছে ছুটি তার, যুচাতে হৃদির ভার  
আরম্ভ করিল কেহ আক্ষেপের স্বরে।

অকস্মাৎ সে দুর্গমে দুরন্ত ঝটিকা,  
বহিল কোথায় হ’তে জীববুদে পথে পথে,  
উড়ারে চলিল যথা লুপ্তিত গুটিকা,

চলিল উড়ারে ঝড় হেন ভীমবেগে  
হেরে নর গতিহীন, পাণ্ডুর মুখ মলিন,  
শুকাইল কণ্ঠতালু মুখেতে ফেটিল বালু  
উঠিল চীৎকার কবি—বপে যেন জেগে।

শোভাময়ী যুগ্মের আঁখাসিল তার,  
কহিলা—“এ আত্মা সব এবে করে অন্ধভা  
যে তাপ না ভোগে কতু থাকিয়া ধরায়।

পত্নী-ব্যবসারী এরা—হীন অর্থলোভে  
বংশের দোহাই দিয়া নারীর সতীত্ব নিয়া  
ব্যবসা করিত এরা অস্বপ্ন অন্ধোভে !”

অমরী এতেক বলি নীরব হইল।  
কাঁপিতে কাঁপিতে নর যুড়িয়া যুগল কর—  
“হে দেবী সদয় হও শীঘ্র স্থানান্তরে লও  
হুহিতা আমার কোথা”—দুঃখেতে কহিল।

## যষ্ঠ পাল্লব

শরীর-বদনে আসিত বচন  
শুনিয়া অমরী তার ;—

“পুরাব পুরাব বাসনা তোমার  
অন্তথা নাহি কথায়,  
দেখিবে নন্দিনী কিরূপে তোমার,  
দেহ উন্মোচন করি,  
কি গতি লভিলা করে কিবা লীলা  
কি পুণ্য-পরাণ ধরি।

ভ্রম এ ভুবন আর কিছুকাল ;  
 বাসনা হৃদয়ে মম,  
 দেখাই তোমারে এই সব পুরে  
 প্রবেশের কিবা ক্রম ।  
 দেখাই তোমারে থেলি ভব-খেলা,  
 কিরূপে জীবাত্মা শেষে  
 আদিয়া প্রবেশে কোন্ পথ দিয়া  
 এ সব আত্মার দেশে ।  
 ধর্মরূপী মম, কিরূপ আসনে,  
 কি প্রথা বিচারে তাঁর,  
 কিরূপে নরকে পাঠান পাণ্ডীর  
 সহিতে পাপের ভার ।  
 দেখিবে নয়নে, নয়নে কখনও  
 মানব না দেখে ষাং—  
 ব্রহ্মাণ্ড-কেন্দ্রেতে বসি ধর্মরাজ  
 বিরাজে কি প্রভাষ ।  
 কত কি অপূর্ণ দেখিবে সেখানে  
 বিশ্বের প্রাবিত হয়ে,  
 দেখিতে বাসনা থাকে যদি বল,  
 যাই দেখা তোমা লয়ে ।  
 কিন্তু কহি শুন দুঃখ ভীষণ  
 পগন-গহন সেই,  
 পশিবারে পারে সে জন সেখানে  
 ভীকতা বাহার নেই ।  
 এ হেন সাহস ধর যদি চিতে  
 কহ তবে পোহে চলি,  
 এত যে আগ্রহ দেখিতে এ সব  
 এবে কোথা গেল গলি ?  
 সে উৎসাহ আশা কোথা বা এখন ?  
 কোথা বা সে মনোরথ ?  
 যচকে দেখিবে পরকাল-গতি  
 বিধি-নিরূপিত পথ ?  
 জীবন থাকিতে পরকাল-ভেদ  
 যে জন ভেদিতে চায়,  
 পতঙ্গ-শরীরে খগেন্দ্রের বল  
 ধরিতে হইবে তার ।  
 নীরব অমরী এতেক কহিয়া ;  
 মানব মনের দুখে  
 চিন্তি কণকাল করিলা তখন  
 লজ্জা-অবনত মুখে—

“অরি জ্যোতির্ধর ধরি সে সাহস  
 এ জড় শরীরে যাহা  
 পারে ধরিবারে, না কাঁপি অন্তরে,  
 অসাধ্য নহে গো তাহা ।  
 কিন্তু বাহা দেবি অসাধ্য মানবে  
 সে সামর্থ্য কোথা পাব ?  
 পাণ্ডীর নিরয়ে পাণ্ডাত্মা হইয়া  
 কেমনে নির্ভয়ে যাব ?  
 দেখিহু যে সব মনে হ’লে আর  
 হিয়া তরু তরু করে,  
 শিরাতে শিরাতে প্রচণ্ড আঘাতে  
 বেগেতে কুধির সরে ;  
 লোম-হরষণ হেন ভয়ঙ্কর  
 নারকী আত্মার গতি,  
 অলজ্বা নিয়ম বিধাতার হেন,  
 চেতনে হেন দুর্গতি—  
 কলুষের ফাঁসে জীবনে জন্মন,  
 জন্মন মরিলে পর !  
 হেরিলে এ গতি হে অমর-বালা,  
 ত্রাসিত কে নহে নর ?  
 তথাপি দেখিব দেখিবে যা কিছু,  
 অভিযাস নরের বল,  
 সে বল হৃদয়ে লভেছি কিঞ্চিৎ  
 ভ্রমিরা এ সব স্থল,  
 তুমি গো যখন সহায় আমার,  
 ক্লম নহি আমি নর—  
 মারে রক্ষা করে যে শিশু-সন্তানে  
 থাকে কি তাহার ডর ?”  
 অনিয়া অমরী ;—“হে শরীরধারি,  
 ভ্রাস্ত না হইও মনে.  
 পারিব রক্ষিতে শরীর তোমার  
 প্রবেশিরা সে গগনে ।  
 কিন্তু চিন্তে তব বহিবে যে স্রোত  
 পরাণ ব্যাকুল করি,  
 অমরী যদিও, সে স্রোত-বারণে  
 সামর্থ্য নাহিক ধরি ।  
 আনিহ নিশ্চয় মানস সমনে  
 মাহুযেরি অধিকার ;  
 হৃদয়-রাজ্যেতে, শাসন রাখিতে  
 সহায় নাহিক তার ।



আপনারি তেজ আপনি বিজয়ী,  
 অজয়ী দুর্জল যেই,  
 দুর্জল পরাণে শমতা সাধিতে  
 ক্ষমতা কাহারো নেই।  
 কি অমর নর, এ প্রথা সবার,  
 স্তন হে শরীরী প্রাণি ;  
 প্রকাশ এখন কি বাসনা তব  
 এ কথা নিশ্চয় মানি !”  
 কহিল মানব, “হে স্বধাভাষিনি,  
 কেন সুধাইছ আর,  
 যা ঘটে ঘটুক কাঁদুক পরাণী  
 যাব সে ত্রকাণ্ড-পার।  
 সামান্য পণেতে তত্ত্ব খোঁজাইয়া—  
 প্রাণ দিতে পারে নরে,  
 নর হয়ে আমি এ পণ সাধিতে  
 নারিব ভয়ের তরে ?  
 চল, দেবি, চল, কোথা লয়ে বাবে,  
 সাহসে বেঁধেছি বুক,  
 দেখি অন্ত তার জীবনের পাপে  
 জীবাত্মার কত দুখ !”  
 চলিলা তখন দেহীরে লইয়া  
 অনন্ত গগন-মাঝে,  
 অমর সুন্দরী কিরণ প্রসারি  
 কিরণে যেন বিরাজে !  
 উঠিতে লাগিল কতই যোজন  
 গভীর শূন্যেতে পথি,  
 নীল নীলন্তর গাঢ় স্বপ্ন জড়  
 কত বায়ুস্তর মথি।  
 খেলে চারিদিকে অধঃ উর্দ্ধ পাশে  
 গড়ারে ছড়ারে সেথা,  
 মরুত-সাগরে পবন-হিলোল  
 সাগর-উন্মির প্রথা।  
 উঠিতে লাগিল যত স্বপ্নাকাশে  
 কক্ষতলে তত নরে,  
 মূহল কর্ণে অমর-বালিকা  
 যতনে চাপিয়া ধরে।  
 দিয়া নিজ খাঁস-প্রশাসে তাহার  
 শূন্যেতে চলিল দেবী ;  
 মাস্তু-ক্রোড়ে যেন চলিল মানব  
 অপূর্ণ আনন্দ সেবি।

দেখিতে দেখিতে উঠে দেহধারী  
 বিষয়ে বিহ্বল প্রাণ,  
 পথচিহ্ন নাহি অজ্ঞাত গতিতে  
 গ্রহ তারা ভ্রাম্যমাণ !  
 কত দিকে গতি করে কত গ্রহ,  
 কতই তারকা ছোটে,  
 অনন্ত প্রাঙ্গণে জ্যোতির্খালা যেন  
 ফুলঝারাকপে ফোটে !  
 ছোটে পিঠে পিঠে স্তবকে স্তবকে  
 কেহ ধীরে একা ধায়,  
 অদূবে অন্তবে বিচিত্র অরনে  
 বিশাল অনন্ত-গায়।  
 কেহ না বাধিছে কাহারো গমন  
 চলেছে অরন কাটি,  
 পূর্ণ গোলাকার কাচডিম প্রায়  
 গ্রহ তাবা কত কোটি।  
 ছুটিতে ছুটিতে নিজ নিজ পথে  
 নিনাদ করিছে সব,  
 পরিপূর্ণ করি সে গগনদেশ  
 মধুর মূহল রবে।  
 সে মূহ নিরুপে নিজালু মানব  
 মূদিল নয়ন-পাতা,  
 স্বপনে যেন বা উড়িয়া চলিল  
 স্তনিতে স্তনিতে গাথা।  
 অমর-সুন্দরী স্রোতিঃপিণ্ড-পথ  
 এড়ারে এড়ারে ধীরে,  
 চলিল তেমনি অরণ্যে যেমনি  
 কিরণের রেখা ফিবে।  
 ভেদি সে সকল বৃত্ত-মধ্যভাগে  
 সুরথ-জ্যোছানা ছাড়ি,  
 প্রচণ্ড নির্ঝাঁক কিরণ-সাগরে  
 প্রবেশিয়া দিলা পাড়ি।  
 তপত-কিরণ গগন-গহনে  
 অমরী প্রবেশে দেই,  
 অলপ উথলে ঝলকে ঝলকে  
 অসহ্য উত্তাপ দেই,  
 স্তম্ভ মানব কপোল কপাল  
 মূহল পরশ কবি,  
 বস্তু নয়ন নাসিকা অগ্রেষ্টে  
 খেলিতে লাগিল সরি ;

কর্ণ-কুহরে ঘন ঘন নাদ  
 বাতিতে লাগিল ধীরে,  
 দূর-খাবিত ক্ষিপ্র-চালিত  
 নিনাদ যেমন তীরে ।  
 গ্রীষ্ম ঋতুতে ব্রততী-আবৃত  
 ছাড়িয়া কুঞ্জের ছায়া,  
 দগ্ধ মকুতে পড়িলে যেমন  
 উত্তাপে তাপিত কায়া ।  
 তীক্ষ্ণ কিরণ হিল্লোলে পরশে  
 নিনাদ অবশে নর,  
 স্বপ্ন তেরাগি চমকি জাগিল  
 কর্ণেতে কাতর স্বর ।  
 স্নিগ্ধ-ভাবিণী অমরী তখন  
 কহিল তাহার কানে,  
 “উর্ণা-বসনে আবর বদন  
 বেদনা পাবে না প্রাণে ।”  
 শীঘ্র শবীরী অমরী-গুণ্ডনে  
 ঢাকিল বদন গ্রীবা,  
 স্থিরদৃষ্টিতে দেখিল চাহিয়া  
 অসুখ্য-প্রভার দিবা ।  
 সান্ধ্য-গগনে চলিয়া পশ্চিমে  
 ডুবিছে যখন রবি,  
 স্বর্ণবরণ, কিরণ-সাগরে,  
 অনল যেন বা হবি ।  
 দীপ্ত প্রভাতে তখন যেমন  
 উড়ে পাবাবত-সারি,  
 মঞ্চ ছায়ে উড়ারে শূন্যেতে,  
 করিলে গগনচারী ।  
 স্থল চিকণ ঝকিয়া তেমতি  
 আকাশ আচ্ছন্ন করি,  
 দেখিল মানব উর্দ্ধসরে  
 জীবাশ্মা পড়িছে করি ;  
 চক্রগতিতে ঘুরিছে সতত  
 সে ভীষণ ব্যোমস্তর,  
 সঙ্গে ঘুরিছে কিরণ-সাগর  
 অনন্ত অয়ন’পর ।  
 দীপ্তি-জলধি অঙ্গেতে মিশিরা  
 কোটি জীবাশ্মা কায়া,  
 লুটিতে লুটিতে উর্ধ্বের আবাতে  
 উড়ে যেন ধূলি-ছায়া !

শ্রান্ত শিথিল গতিতে অমরী  
 কিরণ-সাগরে থেলি ;  
 যোজন যোজন গভীর প্রদেশে  
 পশিল সে সব ঠেলি ।  
 স্থির দৃষ্টিক সদৃশ আকাশ  
 পরশি ছাড়িলা খাস ;  
 কক্ষ-গ্রথিত মানব-দেহীরে  
 রাখিলা তাঁহার পাশ ।  
 পূর্ণ পীযুষ পূরিত বচনে  
 কহিলা তাহারে চাহি,  
 ত্রস্ত নিমিখে দেখিল অমরী  
 নরের বিবেক নাহি ।  
 সর্প-দংশিত পরাগি সদৃশ  
 মানব পড়িল ঢলি,  
 নীল-বরণ-মণ্ডিত বদন  
 কম্পিত কর্ণের নলী ।  
 বাক্য বিহ্বল বিশ্বয়ে পাগল  
 ফারিত নেত্রের পাতা,  
 দৃষ্টি-বিহীন নয়ন-যুগল  
 কপালে যেমন গাঁথা ।  
 স্তম্ভ করিলা নিমেষ-ভিতরে  
 স্বরগম্বন্দরী নরে ।  
 ত্রস্তবচনে চেতনা লভিয়া  
 মানব কহিলা পরে—  
 “হে সুরস্বন্দরি, কর গো মার্জনা  
 দুর্বল মানব-আখি ,  
 এ আলো উত্তাপ নারিত্ব সহিতে  
 চক্ষুর মণিতে রাখি ।  
 হেরি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করি  
 হইতুমি অন্ধের প্রায়,  
 এ কি অদ্ভুত ও গো সুরবালা  
 বিশ্বয়ে পরাণ যার ।”  
 কহিলা অমরী,—“চিন্তা নাহি আর  
 স্তম্ভ হও এবে নয়,  
 প্রশান্ত এ দেশ প্রশান্ত যেমন  
 অহিহীলা সরোবর ।  
 দেখেছ মরতে ঝটিকা যেমন  
 সহস্র যোজন ঘেরি,  
 ঘুরে ঘোর বেগে দেশ ছন্ন করি,  
 প্রাণিকুল স্তব্ধ হেরি ।

মধ্যস্থল তার অচল অটল  
 পবন প্রাশাস-হীন,  
 সৌর-বিশ্বমাঝে এ কেন্দ্র ভেমতি  
 প্রশান্ত সকল দিন।  
 মধ্যেতে ইহার স্বজন অবধি  
 স্থাপিত মহতাসন,  
 ধর্মরাজ-বেশে শমন তাহাতে  
 চল পাবে দরশন !”  
 বলি আগে আগে প্রফুল্লবদন।  
 শোভাময়ী ধীরে বার ;  
 ভাবিতে ভাবিতে পাছে চলে নর  
 ক্ষটিক মণিশিলায়।  
 অথগু ধবল মুকুরসদৃশ  
 ক্ষটিক চৌদিকময়,  
 তুহিনের রাশি চারিদিকে ভাসি  
 যেন বা ছড়িয়ে রয় !  
 দেখারে দেখিয়ে অমরী মানব  
 চলে কুতূহলী হয়ে,  
 যেতে কিছু দূর অবনী-বিহারী  
 দেখিল শিহরি তরে—  
 ভীম দীর্ঘাকার ছায়ার আকৃতি  
 অশরীরী প্রাণী কত,  
 ফিরিছে ঘুরিছে তমসিনীময়  
 আরণ্য-তরুর মত।  
 দেহ অন্ধকার, কপালের তটে  
 দেউটী যেমন জালা,  
 ঘুরে যেন ভাটা এক চক্ষু-ছটা  
 মুখে শব্দ হলা হল।  
 দেহধারী নরে হেরি দ্রুতবেগে  
 চতুর্দিক হ’তে যুটি,  
 শত শত জন শমন-কিঙ্কর  
 নিকটে আসিল ছুটি।  
 কেহ কেহ তার হৃদয় নাদে  
 কটদেশে ধরি নরে,  
 করিল উত্তম শৃঙ্খলে ঘুরারে  
 ফেলিতে প্রভা-সাগরে।  
 তখনি অমরী নিবারি তাদের  
 জানাইল মনোরথ,  
 অমর-বালারে কথনে চিনিয়া  
 বন্দুত ছাড়ে পথ।

ফেলি রক্তখাস চলিল শরীরী  
 ধর্মের আসন যেথা,  
 যোজন অন্তরে দাঁড়ারে অচল  
 এ হেন জনতা সেথা।  
 দেবী কহে “নর, থাক এই স্থানে  
 কি হেতু সহিবে রেশ ?  
 নিকটে গশিতে, এইখানে থাকি  
 সফল হবে উদ্দেশ।  
 এত পরিকার কিরণ এখানে  
 অসুস্থ নয়নে তব,  
 বিনা অবরোধে হেরিতে পাইবে  
 এত দূর হ’তে সব।”  
 অমর-সুন্দরী বাক্যেতে শরীরী  
 নির্দেশে তাঁহার হেরে  
 বিচিত্র আসন, জীবাশ্ম-সাগর  
 চারিদিকে যেন ঘের  
 জিনি স্বচ্ছ কাচ, ক্ষটিক মাণিক  
 রচিত অপূর্ণ পীঠ  
 বলকে বলকে উছলিছে আভা  
 আকর্ষি নয়ন-দিঠ  
 ব্রহ্মাণ্ড-কেন্দ্রেতে নিবন্ধ আসন  
 আদিকাল হ’তে ধীর  
 লোকের প্রবাদে বধা কানীধাম  
 ত্রিশূল শৃঙ্খলে স্থির  
 ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ত্রিকোটিদেবতা  
 তুলিয়া মন্তক’পরে  
 ধরেছে আসন সহাস্ত বদনে  
 জুড়িয়া যুগল করে  
 আসন-উপরে মণিময় বেদী,  
 স্থাপিত উপরে তাঃ  
 অদ্ভুত গঠন মহা তুলাদণ্ড  
 সর্ব-মানব-সার  
 উর্ণনাভতন্ত্র সদৃশ শৃঙ্খলেতে  
 লম্বিত তুলার ধা  
 দুই দিকে যেন দুই পূর্ণচাঁদ  
 ছলিছে হয়ে প্রকট  
 ক্ষণ নহে স্থির উঠিছে নামিছে  
 নিয়ন্ত সে ঘটঘর,  
 দক্ষিণে পুণ্যের বামেতে পাপের  
 মান-নিরূপণ হয়।

একে একে পাণী আসন-সরীপে  
 কাপিতে কাপিতে আসি,  
 আপন বদনে আপনি বলিছে  
 নিজ নিজ পাপরাশি ।  
 পীঠধারী দেব ইন্দ্রাদি বাহারা  
 বলিছে পুণ্যের ভাগ,  
 তখনি আপনি নাহিছে উঠিছে  
 চন্দ্রাকর তুলাভাগ ।  
 নন্দগুপ্তের স্থির দৃষ্টি করি  
 প্রস্তরমুরতি হেন,  
 সি ধর্মরাজ, ক্ষটিক-আসনে  
 নিবন্ধ রয়েছে যেন ।  
 হলার্কের যজ্ঞশি আত্মায় প্রাণী  
 পাপ অংশ কোন তার,  
 র কি বিশ্বের গোপন-মানসে  
 না করে মুখে প্রচার ;  
 হল্য তখনি সে অপূর্ণ যন্ত্রে  
 দুই খট হয় স্থির,  
 লে তুলাদণ্ড ; অখণ্ড বিধান  
 হায় রে কিবা বিধির !  
 গৌরীক হইতে ছুটি উর্জ্বাসে  
 তখনি শমনদূত,  
 ধে "হলা" ধ্বনি প্রহারে এমনি  
 পীড়নে অস্থির জ্বত ।  
 নিতে বাসনা কিরে চাহি নর  
 বাক্য নিঃসারিতে যার,  
 বজ ওষ্ঠাধরে অস্থলী চাপিরা  
 অমরী নিবাসে তার ।  
 নঃ পূর্ববৎ হেরিল শরীরী  
 তুলাখট উঠে মাথে,  
 লকে পলকে কত আত্মায়  
 প্রাণী কিরে ডানি বামে ।  
 ত বে ব্রহ্মাণ্ড খুরে চারিদিকে  
 গ্রহ তারা খণ্ড হয়,  
 টলে আসন না পশে নিঃশব্দ  
 সে দেশ নিঃশব্দ রর ।  
 ষ্ণদেব-মুখে, মাঝে মাঝে শুধু  
 অতি মুহূর্তর স্বরে,  
 বিমাত্র দুই, আদেশ জানাতে,  
 প্রতি আত্মা-মানপরে ।

পাপ-পুণ্য-মান একপ বিধানি,  
 সেখা সমাধান হ'লে,  
 সমদূত স্বত, পাপিবৃন্দ লয়ে,  
 পরিধা বাহিয়া চলে ।  
 নরে লয়ে দেবী পরিবার তটে  
 গিয়া চলি ক্রতপদ,  
 কহিল—"হে নর, স্থল-মেত্রে হের,  
 এই বৈতরণী নদ ;"  
 দেবিল শরীরী, খেয়া-তরী কত,  
 কুল-ভাগ যেন ছেয়ে,  
 প্রতি তরী-পৃষ্ঠে সমদূত এক,  
 পিাড়ারে তরীর নেয়ে ।  
 অতি ক্ষুদ্র তরী বৃহৎ তরাদু,  
 বৈতরণীতীরে স্বত,  
 এ ভব-ভিতরে, তুলনা তাহার,  
 নাহি কিছু কোনমত ।  
 নিস্তরু চৌদিক, আকাশ প্রাঙ্গণ,  
 হেন শব্দহীন স্থান,  
 চকিতে মুহূর্ত পিাড়ারে সেখানে,  
 উড়ে শরীরীর প্রাণ ।  
 নীরবে আত্মারা, উঠে নৌকাপরে,  
 নীরবে শমনদূত,  
 খেয়া দিয়া চলে, বৈতরণী-জলে,  
 ক্ষেপণী ফেলি অদূত ।  
 অমরী-ইন্দিতে কর্ণধার কেহ,  
 বৃহৎ তরণী বাহি,  
 নিকটে আনিয়া, রাখিল পৌহারে,  
 বিস্ত্রিত নয়নে চাহি ;  
 মুহূর্ত নিখন পবনে যেমন,  
 যখন কেতকী-কানে,  
 বসন্ত-বারতা, গোপনে শুনার,  
 তেমতি অশ্রুট তানে—  
 অমরী বুঝারে, শমন-কিঙ্করে,  
 মানবে লইয়া বীরে,  
 তরণীতে উঠি বাহিয়া চলিল,  
 বৈতরণী-নদী-নীরে ।  
 কত নিশি দিবা, তরী চলে বাহি,  
 কত গ্রহ কত তারা,  
 দূর শূন্যপরে; উঠিল ছুবিল,  
 যেন ভষোমণি-ঝারা ।

উদ্দেশিত দেশে উত্তরি নাবিক,  
 তরাণ করিল স্থির,  
 অমরীর বলে, তরঙ্গী ছাড়িয়া,  
 মানব লভিল তীর ।  
 দেখিল সেখানে, পরাগী পুরুষ,  
 দাঁড়াইয়া মহাকার,  
 ধবল কুন্তল, শিরেতে যেমন  
 ধবল শৃঙ্গের প্রায় ।  
 বিশাল ললাটে, অঙ্কিত তাহার,  
 সহস্র কৃষ্ণিত রেখা,  
 জীবাত্মা-উর্ধ্বির, মধ্যস্থলে যেন,  
 মৈনাক দাঁড়ায় একা ।  
 বামদিকে তার, স্ত্রীকূঠার  
 মুষ্টিতে রাখিয়া ভর,  
 হেলিছে কখনো, উরু হ'তে ঝরে  
 বৈতরণী-নদী-অর ।  
 সে মহাপুরুষ, দাঁড়ায় এ ভাবে,  
 দক্ষিণদিকেতে দেখে,  
 জীবাত্মা ধরিত্র, অনন্তে ছুড়িছে,  
 উজ্জ্বল তুলি একে একে ।  
 যে গ্রন্থ নক্ষত্রে, যে পাণীর বাস,  
 সেই দিকে লক্ষ্য করি,  
 অতুল্য বেগেতে, সে মহাপরাণী,  
 নিক্ষেপে পরাগী ধরি ।  
 স্থবির বিশীর্ণ, যুবক যুবতী  
 হায় রে কিশোর কত,  
 কুৎসিত, সুন্দর, ধনী, মামী, জানী,  
 মহীপাল শত শত,  
 নিক্ষিপ্ত এরূপে, ব্যোম-গর্ভদেশে,  
 সূর্য প্রভাসিদ্ধ ষায়,  
 আত্মাবল-মুখে, যে ক্রন্দন-ফনি  
 হাহারব বাতনার -  
 পশুর(ও) শ্রবণে, পশিলে সে খেদ,  
 অস্থির নাহিক রত,  
 সে খেদ শুনিলে প্রাণশূন্য জড,  
 পাষাণো বিশীর্ণ হয় ।  
 সুররামা-সদী, নরের নরনে,  
 ঝরিল অজস্র ধারা,  
 বিশ্বরে হিমাল, গর্ভদেশে যেন,  
 নিবদ্ধ মুক্তার স্বায়া ।

অমরীর(ও) আঁখি বাপ্পধূমে যেন,  
 হৈল কিছু আভাহীন,  
 নরে চাহি দেবী যুতল নিখাসি  
 কহিলা বচনে ক্ষীণ—  
 “হে অচলবাসী কিরণ-সাগরে  
 বিন্দু বিন্দুবৎ ছায়া,  
 নিরবিলে ষত, সেই রেণুরাশি  
 এ হেন আত্মারি কায়া ।”  
 “ভেবেছি তা আগে” কহিলা মানব  
 “কহ গো জননি গুনি;  
 এ মহাপুরুষ আত্মা কি অমর  
 কহ কে দাঁড়ায় উনি ?”  
 “মুগ্ধমান হেথা আদিকণ হ'তে  
 অনাদি প্রাচীন জানী ;”  
 কহিল অমরী “কাল ঔর নাম”  
 পীযুষ-পূরিত বাণী ।  
 হেন কালে নর হেরিলা শূন্তেতে  
 সে মহাপুরুষ-করে,  
 পরম সুন্দর নর-আত্মা এক  
 নিক্ষিপ্ত অনন্ত স্তরে,  
 নেহাবি নিমিষে সুর-কস্তা পানে  
 চাহিলা উৎসুক হয়ে,  
 বুকিয়া অমরী ছাড়িলা সে দেশ  
 চলিলা মানবে লয়ে ।

## সপ্তম পল্লব

অমরী মানবে লয়ে নামিল তখন ;  
 জগতের কেন্দ্র ছাড়ি শূন্যমাঝে দিয়া পাঁচ  
 ভিন্নরূপ পাপলোকে করিলা গমন ।

আকাশের যেই খণ্ডে অট্টালিকাকার  
 পঞ্চ নক্ষত্রের মিল শোভি গগনের নী  
 দশমী তিথিতে যেন চন্দ্ৰের বিহার ;

পাঁচে একে একে পাঁচ—মিলারে কিরণ,  
 নিশীথিনী-শিরোপরে সূচিকণ ঝারা ধা  
 অনন্ত কোলেতে বাহা দেয় দরশন ;

মধা নামে তারালোক—প্রবেশি তাহার  
নব নামাইল। দেবী, সুশীতল বায়ু সেবি  
সে লোক-বাহিরে দেহী শরীর জুড়ায়।

শীতল হইলে পরে অমরী মানব  
প্রবেশিল গর্ভতলে, দণ্ড দুই কাল চলে,  
গোমূলি আলোকে যেন—বিম্ব নীরব।

কিছু পবে হেরে দূরে উন্নত প্রাচীর,  
হেরে মনে হয় হেন, লোহের প্রাকাব যেন  
নীরব শূন্যে কোলে তুলেছে শবীর,

নিবাবিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়,  
যাব গ্রহরীর বেণে, বিরাজিছে ঘোর দেশে  
কালীর বরণ অঙ্গ কালেব মলায়।

দুই দিকে দুই দ্বার—প্রশস্ত ভীষণ  
ক্ষয়-মৃগি ভয়ঙ্কর শত শমনের চর  
রোধি প্রবেশের দ্বার কবিছে ভ্রমণ।

পিছিছে তাহাতে যত আত্মায় প্রাণী  
ক্ষয় লৌহশলা তপ্ততৈলে যেন জ্বালা  
অঙ্গে বিধি তাহাদের কহে ঘোর বাণী।

জ্যোতির্ময়ী চলে আগে—পিছে পিছে নব,  
দানিয়া দ্বারের কাছে প্রবেশের পথ বাচে  
কোতুকে নিকটে ছুটে যত যমচর।

অপূর্ব মধুর বাণী অমরী-বদনে  
বনে হয় শীতল, কৃতান্ত-কিঙ্করদল  
চমকিত-চিহ্নে চাহে দেবীর নয়নে।

স্বর্ণ শোভাকর আভা চারু নেত্রতলে  
যি স্নিগ্ধ মনোহর নেহারি শমনচর  
পথ ছাড়ি দুই দ্বারে দাঁড়ায় সকলে।

ভিতরে প্রবেশি নর নিরখে আকাশে  
নিবিড় জলদল বিম্বমাত্র নাহি জল  
গঞ্জিয়া গঞ্জিয়া খালি উড়ে উড়ে ভাসে।

নিদ্রায়ে রৌদ্রের তাপে ফাটিলে যেমন  
নিদ্রায়ে ক্ষেত্রক্ষয় সেইরূপ নেত্রমর  
চারিদিক্ কক্ষবেশ—নীরস-দর্শন।

হেন কক্ষ ক্ষেত্রতলে পশিলা দৃঞ্জে,  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গারি হেরিলা শাখা প্রসারি  
শিপাসাতে ফাটি যেন চাহিছে গগনে।

হেরিলা কতই লতা-কুপ সে কাষ্ঠারে  
শুক শাখা শীর্ণ মাথা বিনা বাতে ঝরে পাতা  
আপনা হইতে নিত্য শোণিত উগারে।

দূর হ'তে লক্ষ্য করি তবু সে সকল  
বিস্তারিত ছিল'পর বসায়ে স্তব্ধ স্বব,  
ভ্রমে কত ভ্রমচারি দলি দলি ক্ষেত্রতলে;

অর্ধ-দেহ নরাকৃতি—কটিব উপরে,  
পদপুঙ্খ অশ্ব-প্রায় বড়ের গতিতে ধায়  
লতা গুল্ম কুপ তরু বিকল করে শরে।

কত অঙ্গ সে সকল বিবাদে তখন  
মহুয়া-ক্রন্দন-স্বরে ফুটিয়া নিদান কবে,  
শর সঙ্গে শুক অক্ল ঝরে যতক্ষণ।

স্থানে স্থানে বন্দুত প্রান্তর খুঁড়িয়া  
বেড়ায় বিকট আঁধি আঁধারের বদন ঢাকি  
অঙ্গার সদৃশ করে খনিজ ধরিয়া।

অমরীর দিকে নর ব্যগ্রচিত্তে চায়,  
ধীর সযোধনে তাঁর কহে—“দেবী, কি হেথায়  
কারা এরা হেন বেশে কাঁদে এ প্রথায়?

কেন বা কালের চর ওরূপে খনন  
করিছে এ সব ক্ষেত্র?” অমরী প্রশান্ত-নেত্র  
চাহি মানবের দিকে কহিলা তখন—

“গুপ্ত কামে যাহাদের আকাজক্ষা-প্রবাহ  
বহে ক্রমবের তটে সংঘটন নাহি ঘটে  
এ সব তাদেরি আত্মা—সহে পাপ-দাহ।

মৃত্যুচর হের যত করিছে ভ্রমণ,  
ফুটাতে অঙ্গুর বীজে যে যাহার নিজে নিজে  
খুঁড়িছে ক্ষেত্রের তল—করহ শ্রবণ—

প্রোথিত এ ক্ষেত্রতলে প্রাণি-আত্মা কত  
পোড়ে নিত্য তাপানলে, অলৌকিক বিধি-বলে  
অক্ষয়িত হয় পরে লতা গুল্ম মত।

কুজ কাট পদতলে ভ্রমিলে যেমন  
সরীষে লোনাঞ্চ হয় মানবের দেহময়  
সহসা ভেদতি হয়, শুনে সে বচন ;

শরীরী সে স্থান ছাড়ি অন্তরে দাঁড়ায় ।  
অমরী মধুরতর বাক্যে কহে—“দ্রাস্ত নর,  
সরীষাই এইরূপ, সরিবে কোথায় ?”

“বাই হোক অস্ত্র স্থানে চল, দেবি, চল”  
মানব কহিলা তার, দ্রাস্তপদে ভুলনার  
সে ক্ষেত্র ছাড়িয়া পশে অস্ত্র ক্ষেত্রতল ।

“এই দিকে হে শরীরি,” অমরী কহিলা,  
“দেখ চাহি ক্ষণকাল, হৃৎক ভোগে কি বিশাল  
পঙ্খিল-পর্যায় যত অসত্য মহিলা ।”

অমরীর বাক্যে নর হেরে অনিমিষে ;  
দেখিল পল্লবহীন কত শুষ্ক তরু কৌণ  
শাখা তুলি শূন্যতলে উঠেছে চৌদিকে ।

কহিল—“কোথায় দেবি, না দেখি ত কই  
কোন এক আত্মা-চিহ্ন শুষ্ক জীবিতক ভিন্ন  
অস্ত্র কিছু কোন স্থানে বিস্তৃত না হই ।”

“নিরখিয়া দেখ নর—হও অগ্রসর,  
তবে এর তথ্য পাবে” বলিয়া স্বরিতভাবে  
বৃক্ষ-সরিধানে দেবী আইলা সত্তর ।

দেখিলা শরীরী সেখা—প্রস্থানে যেমন  
চিত্তাধুমে সমাচ্ছন্ন চিত্তাতাপে মধুবর্ণ  
শাখাগলী বজ্রের তাল—ভেদতি দর্শন ।

শুক বৃক্ষ স্থানে স্থানে পত্রশূন্য শির,  
গুঞ্জবুল শাখাদেশে বসেছে করালবেশে  
পক্ষীর পূরীষে বৃক্ষ কদম্ব-শরীর ।

নখে নখে বিক্লি শাখা বলি গুঞ্জবুল  
চিবাইছে ধীরে ধীরে চক্ষু দিয়া চিরে চিরে  
মৃদু শাখা ভবিতেছে বধি গলতল ।

পড়িছে অক্ষয় বেগে শত শত ধারা—  
লুপ্তিহীন ধারা নেন কাপি কাপি বৃক্ষ যেন  
বিদীর্ণ নৃকীর্ণ করে অক্ষয়-ধারা ।

তখন সে সব শুক করিয়া ক্রন্দন,  
ফাটিছে দ্বিধাও হয়ে হেরিয়া শূন্যতলে  
বিক্ষল-শের ভাব করিছে ধারণ ।

তাপিতের ঘোর স্বর বদনে সবার  
আত্মাগণ একে একে জীবময় বৃক্ষ  
বাহিরি প্রকাশে হৃৎক চিত্তে যেনা বাত

অমরী কহিলা—“নর, গুঞ্জ হের যত  
এ হেন কদম্ব-বেশে বলি উচ্চ শাখাদেশ  
পক্ষী নহে ও সকল—পক্ষিরূপগত ।

শমনের ভীষচর রাক্ষস উহার ।”  
জন্তু হরে চাহে নর গুঞ্জবুলী নিঃশব্দ  
সবনে চীৎকার ছাড়ি উন্নত তাহার ।

পাখার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে  
চক্ষুতে প্রহার করি সুরধার নর  
বিদীর্ণ বৃক্ষের মাঝে ফেলে আত্মাগণে

অমনি দ্বিধাও শুক দাঁড়ায় আরার  
উঠিয়া পূর্ণের মত জীববুল  
নিদারূণ নিপীড়ন সহে পুনরীর ;

সে সবার মাঝে নর হেরে দুই জন,  
অশ্রুদগ্ধ গণ্ডতল জীব-জীব-বৃক্ষ  
কৌণ স্বরে বলিতেছে কাতর বচন—

‘কে বিধাতঃ কেন আর—মরণ কোথা  
এ পর্যাণে নাহি কাজ ধরাও গুঞ্জবুল  
দেও মরিবারে পুন অহো প্রাণ ধার ।’

মানব জিজ্ঞাসে—“দেবি, দেহ কেন মর্দী  
কপোলে অক্ষয় ধারা নারীবেশে কে উড়া  
আত্মা হেরে মনে হয় আছিল রূপী—

ছিল হবে ধরাভুলে ; প্রাণীনা  
পরিচিতি কিবা নামে ? কে উটি উঠে  
সুরপা নবীনা বালী—মলিনা এখ—”

“জিজ্ঞাস নিকটে গিয়া”—বলিয়া  
ভায়ের নিকটে যায় বীরগতি  
জানিয়া চলিল নর জীবী মৃত করি ।

নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাশ  
পক্ষ শাপটরা সবে তরঙ্গর তীক্ষ্ণ হবে  
তুলিল এমন ঝড় প্রচণ্ড করাল,

অমরী মানব দৌড়ে বেন অকস্মাৎ  
পক্ষ-শাপটের জোরে পড়ে ঘূর্ণবায়ু ঘোরে ;  
সকট বুঝিয়া দেবী উড়ে তুলি হাত

বলিলা—“হে ধর্মচর, দাস্ত দাও রোষে.  
আমরা পাপাত্মা নহি বিধাতার বিধি বহি  
পশেছি এ পাপদেশে—নহে অস্ত্র দোষে।”

ঝঙ্কার পাখার নাদ নীরব তখনি ;  
গিন্না ছই আত্মা-পাশে, মানব কম্পিত ত্রাসে  
সুধাইল ছই জনে, অবশে সে ধনি,

উচ্চ্বাসি গভীর খাস প্রাচীনা যে জন  
কহিলা—“হে দেহধর, শাপযুক্ত আমি, নর,  
দেব-গুরু-ভাষ্যা আমি—পাপেতে এমন ;

কাহীর নরক-মাঝে হের হে তারায়।”  
বলিয়া যুগল করে বদন ঢাকিলা পরে  
ক-কারাগারে ছোটো শিহরি লজ্জায়।

জীবময় অস্ত্র প্রাণী বলিলা বিবাদে—  
“আমি নর, পাপীয়সী অন্তঃচি প্রণয়ে পশি  
এ ভোগ ভুগি হে হেথা চির-অনাহ্লাদে ,

আমি বিজ্ঞা ভারতের !” বলিলা লুটার  
শরাহত যুগী প্রায়। নরদেহী বেননার  
অমরী সহিত ফিরে অস্ত্র দিকে যায়।

না চলিতে বহুপথ শিহরে মানব,  
দেখিল সম্মুখে তার গলে ভুজঙ্গের হার,  
ছুটিছে জীবাণু এক নিনাদি ভৈরব।

হসিতল হুঁড়ি হুঁড়ি দংশিছে কণিনী  
দহিতলে ধারা ঝরে সর্প ধরি ডানি করে  
টানিতে টানিতে ফণী ছুটেছে রমণী।

“কে তুমি”—জিজ্ঞাসে নর ভয়ে চমকিত,  
“উষাদিনী প্রায় হেন অজ্ঞানে ছুটিল কেন?  
এখানে প্রেরিত?”

স্তম্ভিত নরের বাক্য—দাঁড়ারে সম্মুখে  
সে জীবাণু লড়বৎ নিবারিতে হেরি পথ  
কহিতে লাগিল বাণী নিদারুণ দৃষ্টে—

“সুধায়ো না হে শরীর, সে কথা আমার,  
মিশর-রাজীরে হার কে না জানে বসুধায়  
কুলটার ঘোর তাপ এখন হেথায় !

চল নিরখিবে কিবা ষাতনা দুঃসহ  
ভুগি প্রাণে অহঙ্কণ কুলটার কি শাসন  
দেখিবে চল হে চক্ষুে দুঃখ বিষবহ।”

“কে ইনি”—বলিয়া দাস্ত হইল তখনি ;  
চাহি অমরীর মুখে দারুণ মনের দৃষ্টে  
নতশির অধোমুখে দাঁড়ায় রমণী।

ধীর শাস্ত স্মৃতিতল দেবীর বচন  
ঝরিল পীযুষ তুল্য সে পীযুষ কি অমূল্য  
পঙ্কিল পরাণ ষার জানে সেই জন।

“যাও আগে ; হে জীবাণু, দেখাও মানবে,”  
অমরী বলিলা তায়, “ব্যক্তিচাব-পিপাসায়  
কিরূপে নিবারে যম—দেখাও সে সবে।”

নীরবে চলিলা এবে ত্রিবিধ পরাণী—  
দেব-আত্মা দেহী নর পাপিনী নরকচর—  
আগে চলে সকলের মিশরের রাণী।

এড়াই সে তারকার কঠোর প্রাণ  
যেথা অস্ত্র তারাতলে কৃষ্ণবর্ণ বালু অলে  
সেই বালুসাগরেতে চলে তিন জন।

দেখে নর ভয়ে কাঁপি—উচ্চ শলাকার  
শত শত প্রাণি-প্রাণ অধঃশিরে লগ্নমান  
পদাঙ্ক শলাঘিক অস্ত্র প্রধায় !

সে সব আত্মার কাছে করাল-মরতি  
নিষ্ঠুর কালের চর ছড়ে ছড়ে দেহন্তর  
ছিঁড়িছে হুকার ছাঃ প্রকাশি শক্তি।

জীবন খাপদকুল অতি কুশোমর,  
সুধাতে আতুর বেন বায়ান বিস্তারি হেন  
গ্রাসে গ্রাস খণ্ড করি টানে নিরন্তর



সে সব আশ্রয় দেখে। হেরি চাহে নর  
অমরীর মুখ-পানে, দর-বিচলিত প্রাণে  
অমরী স্মৃতি নর কৈলা স্থানান্তর।

না যাইতে বহুদূরে সে দেশ হইতে  
অমরীর কৃতি ভবে কঠোর কর্ণ স্বরে  
নিদারুণ শোকবাণী বহিল বায়ুতে।

কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীৰ্ত্তন  
শব-দেহে ক্ষুদ্র ধবি হরি হরি শব্দ করি  
জ্ঞাতিবর্গ গম্বাতীয়ে আগত যখন।

সেইরূপ শোকময় কঠোর নিদারুণ,  
সহসা দক্ষিণ হ'তে প্রবেশিল কৃতিপথে  
চমকে মানব-চিত্ত শুনে সে বিষাদ।

চমকি হেরিল নর—নিবন্ধে সম্মুখে  
বেন কৃপাকার ঝলি অদ্বৈতে মাথিয়া কালি  
চলেছে উদ্গি-আবাতে সাগরের বুকে।

নিকটে আসিলে পবে তখন নেহারে  
আশ্রয় প্রাণী বত চলেছে বালির মত  
দলে দলে কক্ষবর্ণ বালুসিক্ত-ধারে।

উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন  
সে সব আশ্রয় হাতে ছিন্ন নিজ নখাঘাতে  
রূপগুণ, শব-গুণ—বীভৎস দর্শন।

দলে দলে চলে-সবে—শরীরে, কপ্পন  
বেন বাতাসে-জরে কর্তৃত্ব মণ্ড ধবে  
চৌদিকে পৃথিবী-করিছে ধ্বংস।

অচেতন প্রায় জীবী নয়ন মুদগি;  
অকস্মাৎ ভীমবাদ—স্রোতে বেন ভাকে বাধ  
ছুটায় বজ্রাবল—তেমতি শুনি।

আতঙ্কে দেখিল দেহী—বর্ষে সিক্ত ভাল—  
ঘোরতর কক্ষবর্ণ তীক্ষ্ণমস্ত, উর্জকর্ণ  
যমদূত বিতাড়িত ছোট্টে ফেরপাল।

চকিতে জীবাশ্মাবলি নিরখি পশ্চাতে  
বনে উর্জবনে, নরন না মেলে জায়ে  
উড়ে বেন ধূলিকণ কটিকা-আবাতে।

অস্ত্র দিকে প্রাচীরের পৃষ্ঠদ্বার বেধা  
বেগে অবশিষ্টা তার নির্গত হইতে যা  
হেরে ভয়ঙ্কর মৃতি দ্বারদেশে সেখা—

মহা অজগর প্রায় দেহের গঠন,  
স্বচ্ছদেশে ছই পাখা শব্দে শরীর ঢা-  
শত কুণ্ডলেতে পুঙ্খ—রাক্ষস-বদন।

ধাবিত জীবাশ্মাগণ দেহ দ্বারে আসে  
দেই ভীম অজগর ব্যানানি মুখ-গম্বীর  
পক্ষের ঝাপটে সবে মুহূর্ত্তেকে গ্রাসে,

তীক্ষ্ণ দন্তে পিড়ি পিড়ি নিবেগে ভঠবে।  
আবাব বমন করে আবাব গরাসে ধা-  
কখন(ও) পেষণ করে পুরিয়া উদবে।

এ হেন গীড়ন সর্পি প্রহরেক কাল  
দেই সব পাণি-প্রাণ হত্যাশেতে হতজান  
প্রাচীর ভিতরে ছুটে ভেটে ফেরপাল।

তখন সে মহোরগ রাক্ষস-বদন,  
উৎকট চীৎকার করি বলে—“রে সতীব্র আ-  
লম্পট কুটনীপাল জবজ জীবন—

এ ভোগ তোদের যোগ্য; যে বিষ দ্বার  
ছড়াইলি দেহ ধবি সেই বিষ প্রাণে—  
ভবিষ্য-কঠরে ভোগ চির-বাতনায়।

হেরি দেহদায়ী নর, শুনিয়া গর্জন,  
অমরীর দিকে দেখি কহিল—“জননি, এ কি  
কোথায় আমারে দেবি আনিলে এগন?

এখানে কি পুণ্যময়ী দুহিতা আমার?  
এ কি তাব যোগ্য বাস? সে চারু-কু-চাঁদ  
যোটে কি এখানে কতু?—কাছে চল।

“হে দেহি তোমারি চিত্ত করিতে উজ্জ-  
পূরাত তোমারি আশা এ ক্ষুণ্ণ-নিবাসে  
দেখাব কজারে তব, সঙ্গে ফিরে চল।

তনয়া দেখিতে হেন ভুবনে ভ্রমণ  
করিতে হবে না এবে চল দ্বারতে নৈ-  
বিগত-কপূর-ভাগ বিগত-সব-পা-  
আশ্রয়াম নদীতীর পাণ্ডে নরন।”

এত বলি নিজাগত কবিতা যানবে  
লিল অমরী ভবা পৰ্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাতরা  
মুচ নাগতের পতি উতরিল ভবে।

বাণী নবে ধরাতে জাগায়ে চেতন,  
একটা প্রতিভার দিব্যচক্ষু দিয়া তার  
বিশ্ব-বিনয়-মগ্নে দাঁড়ায়ে দেশী সমুপে  
কহিল—“হের গো তব গহিতা এনা।”

বিশ্বয়ে আনন্দবোধে আত্মত হৃদয়  
নিরবিল ধরাবাসী নিম্নল পলাত-কাসি  
ধরা তলে আসি যেন চলেছে উদয়।

মহত মুকটকটা জগিছে মণ্ডলে,  
বাগল অঙ্গে ধবে গড়া যেন বিশৃঙ্খলে  
যেন নীলিমা-সিঁ, কপালে কিরণা-বন্দ  
রেখাগত ইন্দ্র যেন অসং উজ্জ্বলে।

সম্পদ-নয়নে হেরি মানব-বদন  
কিবা সুধারাসি- তাত, এবে অবিনাশী  
আশ্রয় এ শবীর স্বচেতে স্বপন।

সে স্বপন তা জগতে সবারি স্মৃতিবে  
বাণীনায়ে দাও হয়ে তাপ নল হৃদে লয়ে  
প্রজালি ধবাব ফাব খুলায়ে শমন-ছার  
আমার মনন যবে অর্পণকে পশিবে।

হে তাত, পেনিতে পুন. ০য় যদি মন  
এরূপে জীবাত্মাণ্য অনন্ত তারকাময়  
পুনর্বার মহিভাবে করিও স্বপণ।

এত বলি শেভাময়ী আকাশে গিগিয়া,  
জগকাল অস্থায়ী হৈলা ছাড়ি মরস্থান,  
বিস্ময়ে বিচলিত হৈ নিস্তর ধরনীপন্ন  
কাদিতে লাগিল যেন পলনে ছাগিয়া।



# চিত্ত-বিকাশ

হেয় ঐ তরুটির কি দশা এখন ।

হেয় ঐ তরুটির কি দশা এখন ;

বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন ।

ছিল স্রসাল কাণ্ড স্রচার গঠন,

উন্নত শিখরে অত্র করিত ধারণ,

শাখা শাখী চারি পারে উঠিত কেমন,

বিটপে আতপ-তাপ হইত ধারণ ।

পড়িত তাহার তলে ছায়া স্নানতল,

কুটিত কেমন ফুল কিবা পরিমল ।

কতই লতিকা উঠে জড়াইত গায়,

কতই পথিক শ্রান্ত আসিত তলায় ।

ঝটিকা-ঝাপটে এবে হারিয়ে স্বল

হেলিয়া পড়েছে আজি পরশে ভূতল ।

সুকায়েছে শুকা'ন্তেছে বিটপ-পত্রিকা,

ধসিয়া পড়িছে ভূমে আশ্রিত-লতিকা,

শুক ফল পুষ্প পড়ি ভূমিতে লুটায়,

আশে পাশে বিহ্বলরা উড়িয়া বেড়ায় ।

নিরাশ্রয় ভগ্ননীড়ে নিকটে না যায়,

পথিক সতৃষ্ণ-নেত্রে তরু-পানে চায় ।

ছায়া বিনা কেহ তথা বসিতে না পায়,

নিকটে আসিয়া কেহ ক্ষণ না দাঁড়ায়,

পূর্বকথা ব'লে ব'লে পথে চ'লে যায় ।

দেখিয়া তরু রে তোরে প্রাণ কাঁদে মম,

আছিল আমার(ও) আগে সবই তোর সম,

শাখা পাখী ফল পুষ্প সুবেশ সুশ্রাণ,

করেছি কতই জনে সুজ্ঞায়া প্রদান ।

হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,

কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়,

নিজ পর ভাবি নাই অনন্ত উপায়,

যে এসেছে আশা ক'রে দিয়াছি তাহার,

এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়,

স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,

কে দেখে আমাদের আজ কিয়ায়ে নয়ন,

হেয় ঐ তরুটির কি দশা এখন ।

বিভু কি দশা হবে আমার ।

বিভু কি দশা হবে আমার,

একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ

ঘুচাইলে ভবের স্বপন—

সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনীপরে

চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥

আমার সখল মাত্র, ছিল হস্ত, পদ, নেত্র,

অন্ত ধন ছিল না এ ভবে.

সে নেত্র করে হরণ হরিলে স্বর্কষ ধন

ভাসাইয়া দিলে ভাব্যবে ।

চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রাখিতে নাহিক কে

সদা ভরে পরাণ শিহরে,

স্বপনি আগের কথা, মনে পড়ে পাই ব্যথা

দিবানিশি চক্ষে জল ধরে ।

কোথা পুত্র কন্তা দারা, সকলই হয়েছি হারা

গৃহ এবে হয়েছে অশান ;

ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা

নিরাশাই হেরি যুগ্মমান ।

সব ঘুচাইলে বিধি, হ'রে নিয়ে চক্-নিধি

মানবের অধম করিলে ;

বল বিস্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন

ক'রে ভবে বাধিয়ে রাখিলে ।

জীবনে বাসনা বত, সকলই করিলে হত,

অন্ধকারে ডুবায় অবনী ;

না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ড

চির-অন্তিমিত দিনমণি ।

ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি আ

না থাকিবে কিছু(ই) বিচার,

না রবে নরনে দৃষ্টি তমোময় সব স্রষ্টি,  
দশদিক্ বোর অন্ধকার—  
বিভু! কি দশা হবে আমার ॥  
প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,  
পুলকিত করিবে সকলে;  
আমার রজনী শেব, হবে না কি। হে ভবেশ!  
জানিব না দিবা কারে বলে?  
আর না সুধার সিদ্ধ, আকাশে দেখিব ইন্দু,  
প্রভাতে শিশির-বিন্দু অলে,  
শিশির বসন্তকাল, আসে যাবে চিরকাল,  
আমি না দেখিব কোন কালে!  
বিহ্ব পতঙ্গ নর, জগতের স্রথকর,  
তাও আর হবে না দর্শন,  
ধাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে  
দেবতুল্য মানব-বদন।  
নিজ কস্তা-পুঞ্জ মুখ, পৃথিবীর সার স্রুথ,  
তাও আর দেখিতে পাব না,  
অপূর্ণ ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণ মাত্র,  
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা;  
কি নিরে থাকিব তবে, তবে কি সাধনা হবে  
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,  
বুধা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,  
বুধা রাখা ধরণীর ভার।  
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,  
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,  
জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে,  
প্রাণ নিরা দুঃখে কর পার—  
বিভু! কি দশা হবে আমার!

### কি হবে কাঁদিয়া?

কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া  
সবারি এ দশা কিছু চির নয়,  
চিরদিন কাগো নাহি রয় স্থির,  
চিরকাল কারো সমান না যায়।  
পবিত্রময় সদা এ জগৎ।  
নাহি ভেদাভেদ ক্ষুদ্র কি মহৎ;  
হ্রাস বৃদ্ধি নাশ বার যে নিরন্ত,  
পল অল্পপল পৃথিবীময়।

আমি কিবা ছার নগণ্য পামর,  
শত শত কত মহাভাগ্যধর,  
বিস্রাট, সম্রাট দেবতুল্য নর,  
উন্নতি পতন সবার হয়।  
কোথা আজি সেই অধোদার ধাম?  
কোথা পূর্বব্রহ্ম সীতাপতি বাম?  
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা?  
কোথায় মথুরা কোথায় দ্বারকা?  
কে পারে লজ্জিতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে?  
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।  
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে?  
বুধা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?  
এস তগবান্, কর ধৈর্য্য দান,  
কর শাস্তিময় অশান্ত পরাণ।  
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,  
নিজ কর্ম যেন সাধিতে পাবি ॥  
স্রুতির বসন্ত, হাসে না ধরায়,  
না চির-হেমন্ত ধরণী কাঁপায়,  
উত্তপ্ত নিদ্রাঘ প্রারুটে জড়ায়,  
অনিদ্রা সকলি বিধির ইচ্ছায়,  
হৃদ্বিনের দিন বেই বলীয়ান,  
সহিতে বিধির কঠোর বিধান!  
নমে না টলে না নহে ভ্রিয়মাণ,  
যে পারে তাঁহারি জীবন ধন্ত।  
এ ভব-সাগর জ্বল লক্ষ্য করে  
রাখিতে আপনা আবর্তের ঘোরে  
না হারারে কুল না ডুবে পাথারে,  
নাহি রে নাহি রে উপায় অন্ত ॥  
আমা হ'তে আরো কত ভাগ্যধর,  
হারারে সাম্রাজ্য শৌর্য্য বীর্য্য আর,  
পড়িছে ভূতলে অদৃষ্টের ফলে,  
ধৈর্য্যে আবার বাঁধিছে হিরে।  
কি ছার আমি যে হয়ে ভাগ্যহীন,  
কাঁদি এত তাষি দেখিয়া হৃদ্বিন,  
কেন কাঁদি এত কেন বা কাঁদাই,  
রাখ আমায় নাথ ধৈর্য্য দিয়ে ॥  
আপনারই দোষে আপনি হারাই,  
বিষাভারে কেন সে দোষে জড়াই,  
এ সাধনা কেন পরাণে না পাই।  
নিজ কর্মফল অদৃষ্টে কেবল!

সে গদ্য সম্পদ সে আদর মান,  
কত দিন হলো কোথায় গেছে,  
হব সে মনন দেখে বুঝা তোর,  
সকলি আমার প্রাণে জাগিছে।  
সকলই তো গেছে সব ফুরিয়েছে,  
আর ত কিরিয়া না পাব তার,  
তবুও এখনও স্মৃতিগত স্বথ  
ক্বেবেও তাপিত হৃদয় জুড়ায়।  
আর বে মায় নাচিয়া অমনি  
স্বায় রে আমার নিকটে আর।

### থছোত।

কি শোভা ববেছে তরু থছোত-মালার,  
শাখাখণ্ড সমুদ্র, হরেছে আলোকময়,  
কি চারু হৃদয় শোভা জুড়ায় নয়ন!  
নীল আভা পুচ্ছে করে শোভিতেছে তরুপরে,  
লক্ষ আলোকের বিন্দু কটিছে যেমন।  
হেরে মনে হয় হেন, সোনার তরুতে যেন,  
লক্ষ হীরাখণ্ড জলে, অতিত কাকুন!  
কখন বা মনে হয় তরুটি যেনন,  
আলোকে ডুবিয়া আছে, সর্ষ-অঙ্গ ঝকিতেছে,  
মনোহর নীলকান্ত কাকুন-কিরণ।  
অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে,  
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণ-কূলে, চারু কারুকার্য তুলে  
টাকিয়া রাখিছে তরু করি আচ্ছাদন।  
কিন্তু পরদিন প্রাতে উদিসে তপন,  
কাছে গিয়া হের তার, কোথায় কাকুন হার,  
দাক্ষয় তরু সেই পূর্বের মতন।  
কোথা বা হীরকমালা নয়ন-রঞ্জন,  
তরুতলে ডালে পাছে, দেখিবে পড়িয়া আছে,  
কেবল জোনাকী পোকা পাতি অগণন।  
হার রে কতই হেন বিচিঞ্জ দর্শন,  
নামবের স্বথকর, নয়ন-মানস-হর,  
করেছেন ভগবানু ভূতলে স্বজন।  
দিবা বিভাবরী-যোগে কতই এমন,  
কৃতি-দৃষ্টি মনোভোতা, হৃদি করেছেন শোভা,  
মূলহীন সত্ত্বহীন ধ্বন, যেমন।

আহা বিভাতার এই মায়ার স্বজন,  
নহে বঞ্চনার ভরে, শুধুই জুড়াতে ন  
মায়াজালে জড়ালেন নিখিল ভুবন,  
না বন্ধে কৃতরূপ নর বিধির মনন।  
নিন্দা করে এ কোশলে, তাঁহারে নিষ্ঠুর  
বলে তিনি দ্রৌণগণে করেন বঞ্চন।

### আলোক।

আলোক স্বজন হইল যখন  
অগতের প্রাণী উজ্জাসিত মন,  
অবনী গগন জলধি-জীবন,  
করে বিচরণ পুঙ্কিত মনে,  
মহাসুখে হেরে প্রকৃতির মুখ,  
হেরে পরম্পরে হইয়া উৎসুক।  
চমকিত চিত্তে করে দর্শন,  
লাবণ্য-মণ্ডিত জগৎ বদন,  
কিরণ-ভূষিত ভূতল আকাশ,  
অতুল স্রবমা চক্ষু প্রকাশ।  
জগতের জীব আননিত-মন,  
প্রাণি-কর্প-রবে পূরে হিতুবন,  
আলোকে উজ্জল লোক সমুদ্র,  
জয় জয় শব্দ ত্রিভুবনময়।  
জগৎ হইল আলোকময়,  
খুচিল আধার জড়তা ভয়,  
বিধাতার এই অতুল ভুবন,  
হইল তখন আনন্দ কানন,  
ভরলতা তৃণ যুৎ ধাতু জল,  
নিজ নিজ রঙ্গে সাজিল সকল;  
পতঙ্গ বিহঙ্গ সুন্দর কুঞ্জর,  
কিরণ মাখিয়া অতি মনোহর,  
রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে,  
নানা বন-ফুল ফুটিল কাননে।  
আলোকে প্রকাশ হইল তখন,  
সুন্দর বর্গীয় মানব-বদন,  
হেরি সে বদন পশু-পক্ষী বত,  
নিজ নিজ শির করিল আনত।  
কি আশ্চর্য্য বিবি স্বজন-প্রণালী,  
এক জাতি কিঙ্ক বিভিন্ন লবণী

আলোক পাইয়া মানবমণ্ডলী,  
দেখিতে লাগিল হয়ে কৃতকৌ,  
নব-সৃষ্টিশোভা-মুজন-কোশল,  
বিধি নিয়মিত শৃঙ্খল সকল,  
বিসব রজনী চন্দ্র স্বর্ঘ্য গতি,  
৬৬ গুহু ধারা নিয়ম-পদ্ধতি,  
চেহরি-হুই নৌনা স্তম্ভিত হইয়া,  
বোম্বাফিক-কায়া বিশ্বয় মানিয়া।  
আলোক-মাহাত্ম্য কেনা নাহি জানে  
যে বেগেছে কতু নিশা অবসানে,  
প্রাতি-স্ব্যোদয় কিংবা সন্ধ্যাকালে,  
পূর্ণ ষোলকলা শশাঙ্গ মণ্ডলে,  
বে দেগেছে কতু সবস-বসাদে,  
চাঁক ফুলদল নয় নব বৃন্দে,  
পক্ষটে কখন সবদার কোলে,  
হাসি-মুখে সন্তে ধানে বাবে দোলে,  
নানা বর্ণ রঙ্গে সজ্জিত কায়ে,  
বিকল্প সকল কিরণে কোয়ে,  
দেখেছে কখন (৬) অনন্য গগনে,  
আলোক-মাহাত্ম্য সেত সে জানে।

আলোক-মহাভাষা জানিয়াছে সেট,  
চর্যচরময় দেখিয়াছে সেট,  
লতা, পাতা, তরু নিকটের গায়ে,  
আলোকেব শুণে স্বতঃ ব্যক্ত হয়,  
বিশি-হস্তলিপি কোথা তাঁর কাজে,  
গীতা-উপদেশ জগতে কি আছে,  
অমূল্য পদার্থ হেন কিছু আবে,  
আলোকের সহ তুলনা বাহার ?

ফুল।

দেখ কি ফুলের ফুলটি বাগানে,  
হুটিয়া উঠান আলো ক'রে আছে,  
শাল রসে মরি কি শোভা উহার,  
অকর্ণের প্রভা অন্ধে মাখিয়াছে।  
এ সৌন্দর্য আর কদিন থাকিবে,  
জুড়াবে একপে নখন-নয় ?  
কাল না কুরাতে পরন্তু হেলিবে  
বোটাটি উহার, কুরাবে ঘোবন।

হবে নতশিখা স্মৃতিয়া-বিবে,  
এ শোভা তখন থাকিবে না আর,  
এসে পত্রের শুকায়ে আগুন,  
হুতমে পড়িবে গায়ে কতু কতু।  
মাগধের (৭) দেহ সোনার এসনি,  
দিন কয় মাত্র তরুণ তরুণী,  
ঘোবনে কাল ফুবার স্বপন,  
সে শোভা সৌন্দর্য কুরায় অমনি।  
দেখিলে তখন প্রথ শুক কায়ে,  
সে বুঝে সুবতা চেনা নাহি যায়,  
মাদক্য স্বপন পবনশে চান্দে,  
দেখিলে তখন হৃদি ব্যথা পায়।  
জগতেই অন্ধে নিম্ন নিরুধি,  
পূর্ণ শোভা আর শুকাশিরা আছে,  
বাস আর তার কি মানি নাই,  
হেন চুবে যেন কোথায় দিগাচ্ছা।  
কেন ভগবান হেন নিষ্টদেতা,  
জগতের প্রতি এত কি মান ?  
না থাকিতে দ্বাণ কিছুকাল জগে,  
যা দেখে গবালে এতই আবার ?  
বিধি কি চে তুমি মনে ভাব লাজ  
নিজ নিপুণতা দেখাইতে তবে ?  
কিবা জীব-মূলা হত হিসাব।  
না ভুক্তিতে দত্ত তব বিভবে।  
এত কি যে প্রথ দিয়াছে জগতে,  
এ যুগের জ্ঞান প্রয়োজন নাই,  
দোহাই তোমার তুমি জান ভাল  
এ ভব তোমার কি যুগের ঠাই।

দরিং—সময়।

তবু তবু ক'রে চলিছে সলিল  
শিলা তরুণ করিয়া শিখিল,  
ধীরে ধীরে মাটি কেটে ছড়ে ছড়ে  
ফুলে ফুলে জলে ধস ভেঙ্গে পড়ে।  
লতা-পাতা বেত শোভাবেগে কাঁপে;  
তরু-লতা কোণে ভীরে কাঁপি কাঁপে।  
ঝিঝি ক'রে মাটি ক'রে পড়ে  
তরু লতা মোতো সমুদ্রে উপাড়ে।

সব্ সৰ্ব্ বালি জলতলে সরে,  
বাধা পেয়ে শেষে বীপরূপ ধরে ।  
আম, কাম, শাল, জারুল, তিস্তিভী,  
তীরে ছায়া করি চলিছে ছায়া ।  
ফুল তরুদল ঢুকুলে স্নানর,  
ফুল-গন্ধে বায়ু করে ভর ভর ।  
জলচর পাখী তীর ছাড়ি ছুটে,  
মীন মুখে করি পাতা ঝাড়ি উঠে ।  
চলে শ্রোত-ধারা ভাঙ্গে গড়ে কত,  
আপনার বলে খুলে লয় পথ,  
বাধা বাধা বাক কিছু নাহি মানে ।  
দিবানিশি চলে আপনার মনে ।  
উজীর আমোর কাকাল না গণে, -  
চলে দিবানিশি আপনার মনে ।  
তবু তবু ক'রে চলেছে সময়,  
পল অমূল্য কাল(ও) লক্ষ্য নয়,  
গতিচিহ্ন খালি ধরা-অঙ্গে লেখা,  
কালের প্রবাহ তাই যায় দেখা,  
কত ভাঙ্গে গড়ে শ্রোতোধারা তার,  
ভ্রমণলম্ব সংখ্যা করা ভার ।  
নব কিসলয় সম শিশুগণ,  
প্রহর-কুহুম সম যুবা জন,  
কাল নদী-কূলে তরুলতা মত  
বাড়ে দিনে দিনে শোভা ধরি কত ।  
ভরুণ যৌবন পূর্ণ হ'লে পরে,  
সরল সূচ্যাম প্রৌঢ় কান্তি ধরে ।  
বার্জিক্য জরায় শুকায়ে যখন,  
কালগর্ভে পড়ে হয়ে অদর্শন ;  
অবিচ্ছেদ-গতি বহে কাল-শ্রোত,  
ধরা-অঙ্গে কত করি ওত-প্রোত ।  
রেণু রেণু করি পর্ত্তের চূড়া ।  
কালে ভগ্ন হয়ে হয়ে যায় গুঁড়া ।  
বাসুকীর শুণ্ণ বেড়ে বেড়ে কালে,  
পর্ত্ত আকারে ঠেকে শূন্যতালে ।  
আজ মরুভূমি কাল জলে ঢাকা,  
বিপুল তরঙ্গ চলে ঝাঁক-ঝাঁক ।  
আজ রাজ্যপাট অট্টালিকাময়,  
কাল মহাবন স্থাপন-অপ্রিয় !  
কাল-শ্রোত ধারে মর-ক্রোধ কত,  
নীয়ে লক্ষ্য করি ভ্রমে অবিরত ;

অবসর বুঝে শ্রোতে মগ্ন হয়,  
ভক্ষ্য মুখে করি বৃক্ষ উড়ে যায়,  
পক্ষ ঝাঁপটীয়া পূর্ববেশ ধরে,  
উচ্চ ভালে বসি ভক্ষ্য জীর্ণ করে ।  
চলে কাল-শ্রোত নাহি দগা মায়া,  
চলে মুখে নিয়া শিশু-বৃদ্ধ-কায় ।  
রাজ্য ভূখণ্ড ধনী প্রভেদ না গণে,  
চলে অবিরত আপনার মনে ।  
ভর ভবু করি কাল-শ্রোত ধায়,  
সরিৎ সময় ছই তুল্য প্রায় ।

### কল্পনা ।

কি দেখিছ আহা আহা,  
আর কি দেখিব তাহা,  
অপূর্ব স্নানরী এক শূন্য আলো করি ;  
চাঁদের মণ্ডল হ'তে,  
উঠিছে আকাশ-পথে,  
অদীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঢলি ।  
ভাবভরা মুখখানি,  
আহা মরি কি চাহনি,  
কটাক্ষে ভূলায় নর অমর স্বপ্নেরে,  
কি ললাট কিবা নাসা,  
মন-ভাষা পরকাশি,  
ওষ্ঠাধরে হাসি-রেখা নৃত্য করি কিরে ।  
বিচিত্র বসন গার,  
ইন্দ্রধনু শোভা পায়,  
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলার,  
যেখানে উদয় হয়,  
সুগন্ধি মলয় বর,  
অনের সোরভে দিক্ আঘোনে পূর্ণা" ।  
কখন শিখর-শিরে,  
বসিয়া নিখর তীরে,  
মিশারে বীণার করে গানে মত্ত হয়,  
কতু কোন কৃষ্ণবনে,  
প্রবেশি প্রমত্ত মনে,  
নৃত্য করে নিজ মনে অধীরা হইয়া,  
কখন ডাটনী-নীয়ে,  
ধোত করি কলেবরে,  
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সন্ধ্যা ধরিয় ।

কতু মরুভূমি-গায়,  
ফুলোজান রচি তার,  
শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ ;  
কতু কি ভাবিয়া মনে,  
একাকী প্রবেশি বনে,  
হালৈ কাদে নিজ মনে উদ্ভাস যেমন ।  
কখন মল্লিরে ধায়,  
পূজা করে দেবতায়,  
জগৎ-মাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়,  
কখন নন্দন-বনে,  
অঙ্গুরী অমরী সনে,  
খেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলার ।  
কখন অদৃষ্ট হয়ে,  
ছায়াপথে লুকাইয়ে,  
দেখায় কতই ছল কত রূপ ধরি,  
সদাই আনন্দ ঘন,  
সর্বত্র করে গমন,  
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণি-জুগুৎ হবি ।

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল,  
সব(ই) তার লীলাস্থল,  
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানৈ,  
তিন লোকে আসে যায়,  
সর্বত্র আদর পায়,  
সে মনোমোহিনী মুষ্টি সকলেই জানে ।  
কতু ছায়াপথ ছাড়ি,  
আর(ও) শূন্তে দিয়া পাড়ি,  
দেখায় অপূর্ণ কত ত্রিলোক মোহিয়া ;  
উঠিতে উঠিতে বালা,  
দেখাইতে কত ছলা,  
কত রূপে কত মতে নাচিয়া গাইয়া ।  
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী,  
হেরিয়া আশ্চর্য মানি,  
বিফারিত-নেত্রে সবে বামা-পানে চায়,  
ধরা উলটিয়া ফেলে,  
স্বর্গ আনে ধরাভলে,  
অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায় ।  
চলে বামা বায়ুপথে,  
পুরাইয়া মনোরথে,  
যখন বেখানে সাধ সেখানে উদয় ;

কখন(ও) পাতালপুরী,  
আলোক-উজ্জল করি,  
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্য্যোদয় ।  
মরতে উজ্জান রচে,  
মরে প্রাণী পুনঃ বাচে,  
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভাহু শিঙকার,  
চপলা চাপিয়া রাখে,  
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,  
অহরূপ কত হেন ভ্রমেন দেখায় ।  
কতই বিস্ময়কর,  
কার্য হেন হেরি তার,  
স্বচতুর বাজীকর বায়ুর সমান,  
হেলায় পুরায় সাধ,  
সাংগরে বাধিয়া বাধ,  
অগাধ জলধি-জলে ভাসায়ে পাখান ।

পশু-পক্ষী কথা কয়,  
“বানরে সঙ্গীত গায়”  
গিরি-অঙ্কে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায় ;  
কখন নাবিকদলে,  
ছলিবারে কুতূহলে,  
অতল সাগরজলে কমল ফুটায় ।  
কণ নিমিষের মাঝে,  
মহানগরীর মাঝে,  
সাজার কখন বন গহন কাননে,  
কখন বা মহারঙ্গে,  
ভাঙ্গিয়া ধরণী-অঙ্গে,  
সৌধমালা অট্টালিকা মথয়ে চরণে ।  
কতু মহাশূন্ত পরে,  
সৌর জগতের ধারে,  
দেখায় নূতন সূর্য্য নূতন আকাশ,  
নবীন মেঘের মালা,  
নবীন বিজলী-খেলা,  
নব-কলাধার শশি-কিরণ প্রকাশ ।  
স্বর্গ শূন্ত ধরাপর,  
কত হেন কল্পনার,  
আলোকসামাগ্র কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,  
বিচারি ব্রহ্মাণ্ডময়,  
হর্ষ-পুলকিত কার,  
হেরি কত অভোদয় হয় ধরণীতে





## হেবটস্টের গ্রন্থাবলী

তোমর কত দূর বাই,  
যেন তার অস্ত্র নাই,  
শেষে না দেখিতে পাই কোথা বাই চ'লে,  
স্বপ্নর গগন-গায়,  
শেষে মিশাইয়া যায়,  
চপলা চমকে যেন মেঘের সপ্তলে।  
সহসা চৌদিকে চাই,  
তখন দেখিতে পাই,  
সেই আমি সেই ধরা সেই এক জল,  
বাটনি নিমেষ পর,  
ছাড়িয়া এ ধরাতল,  
জবুও দমিহু স্বর্গ মর্ষ্য আস্তল।  
এ হেন প্রভাব যার,  
প্রমাদ লভিরে তার,  
কি ভূখণ্ড এ বগতে? প্রতিবেশ না পারি,  
প্রতিদিন করনার,  
পাঠি বনি পুনঃবারে,  
নির'নন্দ সাক্ষ্যমি হিমানন্দ করি।  
এ চির সত্যের সার,  
নিউন না অপরাধ,  
ল'য়ে না ভাঙিলী মা গো মৌন-প্রতিকূল,  
কমলা তেঁতির পার,  
গোপ কৈনা সামান্য  
তবু আশা-ভরম বিনা ক'র তুল।

### প্রজ্ঞাপতি।

কে জানে মহিমাময় মহিমা তোমার,  
সামান্য পতঙ্গ এই,  
ইহার তুলনা নেই,  
কি চিত্র বিচিত্র করা অপেক্ষে ইহার।  
কিনে ফলাইরে রং করেছে এমন।  
কে জানে জগৎ-মাঝে,  
কে পারে তুলির ভাজে,  
তুলিতে এমন চিত্র স্বপ্নর চিকণ।  
খলারে ব্রহ্মের রেখা কি রেখাই টেনেছে,  
ভিতরে ভিতরে তার,  
বিন্দু বিন্দু রমণ্যকার,  
কবিতা কোটা দিয়ে সাধারণে রেখেছ।  
সত্যি মনিয়া পাখা হুলার রসন,  
কিছু পড়িলে তার,

কার চক্ষু না জড়ায়,  
এ মহীমণ্ডল-মাঝে কে আছে এমন!  
কি এ শোভা আকর্ষণ বলিতে না পারি,  
ভুলার শিশুরও মন,  
কত আশা আকিঞ্চন;  
কতই আনন্দে ছোটো ধরি ধরি করি।  
ধরিতে না পারে যদি কি হতাশে-চায়,  
ধরিতে পারিলে সুখ;  
ভুলে দূর প্রদ হৃৎস্পন্দ,  
মুখেতে কি হাসি গুটা পুনর্কিত কার।  
দেব-শিল্পকর-কৌশল বাথানে সবাই,  
বল ত বিশাই শুনি,  
কি কার্য্য তোমার গুণি,  
এর সঙ্গে তুল্য দিতে কোথা গেলে পাই  
সামান্য পতঙ্গ এই শোভা কারিগরি,  
ক্রমশঃ উন্নত গুর,  
আমো কত শোভাধর,  
কি আকর্ষণ বিধাতার নৈপুণ্য-চাতুরী।  
এত বস্তু কর নর আপন কৌশলে!  
বজ্রাঘের সতি গাজে,  
প্রতি রেখা প্রতি ছুরে,  
দেখ শোভা দেখ বিশ্ব কি কোণেলে চলে  
কিছুই না পাই তেবে আদি অস্ত্র সীমা  
সকল আকর্ষণ তব,  
অদ্বুত তোমার গুণ,  
কে জানে মহিমাময় তোমার মহিমা।

### জন্মভূমি।

এই ত আমার জগতে সার,  
যুগি যুগকর জনম ঠাঁই  
যেখানে আলোদে মবীন আবাদে,  
শৈশব-স্বপ্নর সুখে কাটাই।  
যে স্বপ্নের দিন আজ(ও) পড়ে মনে,  
তুলিবা না বাহা কত এ জীবনে,  
মেঘানৈই থাকি মেঘায় বাই।  
হেরেছি কত নগরী নগর,  
কত রাজধানী অপরূপ স্বপ্নর,  
এ শোভা ইহা কোথায় স্মৃতি

পূহ পাটাকাট করু অলাশর,  
 দ্বিতি পরিমল-মালা লহনর,  
 হেন হান আর কোকার আছে ?  
 লগৎকরী জনক-ভবন,  
 ওরৎ-গোরবে দুই অভুলন,  
 বরপ(ও) নিকট দুয়ের(ই) কাছে ॥  
 এই সে মণ্ডল পবিত্র আলর  
 (দলিলা-পূজা কত সেখা হর)  
 গীতবাতশালা সমুখে তার ।  
 সেই আটচালা নীচেই অমন,  
 ইষ্টক-মুক্তিকা প্রাটারে বেঠন,  
 বোধনের বিব পরশে বার ॥  
 হেরে যেন সব চারিধিকমর,  
 প্রাপ্তভরা হুণে তরিল দ্বন্দর,  
 আবার যেন বা আসিল কিরে ।  
 শৈশব কৈশোর অধের যৌবন,  
 বাল্য-সখা সখী মুক্ত গুরুজন,  
 আবার যেনন চৌদিকে ঘিরে ॥  
 কত পুরাতন কথোপকথন,  
 হাত-পরিহাস নজীত বানন,  
 মানহেনর চকে বেধিতে পাই ।  
 পূনঃ যেন খেলি সকাগে মেলি,  
 মাঠে মাঠে ছুটি করে জলকেলি,  
 কালাকাল তার বিচার নাই ॥  
 কখন যেন বা স্খা-তুকাভুর,  
 আতপ-উত্তপ্ত কিরি নিরপূর,  
 জননী-নিকটে ছুটিয়া বাই ।  
 কখন(ও) যেন তার কোলে ভরে,  
 লভনক হরে আধারের ভরে,  
 আঁচলে ঢাকিয়া বহন লুকাই ॥  
 কত দিম(ই) হর সে দায়ের মুখ,  
 হেরি লই চক-প্রিয়া সিক-দ্বাপ,  
 কান্দে মেহে মুখে সে আনন্দ-জবি ।  
 কত কত কত কত কত সুর,  
 আনন্দ-মিলন-মিলন-মিলন-মিলন,  
 অজ্ঞাতমে বেক জিহল হবি ॥  
 কতই সে সুর সুর সুর সুর,  
 টিটকে টিটকে টিটকে টিটকে

পূনঃ এল সেই নবীন বোর  
 পূনঃ সে ছলি ললন-পবন,  
 কানিনী-মুখে পূনঃ  
 ইজির উত্তাপে উজ্জ্বল আলর  
 ধন-বশ-লোকে বিজয়-পিত্তলি,  
 আবার বেধন প্রাণে  
 বাহার আনরে বাক্য-বাক্য বার,  
 যৌবন-আরতে হারিহর হারিহর,  
 কবিতা-সুখার আবার  
 কতই আগের সুখ ভালবাসা,  
 কতই আকাঙ্ক্ষা কত রূপ আরা,  
 হুটে উঠে প্রাণে বে দিলে হারি  
 কখন একত্রে কত একে একে,  
 অনিমেষ চক্ষু আনন্দ-পুলকে,  
 হৃদয়-মুহুরে হেরি সুর  
 আগেকার মত যেন হেরি সব,  
 আগেকারি মত পত্ত গন্ধ-রস,  
 আগেকারি মত কহি হৃদয়  
 জুড়াতে পরাপ ইহার সমান,  
 নাহি কিছু আর, নাহি কোন আন,  
 চির-ভুগ্তিকর আর এত  
 মহামহিমার হর বহি স্থান,  
 দারুণ উত্তাপে জলে বার প্রাণ,  
 তবুও নে দেশ স্বদেশ  
 তাহার নরনে তেমন স্মরণ,  
 মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,  
 নাহিক ভূতলে কোথাও  
 কে আছে এমন মানব-সমাজে,  
 হরি-ভজ্য বার আনন্দে না বাসে,  
 বহুদিন পরে হেরি  
 না বলে উল্লাসে প্রকৃত অন্তরে,  
 প্রেমভক্তি বোধ-অনুভূতি-ভরে,  
 এই অমৃত-আবার  
 তুমি বহুভাষা এক হোক-প্রাণা,  
 এক যে মলিনা এক বীন-বীনা,  
 কোয়ার(ও) নতান নতান  
 হেরে সুর মুখ যেন জ্বলে সুর  
 আনন্দে আনন্দে হেরি সুর

হে অগণপতি এ ধান-মিনতি,  
 রেখ এই দয়া বহুমাতা প্রতি,  
 বদবাসী যেন কখনও কেহ।  
 যেখানেই থাকে যেখানেই থাকে,  
 যতই সম্মান যেখানেই পাক,  
 না ভুলে স্মরণ-ভক্তি স্নেহ ॥

### কি সূখের দিন।

কি সূখের দিন মনে পড়ে আজ,  
 আনন্দ-নির্ভর হৃদয়ে বয়,  
 হ'ল বহুদিন, আজ(ও) তুলি নাই,  
 এখনও সে দৃশ্য তেমনি রয়।  
 শৈশব-সময় বর্ষ বার তের,  
 স্নঃক্রম বৃষ্টি হইবে তখন,  
 জন্মিয়া অবধি এক দিন তরে,  
 জানি না কখন দুঃখ কেমন।  
 তখন(ও) পূজার্দ সেই মাতারহ,  
 স্নেহের মত উন্নত শরীর।  
 মাতা পিতা আদি বহু সর্জন,  
 সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।  
 সূখে হাসি খেলি সূখে আসি ঘাই,  
 সূখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,  
 সূখে পূর্ণ ধরা শূন্য সূখে ভরা,  
 সূখের(ই) প্রবাহ ভাবি জীবন।  
 আদরে লালিত আদরে পালিত,  
 মাতাম'র আর ছিল না কেহ,  
 অগত্যা তাঁহার আমাদের(ই) প্রতি  
 ছিল আশ্রয় অধিক স্নেহ।  
 আশায় নির্ভর করিয়া আছিলাম,  
 জানাইলে তাঁর মনের সাধ,  
 কখনও অর্পণ থাকিত না তাহা,  
 পুরাতন তিনি করি আছিলাম।  
 বৎসরে বৎসরে শারদীয় পূজা,  
 হইত আলরে আনন্দ সহ,  
 কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,  
 মাসাবধি করি গরি উৎসাহ।  
 আনিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে,  
 কত দুঃখী প্রাণী প্রহর-সূখে,

নব বয়ে সবে নিজে নিজে সারি,  
 সাজারে বালিকা-বালকে সূখে।  
 সে আনন্দজ্বি তাহাদের মুখে,  
 হেরি কতবার সংশয়ে ভাবি,  
 কার বেশী শোভা—প্রতিমার কিবা  
 তাদের প্রকৃত মুখের ছবি।  
 আসে বার হেন কতই দর্শন,  
 গ্রাম-পল্লীবাসী কতই আসে;  
 ভিক্ষুক বাচক গীত-বাচ্চ-কর,  
 অতিথি অভ্যাগত কত কি আসে।

ক্রমে গৃহাগত আত্মীয়-স্বজন,  
 কলরব-পূর্ণ সতত আলর,  
 প্রিয় সম্ভাষণ মধুর আলাপ,  
 গৃহের সর্জন জনিত হয়।  
 সদা স্তব্ধমতি রুই-জ্ঞেয়মতি,  
 আনন্দে প্রমোদে রত সদাই,  
 সর্ব পরিজন আনন্দে মগন,  
 নিরানন্দ ভাব কাহার(ও) নাই।

সে আনন্দ মাঝে আমি শিশুমতি,  
 সদা হেসে খেলে সূখে বেড়াই,  
 ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী-ঘরে,  
 আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।  
 সে কালের প্রথা রামায়ণ-গান,  
 অপরাহ্নে শুনি মোহিত হয়ে,  
 সমুদ্র লঙ্ঘন গুপ্তকে গমন,—  
 শুনি শুদ্ধ হয়ে বিশ্বয়ে ভরে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান,  
 সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,  
 শুনি সে আখ্যান না তুলি কখন,  
 স্বপ্ন-কলকে লিখিয়া রাখি।  
 ষাট বর্ষ আনু স্মারাইতে যার,  
 সে সূখের দিন কতই গিরাজে,  
 আজি ত সে দিন তুলিনি স্বপ্নে,  
 সে সূখের স্বাদ আজ ত আছে।  
 জমনীর তন সীরের আশাদ,  
 একবার জিহ্বা জড়ায় যার,  
 যে কেনেছে বাস-জীড়ার আছিলাম;  
 অগতে কিছু কি চায় সে আর?

ধনবান্ ।

ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল,  
দিনা ধনী কে অবনী সাজাত এমন ?  
কে পরাত ধরা অঙ্গে এত অভরণ ?  
প্রাসাদ-মন্দির-মালা স্বরণে অতুল ?

কাম্বীর-ভূধর-শিরে বক্ষ-সরোবর,  
অচ্ছাদি বাহার নাম কাদম্বরী প্রিয়,  
কে সেখানে বিরচিল ক্রীড়াবন স্বীয়,  
ধনী যদি না থাকিত ধবণী-ভিতর ।

তাজ-অট্টালিকা চ'খে কে দেখিত আজ  
যার শোভা দেখিবাবে ধরা-প্রান্ত হ'তে-  
প্রতিদিন কত লোক আসে এ ভারতে,  
অমূল্য প্রাসাদ-বস্ত্র অবনীর মাঝ ।

বিনা ধনী সুখের শিল্পের প্রবাহ,  
ধাকিত না ধরাতলে বিছার আল্লাদ,  
জানিত না নরচিত সাহিত্য আশ্বাদ,  
কি আনন্দকর চিত্র সুখে অবগাহ ।

উজ্জল ধরণী-অঙ্গ ধনীর উদয়ে,  
ববিচ্ছটা সম ছটা তাদের প্রকাশে,  
এক জন ধনী যদি হয় কোন দেশে,  
চিরদীপ্ত সে অক্ষয় তাব দীপ্তি লয়ে ।

কোন কালে ছিল আরে ভারতমণ্ডলে,  
ডাবানী অহল্যা বাই মরিলো ছ'জন ;  
আজ(ও) দেখ তাঁহাদের নামের কিরণ,  
জাগায়ে স্বদেশ-খ্যাতি জগতে উজ্জলে ।

কত হেন লব নাম প্রতি দেশে দেশে,  
ধনবতী ধনবান্ স্বদেশ কল্যাণ  
সাধন করিয়া নিত্য লভিয়া সম্মান,  
ধনাম স্বদেশ পূর্ণ করিছে স্বদেশে ।

সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর যজ্ঞন,  
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন,  
জগতের স্তম্ভল করিয়া মনন,  
এ কথা যে বুঝে মর্ত্যে দেবতা সে জন ;

নিত্য স্মরণীয় সেই মহাত্মা ভূতলে ;  
কত দুঃখী প্রাণী জালা করে নিবাবণ,  
জগতের কত হিত করে সে সাধন,  
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে ।

পরের হিতার্থ ধন না বুঝে যে ধনী,  
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা বাঞ্ছা কবে,  
পরহিত ভাবে না যে মুহূর্তের তরে  
সে জন দুঃখী অতি জগতের শ্রানি ।

বিধাতার বর-পুত্র ধনী এ পরাতে,  
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে,  
ইচ্ছা করে যেতে পারে নরক-ভিতবে  
স্বর্ণ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে ।

মহীতে মহীপ-বৃন্দ ধনীর প্রধান,  
দৈবঘটনায় আজ মহীপতি তারা,  
আবার চক্রে গতি হ'লে অন্তধারা,  
পশিয়া ধনি-মণ্ডপে হবে শোভমান ।

ধনীরাও সংসারের স্তম্ভ-দুঃখ-মূল,  
যে ধনী না বুঝে ইহা ভ্রান্ত পথে যায়,  
ধরার কটক সেই, যে বুঝে ইহায়া,  
ফুটে রয় ভবময় শোভায় অতুল ।—  
ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল ।

ভালবাসা ।

ভালবাসাবাসি এত পৃথিবী-ভিতরে,  
সে তৃষ্ণা মিটে না কেন আমার অন্তরে ?  
বাল্য হ'তে নিরন্তর খুঁজিয়া বেড়াই,  
প্রাণ জুড়াবার লগ্ন তবু নাহি পাই ।  
কারে ভালবাসা বল, কিবা তার ধার ?  
কি পেয়ে প্রাণের তৃষ্ণা মিটাও তোমরা ?  
পিতা ভালবাসে কণা পুত্র আপনার,  
স্বামী ভালবাসে ভার্য্যা প্রিয়তমা তার ।  
ভাই ভালবাসে ভাই(য়ে) মোদরা মোদর,  
প্রতিপালকেরা ভালবাসে পোষ্য তার,  
আশ্রিতে আশ্রয়দাতা ভাবে আপনার,  
প্রণয়িনী প্রণয়ীর হৃদয়ের হার ।  
এ যে ভালবাসা-ভরা দেখি এ সংসার,  
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,  
স্নেহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল,  
ভালবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল ।  
প্রাণে প্রাণে বিনিময় ভালবাসা বেই,  
সে ভালবাসা ত হেথা দেখিবারে নেই,

কত জনে হাতে তুলে দিয়েছি তাহার,  
সে ত নাহি প্রাণ তার দিয়েছে আমার।  
আমি চাই এক জীউ একত্বা মন,  
এক চিন্তা এক দৃষ্টি একই শ্রবণ,  
এক রাগ অসুরাণ একই মনন,  
ছই ছই যুচে গিয়ে একত্র মিলন।

অনন্ত মনের গতি,  
অনন্ত কল্পনা স্মৃতি,  
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আশা,  
অনন্ত প্রাণের তৃষা,  
এক জ্ঞান এক ধ্যান একই স্বপন,  
তার(ই) নাম ভালবাসা দুজনে মিলন।

এক প্রাণ দুই দেহ,  
অভেদ শক্তি তা দেহ,  
অভেদ আচার ভক্তি,  
দুই দেহ এক(ই) শক্তি,  
পাশাপাশি পরাণ গাথা একাত্মা জীবন,  
এ ভালবাসাবে মোরে দিবে কোন্ জন?  
এই ভালবাসা-অশ্রু উদ্ভূত হইয়া,  
লজ্জা ভয় লোকনিন্দা সব তেরাগিয়া  
পরান পরাণে তার হইতে সমান,  
অনেকের হাতে সঁপে দিয়াছি পরাণ;  
কত জনে কতবার সোদরে অধিক,  
জড়িয়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,  
বুশিক-দংশিত হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,  
কেঁদেছি রজনী দিবা বাতনার ক্রেশে।  
কতবার কত জনে কঠোর ভূষণ,  
করিয়া রেখেছি বৃকে ভাবিয়া রতন,  
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুকিয়া স্বপন,  
করেছি কতই উপ-অশ্রু বিসর্জন;  
ভালবাসা বলি ধারে পরাণে খেয়াই,  
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই?  
পরানের বিনিময়ে পরাণ বিক্রাই,  
এ ভালবাসা কি ভবে পৃথিবীতে নাই?

অতৃপ্তি।

বিধাতা হে নাহি আমি প্রাণে কেন হেন মানি  
মাঝে মাঝে বিরক্তি উদয়।  
থাকিতে এ ভবনিধি পরাণে কেন এ ব্যাধি  
বল বিধি বল হে আমার।  
আজ নয় নহে কাল এই ভাব চিরকাল  
কেন মন হেন তিক্ত হয়,  
কিছুই না ধবে মনে অসাধ্য সদাই প্রাণে  
কিছুতেই সাধ নাহি রয়।  
আমোদ প্রমোদ হাসি সব(ই) যেন যায় ভাদি  
কিছুতেই মন নাহি বসে,  
নিকটে প্রাণের মিতা গুনায় রসের গীতা  
ভাহাতেও চিত্ত নাহি রসে।  
স্বত স্মৃতা স্নেহভবে চিবুক তুলিয়া ধা-  
কণ্ঠে ধরি কোলে বসি হাসে,  
তাতেও চেতনা নাই সে দিকে না ফিবে চা-  
যেন কোন্ অমঙ্গল আসে।  
এ অতৃপ্তি কেন সদা ধন যশ কি প্রেম  
কিছুই সন্তোষকর নহে,  
নাহিক আকাঙ্ক্ষা আশা নাহিক কোন লাভ  
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে।  
মুখে বাদ্য পরিহাস হৃদে খেদ বাবরা  
ফলগুণম লুকাইয়া চলে;  
বাহিরে আলোক-পূর্ণ হৃদয়ে অন্ধার-  
প্রাণে সদা বহি-শিখা জলে।  
কেন হেন তিক্ত প্রাণ দিলে মোরে ভগ্না  
এই সুখ-জগতে তোমার;  
নাহি কি কিছুই তার মম সাধ মিটে যা-  
কোন হেন স্তম্ভর স্মৃতার।  
ফুলতরু কত জাতি কত বর্ষ কত ভাণি  
আছে এই জগতমণ্ডলে;  
ধরা শূন্য শোভাকর কত পশু পক্ষী নর  
শৈবাল যুগল মীন জলে।  
আকাশে চাঁদের শোভা জগতের মনোহোতা  
মনোহর তারকা কলকে,  
যেটি মনে ধরে যার সেটি আদরের গর্ব  
চিরকাল এই ধারা লোকে।  
উদ্যানে কাহার(ও) সাধ কুসমে কারো আকাঙ্ক্ষা  
কারো সাধ প্রাসাদ-ভবনে,

কেহ বা পক্ষীবা গান শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ,  
কেহ মুগ্ধ সঙ্গীত-শ্রবণে ।  
কেহ ভুলে চিত্রপটে কেহ বা কবিতাপাঠে  
কারো মন সৌন্দর্য্যে মগন,  
কেহ সুখী ধনাৰ্জ্জনে কেহ সুখী ধনদানে  
কারো সাধ সমৃদ্ধি-সাধন !  
কেহ রত বিজ্ঞাভ্যাসে কেহ বা বেশবিক্রাসে  
বিলাস-বাসনা কবে কেহ,  
ভাগসুখ কেহ চায় কেহ অনাদরে তায়  
বনে যায় তেয়গিয়ার গেহ ।  
জন রূপে সর্গজন কোন না কোন বন্ধন  
সদয়ে বেঁধেছে সুখ আশে ;  
গণ করি সেই আশা জুড়ায় কুদি-পিপাসা  
অকল সাগরে নাছি ভাসে ।  
যামারি কুদি কেবল ছায়া-শূন্য মক-স্থল  
কোন বাসনায় বন্ধ নয় ;  
এত শোভা ধরলিতে, কিছুই না পরে চিহ্নে  
শূন্য প্রাণে দেখি সমুদয় ।  
কি হেতু হে ভগবান দিবাচ্ছ এমন প্রাণ  
সুখের সাগরে সবে মজে ,  
হলে জলে ভ্রমণে সখের লহরী চলে  
কি সে সুখ আমি মরি খুঁজে ।  
দখেছি অনেক দিন স'ব আব কতদিন  
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে ,  
দ্বন্দ্ব এ প্রাণ হবি এ দুঃখ দৃঢ় হরি  
এ যাতনা দিও নাক কারে ॥

মৃত্যু ।

কে আসিছে এই আধার-রণ,  
লৌহদণ্ড কবে করিয়া ধারণ ।  
জলন্ত বিদ্যায় নয়নের ছটা,  
দেহের বরণ ঘোর ঘন ঘটা,  
চূপে চূপে আসি ছায়াব মতন,  
মুম্বু প্রাণীর করে নিরীক্ষণ ।  
মৃত্যুশয্যাশায়ি-শিরবে দাঁড়াবে,  
নিজ দণ্ড তার শরীরে ঠেকাবে,  
বলে 'ওরে আয় আর দেবী নাই,  
আয় সঙ্গে মোর, আমি নিয়ে বাই,  
যে দেশে নাহিক স্বর্ঘ্য চক্রে তারা,

যেখানে দেখিবি অদেহী যাহারা,  
কোথা এবে তোর বসন্ত যাহারা,  
যাহাদের পেয়ে হয়ে জ্ঞানহারা,  
যৌবন-মদিরা পিরেছিলি রঙ্গে,  
কৌতুক, বিলাস, বাসন-তরঙ্গে,  
ভাবিতিস্ ধরা সরার মতন ;  
এখন তাদের কাঁদিছে ক'জন ?  
দেখ্ একবার এই শেষ দেখা,  
যাদের চিত্র তোর প্রাণে লেখা,  
যাদের পাইয়া মনের মতন,  
সাজাইলি তোর ভব-নিকেতন,  
পুত্র-পৌত্ররূপ ভবরত্ন-চয়,  
কোথা রবে এবে সেই সমুদয় ?  
দেখে নে রে তোর স্নেহময়ী মায়,  
(আব কভু চখে দেখিবি না হায়,)  
কাঁদিছে এখন হয়ে দিশেহারা,  
ধরায় পড়িছে পাগলিনী-পাবা,  
সেও যাবে ভুলে কিঞ্চি দিন পরে,  
কদাচিত্ যদি কভু মনে কবে ।  
অই দেখ্ তোর প্রাণাধিকা নারী,  
যারে লয়ে তুই হ'লি রে সংসারী,  
তোর মুখ চেয়ে করিছে ক্রন্দন,  
নিষ্পদ নির্দীক্ পাষণ যেমন,  
কিছুকাল পরে সেও রে ভুলিবে,  
ফিরে এলে কাঁছে চিনিতে নারিবে,  
দাঁড়াবে শিয়রে হাবারে সংবিৎ,  
অই যে তোমার প্রাণের স্বভৎ,  
যাবে কাঁছে পেলে আর সবে ফেলে,  
থাকিতে দিবস-রজনী বিরলে,  
কত দিন মনে রাখিবে তোমার,  
ভুলিবে যে দিন পাবে অঙ্গ কার ।  
এই যে রে তোর গৃহ অট্টালিকা,  
মঠ, অংশালা, তোরণ, পরিখা,  
এ নাটমন্দির ব্রহ্ম পুঙ্কবিণী,  
বিচিত্র চক্রিণী পতাকাশালিনী,  
কোথা রবে সব মৃদিলে নয়ন,  
কে ভোগ করিবে এ সব তখন ?  
তুই নিজে বাবি ভুলিয়া সকলি—  
দারা পুত্র সখা এ ধরামণ্ডলী,  
ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, বিভব,

দয়া মায়া মেহ জনকলব,  
 একাকী উলঙ্গ সঙ্গে যাবি মোর,  
 কিছুই সন্দেহে যাবে না রে তোর।  
 এই সব তরে হয়ে চিত্তাকুল,  
 আশ্রয় ঘুরিলি যেন বা বাতুল,  
 সকলি ফেলিয়া যেতে হ'ল এবে,  
 কার ধন হায়! এবে কেবা নেবে!  
 সব(ই) ফেলে গেলি সব বিলাইলি,  
 পথের সঘল কিবা সঙ্গে নিলি?"

আচম্বিতে নাভিস্বাস দেখা দিল,  
 মৃত্যু-শয্যাশায়ী নয়ন মুদিল,  
 বীরে বীরে মুখ হইল ব্যাদান,  
 সেই পথে প্রাণ করিল পয়াণ,  
 ফুরাইল এক জীবের জীবন,  
 ভাঙ্গিল ভবের একটি স্বপন,  
 দিবস রজনী কত হেনরূপ,  
 শুনিছে মানব শমন-বিজ্ঞপ;  
 দেখিছে নরনে কত শত জনে,  
 ম'রে ফুরাইছে প্রতি রূপে রূপে,  
 তবু কিবা যে মায়ার বন্ধন,  
 সে কথা কাহার(ও) থাকে না স্মরণ,  
 কার সাধ্য বুঝে সংসার-রচনা?  
 যন্ত বিধি! মায়া-স্বপ্ন-কল্পনা!

### শিশু-বিরোগ।

এ কি শুনি, কাব কান্না হেন নিদাকণ,  
 বুঝি বা জননী কোন হয়ে শূন্য কোল,  
 কান্দিতেছে হেন রূপে করি উত্তরোল,  
 দিবানিশি কেঁদে চক্ষু করেছে অকণ!

কেন হেন ভগবান্ দুর্কল মানবে,  
 কর দণ্ড চিরদিন শোকের অনলে,  
 এ কি খেলা খেলাও হে এ ভবমণ্ডলে,  
 ভাসাইয়া নর-নারী দুঃখের অর্ধবে।

কি পাপ করিল শিশু এই অল্পকালে,  
 অনাহারে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপিলে তারে?  
 হ'ল না দয়ার পাত্র তোমার বিচারে?  
 কেন কর্ণভূমে তবে তাহারে পাঠালে?

না না, কিবা কোন পাপ ছিল না উঠায়  
 মাতা পিতা পাতকের(ই) শুধু এই ফল,  
 কেন তবে দেখাইলে তারে এ জ্বতল,  
 নির্দোষ জীবন কেন করিলে সংহার?

অথবা সে পূর্বজন্মে ছিল মহাতপা,  
 তাই তারে না ছুঁইতে ধরণীর রুদ্ধ,  
 সকালে সকালে তারে করিলে উচ্ছেদ,  
 ভালবাসা জানাইতে করিলে হে কৃপা!

এই যদি ছিল মনে ওহে দয়াময়,  
 কেন তবে মায়ে তার দিলে গর্ভক্লেণ,  
 কেন আশা দিয়ে বুকে ছুরি দিলে শেষ,  
 প্রভু, এ তো করুণার কার্য্য কত নয়।

একবার মার মুখ চেয়ে দেখ তার,  
 কি ছিল বা গত নিশি কি হয়েছে এবে,  
 ডাকিছে তোমার দেব পূবাতে অভাবে,  
 সে শক্তি ব্রহ্মাওপতি নাহি কি তোমার?

সে শক্তি না থাকে যদি আপনাই এস,  
 কোল শোভা কর তার শিশুরূপ ধবি,  
 তুমি ত সকলি পার ব্রহ্মনাথ হরি,  
 কেন না একরূপে আসি অভাগীরে তোষ?

বুঝি না তোমার দেব ভব-লীলা-খেলা,  
 একরূপে কেন বা জীব হাসাও কাঁদাও,  
 কেন মার কেন কাট কি সাধ প্রাণে,  
 আচার-বিচার কি যে কেন বা এ খেলা?

জানি তুমি আছ সত্য ব্যক্ত চরাচরে,  
 সত্য তুমি দয়াময় বুঝিতেও পারি,  
 ভবের রহস্য শুধু বুঝিবারে নারি,  
 নিষ্ঠুরতা হেরি তায় পবাণ শিহরে।

দয়াল নামটি নাথ বড়ই মধুর,  
 কলঙ্ক ছেরিলে তার প্রাণে বাধা পাই,  
 তাই জিজ্ঞাসিছি এত ক্ষম হে পৌসাহ,  
 মনের এ ঘোর ধাঁধা ভেঙ্গে কর চুর।

ব্রজ-বালক ।

সুচারু হৃদয় বিনোদ রায়,  
কে সাজালে তোমা হেন শোভায়,  
নয়ন বন্ধিম কিবা সূচ্যাম,  
চারু গ্রীবাতঙ্কী ঈষৎ বাম,  
ভালে ভুরুষ্গ আকর্ষণ টান,  
অপাঙ্কভঙ্গীতে চমকে প্রাণ,  
মোহন মুরতি চিকণ কালী,  
রূপের ছটায় জগ উজ্জ্বলা ।  
মুখে মুহু হাসি অলকা সাজে,  
মধুর মুরলী অধরে বাজে,  
শিথিপুচ্ছ চড়া ঈষৎ বাঁকা,  
ললাটে কপালে ভিলক আঁকা,  
নব-ঘনঘটা দেহের কাস্তি,  
দেখিলে নয়নে উপজে ভ্রাস্তি,  
পীতধড়া আঁটা কটিতে তায়,  
মেবেতে ঘেন বিজলী খেলায়,  
বকঃ সুবিশাল কটি সু-কীর্ণ,  
মনোহর বপু উপমা হীন,  
ভূজবলতা জিনি মৃণাল,  
করপদতলচ্ছটা প্রবাল ।  
বন-ফুল-মালা গলায় সাজে,  
চলিতে চরণে নুপুর বাজে,  
নটবর-বেশ রসিক-রাজ,  
সদাই বিহরে নিকুঞ্জ-মাঝ,  
সুগন্ধ সৌন্দর্য্যে সদা বিহ্বল,  
সদা রঙ্গ-রসে ক্রীড়াকুশল,  
কদম্বের তলে মুরলী মুখে,  
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে সুখে,  
বাঁশরীর রবে শিখা নাচার্য,  
বাঁশরীর রবে ধেমু চরায়,  
যাহার মধুর বাঁশীর গানে,  
যমুনার জল চলে উজানে,  
ব্রজের রাধালে অভুল রূপ,  
দিয়ে সাজায়েছে জগৎ ভূপ,  
হেন কালরূপ আর কি আছে ?  
এখন(ও) নাচিছে নয়ন-কাছে ।  
প্রেমভক্তি-পথ শিখাতে লোকে,  
যার দ্বি পূর্ণ হয় আলোকে,

এ মুরতি বার মনে উদয়,  
এ জন কখন নাহু্য নয় ।

কবিতাসুন্দরী ।

অশোকব তলে যেন শশী জলে  
হেন রূপবতী নারী,  
ভাবিছে একাকী করে গও রাধি  
অপূর্ণ শোভা প্রসাবি ।  
সুনিবিড় কেশ ঢাকি পৃষ্ঠদেশ  
ছড়িয়ে পড়েছে এলা,  
ঘুরিছে ফিরিছে উড়িছে পড়িছে  
পবনে কবিছে পেলা ।  
নব তৃণদল আসন কোমল  
বসেছে চরণ মেলি,  
বাঁকা পদতল করে ঝলমল  
তরু-দেহে আছে হেলি ।  
করি-শুণ্ডাকার ক্রমে লঘুতর  
উক জিনি হৃকদলী,  
নিভয় পাবর স্তন মনোহর  
অক্ষুট কমল কলি ।  
ত্রিবলী-অঙ্কিত কর্তৃ সূশোভিত  
পুরুষিষ ওষ্ঠাধর,  
সিন্দূবে মাঞ্জিত মুকুতাং মত  
দন্তপাতি শোভাকর ।  
অবগ কুহব মদনের গড  
বাঁশরী সদৃশ নাসা,  
খেতাজ ববণ চন্দ্রনিভানন,  
ধ্বজন নয়ন-ভাসা ।  
পুষ্প থরে পর শোভা মনোহব  
শাখা এক শিরোপরে,  
মন্দ মন্দ দোলে পবন-হিলোলে  
বৈসে বামা গও করে ।  
ভালে ভালে পাখী নানা বর্ণ মাগি  
করিছে মধুর গান,  
থেকে থেকে থেকে ডালে অঙ্গ ঢেকে  
কেহ ধরে উচ্চতান ।  
মন্দ মন্দ বায় তরু অঙ্গে দাব  
পত্র কাঁপে থর থর ;



পবন-হিল্লোলে পল্লবেরা ধোলে  
 শব্দ হয় মর-মর ।  
 কত বনচর তহু মনোহর  
 আবৃত রঞ্জিত লোমে ;  
 অভয় পরাণে দূরে সন্নিধানে  
 অবিরত স্থখে ভ্রমে ।  
 হরিণী স্তম্ভরী শিশু কাছে করি  
 ভ্রমে নৃত্য করি স্থখে ।  
 করিণী স্থখিনী তুলে মুগালিনী  
 দেয় নিজ শিশুমুখে ।  
 গাভী বৎস চরে হাথা রব করে  
 কেহ না দেখিলে কার ;  
 চরিতে চরিতে চমকিত চিতে  
 তৃণ-মুখে যুগ যায় ।  
 ভ্রমে নীল গাঠ প্রাণে ভয় নাই  
 অদূরে অথবা দূরে ,  
 বিচবে চমরী লোমশী স্তম্ভরী  
 বনমাঝে ঘুরে ঘুরে ।  
 সেথা পরকাশে প্রমত্ত উল্লাসে  
 কবি-প্রিয় স্বতুচর ,  
 বসন্ত, ববসা সরস স্তম্ভরী  
 শরৎ সৌন্দর্যময় ।  
 নিকটে উজান অতি বন্য স্থান  
 দেবতা গর্জরূ ভূলে ,  
 স্নগন্ধামোদিত সদা স্মোভিত  
 নানা জাতি তক ফুলে ।  
 ফুলে রেণু-গায় সদা ভ্রমে তার  
 মন্দ মন্দ সমীরণ ,  
 আকাশে সৌরভ মাটিতে সৌভ  
 সুগন্ধ বর্ষে যেমন ।  
 গাছে মধু ফরে, লতা-পত্র ঝরে  
 উড়ে ভৃঙ্গ মধুকর ,  
 স্তম্ভরী স্তম্ভরী ভবিয়া উজান  
 গন্ধে ভরা সরোবর ।  
 সে সব উজানে মহিমা কে জানে  
 নিত্য চন্দ্রোদয় হয় :  
 নিত্য ষোল কলা শশাঙ্ক উজলা  
 চির-জ্যোৎস্না ফুটে রয় ।  
 ভ্রমে কত সেথা অপর-বনিতা  
 গীত বাজ নৃত্য করি ;

কত নিবন্ধনে নিখর-দর্পণে  
 নিজ নিজ বিষ হেরি ।  
 কত বনদেবী ফুলজ্ঞান সেবি  
 ভ্রমে সাজি ফুল-সাজে ,  
 নর্তন বাদন রত সর্বকণ  
 সে শব্দ-কানন-মাঝে ।  
 নাচিয়া গাহিয়া পূলকে প্রিয়া  
 এরা সব মাঝে মাঝে ;  
 প্রেম-ভক্তি ভরে পূলকেতে পূবে  
 আনন্দে বামাবে পূজে ।  
 মিলি বস নয় করে অভিনয়  
 বামাব প্রীতিপ তরে ,  
 বীর বোদ্ধ হাঙ্গ কঙ্কণার দৃশ্য  
 নয়নে তুলিয়া ধবে ।  
 সব রস যেন মুক্তিমান হেন  
 হৃদয়ে প্রত্যয় হয় ;  
 ক্রোধ ভয় আদি বসে বামা-ভূদি  
 কতু অশ্রুধারা বয় ।  
 হেন রূপে কেলি নববস মেলি  
 ক'রে সমাদবে রাখে ,  
 ক্রীড়া সমাপনে তৃপ্ত নয়নে  
 বামারে ঘেরিয়া থাকে ।  
 সে বামারে ঘেবি বসিয়াছে হেরি  
 মহাপ্রাণী কত জন ;  
 অনিমেষ নেত্র নাহি পড়ে পাত  
 ছেবে সে রাঙ্গা চরণ ।  
 কত ঋষি নর মহাজ্যোতির্ধব  
 বসেছে বামারে ঘেবে ,  
 স্বদেশী বিদেশী কতই বশতী  
 কেবা সংখ্যা তার কবে ;  
 সেখানে বসিয়া জ্যোতি ছড়াইয়া  
 মহাকবি ঋষি বাস ;  
 নব প্রভাকর সম জটায়ু  
 বাজীকি সেথা প্রকাশ ।  
 কবি কালিদাস সুধাসম ভাস  
 বাণী-বরপুত্র যেই ;  
 অমরের ছবি সেকপীর কবি  
 বিজলী যেন খেলাই ।  
 ধরণী উজলি বৃষের মণ্ডলী  
 বসে সেথা স্তরে স্তরে ,

নিজ বস্তু ধ'বে                      সুধাকর্ষণে  
 সে চরণ পূজা কবে ।  
 দেব মনোলোভা                      হেরি সেই শোভা  
 কার না বাসনা করে ,  
 এ বশোমালায়                      পরিতে গলায়  
 রাখিতে হৃদয় ধ'রে ।  
 অগ্নি নিরুপমে                      মম হৃদি-ধামে  
 বাসনা আছিল কত,  
 তব আরাধনা                      তোমার সাধনা  
 কবিব জীবন-ব্রত ।  
 ভুলে নিজ ভ্রমে                      বৃথা পরিশ্রমে  
 জীবন ফুরায়ে এলো ,  
 না লভিলু ধন                      না সাধিলু পণ  
 দুকল ভাসিয়া গেল ।  
 এবে নহে সাধে                      পড়িয়া বিপদে  
 আবার তোমারে ডাকি ;  
 হয়ো না নিদরা                      কর দাসে দয়া  
 ভক্ত ব'লে মনে রাখি ;  
 তুমি ক্ষেমকবি                      নিজে কৃপা কবি  
 ভুল না মায়ের মায়া ;  
 ক্ষমি অপরাধ                      পুরাইও সাধ  
 দিও দেবি । পদছায়া ।

এবে কোথায় চলিলে ?

( সার রমেশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে )

এবে কোথায় চলিলে ?  
 প্রথর স্রোতের প্রায়  
 এত দিন ধরাভলে স্বার্থ সাধিলে,  
 দেশ অন্ধকার কবি কোথায় চলিলে ?  
 জগতের হিত-ব্রত  
 সাধিতে মনের মত  
 ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে উদয় হইলে ?  
 কোথা ওহে মহাপ্রাণ কোথায় চলিলে ?  
 এখন চলেছ যথা সে দেশ কেমন ?  
 কিবা তার স্থল জল  
 কি ঋতু সেথা প্রবল  
 কুমুমের কি সুগন্ধ কেমন কিরণ ?

কি পাখী সেখানে গায়  
 কি বর্ণ রঞ্জিত তার  
 প্রকৃতির কিবা শোভা কেমন গঠন ?  
 সে ক্ষিতি মাটির কিংবা গঠিত কাকন ?

বায়ু বহে কি প্রকাব  
 ফল-বৃক্ষ কি আকার  
 গগনে আছে কি সেখা চন্দ্র-তাবাগণে ?  
 দিবাকর কিবা দ্রাতি  
 অনলেব কি আহতি  
 জীবের স্রবের গতি কেমন সেখানে ?

সেখা কি নিষ্কর খেলে  
 সেখানে কি শোভা চালে  
 নদ-নদী-শৈলমালা-গিরি কুঞ্জবন ?  
 সে দেশে প্রাণের সখা মিলেছে এখন ?  
 দয়া মায়া কোমলতা সে দেশে কেমন ?  
 খেলা-ঘরে খেলা সাগরি  
 সেই দেশ লক্ষ্য করি  
 বহিতেছে এক প্রান্তে দুর্ব্বল জীবন ;

একাকী যাইতে হয়  
 থেকে থেকে তাই ভয়  
 তোমারে সুধাই তাই বল বিবরণ—  
 যেতে পথ কি প্রকার  
 আলো কিংবা অন্ধকার  
 আছে কি কণ্টক কিংবা ভুজঙ্গ-গর্জন ?  
 স্রুথে কি রেণুতে সেখা হয়েছে উদয় ?  
 পথে পেয়েছিলে তব ?  
 কিংবা পথ শুধু মর ?  
 একা যেতে কান্স হ'লে কি করিতে হয় ?  
 যেতে পথে মেলে ফল ?  
 মেলে কি তৃষ্ণার জল ?  
 প্রাণী তো চীৎকার ক'রে কাঁদে না সেখায় ?

একাকী অজানা পথে  
 নিঃসহায় যেতে যেতে  
 অকপাৎ প্রাণে যদি পেয়ে উঠে ভয়,  
 আতঙ্কে শিহরি ডবে  
 ডাকিলে চীৎকার ক'রে  
 আসে কি রক্ষক কেহ মহা দয়াময় ?

সখা! জীবনের গ্রহেলিকা  
ভেদি ভব-কুহেলিকা  
জীবন-পরিখা-পারে কিছু কি বুঝিলে ?  
যেরিয়া নখর কায়া  
কেন এত দয়া মায়া  
ফুরায়ে যায় কি তাহা এ দেহ ভাঙিলে ?

ঈদ জীব কি বন্ধন কে করিল সংঘটন  
জীবাত্মা মানব-দেহে কা হ'তে সঞ্চার ?  
এ পুণ্য রহস্য-কথা প্রকাশ হয় কি সেখা  
অথবা সেখাও এই আলো অন্ধকার ?

কাল-অঙ্গে চির রাখি  
মহিমার জ্যোতিঃ মাখি  
জ্যোতির্গয় দিব্য-ধামে তুমি ত চলিলে,  
তোমারে হইয়া হারা ধরাতে রহিল ষারা  
কি সাধনা তাহাদের জুড়াতে রাখিলে ?  
তুমি কোথায় চলিলে ?

তোমারে পাইলে কাছে জুড়া'ত পরাণ,  
কি মধুর মাদকতা সৌরভের ঐক সিন্ধুতা  
সরস আনন্দভরা কি সুখ আত্মপ্রাণ।  
শুনিলে তোমার কথা ভুলিতাম সব ব্যথা  
শোক দুঃখ ব্যাধি জ্বালা পাইত নির্মাণ,  
কোথা ওহে মহাপ্রাণ করিলে প্রস্থান ?

হা মিত্র, মিত্রতা তব করিয়া স্রবণ,  
বদভূমি আজি কত করিছে ক্রন্দন ;  
কানিলে জনমভূমি  
দেখিতে পারনি তুমি  
আজি দেখ দেশময় উঠেছে রোদন,  
রোদনের প্রতীকার  
করিতে পার না আর ?  
হার সখা সে ক্ষমতা গেল কি এখন ?

ঢালি অশ্রু অবিরত  
সখা ব'লে ডাকি কত  
নিদারুণ বধিরতা যে দেশে এমন,  
কোন্ প্রাণে সেখা তুমি করিলে গমন ?  
কেমনে বা ভোল আজ, আবালা প্রণয়  
একত্রেতে সব হয়  
কোথাও পৃথক নয়

বিজ্ঞানভবন কিংবা বিচার আদালত,  
কত নিরঞ্জন বাস  
কত হাস্ত পরিহাস  
কত সুখ আলোচনা কত শোক-পরিচয় ,

মন-কথা বলাবলি  
প্রেমের কত কোলাহুলি  
মিষ্টালাপ শিশুচাঁচর কত সুখময় ;  
ঘোবনে যশের আশা  
একত্র বিজয়-ভূষণ  
যুগান্তের কথা যত আজি মনে হয় !

তুমি যোগে শযাপরে  
অন্ধ হয়ে আমি দূরে  
দেখিতে নারিছ শুধু বাবার সময়,  
আমারে বান্ধক্য-কষ্টে দেখিলে না হায় !

কি আর বলিব সখা চির-স্বপ্নী হও।  
অভাব দেবের স্তায় আর্ধ্য দেবতার প্রায়  
মলিন মর্ত্যের তরে তুমি সখা নও ;  
দেবলোক হ'তে এলে দেবলোকে যাও।

সেবিয়ে দেবতাচর সে রাজ্য দেবস্বমর  
দেবমাঝে দেবতার ভালবাসা লও,  
দেবলোক হ'তে এলে দেবলোকে যাও।  
দেববাসে দেব-পাশে  
দেবে দেব ভালবাসে  
দেব-ভাবে দেবতারে ভালবাসা দাও,  
দেবলোক হ'তে এলে দেবলোকে যাও।

কত সাধ হয় মনে  
মিলিয়া তোমার সনে  
ভ্রমি চরাচরময় করি নিরীক্ষণ,  
জীব-স্বরে পরে পরে  
সুখ দুঃখ কিবা ঝরে  
জীবের অনন্ত গতি কিসে সমাপন।

ফলিবে না সে আশা কি বুধা আকিঞ্চন,  
আমার বিশ্বাস এই  
প্রণয়ের অন্ত নেই  
একবার প্রাণে প্রাণে প্রণয়ে রাখিলে ;

অনন্ত কালেও আর  
পার্বক্য নাহিক তার  
হুই শ্রোতোধার। যথা একত্র মিলিলে ।  
ভুল না ভুল না সখা  
কখনো স্বপনে দেখা  
দিও এই অভাগারে কাতরে ডাকিলে ;

হৃবালে কালেও খেলা  
অকূলে ভাসিয়ে ভেলা  
ডেকে নিও নিজ-পাশে আসিত হুইলে ।  
কোথা ওহে মহাপ্রাণ কোথায় চলিলে ?  
প্রথর সূর্য্যের প্রায়  
উজ্জ্বল করি ধরায়  
এতদিন ধরাভলে স্বকার্য সাধিলে,  
দেশ অন্ধকার করি কোথায় চলিলে ?

---

সম্পূর্ণ ।

# দশমহাবিদ্যা

## গীতিকাব্য

সতীশূন্য কৈলাস ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

ছিদ্র হৈল সতীদেহ,\* শূন্য হৈল শিবগেহ,  
বামদেব বিরসবদন ।  
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,  
অন্ধকার বিধৌর ভুবন ॥  
সতীমুখ-বিভাসিত, যে আলোক শোভা দিত,  
পুলকিত কুন্তল-কানন ।  
পেয়ে যে কিরণমালা স্বর্ণ মণি উজ্জ্বলা,  
সে আলোক নহে ধরশন ॥  
শুষ্ক কল্লতরু সারি শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,  
শূন্যকোলে সতীসিংহাসন ।  
নিশুঙ্ক অগং প্রাণ, নিরুদ্ধ দৌরন্ত ভ্রাণ,  
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গকৃৎজন ॥  
নন্দী শুয়ে রেণুপূর, কান্ধিছে বুঝতবর,  
প্রাণশূন্য যুগেন্দ্র বাহন ।  
হেরিয়া ত্রিপুরহর দুয়ে রাখি বাধাঘর,  
বসিলেন মৃদি ত্রিনয়ন ॥  
আনন্দ-আলস যিনি, আজি চিন্তাময় তিনি,  
ধ্যানে ধরি সতীদেহ-ছায়া ।  
ছুড়ে ফেলি হাড়মালা, করে দিল ভস্মজাল  
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া ॥  
মুখে “সতী—সতী” স্বর বিনির্গত নিরন্তর  
দিগন্তর বাহজ্ঞানহীন ।  
করে অপমাণা চলে মুখে বববম্ বলে  
অস্ত শব্দ সকলি মলিন ॥  
জলময় ফণিমালা মিলাইয়ে জিহ্বাআলা  
লুকাইল জটোর তিতর ।

নিম্পন্ন পবনধন

নিরানন্দ পুষ্পগ

অপ্রফুট করে রেণুপূর ॥

খামিল গন্ধার রব

নির্ঝাঁক প্রথম সহ

কৈলাস জগৎ অচেতন ।

কদাচিত্ “মা” “মা” নায়ে অসংবিৎ নন্দী কাদে  
বম্ শব্দ সহ সম্মিলন ॥

কৈলাস অধরময়

তারি হৃদ্য অস্থর

ক্ষণকালে নিবিল সকল ।

তমঃচ্ছন্ন দিগাকাশ

কেবলি করে উজ্জ্বল

নৌলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল ॥

ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ

স্বন্ধে কত তুলি হায়

সতীরে করেন অধেষণ ।

পরশিতে পুনর্বার

সুকুমার তম্ উষ

মমতার অভিয়াস যেমন ॥

তখন নয়ন ঝরে

পূর্ণকথা মনে সরে

ঝরে যথা নদী-প্রস্রবণ ।

বিষনাথ শোকময়

নির্মীলিত নেত্র

প্রক্ষুটিয়া করেন ক্রন্দন ॥

হারারে অর্দ্ধাঙ্গ সতী

কাদেন কৈলাসপরি

কেবল সতীর কথা মনে ।

জগতের জড় জীব

কাদিছেন হেরি পি

কাদিতে লাগিল তাঁর সনে ॥

মহাদেবের বিলাপ ।

দীর্ঘ ভক্তিত্রিপদী ।

“রে সতি রে সতি”\*

কাদিল পতঙ্গ

পাগল শিব প্রমথেশন ।

\* স্বর্ণশন চক্রে ছিদ্র হইবার পর ।

\* (—) চিহ্নিত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারাত গণ্য  
অন্তেষ্টিত অ উচ্চারিত হইবে ।

যোগ মগন হর                      তাপস যত দিন

নিব্বাণ ত্রিনয়ন                      আশ্রমে সেইক্ষণ,

ততদিন না ছিল ক্লেশ ।

শব'পরি আসন মেলে ॥

শবহৃদি আসন                      আশান বিচরণ,

প্রীত কমলাপতি                      বতনবর-পাত্রে,

জগত-নিরূপণ জ্ঞানে ।

নব-ভালে প্রীত গিবিশ ।

ভিক্ষুক বিষধব,                      তিরপিত অন্তর

পুষ্পকবাহন                      বাসব সুরপতি,

আশ্রমবতি-নিরবাণে ॥

বৃষবর বাহন ঈশ ॥

"রে সতি রে সতি"                      কান্দিল পশুপতি

"রে সতি অরে সতি,"                      কান্দিল পশুপতি,

বিকলিত ক্ষুর পরাণে ।

পাংগল শিব প্রমথেশ ।

ভিক্ষুক বিষধব,                      তিরপিত অন্তর,

যোগ-মগন হর,                      তাপস যত দিন,

আশ্রমবতি নিরবাণে ।

তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥

জলনিধি মধুনে,                      অমৃত উজ্জিল,

ভিক্ষুক আছরম                      ঘৃণিল অতঃপর,

যত সুর বাটিল তাহে ।

তব সহ মেলন শেষ ;

ভস্ম-ভকত হর,                      হরষিত অন্তর,

জটায়ব শঙ্কর,                      নবযুথ পাংগব

গাসিল গরল প্রবাহে ॥

পরিশেষ সংসারি-বেশ ॥

"রে সতি রে সতি"                      কান্দিল পশুপতি

হরষ স্বধাম,                      হৃদয় উচাটিত

বিকলিত ক্ষুর পরাণে ।

দম্পতি পরিণয় বাসে ।

ভিক্ষুক বিষধর                      হবষিত অন্তর

কত সুখে যাপন,                      অহরহ বৎসব,

সংসাররতি নিরবাণে ॥

দক্ষ-ছতিতা ছিল পাশে ॥

কারণবারিপরে                      হরি কমলাসন

যোগ-ধরমগর                      গৃহস্থধরমে

স্থণা করি যে ক্ষণ হেলে ।

নিমগন এখন শঙ্কু ;

পান-পিয়াসরত, সবহি আগম

চারিবেদ সাগর অস্থ ।

“রে সতি অরে সতি কাদিল পশুপতি,

পাগল প্রমথেশ শত্ৰু ॥

কতবিধ খেলন, মুরতি-প্রকটন,

তুলাইতে শঙ্কর ভোলা,

ধাকিবে চিবদিন হুপিপটে অন্ধন

সে সব বিলসিত লীলা ॥

কুশা কেশিনীরূপে, রাজিলা বেই দিন,

চারি হাতে বাঁদন ধরি,

শঙ্খ ডম্বর বীণা নিনাদনে নাচিলে,

ত্রিভুবন চেতন হরি ॥

দ্রব হ’ল বাসব, দেবী অমর সব

অদ্রব বিবি হ্রদীকেশ ।

বিসরিতে নারিব সেই দিন কাহিনী,

সে কাল রবে চিতলেশ ।

“রে সতি অরে সতি” কাদিল পশুপতি,

পাগল শিব প্রমথেশ ॥

সেই যোগ-সাধন কি হেতু বুচাইলে

ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে ।

কি হেতু তেরাগিলি কেনই সমাপিলি,

সে সাধ এক দিন পরে ॥

“রে সতি অরে সতি” কাদিল পশুপতি

পাগল শিব প্রমথেশ ।”

যোগ-মগন হর তাপস বত দিন,

তত দিন না ছিল রেশ ॥

নারদের গান ।

দীরললিত জিপিদী ।

আনন্দ ধনি করি মুখে বলি হরি হ  
নারদ ঋষি রত স্নললিত নটনে ।

প্রবেশিল হেন কালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তা  
বিচেত বিভূগানে ত্রিভুবন-ভ্রমণে ॥

“কেবা হেন যতিমান্ কে ধরে সেই জ  
জানিবে স্বর্গভীর অগদীশ মরমে ॥

অনন্ত পরমাণু বিকট বিভূত  
উদ্ভব কোথা হ’তে কি হইবে চরণে ॥

হর হরি ব্রহ্মন্ সচেতন জীব  
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে ?

মানব কিরূপ ধন জড়ই কি বিশেষ  
জড়সনে সঞ্চারে কিবা বিধি মননে ?

সুখ কি জীবিতমানে ? কিবা অর্থ নিরীক্ষা  
কা হ’তে জনমিল জগতের যাতনা ?

অন্তত স্বজন কার ? নিরমিল বিধাত  
মানস হ’তে কি এ মলিনতা রচনা ?

কিতি অপ ভেজঃ নভঃ তিরি কি এ সা  
পক্ষ, কি আদিত্য অগণন গণনা ?

সেই তত্ত্ব নিরূপণ করিবারে কোন  
সমর্থ দেব ঋষি মানবের ভাবনা ?

গাও বীণা হরি-গান দুর্লভ সেই  
নিফল মানি ভারে পরিহর মানসে ।

প্রকাশ মনস্থখে হরিনাম লিখি  
সেই জানে জীবলোকে প্রকটিত হরণে ॥

দগং কি স্থধাম মধুর কি বিভূনাম  
গাও রে প্রেমভরে মনোহর বদনে ।  
৩৬৩৩ ৩৬৩৩ উল্লাসে বল আর  
আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন-জীবনে ॥  
৩৬৩৩ ৩৬৩৩ আপন ক্রিয়া কব  
সংঘত নিয়ম করি তাঁহাদেরি নিয়মে ।  
মৌকপ্রদ সার বাণী শুনা রে জাগায়ে প্রাণী  
সুখের নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে ॥  
ত্রিগুণে যে গুণময় বা হ'তে এ সমুদয়  
উচ্ছ্বাসে ডাক বীণা অবিরত তাঁহারে ।  
দিবানিশি নাহি আন, সপ্তমে তুলি তান  
নারদ-মনোমত ধনি বীণা বাজা রে ॥”

### নারদের বীণাবাদন ।

ভঙ্গদণ্ডী পরায় ।\*

আনন্দ-গদগদ নারদ মাতিল ।  
তদ্বী তুলিয়া তার মার্জিত করিল ॥  
মুহু মুহু গুঞ্জন কুঙ্গলি-সুরণে ।  
সরিৎ প্রবাহিলা সুন্দর বাদনে ॥  
রুণু রুণু নিকণ কোমলে মিলিয়া ।  
ক্রমে গুরু গর্জনে সপ্তমে ছুটিয়া ॥  
মিশ্রিত নানাসুরে কভু উত্তরোল ।  
স্বর-সরিতে যেন খেলিছে হিলোল ॥  
চেতন আজি যেন ঋষির হাতে ।  
বাণী ভাষিল ধনি মধুব ভাবাতে ॥  
রাগরাগিণী যত জাগ্রত হইল ।  
রূপ প্রকাশিয়া ত্রিভুবন রাঞ্জিল ॥  
গ্রহ আদি ভাস্কর ছিল যত ভুবনে ।  
রোষিল নিজ গতি সঙ্গীত অবশে ॥  
স্ববলোক মোহিত মোহন কহকে ।  
সুস্তিত বীণাপাণি সুরতান পুলকে ॥  
কৈলাস-তামস বিরহিত নিমিষে ।  
মধুসূতু ভাঙিল মনের হরিষে ॥  
আনন্দে তরুণ মঞ্জরী হাসিল ।  
আনন্দে তরু-ডালে বিহঙ্গ সাজিল ॥

\* হস্ত চিহ্ন না থাকিলে অকারান্ত পদের  
সংস্থিত অ এবং গুরুবর্ণ যথাযথ উচ্চারিত  
হবে ।

শিব-শিবাবাহন বৃষভ কেশরী ।  
চঞ্চল চিত উঠে হবধেতে শিহরি ॥  
সে ধনি পশিল শিবদ্বি ভেদিয়া ।  
জাগিল পশুপতি ঈষৎ চেতিয়া ॥  
বববম্ শব্দ নিনাদি সদানন্দ ।  
মেলিয়া ত্রিলোচন মুহু মুহু মন্দ ॥  
নিরখিলা নারদে প্রমত্ত বাদনে ।  
বিহ্বল শব্দর তরুতের সাধনে ॥  
সাদরে তুবি তাঁরে কাছে দিলা স্থান ।  
ভোর হইল ভোলা শুনে বীণাগান ॥

### শিবনারদ-সংবাদ ।

লতিকাপদী ।

চেতন পাইয়া চেতনানন্দ  
নারদ-সঙ্গীত অবশে ॥  
ঈষৎ হাসিতে অধর মণ্ডিত  
কহেন সুধীব বচনে ॥  
“অহে তক্তিমান্ ত্রাস্তি-বিলাসে  
শিবের প্রমাদ ঘটনা ।  
অনাগুরুপণী ভবপ্রসবিনী  
সতীর মানবী ভাবনা !  
আমারি এ ভ্রম স্নেহেতে বধন  
না জানি তখন ভুবনে ;  
ভালবাসাময় জগতনিধিলে  
যমবাথা কত জীবনে !  
মমতা মায়াতে জগতেব লীলা  
খেলিছে আপনা আপনি ।  
মমতা মায়াতে সকলি সুন্দর  
পশু পক্ষী নর অবনী ॥  
জীবনে জীবন এ ডোববন্ধন  
যদি না থাকিত জগতে ।  
বিভূ বিভাকর সকলি আধাব  
হইত অসার মরতে ॥  
বুঝি তথ্য সার কহকেব তাব  
নারায়ণ জীব-পালনে ।  
রচেন কোশলে সোনার শিকলে  
পরানী বাকিতে বন্ধনে ॥



স্তন হে নারদ সে প্রমাদ নাই  
 তোমার গভীর বাদনে ।  
 চৈতন্যরূপিণী সতীরে আবার  
 নিরখিতে পাই নয়নে ॥  
 পরমা প্রকৃতি পরমাণুসূত্র  
 কারণ-কলাপ-মালিনী ।  
 চেতনা ভাবনা মমতা কামনা  
 নিখিল অঙ্গুরঙ্গিণী ॥  
 নিরখি আবার লীলাবিলাসিনী  
 ব্রহ্মাণ্ড জড়ারে বপুতে ।  
 কৌড়ারঙ্গ রত প্রমত্ত মহিলা  
 নিবিড় রহস্যমধুতে ॥  
 বলি বিশ্বনাথ জাহ্নবী-প্রপাত  
 জটা হ'তে দিলা খুলিয়া ।  
 বববম্-ধ্বনি উঠিল তখন  
 কৈলাস আকাশ পুরিয়া ॥  
 হেরি মহাদেবে এ হেন প্রকৃতি  
 নারদ চকিত মানসে ।  
 জিজ্ঞাসিল হরে কি মূর্তি ধ'বে,  
 দক্ষসুতা এবে নিবাসে ॥  
 “হে শিব শঙ্কর মম দুঃখ হর  
 রূপান্তে কহ গো তনয়ে ।  
 দয়াময়ী শিবা প্রকাশিলা দিবা  
 উদ্ভাস কিবা সে আলয়ে ॥  
 জননীর স্নেহ না জানি ভবেশ  
 না পশি কখন জঠরে ।  
 ব্রহ্মার মানসে জনমে নারদ  
 জননী কভু না আদরে ॥  
 সে কোন্ড আমার ছিল না দেবেশ  
 দাক্ষায়ণী-স্নেহ-সুধাতে ।  
 জননী পেরেছি যখন কৈদেছি  
 প্রাপের পিপাসা ক্ষুধাতে ॥  
 কহি ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তারি,  
 দরশন পুনঃ লভিব ।  
 সে রাজ্য চরণ মনের মতন,  
 সাধনে আবার পূজিব ॥  
 নারদে কাতর হেরি কন হর  
 “অধীর হইও না স্বৰ্গ ।  
 দেখিবে এখন মহামায়াকারা-  
 ছায়া আছে বিধে মিশি ॥

বিশ্ব-আবরণ হবে নিবারণ  
 দেখিবে এখনি নিমিষে ।  
 বিশ্বরূপধবা বিশ্বরূপহরা  
 খেলেন আপন হরিষে ॥  
 দেখিবে এখনি অস্ত্র মূর্তি  
 আপনার আনন্দে মাতিয়া ।  
 বিজ্ঞারূপ দশ ভুবন পরশ  
 করেছে আকাশ জুড়িয়া ॥  
 মহাযোগী যায় দেখিতে না পার  
 সে রূপ দেখিবে নয়নে ।  
 এই ভবলীলা যেনা বিরচিলা  
 দেখিবে সে আদি কারণে ॥  
 —————

শিবকর্তৃক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপসারিত ।

ত্রিপদী পয়ার । \*

মহাদেব মহাবেশ কণকাল ধবিল ।  
 ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল ॥  
 বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল ।  
 ঘোর ঘটা ভীম জটা আকাশেতে উঠিল ।  
 ছড়াইল জটাজাল দিকে দিকে ছুটিয়া ।  
 দীপ্ত যেন তাম্রশলা ভাঙ্করে ফুটিয়া ॥  
 হিমময় ধবলব গিরি যেন উঠেছে ।  
 শুল্কপুরী শিরে কবি বিশ্বপরে ধরেছে ॥  
 নৌলদেশে কলকল তরঙ্গিণী জাহ্নবী ।  
 ঝরিতেছে স্ববকর শতধারা প্রসবি ॥  
 শশিধণ্ড ধব্ধ জলিতেছে কপালে ।  
 ত্রিনয়নে তিন ভাঙ্গু জলে যেন সকালে ॥  
 ব্রহ্ম-অণু যেন ধণ্ড মেকদণ্ড পড়িয়া ।  
 বিশ্বনাথ উর্দ্ধহাত কোতুহলে পুরিয়া ॥  
 গুণার তিনবার উচ্চারিয়া হরষে ।  
 ব্যোমকেশ বিশ্বতত্ত্ব ধীরে ধীরে পরণে ॥  
 স্বাসরোধ করি ভীম শুনিলেন অচিৎ ।  
 বিশ্ব অঙ্গ লুকাইল মহাকাল শরীরে ॥

\* প্রত্যেক পংক্তিতে তিন তিন পদ ; প্রথম  
 পদে আট অক্ষরের পর মধ্য ব্যতি এবং শেষ পদে  
 সর্বশেষ পূর্ণ ব্যতি । শেষ পদ কিছু ক্ষুদ্র উচ্চারিত

একে একে জগতের আবরণ খসিল।  
 চন্দ্র-তারারশ্মি মেঘ অদ্ভুতনে ডুবিল।  
 গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।  
 অমূল্য অদর্শন মহাদেব-শোষণে।  
 স্বর্গপুরী রমাতল হিমালয় ছুটিল।  
 ধারাহারা বসুন্ধরা শিব-অঙ্গে মিশিল।  
 ঘুরে ঘুরে শূন্যপথে বিশ্বকায়া ধায় রে।  
 ঝড় বেন অরণ্যের পল্লবেতে ছায় রে।  
 জগতেব আবরণ নিবারণ পলকে।  
 দাঁড়াইলা মহাদেব বিভাশিত পুলকে।  
 বিশ্বময় ঘোরতর অন্ধকার ঢাকিল।  
 শিবভালে প্রজলিত হতাশন জলিল।  
 দাঁড়াইলা মহেশ্বর করপুট পাতিয়া।  
 ধরিলেন বিশ্বরাজ পবনগু ভুলিয়া।  
 গরাসিলা বীজমালা গণ্ডবেতে শুষ্কিয়া।  
 দাঁড়াইলা মহেশ্বর হৃৎকার ছাড়িয়া।  
 মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশূন্য ভবনে।  
 শূন্যময় ব্যোমগর্ভ নীল অত্রবরণে।  
 অতি স্বচ্ছ পরিষ্কৃত পারদের মণ্ডলী!  
 ছড়াইয়া আছে বেন দিক্‌চক্র উজ্জলি।  
 ভবদেব বিশ্বকায়া আবরণ খুলিয়া!  
 কহিলেন নারদের “হেব দেখ চাহিয়া।”  
 ব্যোমকেশরূপ তাজি মহাদেব বসিল।  
 মহাঋষি চমকিত পুলকেতে পুরিল।

নারদের মহাকাশ দর্শন।

ক্রতললিত পয়ার।\*

মহাঋষি নারদ পুলকিত হরষে।  
 অনিমেঘ লোচনে নিরখিছে অবশে।  
 চক্রেখেতে খুরি সারি সারি সাজিয়া।  
 দশদিকে শোভিছে দশপুরী হাসিয়া।

\* প্রত্যেক পংক্তিতে দুই চরণ, প্রত্যেক চরণ  
 দুই পাঠ্য। (—) চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং  
 অকারান্ত শব্দের অন্ত্যস্থিত (অ) উচ্চারিত হইবে।

পর্যন্তে মণ্ডলে মহারূপ-ধারিণী।  
 গোলানিরত সতী অবহর-ভামিনী।  
 চক্রজঠর-তাগে নীলবর্ণ আকাশে।  
 শত শত স্তম্বর ব্যোমরথ বিকাশে।  
 খেলিছে কতদিকে কতমত ক্রীড়নে।  
 দামিনীলতা বেন ঘনঘটা-মিলনে।  
 চক্রগতিতে রেখা গগনেতে পড়িছে।  
 বক্র কিরণ ঋজু কিরণেতে কাটিছে।  
 পূর্ণ বর্জুলাকার কজু ভিষশোভনা।  
 স্তম্বর নানাগতি নানারেখা চালনা।  
 রুণু রুণু গুঞ্জন রথগতি স্ননে।  
 কোটি নক্ষত্র বেন বিহারিছে ভ্রমণে।  
 অনন্ত পথে গতি অনন্ত গণনা।  
 মঞ্জুর মনোহর ব্যোমবান খেলনা।  
 নিরখিলা নারদ বিকসিত মানসে।  
 অন্ত সুরথ তারা সে গগন পরশে।  
 কিবা আলো উজ্জল সেই দশ ভুবনে।  
 দরলোকে সে আলো নাহি জানে স্বপনে।  
 দিনমণি হেথা যায় সেথা তার রজনী।  
 বাজিছে দশপুরী নিশিয়া অবনী।

পরাগী কতই খেলে দশপুরী-ভিতরে ।

মধুর কতই ধ্বনি জীবকণ্ঠে বিহরে ॥

বায়ুপথে শিজিত প্রাণিগণ-ভাষাতে ।

ভাসিছে তারা শলী মধুকণ্ঠ ধারাতে ॥

নারদ ঋষির শব্দরে কহিল।

“হে শিব, দাসাত্মজে কৃপা যদি করিল।

বাসনা মম দেব কাছে গিয়া নেহারি।

মোহন মায়া ইহ কেবা আছে বিধারি ॥”

মুহু হাসি রঞ্জিল মহাদেব-ববনে ।

বিচলিত কৈলাস মুহু মুহু চলনে ॥

ধীর মুহুগতি কৈলাস চলিল

মধ্য গগনভাগে শিবপুরী বসিল ॥

দশদিকে স্তম্বর দশপুরী রাজিত ।

কেবল নিমজ্জিত কৈলাস স্থাপিত ॥

দেখিল ঋষির অনিমেষ নয়নে ।

মূরতি অপকূপ সেই দশ ভুবনে ॥

মহাশূন্যে দশব্রহ্মাণ্ডের স্থান-নির্দেশ ।

দীর্ঘ ললিতজিগদী ।

১

নিরখে নারদ ঋষি কতই আনন্দে রে ।

নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত ।

রজনীতে তারকার যেখানে গগন-গা

সিংহের আকার ধরি রাশিচক্রে ফিরিত ।

সেই খানে মনোহর, অভিনব শোভাধ

নবীন ভুবন এক—প্রভাজালে জড়িত—

বিশাল জগততাল সে গগনে ভাসিছে ।

কালরূপিণী কালী সে ভুবনে হাসিছে ।

২

নিরখে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে !

উদয় গগনগার গুটিকত তারকা

মানবকন্তার রূপে যেখানেতে থাকিত,

সে ভুবন বামদেশে ব্রহ্মাও নবীন বে

উদয় হয়েছে শূন্যে দিক্‌চক্রে শোভিত !—

কন্তারশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে !

তারা রূপিণী বামা সে ভুবন শাসিছে ॥

৩

নেহারি নারদ ঋষি কুতূহলে মাতিল ।

মনোহর নভপটে আকাশের সেই তটে

আগে যেথা ধনুরূপে তারারাজি আছিল,

সেইখানে মহাঋষি কুতূহলে দেখিল ।

ভীম ব্রহ্মাওকার্য এবে সেথা ভাসিছে ।

ঘোড়শী-রূপে বামা সে ভুবন হাসিছে ।

৪

পুলকিত মহাঋষি পুনঃ ছেলে প্রমাদে !

বারিকুল্ল কাঁধে করি সেখানে গগনোপরি

তারকারূপিণী বত সর্বাগণে খেলিত,

সেখানে সে রাশি নাই ঘেঁরেছে তাহার ঠাই—

নিখিল ব্রহ্মাও এক কিরণেতে ভাসিত ।

অপকূপ প্রভাময় বিশ্ব সেথা ফুটেছে ।

বামা ভুবনেশ্বরী-রূপ তাহে সজ্জেছে ॥

৫

নেহারি নিকটে তার নারদ উন্নয়না রে ।

বিচিহ্ন জগত-কার্য অনন্ত ধরেছে তার

ফুটেছে অনন্ত শোভা কিবা তার তুলনা,

নেহারে স্তমিত হয়ে, নারদ উন্মদা !—

রাশি-চক্রেতে যথা মকর ভাসিত ।

ভীমা ভৈরবী বিশ্ব সেখানে উদিত ।

৬

মহাঋষি নিরখিল উচাটিত পরাণে—  
দ্বৈপুণ্য গগনকোলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড দোলে  
মহাকায় বিধারিয়া সেইমত বিধানে ।  
মহাঋষি নেহারিল উচাটিত পরাণে ।—  
মিথুন ভুবিলে শুল্কে সে ভূবন ছায়াতে,  
জগৎ তুলিছে বেগে ছিন্ন-মস্তা-মারাতো ॥

৭

স্তুভিত মহাঋষি মহামায়া-নটনে !  
নবধে ভূবন আর ঘোরতর রূপ তার,  
তারার কর্কেট শোভা ছিল যথা গগনে,  
সেখানে সে রাশি নাই মহামায়া-নটনে ।—  
সেই ঠাই এক্ষণে সেই রাশি ভূবেছে ।

ধূমাবতী-রূপিণী সে ভূবনে বসেছে ॥

৮

মহামুনি নিরখিলা সে ভূবন-পারশে,  
নহারিতে মনোহর সে মহা গগন'পর,  
সুন্দর শোভাযুক্ত মণ্ডল স্বলসে,  
মহামুনি নিরখিলা সে ভূবন-পারশে ।—

বাশিচক্রেতে বুধ যেইখানে থাকিত ।

ভীমা বগলাবিশ্ব এবে সেথা উদিত ॥

৯

বিমোহিত অন্তরে মহাঋষি নেহারে,  
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকায় কাছে তার বিহারে ।  
কীবা মনোহর বেশ ধরেছে গগনদেশ,  
মহাশুদ্ধ বিভাসিত সে ভূবন আকারে ।  
মহাঋষি নিরখিলা বিমোহিত অন্তরে ॥—

মাতঙ্গী-ভূবন এবে সে আকাশে ফুটেছে ।

শানরাশি মজ্জিত কোন্‌খানে ভূবেছে ॥

৩০

১০

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে ।

মণ্ডিতাকার থির মন্তর গগনে ।—

নিরখিলা নারদ,

কৌতুক গদগদ,

রমাপুরী বজ্রিত সুন্দর ববণে,

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে ॥

খেত বারণ চারি বারি কুন্তে ঢালিছে ।

কমলাগ্নিকাবিশ্ব, মহাপুঞ্জে শোভিছে ॥

শিব-নারদ-বার্তা ।

ললিত পরার ।

নারদ ।—

নারদ কান্তর হেবি আত্মশক্তি রজিমা ।  
শিবে কন, এ কি দেব, কিবা দেখি মহিমা ॥  
তত্ত্বচিন্তা করি কিবি ভবপুবি ভিতরে ।  
না দেখিছ হেন রূপ কোন ঠাই বিহরে ॥  
এ কি মায়ী মহামায়া জড়াইল জগতে ।  
এ দশ ভূবন-মাঝে লহ দেব তকতে ॥  
কুতূহলে বিকলিত পবাণ উতলা ।  
হেরিব নিকটে গিয়া অনাচ্ছা মদলা ॥

শিব ।—

শুনি শিব কন ঋষি নিকটে না যাও রে ।  
কৌতুকে বিলাস বেগে এখানে জড়াও রে ॥  
বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব শিব ব্যর্থ-বাসনা ।  
সে রহস্ত বুঝিবারে কেন চিত্তে কামনা ॥  
নারিবে হেবিতের সর্ব হেবিলে যা সেখানে ।  
মনোবাধা পাবে বুধা ও ভূবন-সন্ধানে ॥  
ভয়ঙ্করী মারালীলা অসহ্য সে সহনে ।  
বিধি বিষ্ণু পরাব্রিত নাহি সহ্য কল্পনে ॥  
সে রহস্ত নিরখিতে নিকটে না যাও ।  
এখানে যা পাও তাহে বাসনা মিটাও ॥

নারদ ।—

পাব না কি সত্যনাথ, সৎস্বরূপা হেরিতে ?  
ভক্তিমালা পায়ের দ্বিগে অগদম্বা পুজিতে ?  
হে হর শঙ্কর, পুরিল না বাসনা !  
নারদের বুখা অম্ব বুখা ধর্ম-বাণনা !

শিব ।—

হবে না হবে না ঋষি বুখা তব সাধনা ।  
ভক্তে কি রে ভক্তাধীন পায়ের দিতে বেদনা ?  
ভববেজ্র এই স্থানে জানিও রে গেরানী ।  
দিবাসন্ধ্যা এইখানে সদা প্রাণি-মেলানি ॥  
মহাবিভা দশপুরী না করি প্রবেশ ।  
অগন্তের অটলতা বুঝহ বিশেষ ॥

ললিত দীর্ঘ-ত্রিগদী ।

নারদ আনন্দ তার চেষ্টিলা গগন-গায়  
আকাশ উজ্জল করি প্রাণিগণ চলেছে ।  
বসন ভূষণ ছাঁদে মানব-নয়ন ধাঁধে  
বরণ অঙ্গের আভা জ্যোৎস্না যেন ধরেছে !  
আকাশ উজ্জল করি প্রাণিগণ চলেছে ॥  
পবনে উড়ছে বাস কঠোর মধুর ভাব  
কঠোর মধুর রসে রসনাতে ভরেছে,  
হৃদয় মর্পণছায়া বদনেতে পড়েছে ।  
আকাশ উজ্জল করি প্রাণিগণ চলেছে ॥  
নানাধাতু বীধা চুল যেন বা শিরীষ-ফুল  
কিরণে কাহারও কেশ বিখরিয় পড়েছে ।  
বিবিধ-বরণ প্রাণী শূভ্রপথে চলেছে ॥  
তার মাঝে অগণন নিরখিলা তপোধন  
মিমাংসেতে প্রাণিগণ বায়ুপথে চলেছে ।  
হৃদয়-মর্পণছায়া বদনেতে জুটেছে ॥  
এতি জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুতার  
নানাপাশ নানাফাঁসে গলদেশে পরেছে ।  
বিবিধ শূভ্রলহার করপদ বেঁধেছে—  
কত প্রাণী হেন রূপে বায়ুপথে চলেছে !

নারদ ।—

ঋষি কন মহাদেব এ কি দেখি যোজনী ।  
কায়্য এরা কহ হেন সবে এত বাতনা ?  
এরূপে শূভ্রলে বীধা, কে ইহারা কহ গো ।  
ভবনাথ, তব দাসে ভবঘোরে রাখ গো ॥

শিব ।—

জানময় যত জীব সদানন্দ কন ।  
সকল হইতে দুঃখা এই প্রাণিগণ ॥  
মাসির শরীর ধরে দেবের বাসনা ।  
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ের বেদনা ॥  
আধভাতা সাধ যত পরাণে জড়ায় ।  
অস্থখে কতই দুঃখে জীবনে খেলায় ॥  
দেবতুল্য বাসনার উর্দ্ধদিকে গতি ।  
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দম্বমতি ॥—  
মানবের নাম এরা জীবলোকে ধরে রে,  
অস্থখী পরাণী যত অগণ ভিতরে রে ॥

নারদ ।—

দয়াময় হর তবে সেই সব বন্ধনী ।  
মানবের গীড়া যার, সদা দিবা-রজনী ॥  
হর তবে তাহাদের দেহরূপ পিঞ্জরে ।  
মন-শিখা বাঁধা যাঁহে ধরা হেন বিবরে !  
ফেল তবে বড়রিপু-পুংজ্জমালা ছিঁড়িয়া ।  
আশানল লহ, দেব হৃদি হ'তে তুলিয়া ॥  
হর তবে অন্ধকার জীবনের ঘামিনী ।  
হর গো কৃষ্ণকজাল আলো কর অবনী ॥  
মানবের চিত্তমাঝে হেমময় মন্দিরে ।  
ক্ষটিকের মৃতি যত চূর্ণ হয় অচিরে ॥  
নিবার কালরে, দেব, ভাদিতে সে সব  
ধরাতে তবে গো স্থখী হইবে মানব ॥

শিব ।—

শিব কন হের ঋষি আই সব ভুবনে ।  
সেখানে খুলে রে জীব জীব-দেহ-বন্ধনে ।  
মহাবিভা-দশপুরী হের আই আকাশে ।  
আত্মশক্তিরূপে সত্য লীলা যাঁহে প্রকাশে ॥

নারদের মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ।

ললিত ত্রিগদী ।

শিব-বাক্যে ঋষি নারদ তখন  
হেরিল অনন্তদেশ !  
হেরিলা গগন সে দেশ ভূমি  
অপূর্ণ নবীন বেশ ॥  
বুড়ি দশদিক জলে দশপুরী  
অকৃত আতা তার ।

অনন্ত উজ্জল সে আলো-ছটাতে  
অনল নিবিয়া যায় ॥  
দেব-পরিবার আশাশক্তি-লীলা  
দেখিতে তুলিয়া আঁধি ।  
পলক না পড়ে স্থির নেত্রভাঙ্গা  
ক্ষণমাত্র শূন্নে দেখি ॥  
বিশ্ব অন্ধকার দেখে তপোধন  
দৃষ্টিহারী চক্ষুদহে ।  
চরিত্ত কীরণে কাতর নারদ  
অন্ধের যাতনা সহে ॥  
বৃষ্টিয়া মহেশ ঈর্ষিতে তখন  
ললাট বিফার করি ।  
সে বিবম তেজ বাধিলেন নিজ  
ললাট-লোচনে ধরি ॥  
নিঃস্বপ্ন যখন সে ঘোর কীরণ  
নারদে কহেন চব ।  
“অই দেখ ঋষি অনাদি ভুবনে  
শক্তিলীলা নিরন্তর ॥”  
অন্তর জগরে হেরিলা নারদ  
শিব-বরে চক্ষু লভি ।  
দেখিলা শূন্নেতে ছলিছে সঘনে  
ভীষণ ব্রহ্মাণ্ডচ্ছবি ॥  
তাহাবর্ণ যথা দিবাকর-কায়া  
ভূবিগ্নে রাহর গ্রাসে ।  
দেখিতে তেমতি সে ভীম ব্রহ্মাণ্ড  
অঙ্গে আভা পরকাশে ॥  
কথিরের ধারা চারি ধারে বহে  
বসুধারা বেন ধারি ।  
সে ঘোর জগৎ জীবে নিরখিলে  
জদয় শুকায়ে যায় ॥  
বহিছে উচ্ছ্বাস, সে জগৎ পুরি  
অখর বিদার করি ।  
প্রাণয়ের ঝড় বহে বেন দূরে  
অরণ্য নিখাস ভরি ॥  
কিংবা বেন হর লক্ষ তুরীনা  
পূরিয়া শোকের তানে—  
তেনি প্রচণ্ড দাক্ষণ উচ্ছ্বাস  
নিবাদে ঋষির কানে ॥  
দহায় ঋষি নিদাক্ষণ ধনি  
প্রবণে বিষাদ প্রাণে ।

যুগ্মগত হয়ে পড়ে শিবপদে  
জীববৃন্দ-শোক-গানে ॥  
চেতন পাইয়া চেতন-অনিম  
শিববরে পুনর্বার ।  
নরনে গলিত দব অশ্রুধারা  
জদয়ে বেদনাভার ॥  
নিরানন্দ-চিত্তে সদানন্দ ঋষি  
কহেন কাতর মন ।  
“হে শিব শরীর জীবে দয়া কর  
নিবার ভব-ক্রন্দন ॥  
ঋষিদেহ ধরি জীবের ক্রন্দনে  
জদয়ে বেদনা পাই ।  
না কাদে পরাণী জিলোক-ভিতরে  
নাহি কি এমন ঠাই ?  
তুমি আশ্রিতোষ তব ভক্ত আমি  
গুচ তত্ত্ব নাহি জানি ।  
জীব-জুঃখ দেব রোগ কিংবা শোক  
নিবৃত্ত কাদে পরাণী ॥  
নারদের ঠাই জিভুবনে তাই  
কোন খানে নাহি মিলে ।  
বেড়াই ঘুরিয়া ত্রৈলোক্য যুড়িয়া  
বিভূগান করি নিখিলে ॥  
জননী আমার সত্যী শুভস্বরী  
তুমি দেব পিতা সম ।  
তবু কি কারণ ঐ দীন পরাণে  
এরূপে আঘাতে মম ।”  
শুনিয়া কাতব দেব-ঋষীন্দর  
মহেশ্বর কন বাণী ।—  
“শুন তপোধন না কাদে পরাণে  
নাহিক এমন প্রাণী ॥  
কিবা দেব নর ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর  
জীবদেহ ধরে যেই ।  
যমের তাড়না রিপূর যাতনা  
জদয়ে ধরে চে সেট ॥  
জীবের জীবন সে দৃঢ় বন্ধন  
দেখিতে বাসনা যায় ।  
জদয়-বেদনা সমূহ যাতনা  
পরাণে আগিবে তার ॥

আজ্ঞাশক্তিবলে      যে নিরম চলে  
অনাদি বাহার মূল ।  
নিরখিবে যদি      হের দশরূপ  
তবাবগে পাবে কূল ॥\*

মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড ।

লঘুভঙ্গ পরার ।

মহা ঋষি নিরখিলা      কালিকার জগতী ।  
মহাশূন্তে ঘুরিতেছে      ভরকর মুরতি ॥  
দলমল টলমল      আপনার ভ্রমণে ।  
হুলে ধেন চক্রনেমি      অতি দ্রুত গমনে ॥  
হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে      নাহি ঘুরে কল্পনা ।  
ধুমকেতু ভীমগতি      নহে তার তুলনা ॥  
আপনার বেগে স্থির      মেরুদণ্ড উপরি ।  
স্রোতোরূপে খেলে তাহে      বেগধারা লহরী ॥  
সচেতন অচেতন      বস আছে নিখিলে ।  
কুমি কীট প্রাণিকারা      জনমে সে কলোলে ॥  
বিশ্বরূপ প্রাণী জড়      জন্মে বস সেখানে ।  
ধোররূপী মহাকালী      গ্রাসে মুখব্যাদানে ॥  
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ      বেগধারা বিহারে ।  
করাল বদনা কালী      নৃত্য করে হকারে ॥  
ঘুরে ঘুরে শূন্যদেশে      বিশ্বকায়া ফিরিল ।  
বিভীষণ চিত্র এক      নেত্রপথে ধরিল ॥  
অন্তহীন হিমরাশি      হিমালয় আকারে ।  
ধবলের চূড়া ধেন      ধু ধু করে তুঘারে ॥  
নিরখিলা মহাঋষি      বিধারিত নয়নে ।  
প্রলয়ের ঘোর বহি      হিম দহে দহনে ॥  
খণ্ড হ'য়ে হিমবাশি      চওমুষ্টি ধরিল ।  
ভীমশঙ্গে পড়িতেছে      মহাশূন্তে থসিয়া ॥  
ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন      কালান্তের নিনাদে ।  
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ      পুরি কাপে শব্দে ।  
প্রতিধ্বনি ধনধোর      মহাকাশে ছুটিল ।  
দশদিকে দশ বিগ      ঘন ঘন হলিল ॥

(১) কালী মূর্তি ।

দ্রুত ঘনপদীক্ষন্দ ।\*

নারদ ঋষির      কাম্পিত ধরণী

বিশ্ব বিদারণ ছহকার অবগে ।

মানস বিচলিত      নেত্র বিকশিত

সংযুত ঐতিপথ নিরখিলা গগনে ॥

নিরখিল অঘরে      অস্ত্র মুরতি ধবে

চণ্ডিকা মহাপুরী পুনরপি ফিরিল ।

পুনরপি হুঃসহ      দৃষ্ট ভয়াবহ

শক্তি কেলিক্রমে প্রকটিত করিল ॥

দেখিল স্রোতোময়      খেলিছে বীচিয়

শোণিত অর্ঘব কলকল ডাকিছে ।

শক্তি শব্দক শাঁখ      মুখ ব্যাদান কাঁধ

রক্তজলধিদেহ হেলি হেলি চলেছে ।

পদ্মগ স্তম্ভীষণ      ফণা প্রসার

উৎকট গর্জন তরঙ্গে হলিছে ।

কূর্ম কমটিকুট      উর্ধ্বিতে ঝটপা

লোহিত ত্রযাতুর সংপূট খুলিছে ॥

স্বাপদ হৃদি জ্বর      শাঙ্গুল পূর্

লোলরসনা তিমি সিদ্ধিতে ভাবাবে

\* (—) এইরূপ চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ  
পদের অন্তর্ভুক্ত 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে ।

— — —  
উদভিজগণ তাহে স্বদেহ অবগাহে

— — —  
রক্তপিপাসু হ'য়ে শোণিত শুষিছে ॥

— — —  
অচিন্ত্য লীলা সেহ না বুঝে মানব কেহ

— • — — —  
আত্ম প্রকৃতিরূপ সে জগতে ফুটিছে ।

— — —  
'সংহার সংহার' ভিন্ন নাহি আর

— — —  
রক্ষিতে নিজ নিজ এ উহারে গ্রাসিছে ॥

ললিত পয়ার ।

নারদ । দয়াদর্শিত ঋষি মহাদেবে কহিলা ।  
এ কি দেব ঐশ্বর, মা আমার মহিলা ॥  
উৎকট ইহলীলা তাঁহাবে কি সম্ভবে ?  
সত্য কি অশিব শিব, আছিলেন এ তবে ?  
জীব-দুঃখ তবে কি গো অনাত্মারি রচনা ?  
অদম্য তবে কি দেব পরাগিব ষাতনা ?  
জগৎ-স্বজন-লীলা দুঃখ দিতে প্রার্থীরে ?  
না জানি কি ধর্ম্য তবে ধর দেবশরীরে ।  
প্রচণ্ড বিদ্যুত-ছাতি কেন দিয়ে পরাণে ।  
কান্দাইছ জীবলোক মায়াডোর বন্ধনে ?  
তত্ত্বাতত্ত্ব নাহি বুঝি তব ভক্ত ঐশ্বব ।  
না বুঝি তোমায় দেব কি কঠোর অন্তর ॥  
ভক্তগণে দিয়ে রঞ্জন নিজে কর ভক্তিমা ।  
না জানি জগদকু এ কি তব মহিমা ।"  
শিব । অরহর শব্দর কহিলেন নারদে—  
সর্বদুঃখ ধমনীয় মুক্তি আছে বিপদে ॥  
জানিবি রে নিরবিধি যবে অন্ত ভুবনে ।  
বিরাজিতা সত্যি বাহে জীবদুঃখ হরণে ॥

ললিত-পয়াব ।

হেন কালে সুবিমল মহাঋষি নিরখিল  
কালরূপিণী চণ্ডী কালিকার ভুবনে ।  
বিখণ্ডিত নরদেহ পড়ে পচা শব সত  
কুখিরে মৃৎলপায়া ধরা, যেন আবণে ॥

জনমিছে পুনঃ তায় পশু পক্ষী নরকার  
সংগ্রামে পুনরায় এ উহারে বসিছে ।  
জীবন-ধারণ হেতু ভবের কলঙ্কেতু  
কাহারও নাসিকা নাট কাহারও মুণ্ড কুলিছে ॥  
কেহ নিজ মুণ্ড কাটে জীয়ে পুনঃ রক্ত চাটে  
শাকিনীকুপিলি ঘোবা কালিকায়ে ঘেরিয়া ।  
অস্থি ঝরিছে অঙ্গে, মাংস ঝরিছে সঙ্গে  
কাঁদে জীব উচ্চনাদে তারা নাম ডাকিয়া ॥  
কালীৰ সঙ্গিনী রঙ্গে ছুটিছে তাদেব সঙ্গে  
খিলি খিলি হাসি মুখে কি বিকট ভঙ্গিমা ।  
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া করে করতালি দিয়া  
ডাকিনী ধাইছে কত—সকলি রক্তমা ॥  
জগতে ষতেক দ্বন্দ্ব চলিছে ডাকিনীদ্বন্দ্ব  
লগাটে ঘোর ছটা উৎকট ছুটিছে ।  
কুখির-বদনা বামা জিন্মনা ঘোব শ্রামা  
বহি-বরুণ-বায়ু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে ॥  
জড়প্রকৃতির ছলে শবদেহ পদতলে—  
নৃমুণ্ডমালিনী ধনী হত্বেকাবি নাচিছে ।  
সংহার নিরূপণ বদনেতে বিদারণ  
শিশুকর কডমডি চর্কণে গিলিছে ॥

লতিকাপদ্য ।

নারদ ।—সদানন্দ ঋষি নিবানন্দ-মন  
কহেন তখন শব্দে ।  
“দেব আশুতোষ, নিবাব এ লীলা,  
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে ॥  
এ ঘোব রহস্য পাবি না সচিতে,  
দেখাও আমারে জননী ।  
যিনি সত্যীরূপে সংসার-পালিকা  
সর্বজীবদুঃখহারিণী ॥  
শিব ।—না হও নিবাণ, তবে ভক্তিমান  
ভূতেশ কামন নাবদে ।  
তথেরি কারণ নহে জীবলীলা,  
মোচন আছে যে আপদে ॥  
কণামাত্র তার হেরিলে নয়নে,  
আত্মার আদি জগতে ।  
পূর্ব-স্রগ ইচ্ছা-জগত-ভাণ্ডারে,  
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে ॥



অচ্ছেদ্য বন্ধনে দশপুত্রী,  
 ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা ।  
 শোক হৃৎ তাপ সকলি দমন,  
 এমনি বিধানে বোজনা ॥  
 পর পর পর এ দশ ভগতে  
 জীবের উন্নতি কেবলি ।  
 অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,  
 অনন্ত জীবিতমণ্ডলী ॥  
 নারদ ।—তুমিরা নারদ কহিলা শরীরে,  
 নারিব হেরিতে নয়নে ।  
 প্রচণ্ড প্রতাপে আত্মশক্তিলীলা  
 নিগূঢ় এ সব ভুবনে ॥  
 কহ ক্ষেমকর, দাসে ক্ষমা করি,  
 বচনে জুড়ায় পরাণী ।  
 কোন বিশ্বমাকে কিবা রূপ ধরি  
 জুড়িতে নিরতা ভবানী ॥  
 শিব ।—দেব আশুতোষ কহিলা ঋষিরে  
 “অম্বরে দেখ রে নেহারি ।  
 পরে পরে পরে ভগতীমণ্ডল  
 রয়েছে গগনে বিধারি ॥  
 ত্রিভুজ রূপ ধরি শক্তিরূপা  
 জীবের নিস্তার কারণে ।  
 হের ঋষি অই তারার ভুবন  
 উজলিছে কিবা গগনে ।

## (২) তারামূর্তি ।

ধীর বনপদীচ্ছন্দ ।

ভীম লম্বোদরা ব্যাঘ্রচৰ্ণ-পর্য ;  
 ধর্ম আকৃতি বামা নৃমণ্ডমালিনী ।  
 জটা-বিভূষণা পিঙ্গল-বরণা  
 জটাগ্রে উন্নত পরশধারিণী ॥  
 খড়গ কর্তরী করে কপাল উৎপল ধরে  
 চক্ষিম রবিচ্ছবি দৃষ্ট জিনয়নে ।

অনন্ত চিত্তমাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে  
 লোলরসনা বামা খোর হাসি বদনে ॥—  
 জানের অক্ষুর ধরি জীবহৃদয় তরি  
 বিরাজেন শরীর সতী অই ভুবনে ॥

## (৩) ষোড়শী ।

নেহার তাঁর পাশে কি জ্যোতিঃ দেহে তাসে  
 খেতবরণা বামা পূর্ণকলা কামিনী ।  
 প্রেম সঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে  
 এখানে রাজিছে ষোড়শী-রূপিণী ॥

## (৪) ভুবনেশ্বরী ।

তা জিনি স্তম্বর উন্নত শোভাধর  
 ভুবনেশ্বরী ঋষি, হের তার নিকটে ।  
 পীনস্তম্বী বামা প্রকুরা জিনয়নী  
 প্রভাত-আভা দেহে, ইন্দু-ভাতি ক্রিটোটে ॥  
 অক্ষুণ্ণভবর পাশ-সম্মিত কর  
 সর্বমঙ্গলা সতী জীবহৃৎ বিনাশে ।  
 সদা সূহাস্তম্বা এখানে বিরাজিতা—  
 দেহ আগারে তবে সতী যম বিকাশে ॥

( ৫ ) ভৈরবী-মূর্তি ।

তার উপর আর                      নেহার ঋষিবর  
কিবা শোভা স্থলর ভৈরবী-ভুবনে ।  
মালায় সুশোভিত                      মস্তক বিভূষিত,  
রক্ত-লেপিত স্তন, বৃতা রক্ত বসনে ॥  
জ্ঞান-অভয়-দাত্রী                      জীব-উদ্ধারকত্রী—  
সহস্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারণী ।  
রত্ন-কিরীটময়                      চন্দ্র উদয় হয়  
ভক্তি-বিধায়িনী ভৈরবী-রূপিণী ॥

( ৬ ) মাতঙ্গী মূর্তি ।

সুচারু মনোহর,                      হের নিকটে তার  
অস্ত্র ভুবন কিবা দোহলা গগনে—  
বীণা বাজিছে করে                      বাদন ধরে ধরে  
কুন্তল দলমল স্থলর বদনে ॥  
কলহংস শোভা সম                      খেত মালা নিকুপম  
জাম্বাজী শঙ্খের মালা দুই করে পরেছে ।  
প্রীতি ভবতলে                      সর্বজীবহুঃখ দলে  
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদতলে বসেছে ॥

( ৭ ) ধুমাবতী ।

কাছে তার দলমল                      যে ভুবন উজ্জল  
আরও সুনিখিল জিনি অস্ত্র ভুবনে ।—  
দীর্ঘা বিরল রদ,                      শুভ্রবর্ণজ্বল  
কুটিলনয়না বামা ধুমাবতী ধরণে ॥  
লম্বিত-পয়োধরা                      ক্ষুণ্ণিপাদাতুরা  
বিমুক্তকেশী বামা জীব-হুঃখ বিনাশে ।  
অম কান্তি প্রাপি রেশ                      ঘূচাইতে রুক বেশ  
বিধবার রূপে নিত্য সতী হেথা বিকাশে ।  
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা                      হস্তে স্থাপিত কুলা,  
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে ॥  
(৮৯) বগলা ও ছিন্নমস্তা ।  
জীব-নিস্তারে সতী                      ঐ হের চিন্তাবতী  
দারিদ্র্যদলনীকুপ বগলার শরীরে ।  
হের আর উর্দ্ধদেশে                      মদনোন্মত্তার বেশে  
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ কথিরে ॥  
বিষ্ট উৎকট ক্ষুষ্টি                      বিপরীত রতিমুক্তি  
জগতের সর্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া ॥  
আপনার যুগাকর                      নয়বেশ ঘোরতর  
বিষমর দেখাইছে নিলম্বিত ওষিরা ॥

## (১০) মহালক্ষ্মী ।

— — — — —  
নেহার তাবপরি শোভে কমলার পুরী

— — — — —  
রোগ শোক তাপ হরি, জীবিতের জীবনে ॥

— — — — —  
কিবা বেশ প্রমোহন লীলারসে নিমগন

— — — — —  
পরমাপ্রকৃতি সত্যী সর্বশেষে ভুবনে ॥

— — — — —  
সুবর্ণ বরগোস্তম কটিতে পিন্ধন কোম

— — — — —  
অর্ণবটে চারি করী শিরে নীর ঢালিছে ।

— — — — —  
পদ্মাসনা, করে পদ্ম সত্যীসর্বসুখসদা

— — — — —  
দর্যতে ডুবায় ভব জীব হুঃখ হরিছে ॥

## ললিত-দার্ষ ত্রিপদী ।

আনন্দে হৃদয় ভরি দেবঋষি বীণা ধরি

তারে তারে মিলাইয়া ঝঙ্কার তুলিলা ।

নিবিড় রহস্ত-সুখা পানে জুড়াইয়া ক্ষুধা

মধুর সঙ্গীতস্রোতে মহাঋষি ডুবিল ॥

ছুটিল বীণার স্বর ছুটিছে যেন নিষ্কর

হৃদয় প্রাবল্য করি অগভীর বাদনে ।

প্রকৃতির আদি লীলা ভবে কেবা নিরখিলা

মহাঋষি গাইলেন বিকলিত বচনে ॥

“জগৎ অশুভ নয় কালেতে হইবে লয়

জীবহুঃখ সমুদয় ত্রিগুণায় ভজনে ।

এই কথা বুকে সার আনন্দে নিনাদ তার

সত্যপথে রাখি মন অনাগের স্বরণে ॥

লিখি বুকে মোক্ষ নাম পুরা জীব মনস্কাম

‘নিখিল নিস্তার পাবে’ শিব কৈল আপনি ।

লক্ষ্য করি তারি পথ চল নিত্য মনোরথ

জীবজন্মে ভর কি রে ?—জগদধা জননী ।

ডাক বীণা উঠেঃস্বরে ডাক রে আনন্দভরে

নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে ।

সকলের মূলাধার সকল মঙ্গল সার

নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে ॥

জড় জীব দেহ মন যা হইতে প্রকটন

অমুকুণ সেই রূপ হৃদিমাঝে জাগা রে ।

পাই যেন পুনরায় পুঞ্জিতে সে রাঙ্গা পায়

জগৎ মধুব কবি তারা নাম শুনা রে !”

## ভক্তপদী পয়ার ।

নারদের গানে শিব শব্দর ঘোহিল ।

বিদীর্ণ রসাতলে পদতল পশিল ॥

ধীরে বিপুল দেহ ক্রমে বাড়ে সঘনে ।

ধূজুটি জটাজুট পুনঃ ছুটে গগনে ॥

চণ্ড প্রকৃতি-লীলা মিলাইয়া চকিতে ।

অঘরে বায়ু মেঘে ছড়াইল অরিতে ॥

উজ্জল দিনমণি পুনঃ পেয়ে কিরণে ।

দেখা দিল হৃদয় জগতের নয়নে ॥

পুনঃ সে দাদশরাশি নিজ নিজ আলয়ে ।

মনোহর বেগ ধরে জগতের উদয়ে ॥

ধীরে মলয়-বায়ু প্রবাহিত স্বপনে ।

ধরণী ধরিল শোভা সহাস্ত-বদনে ॥

কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে ।

ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতোধারা তরঙ্গে ।

পতঙ্গ কীট পশু পুনঃ পেয়ে চেতনে ।

গুঞ্জিল চিত্তস্থখে প্রকটিত জীবনে ॥

মিলাইয়া দশরূপ উমারূপ ধরিল ।

হরগৌরীরূপে সত্যী হিমালয় উদিল ॥

হাসিল কৈলাসপুরী উমা হেরি নয়নে ।

কেশরী বুঝত ছুটি লুটাইল চরণে ॥

‘বববম্ বববম্’ স্বনি শিব ধরিল ।

মহাঋষি পুলকিত শিবশিবা পুঞ্জিল ॥

# কবিতাবলী

## ভারত বিষয়ক

ভারত-ভিক্ষা । ❀

( আরম্ভ )

কি শুনি রে আজ পূরি আর্ঘ্যদেখ

এ আনন্দ ধনি কেন রে হয় ?

বুটিন-শাসিত ভারত-ভিতরে

কেন সবে আজি বলিছে ‘জয়’ ?

গভীর গরজে ছুটিছে কামান

জিনি বজ্রনাদ, গিরি কক্ষমান

বিদ্যা-হিমালয়-চূড়াতে নিশান

“রুল বুটানিয়া” বলি উড়ায়।

শত শত শত উড়িছে পতাকা,

ভুবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে অঙ্কিত।

নগরে নগরে কোটি অট্টালিকা

শোভিয়া, সঁচার অনন্তকার।

ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া

দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া,

অর্বব-ভরগী কেতনে সাজিয়া

কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।

নদীনাঙ্গুল কেতনে সজ্জিত,

কোটি কোটি প্রাণী পুলকে প্রীত,

বিবিধ বসন-স্বর্ণে ভূষিত,

চাতকের হায় তীরে দাঁড়ায়।

স্রোত-অন্তরীপ হ’তে হিমালয়

কেন রে আজি এ আনন্দময় ?

( শাখা )

যাসিছে ভারতে বুটন-কুমার,

শুন হে উঠিছে গভীর বাণী ;

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রিন্স অফ  
ফোর্স কলিকাতায় আগমন করেন। তত্পরলক্ষে  
ই বিতা লিখিত হয়।

৩২

গগন ভেদিয়া, “জয় ভিক্টোরিয়া

রাজবাজে ধৌ, ভারতরাণী।”

যেই বুটানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া

অবাধে মখিছে জলধি-জল,

অম্বর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া

ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল ;

সে বুটনবাসী আসি এ ভারতে

কামানে জালিল বজ্রের শিখা,

যার দর্পভেজ ভারত-অঙ্গেতে

অনল-অঙ্গরে রয়েছে লিখা,

জ্বলিল সমর যে ভীম-প্রহরী

ক্ষত্রিয়রক্ষিত ভারত-গড়,

মুদকি, মূলতান করি খান খান,

শিখ-গলে দিল দূচ নিগড় ;

হেলায়ে তুর্জ্বনী লইয়া অযোধ্যা

রাজোন্মারা যার কটাক্ষে কাঁপে,

প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহি

নিবাইল তীর প্রচণ্ড দাপে।

যার ভয়ে মাথা না পাবি তুলিতে

হিমগিরি হেট বিদ্রোহ প্রার,

পড়িয়া বাহার চরণ নখরে

ভারত-ভুবন আজি লুটায়—

সেই বুটনের রাজকুল-চূড়া

কুমার আসিছে জলধি-পথে,

নিরখিয়া তাঁর জুড়াইতে আঁধি,

ভারতবাসীরা দাঁড়ানে পথে।

( পূর্ব কোরাস )

বাক্য যে আনন্দে গভীর মুদক,  
সুবলী মধুর শ্রবণ সারল,

বীণা পাখোয়াজ মুহু করতাল,  
মুহুলা এসাজ ললিত রসাল,  
বাজা সপ্তস্বরী যবী মনোহরা,  
ভ্রমব গঞ্জিয়া বাজা রে সেতারা,  
বেহাগ খাছাজে পুরিয়া তান।

বুটনকুমার আসিছে হেথায়  
সাজ পেশোয়াজে পরীর শোভায়,  
ভুতল-রঙ্গিণী মোহিনী যতেক,  
কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক—  
শুনাও বারেক মধুর সঙ্গীত,  
আজি এ ভারতে ভূপতি অতিথ,  
তান-লয়-রাগে পুরাও গান।

( আরম্ভ )

চারিদিক যুড়ি বাজিল বাদন,  
বাজিল বুটিল দামামা কীড়া,  
অর্দ্ধভ্রমণ করি তোলপাড়  
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া—

“কোথা নুপকূল নবাব আমীর,  
রাজ দববারে হও রে হাজির,  
করিয়া সেলাম নোয়াইরা মাথা  
ছাড়ি সাঁজা জুতা চুনি পায়া গাঁথা  
বিলাতী বুটেতে পদ সাজাও।

“জাহ্নু পাতি ভূমে হইয়া হবিষ  
পরশি সন্মুখে কুমার বুটিল,  
ববান্ধরপ্রদ চাক করতাল,  
ভুলিয়া ভূদেতে হইয়া বিহ্বল  
অদর-অগ্রেতে বীরে ছোঁয়াও।

“ভবে মোক্ষফল রাজ-দরশন,  
ভারতে দেবতা বুটন এখন,  
সেই দেবজাত মহিষী-নন্দন  
দরশনে পূৰ্ণ-পাপ শুচাও।

“কোথা কানীরাজ কোথা হে দিগ্ধিরা?  
কোথা হোলকার রাণী ভোপালিয়া  
মানী উদিপুর বোধ মহীপাল?  
হিন্দু জিবাহুব শিখ পাতিয়াল?  
মহম্মদ রাজা কোথা হে নিজাম?  
কোথা বিকানীর কোথা বা হে জাম?  
ঘোলপুর রাণা; জাঠের রাও?

“পর শীত পর চাক পরিচ্ছদ,  
অর্ঘ্যেতে সাজাবে আজি রাজপদ ॥  
কর দিয়া বেশ হীবা মুকুতার,  
ভাবত-নক্ষত্র বাঁধিয়া গলার  
রাজধানী-মুখে ধাবিত হও।

“বোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে  
কিরণ ছড়ারে থাক কাছে কাছে,  
ছারাপথ যথা নিশাপতি কাছে,  
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও।

“কর রাজভেট নবাব, আমীর,  
রাজদরবারে হও হে হাজির—”  
বাজিল বুটিল দামামা কাড়া,  
করি তোলপাড় নগর পাছাড,  
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

( শাখা )

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে  
রাজেন্দ্র কেশরী যত,  
পারিষদ-বেশে দাঁড়াইতে পাশে,  
শিরোগ্রাবা করি নত,  
দেখ রে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান  
আফগানস্থান ছাড়ি,  
ছুটিল কান্দাহার কজ্রিয় ভূপতি  
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি;  
ড্রাবিড, কঙ্কণ ভোট মালোবার,  
মহারাত্র, মহীশূর,  
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,  
অযোধ্যা, হস্তিনাপুর,  
বুন্দেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,  
কচ্ছ কোঠা, সিদ্ধদেশ,  
চাম্বা, কাতিয়ার, ইন্দোর, বিটোর,  
অরবিল-গিরিশেখ,  
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,  
রাজধানী-দিকে ধায়,  
পালে পালে পালে পতকের মত  
নিরখি দৌপশোভার;  
ছুটিল অবেতে, রাজপুত্রগণ  
চক্র-সূর্য্য-বংশ-বীর।  
জলধি—বন্দর, হিমাজি ভূধ-  
দাপটে হয় অস্থির!

কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়  
দ্বাপরে হস্তিনা-মাত্রে ।  
রাজসূয় বজ্র দেখে একবার  
করিতে করে ইংরাজে !

( পূর্ণ কোরাস )

অপূর্ণ সুন্দর মোহন সাজ  
সাজে কলিকাতা পরিল ঠাঙ্গ ;  
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক-গায়  
বজ্রিত বসন ঢাক শোভায়,  
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক-কোলে  
তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;  
ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্রকায়  
ঝক্ ঝক্ বলে কলস তায়,  
কোটি তাবা যেন একত্রে উঠে,  
সৌন্দ-চূড়ে-চূড়ে বয়েছে দূটে ;  
গৃহ, পথ, মাঠ কিরণময়—  
নিশিতে যেন বা ভাঙ উদয় ।  
উঠিছে আতসবাকী আকাশে—  
সব তাবা যেন গগনে ভাসে ।  
দত্ত কলিকাতা কলি বাজধানী ।  
সুবপুণী আজি পবাজিলে মানি—  
হাদে দেখ নিশি লাজে পলায় ।

দেখ দেখ দেখ চতুর্দক্ষ দলে  
বাজীগুণ্ডে সাজি, বাণাপুঞ্জ চলে ;  
পাছে পাছে কাছে বোটিকপন  
চলে বাজগণ জলে জহব  
শিব শোভা কবি উজ্জলি তাজ,  
তবকে তবকে পৃথিব মাঝ,  
নগব দর্শনে কবে গমন,  
ঝমকে ঝমকে বাজে বাদন,  
বুটিশেব ভেবী শমন-দমনে,  
“রুল বৃটানিয়া, রুল দি ওয়েভস্”  
সঙ্গীত তবকে নিনাদ ধায় ।

( আবৃত্ত )

ঠ মা উঠ মা ভাবত-জননী  
মহিবীনন্দন কোলেতে এল ;  
াধার রজনী এবাব তোমাব  
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল ।

আদবে ধব মা কমায়ে সস্তাধি  
আশীর্বাদ বাণী উচ্চাবি মুখে,  
বহু দিন হাবা হইছে আপন  
তনয়ে না পাণ্ডব ধবিতে বৃকে ;  
তাজ শয্যা মাতঃ অবপ উঠিল  
কিবণ ছড়াতে তোমাব ভূমে,  
কৈদো না কৈদো না আব গো জননী  
আচ্ছন্ন হইয়া শোকেব ধূমে ।  
চিবতঃখী তুমি চিব-পবদীনা,  
পবেব পালিতা আশ্রিত সদা,  
তুমি মা অভাগী, ‘অনাথা’, দুর্ভাগী,  
ভজন-পূজন-যোগ-মুগ্ধা ।  
মহিষী তোমাব যাদ্যাব আশ্রয়ে  
জগতে এখন(ও) আছ মা জিয়ে,  
পাঠাইলা তব তঃখ ঘুচাইতে  
আপন তনয়ে বিনাদ্য দিয়ে,  
দেখাও জননী, দাবিলা গো যত  
বিপু-পদ চিহ্ন ললাট-ভাগে,  
দেখাও চিবিদ্যা, ক্ষত বক্ষঃস্থল  
দ্বিবানিশি দেখা কি শোক জাগে ।  
উঠ মা উঠ মা ভাবত-জননী,  
প্রদম-বধনে বাদেক কেব,  
মহিবীনন্দনে কোলেতে কবিয়া  
প্রাতে শুকতার উদিল, চেব !

( শাখা )

তাজি শয্যাতল ডাকি উঠেঃঃঃ  
নিবিড় কুন্তল শরায়ে অন্তবে,  
গভীর পাণ্ডব বদনমণ্ডল,  
আলোক প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,  
“কেন রে এখানে আসিছে কুমাব ?

ভাবতের মুখ এবে অন্ধকাব ।  
কি দেখিবে আচ্ছ—খাচ্ছে কি সে দিন ?  
ক্রভঙ্গী কবিয়া ছুটিত যে দিন  
ভারত-সন্ধান নৈরুত ষ্টেশান,  
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,  
জাগায়ে মেদিনী গাতিত গাথা ।

ভারত-কিরণে জগত কিরণ,  
ভারত জীবনে জগত জীবন,

আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,  
আছিল যখন বড় দরশন—  
ভারতের বেদ ভারতের কথা,  
ভারতের বিধি, ভারতের শ্রুতি,  
খুঁজিত সকলে পুঁজিত সকলে,  
কিনিক, সিরৌর, য়ানানী-মণ্ডলে,  
ভাবিত অমূল্য মানিক যথা ।

ছিল যবে পরা ক্রিষ্ট কুণ্ডল,  
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—  
আছিল রুধির আর্থ্যের শিরায়,  
অলস্ত অনল-সদৃশ শিখায়,  
অগতে না ছিল এ হেন সাহসী  
বাইত চলিয়া এ দেক পরশি,  
ভাকিত যখন 'জননী' বলিয়া  
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধনি ছুটত উট্টিয়া,  
হিলাম তখন অগণ্য-মাতা !

পাব কি দেখিতে তেমতি আবার,  
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আবার,  
ভাকিবে কুমার জননী বলিয়া,  
ইউরোপ, আমেরিকা উজ্জ্বলে পুরিয়া,—  
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা ?

পূর্ব-সহচরী রোম সে আমার  
যরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—  
গিরিশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার ।  
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?

কি হেন পাতক করেছি তোমার ?  
বলু ওরে বিবি বলু রে আমার ?  
চিরকাল এই ভগ্নগণ্ড ধরি,  
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,  
দাস-মাতা বলি বিগাত হ'ব ।

হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !  
করিল যখন বর্ষেরে দুর্গতি,  
ছিন্ন কৈল তোর কীপ্তিক্ত বস্ত,  
করি ভগ্নশেষ রেণু সমাবৃত  
মেউল, মন্দির, রত্ন, নাট্যাশালা,  
গৃহ, ধর্ম্য, পথ, সেতু, পরোনোলা,  
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল ।

মম ভাগ্যদোষে মম জেতুগণ,  
কক্ষ, বক্ষঃ, ভালো পদাঙ্ক স্থাপন  
করিয়া আশার, দুর্গ নিকেতন,  
রাখিয়া মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত,  
কানী, গয়াকেত্র চণ্ডাল দ্ববিত,  
( শরীরে কালিয়া—দীনতা প্রতিমা )  
ধরণীর অঙ্গে যেন রাখিল

হায় পাণিপথ দারুণ প্রান্তর,  
কেন ভাগ্য সনে হলি নে অন্তর ?  
কেন রে, চিতোর তোর সুখ নিশি  
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি  
অচ্ছিন্ন না হ'লি—কেন রে রহিল  
অগতে যুগিত ভারত নাম

নিবিছে দেউটি বারানসী তোর,  
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর,  
লেপিয়া শরীরে এখন রয়েছ  
পূর্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ ।  
আরে অগ্রবনু, সংযু পাতকী  
রাহু-গ্রাস-চিহ্ন সর্ব-অঙ্গে মাখি,  
কেন প্রজ্বলিছ অধোধ্যাধাম

নাহি কি সলিল, হে যমুনে গঙ্গে,  
তো(মা)দের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,  
কর অপহৃত এ কলঙ্করাশি,  
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বক্ষ গ্রাসি,  
ভারত-ভূবন ভাঙ্গাও জলে

হে বিপুল সিদ্ধ করিয়া গর্জন  
ভুবাঁইলে কত রাজ্য, গিরি বন,  
নাহি কি সলিল ভূবাতে আশ্রয় ?  
আজ্ঞয় করিয়া বিদ্যা, হিমালয়,  
লুকায়ে রাখিতে অন্তল জলে ।  
( পূর্ব কোরস )

কৈদ না কৈদ না, আর গো জননি  
মহিবীনন্দন কোলেতে এল,  
আশার রজনী এবার তোমা  
বিধির প্রদানে ঘূড়িয়া গেল,  
মহিবী তোমার, বাহার আশ্রয়ে  
এ শোক সহিয়ে কাঁছ মা জোরে,  
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইয়ে  
আপন মননে বিদায় দিয়ে,

তাজ শয্যা হাতঃ, অরুণ উঠিল  
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;  
কৈদ না—কৈদ না আর গো জননি  
আচ্ছন্ন হইয়া শোকে রুমে ।

( আরম্ভ )

“এলো কি নিকটে—এলো কি কুমার ?”  
বলিল ভারত-জননী আবার,  
“কই, কোথা, বৎস, আর কোলে আর,  
অস্তর জলিছে দারুণ শিখায়—

পরশি বারেক শীতল কর,

ডাক একবার, ডাকিন্ যে ভাবে  
আপনার মারে ঘূটা সে অভাবে—  
শতবর্ষে বাহা নহিল পূরণ,  
( ভারতের চির-আশা-আকিঞ্চন )  
ভুলিয়া বারেক বুটিন-গর্জন,

ভারত-সন্তানে ক্রোড়েতে ধর ।

রুক্ষবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,  
নহে তুচ্ছ কীট—এদের অস্তর  
দয়া, মার্য, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,  
মান, অভিমান, জ্ঞান শক্তিময়—  
এদেরও শরীরে শিরায় শিবার  
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা তুচ্ছ

ঘৃণা, লজ্জা, কোভে জনয় দিতে ,

এই রুক্ষবর্ণ জাতি পূর্বে যবে,  
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,  
পুঙ্ক বস্ত্রধরা স্তনি দেব-গান  
অদাড় শরীরে পাইল পরাণ,  
পৃথিবীর লোক বিষয়ে পুরিয়া,  
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধনি স্তনিয়া  
দেবতা ভাবিয়া স্তুতিত রহে ।

এই রুক্ষবর্ণ জাতি সে যখন,  
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,  
শিখরে শিখরে জলধির জলে,  
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে  
জগত ব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে  
খুলিয়া দেখাত মহুজ-সন্তানে,  
সমর-ছড়ারে কাঁপিত অনল,  
নক্ষত্র অর্ধব আকাশমণ্ডল—

তখন তাহারা স্মৃতিত নহে ;

বখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,  
মম অকম্বল শোভায় উজ্জলি,  
শুনাইল বীর নিগূঢ় বচন,  
গাইল বখন রুক্ষবৈপায়ন,  
জগতেব দুঃখে শ্রুতপিলবন্তো  
শাক্যসিংহ যবে তাজিলা গার্হস্থ্যে,  
তখন(ও) তাহারা স্মৃতিত নহে ।

তাদেরই রুধিরে জনম এদেব,  
সে পূর্ষ-গৌরব সৌভভের ফের  
হৃদয়ে জড়াবে ধমনী নাচায়,  
সেই পূর্ষ পানে কভু গর্ষে চায়—

এ জাতি কখন জব্বল নহে ;

হে কুমার মনে রেখো এই কথা,  
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা,  
পবিত্র সে দেশ—পুত-কলেবর  
কোটি কোটি প্রাণী ঋষি পুণ্যধর  
কোটি কোটি জন শূর বীর নব  
কবি কোটি কোটি মধুর অন্তর,  
রেণুতে তাহার মিশায় রক্তে ?

শুন হে বাজন্ ! বনের বিহঙ্গে—  
পুথিলে তাহারে যতনেব সঙ্গে,  
পিঞ্জরে থাকিয়া দেই সুখ পায় ।  
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায় ।

বনের মাতঙ্গ যতনে বশ ,

কোকিলেব যবে জগৎ তুই,  
বায়সের ববে কেন বা কষ্ট ?  
কি ধন বল সে কোকিলে দেয়,  
কি ধন বল বা বায়সে নেয় ?  
একে মিষ্টভাষা—জ্বর সরল,  
অস্ত্রে তীর স্বর পরাণে গবল,

ধরা চায় সবল জ্বর-বস ।

আমি বৎস তোর জননীর দাসী,  
দাসীর সন্তান এ ভাবতবাসী,  
ঘৃণাও দুঃখের যাতনা তানের,  
ঘৃণাও ভয়ের যাতনা মায়ের,  
শুনায় আশাস মধুর স্বরে ,  
কি কব কুমার স্তম্ভ-বক ফাটে  
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,  
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে !



বুটশ-সিংহের বিকট বদন,  
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,  
কি বাগিঞ্জাকারী অথবা প্রহরী,  
জাহাজী গোরাক্ষ, কিংবা ভেকধারী.

সম্রাট ভাবিয়া পুজিব সবারে ।

এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,  
নয়নের জল মুছা রে আমার,  
ভারতসম্মানে লয়ে একবার,

ভাই বলে ডাক্ হৃদি জুড়ায় ।

দেখ বৎস, দেখ কি উল্লাস আজ,  
নিরখি তোমারে এ ভুবনমাঝ,  
কোটি কোটি প্রাণী করি উর্দ্ধহাত  
যলিছে সঘনে জাজি সুপ্রভাত—

তপ্ত অশ্রুধারা নয়নে ধায় ।

ফিরিবে যখন জননী-নিকটে,  
বলো বাছা তাঁরে বলো অকপটে  
ভারত-ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী এককালে  
ডাকে তাঁর নাম প্রাতঃ-সন্ধ্যাকালে,  
তাদের পরাণ যেন জুড়ায় !”

( শাখা )

বলিয়া ভারত মুছিয়া নয়ন,  
তুহি আশীর্বাদে মহিষী-নন্দন  
ঢাকিয়া বদন অদৃষ্ট হয় ।

( পূর্ণ কোরস্ )

ভারতে আজি বে বিরাজে কুমার  
ভারতে অরুণ উদিল আবার,  
বাজিল বুটশ-শিখা যেন যেন,  
“জয় তিক্‌টোরিয়া-কুমাব জয়” !

ভারত-বিলাপ ।

ভাহু অন্ত গেল, গোধূলি আইল,  
রবি-কর জাল আকাশে উটিল,  
মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল,  
গগন শোভিল কিরণজালে ; —

কোথা বা স্নন্দর ঘন কলেবর  
সিন্ধুরে লেপিয়া রাখে খরে খর,  
কোথা ঝিক ঝিক হীরার আলর,  
যেন বা ঝুলায় গগন-ডালে ।

সোনার বরণ মাথিরা কোথায়  
জলধর জলে, নয়ন জুড়ায়,  
আবার কোথায় তুলারাশি প্রায়  
শোভে বাশি রাশি মেঘের মালা ।

হেনকালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে,  
হেরি মনোহর সে তট উপরে  
রাজধানী এক, নব শোভা ধরে  
রয়েছে কিরণে হয়ে উজ্জ্বল ।

দ্বিতলা, ত্রিতলা, চৌতলা ভবন  
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র গঠন  
গোধূলি রাগেতে বজ্রিত কার ।

অদূরে দুর্জয় দুর্গ গড়খাই  
প্রকাণ্ড মূবতি, জাগিছে সদাই,  
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই ;

চবণ প্রফালি জাহুবী ধার ।  
গডের সমীপে আনন্দ উদ্ভাস,  
যতনে বক্ষিত অতি রম্যস্থান,  
প্রদোবে প্রতাহ হয় বাতগান,  
নয়ন, অবণ, তত্ত্ব জুড়ায় ।

জাহুবী-সলিলে ওদিকে আবার  
দেখ জলধান কাতারে কাতার  
তাসে দিবানিশি—গুণবৃক্ষ যার,  
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায় ।

অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা  
অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা  
কার রাজধানী, কি ক্রান্তি ইছা, —  
এ সুখ-সৌভাগ্য ভোগে ধরায় ।

নাহি যদি জান এস এইখানে,  
চলেছে দেবিবে বিচিত্র বিমানে  
রাজপুঙ্খেরা বিবিধ বিধানে —  
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায় ।

অদূরে বাজিছে “রুল ব্রিটানিয়া”  
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া  
চলেছে দাপটে ব্রিটনবাসীরা—  
ইঙ্গের ইঙ্গর আছে কোথায় ?

হায় রে কপাল, ওদেরি মতন,  
আমরাও কেন করিতে গমন,  
না পারি সতেজে—বলিতে আপন  
বে দেশে জনম যে দেশে বাস ।

ভয়ে ভয়ে ঘাই, ভয়ে ভয়ে চাই,  
গৌরাক্ষ দেখিলে ভূতলে লুটাই,  
ফুটিয়া ফুটাই বলিতে না পাই--

এমনি সদাই হৃদয়ে জ্বাস।

কি হবে বিলাপ করিলে এখন,  
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,  
মনের মাছাখ্যা হয়েছে নিধন  
তখন সে সাধ গিয়াছে ঘুচে।

সাজে না এখন অভিলাষ কবা  
আমাদের কাজ সুধু পায়ে ধরা,  
মস্তকে ধরিয়া দাসত্বের ভরা  
ছুটিতে হইবে ওদের পাছে।

হার, বসুন্ধরা, তোমার কপালে  
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে  
বিদেশীর পদে জীবন পৌরালে  
পূরাতে নারিলে মনের আশা।

রূপে অল্পম নিখিল ধরায়,  
করিয়া বিধাতা স্বজালা তোমায়,  
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়--

তোমার কি না আজি এ হেন দশা।  
হার রে বিধাতা কেন দিয়াছিলি  
হেন অলঙ্কার, কেন না গঠিলি  
মকভূমি ক'রে অরণ্যে রাখিলি,

এ হেন যাতনা হতো না তার।  
তা হ'লে এখানে করিত না গতি  
পাঠান, মোগল, পারস্য, দুর্জতি,  
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,  
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পার।

এই যে দেখিছ পুরী মনোহর  
শত গুণ আরো শোভিত সুন্দর,  
এই ভাগীরথী করে ধর ধর  
বাইত তখন কতই সাধে।

গায়িত তখন কতই সুধরে,  
এই সব পৃথিবী তরু শোভা ক'রে,  
কতই কুসুম-পরিমল ভরে  
ফুটিয়া থাকিত কত আফ্লাদে।

আগেকার মত উঠিত তপন,  
আগেকার মত চাঁদের কিরণ  
ভাসিত গগনে গ্রহ-ভারাগণ  
ঘুরিত আনন্দে ধরিয়া ধরা।

যখন ভারতে অমৃতের কণা  
হতো বরিষণ বাজাইত বীণা  
বাস বাজ্যাকি বিপুল বাসনা  
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা।

যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে  
বাইত সমরে মাতি বীররসে  
হিমালয় চূড়া গগন পরশে  
গায়িত যখন ভারত নাম।

ভাবতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে  
গাইত যখন স্বাধীন অন্তরে  
স্বদেশ মহিমা পুলকিত স্বরে  
জগতে ভারত অতুল ধাম।

ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল  
এ হেন ভূভাগ ক'রে করতল,  
বাজত করিছ ইগিতে কেবল--  
তোমার তেজের নাহি উপমা।

এখন কিহব হয়েছে তোমার  
মনের বাসনা কি কহিব আর ?  
এই ভিক্ষা চাই কর গো বিচার  
অধর্ম দাসেরে কর গো ক্ষমা।

দেখ চেয়ে দেখ প্রাচীন বয়সে,  
তোমার পদতলে পড়িয়ে কি বেশে  
কাঁদিয়ে সে ভূমি পূজিত যে দেশে,  
কত জনপদ গাহে মহিমা।

আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী  
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,  
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দ্রুতিনী  
বলিয়ে দস্ত করো না গরিমা।

তোমারো ত বুকে কত শত বার  
রিপু-পদাঘাত কবেছে প্রহার,  
কালেতে না জানি কি হবে আবার--  
এই কথা সদা করিও ধ্যান।

ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,  
নহিলে স্নানিতে এ বীণা-স্বকার,  
বাজিত গরজে--উথলি আবার  
উঠিত ভারত ব্যাধিত প্রাণ।

## ভারত-সঙ্গীত ।

(ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশাহদিগের  
অত্যন্ত প্রাচুর্য্য এবং মোগল দৈনন্দন ক্রমে ক্রমে  
ভারতভূমি আক্রমণ করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ  
করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয়  
ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতার একান্ত দুঃখিত হইয়া  
স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে  
এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎ-  
সাহ-প্রাণবদ্ধ গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর  
সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের  
মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়।  
মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অস্ত্রাঙ্গ গায়কেরা দেশে  
দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ  
অবলম্বন করিয়া ভারত-সঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।)

“আর ঘুনাইও না দেখ চক্ষু মেলি  
দেখ দেখ চেয়ে অবনামীমণ্ডলী,  
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতূহলী.

(বিবিধ-মানব-জাতিরে লয়ে।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,  
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,  
বিজয়ী পতাকা উড়ায় আকাশে,  
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।

কোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,  
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,  
হয়েছে অঐর্ষ্য নিজ বীর্য্যবলে,  
ছাড়ে হৃৎকান্দ, ভূমণ্ডল টলে,  
বেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,  
নৃতন করিয়া গড়িতে চায়।

মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপূজিতা  
চির-বীর্ঘ্যবতী বীর প্রসবিতা,  
অনন্তরে বিনা যুবানী-মণ্ডলী,  
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজ্জলি  
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

আরব্য, মিসর, পারস্ত, তুরকী,  
তাতার, তিব্বত—অস্ত্র কব কি?

চীন, ব্রহ্মদেশ, নবীন জাপান,  
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,  
দাসত্ব করিতে করে হেরজান,  
ভারত শুধই যথারে রয়।

বাক রে শিখা বাক্ এই রবে,  
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,  
নবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,  
ভারত শুধই যথারে রয়।”

এই কথা বলি যুব শিখা তুলি  
শিখরে দাঁড়িয়ে গারে নামাবলী,  
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজয়ী,  
গারিতে লাগিল জনৈক যুব।

আরতলোচন উন্নত ললাট,  
সুগোরাব তত্ত্ব সন্ন্যাসীর ঠাট  
শিখরে দাঁড়িয়ে গারে নামাবলী,  
নয়নজ্যোতিতে হানিল বিজয়ী,  
বদনে ভাঙিল অতুল আভা।

নিলাদিল শূন্য করিয়া উচ্ছ্বাস,  
“বিংশতি কোটি মানবের বাস,  
এ ভারতভূমি যবনের দাস?  
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাধা।  
অর্ঘ্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা  
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?  
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা  
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা?

বিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ভুলে  
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে  
দিন্নাছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে  
সেনার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য সম হয়ে কুতাজলি  
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,  
ছাদে দেখ ধার মহাকুতূহলী  
ভারতনিবাসী যত কুলদার।

এসেছিল যবে আর্ঘ্যাবর্ত্তভূমে  
দিক্ অন্ধকার করি তেজোভূমে,  
রণ-রত্ন মস্ত পূর্ণ পিতৃগণ  
যখন তাহারা কবেছিলো রণ,  
করেছিলো জয় পঞ্চনদগণ,  
তখন তাহারা ক'জন ছিল

আবার যখন আজীবীর কূলে,  
এসেছিলো তারা অরুণভাঙে কূলে,  
যমুনা কাবেদী, নর্ধবা পুলিনে,

দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে,  
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয় রণে,  
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?  
এখন তোরা যে শত কোটি তার,  
বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,  
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,  
স্বমেক অবধি কুমেক হইতে,  
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,  
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

তবে ভিন্নজাতি শত্রুপদতলে,  
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে ?  
কেন না ছি'ড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,  
স্বাধীন হতে করিস্ না মন ?  
অই দেখ সেই মাথার উপরে,  
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,  
ঘুরিত বেষ্রপে দিক শোভা ক'রে  
ভারত বধন স্বাধীন ছিল।

সেই আৰ্য্যাবর্ত এখন(ও) বিস্তৃত,  
সেই বিদ্যাগিরি এখন(ও) উন্নত,  
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,  
পূর্বাঙ্কালে তারা বেষ্রপ ছিল।

কোথা সে উজ্জল হতাশন সম  
হিন্দু বীরদর্প বুদ্ধি-পরাক্রম,  
কীপিত বাহাতে স্থাবর জগম,  
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ?

সকলি ত আছে সে সাহস কই ?  
সে গম্ভীর জ্ঞান নিপুণতা কই ?  
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?  
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা !

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,  
কারে উজ্জৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?  
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি !—  
আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখন উঠিত,  
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত,  
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,  
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।"  
এই কথা বলি অশ্রুবিম্ব ফেলি,  
কণমাঞ্জ-যুবা শূন্যনাথ তুলি,

পুনর্বার শূদ্র মুখে নিল তুলি,  
গঞ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে,  
“এখন(ও) জাগিয়া উঠ রে সেবে,  
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,  
রবি-কর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,  
ভারতের মুখ উজ্জল ক'রে।  
একবার শুধু জাতিভেদ তুলে,  
কল্লিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে  
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে

তুলিতে আপন মহিমা-পজা।  
জপ তপ আর যোগ আরাধনা,  
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা  
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,  
তুগীব রূপাণে কর পূজা।  
বাণে সিদ্ধনীরে ভূধর-শিখবে  
গগনের গ্রন্থ তন্ন তন্ন ক'রে,  
বায়ু উদ্ধাপাত বজ্রশিখা ধ'বে  
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে  
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,  
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,  
যে শিরে এক্ষণে পাছুকা বও  
ছিল বটে আগে তপস্রাব বলে,  
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,  
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে  
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহিক রে আব,  
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার  
হবে না—হবে না—খোল তরবার,  
এ সব দৈত্য নহে ভেমন।

অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ  
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উদার—  
তবে সে বাচিবে যুচিবে বিপদ  
জগতে যত্নপ থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হলি দিশেহাবা,  
সেই হিন্দুজাতি সেই বশুন্ধরা,  
জ্ঞানবুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রথরা,  
তবে কেন ক্রমে প'ড়ে লুটীও।

অই দেখ সেই মাথার উপরে,  
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,

দূরিত যেরূপে দিক শোভা ক'রে,  
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।  
সেই আৰ্য্যাবস্ত এখন(ও) বিলুপ্ত  
সেই বিদ্যাচল এখন(ও) উন্নত,  
সেই জাহ্নবী-বারি এখন(ও) ধাবিত,  
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জল ?  
বাজ রে শিখা বাজ্ এই রবে,  
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,  
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে  
সবাই জাগ্রত মানের গোরবে  
ভারত শুধু কি যুগ্মায়ে রবে ?”

### ভারত কামিনী।

অরে কুলদার হিন্দু ছুরাচার—  
এই কি ভোদের দয়া—সদাচার ?  
হরে আৰ্য্যবংশ অবনীর সার—  
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?  
এখনও কিরিয়া দেখ না চাহিয়া,  
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া  
চরণে দলিছ মাতা, স্নাতা, জায়া,  
এখনও রয়েছ উন্নত হয়ে ?  
বাধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি,  
অনাথা করিয়া গলে দিয়া ফাঁসী,  
কাড়িয়া লয়েছ কবরী কঙ্কণ,  
হার বাজ্ বালা, দেহের ভূষণ ;  
অনন্ত দুঃখিনী বিধবা নারী।  
দেখ রে নিষ্ঠুর হাতে লয়ে মালা  
ফুলীন-কুমারী অনুচা অবলা  
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে  
অসংখ্য রমণী পাগলিনী-বেশে  
কেহ বা করিছে বরমাণ্য দান,  
মুম্বুর গলে হয়ে ত্রিপুরমাণ,  
নয়ন মুছিয়া গলিত বারি।  
চারিদিকে হেথা ভারত বৃড়িয়া  
সরসীকমল যেন রে ছিঁড়িয়া—  
কামিনীমণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া  
কোমল হৃদয় করেছ হত্যাশ,  
না দেখিতে দাও অবনী আকাশ,  
করে কারাবাস জগতে রয়ে।

আরে কুলদার হিন্দু ছুরাচার,  
এই কি ভোদের দয়া সদাচার ?  
হরে আৰ্য্যবংশ অবনীর সার  
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?  
এখন(ও) কিরিয়া দেখ না চাহিয়া  
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া  
চরণে দলিছ মাতা, স্নাতা, জায়া—  
ছড়িয়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে।  
দেখ না কি চেয়ে জগৎ উজ্জল  
এই সে ভারত হিমালী অচল,  
এই সে গোমুখী যমুনীর জল  
সিন্ধু গোদাবরী সরযু সাজে।  
জান না কি সেই অঘোষা কেশল  
এইখানে ছিল কলিঙ্গ পাঞ্চাল  
মগধ কনৌজ—সুপরিভ্রাম  
সেই উজ্জয়িনী নিলে বার নাম  
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে ?  
এই রক্তভূমে করেছিল লীলা,  
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী, স্মীলা,  
ধনা, লীলাবতী প্রাচীনা মহিলা  
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে ;  
এই আৰ্য্যভূমে বাধিয়া কুন্তল  
ধরিয়া কুপাণ কামিনী সকল,  
প্রহুর স্বাধীন পবিত্র অন্তরে  
নিঃশঙ্কহৃদয়ে ছুটিত সমরে  
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া  
ধনুদণ্ডে ছিলো আনন্দে ভাসিয়া  
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।  
কোথা সে এখন অসিতজ্ঞধারী  
মহারাক্ষ-বামা রাজোয়ারা-নারী  
অরাতি-বিক্রমে পরাজিত হ'লে  
চিত্তানলে যারা তজ্জ দিত ঢেলে  
পতি পিতা স্নত সংহতি লয়ে।  
বীরমাতা যারা বীররাজনা ছিল,  
মহিমা-কিরণে জগৎ ভাঙতল,  
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিংপ  
আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন  
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে।  
আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরী  
বিজয়-নিদানে বশুধরা ভরা

আর কি আছে মনের উল্লাস  
জ্ঞানের মর্যাদা সাহস-বিভাগ  
সে সব রমণী কোথা যে এবে ?  
সে দিন গিয়াছে পশুর অধম  
হয়েছে ভারতে নারীর জনম  
নৃশংস আচার নীচ দুরাচার  
ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার  
পিশাচের হেয় হয়েছে সবে ।  
তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি  
নাম হিমালয় শূন্য উড়ে ধরি ?  
তবে কেন আজ(ও) করিছে হকার,  
ভারত বেষ্টিয়া জলধি দুর্বার ?  
কেন তবে আজ(ও) ভারত-ভিতরে,  
হিন্দুবংশাবলী শুনে সমাদরে  
ব্যাস বাল্মীকি ? বারিধারা স্বরে,  
সীতা দময়ন্তী সাবিত্রী রবে ?  
গভীর নিনাদে করিয়া স্বকার  
বাজ্বে বীণা বাজ্বে একবার  
ভারতবাসীরাে শুনায়ে সবে ।  
দেখ চেয়ে দেখ হেথা একবার  
প্রফুল্ল কোমল কুসুম আকার  
যুনানী মহিলা হয় পারাপার  
অকূল জলবি অকুতোভরে !  
ধায় অধঃপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে,  
কানন, কন্দর উন্নত গিরিতে  
অপ্সরা-আকৃতি পুরুষসেবিতা  
সাহিত্য বিজ্ঞান সম্মুখে ভূষিতা  
স্বাধীন প্রভাতে পবিজ হয়ে ।  
আবার ভারতে ওরূপে আবার  
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার  
পেয়ে নিজ মান পরি নিজ বেশ  
জান দস্ত তেজে পুরে নিজ দেশ,  
বীর-বংশাবলী গ্রহণি হবে ?  
এ হেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ডমাঝে  
নাহি কি রে কোন বীরাঙ্গা বিরাজে,  
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড,  
শমাজের জাল করাল প্রচণ্ড  
বজ্রাতি উজ্জল করিয়া ভবে ।  
চতুর্দশ গৌতম নাহি কি রে আর  
গায়ত্রী-সোভাগ্য করিতে উদ্ধার ?

ঋষি বিশ্বামিত্র রাখব পাণ্ডব,  
কেন জন্মেছিল। মহাত্মা সে সব,  
ভারত যদি না উন্নত হবে ?  
দ্বিক হিন্দুজাতি হয়ে আর্য্যবংশ  
নরকঠহার নারী কর ধ্বংস ।  
তুলে সদাচার দয়া সদাশয়,  
কর আর্য্যভূমি পুতিগন্ধময়,  
ছডায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে ।  
দেখ না কি চেয়ে জগৎ উজ্জল,  
এই সে ভারত হিমালী অচল,  
এই সে গোমুখী যমুনার জল,  
দিকু, গোদাবরী, সবযু সাজে ?  
জান না কি সেই অযোধ্যা কোশল,  
এইখানে ছিল কলিঙ্গ পাঞ্চাল ?  
মগধ কনৌজ—সুপরিজ ধাম,  
সেই উজ্জয়িনী—নিলে ঘার নাম,  
যুচে মনস্তাপ কলুষ হয়ে ?  
এই রত্নভূমে করেছিল লীলা,  
আত্রেরী, জানকী, দ্রৌপদী, সুশীল,  
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা  
সাবিত্রী ভারত পবিজ করে ।  
অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,  
এই কি তোদের দয়া, সদাচার,  
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার,  
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?  
এখন(ও) ফিরিয়া দেখ না চাট্রিয়া,  
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া  
চরণে দলিয়া মাতা, স্ত্রী, জায়া,  
এখন(ও) রয়েছ—উন্নত হয়ে ?

### বিধবা রমণী ।

ভারতের পতিহীন নারী বৃদ্ধি অই রে ।  
না হলে এমন দশা নাবী আব কই রে ?  
মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,  
আহা দেখে অঙ্গে নাই অপের ভূষণ ।  
রমণীর চিরসাথ চিকুর-বন্ধন,  
আঁধারে দেখে সে সাধেও বিধি বিড়ম্বন ।

আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে !  
 আহা কি রূপের ছটা গিয়াছে মিলায়ে ।  
 কি নিভব, কিবা উক, কিবা চক্ষু কিবা ভ্রুক,  
 কি যৌবন মরি মরি শোকে দগ্ধ হয় রে ।  
 কুম্ম-চন্দনে আর নাহি অভিলাষ,  
 তাহুল-কর্ণের আর নাহি সে বিলাস,  
 বদনে সে হাসি নাই নয়নে সে জ্যোতিঃ,  
 সে আনন্দ নাই আর মরি কি দুর্গতি !  
 হরির বিবাদ এবে তুল্য চিরদিন  
 বসন্ত শরৎ ঋতু সকলি মলিন !

মিথানিধি এ কি বেশ, বারমাস সেই রেশ,  
 বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে ।  
 হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষণ্ড-হৃদয়,  
 দেখে শুনে এ বরণ্য তব অঙ্গ হয় ;  
 বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,  
 নারী বধ ক'রে তুই করে দেশাচার,  
 এই যদি হয় হিন্দুশাস্ত্রের লিখন,  
 এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ?

পুরুষ দুদিন পরে, আবাব বিবাহ করে,  
 অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে !  
 কেদেছি অনেক দিন কাঁদিব না আব ;  
 পুরাইব হৃদয়ের কামনা এবার !—  
 ঈশ্বর থাকেন যদি, করেন বিচার,  
 করিবেন দোরাষ্ট্র্য সমূলে সংহার,  
 অবিলম্বে হিন্দুধর্ম ছারখার হবে ।  
 হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি হবে !

দেখ রে দুর্দান্ত ষত, চিরশ্রেষ্ঠ-পদানত,  
 বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় বে ।  
 হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ,  
 মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;  
 সোনার প্রতিমা গ'ড়ে বিধবা নারীর  
 রাখিতাল স্থানে স্থানে ভারতভূমির ;  
 বিদেশের দ্বী পুরুষ এ দেশে আসিত,  
 পতিব্রতা ব'লে তারে নয়নে হেরিত ।

লিখিতাম নিরদোশে “কি স্বদেশে কি বিদেশে  
 রমণী এমন আর ধরাতলে নাহি রে !”  
 সে ধন সম্পদ নাই দরিদ্র কাঙ্গাল,  
 অনাথা বিধবা-দুঃখ রবে চিরকাল !  
 আমার অন্তরে গাঁথা বখনই দেখিব,  
 হৃগন্ধ কুম্বে কীট, তখনই কান্দিব,

রাহগ্রাসে শশধর নক্ষত্র-পতন,  
 বধন দেখিব, হায় করিব অরণ,  
 বিধবা নারীর মুখ হায় রে বিদরে  
 ইচ্ছা করে জন্মশোধ দেশত্যাগী হই রে ।  
 ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে ॥

### ভারতে কালের ভেরী ।

[ ১২৮০ সালের হুজিক উপলক্ষে ]

( ১ )

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার !—  
 অই শুন ঘোর ঘন ভীমবাদ তার !  
 ছুটিছে তুমুল রঙ্গে, আকুল অধীর  
 উঠিছে পুরিয়া দিক প্রাণি হাহাকার !  
 বাজিল অকাল-ভেরী বাজিল আবার !

( ২ )

চলেছে প্রাণীর কুল হের চারিধার ;  
 চলে যেন পক্ষপাল করিয়া আঁধার—  
 ছবির বালক নারী, হা অন্ন হা অন্ন  
 বলিতে বলিতে ধায় চক্ষে নীরধার !  
 ধরাতলে চলে ধীবে কালীর আঁকার ।

( ৩ )

দেখ রে চলেছে আহা শিশু কত জন,  
 নীরবে চাহি আছে জননী-বদন ।  
 আকুল জননী তার, মুখ চাহি বাব  
 অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—  
 লম্বে যেন উদ্গাদিনী অন্নের কারণ !

( ৪ )

হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে,  
 পতির চরণে লুটি আতুল পরাণে  
 বলিছে কামিনী কেহ, “হই নাথ অন্ন  
 কালি আর চাহিব না রাখ আজ প্রাণে”—  
 বলিয়া তাজিল প্রাণ চাহি পতিপানে ।

( ৫ )

ছুটিছে যুবতী কস্তা ফেলিয়া পিতার ;  
 মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ সকলি বুথার !  
 কেবা কস্তা কেবা পিতা, কে জননী কেবা  
 অন্নদাতা পিতা মাতা আজি বজাল—  
 হের হেন কত জন আজি এ দশায় !

( ৬ )

হের কত জন আঁহা উদর-জালায়—  
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়,  
লিয়া যুগল পাণি, শিশু ডাকে মা' মা' বাণী  
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়—  
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায় ॥

( ৭ )

চলেছে প্রাণীর কল একপে আঁকুল,  
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত কবি চল,  
তা করে ভেরী-নাচে ককাল তুলিয়া কাদে,  
ধর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—  
দেখ বঙ্গবাসী দেখ মুষ্টি কি ভীষণ ।

( ৮ )

ছুটিছে নয়নে বহি ফলিঙ্গ সমান,  
ফিরিছে উন্নত ভাব উদ্ধার প্রমাণ;  
জ-ঘরষণে শব্দ, ভারতভুবন শুক,  
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান,—  
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান ।

( ৯ )

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ-আলয়,  
নন্দিনী-নন্দন রূপ স্তম্ভপুষ্পময়,  
যাজি পূর্ণ কলরবে, অচিবে নীরব হবে,  
শুকুনি বায়স কিংবা পেচক আশ্রয়—  
ধবিবে আশান-বর্ণ স্নাত অস্থিময় ।

( ১০ )

কত সে জনতাপূর্ণ পণ্যবীথি হায়,  
এ রাক্ষস অনাচাবে হবে মরুপ্রাণ ।  
দীষণ গহন সাজ, ধরিবে পুরীর মাঝ,  
পুরিবে বনের গুহা-পাদপ-লতায় ।  
ভ্রমিবে শাদ্দুল শিবা আনন্দে সেথায় ।

( ১১ )

আজি হাসিভরা মুখ প্রফুল্ল যে সব,  
আজি সুখপূর্ণ বুক আশার পল্লব,  
গলি আর নাহি রবে, শবদেহ হবে সবে,  
শৃগাল-কুকুরে মিলি করিবে উৎসব—  
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব ।

( ১২ )

কেমনে হে বঙ্গবাসী নিদ্রা যাও মুখে ?  
ভাবিয়া এ ভাব, চিন্তা তরে না কি দুখে ?  
নজ স্নাত পরিবার, না জানিছে অনাহার,

ভাবিয়ে না চাহ কি হে অভুক্তের মুখে—  
যজ্ঞান্তি-শোকের শেল বিদ্রো না কি বুকে ?

( ১৩ )

প্রিয়ে বলি গৃহে আসি ধব যবে কব,  
হয় না উদয় কি বে দ্বন্দ্ব-ভিতব,—  
কত সত্যী অনাথিনী, পথে পথে কান্দালিনী,  
ভ্রমিছে হতাশ হয়ে তাজি শূন্য ঘর,—  
নাহি লজ্জা কলমান, ক্ষুধায় কাতর ।

( ১৪ )

ক্রোড়ে ধবি হেব যবে কল্মা-পুল্লগণ,  
ভাবিয়া জগৎ-নাথে অমূল্য রতন—  
কত কি পড়ে না মনে, সেই সব শিশুগণে,  
অন্ন বিনে মরে যার। কবিয়া বোদন ?  
তাহাবাও আইকপ নয়ন-বয়ন ।

( ১৫ )

হে বঙ্গ-কলকামিনি আঁহা যত জন  
জান যার পতি পুত্র পিতা সে কেমন—  
ভাবি দেখ একবার, বদন সে সবাকার,  
ঘরে যার। প্রান্তঃসন্ধ্যা কবে দবশন,  
নিরঙ্গ বিষন্ন পতি, ভনক, নন্দন ।

( ১৬ )

এক দিন অনশনে দিন যদি যায় ।  
জান না কি বঙ্গবাসী কি যাতনা ভায় ।  
আজি সেই অনশনে, দারুণ হতাশ মনে,  
লক্ষ নরনারী শিশু করে হায় হায় ।  
তবুও চেতনা কি হে নাহি হয় ভায় ?

( ১৭ )

ভাব ওহে বঙ্গবাসী ভাব একবার  
কি কাল-রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে ঘর—  
নাশিতে সে দুরাচার, বুটনের তছরপ,  
বুটিন-কেশরিনাদ স্তন একবার,  
ঘুমা'ও না বঙ্গবাসী, ঘুমা'ও না আঁপ,  
ভাষতে কালের ভেবী বাঁজিল আবার ।



## চিন্তাকুসুম

## মন্ত্রসাধন ।

সুধস্ত ইংরাজ তোমার মহিমা,  
সুধস্ত তোমার সুবীৰ্য্য গরিমা,  
স্বজাতি-গৌরব সাহস-ভঙ্গিমা,  
অসীম তোমার হৃদয়-বল ।

নির্ভীক হৃদয়—অনন্তগ্রাবার  
কর পদাঘাত ধরণী-মাধার  
ও ভূজ-প্রতাপে না পরশ যায়  
ধবাতে এ হেন নাহিক স্থল ।

জগৎবিজয়ী রোমক-সন্তান  
কৃতলে ভ্রমিত তুণে যে নিশান,  
তেজোগর্গশিখা বাহে মুষ্টিমান  
তোমাদেব(ই) স্বন্ধে ধরেছ তার !

নিষ্কম্প নিষ্কল ( অচল যুবাতি )  
সঙ্কল্পদৃঢ়তা, একতার গতি,  
অনিবার্য্য বেগ যেন শ্রোতস্বতী  
উৎসাহ সাহস প্রলম্বে ধায় ।

সে ভূজ-বিক্রম কিবা ভয়ঙ্কর,  
সে সাহস-বেগ কতই প্রঞ্চার,  
একতা-বন্ধন কিবা দৃঢ়তর

তোমরাই আগে শিখালে সবে,  
শিখালে স্বদেশে কিবা সে প্রকারে  
প্রজাতে নিবারে রাজ-অত্যাচারে,  
বিজোহ-অনল জালিয়া হুঙ্কারে

রাজহুণ্ডপাত করিলে যবে—\*  
শিখালে আবার অদ্রাস্ত প্রঞ্চার  
অসহ্য পীড়নে উন্মাদের প্রায়  
প্রজারা যখন, কিরূপে রাজার  
নিষ্কপে তখন চরণতলে ।

যে দর্পে কাটিলে প্রথম চালসে  
যে দর্পে তাড়ালে দ্বিতীয় জেম্‌সে †

\* ইং ১৬৪২ সালে ইংলণ্ডের ভূপতি ১ম চালসের দৌরাত্ম্যে উত্তেজিত হইয়া বিজোহী প্রজা-  
দর্গ তাঁহার মন্তকচ্ছেদন করিয়াছিল । ইংলণ্ডের  
ইতিহাস দেখ ।

† ইং ১৬৮৮-৮৯ সালে দ্বিতীয় জেম্‌স কর্তৃক

যে তেজোগর্বেতে আজিও স্বদেশে  
রাজত্ব করিছ আপন বলে—

পুত্তলিকামত রাজ-সিংহাসনে  
সাজায়ে রেখেছ রাজা এক জনে,  
স্বদেশে ঐশ্বর্য্য দেখাতে নয়নে  
করিতে উজ্জল আপন মান,

সেই দর্প তেজ নির্ভর অন্তরে  
দেখাইলে আজ জলন্ত অক্ষরে  
রাজ-প্রতিনিধি পদপিষ্ট ক'রে  
শিখালে ভারতে গুঢ় সন্ধান ।

দিলে শিক্ষাদান ভারত-নন্দনে  
দিব্যচক্ষু দিয়া—কি মন্ত্রসাধনে  
পরাদীন জাতি, পরাদীন জনে  
বাসনা সফল করিতে পায় ।

শিথিলে ভাবত—শিথিলে এ কথা  
চিরদিন তরে, না হবে অন্তথা—  
এক দিকে কোটি প্রাণি-কাতরতা  
যেতাক কখন বিপক্ষ তার,

তনুও কখনে চরণে দলিল  
রাজ-প্রতিনিধি, রাজমন্ত্রিদল—  
স্বজাতি-গৌরব অশ্রুগ্ন রাখিল  
এমন তাদের অমিত বল ।

শেখ রে এখন ভারত-সন্তান,  
যেতাক-নিকটে তুণের সমান—  
সমগ্র ভারত জাতি-কুলমান,  
রাজস্তুতি গান সব বিফল ।

যে মন্ত্র-সাধনে সুপটু উহার,  
সেই বীরব্রত—একতার ধারা,  
সে সাহস-উৎস—সে উৎসাহ-ধারা,  
হৃদয়-কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—

তবে অগ্রসর হৈও কভু আর  
করিতে একরূপে স্বজাতি উদ্ধার  
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—  
নতুবা যা আছে তাহাই থাকো ।

শুন হে বিপণ—ভারতের লাট  
আর নাহি ক'রো এ তাণ্ডব নাট  
বিষময় কল বিঘন বিরাট  
মহুয়া-হৃদয় সহিত খেলা ।

উৎপীড়িত হইয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যু-  
ত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল ।

অতি হীনবল—যে রক্তকায়  
সে ভাতিও যদি আশার দোলায়  
হুলে বহুক্ষণ— আশা না জুড়ায়  
সে নিরাশাঘাত রোধে না বেলা ।  
স্বধাচ্ছলে তুলে দিলে হলাহল  
সম্প্রীতি করিলে সহ নিজ দল  
বাড়ালে তাদের শত গুণ বল  
“পুটোরীয় গার্ড” (১) রোমেতে যথা ।  
ছিল কি অতুল প্রতাপ(ই) তাদের  
সে তেজোগরিমা কোথা অসুরের !  
পরিণামে তার(ই) কি হইল কের  
ভুলো না রে কেহ সে গুচ কথা ।  
না হৈও নিরাশ—ভাবত-সন্ধান,  
সাহস উৎসাহে সে গরি নির্ঝণ  
কবিলে অনার্থো—আজও সে বিধান  
এ মহামন্ত্রের সাধন-প্রথা ।

## জয়মঞ্জল গীত

অভিষেক

( অর্দ্ধ কোরস্ )

কাছে এস ভাই করি আশীর্বাদ  
চিরস্থখে হর কাল ।  
তোমার কল্যাণে ভারত-বিপিনে  
উদিল চক্রিকাঙ্গাল ॥

( পূর্ণ কোরস্ )

উজল আজি হে বাঙ্গালীর নাম  
উজল ভারত-ভূমি ।  
বঙ্গের প্রধান বিচার-আসনে  
আজি হে প্রধান তুমি ॥  
কাছে এস ভাই করি আশীর্বাদ  
বিপুল ভারত যুড়ে,  
জয় জয় জয় ধনি ছড়াইয়া  
তব কীৰ্ত্তি-ধ্বজা উড়ে ।

(১) রোমক সাম্রাজ্যের পতনদশায় ইহারাই  
গর্ভসকী হইয়া উঠিয়াছিলেন! ইহারা অতি  
বজ্রাস্তবংশোদ্ভব এবং প্রথমে সম্রাটদিগের মেহ-  
রক্ষক স্বরূপ ছিলেন ।

( অর্দ্ধ কোরস্ )

আজি রে এ রবে কে বা ঘরে রবে  
আনন্দে বাজিছে ভেরী ।  
ঋষিতুলা নর ভারত-ভিত্তর  
এত দিন পর হেবি ॥  
চল সবে ঘাই দিয়া করতালি  
নিকটে তাঁহারে ঘেরি ।  
“রিপণের জয় রিপণের জয়”  
আনন্দে বাজিছে ভেরী ॥  
বুটিশের বেশে ঋষিতুলা নর  
এ দেশে উদয় হবে ।  
ভারতের লক্ষ্মী ফিবিবে আবার  
ভারতে উদয় হবে ॥  
আনন্দে বাজ্ রে মদন মুরলী  
আনন্দে বাজ্ রে ভেরী ।  
“রিপণের জয় রমেশের জয়”  
সবনে নিনাদ করি ॥

( পূর্ণ কোরস্ )

কৈ বরণ-ডালা আনো আনো আনো  
ফুলসাজে আজ পরাব ।  
আগে দিব তুলে রিপণের গলে  
পরে প্রিয়জনে সাজাব ।

( পূর্ণ কোরস্ )

আনো বরণডালা বাটি বাটি বাটি  
সুগন্ধ তাহাতে থাকিবে,  
গোটা গোটা ফুল ভোর-বেলা তুলি  
পরিপাটা কোরে রাখিবে,  
অগুরু-চন্দনে ছিটা দিয়া তার  
মাল্যবিধানে ধরিবে ।  
আনো বরণডালা, আনো আনো আনো  
ফুল-সাজে আজ সাজাব ।  
আগে দিব তুলে রমেশের গলে  
পরে রিপণের পরাব ।  
আনো বরণডালা আনো আনো আনো  
ফুলসাজে আজ সাজাব ॥

( সকলে একত্রে )

অমরা চন্দর ঈশ্বর সারথি ।  
ঘেরিল চৌধর দেশী বিলাতী ॥

আখ্যানি "গ্রিগরি" "টুইডেল" সঙ্গে  
 মিলিল সকলে কোতুক রঙ্গে ।  
 আরতি তেরিয়া অন্তরে রাশা ।  
 হলুধনি দিল হুন্দরী বামা ॥  
 অন্নদা চন্দর ঈশ্বর সারথি ।  
 চৌদিকে ঘেরিল দেশী বিলাতী ॥  
 দিল সুখে সবে চন্দন ভালে,  
 দিল সুখে সবে দুর্জার দলে  
 তত্বে গাঙ্গের ঢালি ।

হোম ভস্মেতে অভিষেক দিল  
 ললাটে হোয়ারে ডালি ॥

( অর্ক কোরস্ )

আওয়ল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে ।  
 ভাগ লছমী আজু বাঢ়ল জোয়ারে ॥  
 তুয়া সবে মো সবে বেবি বেরি মেলি ।  
 পাঠ পচহঁ কতি কতনহি খেলি ॥  
 অবহঁ তুহারে চাহি প্রীত ভগবান্ ।  
 হাম সব আশিসে তুয়া ভগবান্ ।  
 কলহ কহজন করজোরি বাণী ।  
 করল সেলাম কহ পরশর পাণি ॥  
 হিন্দী পারসিক আংবেজি ভাষা ।  
 খং ভেজল কহ চন্দন মাখা ॥  
 হলহল ঢাকল দুহমন যেহি ।  
 কীর উগাল পদবজঃ লেহি ॥  
 ভেটল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে ।  
 ভাগ লছমী আজু বাঢ়ল জোয়ারে ॥

সভে দেল সুখে চন্দন ভালে ;  
 সভে দেল সুখে কুসুমমালা  
 তত্বে গাঙ্গের বারি ।

হোম ভস্মে অভিষেক দেল  
 কপালে হোয়াই ভারি ॥

( অর্ক ) তুলিল সঙ্গী মালতীমাল  
 ( একক ) গন্ধে মোদিল দেহ ।  
 ( অর্ক ) তুলিল মল্লিকা বৃথিকা-জাল  
 ( একক ) পরাগি জাগিল স্নেহ ॥  
 ( একক ) মোদিল দেহ মালতী-মাল  
 মোদিল দেহ মল্লিকাজাল  
 মোদিল দিশ পুরে !

রিপণের জয় রিপণের জয়,"  
 বংশী বাজিছে দূরে ॥

( অর্ক ) তুলিল সঙ্গী সুগন্ধা শিউলী  
 ( একক ) সোহাগে হৃদয়ে দেল ।  
 ( অর্ক ) তুলিল যতনে রজনীগন্ধা  
 ( একক ) পবনা মাতিয়া গেল ॥  
 ( অর্ক ) আনন্দে তুলিল গুলাব-গুচ্ছ  
 চিকণ গাঁথনি হারে  
 "রিপণের জয় রমেশের জয়,"  
 বংশী বাজিছে দূরে ॥

( পূর্ব কোরস্ )

মোদিল পুরী সেঁউতি হার  
 মোদিল পুরী কামিনী ভার  
 মোদিল পুরী গুলাব-গুচ্ছ

চিকণ গাঁথনি হারে ।

"রমেশের জয় রমেশের জয়"  
 বংশী বাজিছে দূরে ॥

( সকলে একত্রে )

বংশী বাজিছে রমেশের জয়  
 আজ রে হৃদয়ে বড় সুখোদর—  
 কাছে আর ভাই করি অশীর্বাদ  
 চিরস্থখে হর কাল,  
 তোমার কল্যাণে ভারত-বিপনে  
 উদিল চন্দ্রিকা-জাল ।  
 উজল আজি হে বাক্সালাব নাম  
 উজল ভারতভূমি ।  
 বঙ্গের প্রধান বিচার-আসনে  
 আজি হে প্রধান তুমি ॥  
 আনন্দে বাজ্ রে মৃদল মুরলী  
 আনন্দে বাজ্ রে ভেরী,  
 জয় জয় জয় সবে বল মুখে  
 সধনে নিনাদ করি ।  
 বাজ্ রে আনন্দে মৃদল মুরলী  
 আনন্দে বাজ্ রে ভেরী ॥

মদন-পূজা ।

কি দিয়ে মদন, পূজিব তোমার  
 অনঙ্গ তুহারি নাম ।  
 বলন্ত-সমীর, নিশোবাস তোর,  
 কুসুম লাভণ্য-ঠাম ।

স্বাগ-ঝঞ্ঝার, সঙ্গীত-উচ্ছাস,  
বচন তুহার মানি,  
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিবন্ধ,  
তুহা বি পরাণ জানি।  
কেমনে মদন, পূজিব তোমারে,  
তুহারি ধস্তর ভয়ে,  
নয়ন-দিঠিতে, দিঠি জড়াইয়া,  
দাঁড়াই অধীর হয়ে।  
বলি বলি বলি, শুনি শুনি শুনি,  
থককে চমকে চাই।  
জাগি দিবানিশি, তুহারি তরাসে,  
জুড়াতে নাহিক পাই।  
পূজিব কিরূপে, তোমায় মদন,  
তুহার পূজার প্রথা,  
কেহ না জানিল, কেহ না শিখিল,  
সে গুঢ় রহস্য-কথা।  
মুনির ধ্যানে, জ্ঞানীর জ্ঞানে,  
তুহার আকার-ভেদ,  
সুজন প্রেমিক, স্মৃতিতে কেবলি,  
প্রকাশ তুহা বদে।  
পূজিব তুহাবে, তুহারি বিধানে,  
না জানি না মানি আন,  
একমেব বাণী, বদনে উচারি,  
তুয়া পদে দিব প্রাণ।  
পূজিব তুহারে, বিধানে মধ্যাহ্নে,  
পূজিব সাজেরই বেলা,  
ইঞ্জির-কাননে আধার ডুবাত্তে,  
প্রেমের জোছনা খেলা।  
পূজিব তুহারে— চরণে বিথারি,  
জীবন-জাহ্নবী-জল,  
পূজিব তুহারে— মানস-ব্রহ্মাণ্ড,  
করিয়া তীরথস্থল।  
তুহারি পূজাতে, কল পদ মান,  
অবনী উৎসর্গ দিয়া,  
দেখিব আনন্দে, তুয়া ধ্যান ধবি,  
হিয়াতে প্রতিমা নিয়া।  
সে দেহ গঠনে, মূর্তি গঠিব,  
সে দুহ নয়নে আঁখি।  
ভেমতি স্টানে ভুকুগুগে টান,  
দেখিব মানসে আঁকি।

বলন চলন, কটি উদ্দেশ  
সকলি তেমতি ঠাম,  
দিব সাজাইয়া, অনঙ্গ তুহারে,  
সেই নামে তুয়া নাম।  
চাঁদের আলোকে, আবতি করিব,  
পরাব বাসনা-দল,  
অনঙ্গ তুহারি, বদন হেবিব,  
নিখিলে নাহিক ভুল।  
পূজাপাঠবিধি এই সে তুহার,  
একহি প্রেমিক জানে,  
নাহি কালাকাল, দেশ পরদেশ,  
তুয়া বেদ এহি মানেন।  
কি দিয়া পূজিব, মদন তোমায়—  
আর না আনিব মুখে,  
নিখিল শিখাব, তুয়া পূজাবিধি,  
কিয়া স্বথ কিয়া দুখে।  
এ বিধি বিধান, যে জানে পূজিতে  
তুয়া দবশনে উেহ,  
কঁহ নাহি জানে, কি তাহে প্রভেদ  
নিশি, দিবা, বন, গেহ।  
চিনেছি এখন মদন তোমায়  
অনঙ্গ কেবলি নাম,  
বসন্ত-সমীর, তুয়া নিশোয়াস,  
কন্থন লাংবা ঠাম।  
স্বাগ-ঝঞ্ঝাব, সঙ্গীত-উচ্ছাস,  
বচন তুহারি মানি,  
অবহি পূজিব অনঙ্গ তুহারে  
তুহ সে পবন প্রাণী।

### চিন্তা।

হে চিন্তা উদয় তোর কেন বে ?  
কি হেতু মানব-মনে,  
এসো ষাও ফণে ফণে হেন রে ?  
কোথা হ'তে এসো, বল, ফিবে কোথা ষাও ?  
মানব-হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও।  
খেলার দামিনীলতা আকাশে যেমন,  
চকিত মেঘের কোলে চিকণ-চরণে দোলে  
মানবের হৃদিতলে তুমিও শুভমন !

কি খেলা খেলাতে এস কি খেলায়ে যাও  
 খেলা সাক্ষ হ'লে পুনঃ কোথায় লুকাও ?  
 লুকাতে কতই যেন আনন্দে মগন ।  
 বালক বালক মনে খেলে যথা প্রীত মনে  
 তুমিও মানব-মনে খেলাও তেমন !  
 এই আছ, এই নেই, ফিরে ক্ষণকাল  
 দ্রব্য চকল-ভাবে থাকিয়া আডাল,  
 চুপি চুপি দেখা দিয়ে চকল করিয়া হিয়ে,  
 আবার লুকাও কোথা ভব লীলা-জাল !  
 দেখাও কতই রঙ্গ লহরী তুলিয়া,  
 কত বেশে দেখা দাঁও তুলারে তুলিয়া ।  
 উধাও গগন-কোলে উঠিয়া কখন ।  
 সঙ্গে করি ল'য়ে চল দেখাও কত উজ্জল  
 কতই নক্ষত্র-মালা কতই তুবন ।  
 এই দীপ্ত-প্রভাঞ্জালে অভিভূত করিয়া  
 অনন্ত হৃদয়ক্ষেত্রে অনন্তে তুলিয়া,  
 দেখাও কতই লীলা কতই লহরী ।  
 তপনের সঙ্গে সঙ্গে তুবন ঘুরিয়া রঙ্গে  
 কত ভঙ্গিমার ভঙ্গে, হে চিন্তা স্নানরী ।  
 আবার ধরণীধামে নামায়ে, চপলে  
 ঘুরারে পৃথিবীময় সাগর অচলে  
 কতরূপ ধরি চিন্তা কর রে ভ্রমণ—  
 নগর তটিনী বন কান্তার মরু তুবন  
 চিত্রিত করিয়া চিত্তে কর রে রঞ্জন !  
 নিশাকালে পুনরায় উল্লাসে অবলা  
 নিদ্রাগত ভাববন্দে জাগায়ে সহসা  
 বিরাজ হৃদয়ক্ষেত্রে, ওলো সুরঙ্গিণি  
 কখনও উজ্জল হাস কখনও বা পরকাশ  
 ভয়ঙ্করী কালিমার ঘোর কলঙ্কিনী !  
 কখনও বা দিব্যভাগে জাগ্রতে স্বপনে  
 সজ্জন পদাঙ্ক-লেখা লিখিয়া কিরণে  
 আনন্দে নাচায়ে মন, ছুটিয়া বেড়াও ।  
 তখন মুছিয়া যায় স্থলধের দোলনার  
 ইন্দ্রিয়-খেলন ল'য়ে আনন্দে খেলাও ।  
 কখনও নৃপতিভাবে বসাত আসনে  
 কখনও-সুখশোভাশ্রী মহাস্ত বদনে  
 গ্রীবাতে পরারে দাঁও—পুনঃ কতক্ষেণে ।  
 সঙ্গে করি নিরাশার ধীরে ধীরে পায় পায়  
 আসিয়া দেখাও ভয় ওলো কুলক্ষেণে ।

কখনও সহসা আসি হও লো উদয়  
 লইয়া শাসন-রীতি নানা লীলাময়  
 কত ভবিষ্যের পট প্রসারিত রয়,  
 উৎসুক নয়ন-পথে তোল কত মনোহর  
 অভিভূত কতই আশা কত খেদ ভয় ।  
 কার রাজ্য কেন হয় কিসে হয় যায় ।  
 উদয় অন্তর গতি কিরূপে কোথায়,  
 কতবার কানে কানে শুনাইলে হায়,  
 হে চিন্তা তরঙ্গবতী, মানবের দুঃখ-গতি  
 করে না কি ফিরাইলে নতন প্রধায় ?  
 কত জ্ঞান ও স্নানরী, খেলার ভঙ্গিমা—  
 কত নৃত্য, বাজ, গীত, কতই রঙ্গিমা—  
 তুলাতে ধর গো তুমি কতই মহিমা ।  
 এই আপনার তরে পরাণে কেমন করে  
 আবার হৃদয়পরে পরের প্রতিমা ।  
 শুধু কি আমার চিত্তে এরূপে খেলাও  
 কিংবা সকলের মন এমন দুলোও  
 বাধি স্তম্ভতম ডোরে—হাসাও কাঁদাও ?  
 বল লীলামরী চিন্তে সবার কি মন-পরে  
 এমন ভাবন-কুল নিরত ছুটাও ?  
 অন্ধকারে আভ্যন্তরী লুকায়ে যখন  
 আপন নিরীক্ষা জনে করে দরশন  
 যখন সে ভীম অন্ত করে উত্তোলন,  
 তখনও কি তার মনে থাক তুমি সেইক্ষেণে  
 শুনাও তাহার কানে তোমার ক্রন্দন ?  
 কি বল রে, চিন্তা, তুমি তাহার শ্রবণে  
 নন্দন শুইয়া যার মুক্তার শরনে  
 হেরে পিতামাতা-মুখ যেন বা স্বপনে  
 কি বল রে সে পিতার, সে মায়েরে কি প্রধায়  
 দেখা দাঁও বহুক্ষণী, কি রূপ ধারণে ?  
 কিরূপে বা দেখা দাঁও নবীন প্রাণরী  
 দম্পতি-নিকটে তুমি, যবে মায়ামরী  
 সুখের লহরী চলে মুহুমুদ বহি ।  
 অথবা নিকটে যবে শিশু আসে হাস্যরসে  
 হে চিন্তা, তখন তুমি কিবা লীলামরী ?  
 অনন্ত আকাশ প্রায় অনন্ত তুই রে চিন্তা  
 অকূল কালের মত বহু তুমি অবিরত  
 আমি কোথা কে জানে রে জোর

অনন্ত আকাশ প্রায় অনন্ত তুই রে চিন্তা ?  
জানি না রে কত কাল ধারায় ফুলন,  
জানি না কতই যুগ মহাযাত্রীবন -  
চলেছে এ ধরাতলে— কিরূপে কেন বা চলে  
জানি কিন্তু চিন্তা তুই করিস্ ভ্রমণ,  
এইরূপে চিরকাল মনের মন্দিরে,  
হাসারে কাঁদিয়ে রাজা কিবা সে বন্দীরে;  
না জানিস্ জাতিভেদ, না মানিস্ বৈদ্যবেদ  
কাফের, মোগল, হিন্দু সবে তোর বন্দী রে !

কালাকাল নাহি তোর, স্থানস্থান জ্ঞান  
পৃথিবী, পর্বত, নদ, আকাশ, গীর্জাণ  
সকলি আশ্রয় তোর নিশি, সন্ধ্যা, দিবা, তোর  
চপলার মত খেলা প্রদীপ্ত নীর্কাণ।  
হে চিন্তা, কৈকেয়ী নিকটে যবে আসি দশরথ  
পূর্ব কৈল সভ্যব্রত পূরি মনোবধ,  
ছিন্ন করি মায়াদামে অরণ্যে প্রেরিলা রামে  
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন ?  
কৃষ্ণের মায়ার জালে পাণ্ডব-মহিলা  
সভাতে আইলা যবে ভীষ্মা লজ্জানীলা,  
ফেলিলা নেত্রের জল কাঁদয়ে পাণ্ডবদল  
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন।  
যখন “কার্ণেজ ভাস্মে” বাসি “মেয়ারস” \*  
হেরিলা অন্তল-তলে অন্তগত বশ  
বোমক ব্রহ্মাণ্ড লাভ আশা ইচ্ছা তিরোভাব  
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

\* সল্লা এবং মেয়ারস একসময়ে রোমক-ব্রহ্মাণ্ডের  
সর্দনিয়ঙ্ক ছিলেন। উহাদের পবম্পবের প্রতি-  
যোগিতানিবন্ধন মেয়ারস রোম হইতে পলাইয়া  
যান এবং ভাস্মীভূত কার্ণেজ নগরীর ভাস্মরাশির  
মধ্যে উপবেশন করিয়া আপনাব বিলুপ্ত ঐশ্বর্য ও  
কার্ণেজের অন্তগত তেজ এবং ঐশ্বর্য পর্যালোচনা  
করিয়া ক্ষুব্ধ অস্তঃকরণকে শান্ত করিতেছিলেন,  
এমন সময়ে প্রাদেশীয় পীটের অর্থাৎ সর্গপ্রধান  
শাসনকর্তার প্রেরিত এক জন চর তাঁহাকে ধরি-  
বার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হওয়ার মেয়ারস  
তাঁহাকে এইরূপ উত্তর করেন—তোমার প্রভুকে  
এটামাত্র বলিও যে, তুমি মেয়ারসকে কার্ণেজের  
ভাস্মরাশিতে উপবিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছ।

যবে “এটরিনেন্ট” \* জুলি রাজত্ব-স্বপন  
এক ত্রিজামার কালে দুঃস্থ উৎসেজালা  
ঘোবনে পলিত কেশ করিলা ধারণ !

হে চিন্তা, অনন্ত অদ্বীত তোর লীলার বিতঙ্গ  
ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহূর্ত্তক নহ শ্রান্ত  
মানব-হৃদয়-ভটে খেলায়ে তরঙ্গ -  
বহুরূপী রূপ ধবি করিতেছ বদ্য।

### ইউরোপ এবং আসিয়া।

আবার উঠিছে অট রণবাত্ত ঘোষণা।  
শোন হে ভাবতবাসী কি উল্লাস পরকাশি  
হিন্দুকুশ + চূড়ে আজি বৃটিশের বাজনা ॥  
এ.নয় দামামা ডঙ্কা আঁকবির কনুখনা  
আতকে “আসিয়া কাঁপে, বাজিছে সমর দাপে—  
নাচারে বীরের পদ ঢালিয়া উৎসাহ মদ  
বাজিছে ‘বৃটিশ ব্যাণ্ডে’ বিজয়ের বাজনা।

উড়িল পাঠান রাজ্য ইংরাজের ফৎকায়ে—  
সমভূম ভস্মহার অর্দ্ধেক ‘বালাহিদার’  
“সুতরগান্ধান”—শিরে “হাইলনার” বিহারে।  
“সের আলি” “ইয়াকুব” “দোরাগি” আফগান  
“খিলিজি” “হেরাটী” দল পদে দলি ছোটো বেল—  
অখারোহী, পদাতিক “আইরিশ” গুর্খা, শিখ,  
পাহাড় পর্বত ছিঁড়ে দৌড়ে তোপখানা।  
ইংরাজ আকগানে খালি নহে এই ঘোষনা !  
জানিছ ভারতবাসী “ইউরোপ” “আসিয়া” আসি  
এ রণ-তবঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি তুলনা।

\* অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজবিপ্লবের সময়  
বিজোহী প্রজাবা তখনকাব ফরাসীনৃপতি “বোডুশ  
লুয়ের” এবং তাঁহার লাবণ্যবতী যুবতী ভার্যা  
“মেরি এটরিনেন্টের” শিরশ্ছেদন করে, যুড়ায়  
পূর্বে তাঁহারাই দুই জনেই কাবারুদ্ধ হন। কারা-  
বাসেব সময় রাজ্যে এটরিনেন্ট এরূপ উৎকট  
চিন্তায় দগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক রাজ্যেব রথোই  
তাঁহার কেশকলাপ জরাজীর্ণের স্যায় শুক্লবর্ণ হয়।  
+ আফগানস্থানের উত্তরসীমান্ত পর্বতশ্রেণী।

তুলনা করিল শক্তি পুনরায় দু'জনে  
হের তুরস্কের গায় “প্লেভানা” দুর্গ (১) যেখান  
চকমকি ধরণীতল শিরে বাধি যশোজ্জ্বল  
লুটাইল “আসমান” (২) কসিমার চরণে।

লুটাইল “জলুরাজ” (৩) পশুরাজ বিক্রমে।  
বুঝিয়া ইংরাজ সনে দুর্জয় সমর-পনে  
ঘুচাইল বজ্রজাতি ‘আফ্রিকার’ বিভ্রমে!

লুটে “গোলন্দাজ” পায় এখনও “সভায়”(৪)  
“আচিনী” (৫) সমর প্রিয় হারারে স্বর্কষ স্বীয়  
লুটিয়াছে বার বার ব্রহ্ম, পারশিক আর  
চীন, জাম, আরবীয়, ইউরোপের পায়।

পূর্বে যথা হিমালয় অধিবাসী দেবতা  
কবিল অস্থরে জয় ঐশ্বরিক প্রতিভায়  
বার তরে আর্ধ্যজাতি-খ্যাতি আঁজও জাগ্রত।  
সেই ঐশ্বরিক তেজে, এ ধরণীমণ্ডলে  
উন্নত উন্নতি-পথে, সদা সিদ্ধ মনোবথে  
বিজ্ঞান বিদ্যুতভাসে দুর্জয় দ্যুতি প্রকাশে,  
চলেছে ইউরোপবাসী উপহাসি অচলে।

বোধেছে পৃথিবী-অঙ্গ লোহপাত প্রসারি  
পবনে শকটে বাধি চলেছে উডায়ে আদি  
ফেলেছে ধরণী-পৃষ্ঠে লতা যেন বিখারি।

শূন্ত হ’তে টানি আনি উন্মাদিনী দামিনী  
আজ্ঞাবহা কবি তায় ঘুরাইছে বহুধায়  
খেলাইছে সে লতায় কিবা দিবা-যামিনী।  
খুলিতে বাণিজ্যপথ মিলাইছে সাগরে  
অস্ত্র সাগরেব জল ভেদ করি মহীতল  
ভূধর বালুকামাঠ—দূর করি অন্তরে।

নদীর উপরে নদী সশরীরে তুলিয়া  
চলেছে দেখায়ে পথ কোথা বা সে ভগীরথ!  
উপরে অর্ধবপোত ধারাবাহী বহে শ্রোত  
জঠরে প্রশস্ত পথ দুই কূল ঘুরিয়া।

কি গড়েছ, হে বিশাই, এ সবেব তুলনা।  
দেবতার শিল্পী তুমি হের দেখ মর্ত্যকর্ম  
নির্ভয়ে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাহুনা।  
গোন হে গরুড় বাণী কি বলিছে বদনে  
শূন্ত পথে বায়ু শ্রোতে  
চালাবে মাকড়-পোতে  
জলে যথা জলযান  
শূন্তে তথা ভ্রাম্যমাণ  
কর্কটপাল তুলি গগনে গহনে।

না দিবে থাকিতে রোদ ধরাতল আকাশে  
না কাটি “পানেশা” চল (১)  
সসজ্জ তরুণীদল  
“অতলন্ত” সিন্ধু (২) হ’তে উর্দ্ধে তুলি বাতাসে  
নামারে “শান্তমাগরে” পূর্কভাবে ভাসায়ে  
স্থির করি চপলায়,  
নগর-নগরী কায়  
ফুটায়ে সূর্য-আকারে,  
ঘুচায়ে নিশি আধারে,  
ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দামিনীরে হাসাবে।

বল হে “আসিয়া পণ্ড” অধিবাসী যাচাবে  
অর্দ্ধভাগ ধরাতল  
তোমাদের বাসস্থল—  
কোন্ পথে—কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা॥  
“ইউরোপ” ব্রহ্মাণ্ডজরী যে বোধের ধারণে  
শরীরে কিবা অন্তবে  
কোন্ অংশ তার ধ’বে  
বিরাজিত এ জগতে?  
সাধিতে কোন্ ব্রতে?

চ’লেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তার মগনে?  
অদৃষ্টে নির্ভর করি নামিতেছে পাতালে।  
“ইউরোপ” বাধিতেছে সিঁড়ি  
আকাশ ভূধর হিঁড়ি—  
কেবল উর্দ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে।

(১) পূর্বে কসিমার ও তুর্কিদিগের সহিত এই-  
খানে শেষ যুদ্ধ হয়। (২) তুর্কিসেনাপতি। (৩)  
দক্ষিণ আফ্রিকার “জলু” নামক অসভ্য জাতির  
রাজ-খিতাব। (৪) যবনীয়। (৫) বহুকাল যাবত  
গোলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্প্রতি পরা-  
জিত হইয়াছে।

(১) উত্তর দক্ষিণ আমেরিকার ম  
যোজক।

(২) ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার  
মহাসাগর। (৩) আসিয়া এবং উত্তর আমেরি-  
কায় মহাসাগর।

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী

সকলি সমান জ্ঞান।—

আছে কি না আছে প্রাণ,

অন্ধ অথর্বের প্রায়

ডাক খালি দিখাতায়,

বলিলে 'অদৃষ্টে' দোষী তুই হবে তবনি।

কি দোষ রে বিধাতাব—কিবা দোষ প্রাক্তনে,

কি না বল, দিলা বিধি?

করিতে ধরাব নিধি

বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে।

দিয়াছে এতটুকু এরে কখন স্বপনে

"ইউরোপ" না হেরে তা'য়

বল তে কোথা সেথা'য়

এমন পর্ত্ত নদ,

এমন দাক, নীরদ,

এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য বতনে?

কোথায় সেখানে হায়, হেন বন্দি পতনে?

এত জাতি ফুল ফল

এমন নিশি শীতল,

দেখছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশি-কিবণে?

সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—

আমাদের হৃদিতলে

সে হোত নাহিক চলে

আশ্রয় করিয়া যায়

পাশ্চাত্য আগুনে ধায়—

বাচিতে—মবিতে হায়, জানি না রে কেবলি।

অই দেখে জানে যারা করিতেছে ঘোষণা—

শোন হে "আসিয়া" বাসী

কি উল্লাস পবক্যাশি

"হিন্দুত্ব"-চূড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা।

এ নয় দামাশা ডঙ্কা বাঁঝার স্বননা,

আতঙ্কে মেদিনী কাঁপে—

বাজিছে সমব-দাপে—

নাচায়ে বীরের পদ

ঢালিয়া উৎসাহ-মদ

বাজিছে "বৃটিশ ব্যাণ্ড" বিজয়ের বাজনা।

যশ্ননাতে।

(১)

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,

কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল

সমীরণ মুহু মুহু ফুলমধু বয়,

কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল।

হৃষ্ম, পল্লব, লতা নিশাব তুঘারে

শীতল কবিতা প্রাণ শবীর জড়ায়,

জোনাকির পাতি শোভে তরুশাখাপবে

নিবিবিলি ঝাঁ ঝাঁ ডাকে জগত সন্ধ্যায়,—

হেন নিশি একা আসি, যশ্ননাব তটে বসি,

হেরি শশী ফলে ফলে জলে ভাসি যায়।

(১)

কে আছে এ ভ্রমণে, যখন পবাণ

জীবন-পিত্তরে কাঁদে যমের তাড়নে,

যখন পাগল মন ভাঙে এ শ্মশান

ধায় শব্দে দিবানিশি প্রাণ অপেষণে,

তখন বিজন বন, শায় বিভাবী,

শাস্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে,

প্রশস্ত নদীর ওই পর্ত্ত-উপরি,

কার না তাপিত মন জড়ায় বাতাসে।

কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,

সেই জানে প্রাণ যাব পুড়েছে হৃতাশে।

(৩)

তাসায়ে অকুল নীবে ভবের সাগবে

জীবনের দবতাবা ডুবেছে যাগায়,

নিবেছে সুখের দীপ ঘোব অন্ধকারে,

ভ্রু ক'রে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যাব,

সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি,

হেরিলে বিরলে বাসি গভীর নিশীথে,

শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,

কি সাধনা হয় মনে মধুর ভাণ্ডারে।

না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কাবণ

অনন্ত চিন্তাব গাম্ভীর্য ভ্রুতে।

(৪)

হায় রে প্রকৃতি মনে মানবের মন

বাধা আছে কি বন্ধনে বৃষ্টিতে না পারি,

নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,

কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?



কেন দিবসেতে তুলি থাকি সে সকলে

শমন করিয়া চুরি নিয়াছে বাহার ?

কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জলে,

প্রাণের দোসর ভাই শ্রিয়ার ব্যথার ?

কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কতু দিবারাতি

আবার নির্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

(৫)

বসিয়া যমুনাতটে হেবিয়া গগন,

ক্ষেণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,

দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম আত্মবন্ধুজন,

জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের ভাউনা।

কত আশা, কত ভয়, কতই আশ্লাদ,

কতই বিবাদ আসি হৃদয় পুরিল,

কত ভাবি, কত গডি, কত করি সাধ,

কত হাসি কত কাঁদি প্রাণ জড়াইল।

রজনীতে কি আশ্লাদ, কি মধুর রসাবাদ,

বৃত্তভাঙা মন বার সেই সে বুঝিল।

হতাশের আক্ষেপ।

(১)

অব্যব গগনে কেন স্রবাস্ত উদয় রে।

কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,

গগনমাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।

তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,

জলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে।

আবার গগনে কেন স্রবাস্ত উদয় রে !

(২)

অই আশা অইখানে এই স্থানে ছুই জনে,

কত আশা মনে মনে কত দিন করেছে।

কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি।

পরে সে হইল কার, এখন কি দশা তার,

আমারি কি দশা এবে কি আশ্বাসে রয়েছে।

(৩)

কোমার বধন তার বলিত সে বারংবার,

সে আমার আমি তার, অস্ত্র কারো হবে না।

ওরে ছুই দেশাচার কি করিলি অবজার

কার খন করে দিলি, আমার সে হলো না।

(৪)

লোক-লজ্জা-মান-ডয়ে, মা বাপ নিয়ম হয়ে

আমার হৃদয়-নিধি অস্ত্র কারে শণিল।

অভাগার বত আশা জগৎশোধ ঘুটিল।

(৫)

হারাইলু প্রমদার তৃষিত চাতক-প্রায়,

ধাইতে অমৃত আসে বৃক বজ্র বাজিল—

সুধাপান অভিলাষ অভিলাষ(ই) থাকিল।

চিন্তা হলো প্রাণাধার প্রাণতুল্য প্রতিমার

প্রতিবিম্ব চিত্রপটে চিত্রাঙ্কিত রহিল,

হায় কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিধিল।

(৬)

হার, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,

পতিভাবে অস্ত্রজনে প্রাণনাথ বলিল ;

মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

(৭)

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শুল্কমনে

থাকি প'ড়ে ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা,

কি যে ভাবি দিবানিশি, তাও কিছু জানি না।

সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান—

আরে বিধি তারে কি রে জন্মান্তরে পাব না ?

(৮)

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো

দেখে বৃক বিদ্যাবিল, কেন তারে দেখিলাম।

ভাবিতাম আমি হুঃখে প্রেমসৌ থাকিত হুঃখে

সে ক্রম ঘুটিল, হায়, কেন চক্ষে দেখিলাম।

(৯)

এইরূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকানর

নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;

একদৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্দ্রানর

অবিরল বারিধাবা নয়নেতে ঝরে রে,

কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে বে ?

(১০)

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পারে

চিত্তহারী ছুই জনে বাক্য নাহি সরে রে,

কতক্ষেণে অকস্মাৎ “বিধবা হয়েছি না।”

ব'লে প্রিয়তমা তুমি লুটাইয়া পড়ে রে।

( ১১ )

ধন চূষন ক'রে রাখিলাম ক্রোড়ে ধ'রে,  
শুনিলাম যুহু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—  
“ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,  
ক্ষিরে জন্মে প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।”  
আবার গগনে কেন সুখাংশ উদয় বে !

### কালচক্র ।

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া—  
উন্নত গগন'পরে  
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে  
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতিঃ ধরিয়া !  
মানবে দেখায়ে পথ  
চলেছে তড়িতবৎ  
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ ভূমণ্ডল ভাঙিয়া ।

হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি  
দেখ রে মানজাতি  
ছুটেছে তাদের সনে  
আনন্দ-উৎসাহ-মনে  
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাধিয়া ।

চলেছে চাহিয়া দেখ  
বোকা বোকা এক এক  
কাল পরাজয় করি দেবমুষ্টি ধরিয়া ।

জলধি, পৃথিবী, মেরু,  
প্রভাপে হয়েছে ভীকু,  
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া ।

চলেছে বৃক্ষমণ্ডলী  
নরে করি কুতূহলী,  
চক্র সূর্য্য গ্রহ তারা  
ছিড়িয়া আনিছে তারা  
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞান-ডোরে বাধিয়া ।

আকাশ পাতাল গত  
পঞ্চভূত আদি যত  
প্রকৃতি ভয়েতে ক্রত দেখাইছে খুলিয়া ।

দেবতা অস্তরগণ  
ক্রমে হর নিদর্শন  
ঈশ্বরের সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া ।

সরস্বতী কুতূহলা,  
সাহিত্য-দর্শন কলা  
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া ,

কমলা অজস্র ধারে  
ভাঙ্গিয়া নিজ ভাঙারে  
ধনরাশি শু পাকায়ে দিতেছেন ঢালিয়া ।

কবিহুল কোলাহলে  
মুখে জয়ধ্বনি ব'লে  
উন্নতি তরঙ্গ সঙ্গে  
ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,  
স্বজাতি-সিংহাসন কীর্ত্তি উল্লসে যের গাহিয়া ।

আই দেখ অগ্রে তার  
পরিয়া মহিমা-হাব  
চলেছে ফরাশীজাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া ।

অস্থির বাসনাবলে—  
স্থাপিত অবনী তলে  
সমাজ শৃঙ্খলমালা নবস্থানে গাঁথিয়া ।

চলেছে রে দেখ চেয়ে  
শতবাহু প্রসারিয়ে  
অর্জু সঙ্গার ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া ।

আমেরিকাবাসীগণ  
নদ গিরি প্রস্রবণ  
জলনিধি, উপকূল লোহজালাে বাধিয়া ।

আই শোন ধোরনায়ে  
পুরাত্ন মনের সাধে  
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জিয়া ।

বিনতা-নন্দন সম  
ধ'রে নিজ পরাক্রম  
দেখ রে আসিছে রুস বসুমতী গ্রাসিয়া ।

ইতালি উত্তলা হয়ে  
খ-কিরীট শিরে লয়ে  
আবার আগিছে দেখ হুঙ্কার ছাড়িয়া ।

বিস্তারিয়া তেজোরশি

দেখ রে বুটনবাসী

আচ্ছন্ন করেছে ধরা,

মকদ্বীপ সমাগবা,

যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া ।

প্রকাশি অসীম বল,

শাসিছে জলধিতুল,

শিরে কোহিনুর বাঁধা মদগন্ধে মাতিয়া ।

তবুও বাবেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—

হতভাগ্য হিন্দুজাতি ?

শোভে কি নক্ষত্র ভাতি

উন্নত গগনপবে ধরাতল ভাতিয়া ?

ছিল সাধ বড় মনে

ভারত(ও) ওদেবি সনে

চলিবে উজ্জল মহী করে কর বাঁধিয়া ;

আবার-উজ্জল হবে

নব প্রজলিত ভাবে

ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ডানিয়া ।

জন্মিবে পুণ্যগণ,

বাব যোদ্ধা অগণন,

রাখিবে ভাবত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া ।

সে আশা হইল দূর,

নীরব ভারতপুং,

এক জন (ও) কীদে না রে পূর্বেকথা ভাবিয়া ।

এ ক্ষিতিমণ্ডলমাঝ,

আর্থ্য কি রে নাহি আজ

শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ।

সে সাধ ঘুচেছে হায় !

আর মা জননী আর,

লয়ে তোর মৃতকার

মিটাই মনের সাধ মনে মনে কীদিয়া ।

উদ্গাদিনী ।

১

অঙ্গে মাথা ছাই, বলিহারি যাই,

কে রমণী অই পথে পথে গাই,

চলেছে মধুর কাকলী ক'রে ।

কিবা উষাকাল, দিবা দ্বিপ্রহর,

বীণা ধ'রে করে কিরে ঘরে ঘর,

পর্যাণে বাঁধিয়া মিলায়ে স্তনান,

গায় উচ্চস্বরে সুললিত তান,

উত্তলা করিয়া কামিনী নরে ।

অঙ্গে মাথা ছাই বলিহারি যাই,

কে রমণী অই পথে পথে গাই,

চলেছে মধুর কাকলী ক'রে ।

নয়নের কোণে চপলা খেলিছে,

নিতম্বের নীচে চিকুর ছলিছে,

করুণা মাখান বদনের ছাদ

যেন অভিনব অবনীর চাঁদ,

কটি, কর, পদে ছড়ান মাধুবী

গেকর্য বসনে তছুরা আবাবি

চলেছে সুললিত ভাবনা-ভরে ।

বলি হারি যাই ! অঙ্গে মাথা ছাই,

কে রমণী অই পথে পথে গাই,

চলেছে মধুর কাকলী ক'রে ।

( ২ )

অই শুন গায়, প্রাণের জালায় —

“পাব না, পাব না, পাব না কি তার,

নাহি কি বিশাল ধরণী-ভিতরে,

যেখানে বসিয়া স্নেহের নিঝ'রে,

মিটাই পিপাসা জুড়াই পরাণ,

দেখাই কিরণ নারীর পরাণ,

প্রণয়ের দান হৃদয় পরে !

যেখানে বহে না কলঙ্কের ঝাস,

কীদাতে প্রণয়ী ঘুটাতে উল্লাস,

বাঘুতে, তরুতে, মাটীতে, আকাশে,

যেখানে মনের সৌরভ প্রকাশে,

যরের, পরের, মানের ভাবনা,

লোকের গল্পনা, প্রাণের বাতনা,

যেখানে থাকে না সখার ভবে ।



( ৩ )

\*কিবা সে বসন্ত, শরৎ, নিদাঘ,  
নয়নে নয়নে নব অছুরাগ  
ওঠে নিতি নিতি কোটে অভিলাষ,  
নিশিতে যেমন কাননে প্রকাশ,  
কলিকা-কুম্ভে ফুটাতে শনৌ ॥

দিবা, দণ্ড, পল, প্রভাত, যামিনী  
বাব, তিথি, মাস, নক্ষত্র, মেদিনী,  
থাকে না প্রত্যেক, প্রণয়-প্রমাদে  
হেরি পরম্পর মনেব অবাদে,  
জীবনে পরাণে মিশিয়া দুজনে  
নেহাবি আনন্দে সুখের স্বপনে—  
নয়নে নয়ন, গণ্ডে গণ্ডতল,  
করে কবচুগ, কর্তে কর্তৃস্থল,  
যেন পবিত্র পবন-হিল্লোলে,  
যেন তরু-লতা তরু-শাখা কোলে,  
যেমন বেগুতে বাগিচা হৃদয়,  
যেমন শশীকিরণে অক্ষর,  
তেমনি অস্তেদ দুজনে মিশিবা,  
তহু মন প্রাণ, তহু মনে দিয়া,  
ভুলে বাহুজ্ঞান তাজে নিদ্রা স্রুধা,  
পান করি সুখে আনন্দের স্রুধা,  
অগাধ প্রেমের সাগরে বসি !

( ৪ )

“তাজে গৃহবাস হয়ে সন্ন্যাসিনী,  
জন্মি পথে পথে দিবস-যামিনী,  
আকাশের দিকে অবনীর পানে,  
দেখি অনিমিষে আকুল পরাণে,  
জ্বাসম রবি, খেত স্রুধাকর,  
মুহু মুহু আভা তাবকা স্নানর,  
তরু, সরোবর, গিরি, বনস্থল,  
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নদ, নদী, জল,  
যদি কিছু পাই খুঁজিয়া তাহাতে,  
স্নেহেব আমিরা হৃদয়ে মাখাতে,  
যদি কিছু পাই তাহারই মতন,  
হেরিতে নয়নে করিতে শ্রবণ,  
দেবতা মানব নারী কি নরে ।  
সুখে থাকে তারা সুখে থাকে ঘরে,  
পতি-পদতল বক্ষস্থলে ধরে,

বিবাহিতা নারী—নগ্নের খেলনা,  
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা,  
জানে না, ভাবে না প্রণয় কেমন,  
প্রাণের বসন্ত পতি কিবা ধন,  
ইহারাই সত্য—বিষত-প্রমাণ  
আশা, কচি, স্নেহ ইহাদেব প্রাণ—  
নারীর মাহাত্ম্য রমণীর মন  
কত যে গভীর ভাবে কত জন,  
প্রণয় কি ঘন নারীর তরে ?

( ৫ )

“আমি মরি যুবে পৃথিবী-ভিতরে,  
প্রাণের মতন প্রাণনাথ তরে,  
কই—কই পাই পূবাতে বাসনা ?  
পেয়ে নাহি পাই হাব কি বাতনা !  
আঁরে মত্ত মন, সে অনিত্য আশা  
তাজ, ধৈর্য ধর মুখে ভালবাসা  
ধরে পুঁহ কর কবে পবিত্র  
না থাকিবে আর কলঙ্কের ভয়,  
পাবি অনার্যাসে পতি কোন জন,  
পাবি অনার্যাসে অন্ন আচ্ছাদন,  
তবে মিছে কেন এত বিবাদ ?  
জলিতে না হয় পুড়িয়া পুড়িয়া,  
পরান হৃদয় প্রণয় স্মরিয়া,  
সাহাবাব মরু তপনে যেমন,  
কিংবা অগ্নিগিবি-গর্ভে হতাশন,  
জলে জলে পুড়ে উঠিবে যখন,  
হৃদয় পাষণে রাখিব চাপিয়া,  
মরিব না হায় মরমে কাটিয়া,

ভবুত পূরিবে লোকের সাধ ।  
সুখে থাকে তারা জানে না কেমন  
প্রাণের বসন্ত সখা কিবা ধন,  
মনের সুখেতে থাকে রে ঘরে !”  
বলিতে বলিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,  
চলিল স্নানরী নয়ন মুছিয়া,

গাহিয়া মধুব মৃদল স্বরে ।

( ৬ )

“কেনই থাকিবে কিসের তরে,  
তহু বাধা দিয়ে গৃহের ভিতরে ?  
কারাবন্দী সম চির-হতাশাস,  
কেনই তাজি এমন বাতাস,

এমন আকাশ রবির কিরণ,  
বিশাল শরণী, রসাল কানন,  
প্রাণি-কোলাহল বিহঙ্গের গান,  
সাধের প্রেমাদ—স্বাধীন পরাণ ;

কেনই তাজিব ? কাহার তরে ?

তাজিতাম যদি পেতাম তাহার,  
যারে খুঁজে প্রাণ ভুবন বেড়ায়,  
বাহার কারণে নারীর ব্যভার  
করেছি বর্জন, কলঙ্কের হার

পরেছি হৃদয়ে বাসনা ক'রে ।

“কোথা প্রাণেশ্বর, কই সে আমার  
কিসের কলঙ্ক—সুধার আধার—  
সুধার মণ্ডলে সুধারই শশাঙ্ক,  
এসো প্রাণনাথ—নহে ও কলঙ্ক

তোমা লয়ে সুখে থাকি হে কাছে ।

ভবুও এলে না ?—বুঝেছি বুঝেছি ;  
এ জীবনে আর পাব না জেনেছি ;

যখন তাজিব মাটির শিকল

ভ্রমিব শূন্তেতে হইয়া যুগল,

হরিহররূপে তহু আধ আধ,

তখন মিটিবে মনের এ সাধ,

রবির মণ্ডলে চাঁদের আলোকে,

কৈলাস-শিখরে শিব-ব্রহ্ম লোকে,

নরুণের বারি, পবনের বায়ু

এই বসুন্ধরা প্রাণী, পরমায়ু,

হেরিব স্নেহেতে পুলকে ভ্রমিয়া,

আধ আধ তহু একত্র মিশিয়া,

তখন মিটিবে মনের সাধ !—

তখন পৃথিবী সাধিস্ বাদ,

তুলিস্ কলঙ্ক বতই—আছে !”

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী ?

(১)

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী ?

যৌবনের সুধাময়ী সুধাতরঙ্গিণী ?

এই কি সে করতল শিরীষ-কোমল,

ধরিতে হৃদয়ে বাহা হয়েছি পাগল ?

এই কি সে প্রাণহারী চোরা প্রিয় আঁখি ?

সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধ'রে রাখি ।

এই কি যে সেই তহু স্বর্ণ জিনি যার

লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে—এই সে আমার ?

\* পালঙ্ক-উপরে নারী পার্শ্বদেশে বসি তারি

ধীরে কোন প্রৌঢ়জন বলে ;

অলঙ্কার কেশগুলি ধীরে ধীরে করে তুলি

ধরে দীপ ধিকি ধিকি জলে ।

(২)

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়

এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলার ।

সোনার বিগ্রহে যদি পূজ এক দিন,

সেও যে পরশ-দোষে হয় রে মলিন !

হীরকে কাটিয়া কর চিকণ দর্পণ,

তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন !

কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে ,

পরশ বারেক তারে—তারে শোভা হ্রাসে ।

সংসারের সুখপদ্ম নারীও শুকায় সহ

পুরুষের দরশ পরশে ।

বলে আর কিরে কিরে নেহারে নেহারে ধীরে

নারী-আস্ত্র নিজার সরসে ।

(৩)

প্রবেশি সংসারে যবে—কি সুখের কাল ।

প্রকৃতির বৃকে যেন সুবর্ণের জাল

বতনে ছড়ান ছিল, জড়ান তাহাতে

কত মোহকর চিত্র নরন জুড়াতো ।

কিবা নিজা কি স্বপন কিবা সে জাগিয়া,

সকলি নিরখি বৃক উঠিত নাচিয়া,

ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,

ভাবিয়া মানসে এই তরুণী লতার,

ভেবেছিহ্ সমুদ্র পৃথিবীর সুখময়

নবতরুরোপেছি আনিয়া ।

সে নবীন তরু এই হার রে আমিও সেই

কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া ।

(৪)

“কেন নাথ কেন কেন” বলিয়া তখন

উঠিল রমণী সেই তাজিমা শয়ন ;

তুলিলা পরিয়া গলে বিগলিত হার

বলে “নাথ হের দেখ এখনও বাহার,

চারা গাছে পাঁতা ছিল এবে ফুল তার

ফুটেছে কেমন দেখ পাঁতার পাঁতার,

কে বলেছে ফুরারেছে সে সাধের আশা,  
সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা।  
মন দিয়ে খেল নাথ ফিরে হবে বাজি মাত  
সেই খেলা আবার খেলিব,  
সেই পুঁজি, সেই পণ, সেই প্রাণ, সেই মন,  
প্রাণনাথ সকলি দে দিব।"

(৫)

"কি দিবি রে পাগলিনি, পাবি কি কোথায়?  
সাধের বাগান ভাঙা চেয়ে দেখ হায়!  
ছায়া ক'রে ছিল তাহে ঘেঁষে ছুটি তরু,  
বসিতাম তলে যার হবে ভার গুরু,  
একটি ভাহার হায়, সমূলে ভাঙ্গিয়া  
গিয়াছে কোথার চ'লে সঙ্গিনী ছাডিয়া।  
বন্ধ্যাকোতে জরজর নৌবস শরীর  
সেও হায় গত-প্রায় বজ্রাহত শির!  
রোপিত যে এত সাধে ফল-তরু কাঁধে কাঁধে  
ক'টি তরু আছে বল তার?  
ক'টি বল ফুটে আছে দাঁড়াইলে কার কাছে  
সেই জ্ঞান ছুটে পুনরীকর!

(৬)

পাগলিনি কোথা পাবি সে শোভা আবার?  
সে ফুলের মধু, বাস, এখন আবার!"  
"কোথা পাবি? এস নাথ দর্পণের কাছে,  
দেখাই সে শোভা তব, তবে কোথা আছে।  
কেন নাথ নাই কি হে?—এই ত সে সব  
সেই চারু চাঁদমুখ, প্রাণের বজ্রত,  
সেই ত অমিয়মাণা এখন(ও) তোমার,  
নয়ন, বচন, হাসি—দর্পণ মায়া!  
সেই বাহুল্যতা এই অধবে সে তিল এই  
তখনও বা ছিল নাথ, এখনও ত সেই,  
সেই আমি সেই প্রাণ, হৃদয়েতে সেই গান,  
তখন এখন কই প্রভেদ ত নেই।"

(৭)

"প্রভেদ কি নাই,—হায় হায় রে কপটী—  
দেখ দেখি একবার নয়ন পালটি।  
যৌবনের কুঞ্জবন কত ছিল তার  
সারী, আশা, গুরু পিক পাতায় পাতায়।  
বতনে ডাকিলে কাছে হরিবে আসিয়া,  
হৃদয়ে বাধায়, কোলে পড়িত ছুটিয়া।

এখন(ও) কি সেই পানী আছে কি সে সব?  
সেইরূপে কাছে এসে কবে কি রে রব?  
কত উড়ে গেছে তাব উচ উড় কত আর  
কত হায় নীববে বসিয়া,  
অহুধে শাখীতে নুটে, ডাকিলে আসে না ছাউ  
কাঁদে বসি সঙ্গীত ভুলিয়া।

(৮)

এখন বাজে না আর সে কুহক বাণী।  
মোহিনী মায়ায় মুখে—সকলি রে বাসী  
নির্গন্ধ জগতে এবে, নির্গন্ধ হৃদয়,  
বসন্তের বাসন্তী ফণীব আলয়।  
যা ছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে,  
এখন ভিখারী কাচ না পাই কুড়িয়ে।  
ভেদেছে প্রেমসি, সেই আশাব আরসী!  
হাসিয়া, কাঁদি, খেলি বটে তবুও উদাসী!"  
"তবুও উদাসী নাথ, কর দেখি দৃষ্টিপাত  
বারেক এ শিশুর বদন।"  
বলে তুলে আনি স্রুখে বাধিল স্বামীর বৃকে  
পুনঃ মায়া-নিগড়ে বন্ধন।

কামিনী-কুসুম।

(১)

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বহু-কুসুমে?  
কোথায় এমন আব  
কোমল-কুসুম হার  
পরিতে দেখিতে ছুঁইতে আছে এ নিখিল ভূমে?  
কোথা হেন শতদল  
হৃদে পুরি পরিমল,  
থাক প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাধা সরমে?  
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে?

(২)

কি ফুলে তুলনা দিব, বল চুতমূলে?  
কোথায় এমন স্থল  
খুঁজিতে এ ধরাতল  
সেখানে এমন মুহু মুহু ঝবে রসালে?  
যেখানে এমন বাস,  
নব রসে পরকাশ,  
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথলে।  
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকূলে?

(৩)

মধুর সৌরভময় ভাব দেখি চামেলি  
চালে কি অতুল বাস,  
ফুলমুখে মুছ হাস  
তরুণকোলে তলু বেখে, অলিকূলে আকুলি ।  
কি জ্ঞাতি বিদেশীফল  
আছে তার সমতুল,  
রাখিতে হৃদয়-মাঝে প'রে চিত্তপুতুলি ?  
বন্ধকুলনারী এর তুলনাই কেবলি !

(৪)

কি আছে জগতে বেল-মতিয়ার তুলনা !  
সরল মধুর প্রাণ,  
সুধাতে মিশায় জ্ঞান  
ভুলায় মূনির মন নাহি জানে চলনা,  
না জানে বেশ-বিস্তার,—  
প্রস্তুতি মখে হাস  
অবরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—  
বন্ধের বিধবা সম কোথা পাব ললনা ?

(৫)

কে দেয় বিলাতী 'লিলি' নলিনীতে উপমা ?  
দেখে যে কুমুদ আছে  
আনন্দ তাহারি কাছে  
তখন দেখিব বুঝে কাঁচ কত গরিমা ।  
বিধুর কিরণ-কোলে  
কুমুদ বগন দোলে,

কি মাধুরী মরি তার কে বুঝে সে মহিমা ?  
কোথায় বিলাতী 'লিলি' নলিনীর উপমা ?

(৬)

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ?  
প্রগাঢ় সুবাস যার  
প্রেমের পুলকাগার,  
বন্দবাসী রঙ্গবদে মত্ত আছে বাহাতে ।  
কোথায় ঈরাণী 'গুল,'  
এ ফুলের সমতুল ?

কোথা ফিকে 'ভায়োলেট' গন্ধ নাহি তাহাতে ।  
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে ?

(৭)

কৃতই কুমুম আরো আছে বন্ধ-আগারে—  
মালতী, কেতকী, জাতি,  
বাঁদুলী, কামিনী পাতি,

টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভে রে,  
কে করে গণনা তার—  
অশোক, আতস আর,  
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি ভূধারে—  
সুধার লহরী বালা বঙ্গগৃহ-মাঝারে ।

(৮)

কিবা সে অপরাঞ্জিতা নীলিমাং লহরী !  
লতায় লতায় যায়,  
ভ্রমরে তুবি সুধায়,  
লাঞ্জে অবনতমুখী, তলুখানি আববি,  
তাই এত ভালবাসি,  
মেঘেতে চপলা হাসি—  
কে খোজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী,  
মরি কি অপরাঞ্জিতা নীলিমার লহরী ।

(৯)

এ মাধুরী সুধারস কোথা পাব কুমুদে,  
কোথায় এমন আর,  
কোমল কুমুম-হার,  
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে, আছে এ নিগিল ভূমে  
কোথা হেন শতদল  
হৃদে পূরি পরিমল,  
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা সরমে—  
বন্ধনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুমুদে ?

চাতক পক্ষীর প্রাতি ।

(১)

কে তুমি রে বল পাখী,  
সোনার বরণ মাখি,  
গগনে উধাও হয়ে,  
মেঘেতে মিশিরা রয়ে,  
এত সুখে মধুমাখা সঙ্গীত শুনাও ?

(২)

বিহঙ্গম নহ তুমি ;  
তুচ্ছ করি মর্ত্যভূমি ;  
অলস্ত অনল প্রার,  
উষ্ণিমা মেঘের গায়,  
ছুটিয়া অসলপথে সুধার হৃদয় ?

( ৩ )

অকণ-উদয়-কালে  
সন্ধ্যার কিরণজালে  
দূর-গগনেতে উঠি  
গাও সুখে ছুটি ছুটি,  
সুখের তরঙ্গে যেন ভাসিয়া বেড়াও ?

( ৪ )

আকাশের তারা সহ  
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,  
কিছু শুনি উচ্চঃস্বরে  
শূন্যেতে সঙ্গীত করে,  
আনন্দ-প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও ।

( ৫ )

একাকী তোমাব স্ববে  
জগৎ প্রাবিত করে,  
শরতেব পূর্ণ-শশী  
বিমল আকাশে বসি,  
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়,

( ৬ )

কবি যথা লুকাইয়ে  
হৃদয়ে কিরণ লয়ে,  
উন্মত্ত হইয়ে গায়,  
পৃথিবী মাতিয়ে তায়  
আঁশা, মোহ, মার্য, ভয়, অন্তরে জুড়ায় ।

( ৭ )

রাজ্যব কুমারী যথা  
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা,  
গোপনে প্রাসাদ'পবে  
বিরহ সাড়না করে,  
মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায় ।

( ৮ )

যেমন খজোঁ জলে  
বিরল বিপিনতলে,  
কসুম তুণের মাঝে  
আতঙ্গী আলোক মাজে,  
ভিজিয়া শিশির-নীরে আঁধার নিশায় ।

৯

পাতায় নিহুজ গাথা  
গোলাপ অদৃষ্ট যথা

দৌরভে লুকায়ে বয়,  
যখন পবন বয়,  
সুগন্ধ উথলি উঠি বাতীরে কেঁপায় ।

( ১০ )

সেইরূপ তুমি পাখী,  
অদৃষ্ট গগনে থাকি  
কর সুখে বরিষণ  
সুধাযব অমৃক্ষণ  
ভাসাইতে ভ্রমণল স্থধার ধারায় ।

( ১১ )

কেবা তুমি জানি নাই,  
তুলনা কোথায় পাই,  
জলধিহু চূর্ণ হয়ে,  
পড়ে যদি শূন্য বায়ে,  
তাঁহাও অপূর্ণ, হেন নাহিক দেখায় ।

( ১২ )

যত কিছু ভ্রমণলে  
সুন্দর মধুর বলে—  
নবীন মেঘের জল—  
মুক্তা-মাথা তৃণদল—  
তোমার মধুর স্ববে পরাজিত হয় ।

( ১৩ )

পাখী কিংবা হও পরী,  
বল রে প্রকাশ করি,  
কি সুখ চিন্তায় তোর  
আনন্দে হয়েছে ভোর ?  
এমন আত্মলাভ আঁহা ঘরে দেখি নাই ।

( ১৪ )

সুধা প্রণয়ের গীত  
প্রাণ করে পুলকিত—  
তারো সুললিত স্বর,  
নহে এত মনোহর,  
এত সুধাময় কিছু না হেরি কোথায় ।

( ১৫ )

বিবাহ-উৎসব রব,  
বিজয়াব জয়-স্তব—  
তোর স্বর তুলনায়  
অসার দেখি রে তার—  
ঘেটে সা ঘনের সাথ পূর্ণ সাহি হয় ।



( ১৬ )

তোর এ আনন্দময়  
সুখ-উৎস কোথা রয়,  
বন কিংবা মাঠ গিরি—  
গগন হিল্লোলে হেরি—  
কারে ভালবেসে এত জ্বল সমুদ্র ?

( ১৭ )

তুমিই থাক রে সুখে  
জান না উদাস্ত দুখে  
বিরক্তি কাহারে বলে,  
জান না রে কোন কালে,  
শ্রোমের অরুচি ভোগে হ্লাহল কত ।

( ১৮ )

আমরা এ মর্ত্যবাদী  
কভু কাদি কভু হাসি,  
আগে পাছে দেখে বাই,  
যদি কিছু নাহি পাই,  
অমনি হতাশ হয়ে তাবি অবিরত ।

( ১৯ )

যত হাসি প্রাণ ভ'রে,  
যাভনা থাকে ভিতরে,  
এ দুঃখের ভ্রমণে  
শোকে পরিপূর্ণ হ'লে  
মধুব সঙ্গীত হয় কতই মধুর ।

( ২০ )

যুগা ভয় অহঙ্কার  
দূরে ক'রে পরিহার  
পাখী রে তোমার মত  
যদি না কাদিতে হ'ত  
না জানি পেতাম কত আনন্দ প্রচুর ।

( ২১ )

গহনবিহারী পাখী  
জগতে নাহি রে দেখি  
গীতবান্ধ মধুস্বর  
হেন কিছু মনোহর  
তুলনা হইতে পারে তোমার বাহার ।

( ২২ )

যে আনন্দে আছ তোরে  
আনন্দে তিরস্কৃত করি

পাখী তুমি কর দান,  
তা হ'লে উন্নত প্রাণ  
কবিতা-তরঙ্গে ঢালি দেখাই ধবান ।

প্রলয় । \*

( ১ )

কিরে কি আসিছে প্রলয়ের কাল  
নাশিতে পৃথিবী ? কিবে কি করাল,  
বাঞ্ছিতে বিষণ ভীষণ নিনাদে ?  
জলন্ত আকাশে বিপুল শ্রমাদে  
কিরে কি উঠিবে বাদশ রবি ?

( ২ )

ভয়ঙ্কর কথা—ব্রহ্মাণ্ড-বিনাশ  
করিতে আসিছে প্রচণ্ড হতাশ—  
ভাঙ্গুর মণ্ডলে তাড়িতের শিখা,  
গিরি-চূড়াকৃতি, বায়ুপথে দেখা,  
দিগ্বাছে অদ্ভুত অনলচ্ছবি ।

স্থির বায়ু ভেদি তড়িত-কিবণ-  
রাশি লুপ্তাকার করিছে গমন,  
পৃথিবীর দিকে—আকৃতি ভীষণ  
দেখিতে অদ্ভুত অনলচ্ছবি ।

জলন্ত আকাশে বিপুল শ্রমাদে  
কিরে কি উঠিবে বাদশ রবি ?

( ৩ )

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজ্জলি,  
( দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিতমণ্ডলী )  
জগত-ব্রহ্মাণ্ড করিবে গ্রাস ।

এ কি ভয়ঙ্কর—বিধ্বংসের,  
সোম, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, শনিমঙ্গর,  
বিদ্যুৎ-অনলে হবে বিনাশ ।

\* ১২৮২ সালে সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছিলেন যে, সূর্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুতাকৃতি জ্যোতীর্ণো নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে, যার অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এবং যেরূপ বেগে আসিতেছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করা সম্ভব। সেই উপলক্ষে ইহা নিবন্ধিত হইয়াছে ।

আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী  
অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি,  
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শূন্যময়,  
সমুদ্র, পবন, প্রাণী সমুদয়,—  
এমন পৃথিবী হবে বিনাশ।

(৪)

হইবে বিনাশ এমন পৃথিবী?  
অথবা যেমন চন্দ্রমার ছবি,  
প্রাণিশূন্য মরু ভরে চিরকাল,  
ভ্রমিবে শূন্যেতে হিমালয়ের তাল—  
মানব বিহীন কিছু না রবে?

না রবে জলধি, নদনদীজল,  
অগাধ সাগর হবে মরুভূমি,  
শীত, গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাবে সকল,  
মানব পতঙ্গ কিছু না রবে?  
না রবে মানব—বিপুল মহীতে,  
মানবের মুখ না পাব দেখিতে,  
পাব না দেখিতে জগতের সার  
রূপের প্রতিমা, স্রুতের আধাব  
রমণীর মুখ—ভবের ভূষণ  
বিধাতার চারু মানস-স্বজন—

চিরদিন তরে বিলীন হবে?

(৫)

বিহনের স্বর, তবন্ধ-নিবন্ধ,  
কুসুমের আভা ভ্রাণ মনোহর,  
বালকের হাসি, আধ আধ বোল,  
ঘনঘটাচ্ছটা জলের কল্লোল,  
চাঁদের কিরণ, তড়িতের খেলা,  
ভাষার উদয় ভূধরের মেলা,

দেখিতে স্নানিতে পাব না আর?

এত যে সাধের এত যে বাসনা  
আশা অভিলাষ, কিছুই রবে না,  
আনন্দ বিষাদ, ভাবনাকলাপ,  
প্রণয়ের সুখ প্রতাপের তাপ,  
ধনের মর্যাদা, মানের গৌরব,  
জ্ঞানের আশ্বাস, প্রেমের সৌরভ,

কিছু কি রবে না রবে না তার?

(৬)

বিরলে বসিয়া এ মহীমণ্ডলে,  
উজানে ভাসিয়া কালের হিল্লোলে,

আব কি পাব না সে ভাবে ভাবিতে,  
আর কি পাব না সে সব দেখিতে,  
নয়নে কাঁদিয়া স্বপ্নে ডুবিয়া,  
মানসে ভাসিয়া পুলকে পুরিয়া,  
যে সবে দেখিতে বাসনা হয়।

শিশু-বাল্যকাল, যৌবন সরল,  
(কখন অমৃত কখন গরল,  
কুটিল প্রবীণ মানব জীবন,  
লহরী লুকায়ে হবে অদর্শন,  
এ জীব প্রবাহ—হবে প্রলয়?)

(৭)

এত যে সহস্র জীবের বতন—  
দেবের সদৃশ মহামতিগণ,  
যুগে যুগে যুগে পরাণ সঁপিয়া  
আকাশ, জলধি, পৃথিবী খুঁজিয়া  
জ্ঞান সঞ্চারিল, মানবজাতিতে,  
আনন্দ নিবন্ধ অজস্র করিতে,  
সকলি কি হয় বুঝায় বাবে?

তবে কি কারণ বুধা এ সকল,  
এ মানবজাতি, এ মহীমণ্ডল,  
এমন তপন, তারা, শশধর,  
এত সুখ, দুঃখ, রূপ মনোহর  
বিধির স্বজন কেন কি ভাবে?

(৮)

নাহি কি কোন অভিসন্ধি তাঁর,  
জীবাত্মা, জীবন, সকলি অসার,  
এত যে যাতনা যাতনাই সার—

শুধুই বিধির সাধের খেলা?

তবে ভয়দাঁত হোক রে এখনি,  
দেহ, পরমায়ু, আকাশ, অমনী,  
জীবাণু ডুবিয়া হোক ছারখার,  
কিবা এ ব্রহ্মাণ্ড জীবজন্তু আর—  
চিরাদিন তরে যাক এই খেলা।

এ মানব-জাতি, এ মহীমণ্ডল,  
বুধা এ সকল—সকলি নিফল—  
এই কি বিধির সাধের খেলা!

বিধাতা হে আব করো না স্বজন,  
এমন পৃথিবী, এমন জীবন—  
কর যদি প্রভু, ধরা পুনরীকর  
মানব স্বজন করো না'কো আর,

আর যেন দেব, না হয় ভুগিতে  
এই দেহ, মন ধারণ করিতে,  
এরূপ মহীতে কখন আর ।

আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ?

লোকে করে যা আমি করি না,  
লোকে ভাবে যা আমি ভাবি না,  
পাঁচের মতনই হ'তে পাবি না,  
পারিলাম(ও) না এ ভূতলে ।

আর যত সবে কত স্তপে ধায়,  
কত আশা ক'রে কত দিকে চায়,  
দুখ-শূলে বাঁধা—তবু সুখময়  
ভাবে সকলে ।

তারা জানে না—পরবেদনা,  
কভু ভাবে না—নিজে যাতনা—  
হৃদি তাড়না—সহে বাসনা—  
কু-ছলে ।

আমি হেরি যত চাহি তত পথ,  
হেবি ছায়ায় সব মনোরথ,  
যত আশাচ্যুত কিছু মনোমত  
নহে ভূতলে ।

সবি দুখময় সদা জ্ঞান হয়,  
ভব সমুদ্র যেন ঢাকা রয়,  
হেঁডা—জরা আঁচলে ।

যত খুঁজি আমি খুঁজি কতবার(ই),  
খুঁজি পাই কই কিবা নরনারী  
যত পরিবার নাম জানি তার,  
ভাবে নিজ নিজ ভোর বেবা যার  
আমি যে ভিখারী আশা-মূলি সার  
আজ—ভূতলে ।

ভেবে ভেবে হিয়া হাসে মনে,  
ভবে দেখে যত ভব-ক্ষেপা জনে,  
পাঁচে কাঁদে খেলে মিশে ভব-রূপে  
আমি কাঁদি বনে অচলে ।

আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ?  
কিবা শিশু ঘৃণা—কিবা সদাচারী  
হেন নির্ধলে ?

নাহি ছায়া-রেখা যার হিয়াপরি,  
যারে ছুঁদিমারে পূরে পূজা করি,  
হিয়া-মুকুরেতে যারে দিলে ধরি  
সদা উজ্জলে !

কোথা পাই হেন ভব-চরাচরে  
হিয়া দিলে যারে হিয়া দেয় পরে,  
যিনি কোন ছলে ।

সখা সখা বলি কত সাধে বলি,  
দিছি কতবার(ই) হিয়াতলে দলি,  
শূন্য তবু প্রাণ জীর্ণ আশা-কলি  
তবু কপালে ।

দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে ।

সুধাংশু গগন-বৃক্ষে নীতান্ত ঢালিছে সুখে  
জগৎ নীতল হয়ে সে আলোকে ভিজিছে,  
সুধীর সমীর বয় ঢলিছে পল্লবচয়  
উগানে রজনীগন্ধা নিশিগুণে ফুটিছে ।  
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে ।

স্বভাবের ভাবে ভোর স্বপনে ছুটিছে জোর  
পর্যায় হৃদয় মম কত স্রোতে ডুবিছে,  
অসাড় ইঞ্জির-জ্ঞান, বিশ্বপ্রাণে যুক্ত প্রাণ  
মধুর মুরলী গানে যেন শুধু শুনিছে ।  
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে ।

সে স্বপ্ন মুরলী-ধ্বনি সহসা ভুলি তখনি  
রমণী-কণ্ঠের স্বর কানে যেন পশিল—  
“শেষ দেখা এইবার, এবে সে ব্রত উদ্ধার,  
এখন বৈরাগ্য-পথে সখি তব চলিলা”  
রমণীর ছায়া এক তরুতলে পড়িল ।

মননে ঝরিল বিধু কোথা বা কিরণ ইন্দু  
যৌবন-লীলার সিদ্ধ স্মৃতিপথে খেলিল,  
মনে হ'লে সমুদ্র এইরূপে চক্রোদয়  
যবে এই তরুতলে আমাদের সে বলিল—  
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল ।

বলিল “কপালে লেখা, হবে পুনঃ হবে দেখা,  
আজি হ'তে শেষ এই” ব'লে ফিরে চলিল ।  
ফুরায়েছে যত বর্ষ যত খেদ তত হর্ষ  
সে দিন—সে সব(ই) আজ স্মৃতিপথে জলিল ;  
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল !

ছবি হৃদয়ে ধরে ফিরেছি ভুবন'পরে,  
এসেছি বসেছি ধরে ক'টি তার জাগিছে ?  
আশার মোহের ছল, বাহুতে দিয়েছে বল  
এবে তার কাছে ক'টি—ক'টি তারা ফুটিছে ?  
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে ।

উদাসে দেখিছ তায়, সে কান্তি কোথা রে হায়,  
সে কান্তি করনাপথ আলো ক'রে শোভিছে,  
এই কি সে নিরুপমা, প্রতিমা জিনিয়া রমা  
কিংবা এ তরুণ(ই) ছায়া—প্রতিবিম্ব ছিলিছে ।  
সে যে এই—বিধা হৃদে কিছুতে না ঘুটিছে ।

চরে দেখে যতবার, হিয়া কানে ততবার  
সে মুখেব সনে যেন কত যুগ(ই) ফিরিছে ।  
দাও বলিবারে তাবে, রসনা জুড়াতে নারে,  
কি যেন কোথায় থেকে কণ্ঠ আসি রোষিছে ।  
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে !

প্রাণ প্রাণির প্রায় “বাও” শেষ দিচ্ সায়,  
অমনি নয়ন-তটে বারিধারা বহিল,  
শব্দ না থাকে আর “এই শেষে”—শেষবার  
ব'লে অপাঙ্গের কোণে একবার চাহিল—  
ধীরে ধীরে রজনীর ছায়া সনে মিশিল ।

কি রমণী ছাঁচে, প্রভেদ কি এত আছে ?  
এ কি সাধ দু'জনীর হৃদিতল মথিছে,  
কি বাঁচে, মরে আর, এ কি লীলা বিধাতার  
পাশাপাশে কুসুম হায় কেন বিধি পাঁথিছে ?  
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে ।

বি ময়ে দীপা নিয়ে, জগতের স্রষ্টা পিয়ে,  
জেগেছি জগতীতলে—সে কোথায় কাঁদিছে ?  
যদি সেই তরুতলে, ত্রি সেই ভ্রমচ্ছলে  
হিয়া-মাঝে তার ছায়া কতবার বসিছে ?  
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে ।

বারার গগন-বুকে স্রষ্টাংশ উঠিছে স্রুখে  
জগৎ শীতল হয়ে সে আলোকে ভিজিছে,  
খুব সমীর বয়, ছলিছে পল্লবচয়,  
উজানে রজনীগন্ধা নিশিমেথে ফুটিছে ;  
কঠিন পুরুষ-প্রাণ সকলি ত সহিছে !  
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে ।

## কাশী-গাহাত্ম্য

গঙ্গা ।

কোথায় চলেছ তুমি গঙ্গে ?

শাল পিয়ালো তাল  
তমাল তরু রসাল  
ব্রততী-বল্লরী জটা  
স্রলোচ-ঝালর-বটা  
ছায়া কবি স্মৃতিতল  
ঢেকেছে তোমাব জল  
চলেছে অচলরাজি নীর-ধাবা অঙ্গে,  
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

কল-কল-কল শব্দ  
ধারা-ধূলে নিরন্তর  
বিশাল বিকৃত ধাবা  
সমতল ভূপ-হারী  
ধরণী চলেছে রঙ্গে  
দুধারে নিবিড় রঙ্গে  
বট বেল নারিকেল  
শালি শ্যামা ইক্ষু বেণ  
অরব্য নগর হাট  
গবাদি রাখাল মাঠ  
প্রকল্প কবেছে কূল নীলধারা সঙ্গে—  
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

মন্দির দেউল মঠ  
পাটিকেলে হুয়া পট  
কূলধারে সারি সারি  
ধারাজালে নর-নারী  
ঢাকিয়ে সোপানকূল—  
ঘাটে ঘাটে ফুটে কূল ?  
কল কল নর-ভাষা  
হৃদিকোষ-পরকাশ  
হাস্তরব স্তুতি-গানে  
ভুলেছে তোমার কানে  
নগর পল্লীর স্রুৎ বিমল তরঙ্গে  
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

বাণিজ্য বেসাতি পোত  
ভাসিয়ে চলেছে স্রোত  
ভরি ডিঙা ডোঙা তেল  
বুকে করি করে খেলা  
নাচারে চলেছে অন্ধ  
ধবল ধীরে তরঙ্গ  
দুলিয়া দুলিয়া সুখে  
নর, নারী গ্রীবা মুখে  
ছড়ারে চিকুর-জাল ভ্রমিতেছে রঙ্গে,  
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

ফুলদাম ফুলধর,  
দীপরাঞ্জি হৃদিপর  
আকাশ অলকমালা  
হৃদয়-মুহুরে ঢালা  
অরুণ কিরণ-ভাতি,  
শশধর, জ্যোৎস্না-পাঁতি,  
বায়ুগন্ধ পরিমল,  
পানিবক, মৌনদল,  
শুধু, শুক্তি কোলে করি কোথা যাও রঙ্গে,  
কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী গঙ্গে ?

বান্দালার প্রাণী নাই  
প্রাণি-বেহে প্রাণ নাই  
অস্থি নাই, শিরা নাই,  
মেরু নাই, মজ্জা নাই,  
অস্ত্রহীন—চিন্তাহীন  
সাধাফ্লাদ-দাঢ্যহীন  
জীবন সঙ্গীত-হীন নর-নারী বঙ্গে।  
সেখানে চলেছ কোথা এ আফ্রাদে গঙ্গে ?

কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী  
পুণ্যতোয়া তুমি নদী  
কেন ছাড়ি নিজ স্থল  
নামিলে এ ধরাতল ?  
বিজ্ঞারি গভীর জল  
কেন কর কল কল ?  
কি পাপে তারিতে এলে,  
কি পাপ তারিয়ে গেলে,  
কে বুঝিবে দ্রবময়ি, সে মহিমা-রঙ্গে,  
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী—গঙ্গে ?

ভাগীরথে দিয়ে কূল  
উদ্ধারিলে পিতৃকূল  
এই কি শিখালে গতি  
ভবে এসে ভাগীরথি ?—  
দিয়ে তিল তব জলে  
ঢালিলে অমৃত ব'লে  
দেহাঞ্জন নাহি রয়  
সর্বপাপে মুক্ত হয়  
পতি পুত্র পিতা মাতা—তিলোদক সন্দে,  
এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে—গঙ্গে ?

পরহিতব্রত করি,  
দ্রব হ'লে দেহ হরি,  
বারিরূপে শ্রমঙ্গলে,  
শিখাইলে ধবাতলে  
শিখাইছ প্রতিফল—  
ত্যাগ-শিকা পুণ্যকল,  
দয়া-করুণার রেখা  
তোমার শরীরে লেখা,  
পরহিত-চিন্তা-ব্রত  
ভরদ্বিগী তোমাগত,  
তাই পুণ্যময় ধারা  
হে গঙ্গে, পাতক হরা !  
পতিতপাবনী তোমা সবে বলে রঙ্গে,  
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে গঙ্গে ?

পবিত্র তোমার জল,  
পবিত্র ভারততল ;  
সর্বদুঃখবিনাশিনী,  
সর্বপাপসংহারিণী,  
সর্বশোকতাপহরা,  
মুক্তিগতি নীরধারা,  
নিভারিণী ভাগীরথী  
স্বধদা মোক্ষদা সত্য  
“গদৈব পরমা গতি” উদ্ধার গো বঙ্গে,  
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে গঙ্গে ?

উদ্ধার বন্ধেরে মাতা  
শিখাইয়া এই কথা

তাজে স্বার্থ আরাধনা  
সাপুক নিজ-সাধনা ;  
তাজে ফুল তিল ফল  
তুলুক তোমাব জল  
জদয় অক্ষণ করি  
তোমার দীকালহরী,  
চলুক তোমার গতি—  
শ্রোতস্বতী—বেগবতী  
বদেব চিস্তার ধারা,  
ঘূচুক চিত্তের কারা ;  
উজ্জ্বল উজ্জ্বল ওগো জীব দিয়া বদে,  
কোথায় চলেছ তুমি হে পাবনী গঙ্গে ?

গঙ্গার মূর্তি ।\*

খেতবরণা                      খেতভূষণা  
কাহার বচিতা মূর্তি অই ?  
চক্র-বিভাস                      বদন-মণ্ডলে  
কবুপরে বেন শলী খেলই ?  
শান্ত-নয়নে                      শান্তি উথলে  
ওষ্ঠ অধরে হিঙ্গুল-রাগ,  
শঙ্খ-লাহিত                      গুহ্র কণ্ঠেতে  
ঈষৎ বেখাতে ত্রিবলদাগ,  
দক্ষিণ বামেতে                      উর্দ্ধ বিভূজ  
স্বর্ণ-কলস কমল তায়,  
অধঃ দুই ভূজে                      দক্ষিণ বামেতে  
করতলে ধৃত বর অভয় ;  
রক্ত-রাজীব                      চরণ-প্রতিমা  
গুহ্র মকরে আসীনা শ্রেণে,  
শান্ত-নয়না                      শান্তবদনা  
প্রসাদ-প্রতিমা শরীরে মুখে !—  
কে তুমি বরদে                      বরাহ-ধারিণি ?  
কোথা হ'তে এলে মরত'পরে ?  
কে গো বসিয়া                      ওভাবে ওখানে  
কাহারে দিতেছ অভয়-ববে ?

আছ কত কাল                      এ মর-ভবনে  
কিরূপে কোথায় পাতকী তার ?  
জীবন্ত জীবনে                      যে জালা পরাণে  
সে জালা তুমি কি জুড়াতে পার ?  
পরকালে যদি                      পাতকী তবাবে  
তবে কেন এলে অবনীপবে,  
কত পাণি-প্রাণ                      পাপের জ্বালাতে  
ধ্বাতে তাপিয়া জ্বিয়া মবে ।  
মানবের ব্যথা                      ব্যথ কি ও হৃদি ?  
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ ?  
দেবের পবাণে                      পশে কি কখনও  
কলুষে তাপিত মানব দুখ ?  
বল গো বরদে                      বল গো সে কথা,  
জ্বর-মণিতে রাখিয়া বাধি,  
না জানি কখন                      শমন ডাকিবে  
কখন উড়িবে পরাণ-পাখী ।  
সামুদ্রা বিলাতে                      দেবের স্বজন  
না যদি বলিবে—কিরূপে তবে,  
চপল-হৃদয়                      মানব-মণ্ডলী  
পাপেব পীড়নে ধ্বাতে রবে ?  
কেন নিরুত্তর ?                      হে বববার্ণিনি,  
পীড়িত প্রাণিবে নিদয়া হও ?  
বল বল যেন                      মুখেব ভস্মিমা  
তবু কেন মৌন ধবিয়া রও ?  
অথবা তুমি সে                      কেবলি পাবাগী  
অসাড় অহুদি মমতা-হীন,  
বাবি বায়ুযত                      সদা অচেতন  
জান না চেতন প্রাণীর স্বপ্ন ।  
কিবা সে এখন                      কালের প্রভাবে  
অজীব হয়েছ—অজীব যথা—  
সৌন্দর্য-ভাষিত                      শব্দী পবাগী  
দেহেতে জড়ালে বিনাশলতা ।  
মৃত যদি তুমি                      তবে কেন এত  
ও মুখমণ্ডলে লাষণ্য-মাথা—  
এখনও যেন সে                      জীবন-চন্দ্রমা  
সূর্য-অঙ্গথলে করেছে রাক ।  
নাহি কি তোমার                      শ্রুতির ধারণায়  
-নাহি কি তোমাব বিনাশগতি ?  
মৃত-কালজ্ঞা                      নাহি কি পবাণে  
নাহি কি তোমার ভবিষ্য মতি ?

\* রামনগরে কালীরাজভবনে খেত-প্রবরণ-  
মিত কবি যুগ্মর মূর্তি স্থাপিত আছে ।

হায় বে পাষাণী পারিতাম যদি  
 দিতে এ পাবাণী ও দেহ-মাঝ,  
 জানিতে তা হ'লে এ ভবমণ্ডলে  
 কিবা সে পারিবি মানবরাজ।

### কাশী-দৃশ্য।

অই দেখ বাবাণসী বিবাজিছে গগনে  
 বিশাল সলিলবাণি  
 সমুখে চলেছে ভাসি  
 জাহ্নবী-কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে।  
 শোভিছে সলিলকোলে সাবি সাবি সাজিয়া,  
 শত সৌধ চুড়া মালা  
 কপালে কিনৎ ঢালা  
 স্তম্ভশরে স্তম্ভবন  
 গবাক্ষ গবাক্ষপর  
 কাখে কাখে বাঁধা যেন শূক্ৰদেশ হুড়িয়া।  
 উঠেছে সলিল-গর্ভে বারিদপ নিবারি  
 কত শিলাময় মঠ,  
 কত অষ্টালিকাপট,  
 জজ্বা, কটি, স্বক্ৰদেশ অর্ধনীবে প্রসারি।  
 শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে—  
 শিলাবাধা স্থলে জলে  
 সোপানের শ্রেণী চলে,  
 উর্দ্ধদেশে সৌধশ্রেণী  
 নিম্নে সোপানের বেণী  
 চলেছে সলিলবুকে সরীসৃপ-বিধানেন।  
 না উঠিতে ববিচ্ছবি প্রান্তীতের আকাশে,  
 কলববে কলতল  
 কবে জাহ্নবীর জল  
 দিগন্ত সে কলবব উঠে নিশি বাতাসে।  
 প্রাণিময় যেন কুল নরদেহে চিত্রিত।  
 ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে,  
 পথে মাঠে স্থলে, জলে,  
 কত বেশে নারী নর  
 আসে বার নিরন্তব,  
 কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি আগ্রত।

ওই দেখ উড়িতেছে “মাধোজীর ধরার”  
 শূক্ৰ ভেদি কাছে তার  
 অই দেখ উঠে আর  
 বিচুড়া মসজীদ \* অই, আলমগীর পাহারা।।  
 অই দিল্লীখরছায়া—তলে এই নগরী,  
 এই উচ্চ শিলা ঘাট  
 এই পাহাড়ের পাঁট,  
 শতচুড়া অষ্টালিকা,  
 ক্ষুদ্র যেন পিপীলিকা,  
 অগাধ সলিলে কিংবা ক্ষুদ্র যেন সফরী।  
 হের হে দক্ষিণে তার আকোষ বর্তমান,  
 হিন্দুব উন্নতিছায়া  
 মানমন্দিরের কারা,  
 মানসিংহ-রাজ-কীর্তি খ্যাতি সর্বস্থান।  
 অক্লিত কতই রূপ দেহেতে উহার,  
 গ্রহাদি-নক্ষত্র-গতি  
 গণনার স্থপতি  
 গ্রহ-অরন-চক্র  
 পূর্ণ খণ্ড রেখা বক্র,  
 ভারতের “গ্রীনউইচ” অই আগেকার।  
 পড়েছে সূর্য্যের আলো সুবর্ণের কলসে,  
 অকিছে দেখ রে তার  
 যেন সূর্য্য শত-কার,  
 সুবর্ণ-মণ্ডিত চুড়া দেউলের পরশে।

\* বস্তুতঃ চারিচুড়া, কিন্তু দুইটি অত্যাচ্ছন্ন  
 লক্ষ্য এবং সহসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

। হুদুদাস্ত মোগল-সম্রাট আওবঙ্গজীব কাশী  
 অনেক হিন্দু-মন্দির বিনষ্ট করিয়া তাহাব স্থপতি  
 জীদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উল্লম্ব্যে এই কা  
 প্রধান মসজীদ এখনও দেদীপ্যমান আছে।  
 স্থানে পূর্বে হিন্দু-মন্দির এক মন্দির ছিল।  
 জীদের অতি নিকটে এক্ষণে আর এক মন্দির  
 স্থাপনা হইয়াছে, তাহাকে “মাধোজীর”  
 বলে। যেখানে এখন মসজীদ, পূর্বে  
 মাধোজীর ধরাবা ছিল, সেই জন্ত কেহ কেহ  
 মসজীদকেই মাধোজীর ধরার বলিয়া পরি  
 দেন।

কাশী-মধ্যস্থলে অই সুবর্ণের দেউটি।  
অই বিশেষর-ধাম,  
ভারতে জাগত নাম,  
হিন্দুর ধর্মের শিখা  
অই মন্দিরেতে লেখা,  
অনন্ত কাণের কোণে জলে অই দেউটি।

চলেছে তাহাব তলে বনবাজি-উপরে  
অর্দ্ধবপু উর্দ্ধ ক'রে  
যেন বায়ুত্ত্বব ধ'রে  
দুর্গা-মন্দিরের\* চড়া বিরাজিছে অন্তরে।

চলেছে তাহাব তলে বনবাজি-কালিমা—  
শূণ্য কোণে বেগা মত  
তকশ্রেণী সারি বত,  
স্বভাবের চিত্রকরা,  
স্বভাবের শোভাধরা  
হবিত বরণে ঢাকা স্বভাবের প্রতিমা।

উঠেছে অদবে তার দেবময়ী সলিলে  
স্বপ্নাকার সৌধরাশি,  
যেন সলিলেতে ভাসি,  
কোণেতে গজার মুক্তি নিন্দা করে ধবনে।

পূরণের ব্যাসকাশী ছলে অই ভুবনে,  
অই চইতের গড়।†  
বুদ্ধ-গবুজ-ধর  
সুদূত প্রস্তরে ঢাকা,  
ব্যাসমুণ্ডি চিত্রে আঁকা  
কাশীরাজ-নিকেতন অই “সিংহ” ভবনে!

হে দুর্গে দুর্গতিহরা, কাশীধব-গৃহী  
ভিখারী শিবের তরে  
দ্রাপিলে কি মর্ত্যপরে  
এ সুন্দর বারাগসী, ওগো শিব-মোহিনি ?

\*রামনগর দুর্গামন্দির।

† কাশীবাজ চইত সিংহ লাট ওয়ারিং হেষ্টিং-  
সের শাসনকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন  
এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সশস্ত্র অতুরবর্গপরি-  
বেষ্টিত হইয়া নিজ-ভবন এই গড় পরিত্যাগ করিয়া  
যান। এই কেলা বর্তমান কাশীরাজের নিকেতন।

বিশাই গঠিল কি না জানি না এ নগবে,  
দেখি নাহি দ্যাসিপুত্রী,  
‘পাবিস’ দবাশুন্দরী,  
কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে  
এ ভুবনে—কাঁচা বনে  
এত শোভা দেখি নাই—নিন্দা কবে ইহাবে!

যাই থাক তব মনে, চে নগেন্দ্রবাণিকে,  
মনোবাহা পূর্ণ তব,  
একজ করিলা তব  
কাশীতলে দবাময়ী দীনহুঁষিপাণিকে।

হিমাদ্রি ভূপর হ'তে কয়ারিকা ভিতরে  
নাহিক এমন প্রাণী,  
হেন জাতি নাহি জানি,  
কি বাগিজা ব্যবসার  
ভক্তি মুক্তি কি বিজা  
আশা ক'রে যে না আসে অগ্রপর্ণা-নগরে।  
আমিও ভিখারী এই ভব বাজ্য-ভিতরে,  
কে দিবে আমারে ভিক্ষা  
পাও কি আমার দীক্ষা  
প্রবেশিলে অই পূবে অদ্বন্দ্ব অদবে ?—  
দুখারে বর্ণা অসি, অই কাশী বারাগসী,  
বিরাজে গঙ্গাব কূলে পদজা তুলে অধরে।

### মণিকণিকা। \*

কোনকালে—এই কথা শুনি লোকমুখে—  
শিব শিবা তপস্তায় ভ্রমিছেন বনে,  
এক দিন শিবা আসি দাঁড়ায়ে সমুপে  
বলিলেন দীবে দীবে মধুব-বচনে—

\* কাশীব ‘মণিকণিকা’ কণ্ড সপক্ষে নানাপ্রকার  
প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাতে যে বিবরণ লিখিত  
হইল, তাহা এক জন পাণ্ডাব নিকট শুনিয়াছিলাম;  
কিন্তু তাহাব নিকট যেরূপ বিবরণ শুনিয়াছিলাম,  
তাহা অবিকল গ্রহণ কবি নাই, স্থলভাগটিমাত্র  
গ্রহণ করিয়াছি। পাণ্ডাব নিকট যে বিবরণ  
শুনিয়াছিলাম, তাহা এই :—মহাদেব শিবা  
নীর সহিত তপস্তায় নিরত ছিলেন। এক  
দিন শিবানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাহা



“বিষেখর, তব পুরী ধরা বস্ত্র কানী  
মানবের মোক্ষধাম তোমার কথায়,  
বল, দেব, কিবা মোক্ষ লভে কানীবাসী  
কাল পূর্ণ করি ভবে মরিলে সেথায় ?

দেখেছি জগতে প্রাণী, দেখি নাই কভু  
মরিলে কি হয় পরে, কোথায় নিবাস,  
অনন্ত কালের কোলে কিবা করে, প্রভু,  
মোক্ষপ্রাপ্ত জীব যত—মনে কি উল্লাস ?

জীবরূপে কাল-সঙ্গে খেলে কি তাহারি,  
খেলে যথা প্রাণিরূপে থাকিরা ধরায়,  
অথবা মুক্তির ফল—ভাজে দেহ-কায়া  
“লীন হয় প্রাণিগণ তোমার প্রভায় ?”

শুনিয়া শিবাব বাণী কহিলা ভবেশ  
“হে প্রকৃতি, মানবের পরকাল-প্রথা  
দুর্যোধ—দুষ্কের অতি অপার—অশেষ ।  
সে কথা অবগে, শিবে, মনে পাবে ব্যথা ,

জপ কর, তপ কর, শঙ্কর-সাধন,  
নিত্যব্রত শুদ্ধচিত্তে কর মহামায়া,  
দূরগত পরকাল-প্রণালী কেমন,  
বাসনা করো না চিতে ধরিতে সে ছায়া ;

স্বথের অবনীতল দুঃখ যত তার—  
ভাবিলেই দুঃখে স্থখ, স্থখে দুঃখ হয় ।

মরিলে পর কি হয় ? শিব উত্তর করিলেন, সে কথা  
স্রীলোকের শুনিলার যোগ্য নহে, তাদের পক্ষে তপ-  
জপ-ব্রতাদি বিধেয় । তাহাতে মহাদেবী ক্রুদ্ধ  
হওয়ার শিব তাঁহাকে সাধনা করিবার জন্ত কানীতে  
আসিয়া, পূর্বে যেখানে চক্রতীর্থ নামে বিষ্ণুর তীর্থ-  
স্থান ছিল, সেইখানে মণিকর্ষিকা স্থাপন করেন ।  
শিবশিবা দুই জনেই দবিদ্রবেশে মাছুষের রূপ ধারণ  
করিয়াছিলেন । শিবানীর কুষ্টাপ্রিত পদদ্বয় দর্শনে  
গন্ধাপুত্র ও পাণ্ডুরা তাঁহাদিগকে প্রথমে কূপে  
আন করিতে দেয় নাই : পরে লক্ষী আসিয়া মহা-  
দেবীর পাদোদক পান করিলে সকলে চমৎকৃত হইয়া  
তাঁহাদিগকে কূপে নামিতে দিল । আনের সময়  
শিবানীর কর্ণ হইতে কণিকাক্ষণ এবং শিবের  
মুখ হইতে মণি ঐ দুপের সলিলে পতিত হয়,  
তদবধি চক্রতীর্থের নাম মণিকর্ষিকা হইয়াছে ।

জগৎ স্বজিত, শিবে সরল প্রধায়  
সরল ভাবিলে ভব সর্বস্বময় ।

মৃত্যু শোক বলি লোকে দুঃখ করে চিতে,  
দেখে না ভাবিয়া তত আত্মাদের ভাগ—  
মানবের মৃত্যু শোক মানবের চিতে,  
আগে স্থখ—দুঃখ পরে জগতে সজাগ ।

দিবানিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন,  
আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী  
এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন,  
কে আগে—কে পরে, কেহ না পায় বিচারি ।

কে জানে নরের মাঝে সে নিগূঢ় কথা  
কিন্তু শিবে, না থাকিলে ধরাতে শরীরী  
দিবার আদর এত হতো না কো সেথা —  
সেইরূপ স্থখ দুঃখ ব্যুৎপন্ন শরীরি !”

শুনিয়া শিবের বাক্য নগেন্দ্রবালিকা  
হাসিয়া ঈষৎ মুদ্র, কহিলা তখন—  
“বুঝিলাম বুঝাবে না বিধির সে সিধা,  
তপস্তায় থাক, প্রভু, যাই অজ্ঞ বন ।”

“হয়ো না মলিনমনা নগরাজবালে ।  
তপস্তা নহিলে শেষ সে গুঢ় বচন  
বুঝিবে না কেমন্মরি—বুঝাইব কালে,  
এখন চল লো, শিবে, আলয়ে আপন—

ধরা-ধন্ত কানীধামে চল গিরিবালা,  
স্থাপিয়া পুণ্যের কূপ পূবাও বাসনা,  
সুপথে লইতে নবে নাশি চিত্তজালা,  
ভবের মঞ্চ-সেতু করহ স্থাপনা,

রত যাতে থাকে জীব নিত্য সদাকাল  
ভক্তির সুপথে থাকি ভুলে শোক-তাপ,  
ঘূচয়ে মনের মল মায়াব জঞ্জাল,  
পরমার্থ-পথে পশি কবে সদালাপ ।”

এত বলি শিব-শিবা ছাড়ি তপোভূমি,  
উপনাত কানীক্ষেজে চক্রতীর্থ নামে  
বিষ্ণুর চক্রে অঙ্কিত হোবা শুভ কূপ  
মানে মত শোক যাহে ভক্তি মুক্ত কামে ।

গিবিশ গিবিশ-জায়া আসিয়া সেখায়  
বসিলেন কুপপার্শে ধরি নররূপ—

শিবের ভিক্ষুকবেশ, শিবানী মায়ায়  
ধরিলেন জরা-দেহ যেথা সিদ্ধ কুপ ।

কটির উপরিভাগ অতি মনোহর  
নাসিকা নয়ন ভুরু সূচাক গঠন—  
পরিধানে চীরবাস উবস উপব  
চরণ-যুগল কুঠে কুৎসিত-দর্শন ,

ক্ষত-গদকে মক্ষিকায় করিছে বিব্রত,  
অন্ধেতে দারিদ্র্য-মলা ঢেকেছে কিবণ,  
নিকটে বসিয়া শিব চিন্তায় নিরত  
মক্ষিকুল দুই করে কবেন তাড়ন ।

অতি কষ্টে উঠি ধীরে চলিলা কুপেতে  
কুণ্ডের পবিত্র জলে করিবারে স্নান,  
সোপানে চবণতল স্থাপন নহিতে  
নিবারিলা রক্ষকেরা করি অসম্মান ,

“অপবিত্র হবে কুণ্ড না হৌবে অপরে  
দূষিত হইবে বারি কহিলা সকলে  
‘স্বপ্নিত করিয়া কত ঘৃণা তুচ্ছ করে ;—  
হুঃখে শিবা চাহিলেন শিব-মুখ তুলে ,

ভিক্ষুবর্ণী বিধনাথ বলেন সবায়—  
“চক্রতীর্থ শুনি ইহা—এ কুণ্ডের জলে  
সকলেরি অধিকার শাস্ত্রের কথায় ;  
কি দরিদ্র, কিবা রোগী বলিষ্ঠ দুর্জলে ।

কেন নিবাবিছ এরে ? পুণ্য-হস্তারক  
বে হয়, তাহার নাই পরকালে গতি,  
অসজ্জন সেই জন পরশে পাতক  
দূষিত পতিত নিত্য সেই পাগমতি ;

দরিদ্র এ নারী এবে, রাজার হুহিতা  
ছিল আগে হিমালয় যেখানে উদয়  
নৃপতি, রূপণ ধনী সবার সেবিতা  
ও চরণ-সরোজিনী সুরের আশ্রয় ,

পবিত্র হবে এ কুণ্ড ও অঙ্গপরশে  
আর্য্য-মাত্র ধীর ধম্ম আসিবে সকলে  
ভরিবে ভারতস্থল এ কুপের বশে  
নাশিতে ইহারে দাও এই কুণ্ড-জলে ।”

ভিখাবীর বাক্যে সবে কৈলা উপহাস,  
বাতুল বলিয়া করে কতই লাঞ্ছনা,  
ধূলি ভস্ম ছড়াইয়া পূবে জটাপাশ  
যষ্টি লয়ে অবশেষে করিল তাড়না ।

তখন কাতর স্বরে যাচিলা মহেশা  
বিনয় মিনতি কবি স্তুতি কৈলা কত,  
দরিদ্র ক্রন্দন করে পরচিত্র-কেশী  
উড়াইয়া উপচাসে শিবা বলে যত ।

বিশুর কাকুতি স্তুতি বিনয়ের পর  
বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়ি দিলা শেষে,  
শিব-শিবা প্রবেশিল কুণ্ডের গহ্বর,  
স্নান করি স্থপবিত্র কৈলা কুপদেশে ।

উঠিলে কুণ্ডের তীরে আবার তখন  
যেবে চারিধারে লোভী আকাজক্ষী ব্রাহ্মণ,  
বলে “স্নানে নাহি ফল পাইবে কখন,  
স্নানের দক্ষিণা দান নহে যতক্ষণ ।”

“কি দিব দক্ষিণা, কাছে নাহি কপর্দক,”  
বলিলা শিবানী চাহি শিবের বদন ;  
“যা ছিল শ্রবণে ‘কবি’ তাত্ত্বের ঝালক  
কুপের সলিলগর্ভে হয়েছে পতন ।”

বলিলা ভিক্ষুকবেশী দেবদেব দ্রুশ,  
“আমারও মাথার মণি পড়েছে সলিলে  
খুলিছ স্বপ্ন স্নানে জটায় বিড়শ,”—  
শুনে বাদ করে সর্ব্ব যাচকেরা মিলে ।

দেখি বিধনাথ ধরিলেন নিজ বেশ  
“রক্ত-গিরি-সমিভ” শরীরের ছটা,  
কপালে চন্দ্রমা-ভাতি, গলদেশে শেষ,  
শিরে কল্লোলিনী গঙ্গা বিভাসিত জটা ।

ধরিলেন বিধবমা স্তম্ভি আপনার  
মস্তকে মুকুটছটা সূচাক শোভন,  
শ্রবণে কুণ্ডল, গলে মণিময় হার,  
চাক রশ্মিময় মুখে ভাসে ত্রিনয়ন ।

চাহিয়া যাচকবৃন্দে সর্ব্বশিবধাম  
কহিলেন সদানন্দ বিরূপাক্ষরূপ—  
“জাহ্নবি হইতে ঘুচে এর চক্রতীর্থ নাশ  
‘মণিকর্ণিকার’ নামে খ্যাত হবে কুপ ৷”

এত বলি প্রবেশিলা মন্দিরভিতরে  
অদৃশ্য করিয়া রূপ ভবেশ ভবানী ;  
তদবধি ভক্ত যত পবিত্র অন্তরে,  
জান করে সেই কুণ্ডে মহাতীর্থ মানি ।

### বিশেষের আরতি ।\*

[ আকারাদি দীর্ঘ স্বরবর্ণে প্রকৃতরূপ উচ্চারণ  
এবং অকারান্ত পদের শেষ ‘অ’ উচ্চারণ  
করা আবশ্যক ]

জয় দেব জয় দেব জয় গিরিজাপতি  
শিব, গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য,  
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ রূপা কর হে ।  
জয় দেব জয় দেব কৈলাস-গিরি-শিখরে  
কল্পদ্রুম-বিপিনে শিব, কল্পদ্রুম-বিপিনে  
গুপ্তরে মদকর-পুণ্ড্রে কোকিল কুজরে  
কল্পবন গহনে খেলয়ে হংসাবন ললিত  
শিব, হংসাবন ললিত প্রসারি কলাপ কলাপী  
নাচয়ে অতি সুখিত ॥২

জয় দেব জয় দেব তব স্থলিত দেশে মণিময় আলয়ে  
শিব, মণিময় আলয়ে বসিয়া হর নিকটে  
গৌরী অতি সুখিতা হেরি ভূষণ-ভূষিত নিজ দেশে  
হেরি ভূষিতা নিজ দেশে সেবে ব্রহ্মা আদি দেবতা  
শিব, চরণ ধরি শিরসে ॥৩

\* কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্তৃক  
বিশেষের আরতি বাদালা অঙ্গরে মুদ্রিত ও  
প্রকাশিত হইয়াছে । তদবলম্বনে এবং যে সকল  
ব্রাহ্মণেরা আরতি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে  
এক জনের সাহায্যে এই অনুবাদ করিয়াছি । প্রায়  
অনেক স্থলেই মূল্যের শব্দগুলি ঠিক ঠিক আছে ।  
তবে বাদালা ভাবায় পঠন ও ভাবগ্রহণ হইতে পারে,  
তজ্জন্ম যেখানে বৈদ্য পণ্ডিতের আকৃষ্ট হইয়াছে,  
তাঁহাই করিয়াছি । হিন্দীভাষাতেও বিশেষের  
আরতি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে । কিন্তু শ্রীযুক্ত  
প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং দ্বারা মুদ্রিত সকলনের স্তায়  
উহা পরিপূর্ণ নহে । এই সকল কার্যে কলিকাতা  
শোভাবাজারের ৩রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের  
জামাতা পরলোক-প্রাপ্ত অমৃতলাল মিত্র মহে-  
যুগে সাহায্য করিয়াছিলেন ।

জয় দেব জয় দেব নাচয়ে সুরবানিতা স্তম্বে  
অতি সুখিতা

শিব, হৃদয়ে অতি সুখিতা কিরুর করয়ে গীতি  
সপ্তস্বর সহিত ঠে ঠে নাদয়ে মৃদক  
শিব, নাদয়ে মৃদক তাংবিক তাংবিক তাং শব্দে,  
বীণা বাদয়ে অতি ললিত কণ্ঠ কণ্ঠ কণ্ঠ নিমাদে ॥ ১  
জয় দেব জয় দেব । কণ্ঠকণ্ঠ কণ্ঠকণ্ঠ কণ্ঠকণ্ঠ চরণে  
শিব, নৃপব সমুচ্ছল ভ্রময়ে মণ্ডলে মণ্ডলে  
শিব, মণ্ডলে মণ্ডলে তাং বিক্ তাং তাং বিক্ তা  
চঞ্চল লুপুচু লুপুচু চঞ্চল তালধ্বনি করতালে  
শিব, তালধ্বনি করতালে অঙ্গুলি অঙ্গুলি ঘন নাদে ॥২  
জয় দেব জয় দেব, নাদয়ে শব্দ নিমাদয়ে বজ্ররী  
শিব, নিমাদয়ে বজ্ররী আরতি করয়ে ব্রহ্মা

বেদধ্বনি পাঠে ধরি হৃদি-কমলে  
তব মুচু চরণ-সবোজ অবলোকয়ে তব রূপ  
শিব, অবলোকয়ে তব রূপ নিজ পরমেশ্বর জ্ঞানে ॥৩  
জয় দেব জয় দেব কপূবদ্রুতি গৌর  
ধারণ আনন পঞ্চ শিব, আনন পঞ্চ  
বিষ কঠে গ্রহিত সুন্দর জটাকলাপ  
পাবকযুত ভাল, শিব, পাবকযুত ভাল  
বাম বিভাগে গিরিজা তব রূপ অতি ললিত ॥৪

জয় দেব জয় দেব ত্রিশূল বজ্র খণ্ড  
ধারণ পরশু শিব, ধারণ পরশু  
পাশ বরাভয় অঙ্গুষ্ঠ নাদয়ে ঘন ঘন ঘটা  
মন্তকে শোভয়ে গঙ্গা উপনীত সুরতটী

শিব, শিরে উপনীত সুরতটী উপবীত পরগ  
কদ্রাকালঙ্কত বরবক্ষে ॥

জয় দেব জয় দেব মনসিদ্ধত্মবিভূষিত অঙ্গ শি-  
ভম্ববিভূষিত অঙ্গ ত্রিতাপনাশন সায়ুজ্যপ্রাপণ  
ধ্যানে ধারণ করে যে ডক  
করে বে ভকতে ধারণ ক্রতিতে

এই তব বুভুক্ষুরূপ ॥

ও জয় দেব জয় দেব জয় জয় গঙ্গাধর  
জয় শিব জয় গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য  
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ রূপা কর হে ॥১  
শিব শিব শব্দে ॥

বিক্ষাগিরি । \*

উঠ উঠ গিরিবর—অগস্ত্য কিরেছে ;  
ভারতে ইংরাজরাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে ;  
সে দিন নাহি এখন,  
ভারত নহে মগন  
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,  
ভারত জাগিছে ফিরে,—  
তুমি এখনও শুয়ে দেখিছ স্বপন ?  
উঠ উঠ গিরিবর, করো না শয়ন ।

উড়েছে নব নিশান,  
ছুটেছে আলো-তুফান,  
পুনঃ তেজে তোল মাথা  
পুনঃ বল সেই কথা,  
সে কালে জাগারে নাম শুনায়ে যেমন,  
উঠ উঠ গিরিবর, করো না শয়ন ।

সে দিন নাহি এখন,  
ভারত নহে মগন  
অজ্ঞান-তিমির-নীরে  
ভারত জাগিছে ফিরে,  
তুমি কেন বিক্ষাচল থাকিবে অমন,—  
নীল-অজগর-কায়্য কর উত্তোলন ।

স্বর্ষাপথ রোধিবারে  
উঠেছিলে অহঙ্কারে,  
সে শক্তি আছে কি আর ?  
ধর দেখি একবার  
যে স্বর্ষ্য ভারতাকাশে উদয় এখন ।

\* এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে, বিক্ষাপর্কত  
ইত হইয়া এককালে এত উচ্চ হইয়াছিল যে,  
গিরি গতিরোধ আশঙ্কায় দেবতাদিগকে তাহার  
অগস্ত্য ঋষির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল ।  
সেই অগস্ত্য বিক্ষ্যের নিকটে উপস্থিত হইলেন ।  
স্বপ্নে বিক্ষ্য তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য  
তাইলে ঋষি কহিলেন,—যাবৎ আমি দক্ষিণ-  
দিক হইতে না আসি, তাবৎ তুমি এই ভাবে  
থাক । তিনি আর ফিরিলেন না, এবং গুরু  
সেই প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল বলিয়া বিক্ষ্য তদবধি  
ই প্রণত অবস্থাতেই আছে । অগস্ত্যবাক্য বলিয়া  
কথা প্রচলিত আছে, তাহাও এ প্রবাদ-মূলক ।

অর্দ্ধপথে উঠ তার  
তবে বুঝি অহঙ্কার !  
এ আলো সে আলো নয়,  
এ রবি সে রবি নয়,—  
এ জ্যোতিঃ ভারতে কত হয় নি পতন !

এই জ্যোতিঃ ধর গিরি  
ভারতে প্রভাত করি,  
ধরক নূতন জ্ঞান,  
ধরক নূতন প্রাণ  
নূতন স্বপনে সবে দেখুক স্বপন ।—  
নীল অজগরকায়্য কর উত্তোলন ।  
উঠ উঠ গিরিবর অগস্ত্য কিরেছে,  
উড়েছে নব নিশান,  
ছুটেছে আলো-তুফান  
নবরবিজ্জ্বলি দেখ গগন ধরেছে ।

কে বলেছে এই ভাবে  
ভারতের দিন যাবে ?  
'নিশির প্রভাত নাই  
যে বলে সে জানে নাই,  
ভারতের ভাবী বেদ পড়ে নি কখন,—

জানে না সে জগতের  
কিবা গতি, কিবা ফের,  
ফের এ ভারতবাসী  
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি  
হাসিবে অপূর্ণ হাসি লভিয়া জীবন—

চলিবে নূতন পথে  
সাধিবে নূতন ব্রতে,  
ফিরাতে নারিবে তার  
এ তরঙ্গ নাহি ষায়  
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ—

যাবে আগে—যাবে সদা  
অস্ত্রধা নহিবে কথা,  
চিরদিন এই রীতি,  
জীবনের এই নীতি,  
জাগিলে নাহিক নিদ্রা চির-জাগরণ !

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ  
ভারতে আসি ইংরেজ ;

ধ'রে তাপ পথ ছায়া  
আবার তোল রে কায়া,  
আবার শিখরে শূভ কর রে ধারণ—  
উঠ উঠ গিরিবর কোরো না শয়ন।

এই সে জীবনারম্ভ  
উদয়ের মূলমুহুর্ত—  
কত না জলিতে হবে  
কত বা ভাবিতে হবে  
সে জালা—সে বেগ—কেবা জানিবে এখন !

তুলিতে হবে আপন,  
তুলিতে হবে স্বপন,  
জাগাতে হবে জীবন  
তবে সে পারিবে ;

ছুটিতে ওদের সঙ্গে,  
লিখিতে কালের অঙ্গে,  
খেলাইতে এ তরঙ্গে  
তবে সে পারিবে ;

জ্ঞানের শক্তি লভে,  
জগতে বৃথিতে হবে  
তবে সে আপন পাবে,  
সকল সাধিবে।

কোনো সত্য কোনো কথা  
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা  
ভারত উদ্ধার-পথ,  
তাজ অস্ত্র মনোরথ—  
তুলে যাও আগেকার পুরান কথন।

না থাকিলে এ ইংরাজ  
ভারত অরণ্য আজ,  
কে দেখাত, কে শিখাত,  
কেবা পথে লয়ে যেত—  
যে পথ অনেক দিন করেছে বর্জন !

মুখে বল জয় জয়,  
ধর ধর্যা শিলাময়,  
ছিড়ে কেল পূর্ববের  
তোলো সে প্রাচীন ভেদ—  
আই—ভারতের গতি রেখো রে স্বরণ—

হে ভারতবাসী গিরি, রেখো রে শ্মশ্রুণ,  
ভবিষ্যৎ পারাবার  
পার হ'তে অস্ত্র আর  
ভারতে নাহি ভেলা,  
ভাবন্ত জীবন খেলা  
একত্র ওদেরি সঙ্গে—উদ্ধার, পতন !

বল হে গুরুর জয়,  
তোল মাথা বিদ্যালয়,  
তোল সে পুরান কথা  
ধর নর গুরু-প্রথা—  
নীল অজগরকায়্য কর উত্তোলন,  
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।

কুন্তলমা যে অগন্ত্য \*  
সে কি তোমা কৈলা স্তম্ভ  
আই ভাবে থাকিবায়ে,  
বলিলা কি সে তোমারে  
চির-তরে থাকিবায়ে ? ত্যজ সে বচন !

আমি তোমা দিহু বব  
পুনঃ উঠ গিরিবর,  
ভাবন্ত-মস্তান নাম  
জাহ্নক এ ধরাধাম  
মৃত ভারতের নাম জানিত যেমন !

উঠ উঠ বিদ্যাগিরি অগন্ত্য ফিরেছে,  
ভারতে ইংরাজ-রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে,—

সে দিন নাহি এখন,  
ভারত নহে মগন  
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,  
ভারত আগিছে দিগে ;  
উড়েছে নব নিশান,  
উঠিছে আলো-তুফান,

তুমি কেন বিদ্যাচল থাকিবে অমন ?  
নীল অজগরকায়্য কর উত্তোলন !

জাগাতে তোমারে হের অগন্ত্য ফিরেছে,  
ভারতে ইংরাজ-রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে।

গঙ্গার উৎপত্তি ।

( ১ )

হরিনামায়ুত পানে বিমোহিত  
সদা আনন্দিত নারদ ঋষি,  
গায়িতে গায়িতে অমরাবতীতে  
আইল একদা উজ্জলি দিশি ।

( ২ )

হরষ অন্তরে মহা সমাদবে  
স্বপন সংহতি অমবপতি ।  
করি গাজোখান করিয়া সন্ধান  
সাদর সন্তোষে ভোষে অতিথি ।

( ৩ )

পাত্ত অর্ঘ্য দিয়া মূনিরে পূজিয়া  
চন্দ্রাশি প্রভৃতি অমবগণ ;  
করিয়া মিনতি কহে “ঋষি-পতি,  
কহ কৃপা করি, করি অবগ,—

( ৪ )

কিরূপে উৎপত্তি হলো ভাগীরথী  
গাও তপোবন প্রাচীন কথা,  
দেবের উকতি তোমাব ভারতী  
অমৃত-লহরী-সদৃশ গাথা ।”

( ৫ )

গুণি-বিশারদ, মূনি সে নারদ  
ললিত পঙ্কমে মিলিয়ে তান,  
আনন্দে ডুবিয়া নরন মৃদিয়া  
তুষ বাজাইয়া ধরিল গান ।

( ৬ )

“হিমাশ্রি অচল দেবলীলাস্থল  
ষোগীশ্রবাহিত পবিত্র স্থান ;  
অমর কিম্বদন্তি বাহার উপর  
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ ।

( ৭ )

বাহার শিখরে সদা শোভা করে  
অসীম অনন্ত তুষাররাশি,  
বাহার কটিতে ছুটিতে ছুটিতে  
জলদ-কদম্ব জুড়ায় আসি !

( ৮ )

যেখানে উন্নত মহীকূহ যত  
প্রণত উন্নত শিখর কার ;

সহস্র বৎসর

অজয় অমর

অনাদি ঈশ্বর-মহিমা গায় ।

( ৯ )

সেই হিমগিরি শিখর-উপরি  
অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ  
আসিত প্রত্যহ ভকতির সহ  
ভজিতে ব্রহ্মাণ্ড-আদিকারণ ।

( ১০ )

হেরিত উপরে নীলকান্তি ধরে  
শূভ ধৃষ্ণু করে ছড়ায় কার,  
হেরিত অমৃত অমৃত অমৃত  
নক্ষত্র কুটীরা ছুটিছে তার ।

( ১১ )

মণ্ডলে মণ্ডলে শনি-চক্র চলে  
ঘুরিয়া বেরিয়া আকাশময়,  
হেরিত চন্দ্রমা অতুল উপমা  
অতুল উপমা ভাষা উদয় ।

( ১২ )

চারিদিকে হিত দিগন্ত-বিস্তৃত  
হেরিত উল্লাসে তুষাররাশি ;  
বিশ্বের প্রাণিত বিশ্বের ভাবিত  
অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি ।”

( ১৩ )

বলিতে বলিতে আনন্দ-বারিতে  
দেবর্ষি হইল রোমাঞ্চ-কার,  
ধন ধন স্বর গভীর প্রথর  
তানপূবা-ধ্বনি বাজিল তার ।

( ১৪ )

গায়িল নারদ ভাবে গদগদ  
“এমন ভজন নাহি রে আর,  
ভূধর-শিখরে ডাকিয়া ঈশ্বরে  
গায়িতে অনন্ত মহিমা তাঁর ।

( ১৫ )

ইহার সমান ভজনের স্থান  
কি আছে মন্দির জগত-মাঝে ;  
জলদ-গর্জনে তরঙ্গ-পতন  
ত্রিলোক চমকি যেখানে বাজে । ”

( ১৬ )

কিবা সে কৈলাস বৈষ্ণব-নিবাস  
অলকা আমরা নাহিক চাই,

অর নারায়ণ বলিয়া যেমন  
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই ।”

( ১৭ )

নারদের বাণী শুনি অভিমানী  
অমর-মণ্ডলী বিমর্ষ হয় ;  
আবার আল্লাদে গভীর নিনাদে  
সঙ্গীত-তরঙ্গ বেগেতে বয় ।

( ১৮ )

ঋষি কয়জন সন্ধ্যা সমাপন  
করি এক দিন বসিলা ধ্যানে ;  
দেবী বসুন্ধরা মলিন কান্তরা  
কহিতে লাগিল আসি সেখানে ।

( ১৯ )

ঐরাণ ঋষিগণ সমূলে নিধন  
মানব-সংসার তলো এবার,  
হলো ছারখার ভুবন আমার  
অনাবৃষ্টি তাপ সহে না আর ।”

( ২০ )

শুনে ঋষিগণ করি দ্রুতপণ  
ষোগে দিল মন একান্ত-চিন্তে,  
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম-আরাধন,  
করিতে লাগিল। মানব-হিতে !

( ২১ )

মানব-মন্ডলে ঋষিরা সকলে  
কান্তরে ডাকিছে করুণায়,  
মানবে রাখিতে নারায়ণ চিতে  
হইল অসীম করুণোদয় ।

( ২২ )

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে  
গগনমণ্ডল তিমিরময়,  
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র  
অনল বিদ্যুৎ অবশ্য হয় ।

( ২৩ )

ব্রহ্মাও ভিত্তর নাহি কোন অর  
অবনী অশ্বর শুভিতপ্রায় ;  
নিবিড় আধার জলধিধকার  
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনার ।

( ২৪ )

নাহি করে গতি গ্রহদলপতি  
অবশীমণ্ডল নাহিক ছুটে,

নদনদী-জল হইল অচল  
নির্ঝর না অরে জ্বর ফুটে ।

( ২৫ )

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে  
গগনে হইল কিরণোদয়,  
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব আলোকে  
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয় ।

( ২৬ )

শূন্যে দিল দেখা কিরণেয় রেখা  
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায় ;  
ব্রহ্ম সনাতন অতুল-চরণ  
সলিলনির্ঝর বহিছে ভায় ।

( ২৭ )

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি  
ধরিত্রা সহস্র সহস্র বেগী ।  
দাঁড়য়ে অশ্বরে কমণ্ডলু করে  
আনন্দে ঘরিছে কমল ফেণী ।

( ২৮ )

হার কি অপার আনন্দ আমার  
ব্রহ্মসনাতন চরণ হ’তে,  
ব্রহ্ম-কমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে  
পড়িছে দেখিছ বিমান-পথে ।

( ২৯ )

গভীর গর্জনে দেখিছ গগনে  
ব্রহ্মকমণ্ডলু ত’তে আবার  
জলযন্ত্র ধায় রজতের কার  
মহাবেগে বায়ু করি বিদায় ।

( ৩০ )

ভীম কোলাহলে নগেন্দ্র অচলে  
সেই বারিরাশি পড়িল আদি,  
ভূধরশিখর সাজিয়া স্তম্ভর  
মুকুটে ধরিল সলিলরাশি ।

( ৩১ )

রজত-বরণ স্তম্ভের গঠন  
অনন্ত গগন ধরেছে শিরে,  
হিমালী-আবৃত্ত হিমাদ্রি পর্বত  
চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে ।

( ৩২ )

চারিদিকে তার রাশি স্তম্ভপাকার  
ইটিয়া ছুটিছে খবল কণা,

ঢাকি গিরিচূড়া হিমালীর শৃংগ  
সদৃশ খসিছে সলিল-কণা !  
( ৩৩ )

ভীষণ আঁকার ধরিত্রী আবার  
তরঙ্গ ধাইছে অচল-কায় ;  
নীলিম গিরিতে হিমালীরাশিতে  
ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশায়ে যায় ।  
( ৩৪ )

হইল চঞ্চল হিমালি অচল  
বেগেতে বহিল সহস্রধারা,  
পাহাড়ে পাহাড়ে তরঙ্গ আছাড়ে  
ত্রিলোক কাঁপিল আতকে সাদা ।  
( ৩৫ )

ছুটিল পর্বতে গোমুখী পর্বতে  
তবঙ্গ সহস্র একত্র হয়ে,  
গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া  
পড়িতে লাগিল পাষণ লয়ে ।  
( ৩৬ )

পালকের মত ছিঁড়িয়া পর্বত  
কুন্দিয়া চলিল ভাঙ্গিয়া বাঁধ ;  
পৃথিবী কাঁপিল তরঙ্গ ছুটিল  
ডাকিয়া অসংখ্য কেশবিনাদ ।  
( ৩৭ )

বেগে বজ্রকায় শ্রোতস্বস্ত্র ধায়  
যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে ;  
নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহার  
শ্বেত ফেনরাশি পড়িছে পিছে ।  
( ৩৮ )

তরঙ্গ-নির্গত বারিকণা যত  
হিমালী চূর্ণিত আঁকার ধরে ;  
ধুমরাশি প্রায় ঢাকিয়া তাহার  
জলধর-শোভা বিচিত্র করে ।  
( ৩৯ )

শত শত ক্রোশ জলের নির্ধোষ  
দ্রবস-রজনী করিছে ধ্বনি ,  
অধীর হইয়া প্রতিধ্বনি দিয়া  
পাষণ থসিয়া পড়ে অমনি ।  
( ৪০ )

ছাড়ি হরিষার শেবেতে আবার  
ছড়াইয় পড়িল বিমল ধারা,

শ্বেত স্মীতল শ্রোতস্বস্তী-জল  
বহিল তবঙ্গ পাবাব পায়া ।  
( ৪১ )

অবনীমণ্ডলে সে পবিত্র জলে  
হইল সকলে আনন্দে ভোর,  
“জয় সনাতনী পতিতপাবনী”  
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল বোর ।

অন্নদার শিবপূজা ।

গীতি ।

( আরম্ভ )

( ১ )

দাও করতালি “জয় জয়” বলি  
পুরিয়া অঞ্জলি কুমুম লহ ;  
অই যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে  
উদয় অরুণ উষার সহ ।  
বল সবে “জয়” ত্রিভুবনময়,  
অন্নদা আসিছে পুজিতে হয়ে ;  
মর্ত্যে শিবধাম মোক্ষতীর্থ নাম  
কাশী বারণসী অবনীপরে ।

( শাখা )

( ২ )

নামে সখী জয়া আকাশ হইতে  
হাতে হেম-খালা ভ্রমার জল ,  
মকরন্দ-মাথা কুমুমের থর,  
আনন্দে ববিষে দেবের দল ,  
প্রসন্ন-নিখাসে পুরিল আকাশ,  
স্বভাৱ-নিরুপ বিমানপথে ,  
তাজিয়া কৈলাস কৈলাস-কামিনী  
উরিলা স্নহর পুষ্পক-রথে ।

( পূর্ব কোবস )

( ৩ )

দাও করতালি “জয় জয়” বলি  
পুরিয়া অঞ্জলি কুমুম লহ ;  
হাসিতে হাসিতে অই যে প্রাচীতে  
উদয় অরুণ, উষার সহ ।



(আরম্ভ)

(১)

আই যে মন্দিরে মৃদল গম্বীরে  
 আনন্দে প্রবেশে আনন্দময়ী,  
 কোথা কালীবাসী শঙ্খ ঘটা কাসী  
 খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই ?  
 বাজা রে উল্লাসে নিকণ উচ্ছ্বাসে  
 ত্রৈলোক্য-ত্বন যোহিত কর,  
 “হর হর হর” বল নিরন্তর  
 “বম্ বম্ বম্” মধুর স্বর ।  
 বাজা রে উল্লাসে ভকতি উচ্ছ্বাসে  
 মন্দিরে প্রবেশে আনন্দময়ী ।  
 শঙ্খ ঘটা কাসী কোথা কালীবাসী  
 খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই ?

(শাখা)

(২)

প্রবেশে মন্দিরে জগত-জননী  
 গলগল্যবাস হুড়িয়া কর ;  
 প্রণত হইয়া মৃদিত নয়নে  
 চরণে অর্পিণা প্রস্থন-ধর ।  
 আনন্দ-শরীরে “স্বরভূ” বলিয়া  
 ডাকিল আনন্দে জগতমাতা,  
 দেব সিদ্ধ নব ত্রিলোকপুত্রীতে  
 উঠিল উচ্ছ্বাস আনন্দ-গাথা ।

(পূর্ণ কোরস্)

(৩)

জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর  
 জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাংপর,  
 জয় মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মাণ্ড-ধারী ;  
 জয় সর্বরূপ জয় গুণময়,  
 জয় দীননাথ জয় দয়াময়,  
 জয় জয় দেব পাতকহারী ;  
 শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ,  
 পিনাকিনিদারী অনাদি মহেশ,  
 বোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী ।

(আরম্ভ)

(১)

নাচিয়া নাচিয়া “স্বরভূ” বলিয়া  
 দেবদল-দলে গগনভল ;

জয় শঙ্কু শুনি করে সিদ্ধমণি ;  
 উথলে গভীর অতল জল ;  
 স্বরভূ সঙ্গীতে আনন্দ-ধ্বনিতে  
 জীমূত মন্ত্রয়ে গগনপরে,  
 উচ্ছ্বাসে পবন পর্বত কানন  
 স্বরভূ কীর্তন আনন্দময় ।  
 “জয় জয় জয় ত্রিভুবনময়  
 জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মাণ্ডধারী,  
 শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ  
 বোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী ।”  
 বলিয়া নাচিয়া স্বরভূ ডাকিয়া  
 দেবদল-দলে গগনভল ;  
 জয় শঙ্কু শুনি গায় সিদ্ধমণি  
 উথলে গভীর অতল-জল ।

(শাখা)

(২)

“অহে বিশ্বনাথ পূরাণ বাসনা”  
 বলিয়া অন্নদা অঞ্জলিকরে ;  
 সৃজিলা যে দিন জগত-ব্রহ্মাণ্ড  
 দেখিতে সে দিন বাসনা করে ,  
 নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলি স্মর,  
 দেব যক্ষ নর আনন্দে ভরা ;  
 গীড়া ব্যাধি শোক যাতনা কেমন  
 জানিত না কেহ মরণ জরা ;  
 অপূর্ণ মাদুরী জীবন প্রকাশ  
 জীবের বদনে অপার সুখ ,  
 নব চারু মুহু লাবণ্য-লেপিত  
 মধুর স্মরণ প্রকৃতি-মুখ ।

(পূর্ণ কোরস্)

(৩)

“দেখাও আবার বাসনা আমার  
 তেমতি তরুণ অরুণ কার,  
 সেই মনোহর চারু সুধাকর  
 ফুটিছে নবীন গগন-গায়,  
 ছুটিছে পবন ছুটিছে কানন  
 তেমতি নবীন হিলোল বাসে,  
 তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া  
 প্রাণিবৃন্দ সহ জগৎ হাসে ;

তেমতি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া  
পশুপক্ষী হুখে ছুটিয়া ধায়,  
তেমতি করিয়া প্রমোদে মাতিয়া  
সকলে তোমার মহিমা গায়।

( আরম্ভ )

( ১ )

জয় জয় জয় অনাদি ব্রহ্মন্  
জয় বিশ্বনাথ সত্য সনাতন,  
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;  
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ,  
পিনাকিনাদী অনাদি মহেশ,  
যোগী চিহ্ন নিস্তারকারী।

( শাখা )

( ২ )

“অহে বিশ্বনাথ তব বিশ্বধামে  
কত দিন আর শমনেব নামে  
শমনের দূত দেখাবে ভয় ;  
কত দিন ভবে হা হা রব  
নরকুল আদি পশুপক্ষী সব,  
কাদিয়ে জীবন করিবে ক্ষয় ;  
অন্ধ খঞ্জ প্রাণী আর কত দিন  
জগতের শোভা করিবে মলিন—  
জীবন থাকিতে জীবিত নয় !  
দরিদ্র কাঁকাল কত দিন আর  
জঠর-অনলে করে হাহাকার,  
করিবে জগৎ কলঙ্কময় ?  
কবে বিশ্বনাথ ভবে সর্বজন  
আবার তোমার মহিমা কীৰ্ত্তন  
করিবে আনন্দে বলিবে জয় ?

( পূর্ণ কোরস )

( ৩ )

জয় জয় জয় ত্রিপুর-ঈশ্বর  
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মপরাংপর  
জয় বিশ্বরূপ-ব্রহ্মাণ্ডধারী ;  
জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় গুণময়  
জয় দীননাথ জয় দয়াময়  
জয় জয় জয় পাতকহারী।

( আরম্ভ )

( ১ )

বিসল তরঙ্গে আর মা গঙ্গে  
কাশীধামে আসি উদয় হও ;  
কলকল-নাদে এ শুভ সংবাদে  
জগৎ-সংসারে আনন্দে কও—  
জগৎ-জননী আজি গো আপনি  
জগতের দুঃখ বলিছে শিবে  
পূরিবে বাসনা আর কি ভাবনা  
রোগ শোক তাপ ঘুচিবে জীব ;  
গিয়া ঘাটে ঘাটে বল নাটে নাটে  
কাশীমাঝে আজি এ শুভ বাণী ;  
আবার শুন না ‘পূবাণ্ড বাসনা’  
গাইছে ওই যে ভবের রাণী।

( শাখা )

( ২ )

“পূরাণ্ড বাসনা ওহে বিশ্বনাথ  
জীবের ষাতনা ঘুচাও দূরে  
তেমতি করিয়া হুজিলে যে দিন,  
দেখাও আবার জগৎ পূরে ;  
তেমতি পবনে ছুটিছে কাননে  
তেমতি নবীন হিরোল-বাসে,  
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভবিয়া  
প্রাণিবৃন্দ সহ জগৎ হাঙ্গে।

( পূর্ণ কোবস্ )

( ৩ )

আনন্দ-ধনিতে অন্নদা-বাণীতে  
গায়িতে গায়িতে জাহ্নবী ধায়,  
আর কি ভাবনা পূরিবে বাসনা  
জগৎ-জননী আপনি গায়।  
“জয় শম্ভু” বলে দাও করতালি,  
লও রে অঙ্গুলী পুরিমা পানি,  
জিতুবনময় সবে বলে জয়  
“শঙ্কর হর” মধুর বাণী।

## রহস্য-বিষয়

বিশ্ব-বিভালয়ে ।

( বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে )

( ১ )

কে বলে রে—বান্দালীর জীবন অসার ?  
সোয়তে আমোদ দেখ আজ কিবা তার ।  
বান্দালীর হৃদয়ের যতনের ধন,  
তার মাঝে দেখে অই দুইটি রতন,  
রজনী করিতে ভোর উজ্জলি গগন,  
আশার আকাশে উঠি জ্বলিছে কেমন !  
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !  
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জ্বারে !

( ২ )

কি ফুল ফুটিল আজি বঙ্গের মরুতে  
কোটে কি রে হেন ফুল কোন সে তরুতে ?  
কোন নদী, কোন হ্রদ, পাহাড় উপরে  
ফুটন্ত কুসুম হেন আনন্দ বিতরে ?  
রে যামিনী তারা-হারা কিবা আভরণ  
আছে বল তার বৃকে দেখিতে এমন ?  
এত দিনে বুঝিলাম সে নহে স্বপন,  
ভারত-বিগিনে বীজ হয়েছে বপন ।  
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !  
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জ্বারে !

( ৩ )

এত দিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস,  
ফুটিল হৃদয় হ'তে কালের হতাশ ।  
বান্দালীর কামিনীর হৃদয়-কমলে  
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে ।  
সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গ-নরনী,  
ছুটেছে যুবক সঙ্গে যুবতী রমণী ।  
পরেছে উপাধি-হার সুনীল বসন  
সেজেছে অঙ্গতে কিবা চাক্র ধরশন !  
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !  
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জ্বারে !

( ৪ )

কবে রে দেখিব বল এ বিগিন মাঝে,  
আর(ও) হেন কুরঙ্গিণী এ মোহন সাজে ?

সে দিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার,  
নারী হবে পুরুষের জীবন-আধার ?  
গৃহরূপ কমলের কমলা-আকারে,  
ছড়াইবে সুধরাশি চাহিয়া সবারে ।  
হবে কি সে দিন ফিরে যবে এ বান্দালী  
অলকা পাইবে হাতে অভাগা বান্দালী !—  
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে,  
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !

( ৫ )

হরিণ-নয়না শুন কাদখিনী বালা,  
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কোমলীর মালা,  
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি এক জন,  
অই বেশ ও উপাধি করেছি ধারণ ।  
যে দিকারে লিখিয়াছি “বান্দালীর মেয়ে”  
তারি মত সুখ আজি তোমা দোহে পেয়ে ।  
বৈচে থাক সুখে থাক চিরসুখে আর ।  
কে বলে রে বান্দালীর জীবন অসার ?  
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে ?  
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জ্বারে !  
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !

সাবাসি হুজুগ আজব সহরে ।

ছেলাম, টেম্পল্ চাচা, আচ্ছা মজা নিলে ।  
ভোজ্যে দিলে ভোটিং খুলে মিউনিসিপাল বিলে ।  
ক্যাক্ট বলি, সহর যুড়ে ভারী আডম্বর ।  
অ্যাক্ট জারি হবে নূতন পরল্য সেপ্টেম্বর ॥  
বলি হারি সুবেদারী সুসভ্য কেভার ।  
ভেলুকিবাজি ইংরেজের হৃদ মজা হার ॥  
ফুরার আগষ্ট নিশি একত্রিশা বাসরে ।  
সহরে পড়িল চর, পর্ক ঘরে ঘরে ॥  
শব্দা ছাড়ি রাতারাতি না হইতে ভোর ।  
বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া, বেস্তা করে দোর ॥  
প্রাতঃকালে জারি হবে নূতন আইন ।  
ফ্রেম বাধা “ফ্রান্চাইসে” নেটিব স্বাধীন ॥  
কেরাগী, কারিন্দা ক্লার্ক, মুজুদী দেওয়ান ।  
মোজা, মুদি, মিউনিসিপাল বেঞ্চে পাবে স্থান ।  
সহর খোঁড়া কলের কাঠী নেটিব প্রজার হাতে  
দেখ্বে জারী বাহাদুরী কল্য দিবা প্রাতে ॥

দর্প ক'রে দুপুর রেতে "ক্যাণ্ডিডেট" বত।  
বাস্ত হ'য়ে বস্তা খুলে, সজ্জা করে কত॥  
বনেদী বাবুর বাড়ী টোটাবাতি জলে।  
গ্যাস লাইটে কাইন আলো আধুনী মহলে॥  
উকাল এটর্নী মূরি পোদারের ঘরে।  
রেড়ির তেলে আলো জলে,

পিরানু পোষাক পরে॥

খোব পোষাকে সজ্জা করি বাহাল তবিরং।  
স্বর্ণ চাপা স্মরণ করেন, সভ্য তবিরং॥  
দুর্গা, কানী, শিব নান শিবের তুলে রাখি।  
সিদ্ধ হ'ন ফুলফুলারী, কিরণী ডাকি॥  
বিশ্বপত্র বিনিময়ে "বটন" হোলে আঁটা।  
শ্রীমতীর কুন্তলের বাসী ফুলের বোটা॥  
হৃদ জপ পদ্মমুখে গন্ধ শূঁকি স্মৃতি।  
মদ বানু "মোনী শিরাল" হ'তে, ছাতি ঠুকে॥  
কোন বা বাবুজী, বাংলা-সহিত বাগানে।  
চন্দ্র রাসা, ওঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে॥  
চোগা, ঘড়ী, টুপি, টাঁকিরা চাপকানু!  
গড়াগড়ি পায় ধরি, নাছোড় বিবিজান॥  
ছাদন-দড়ী বাছলতা, ছেদন কটিন।  
বাবুজী ভয়েতে ভেকে। বদন মলিন॥  
দুঃখ দেখে মায়াবিনী ধাঁধন দিল খুলে।  
টপা গেয়ে তেরিমান উঠিলেন ফুলে॥  
কমালে মুছিয়া মুখ ঝাড়িয়া চাপকানু।  
"দেহি পদ পল্লব"—বলিয়া প্রহ্মান॥  
কোথাও কর্কশ কথা বিষম ব্যাপার।  
কর্তাটি বলেন, "ক্ষেপি, তলব রাজার॥  
প্রত্যাষে হাজির যদি না হইতে পারি।  
সর্বনাশ হবে, ক্ষেপি, পর্ক আজি ভারি॥  
দয়াল দাদা 'বয়াল' চ'ড়ে যাচ্ছে কোরে জাঁক।  
কম্বকৃতি ওকত গেলো, তক্ত বাবে ফাঁক॥"  
বলে, আঁচল খুলে এক দাপটে

পগার হলো পার।

বোষজা খুড়ী অবাক ভেবে ভোটের ব্যাপার॥  
পাঁচবস্ত্র, রামগোবিন্দ নব্যা ভোটের বস্ত।  
"বানুচাইসের" ফ জানে না হয় বুদ্ধিহত॥  
সাবান্নাজি ব'সে জাগে ভোটের রগড়ে।  
হৃদ তবিরং পায় মশার কামড়ে॥  
হৃগের হুকুম শক্ত, সময় যদি বয়।  
গাংকে করিবে লাল, সদা প্রাণে তয়।

পরিবার পুত্র কন্যা হাহাকার করে।  
সাবাস হজুক আজ আজব সহরে।  
সবাই তুফান ভাবে ভয়ে হবু থুবু—  
কবি বলে, "সাধন" বিনে সভ্যতা কি কতু?

\* \* \* \* \*

"ভোটিং হলে" মিটাং এবার যোটে কত লোক।  
কেহ গোরা, কেহ ছুধে, কেহ কৃষ্ণ কোঁক॥  
বীকা টেরি, হাতে ছড়ি একমেটে গড়ন।  
কামিজ আঁটা নধরবাবু নাগর কোন জন॥  
কেহ বা দোমেটে গাঁদা, কেহ বেঁটুরাজ।  
মাথাছাঁটা মেইদি কেহ, কেহ শিমুল ভাজ॥  
গাড়ী গাড়ী নামে বাবু বণিক কোরাণী।  
কাঁড় কাঁড়ি ক্যাণ্ডিডেট ফ্রেণ্ডের কোম্পানী॥  
কেহ চড়ে জুড়ি কেটিন কেহ আকিস বানো।  
কোরাণি কাহারো ভাগে কাবো বা ঠনঠনে॥  
কেহ বা আড়ানি তোলা "ব্রাকবুটের" ছাল।  
কারো শিরে "প্যারাসল" বিবিয়ানা চাল॥  
'এলবো' ঠেলে 'হলে' ঢোকে সেথো লয়ে সাং।  
ইংরেজী ধরণে গতি সাবানু ক্যাবাং॥  
'মার্চ' করে পিছে পিছে, 'ভোটের' টারিয়ার।  
আগে আগে যট্টিধারী ফুলিস পাহারা॥  
কৈদে বলে হুঁসিয়াব ভোটব-সে কোনো।  
ছেড়ে দেও দণ্ডবিধি কাও কি তা শোনো।  
ঘরে আছে পাঁচটি ছেলে একা রোজগারী।  
আমার ওপর বিনি দোবে

'পতব' কেন জারি?

'ফরেন চীজ' চাই না বাবা ছেড়ে দেও যাই।  
ঘবের খেয়ে, বনেব মোষ কি হেতু তাড়াই॥  
তার সঙ্গে অস্ত্র কেহ বলে কিছু হয়ে।  
যমের ঘরে আমাদের কেন বাও ল'য়ে॥  
আমীর উজীর ওরা, কেহ বা মনিব।  
ওদের সাথে পাবু কিসে আমরা গরিব॥  
ভোটের লড়াই এমন ধারা আগে জানে কেটা।  
তা হ'লে কি ধরা দিয়ে ভুগি এত পেটা?  
কাম্বাকাটি ঝটপট, কত করে সোর!  
'হগের' পুণ্যে কত পিণ্ডি পুলিসের জোর॥  
'ব্যাটিন' ওঁতোর চোটে তোলে ভোটের কলো।  
মর্থ 'হীটে' চর্খ কাটে, ভাসে ঘণ্ড-জলে॥  
বার খাড়া হুঁই দল 'হলেব' ছুধারে।  
মধ্যস্থলে মধ্যবর্তী 'সাইন' হাঁকারে॥

‘ইলেক্ট্র’ ক্যাণ্ডিডেট হব জোঁকাজোঁকি ।

পল্লীবাস ক্রেণ্ডের গাজ শুঁকাত্তিকি ॥

কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময় ।

চতুব রসিকরাজ চির-রসময় ॥

দেখিলে না চঞ্চলকে হেন চমৎকার ।

বদ্বের গোগুহ-রঙ্গ ব্যদ্বের বাজার ॥

কিছুকাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে ।

‘লিবার্টিব’ জন্ম দেখে কমল নিতে কেঁচে ॥

সাজাতে কতই বদ্বের নবাত্তর সঙ ।

তসর, গবদ, গজ্ঞে ঢালতে কত বঙ ॥

বলতে কেমন পাকারোঁপে

কলপ শোভা পায় ।

বলিহারি জরির টুপি বুড়ের মাথায় ॥

বুটীদার মোড়াসার আহা কিবা ঘটা ।

বায়াত্তরে শিরে তাজ, কুরুক্ষেত্রছটা ॥

ঘুণধবা বনেদি বুড়ো শিরে ত্যাভা টুপি ।

লেস-বসানো বেলাক্ ক্যাপে ঝোলে শিক্তুপী ॥

অপরাধ শোভা, আহা বাবরি ছাটা চুলে ।

অশানশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভুলে ॥

সামলার সুকার্ণিস মোড়াসার ফেব ।

মোগলাই ধুতুব মাথাধরা ঘের ॥

র্যাক হাট, ‘ফেন্ট’ টুপী, বোখায়ে লঠন ।

লাইনবাধা সারি সারি ‘জানই’ কেমন ॥

বাঙ্গালী বাবুর সাজ আমার চখে বালি ।

নকলে মজবুৎ বদ আসলে কাঁদাঙ্গী ॥

\* \* \* \*

ফর্দ হাতে মধ্যস্থলে মধ্যস্থ দাঁড়ায় ।

মেঘর বাছনি তলে ব্যাটন হেলায় ॥

ভোটর ধরে “অস্ত্র” করে তুমি কারে চাও ?

কোন জন বলে, সাহেব এটি আমার দাও ॥

কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীষ্টি বগলে বাহার ।

এলেমভরা, “ডি এল” মারা পছন্দ আমার,

“রাইট” বলে “ব্যাটন” ভুলে বাছন্নার চায় ।

“ইলেক্ট্র” অস্ত্র জনে ইদ্বিতে শুধায় ॥

সে জন বলে পরিপক্ব খাসা কালোজাম ।

“নিগারকুলে” কালাচাঁদ এটি লেব হাম ॥

এক তুরূপে টেকা মেঘে

“ব্যোম” করে বসেছে ।

“অবল” থেকে “অনারবল”

আর কে এমন আছে ?

হেসে পুনঃ “অফিসার” “ব্যাটন” ধরে তুলে ।

বৈষ্ণব ভোটর বলে মনের কথা খুলে ॥

আমি লবো রাজা অই মূল্যী রসিক ।

রসভরা মুখখানি, হাসি ফিক্ ফিক্ ॥

মাথা ঘুরে পড়ে হেরে নয়নের ঠার ।

অমন হৃদয় ছেলে কোথা পাব আর ?

বলিছে ভোটর কেন অই যে ও সেরে ।

ছাঁটা গোঁপ কাঁচা পাকা ঘটা করে ফেবে ॥

দোহারি চেগারা খাসা, গোঁগা বুটীদার ।

টাকার আঙুল উটি ‘মণ্ডের’ ভাঁড়ার ॥

দানাদার দাতা তবু ‘পস’ নহে ‘লুস’ ।

ঈশপের উপজ্ঞাসে অই সে “গোল্ড গুন্স” ॥

গিনি কাটা খাটি দোনা আছে “টুক বিং” ।

দেখে শুনে নিতে হুশো, “জাট ইজ দি থিং” ॥

কেহ বলে, আমি চাই অই স্বরাঙ্গন ।

পাকা দাড়ী,—সাদা চুল ঋষিটি যেমন ॥

বিগুর আহাজ বুড়ো, বুড়ের নবীন ।

ঐষ্টানের মুখপাত, চোখানো সজিন্ ॥

আমার পছন্দ অই গুই ভেকধারী ।

সাপোটে দিলাম ভোট, জ্বিতি আর হারি ॥

“হোর” দিয়ে হেনকালে, ঢোকে দেখি “হল” ।

ভঙ্গিতে বুঝি তাবা উকীলের দল ॥

চমকে চমকে ভাদ্দে “টান্ট” হ’তে নামি ।

“এন্ট্রান্স” আটক করে পাড়াই গিয়ে আমি ॥

সকলের আগে এক মর্দ দিল সাড়া ।

দিগ্‌গজ ছ হাত যেন তালের কাঁড়ি খাড়া ॥

আদ্যপাক চুলেতে তেড়ি, বুকসে বাগানো ।

“পারফিউম” ভাণ কেশ কমালে ছড়ানো ॥

সখের প্রাণ, সাদাসিধে, বলছে যেন হাসি ।

“দেলদারিতে” খ্যাতি আমার আর সকল বাসি ।

“সেকেন” করে ছাড়ি তারে অস্ত্র কথা নাই ।

হীরে বাঁধা হৃদয়খানা এটি আমি চাই ॥

এবার টিকিট হেরে হাসি নাহি ধরে ।

লেখা তাতে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে ॥

গণিত গায়ক, গাভী “চটকে মস্তুর” ।

হিন্দুয়ানি হেকমত হৃদ বাহাদুর ॥

বারো মাসে তের পক্ষ বাই খেমটা নাচ ।

“হেলথ” তাণ চিরকাল ঢালাই করা ছাঁচ ॥

রাষ্ট্র যুদ্ধে “কাঠ” খ্যাতি, ডক্কা মারা নাম ।

সর্বঘণ্টে অধিষ্ঠান বর্ষচোরা আম ॥

দুই "পাস" একেবারে শূন্যেতে উত্থান ।  
 ওঁইবার রক্ষা কর মুদ্রল আসান ।  
 দুই বাজালে এক সঙ্গে "হলে" যেতে চায় ।  
 কারে রাপি কারে ছাড়ি পড়ি ঘোব দায় ।  
 এক বাহাদুর 'হকে' ভারী বন্ধু ফাঁপা পেট ।  
 হাজা দেহ কক্ষিকাটা অলু কাণ্ডিডেট ।  
 ছিপ্‌ছিপে বাদল বাবু রাগেতে ফোঁপায় ।  
 হুদো পেটা তুঁদো দাদা মজবুৎ কথায় ।  
 রাক্ষাড়ে বাক্ষাড়ে ওঠে কোন্দলেব ঝড় ।  
 হাঁকাইকি চৌচাটেচি বেহুদ বেগড় ।  
 বিধকুটে বাঙালে গৌসা বডই বলাই ।  
 আহেলী বেলাতি বোল আনুকোরা ঢাকাই ॥  
 গরম গরম আছা বকম ঠংহাজী ফোডন ।  
 ভাসছে তাতে সাধু ভাষা মিষ্ট বিলক্ষণ ।  
 ভোটিং গেল ভাস্তা হয়ে 'ফ্রেন্সিচ কুল' ।  
 কবি বলে দুজনাই "ডাউন রাইট কুল" ॥  
 'অনর' বজায় কত হ'লে, ঘুসি সাফাই চাই ।  
 'ভল্‌গাব' ব্যবস্থা কেন কথার লড়াই ?  
 আলিপুর জড়ি যুড়ি গাড়িতে ছয়লাপ ।  
 চোপদার, চাপরাশি, ভৃত্য, কটিকসা ছাপ ॥  
 পেগম্বর জমিদার, খোন্স রদি রাজা ।  
 সিদ্ধ সাটিন, গবদ, চেলি চাপকানেতে ভাঁজা ॥  
 গলবস্ত্র সেক্রেটারী সাহেবানে ঘেরে ।  
 'পাইমেন্ট' পাস পাঠিতে ঘরে ঘরে ফেরে ॥  
 কেহ বলে খোদাবন্দ দুই লক্ষ আয় ।  
 কেহ বলে 'ভারত-তার' আমার গলায় ॥  
 কেহ বলে আমার 'ফনে' ব্যাঙ্ক খাড়া আছে ।  
 কেহ বলে 'ফ্যামিন ফনে' অনেক টাকা গেছে ।  
 "মা বাপ" সাহেব তুমি রক্ষা কর মান ।  
 নৈলে ঘরে কিরে গেলে বোচা হবে কান ॥  
 অতি বুদ্ধ পিতামহের খেলাং তুলে কেহ ।  
 বলে সাহেব সবাব আগে আমার পাস দেহ ॥  
 কেহ বলে কৃষ্ণদাস আমাব প্রতীবাসী ।  
 বোদাবন্দ ফেল কল্ল পাড়া শুদ্ধ হাসি ॥  
 মৌলভী বলেন আমি মুসলমানের চাই ।  
 হুজুর যেন ইয়াদ থাকে, বান্দাব দোহাই ॥  
 নবাব বলেন আমি নমুদ উজীর ।  
 হকিমতে আমার হক্‌ ভিন্‌ বি হাজির ॥  
 ফেসাদ করে, কত সেখে মাথা কুটে কৈদে ।  
 একে একে ফেরেন সববে অরপত্র নৈখে ॥

বাঙালার বন্দনীয় বাক অবতার ।  
 বলিহারি বন্দবাসী তাবিপ তোমাব ॥  
 \* \* \*  
 নগর ভিতরে হেথা নাগরীর তাত ।  
 নবীন তরঙ্গে তুলে কবে কত নাট ॥  
 বাছনি 'ভোটিং হলে' নাচনি পাড়ায় ।  
 ব্যঙ্গভরা বামাসুরের শ্রবণ জুড়ায় ॥  
 বিবিধানা ভেড়িকাটা তকণ তরুণী ।  
 তেফেরা সাড়ীতে বেড়া গাঞ্জেব উড়ানি ॥  
 'রুজ' মাথা মুগথানি পাথা নিয়ে হাতে ।  
 গরবে গঞ্জেগতি ঘুরিছেন ছাতে ॥  
 উদ্দেশে কাহারে বলে ভাল বুকেব পাটা ।  
 মিউনিসিপেল কমিশনার হবে আবার সেটা ॥  
 মেগের হাতে বাঁড়া কুলি

পেগের বড়াই খালি ।

বাগিচা বাগান বোট নাই একটি মালী ॥  
 সে আবার হ'তে চায় ভোটের মেঘার ।  
 পোড়া কপাল কালামুগ, ঝিক্‌ ঝিক্‌ ছার ॥  
 বাজীর নিকট ছাতে সাড়ী কালাপেড়ে ।  
 ঝাচলে চাবির খোবা ঝোলে গলা বেড়ে ॥  
 বসিয়া জনেক বামা 'উলেন' বিনায় ।  
 সিঁথিতে সিন্দুর-ছটা চাঁদেব শোভায় ॥  
 শুনে কথা মরালেব মত মাথা তুলে ।  
 বলে হায় হাসি পায় যম আছে তুলে ॥  
 কড়িতে কি জোটে মান বড়িতে থিড়ি ।  
 শুভেতে কি খাঞ্জা হয় এক আত্মলে তুড়ি ॥  
 আত্মটা ঘড়ীর চেন বানবে কি সাঙ্গে ?  
 আমার ভাতার হ'লে পালাতাম লাঞ্জে ।  
 হরপের এক অক্ষর যার-পেটে নাই ।  
 সে হবে মেঘর ? তাব মেগের মুখে ছাই ॥  
 কোন গবাক্ষের কাছে রমণী আহ্লাদে ।  
 লক্ষ্য করি অল্প জনে কথা কহে জাঁদে ॥  
 কিপটে ভাতার সেক্ষাঝাটা কমড়া বলিদান ।  
 মুখমিষ্ট মধুপর্ক সকলি সমান ॥  
 সে বলে তলানি জানি পুরুষ বড় দাঁতা ।  
 লখা কৌচা পরেব কাছে ঘরে ছেঁড়া কাঁথা ॥  
 বলে—পাল্টা গেয়ে আলতা মাথা  
 পা দুখানি তুলে ।  
 আয়না ফেলে জানলা দিয়ে চলো খোলা চুলে ॥

কবি কহে কিমেল বাছাই হয় যদি কখন ।  
 বাছনির বাছাইরী দেখাব তখন ॥  
 পোলিং শেষে হাজরে ডাকা পরক ভারী দড় ।  
 বাছাই করা মেঘরেরা কাউলেনে জড় ॥  
 কাগজ হাতে হগ বাবাজী হাকিম ধরণ ।  
 একে একে ডাকেন সব ত্যাগ উচ্চারণ ॥  
 নবাব নমুদ আলী খানসামা গোলাম ।  
 রায় রাজেন্দ্র শ্রীরাম যুগী ? উত্তর—সেলাম ॥  
 কুমার ভেকেন্দ্র কুট কানাই নাজির ।  
 সাহেবজাদা সেকেন্দর ? উত্তর—হাজির ॥  
 নাপিত নদেরচাঁদ পদ্ম বাহাদুর,  
 ছিদাম মালী শ্রীধর মুচি ?—হাজির, হজুর ॥  
 রামভদ্র চৈতলদ্বী নবি বরকন্দাজ ।  
 অনারেবল শিরেদাস ?—‘গরিব নমাজ ॥’  
 প্যাগঘর ‘সি এস আই’ পরেশ তৈনৎ ।  
 শ্রীধাম মন্তপি ‘তার’ ?—‘সাহেব দণ্ডবৎ ॥’  
 মৌলভী তাহিম মিরা, ইন্ডের পিরালী ।  
 ঘড়েল সাবুই বাগ ?—হাজির হজুরালী ॥  
 ডিপুটী নফর বজ্র সৈয়দ নবিশে  
 ঘো ছুম শির প্যাচা ?—আপ কি ওয়াস্তে ।  
 হজা দিয়ে ছুটলো পাছে তারই মাছের কোল ।  
 হাকুর ডেকে সাহেব গেল যাত্রাভঙ্গ গোল ॥  
 কোলাকুলি গলাগলি ‘সেকেনের’ ধুম !  
 মিউনিসিপেল মজ্র দেখে আকুল গুডাম ॥

হায় কি হলো ?

(১)

হায় কি হলো ?—কলম ছুতে হাদি এলো তুখে ।  
 ভেবেছিলুম মনের কথা লিখবো ছাতি কুঁকে ।  
 এলো হাদি—হাদিই তবে ডেউ খেলিয়া চলে ।  
 ছটাকথানিক রসের কথা—‘হায় কি হলো ব’লে !

(২)

হায় কি হলো দেশের দশা রিপণ রাজার ভূরে ?  
 সাদাকালো সমান হবে—সবার মুখ বুয়ে ॥  
 আসল কথা রইল কোথা কেউ না সেটা ধোঁকে ।  
 কথার লড়াই কথার বড়াই—হওয়ার সঙ্গে যোকে ॥  
 সেকেন্দ-কাল মিশ খাবে না—সমান হওয়া পরে ।  
 মাচের পুতুল হয় কি মাছ তুলে উঁচু করে ।

(৩)

হায় কি হলো—পেটের কথা বেরিয়ে গেল কত ।  
 ইন্তক সে লাট টমসন—বোলা ইন্দুর বত—  
 “রাষ্ট্র ক’রে ব’লে দিলে গুপ্ত প্রেমের কথা” ॥  
 উচ্চপায়া, নেটিভদিগের সেটা কথার কথা ॥  
 ধর্মভীতু এদেশীয় তাদের ভিতর ছিল !  
 স্পষ্ট কথা ব’লে দিয়ে—“পুরস্কারী” দিল ॥

(৪)

হায় কি হলো—কত লোকের ভ্রমটা গেল ঘুচে ।  
 বিলেত-কেরা এ দেশীতে প্রভেদ নাইক ছুচে ।  
 বতই বলুন, বতই শিখুন, তাদের চলন-চাল—  
 ইংরাজেরা ভোলে না তার—হায় রে কলিকাল ।

(৫)

হায় কি হলো—কপাল পোডা উমেদারের পেসা  
 পড়লো চাপা জাতার তলে—সাহেব বড় গৌসী ।  
 অন্ন গেলো বাঙালীরই, আর কি হলো তার ।  
 এ পোডা ছাই “ইলবাট বিল” কেন হায় হায় ।

(৬)

হায় কি হলো—দেশের দশা বিলাতে গেলে রমা  
 তিন দিন না যেতে যেতে খ্রীষ্ট ভঞ্জে, ও মা ।  
 পুরুষ পাছে মেয়ে আগে সফল তাতে ফলবে না ।  
 চাই এ দেশে, আর কি ছুদিন এ “দিশী জানান” ।

(৭)

হায় কি হলো—কথার দোষে

স্বরেন গেলো জেলে

ইংলিসমানে “কন্টেম্পট” ও “সিডিসন” ও চলে ॥  
 আহল্ বেলাত নরিস সাহেব ধর্ম অবতার ।  
 দেশের ছেলে কেপিয়ে দিয়ে ক’লে একাকার  
 কিনুকি ছুটে ভারত জুড়ে আগুন গেল লেগে ।  
 হায় কি হলো ছেলেগুলো পুলিশ দিলে মেগে

(৮)

হায় কি হলো ?—বঙ্গদেশের কপাল গেলো ফি  
 গুলী পুরে গৌরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাকপুরে ।  
 আসছে স্বরেন ধরে কিরে এই কথা সারা ।  
 এতেই এতো আডঘরি ? ইংরেজ কি গাধা ?

(৯)

বাথো ঘারা “হায় কি হলো”

তাদের কাছেই

“জাভানেল কবের” ব্যাপারটা নয় কি চলানি

পরের অধীন দাসের আতি

“নেসেন” আবার তার।

তারের আবার “এজিটেশন”—নরুন উচু কবা ॥

(১০)

হায় কি হলো—দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে।

পাটি খেলা চেউ তুলেছে ভাবত রাজ্য’ পরে ॥

সবাই “লীডর”—কর্তা স্বয়ং—আপনি বাহাদুর।

কতই দিকে তুলেচে কতো কতই তরো স্বয়ং।

(১১)

হায় কি হলো—আকাল এলো আবার ধরজা তুলে।

রাজ্যের পুণ্যে প্রজার কুশল—লেখাট আছে মূলে!

হায় কি হলো তাদের আবার—জয় ঘানের ঘরে?

জমীনারের গলা টিপে স্বচ্ছুরি করে।

“টেনেসিবিল” নামে আইন হচ্ছে তৈয়ার করা।

গলা গঙ্গা গদাধর ভূষাণী প্রজাবা!

(১২)

হায় কি হলো—“বন্দর্শন” বন্ধন দেছে ছেড়ে,

হায় কি হলো—দেশটা গেছে “সাপ্তাহিক” জুড়ে!

হায় কি হলো—ভূদেব গেল ছেড়ে গুরুগিবী।

হায় কি হলো—হেম, নবীন, নাইকো জাবিজুরি!

(১৩)

সবার চেয়ে হায় কি হলো—ওই যে হাসি পায়,

“হেষ্টি-পিগট” মিষ্ট কথা—“মিষ্টিরি” তলার।

কি কাণ্ডটা ছি ছি ছি “ন” জ্ঞার কথা বড়!

পানদরী হ’য়ে উদয় দলে—রগড় এত দড়?

(১৪)

হায় কি হলো আধখানা মাঠ জুবাট নেচে ঘেরে।

বিষয়টা কি, বুঝতে নাবি কাণ্ডখানা হেরে।

আদেক বাড়ী সহবান্নে হ’চ্ছে ঘোরাং,—

গুনতে ভালো “একজিবিসন”—একজনার কিসমৎ।

দেশের শিল্পী কারিগুর শিখবে বিলাতীরা—

অন্নভাবে দুদিন বাদে মরবে এদেশীরা?

গাসবো কত—“একজিবিসন” দেশের ভাল করে?

গেতে অন্ন নাইক ঘানের—এ কি তাদের তবে?

(১৫)

হায় কি হলো দাঁড়াই কোথা?—ইংরেজে ইংবেজে,

তুল কাণ্ড বেধে গেছে—সবাই মজায়ে!

বলচে বত “কলোনিয়া” আমরা হিষ্টে চাই,

‘অট্টেলিয়া’ ভাগ বসাবে অল্প কথা নাই।

এ দেশী ইংরাজ যত বাধছে সবাই দল,

রাখবে ভারত নিজের হাতে—দেখিয়ে বাহুবল!

“ইংলিশম্যানের” কবল সাহেব কচে—“কম্যাণ্ডার”

পেছন থেকে পাইওনিয়ার হাকচে হাওদারি।

বাপ রে বাপ কি চেহারা “ভলটিয়াবগণ,”

দাঁড়িয়ে গেছে সজিন হাতে—কাপচে কলাবন?

আর কি থাকে বাণীর রাজ্য!—নৌকর, চা-কর,

সাদিন খাবা দিচ্ছে সাড়া—উঁচিয়ে হাতিয়ার।

ছেড়ে দিবে ছবুরা-ভবা—পাখী মাঝ “গুন—”

উড়ে যাবে তুলাখ সেপাটি—আর্গি—“সেলব”—গণ

তাই ত বলি “হায় কি হলো”—রাজ্য আলমগিরি!

একেই বলে দেশোন্নতি—সাংস বহিহারি।

বুঝবে যদি “হায় কি হলো”—পরমা ক’টি দিও,

বত ক’রে “বন্দর্শন” কাগজখানি নিও।

—  
“নেভার—নেভার”।

(১)

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিসম্যান.

ডাক ছাড়ে ত্রাণনু কেশিক-মিলার—

“নেটিবেব কাছে পাড়া নেভার—নেভার!”

“নেগাব” সে অপমান—, হতমান বিবিজান

নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের “জান না”!

বিবিজান! দেহে প্রাণ কখনও তা হবে না ॥

হিপ-হিপ, হিপ-হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে,

সরা ভাবে জগৎহেরে—তারের বিচার

নেটিবের কাছে হবে?—নেভার নেভার!

“নেভার”—সে অপমান হতমান বিবিজান,

নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের “জান না”!

দেহে প্রাণ বিবিজান! কখনো তা হবে না ॥

(২)

কাপিল মেদিনীতল, পরা যায় বসাতল,

অন্তে ফেলি উজ্জ্বল “ভলটিয়ার” ছুটিছে,

কাগজ কলম ধবে কামিনীরা উঠেছে।

হরে হিপ-হুরে হো শিঙে বাজে ভো ভো ভো—

বুটন স্বাধীন সদা “ফ্রীডম—এভার।”

(৩)

বিলাতী বুকের বব কামিনী ফেলিল সখ

বসন্তের কাছে গিয়া কানে দিল পাক,

পুঙ্খ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দভরে

ভালিল বুটিন-বু বাক বাক ডাক ॥



হরে হিপ্ হরে হো, শিঙে বাজে ভৌ ভৌ ভৌ  
বুটন স্বাধীন সদা—“ক্রীডম্ এভার।”  
“নেতার”—সে অপমান, হতমান বিবিজান্  
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের “জানানা ?”  
দেহে প্রাণ, বিবিজান, কখনো তা হবে না ॥

(৪)

আর রে কিরিজি ভাই সিদ্ধুপারে চ’লে যাই  
সেখানে “লিবাটি হল” আমাদের সভা।  
পাত্র মিত্র যত জন সকলেই গবা।—  
বুঝাই খাঁটি হাল্ আছিলাম এতকাল  
হিন্দুদেশে ভালবেসে হিন্দুর সন্তানে,  
সিংহ বেন যুগ কোলে স্বর্গের উজ্জানে ॥  
লাখি কিল পটাপট জুতো চড় চটাচট  
“লিত্তার” পীলে কটাকট আপনি যেতো ফেটে।  
আমরাই করুণার মলম মাথারে গায়  
রাখিতাম কোলে ক’রে হিন্দুর সন্তানে  
সিংহ বেন যুগ রাখে স্বর্গের বাগানে।  
হরে হিপ্ হরে হো শিঙে বাজে ভৌ ভৌ ভৌ  
বুটন স্বাধীন সদা “ক্রীডম্ এভার”।

(৫)

হ’সিয়ার ইলবাট দেখে হে রিপণ লাট—  
সাহেব-রুক্মী সভা সংগঠিত হয়েছে।  
ছপোচ তেপোচ মিলে, লক টাকা দেছে তুলে,  
চামড়া কাটা কতগুলো “এক্ষিয়িস্” বুটেছে।—  
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হরে- হাট কোট বুট পরে,  
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা ?  
আর রে কিরিজি ভাই, সবরাডা ডাকে সবাই—  
সিদ্ধুপারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।  
পালে ঢুকে মিশে যাব, আঞ্জু পিঞ্জু নাহি রব  
সিংহদলে স্থান পাব রেছে নেবে কেবা।  
হরে হিপ্ হরে হো, শিঙে বাজে ভৌ ভৌ ভৌ—  
এ দিশী “বুটন” মোরা গোরাদের ব্যাটা !

(৬)

“জর জর বুটনের” জগৎ গেরেছ টের—  
ভারত উদ্ধার হবে আমাদের “মিসনে।”  
সে বাসনা যত কাল, পূর্ণ নহে তত কাল  
আমরা থাকিব হেথা কি করিবে রিপণে ?  
ভারত উদ্ধার হবে, আমাদেরই “মিসনে” !  
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হরে, হাট কোট বুট প’রে

বেড়াব শীকার ধরে যেথা পাব ভুবনে—  
কি করিবে আমাদের “টেরেটর” রিপণে।  
শত্রু যদি করে গোল, ধরিব বৃষভ বোল,  
উচ্চতানে শুভাইব নিছক খেউড়।  
সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি,  
লাঙ্গুল বেধেছে ভাল সভ্যতা নেজুড়।  
হরে হিপ্ হরে হো শিঙে বাজে ভৌ ভৌ ভৌ—  
বুটন স্বাধীন সদা “ক্রীডম্—এভার”  
হরে হিপ্ হিপ্—হরে, হাট কোট বুট প’রে  
সারা ভাবে জগতের তাদের বিচার,  
নেটিবের কাছে হবে ?—“নেতার—নেভা”

(৭)

কলরবে কুতূহলি নেটিবের দল।  
জনবলে দেখাইল শিং ভাঙ্গা কল ॥  
দেখাইল বাড়া গাড়া জুড়া বাছাবাছ।  
“ম্যাকো কিশ” মনোহর আনন্দের খাঁটা ॥  
ছড়া ছড়া পরিপক তাজা মর্তমান।  
দেখিলে ইংরেজ যাহে সত্তা মুগ্ধপ্রাণ ॥  
দেখাইল রত্নগর্তা বাঙ্গালার সুখ।  
মাত্রাজ বোম্বাই বেশ চক্ষুমনোভা ॥  
রত্নরথ “রেন্ডিডেলি” দেখাইল কত,  
জলিছে ভারত জুড়ে মানিক পর্তত !  
চলেছে তাহার ভলে এ দেশী রাজারা,  
পৃষ্ঠপরে শ্বেতকার রাণীর প্রজারা ॥  
হরে হিপ্—হরে হো, শিঙে বাজে ভৌ ভৌ ভৌ  
বুটন স্বাধীন সদা “ক্রীডম্—এভার ॥”

(৮)

হঠাৎ পড়িল ডাক সামাল সামাল।  
বলি শোন ওরে ভাই ইংরেজ ছাবাল।  
এ রাজস্ব ছেড়ে আর কোথা যাবি বল ?  
চিরশিক্ষা বুটনের পৃথিবীর লুট—  
ভারত ছাড়িয়া যাবো—টুট টুট টুট !  
ধূপছায়া ভায়ায়া, সবো শোন তবে বলি,  
আরমেনিয়া যাও হে কেহ—কেহ চুপাগলি ॥  
স্পষ্ট কথা বলা-ভাল বিষয় বড় ভারি,  
“মিলক কাউ” ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি।  
সবাই মিলে “অ্যা হেম” বলে পকেট পানে চায়,  
উচ্চতানে ধীরে ধীরে হাফা হয়ে গায়—

এর হিপ—জরে হো শিরে বজ্রি জেঁ জো ডে।

বুটন স্বাধীন সদা—“দেখা করে ভার” ॥

গিপ, গিপ—গিপ হবে, হেথা ভেড়ে বাব কিবে,

“জ্যাম দি নেটিং দিল” মেভার নেভার ॥

### বাঁজি-মাং ।

চৈত থাকে মুখোর পো, খেলে ভাল চটে।

গামার খেলার দাঁ কপো হর মোহর শালুক ফুট

“কক” দানে, এক তাড়াতে, কান পাড়িয়া।

চি, কাতুবে ভেঙে হবো কেশবাব কেশবাব।

বাস ভবানীপুর সাবাস তোদায়।

খোলে অদ্বত কাঙ্গি বকুলতলায়।

এ্য দিন বিশে পৌষ বাঁজালায় মাংষে।

দাঁ খুলে কলবালা পড়াই ইংবাজে ॥

পাখায় কৈশুরী নয় ৭ বিভাসাগর গোপা ৭

পথোব কাবচুপিতে মুখ হৈল ডোঁতা ॥

বজ্র-নগ্নেঙ্গ পেচি ঠাকুর পিণালি।

ভায়ে বাঁকড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি।

র মুখোর বেটা বলিহানি যাই।

সো হবে যন্ত মজা কিনে নিল ভাত।

যতীন্দ্র, কুণ্ডলাস। একবার দেখ চেয়ে।

কলতলায় পথের ধারে কক শত মেয়ে -

দলো ফিকে, গৌর, সোনা হাতে গুয়া পান।

পর্পর ডালি খুলে বসি শৈতেছে দৌকান ॥

দাম্বে বাঁজপাখি, লুট সাহেবের মেয়ে—

দুব্বেল মাস্তা গিলুট হলো, একবকর দেখ চেয়ে ॥

বগলে ছুতে থানি, দিয়ে গেতে হলে বুন।

জুপুয়ে মিসের দেখ বজ্র টোপার গুণ ॥

হ বাঁজের কাল কাটালে পুঁথি ঘেঁটে উঠে।

শবে, আইনপেদার পেরিকিতে মানটা গেল বেঁটে ॥

কহে মুখো ভায়া বলিহারি খাট।

ড সাপটা দরে মাং করিলে খোতাপ “দি এস আই”

হলে ও সহরবাসী, আর কি হাসি হাসবে রেড়ো বলে

দাঁ না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীব ছেলে ॥

চ’মুজিতে সখে ক’রে মাসা মোসাহেব।

জিটেপা কেমার সাহেব বাবলেট নায়েব ॥

ধাব কেন্দ্র মো. মোমটা খোল করিব কথা বাঁখো।

বাঁট শেয়ে বাঁট হ’য়ে পার হও দো সাহকা

কি জায়ে, ল’কা কি তার কাল বদনবানি।

শব্দ বাঁজের চেয়ে চেয়ে, যুবা নুপমনি ॥

কলি তুলে দেয় বা ঈশ্বরো ক’রে দল

দেখবে বুজি, কঠোর পিঠা খাপিল ॥

আর এযোগণ ক’রে বরদা চকুপা—

শিবের বিয়া নয় লো হটা ধরন ভাতকা সাগ ॥

এগিয়ে এস বড় চাকরণ, সাতে পো. গীর মা

তক পাবেন কৌশল তিনি তাড় ক’রান না ॥

সৈনিকি গায় কীবেব মালা তাতে দাঁকাই মুক্তি,

নজব দিছে, মেগাও বলে বউ বিকিনা পুতি ॥

বাঁজা বুক ক’রে এসে গলায় কাপক দিছে,

বাজুকাটি কাল ভাস, ফুলের মালা নিয়ে ॥

কিন শৈখে লেখে বল বাহনের মেয়ে হয়ে।

বাঁজাব ছেগের পা পুজিব ফলের সাজি ল’য়ে।

এখন—বাঁজা ও বাঁবে বুড় দিলি, হাসিল তল কাজ

দেখাবো আমি ভান ক’রে আঁবে এগোবে শাজ ॥

আঁর না লো. মল একে এ. ম. গোলিগা কাকন।

দেবি তোমের কপো. চটা খটকাটা কেমন ॥

ভয় ক’রা না একা. আঁরি দেখেও নাছি চাই।

রাফার ছেলো. ক’বজো. ও উঁকি মাঝে জাই ॥

আমি—বদনবাসী আসা। দেবে

লজ তাতে পারে।

বিশেষবাসী রাজানি ভেলে লজা কি লো ভারে ॥

বলতে কথা বাছা বাছা ক’ম ফলেব বাড়ি ॥

দেলে আসি বাজুব্বারে ভুড়িলো কবিব বাড়ি ॥

হীরার অলস, পোনার কলস, হাতনুদকার বেণী ॥

হলু তলু উল্লর, ধনি শাখর গুণগোল ॥

বাহাগদান গদগদানি উঠলো মহা বুয়ে।

মাঝবেলেতে মলের ঠমক বাজলো কঁদে কঁদে ॥

কবি তৈল হতভোয়া চিত্তর পুদী ফাক ॥

পালিয়ে যেতে পথ পারি না ঘোরে কলুব চাক ॥

বাঁজালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্যদিন।

বাঁজালী কলকামিনী হইল স্বাধীন ॥

সে নিশিতে কিসহরে কিস পত্নীগ্রামে।

নিজা নাহি খাষ কেহ বুধের আরাধে ॥

গৃহিণী বাঁহার ঘরে তারি কাণ্ডাকাটি ॥

সারানিশি গজনার চোটে কুটে মালি ॥

কহে কোন-রাজনারী বিনায়ে বিনায়ে।

শয়ন-গৃহের পাশে পতিতে শুনায়ে ॥

খালি সাদিনের দাছ, ফেটান হাঁকানো।

কেবল সেলাম বাঁজি, লেবিতে বেড়ানো ॥

বিন শত ব্রতের মত, তুমি পোষা  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে

কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে

কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে

কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে  
কথা বোলে, ভাঙে ভাঙে, মাঝে মাঝে

ছোটলাঠের আত্মকারী জোনাক হ'লে দেখি,  
লক্ষ গুণ বড় লোক বল দেখি অ কি ?  
কুঠি নিলে বাঁড়ী তেড়ে দাওব পাড়ায়—  
দোমার কোটের উল্লীল তোমাকে ভারায় ।  
ছি, ছি, ছি, ছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরি,  
তবু খালি মার্কি বাবা! পেরেদার 'লবণি'র  
ভাবতেন মুখি কেইটেই তুমি এক জন—  
অবাসিক রাজা কিংবা লক্ষণ বাবন ।  
ভদ্রা ভদ্রা পোড়া জাগি, উকালের খঁচা!  
জড়জড়িতে পারেন পি এন নাথব গোছা  
ব'লে, হোন্কা মেরে অসমাহিনা পায়ানার বনে  
মিত্তারই হাজি শেষ ভাড়াতে তাঁর মান ॥

পোনা পুটি বদমা চোমা গিরী আর বত ।  
পাড়ায় পাড়ায় কৈদে বেড়ান দেখ কত  
কেচ "লসে আমার কচাটি দে মূখ্যিকি  
ফাটি বেঁধে ঘান খালি এট বিলা মুখি ॥  
বাপের কামানো টংকা বিলাকাটা চাক  
লিরা নিজে জুজু হ'লে চোকে ক'লে ॥  
তাঁর টংকা তাঁর কড়ি তাঁর গোঁচর কন ।  
মাগ থেকে লুট খা কুটেন বদন ॥  
শেষে যবে হোমে যায় ছ বদর পার  
হাজার বেনার ইনি চো'কেন মূখ্যিকি ॥  
এট ভো "এলেম" তাঁর মূখ্যিকি ॥  
তা হতে আমার আর কি হইবে বোন্?"  
এলে দালালের মদ "দালালি ব্যাপাবে  
আমে বটে চের কড়ি নিজ বোলগারে ॥  
গেলেছে কড়িটি ভোর ভাল খাচড় নাই ।  
সে কেননে রাকপুল আমে বল তাই ॥"

কাপড়ের এডিটারি ক'রে মরে খারা ।  
তাঁহাদের কামিয়ারি কৈদে কৈদে সারা -  
"রাখি বিন এড খাচড় তার গো স্তাড়াং  
হুয়ায় মিনিট পাচ হয় না সাক্ষাং ॥  
এক লিখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে ।  
তবু পদ নাহি পার অজাগীর পাশে ॥"  
কনি বলে কামিনীরা ক্রক মাদ কর ।  
কিরিবে তোদের ভাগা শুন অন্তঃপুর ॥

ডিপুটির ভাড়া কন "আমাদের তিনি ।  
চৌকিদারীর কাছে পটু, মকবলে "গিণি"  
মহরে টাকার দরে চলা দেখি তার ।  
বলবো কি হুয়া ওলা দিদি অটুট আমার ॥

থরে থরে দেশে দেশে শবীর হ'ল কালি।  
সান্তশো টাকা মাইনে হলো—ঠাকুরাণী ॥  
মদ বড় তবু এতে চোকরাঙানি কত—  
ঘুঁটের চিপি ভাবে দিদি দেখিলে পর্ত্ত ॥  
হতম যদ্যপি কোন উকিলেব মাগ !  
বাড়িত আমাঃ আজ কত অন্তবাগ ॥”

সে রমণী বলে ‘বোন্ এপিট ওপিট।  
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট ॥  
বে টাকাটি মাসে মাসে কবে উপার্জন।  
চৌদ্দ ভূতে প'ড়ে কবে অর্ধেক ভোজন ॥  
কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজলাসে এজলাসে।  
দিন তেরটি লাগি পেয়ে ঘবে ফিবে আসে ॥  
বেজার বেহুদ পেশা কথা বেচে যায়।  
পদেব আবার মান সদম কোথায় ॥  
আমি উকীলের মাগ কথা শোন্ বোন্।  
মুখুয্যেব সঙ্গে আব কবো না ওজন ॥”  
“বটে বোন্ বটে বটে মানি তোব কথা।”  
বলে দীবে দীবে এক নাবী আসে সেথা ॥  
“আমাব কর্ণটি দেখ সবকাবী উকীল।  
মুখুয্যেব ‘সিনিয়ব’ উকীল সিবিলা ॥  
বয়েসও হয়েছে কিছু বৃদ্ধিও পেয়েছে।  
ছোট বড় কর্ম কাজ অনেক কবেছে ॥  
পাকা হিন্দু, প্রতিদিন দুর্গা নাম কবে।  
তবুও বাবীৰ ছেলে ঢুকলো না লো ঘবে ॥”  
ডাক্তাবেব নাবী কহে “ভাবী ত মন্দানি।  
নাভী টিপে জাবি কত ঘবেতে শাসানি ॥  
পারেন কেবল পাড়ায় পাড়ায় পিটিতে ধমল।  
মরণ কালে শবণ “চিবব” পাটিজ সমল ॥  
মরেন ঘবে পথে পথে বোদে হুঁকে হুঁকে।—  
গরে শুতে এলে এবাব গেলবা দিব বুকে ॥”  
স্কেরাণীর নারী যত পাদাবে কোপায়।  
মাগীরের “মিস্ট্রেসেরা” গোসা ঘবে যায় ॥  
কবিব ফিবিতে ঘবে হৈল বড় দায়।  
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায় ॥  
কান্ডা আসি হাজমুখে বলে কই দেখি !  
কি পাইলে কাব্য লিখে সোনা কিংবা মেকি ॥  
এড জলাতন কর জেগে সারা রাত্তি।  
তালি ফেলে কাগজ ছিড়ে পুড়িয়ে মোমেব বাতি ॥  
গরেন পোয়াত্তি নাই বিবাম নিজায়।  
শত রাক্ষড়ে সাভা নাই রাত্তি ব'য়ে যায় ॥

দেও দেখি গুণমণি এক পেলে শিরোপা।  
বুলবিবন, চাকি চাকি, কিংবা জরিব খোপা ॥  
কবি কহে পায় কিবা কি দেখাবে ধনী।—  
না বলিতে বান্দা ঠোঁট ফলায়ে তগনি ॥  
ধাক্কা দিয়ে গরনিকী গবুগবিয় যাব !  
কাঁকবে পড়িয়া কবি কাল্ কাল্ চায় ॥

### দেশালাইয়ের স্তব ।

নমামি বিলাতী অগ্নি দেশালাই-রূপী,  
দেহখানি চাটা ছোলা শিবে বাধা টুপী ॥  
যেমন ডেপুটী বাবু একহাৰা চেচারা,  
মাথায় শালের বেড় বাগে দেহডারা ॥  
নমামি গন্ধকগন্ধ যুগুট গোলালো,  
সর্ষজাতিপ্রিয় দেব গৃহ কব আলো ॥  
শাস্ত সভ্য অতি ধীর-চাপে যতফণ,  
শাপে উঠে চটে লাল—গোরাহু যেমন ॥  
নমামি সর্ষগ্রামা দাক অবতাব,  
চৌধা-বিয়-বিনামন কুটুপী টাকার ॥  
নিদ্রিতেব গুপ্তচব পাচিকাৰ প্রাণ,  
লখাদাড়ি কাবুলীৰ শিবে যাব স্থান ॥  
নমামি খাজোবশিখা নয়নবজ্ঞন,  
লালেতে নৌণের আভা দিবাদরণন ॥  
পোয়াত্তিবি প্রিয়সখা বালকের অরি,  
বিবাক্ হে কাষ্টদেব কত রূপ ধবি !  
প্রণমামি জালামুখ শূদ্র দেশালাই,  
সাহেব গোলাম তব লি কব বাদশাই !  
সোনা টিন রূপা তামা গায়ে বাধা দিতে,  
লাটের পকেটে বঠো সেভীৰ কাঁপিতে !  
নমামি সহজদায় ববষাদমন,  
স্ত্রীচড়ে কিরণ দব সপেব জলন ॥  
আখা জলে বিনা কুয়ে বিনা চ'খে জল,  
দিয়াকাটা তোব গুণে মাগীবা পাগল ॥  
নমামি কলিব কাষ্টি কাষ্টব চকমকি,  
তোমাব চমকে বিশ্বকর্মা গেছে ঠিকি ॥  
বিল, খাল, বন, জল, যেখানেই বাই,  
শিবে ভাটা সদা শলা দেখি সেই ঠাই ॥  
নমামি নমামি দেব পাইন-নন্দন,  
তোমাব প্রসাদে হয় সাগবে রন্ধন ॥

সভ্য জগতের তুমি সোহাগের বাতি,  
চুর্কট-ভক্তের মোক্ষ পদার্থ বিলাতী।  
নমামি ফর্ক'বশস্ক নাসিকা পীড়ন,  
ধনীর নিকটে তুচ্ছ কাঙ্গালের ধন।  
সঙ্ক্যার সোনার কাটা জোছনার ছবি,  
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ ব্রাইয়টের রবি!  
নমামি কিরণদণ্ড কোপন-স্বভাব,  
রাজগুণে চালাবের সমান প্রভাব।  
সিন্ধুজলে, পথে, মাঠে, গাভী, ঘোড়া, রেল,  
সকলে তোমায় পূজে সূর্য্য শশী ফেলে।  
ভিখারী কুটীবে স্বধী, ভীকুতে সাহসী,  
তব বলে খোঁড়া খাড়া বুড়িরা ঘোড়কী।  
বাঙ্গাকল্লতক তুমি সাহস-তারণ,  
দীনবন্ধু তব গুণ কে করে কীর্তন?  
প্রণমামি ধর্ম্মদেহ অন্ধকারহারি!  
নমামি অশেষ রূপ অবনী-বিহারি!  
নমামি মোমের ডাটি "ফক্সের"তে মলা,  
উনবিংশ শতাব্দীর অনলের শলা।  
তব গুণে, গুপ্ত তাপ, তপ্ত জগজ্জন,  
প্রণমামি দেশালাই দেবের ইন্ধন।

### বাঙ্গালীর মেয়ে

কে যায়, কে যায়, অই উঁকি ঝুঁকি চেয়ে?  
হাতে বালা পায়ের মল, কাঁকালেতে গোটি,  
তাবুলে তামাক রস—বাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট;  
কপালে টিপেব ফোঁটা—খোঁপা বাঁধা চুল,  
কেশেতে রসনা ভরা—গালে ভবা গুল,  
বলিহারি কিবা সাটি ছুকলে বাহার,  
কালাপেড়ে শাশিপুরে কল্যা চুড়িগাব,  
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে চলে যেন ধেরে—  
হায় হায় ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—  
মুখের সাপটে দড়—বিপদে অজ্ঞান,  
কৌদলে ঝড়ের আগে কথার তুফান,  
বেহদ সুরের সাধ—পা ভডায়ে বসা,  
আঁচলের খুঁটি ভুলে অন্ধমলা ঘসা!  
নমস্কার তাঁর পায়—পাডায় বেডানী,  
পেটটিভরা কুজডো কথা, পরনিদ্রাগানি।

কথায় আকাশে তোলে হাতে দেয় চাঁদ,  
যার খায়, যার পবে, তারি নিন্দাবাদ,  
বসনা কলেব গাভী চলে রাত্রি দিন,  
বাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সন্ধান,  
খেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে—  
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—  
ধারাপাতে মুষ্টিমান, চারপাতে পড়া,  
পেটেব ভিতবে গজে দাস্তুরায়ের ছড়া।  
চিত্রিকাজে চিত্রগুপ্ত—পিড়িতে আলপনা।  
হৃদ বাহাদুরী—"ছিবি" বিচিত্র কাঁবখানা,  
অক্ষশাস্ত্রে বরকচি গ্যালিলো নিউটান,  
গণ্ডা কড়ি গুলে হ'লে জানের বাড়ী যান,  
পান্তাডে পড়োব মত অক্ষবের ছাঁদ,  
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ লেখা সাধ;  
ক্ষীরপুলি, পায়ের, পীঠা মিষ্টানের সীমা,  
বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা।  
জলো ঢেপে পুষ্টদেহ তেলে জলে নেয়ে—  
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—  
সুমুখে তুধের কড়া—কাটিতে ঘোটন,  
খোলা চুলে চুলো জেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন।  
তপ্তভাতে ভবা হাঁড়ী, বেড়ী ধরে তোলা,  
মদগুব মৎস্তের ঝোলে ধ'নে বাটা গোলা,  
খাঁড়া বড়ী, শাক পাতালে বিলক্ষণ টান,  
কালিঘে কাঁবাব রেঁধে দেমাকে অজ্ঞান!  
শাঁখেতে পাড়িতে ফুক চূড়ান্ত নিপুণ,  
জলুধনি কোলাহলে চতুর্মুখ খুন।  
রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া গাভী মুদে বাওয়া,  
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গন্ধাঘাটে নাওয়া।  
বাসরঘরে বুয়ব কবি চোখের মাথা ধেরে,  
প্রভাত হ'লে পিসখাণ্ডী ঘোমটা মুখে চেয়ে

সাবাস্ সাবাস্ তোরে বাঙ্গালীর মেয়ে—  
ব্রতকথা উপকথা সেজ্জতি পালন,  
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ!  
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্ত্তে গাজনের গোল,  
যাত্রা সঙে নিদ্রাত্যাগ—ছেলে ভরা কোল,

ভূত পেরেতে দিনে ভয়, অন্ধকারে কাঠ,  
শক্তরোগে রোজা ডাকা, অশুয়ান পাঠ,  
তীর্থস্থানে পা পড়িলে আছাদে পুতুল,  
হাটবাঁজারে লজ্জাহীন ঘরে কুঁড়িল।  
গুঁড়িকাঠ হুড়িশিলা ভক্তিপথে নেয়ে!  
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।  
রসের মরাল যেন জলটুক ছেড়ে—  
দুধটুক টেনে স্থান আগে গিয়ে তেড়ে,  
চিনের পুতুলে সাধ, বাতাস টেনে পেটা।  
র্যাফেল বাধা ছবিগুলো ধবে ঘোবে খাঁটা,  
খেলায় দিগগজ কেঁয়ে, চোবের সন্দার,  
লুকাচুরি যনের বাড়া—স্পষ্ট করে ঠার।  
আরেক খালি খোঁপা বাঁধা, নয় বিননো ধারা  
হৃদ হলো কচি ছেলে টেনে এনে মাঁবা।  
কার্পেটে কাবচুপি কাজ, কাঁক নগ্য চাল,  
ঘরকন্ঠায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁপিতে ডাল!

নিজে বাটে, অন্ধে দোষে মুগসাপটে দড়,  
হুজুতে হাবিলে কৈদে পাড়া কবে জড়,  
বাঙ্গালী মেয়েব গুণ কে করাবে গেয়ে—  
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—  
মুহু মুহু হাসি টুক অধবে রঞ্জন,  
সাবাস্ সাবাস্ নাক চোকের গড়ন,  
কালো চুলে কিবা ঘটা চোখে কাল তাবা,  
দেখে নাই যারা কতু, দেখে যাক তাবা।  
ভাসা ভাসা খাসা চোপ তুলি দিয়ে খাঁকা,  
তা উপরি কিবা সব ভুকমুগ বাঁকা।  
ধমক ধমকে গিব গতি কি স্মরণ,  
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর!  
আহা আহা লজ্জা যেন গায় কটে আছে,  
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে?  
চক্ষু যদি থাকে কাবো তবে দেখ চেয়ে—  
হায় হায় ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!

## অ-পূর্ব প্রকাশিত কবিতা

পদ্মকুল

যতবার হেবি তোবে কেন ভুলি বল,  
ওরে শতদল পদ্ম ?  
কি আছে ও যেত বর্ণে  
কি আছে ও নীলপর্ণে,  
যখন নিরখি—আমি ভগ্নি নীতল।  
যতবার হেরি তোবে কেন ভুলি বল  
ওরে প্রসুতি পদ্ম ?

যখন সূর্যের বশি মাখিয়া শরীবে,  
হাসিটি ছাডয়ে মুখে  
ভাসো নীল বারি বৃকে

টল টল তলুখানি কতই গরী বে—

হেরিলে তখন কেন আমিও হাসিবে  
ওরে মোহকর পদ্ম ?

আমাবও অধবে হাসি অমনি মধুব

দোটে রে আপনি আসি,

তোমারি হাসিব হাসি

পরকাশে হৃদিতো—আহা কি মধুর।

কেন, বা না হেবে তোবে রদয় বিধুব

ওরে সব শোভা পদ্ম ?

আবাব যখন' আহা, শিশিরের জলে

ভিজিয়া মনের খেদে,

গোট করি কৈদে কৈদে,

দলগুলি মোদ, ফুল গুপ্তনের তলে—

তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে

ওরে রে মুদিত পদ্ম ।

দেখিলে তখন তোবে আমিও হৃদয়ে

পাই রে কতই বাখা

মনে পড়ে কত কথা

ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন উদয়ে---

খেলাত চকল মনে উদ্গাদিত হয়ে ।

ওবে আচ্ছাদিত পদ্ম ?

কি যে কোমলতা তোব থবে থবে থবে

পত্রদলে, শতদল,

হৃদি তোব কি কোমল,

সেই জানে কোমলতা হৃদে যাব যবে ।

আমি ভিন্ন কেহ আব জানে কি অপার

হে কমলবাসী পদ্ম ?

ফোটে ত রে এত ফল ত্যাগের কোলে

শুভ্র নীল লাল আভা,

কাহাব শবীর পভা

কই ত আমাব মনে ওরূপে না খোলে

এত সুখে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে

বে চিত্ত-মাদক পদ্ম ?

দেখছি ত পুষ্প তোবে আগতে কতই

সকালে খেলছি যবে,

সখারা মিলিয়ে সবে,

ভ্রমর হৃদতীরে বিহ্বলিত হই---

তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবিনি ত কই

ওরে ভাবময় পদ্ম ?

এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানিনে ।

যৌবনেতে সুখোদয়,

হায় রে সকলে কয়—

প্রৌঢ়-সুখ কাছে আমি সে সুখ মানি নে !

পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানি নে

ওরে মনোহর পদ্ম ?

যে বাস তোমাতে, হায় সে বাস কি আর,

আছে অন্ত কোন কূলে ?

অমন বাতাস ছুলে

ছোটো কি সুরভিগন্ধ যুই মল্লিকার ?

তোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার

রে কুন্দলাঞ্জন পদ্ম ।

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে,

এতকি শোভে বে বন ?

এত কি মোহে বে মন ?

হেরি যবে তোবে দুল্ল হৃদেব লহবে

কি যেন পেলে বে বসে হৃদয়-নির্ঝবে

বে সর্বোবগ্নন পদ্ম ?

কথাটি ত নাহি মুখে--জান না ত বাণী

তবু ওবে শতদল,

কেমনে প্রকাশে, বল্

যে কথা হৃদয়ে তোব --কেমনে বা জানি

ওরে গুপ্ত ভাষা পদ্ম ?

কেহ কি দেখে না আব এতোব সর্দল

মাধুরী-প্রতিমাখানি ?

কেহ কি শোনে না গীতি

তোব কমল-মুখে ? -আমিই পাগল ?

আমিই একাকী মত্ত পিয়ে ও গবল

ওবে উদ্গাদক পদ্ম ?

কেন বল এইরূপে দৃবি নিবন্যব

যেখানে তোমাংব দল

ফুটিয়া সাজায় জল,

না দেখিলে কেন হয় একপ অণব--

কেন দেখি শূন্য মই যেন বা গুলব

বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম ?

ঘুরি ত কতই স্থানে--কত দেখি হায়,

বাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,

পাইত কতই স্নেহ,

তবু কেন বল্, চিত্ত তোবি দিকে ধায়--

বল বে নিকটে তোর ধায় কি আশায়

ওবে চিত্তচোব পদ্ম ?

ধন, মান, বিভবের দৌবন্ড-শোভায়

এত ত মোহে না হৃদি

ধাকে না ত প্রাণে বিদি

এমন সুরভি শোভা সংসার-দীলায় ।

ভ্রমছি ত এতকাল খেলায়ে সেখায়

কৌড়াকুশল পদ্ম "

কতবার কবি মনে ভুলিব বে তোরে,  
 দরিব সংসারি সাঙ্গ  
 ভাঙ্গিয়া হৃদয় ভাঙ্গ  
 অস্ত্র সাধ হৃদে ধবি ঘূরি মর্ত্য-ঘোরে—  
 ভুলে যাই গুরুবর্ণ—ভুলে যাই তোরে  
 হায় মোহকায় পদ্ম ।

না পশিতে চিত্তভলে সে কলনা-মূল  
 শুকায় সে সাধ-পাতা  
 ভুলি গে সে সব কথা,  
 ভুলিতে না পারি কিঙ্ক একমা এ ভুল—  
 কি মাধুরী-দোব তোব চায় বে, অতুল  
 ওবে মধুময় পদ্ম ।

সত্য কি বে তোবি দেহে এত শোভা বাস ?  
 কিংবা সে আমাবি নন  
 প্রমোদে হয় মগন,  
 ভাবে আপনাব প্রভা তো'তে পবকাশ—  
 চেনন ভাবিয়া তোবে শোনে নিজ ভাষ  
 ওবে জড়দেহ পদ্ম ।

যাই হোক, বে বিপানে 'আনাব হৃদয়  
 বিগুস্ত মাধুর্য তোব,  
 হ'লে জীবনের ভোব,  
 তবুও স্বপনে তুই হবি বে উদয়—  
 ভুলিব না তবু তোবে, বে স্বয়মায়  
 অগুণ-নিবাস পদ্ম ।

ভাবি শুধু কেন বিদি কাঁপনা এমন—  
 এত শোভা বাস বাব  
 পঙ্কেতে জনম তাব,  
 পঙ্কজ বলিয়া তাবে ডাকে সাপুজন ।  
 জানি না বিদিত হায়, বহুস্ত্র কেমন  
 'ওবে শুদ্ধচেতা পদ্ম ।

হায়, বিদিত, এ মনও কি তেমতি বিপানে,  
 বাঁদীলা এ দেহ-পুটে ?  
 বলুয পঙ্কেতে ফটে,  
 'নাই এত দ্বিপ্ত মন, ভোবে ভাসে বাসে ?  
 'ঝেছি বে শতদল অচ্ছেদ্য-বসনে ।  
 তাই তুই আমি বাঁধা,  
 এক সঙ্গে হাসা কঁাদা,

তাই ওবে পদ্মফল,—এ মিল দুজনে ।  
 ভুলিব না তোরে পদ্ম,  
 ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে ।

### দেব-নিদা ।

( ১ )

কোন মহামতি মানব-সমান,  
 দৃষ্টিতে বিধি শাসন, বিধান,  
 অবীচ চট্টা বাসনামলে,—  
 অবনী ত্যজিয়া অমর আলয়ে  
 প্রবেশি দেগিবে দেবতানিচয়ে—  
 দেব পুয়ন্দর, ববি, ততশন,  
 বাগু, চবি, চর, সবালবাহন,  
 দেগিবে আশিছে কাঁবণ-জলে ।

( ২ )

দেগিবে কাঁবণ-সলিলে আশিগা  
 চলেছে কিংপে নাচিয়া নাচিয়া  
 পবমাণু-রেণু সময় বয়ে ।  
 দেগিবে কিংপে বাব সগাব,  
 দেহেব প্রকৃতি, কাসেব আকাঁব,  
 জ্যোতিঃ-অদকাঁব, গগণবদপ,  
 নিয়তি-শৃঙ্খল দেগিবে কিংপে—  
 ভাবিতে বাগিনা অসীম হয়ে ।

( ৩ )

"আয় বে মানব" সহসা 'অমনি  
 পবি শূন্যদেশ হলো দৈবপল্লি—  
 বাজিল চন্দ্রভি, নাদিল অশনি,  
 খুলিল 'অমব-আলয়-দ্বাব,  
 ছুটিল আলোক বিগোক পৃথিবা  
 'অপূর্ণ সৌভ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া  
 উচ্ছ্বাসে বহিল,—অবণ 'ভবিষ্য,  
 মণ্ডর অমব সঙ্গীতভার ।

( ৩ )

মানব-নন্দন অববভবনে  
 প্রবেশি তখন পুলকিত-মনে,  
 দেখিল নিবণি 'অমবালয়,  
 গগনমণ্ডলে অঙ্কশ কেবলি,  
 মধুর নিষাদে জ্যোতিষমণ্ডলী



দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তাব,  
পরীকল্পাগণ করিয়া বন্ধার  
সাবিধে বাদন মাধুরীময় ।

( ৫ )

তপনমণ্ডল গগনপ্রাঙ্গণে,  
কিরণ-সমুদ্র যেন বা শোভনে,  
শিখার তরঙ্গ ছুটিছে তায় ।

দেখিল আনন্ডে সে কিরণ উঠি,  
অনন্ত অনন্ত যোজনেতে ছুটি  
করিছে ভ্রমণ—পড়িছে ভাঙিয়া  
কিবণেব বজ্র যেন বা পাঁথিয়া,  
সহস্র সহস্র গ্রহেব প্রায় !

( ৬ )

আদিত্য বেরিয়া চলেছে ঘুরিয়া,  
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,  
দেখিল তাহাতে স্বধাব হ্রদ ;  
সে হ্রদ-স্বধাতে পিপাসা মিটাতে,  
প্রণয়-বিধুর, হ্রদ-ব্যথাতে,  
অসংখ্য গন্ধর্ব্ব, দানবমণ্ডলী,  
কুলোতে বসিয়া অতি কুতূহলী,  
আনন্দে ভুঞ্জিছে মধুব মদ !

( ৭ )

সুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,  
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,  
ত্রিদশ-মণ্ডলে সৌবত বয় ;—  
অমর নীবব, নাহি কলবব,  
শূন্তেতে কেবলি মধুব সুরব ।  
সঙ্গীত করিছে, ত্রিদিব পুরিছে,—  
“শান্তি শান্তি শান্তি” শব্দ হয় ।

( ৮ )

দেব অট্টালিকা চন্দ্রাতপতলে,  
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,  
অতুল মহিমা বদনে ভাতি ;  
অপূর্ব্ব নয়নে সুখে নিদ্রা যায়,  
গদতলে ইন্দ্র মাতঙ্গ ঘুমায়,  
চৌদিকে ঘেরিয়া দামিনী খেলায়,  
পুঙ্খর প্রভৃতি মেখেতে ভাতি ।

( ৯ )

মহা তেজস্বর প্রচণ্ড ভাস্কর,  
ঘুমায় অববে খুলিয়া স্নানর  
সহস্র কিরণ কিরীট-ভূষা !  
অণু হ’তে করে অপূর্ব্ব সুধমা,  
জলধর-তম্বু জিনিয়া উপমা,  
নিকটে স্তম্ভন, অরুণ উষা ।

( ১০ )

খুলে যুগচিহ্ন, অতুলিত শোভা,  
অমল স্নানব তম্বু মনোলাভা,  
শশাঙ্ক ঘুমায় কিবণজালে ।  
সে তম্বু দেখিতে কিম্বব-কুমার  
কত শত দল, অপূর্ব্ব আকার,  
বয়েছে দাঁড়ায়ে বিশ্বয়ে পুরিয়া—  
সুধার সুগন্ধে আনন্দে মাতিয়া,  
উড়িছে চকোর অধূত পালে ।

( ১১ )

শশিতম্বুছটা পড়িছে উৎথলি,  
দেব-ক্ৰীড়াবন নন্দন উজলি,  
মেঘ, মন্দাকিনী, তরু-চূড়ায় ;  
কুম্ব-আকৃতি অপ্সরা, কিম্ববী,  
কব, বক্ষ, ফোড়ে বাগ্ময় ধরি,  
শুয়ে সারি সারি লতা-পুষ্পপবে,  
বিমল চন্দ্রমা-কিবণে বিহরে—  
পারিজাত-কুলে শটী ঘুমায় ।

( ১২ )

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,—  
মাধব-কুমার সভয়ে চকিত,  
শুনিল গম্ভীর জীমূতনাদ ।  
দেখিল আতঙ্কে নয়ন ফিরায়ে  
গগনপ্রান্তে একত্র জড়ায়ে,  
খেলিছে অসংখ্য বিজলী-ছাদ ।

( ১৩ )

আধোদেশে তার, অনন্ত বিস্তার  
কাবণ-জলধি পবি বীচিহার,  
উৎখলিছে রঙ্গে প্রসারি ধারা ;  
গহ্বরে গহ্বরে উপকূল-ধারে  
প্রচণ্ড হুকারে মারুত গ্রহাবে  
ভাঙিতে যেন বা বন্ধন-কারা ।

( ১৭ )

উপকূল ধাবে অনল কুণ্ডেতে,  
শিখর প্রমাণ শিখার শুণ্ডেতে,  
অনল উঠিছে গগনভালে,  
যেন ঐরাবত ছুটিয়া পবনে,  
ষোর আকর্ষণে গভীর গর্জনে,  
জলন্তস্ত ধবি শুণ্ডেতে উগাদি,  
ফেলিছে তুলিছে জলদজ্বালে ॥

( ১৫ )

কাবণ-সাংগেবে পরমাণু-কবে  
অনাদিপুরুষ বসি পানভবে  
ছাড়িছে নিখাস—জন্মিয়া তায়,  
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া  
অসীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া  
ছুটিছে অনল-ফলিঙ্গ-প্রায় ।

( ১৬ )

কত সূর্য্য তাবা কত বসুমতী,  
স্বর্ণ মর্ত্য কত অশ্রুট-মুরতি  
ভাসিয়া চলেছে কাবণ-জলে—  
কত বসুন্ধরা রবি শশী তাবা  
জগতব্রহ্মাণ্ড হয়ে রূপহারী  
ধসিয়া পড়িছে সলিলে ডুবিছে  
কাবণ-বারিধি-অতল তলে ।

( ১৭ )

সে বারিধি হ'তে চলেছে ছুটিয়া  
দেখিল মানব পুলকে পুবিয়া,  
কালের তরঙ্গ বিপুলকায়,  
বহিছে দ্বিধারে বিবিধ প্রকারে  
এক ধারাপরে মানব-আকারে  
কতই পরাণী ভাসিয়া যায় ।

( ১৮ )

অমল কমলে ভাসিছে সকলে  
ধম্বক্ষারী কেহ, কার করতলে  
লেখনী পুস্তক বিস্তৃত রম,  
ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিত্রিত  
জগতে শুধুই ইহারা আগ্রত  
মাইভে মাইভে—গভীর উচ্ছ্বাসে,  
যজ্ঞাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে—  
অকালে তরঙ্গ করিয়া জয় !

( ১৯ )

সে নরমণ্ডলে মানব কৃষাব,  
যজ্ঞাতি হেরিল কত আপনাব,  
পুলকে পুবিল মোহিত হয়ে—  
বাজিল দুন্দভি সহসা অমনি,  
স্বদ্ব-গগনে হলো দৈববাণী,—  
“দেখ বে মানব এ দিকে চেয়ে ।”

( ২০ )

দেখিল চমকি অল্প ধাবা-জীব,  
গভীর চিন্তায় পদ ফেলি ধীবে,  
চলেছে দরিদ্রা প্রবাহ-ধাবা,  
প্রাণী করজন পুলকিত-চিত,  
‘মাইভে’ নিনাদ শুনিয়া শুভ্রিত,  
দেবচ্ছটা যেন বদনে ভবা ।

( ২১ )

পশ্চাতে তাঁদের করি জয়ধ্বনি,  
চলেছে কতই মানব পবাণী  
ভেবী-শব্দনাদে কবি ঘোব ধ্বনি  
মাগব হুকারে উথলে গীত,  
উথলে সঙ্গীত-নিনাদ গভীর—  
“হোক না কেন সে মাটির শরীর,  
মানবের জাতি কখনও লীন,  
হবে না সমূলে ক্ষতি যত দিন—  
তবে রে পরাণী, কেন ভাবিত ?”

ডাকিছে আবার আনন্দ আরাবে—  
“সমব-বিজয়ী প্রাণী যারা সবে,  
গাও রে উল্লাসে অমব-গীত ।”—

( ২২ )

“দেব-অংশে জন্ম, পব দেব-মালা,  
কব মর্ত্যভূমি জগতে উজ্জ্বলা,  
দম্বজাবি-তেজে অবনী-অঙ্কেতে,  
কর সিংহনাদ বিজয়-শব্দেতে,  
জাগুক জগতে মানব-ধাম;  
জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণ্ডলী,  
দানব গন্ধর্ব্ব হয়ে কুতূহলী,  
দেখুক চাহিয়া ভবিষ্য স্থলিয়া,  
ত্রিলোক উজ্জ্বল মানব-ধাম ।

( ২৩ )

সে গীতের সহ ঘন বোর স্বরে,  
বাজে শব্দনাদ, শুনিল অন্তবে,  
দেখিল চাহিয়া নরকুমার—

শত শত দলে পরাণী সকলে  
করি সিংহনাদ মহাগর্গে চলে,  
বলে উঠেঃস্ববে ধবলীমণ্ডলে—  
“একতার সম কি আছে আব ?”

( ২৪ )

“একতা বর্ণে বিজিত অমরে,  
কত কাল দৈত্য ঘৃণিলা সমবে ।  
দৈত্যকুলে নাশ করি, মুণ্ডমালা  
পবে মহাকালী দহুতারি-বালা,  
নিদৈত্য কবিয়া অমর-বাস !  
একতা সাবিত্রে এ মর-ভবনে,  
কত মহাজন প্রাণ দিয়া বণে,  
গেল স্বর্গে চলি দিয়া নরবলি ।  
অবনী-দানবে কবিয়া নাশ ।”

( ২৫ )

“এ মর্ত্যপূবীতে সেই ধনু জাতি,  
একতার জ্যোতিঃ বদনেতে ভাতি,  
তেজোগর্গি ধরি থাকে নিজ বাসে,  
হেরে পুত্র দাবা প্রাণেব হবষে,  
হাসিতে কাদিতে কবে না ভয় ;  
করে না কখন পাণ্ড অর্ঘ্য দান,  
পর-পদতলে হয়ে স্নিগ্ধমাণ,  
কৃতজ্ঞলি-কবে ভীকৃতা বসে,  
বলে না কখন দাতকের জয় ।”

( ২৬ )

“একতাই মর্ত্যে মানব-সখল,  
একতা বিহনে পরেরি সকল,  
দারা পুত্র গৃহ যা আছে তোব,  
সে ধন বিহনে আলয়-বিপিনে,  
জীবন-আশ্বাদ পাবিনে পাবিনে—  
দিবস-শরীরী সকলি ঘোর ।”

( ২৭ )

হরষিত-তনু কদম্ব প্রায়  
মানব-নন্দন দেখে পুনরায়,  
সেইরূপ জ্যোতির্ময় আকৃতি ;

প্রাণী কয় জন প্রকল্পনয়ন,  
প্রকৃতি-প্রতিমা করিয়া ধারণ,  
করিয়া ধারণ বায়ু, জলধারা,  
শনি, শুক্র, বৃহ, বৃহস্পতি, তাবা,

বাহু, ববি, কেতু, শশির পরিধি,  
অথবা পৃথিবী, অতল জল,—  
গায়িছে ব্রহ্মাণ্ড সজ্ঞন-গীতি !  
( ২৮ )

“তেজঃপিণ্ডবৎ ধূম-বাপ্পময়,  
ছিল এ ধরণী ধাতু-শাখালয়,  
ক্রমেতে মুগ্ধ, মীন-কুর্খবাস,  
তৃণ, তক, মৃগ, মনু্য আবাস,—  
সাজিল ধবলী অপূর্ণ-কায় ।  
চল চল যাই পৃথিবীর সনে  
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,  
এই শশধব, আবো কত ক্রিতি,  
চাবি চন্দ্র-শোভা ঘোবে বৃহস্পতি,  
জ্যোতিঃ-উপবীত পাবে মনোহর,  
লয়ে সপ্ত শলী লমে শনৈশ্চব ;  
লমে কেতুমালা পবনে বেড়িয়া,  
অনন্ত গগনে পবিদি স্ট্যাকিয়া,—  
তারকা-কুন্ডল ছড়ান তার ।”

( ২৯ )

“কিবা ব বেগেতে পবনের গতি,  
তরল বায়ুতে শব্দ-শক্তি  
বাণিব স্থাপিয়ে দেখিব খুলিয়া,  
বদর কিদণ-গঠন প্রথা ;  
আনিব নাবায়ে ভীষণ অশনি  
পৃথিবী উপবে—বাসব-শিশিনী,  
বাণিব শুল্কর দামিনী-লতা  
চল চল যাই পৃথিবীর সনে,  
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,  
তারকা-কুন্ডল ছড়ান তার !”  
গায়িতে গায়িতে চলেছে সকলে  
এই মহাগীত, ভোম কোলাহলে—  
নিয়তি-শৃঙ্খল ছিড়িয়া পায়  
( অসম্পূর্ণ )

সুহৃৎ-সমাগম ।

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গ,  
বাজ্ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,  
ভাঙ্গা দেখি হৃদে স্বপ্নের তবঙ্গে,  
নাচায়ে তাহাতে আশার ফুল

শুনিয়া প্রাচীন “অফি’রস” গান  
পাইল চোতন অচল পাষণ,  
গ্রামের বাশীতে যমুনা উজ্জান  
বহিল উল্লাসে রমায়ে কূল ।

তুই কি নারিবি চোতন পরাগে,  
সুহৃৎ-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,  
উথলিয়া শ্রোত দৈব প্রমাণে  
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ?

“কোথা বাণ্য-সখা”—বলি একবার  
ডাক্ দেখি সুখে মিলাইয়া তার,  
“এস হে শৈশব-সুহৃৎ আবার  
আশার কাননে খেলাতে যাই ।”

গাও বীণা গাও “নবীন জীবনে  
খেলিতে আনন্দে যাহাদের সনে,  
হাসিলে, কাঁদিলে, ভেটিলে স্বপনে,  
আজ কি তাদের স্মরণ নাই ?

“স্বপনে কি নাই সে সৌরভময়,  
শৈশবের প্রিয় পাদপনিচয়,  
তডাগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালয়,  
জড়া’লে যাহাতে শৈশবমায়া ।

“ভুলিলে কি সেই উৎসাহ-লহরী,  
ভাসাতে যাহাতে জীবনের তরী,  
তবঙ্গ তুফান হেয় জ্ঞান কবি,  
উডাতে নিশান বিচিঞ্জ-কায়া ?

“পড়ে না কি মনে কত দিন, হায়,  
‘মা’ ‘মা’ ব’লে প্রবেশি আলয়,  
কত সুখে খেতে সখায় সখায়  
জননী তুলিয়া দিতেন ষাহা,

“সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব  
জীবন-মধ্যাহ্নে সেই সখা সব  
লভি এক দিন—যে সুখ ছল’ভ  
সংসার-ভুকানে ডুবেছে আঁহা !

“নবীন প্রবীণ এস সবে মেলি  
পরাগে জড়াই পরাগ-পুতলী,  
যে ভাবে শৈশবে যৌবনেতে কেগি  
করেছি প্রাপ্তেব কপাট খুলে ।

“লবু আশা হায়, লবু তুফা লয়ে,  
শিশুকালে যদি উন্নত হয়ে,  
বাধিতে পেরেছ হৃদয়ে হৃদয়ে  
স্বার্থ, হিংসা, দেহ সকলি ভুলে,

“তবে কি এখন নারিবে মিলিতে ?  
গাঢ় চিন্তা, আশা, যখন হৃদিতে  
তুলেছে তরঙ্গ পবন-গতিতে—  
বাসনা-খটিকা বহিছে যবে ?

“কবিলে যে আগে এত সে করনা,  
ধরিলে যে হৃদে এতই বাসনা,  
শুধু কি সে সব প্রলাপ-জল্পনা—  
ছিন্ন তপস্বী বিফল হবে ?

“চেয়ে দেখ সপ্নে রয়েছে তেমতি  
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,  
তেমতি স্মন্দব স্তম্ভাং নবতি  
সেই শুভশ্রেণী হাসিছে হায় !

“আমরাও তবে না হাসিব কেন ?  
হাসিতাম সপ্নে আগে সে যেমন  
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ  
ভাঙ্গ, বৃষ্টিধারা ধবি মাথায় ।

“অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,  
অহে কত দিন হেব কত বাব,  
ভেবেছ কি কহু কত রত্ন তার  
কবাল কৃতান্ত কবিল চুরি ?

“কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর  
অতুল্য ‘দ্বাবিক’ বন্দেব মিহির ।  
কোথা ‘অমূল্য’ মলয়-সমীর ।  
‘দীপবন্ধু’ বদ-সাহিত্য-স্ববী ?

“শ্রীমধুসূদন কোথায় এখন !  
তার তবে আর কে করে ক্রন্দন  
সহপাঠী তাঁব ? এবে ‘অদর্শন’  
বদেব প্রবীণ প্রভাত-তারা !

“কিছু দিনে আর আমরাও সবে,  
ক্রমে ক্রমে লীন হইব এ ভবে,  
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে—  
কালেতে হইব সকলি হারা ।

“বাঁচি যত দিন, এস একবার  
সংবৎসবে স্মৃতে মিলি তে আবার,  
সদাঙ্গ-বদনে হৃদয়ের দ্বার

খুলিয়া দেবাই দেখি আনন্দে ।

“আব কত কাল বাঁচিব তা বল—  
বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র জীবনসঞ্চল  
কবে যে ফুটাবে—ছাড়িয়া সকল,  
ভুলিতে হইবে এ মকবলে ।

‘এ শোকের ছায়া হায় রে যখন—  
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয়-দর্পণ,  
স্বপ্নপূর্ণ মতী, স্বপ্নপূর্ণ মন—  
সকলি স্মরব মাধুরীময় ।

“সবে সপ্যভাব—না ছিল বিচাব  
কিবা সে কাঞ্চাল, বাজপুত্র আব,  
একই আসন পঠন সবার—  
সদাই হৃদয় আনন্দময় ।

“সেই স্মৃতিময় স্মৃতির মেলা,  
পেয়েছ আবার কর সবে থেলা,  
সুখেব সাগরে ‘ভাসাইয়া’ ছেলা  
খেলাইতে যথা শৈশবকালে ।”

বাজ্ বীণা আজ মিলে সব তাব,  
করিয়া মৃদল মৃদল ঝঙ্কার,  
প্রণয়-কুমুদ ফুটা বে সবার,—  
বাজ্ রে মধুর জলদ-তালে ।

বসন্ত পঞ্চমী তিথি আজি বদে,  
জাগ্ বীণা জাগ্ আনন্দের সঙ্গে,  
খেলাইয়া হৃদে সুখেব তবঙ্গে,  
নাচারে তাহাতে আশার ফল ।

তুমিই প্রাচীন ‘অকিন্দন’ গান  
উঠিল চেতিয়া অচল পাখাণ,  
আমের বাণীতে যমুনা উজান  
ছুটিল উল্লাসে রসায়ণ কূল ।

তুই কি নারিবি চেতন-পবানে,  
সুহৃৎ-সদমে এ স্মৃতির দিনে,  
উথলিয়া স্রোত অলপ প্রমাণে  
ভিজাতে প্রণয়-ভকর মূল ?

দুর্গোৎসব ।

( ১ )

সাজা বদে আজি রদে নানা জাতি ফুলে ;  
তুলে আনু চাঁপা ফুল রতির অঞ্চল দুল  
জ্বালন রক্তিম তিধুলে ;  
কুমদ তড়াগ-শোভা আনু তুলে মনোলোভা  
মনোলোভা মল্লিকা-মুকুলে ;  
রসময়ী চিরস্বপ্নী নিশিগন্ধা মধুমুখী  
অরবিন্দ অপূর্ণ পাকলে ,  
সুতল অপবাজিতা কঞ্চুড়া আনন্দিতা  
আনু বসবতী কেয়া-ফুলে ;  
নানা ফলে সাজা অদ্ব আজি প্রস্তুত বদ  
শাবদ পার্শ্বে দ্বংধ তুলে ।

আয় কুলবধ যত মুকুতা কল্লাব মত  
চামেলী গোলাপ বাকি চুলে ;  
পব সাটা নৌলাঘটী, বুটী বেল, জিলহরী—\*  
দিগম্বরী † চিত্র কবা ফলে ;  
সুচিকণ বাবাণদী কটিতে বান্ধিয়া কসি  
বাঙ্গা কব অধর তাধলে ;  
কচি মুখে স্তব্ধ হাসি অবিরল পবকাশি  
বিকাশিবা যৌবন-মুকুলে,  
শরতে চাঁদের সঙ্গে বদে আলো কব রদে  
ভাগ্যকব মন বাহে তুলে ।—

সাজা বদে আজি রদে নানা জাতি ফলে ॥

( ২ )

আজি কি স্মৃতির দিন শারদ পার্শ্বণ ,  
এসো গো প্রাচীন যাবা, লয়ে কডি ফুল-আবা,  
কোটা কাঁপী চিকুণী দর্পণ ;  
সাঁথিতে সিন্দুর ভাজ ধর আরতির সাজ  
পর খুলে পাটের বসন ,  
দধি দ্রব্ধ মনোহরা ছানা চিনি থালা-ভরা  
তিল-লাডু স্তব্ধ আশ্বাদন ,  
গুচুক চক্কের পাপ যুগাও দুঃখীর তাপ  
খই লাডু কর বিতরণ ,  
দাও স্মৃতে হাতে তুলে চির-দ্বংধ যাক তুলে  
পুরাতন অজীর্ণ বসন ।

\* তেপেড়ে । † কোপ ।

রাঁধ অন্ন পালি পালি পাতে দাও ঢালি ঢালি  
পরিপাটি মধু বন্ধন।  
“দেও অন্ন দেও এনে পেট পূরে খাই মেনে”  
আগা শোন বলে ডাঃবী জন,  
দবিস্তের মনোবন্ধ প্রাতে সহজ পদ  
হেন আব পাবে কদাচন,  
দেও অন্ন দেও ঢালি এ স্থর হবে না কালি  
দশভুজা তাজিলে ভবন।—

শরতে শ্বখের কাল আশ্বিন কেমন।

(৩)

হাস বে শবত-চাঁদ কিবণ বিস্তারি।  
পথে, মাঠে কি বাহার চেয়ে দেখ একবার  
পদরজে পথিকের মাঝি।  
ওই গৃহ দেখা যায় বলিতে বলিতে ধায়  
আশার কহকে বলিহারি।

আশায় মানস দটে হাসিব তবু ছুটে  
বদে আজি বদ দেখি ভারী।

হাসা রে বিনোদ শলী বিনোদ গগনে বসি  
প্রাচীন কিশোর সবা ধনাত্মা ভিখারী,

বিপুল বদের নায়ে স্বব-বিস্মোহন সাজে  
পাতিয়াড় তাল বাহুবী।

জলে জলে চলে তবী তবু বিদায় কবি  
মনস্বরে দেখি যাগি ভবি,

পুষ্প বেন জলময় আলোমাগা তবীচয়  
তেমে যাই নদী-নদোপরি,

করে খেলা দলে দলে তাকই তেচেনা জলে  
পড়ে দাঁড় নাপ নাপ করি,

ধীরে তবী আশ্রয়ান উচ্ছে হয় সাবিসান  
ঐতিমূলে শ্রমাবুষ্টি কবি,

আনন্দে বিহ্বল মন ভাসে জলে কত জন  
বদে আজি কি স্বধ-লতবী।

হাস রে শবত চাঁদ কিবণ বিস্তারি।

(৪)

হাস রে আকাশে বসি কুমুদবন্ধন।

জাল ধূপ জাল ধূনা শব-বটাব-ব ভূনা  
কর বদবাসী যত জন।

পদ মস্ত বিজগণ জবা বিগ অগণন  
বুষ্টি কর মাগায়ে চন্দন,

দাঁও কল দূর্দাল পরগণ্য সিদ্ধল  
স্বাধা স্বাধা বল অধুগণ,

ঢাল চক, ঢাল শ্রবা অখলি অল্পলি পূবা  
কর হোমনে হবা বরিষণ,—

শ্রব ছঃ-নিবারিণী আর্ধ্যকল নিস্তারিণী  
বদে বামা উদা এখন।

নৌবতে মদ্য বোল, কাড়া বড় কড় বোল  
শাণ্ডায়ে মধুর নিকর,

মুদদ গভীর তাল করতাল সুপসাল  
বেগুগল ললিতবাদন,

সারদ মুহূর্ত-শ্রবা বোব বব তানপবা  
এস্বাজ মধুর-গগন,

বেহালা সুপরিপাটি জল-তবদেব বাটি  
বীণাতরী গোকিলগাথন,

আজি রদে বাজা বদে গভীর দামামা সুদে  
আজি দে শ্রুগের দিন শারদ-পার্বণ।

প্রিয় বয়সেব মুহূর্ত।

প্রবনের বন্ধু মন আব এক জন

কাল-রূপ মহাসিদ্ধ-সলিলে ডুবিল

এত কাল ছিলে মগ্ন ভুল-রতন,—

এখন এ ভবে তব কি চিহ্ন রহিল।

হায়! না দেখিব আব সে প্রিয় মুখটি।

সে ভোলা পাগল মন আপনা বিধতি,

সে পাণ্ডিত্য একাগ্রতা সে প্রগাঢ় শ্রুতি,

অনন্ড কালের মত হয়েচে নিহত।

প্রকৃতি, সখা হে তব কি মধুর (হি) ছিদ্ৰ,

বদনি হেবিত হিয়া হবষে ভাসিত,

জানিতে না প্রবনের প্রথা কি জটিল,

অবিবত জ্ঞান-পূর্ণ-পানে বিমোহিত।

লভিলে কতই বড় বিদ্যা ভাণ্ডারে।

সে জ্ঞান-পিপাসা হায়, আছে ক'জনার?

আজীবন পণাটন বাণীর বিহাবে,

তক্ত চুডামণি সগা ছিহ্নে শারদাব।

জদয়ে বড়ই ব্যথা বহিল আমার—

ছ'জন হলো না দেখা শেষেব সে দিন,

ছড়াইতে তব নেত্রে নিবিড় দাঁশাব,

যে দিন শমন করে এ বিশ্ব মাগন।

আঁধার এ ভব-রাজ্য তোমা'ব নয়নে,  
চিরদিন তবে রবি শশী লুকাইল;  
ভবের কি কিছু তবে ভেগেছিলে মনে ?  
অথবা সে তমোজাল মানস (ও) ঢাকিল ?

কে পারে ছাড়িতে এই প্রদগ্ধ অবনী—  
সুন্দর রবি'ব কবে এ মহী মণ্ডিত ?  
মুমূর্ষু পরাগী নবের কে আছে এমনি,  
পর্যাণে না হয় যা'ব বাসনা উত্তিত ?

কোন্ প্রিয়জন-বকে শিবস রাখিতে,  
পর্যাণেব দাঁহ যত ছুঁবার তবে ?  
কোন্ প্রিয়-জন হস্তে অঙ্গ মুছাইতে,—  
উছলে নয়নে যা'হা গত মনে করে ?

মোহময় এ ধরায় মৃত্যু'ব (ও) শযায়  
পারে কি ভুলিতে মোহ মানব'ব মন ?  
বিন্দুমাত্র স্বাস(ও) যবে বহে না'সিকায়  
তখনও এ দেহে রহে মায়া'র স্নান ?

হৃদয়কন্দরে, সখে, কি ভাবিলে হায়,  
অনন্ত নিজায় যবে নখন মুদিলে ?  
প্রিয়জন কার(ও) পানে কোন্ বা সখায়  
কটাক্ষ ক'রে কি অশ্রু-কণা ফেলেছিলে ?

মনে কি পড়িল সখা সে দিনে'ব কথা,  
বিস্তার সমরক্ষেত্রে যৌবন প্রথম,  
বুঝেছি কখনে য'ব—সহপাঠি প্রণা ?  
লভিতে বিজয়-কেতু কত বা উত্তম ?

মনে কি পড়িয়াছিল পূর্বে'ব সে সব ?  
দরিদ্র-বাসনা স্বত হৃদি হ'তে লীন ?  
আশার আশ্বাসপূর্ণ বাঁশবীর রব ।  
স্বপ্নে মধুব কিবা আকাঙ্ক্ষার বীণ ?

মনে কি পড়িল, হায়, সংসার-সোপানে  
উঠিতে কতই ক্লেশ—হবিষ্যে বিবাদ ;  
হাসি কান্না সে কালের বসিমে নির্জনে  
রহস্ত-কৌতুক কত অমৃত আশাদ ।

দরবিগলিত অশ্রু নয়নে আমার  
সেই সখা ভাব অজি হৃদয়ে উঠিছে,  
বিজাবরী-কোলে যেন সত তারকার  
মৃদু রশ্মি ধীরে ধীরে জ্বাধারে ছুটিছে !

কোথায় গিয়াছ ভাই কিছুই জানি না,  
অজ্ঞাত সে দেশ—নরে জানে না কেহই,  
প্রবেশিয়া কেহ তার কভু ত ফেরে না,  
প্রবেশ করিছে পাশ্ব অরণ্য কতই ?

যেখানে থাক, সখে, থাক যেই ভাবে  
তমে'ব আঁধার কিবা দিবার কিরণে,  
আমাদের চিন্তমাঝে নিত্য বিবাজিবে  
আছিলে ধবণীপটে যেকপ ধরণে ।

সাদ্র না হইল হায় জীবনের ব্রত  
ডুবি'ল দেহে'ব তরী ফ্যাল সকলি ।  
ভাসিতে সাগর-নীরে তব তাদিত,  
সমযাত্রী এবে দুটি রহিছ কেবলি ?

অক জগৎসখা—ধবণী-ভূষণ  
মানব যা'হা'বা তারা ছল'কা মহীব ।  
বশের কিবণ কবে মুকটে ধারণ,  
চক্রী, চাটুকার, ভণ্ড কত অবনী'ব ।

অন্ধ এ জগৎ তোমা চিনিবে কি ? হায়,  
চিনি ত আমবা—ছিলে ভবের ভূষণ ।  
আমবা সখা হে, স'বে পূজিব তোমায়,  
হৃদয়-মন্দিরে করি প্রতিমা স্থাপন ।

প্রাণের বিগ্রহ হেন রাখিব যতনে,  
জালি স্মৃতিরূপ দীপ কবির অর্চন,  
প্রণয়ের ভক্তিসহ বিহঙ্গিত মনে  
দিব অর্ঘ্য প্রেম-পুষ্প সজল নগন ।—  
মধুব পবিত্র ভাব বঙ্গুর স্ববণ ।

### ইন্দ্রাণয়ে সরস্বতী-পূজা

( প্রয়োগ )

( ১ ) ক

সুপুর-পশ্চিমে—ছাড়িয়া গান্ধার,  
ছাড়িয়া পারস্য, আরব-কান্তাব—  
সাগর, ভূধর, নদী-নদ-ধাব,  
দেখি কি আনন্দে বসেছে বেরে ;

(ক) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে প্রধান গায়কের উক্তি

বীণায় কবে বাগী-পুল্লগণ  
ছাডিছে সম্মীত রুডায় শ্রবণ,  
পুৰিছে অবনী পুৰিছে গগন—  
মধুৰ মধুৰ মধুৰ স্ববে।

(শাখা) থ

অবে তরী তুই—বীণাব অধম,  
তুইও বাজিতে কব রে উজ্জম,  
বাঁশরী যেমন বাঁখাল-অধর।  
বাজ বে নীব ভারত ভিতরে—  
বাক বে আনন্দকবিত স্ববে।

(পূর্ণ কোবস্) গ

প্রভাতে অকণ-উদয় যবে,  
তখনি সূর্য বিচগ সবে,  
পঞ্জিত গগনে বিভাস চেবে,  
আসিয়া শিখর পলর ঘেবে,  
গাহিয়া ভাস্কর-বিমান-আগে,  
স্বর লহনী ছড়ায় বাগে;  
গোপলি-আকাশে তংসা-দেখা  
পড়িলে তাইদেব না যায় দেখা।—  
প্রভাত অকণ-উদয় যবে,  
তখনি বিহঙ্গ ডাকে বে সবে,  
তখনি কানন পুরে স্ববে।

(২)

(প্রয়োগ)

কবি-বদ্রভূমি এট না সে দেশ?  
ঋষিবাক্যরূপ লহনী অশেষ  
বহিছে যেখানে—সেখানে দিনেশ  
অতুল উষাতে উদয় হয়?  
যেখানে সবসী-কমল নলিনী,  
যামিনী ভুলায় সেখা কুমুদিনী,  
যেখানে শবৎ চাঁদেব চাঁদিনী  
গগনললিট ভাসায় বয়?

(খ) গাথক-সংশ্লিষ্ট দুই কিংবা তিন জনের  
উক্তি।

(গ) অন্তর হইতে অল্প কয়েক জন অন্তরে  
গনিতে যেন আমাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করি-  
তে, এইরূপ অল্পভব করিতে হইবে।

(শাখা)

তবে মিছে ভয় তাজ রে সংশয়,  
গাও বে আনন্দে, পুরায় আশয়—  
যেকপে মায়ের কন্য-আসনে  
দিয়া শতদল বাতুলচরণে,  
অমর পুঞ্জিলা নন্দন-বনে।

(পূর্ণ কোবস্)

কেন রে সাজাবি কুম-হার?  
ভাবতে সারদা নাহিক আদ।  
অসোখা নীব বাজে না সে বীণ,  
বাঞ্জে না সে বাঁশী—নীব উজ্জীন,  
নাহি সে বসন্ত সুবর্তি-স্রাব,  
গোতুলে নাহি সে কোকিল-গান,  
গোড়-নিকুঞ্জে স্রগন্ধ উঠে না,  
নীল অচলে মলয় ছুটে না,  
নাহি পিক এক ভাবত-গনে,  
গিয়াছে সকল বাগী বনে—  
কেন রে সাজাবি কুম-বনে?

(৩)

(প্রয়োগ)

খেত শতবল তেমতি সন্দব  
বাগ পদে থবে যুগল-উপর,  
আবস্ত কমল, নীল পদ্মথব,  
মিণাও তাহাতে গজবী ক'দে,  
কাককাঁথ্য করি রাগ মঞ্চতলে,  
কেতকী-কুমুম পারিজাতদলে,  
আলব কবিত্তে বলাও অঞ্চলে  
রসাল মঞ্জবী গাঁথি লহবে।

(শাখা)

যেদি চাবিধাব মাপবীলতায়,  
চামেলী গোলাপ বদ ভাব গায়,  
কস্তুরী-চন্দনে কবিতা মিলন  
মাতৃক স্রগন্ধে সুব-ভগন।

(পূর্ণ কোবস্)

বচিল আসন অমরগণে ;—  
কন্দর্প আইল ষড়শত সনে ;  
আপনি স্রম মলয় বায়,  
স্রগন্ধ বহিয়া হরণে ধায়,



তাজিয়া কৈলাস-ভূধব শূণ্ণ,  
মহেশ আইলা দেখিতে বদ,  
শ্রীপতি আইলা কমলা সনে ;  
অমর-আলয়ে প্রফুল্ল-মনে,  
দেবেন্দ্র-ভবনে আনন্দকায়  
দেবর্ষি কিম্বদ গন্ধর্ব দায়,—

শচী সহ ইন্দ্র সখে দাঁড়ায় ।

( ৪ )

( প্রয়োগ )

শোভিল সুন্দর কৃষ্ণ-আসন,  
মনেব আশ্লাদে বিদ্যা-তা তখন,  
তাজি ব্রহ্মলোক কবিলা গমন,  
দ্যানতে বসিলা আসন-পাশে ,  
যথা পূর্ষদিকে —অকণ উদয়,  
ব্রাহ্মমূর্ত্তে করে দিক্ শিখাময়,  
ক্রমে চতুঃস্থে সেইরূপ হয়—  
দেহেতে অপূর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশে ।

( শাখা )

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপ ফুটে  
ব্রহ্মার লগাট হাতে জ্যোতিঃ ছুটে,  
অপরূপ এক সুশুভ পা,  
অমরী উবিল চাতে কবি বীণা—  
মুখে নিত্যস্বখে বেদ-ঘোষণা ।

( পূর্ব কোরস্ )

কিবে কি আবার সে দিন হবে ?  
মুনিমতভেদ ঘটিবে যবে ।  
শুনে বেদগান বাণীর সুরে  
হবে জয়ধ্বনি অমরপূর্বে ।—  
নামে বে যখন তপন রথ  
মলিন গগনে কে রোপে পথ ?  
খসিলে গগনে —তারকা ছায়,  
পুনঃ কি উঠি স আকাশে পায়,  
উজানে কখনো ছুটে কি জল ?  
কিরে কি যৌবন করিলে বল ?  
বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল ।

( ৫ )

বেদমাতা বাণী আসন-উপবে,  
মনের হবিল পুজিলা অমবে ;  
উন্নাসে মহেশ উন্নয় অমরে,  
পঞ্চমুখে বেদ করিলা গান ;

আপনি বিধাতা হইলা বিহ্বল,  
আনন্দে তুলিয়া ধৈত শতদল,  
দীলা ধৈতভূজ দেবতা সকল,  
হইলা হেরিয়া মোহিত প্রাণ ।

( শাখা )

দেব জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,  
বেদেব সঙ্গীত মিশিয়া তখনি  
বীণাধ্বনি-সহ প্রবাহ বহিল—  
ভাবত আনন্দে কতই গুনিল,  
কত সুখতরী ভাসিয়ে দিল ।

( পূর্ব কোবস্ )

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায় ?  
হারান মাণিক পাওয়া যায় কি না যায় ?  
হায়, হায়, আসে মায়ার ভবে,  
রাহুগ্রহ-ছায়া ক'দিন রবে ?  
এ জগত-মাঝে করে না ভয়,  
সাহস যাহাব তাহারি জয়,  
দেখো না দেখো না দেখো না পাছে,  
আগে দেখ চেয়ে কত দূর আছে ,  
অই দেখ হবে ভাবতী-মানিকরে  
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে—  
আব কি উহারে পাব না কিবে ?

( ৬ )

( প্রয়োগ )

ক্রমে যত কাল বহিতে লাগিল,  
সারদা পুজিতে মানব ছুটিল  
কবি-নামে পাত ধরাতে হইল  
মধুর-স্বদয় মানবগণ,  
আইল প্রথমে আর্ধ্যকল-রবি,  
জগত-বিখ্যাত শ্রীবাগ্ম্যিক কবি —  
দিলেন সারদা ককণার ছবি  
হাতে তুলে তাঁর, প্রফুল্ল মন ।

( শাখা )

সে ছবি হেবিলা আর কত জন  
আসিল পুজিতে মাগের চরণ,  
আসিল হোমর যুনানী-নিবাসী,  
গড়ে ধৈপায়ন - নিবখিল আসি  
অপূর্ণ কোদণ্ড, কৃপাণরাশি ।

( পূর্ণ কোবস্ )

বাজিয়ে আনন্দে সমর-তুরী,  
যাও কবিদয় অবনী-পুৰী  
সুনায়ে মধুব অমব-ভাব,  
ঘুচাও মানব মনোব-ক্রাস ;  
দেখাও মানবে ভুবনভ্রম  
ভ্রমিয়া আনন্দে—করো না ভয় ।  
না যায় কেবল কৃতান্ত-গামে—  
যোহানা মিল্টন জানি নামে,  
আসিবে পশ্চাতে শুব দুই জন,  
সে পুরী খুলিয়া দেখাবে তখন ,  
দেখাবে তাহার অনলময়  
অসীম বিস্তার অনন্ত ভয়—  
হেবিবে আতঙ্কে ভুবনভ্রম ।

( ৭ )

( প্রয়োগ )

পবে অদভূত প্রাণী দুই জন  
আইল পুঞ্জিতে সারদাচরণ—  
ক্ষিতি, বোম, তেজঃ, সমুদ্র, পবন,  
সকলি তাদের কথায় বশ ।  
ডাকিয়া সারদা আনন্দে দুজনে,  
বসাইলা নিজ কক্ষ-আসনে ;  
অমল্য বীণাটি দিলা এক জনে,  
দিলা অস্ত্র জনে নবদা বস ।

( শাপা )

যাহুকব-বেশে চমকি ভুবন  
নিজ নিজ দেশে ফিরিলা দুজন ,

এক জন তাব সে বীণার সুরে,  
মেঘে কবি দূত প্রিয়া-মন হবে,  
এক জন বসি এতেনেব তৌরে  
অমৃত বিতরে অমব-নয়ে ।

( পূর্ণ কোবস্ )

বিজন মকতে সাজায়ে হেন  
এ ফলমালিকা গাঁথিলে কেন ?  
আর কি আছে সে সুরভি ঘ্রাণ,  
আর কি আছে সে কোকিল-গান ?  
আর কি এগন সুগন্ধময়  
গউড় নিকুঞ্জ মধায় বয় ?  
মুগ্ধ, ভাবত, প্রসাদে শেষ ,  
শুকায়ে গিয়াছে স্মার লেখ ,  
আজি বে এ দেশ গহন বন,  
গহন কাননে কেন বা এ ধন  
রাখিলে ভুলিতে কাহার মন ?

( প্রয়োগ )

কেন বা রাখিব, এই না সে দেশ ?  
কবি-রত্নভূমি—এহরী অশেষ  
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেণ  
অতুল উষাতে উদয় হয় ?  
যেখানে সরসী-কমলে নলিনী  
যামিনী ভূলায় বেধা কুমদিনী,  
যেখানে শবৎ চাঁদেব চাঁদিনী,  
গগন-ললাট ভাসায়ে রয় ?

# বিবিধ কবিতা

(টেনিসনের অনুকরণ)

নববর্ষ ।

ঐ বাজে হোরা প্রভাত নিশিতে  
বিগত বৎসর তায়,  
নবীনে হেবিয়া ফিবে চেয়ে চেয়ে  
অতীতে মিশিতে যায় ।  
ভরা মধু-ঝরু তরু-শাখা'পবে  
শোভে কচি পাতা-থব,—  
ঐ বাজে হোরা পুবা'তনে সবা  
নবীনে আদরে ধব ।  
ঐ বাজে হোরা দিগে অশ্রুধারা  
প্রাচীনে বিদায় দেও,  
বাজে সুখ-হোরা আনি আশ্রয়  
নৃতনে ডাকিয়ে নেও ;  
গত-আয়ু প্রায় গত বর্ষ যায়  
যাক—দেও গত হ'তে,  
হৃদয়-মন্দিরে অসত্য নিবারি  
শিখহ পূজিতে সতে ।  
ঐ বাজে হোরা ঘুচাইতে ফিরে  
মানস বাহাতে জরে,  
অবনী-ভিতরে নিরখিতে ফিরে  
হৃদিগুপ্ত বাহে ঝরে !  
হোরা বাজে ঘন ধনাঢ্য নিধন  
কলহ করহ দূর,  
ধরণীর শেল দৌরাণ্য আচার  
ভালিয়ে করহ চুর ।  
বাজে সুখ-হোরা, অশ্রুধের ভরা  
ডুবা রে অতীত নীরে—  
দ্ব্যতকল্প—হত, সুরাগত বত  
কু-ব্রতে মানব ফিরে,  
পূরাগত বত কটু মতামত  
কু-আচার আদি পালে—

আনি অভিনব ঘটাবে সে সব  
ডুবায়ে অতীত কালে ;  
ধর সাধু'তর স্র-আচার আবে  
জটিল কুবিধি হর ;  
পুবা'তনে সরা ঐ বাজে হোরা  
নবীনে আদরে ধব ।  
ঐ বাজে হোরা কচিষ্ঠা-পসরা  
ভাসে বে কালের জলে,  
অনাটন-তাপ, কলুবকলাপ,  
তাজ অলীকতা হলে ;  
সুখে বাজে হোবা ধবা হ'তে সরা  
এ মম হৃৎকের গীতি,  
পূর্ণ মধুময় নবীন গায়ক  
ডাকিয়ে কর অতিথি ।  
হোবা বাজে ধর, পদ-দর্প হর,  
কুলস্পর্ধা কব ছেদ,  
সত্যে গেথে ডোব, সত্যেরে পালিতে  
শিখহ নবীন বেদ ।  
ধবণীর বিষ হব হিংসা বিব,  
পর-হৃৎকে কর খেদ ;  
ঐ বাজে হোরা, পুবা'তনে সরা  
ঘুচা রে অবনী-ক্লেশ ।  
বাজে সুখ-হোরা, কালে ঢেলে দেও  
কদর্য বোগের কারা,  
কুজ ধনতৃষা ধরামাঝে নাশি  
রূপণে শিখাও হায়া ।  
সহস্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ  
উত্তাপে ধরণী জরা,  
সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে  
শীতল হউক ধরা ।  
ঐ বাজে হোরা হৃদি বীর্ঘ্য-ধন  
অভয় পরাগী যেবা,

স্বভাবে উদার                      দয়ার শরীর  
কর বে তাদেরি সেবা ।  
পৃথিবী আধার                      ঘৃণায় আবার  
জলুক তরুণ ততি,  
নরকুল তার                      সুখ প্রভায়  
পোহাক বিধোর রাতি !  
প্রভাত-নিশিতে,                      ঐ বাজে হোঁরা  
বিগত বৎসব তার,  
নবীনে হেরিয়া                      ফিবে চেয়ে চেয়ে  
অতীতে মিশিতে যায় ।  
ভরা মধু ঝড়ু,                      তরুশাখাপরে  
শোভে কচি পাতা-ধর;—  
পুষ্পান্তনে সরা                      ঐ বাজে হোঁরা  
নবীনে আগরে ধব ।  
দেখা দিও কাছে                      যবে ধীরে ধীরে  
জীবনের আলো জলে,  
যবে শিরে শিরে                      ধীরে ধীরে ফিরে  
সভয়ে শোণিত চলে ;  
যবে আয়ু-নলী                      দপ দপ জলি  
শলা যেন ফুটে গায়,  
যবে হৃদিতল                      শিখিল দুর্কল,  
শরীর বিকল প্রায় ।  
দেখা দিও কাছে                      যবে যাতনার  
ভূতময় দেহ পেয়ে,  
আলস্ত-খুঁটিতে                      কঠোর আঘাতি  
আখাস-আধারে শোষে ;  
যবে ইহকাল                      উন্নত করাল  
চৌদিকে উড়ায় ধূলি,  
জীবায় হতাশে                      রাক্ষসের পাশে  
জালায় যখন চুলি ।  
দেখা দিও কাছে                      জীবনের আলো  
যবে ধীরে ধীরে জলে,  
যবে শিরে শিরে                      ধীরে ধীরে ফিরে  
সভয়ে শোণিত চলে ।  
যবে আয়ু-নলী                      দপ দপ জলি  
শলা যেন ফুটে গায়,  
যবে হৃদিতল                      শিখিল দুর্কল,  
শরীর বিকল প্রায় ।  
ছোট ছোট যত                      পরাণেব শোক  
কথায় প্রকাশ হয়,

শত শত ক্ষুদ্র                      ভাণসারিতে  
যে শোক পীথিয়া রয় ।  
গৃহীর আলয়ে                      দাস-দাসী বত  
যে শোক তা দেবই মত,  
প্রভু মবে যেই                      কথায় নিবारे  
মনের উদ্বেগ যত ।  
যত জনে হেবে                      কেঁদে কেঁদে বলে  
ঘৃণাতে মনেব ভাব,  
পাব না কোথাও                      খুঁজিলে আবার  
এ হেন চাকুবী আর !  
লঘুতব বত                      শোকের লহরী  
আমারো হৃদয়ে ধায়,  
তাদেরি মতন                      প্রবোধ-বচনে  
তেমনি সাধনা পায় ।  
কিন্তু গুরুভাব                      শোক-বারিধারা  
বহে বাহা হৃদিতলে,  
নিরবের মুখে                      তুষারের মত  
না হবে না পড়ে গ'লে ।  
গৃহস্থ মবিলে                      গৃহীব আবাসে  
পুত্র-কন্যা তাঁব যথা—  
শয্যাপানে চেয়ে                      অসাড় ইন্দ্రిয়  
অসাড় পবাণ তথা—  
না পায়ে ফেলিতে                      না পায়ে তুলিতে  
ঋণাত্মক নাসামূলে,  
প্রত্যয়ানি প্রায়                      আসে যায় যেন  
অশ্রু চরণ ফেলে ।  
প্রকাশ্য আলাপ                      না কবে কথায়  
শূন্য গৃহপানে চায়,  
মনে মনে ভাবে                      কি দয়া কি স্নেহ,  
ফুঁবায় গেছেন হায় ।  
বলিতে বলিতে                      প্রাণের বেদনা  
পাণেব আশঙ্কা হয়,  
কথা-ফষ্টি বথা                      আধখানি খোলা  
আধখানি ঢাকা রয় !  
তবুও—তবুও                      হৃদ্য ভাবায়  
উত্তলা পরাণ মন,  
করে শান্তি লাভ,                      যথা স্নেহ ভাব,  
মাথকে দেহ-বেদন !  
এ মম অন্তর                      শোকে জরজর  
তাই সে কথায় ঢাকি,

নীতে খরতর                      যথা বাঁচে নর  
 হীন বস্ত্র গায়ে বাঁধি ।  
 কিন্তু যে বৃহৎ                      শোকের প্রমাদ  
 পরাণে উখলি ধায়,  
 লিখি খালি তার                      ছায়ার আকৃতি  
 ভাষাতে ধরে না তায় ।

### শিশুর হাসি ।

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন  
 দিয়াছ শিশুর মুখে ?  
 স্বর্গেতে আছে কি ফুল  
 মন্ত্যে যার নাহি তুল,  
 তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে স্বজন ?  
 স্বজিলে কি নিজ স্নেহে ?  
 কি'বা, বিধি, নরহুঃখে  
 মনে ক'রে—ও হাসিটি কবেছ অমন ?  
 জানি না তুমিই কি না আপনি ভুলিলে,  
 স্বজনের কালে, বিধি ।  
 গড়েছ ত এত নিধি,  
 উহার মতন, বল, কি আর গড়িলে ?  
 নবনীর সব ছাঁকা,  
 সুন্দর শরৎ-রাকা,  
 তবুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন ?  
 কাবে গড়েছিলে আগে,  
 কারে বেশী অত্নবাগে  
 স্বজন কবিলে, বিধি, স্বজিলে যখন ?  
 ফলের লাবণ্য, বাস  
 অথবা শিশুর হাস  
 কাবে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ ?  
 ছিল কি হে নরজাতি স্বজনেব আগে,  
 এ কল্পনা তব মনে ?  
 অথবা শিশু-কিরণে  
 গড়িলে যখন—এরে গড সেই রাগে ?  
 দেখায়েছিলে কি উটি স্বজিলে যখন,  
 অমৃত-পিপাসু দেবে,  
 কি বলিল তারা সবে  
 দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ?

অমৃত কি ওহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে ?  
 তবে কেন ছাড়ে তায়।  
 অধা-অক দেবতার—  
 অমৃত অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে ?  
 কি'বা চেয়েছিল তারা তুমিই না দিলে ;  
 দিয়াছ এতই, হায়  
 চিরসুখী দেবতায়,  
 দুঃখী মানবের তবে ওটুকু বাখিলে ?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন,  
 কে না ভাসে, কে না চায়  
 আবার দেখিতে তায় ?  
 একমাত্র আছে ওই অখিল মোহন—  
 জাতি-বেশ-বর্ণভেদ, ধর্মভেদ নাই,  
 শিশুর হাসির কাছে,  
 সব প'ড়ে থাকে পাছে,  
 যেখানে যখন দেখি তখনি জুড়াই !

নাহি পর আপনাব, নাহি দুঃখ স্নেহ,  
 দেখিলে তখনি মন  
 মাধুরীতে নিমগন,  
 কি যেন উখলি উঠে পূর্ণ করে বুক ।

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়  
 অই স্ববগের উষা,  
 অই অমবের ভূষা  
 তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভূলায়ে ।

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী  
 এক হৃদয়ের আলো,  
 উহারে ক'রো না কালো,  
 অতুলনা দাঁপ গুটি—নিও না ও হাসি !

চাহি না শীতল বায়ু মুকুল অমিয়,  
 চন্দ্রকর বারি-কোলে  
 নাচিয়া নাচিয়া দোলে,  
 তাও নাহি চাই, বিধি,—ও হাসিটি দিও !  
 ভাস রে চাঁদের কর—হাস রে প্রভাত,  
 ডাক পাখী প্রিয় সুরে,  
 দোল পাভা বুকে বুকে,  
 পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত,

উর্ধ্ব মানব-কর্ণে ললিত সঙ্গীত,  
বাঁজুক 'অগনি' বাঁশী,  
তরল তালেব রাশি,  
ছুটুক নর্তকী পাশ কবিতা মোচিত,—

কিছুই কিছুই নয়  
ও হাসির তুলনায়,  
জগতে কিছুই নাই উগাব নতন।  
কি মধু-মাখানো বিধি, হাসিটি অমন  
দিয়াছ শিশুব মুখে ?

### রেল-গাড়ী।

এসো কে বেড়াতে যাবে—শীঘ্র কব সাঙ্গ।  
দ্বাৰাতে পুষ্পকবচ এনেছে ইংবাজ।

শীঘ্র উঠ—ওরা কবি,  
বাগ, বাগ, তল্লি ধবি ;  
এখন বাজিবে বাঁশী  
ঠ—ঠ—ঠ—কাঁদী  
বাজিবে ইচ্ছা ত বোলে,  
ছাড়িবে নিশান-দোলে,

শীঘ্র উঠ—পড়ে থাক ঘড়ী, ছড়ি, তাজ ;—  
ধরাতে পুষ্পকবচ এনেছে ইংবাজ।

আই গুন টিকিটের ঘবে কিবা গোল।

মানুষের খাদি যেন—ঠেকাঠেকি কোল।

টকস টকস নাড়ে  
বাঁবুবা টিকিট ছাঁড়ে,  
হাপায়ে হাপায়ে ছোটো,  
সাড়ী, পুত্তি, ফাট-কোটে  
ঠেকাঠেকি—ছুটে যায়,  
কেচ কাবে না হুপায়,  
গ্যালো গ্যালো মুখে বোল,  
আয়, নে বে খোল তোলা,  
হেব চলে কানাকানি  
কিবা লাট, বাজা, রাশী।

ওই ফকাবিল বাঁশী,  
ঠ—ঠ—শেষ কাঁদী,

গাড়ীতে পড়িল চাবি—আপ নাতি গোল,  
হুলিল সবুজ-রঙা পতাকাব দোল।

চলিল পুষ্পকবচ ফকাবে ফকাবে,  
এখন নিখাস ছাড়ি দেব হে দুধাবে,

হরিত-বরণ মাঠ,  
ধাগ, নীল, ইক্ষু, পাট,  
আকাশ ঢেকেছে যেথা  
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা।  
দেখ হে দুধাবে চেয়ে  
পশ্চাতে চলেছে ধেয়ে,  
সাঝি সাঝি নাবিকেল,  
তাল, বট, আম, বোনা,  
জাপাল, পগাড়, বাপ,  
বেড়, বাড়ী, নানা ছাঁদ,  
মৌদামিনী-বাঁদা-হাব,

ছুটেছে তামার তাব,  
উড়িয়া চলেছে বধ

বেগেতে কাঁপিছে পথ—

পক্ষী মগ দূবে পড়ি মানিতেছে লাজ—

ধরাতে পুষ্পকবচ এনেছে ইংবাজ।

চলুক চলুক রথ—যে যাব ভাবনা  
ভাবো ব'সে নিকষেগে ছুটায় কলনা,

বভাবেব প্রিয় যারা  
হেব গিবি বাবিদাবা,

নিবিড় ভূধব-গায়

হেব খেলা কদামার,

নিশিতে নক্ষত্র-পাঁতি

হের চক্ৰমাব ভাতি,

দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ান মাথায়—

দেখ দিগন্তেব কোলে কি শোভা খেলায়।

হেব হের তীর্থ-মনে চলেছে সাঁহাবা,

পথেব ভ্রমাবে তীর্থ—শীঘ্র নানো তাবা,

গেল চ'লে—গেল বথ,

অট বৈজ্ঞান্য-বথ,

গুছাতে মবে না দেবী,

বাজ নাট সঙ্গী হেবি,

দেখিতে দেখিতে যাবে

সীতাকণ্ড আগে পাবে,

কিছু দূব আগে তাব

বাঁদপুর—গয়াধাব,

দণ্ড কত থাক যান,

পাবে কানীতীর্থ-স্থান,

প্রয়াগ অযোধ্যা ছাড়ি পাবে অগ্রবন—  
মথুরা তাহার পরে হের বৃন্দাবন !  
মানব-জনম হায় সার্থক হে আজ—  
সাবাস্ বাস্প্য রথ—সাবাস্ ইংরাজ ।

আরো দূবে যাবে যারা  
শীত্বে রথে উঠ তারা,  
হরিদ্বার, গঙ্গাবি,  
পুন্ডর, দ্বারকা পুরী,  
নন্দাদা, কাবেরীনদ,  
কৃষ্ণ-গোদাবরী-পদ  
ইলোরা বৌদ্ধ-গহ্বর,  
সেতুবন্ধ রামেশ্বর,  
ভ্রমিবে নন্দকুণ্ডলি,  
পর্যন্ত-শৃঙ্গেতে পথি,

হেরিবে বিমানে চড়ি—ত্রেতায যেন,  
সীতারামে ইন্দ্ররথে সিদ্ধ-দরশন ।  
এসো হে কে যাবে চল ভারত-ভ্রমণে,  
দুরারে পুষ্পক রথ ছাড়িছে নিখনে ।

আর কেন বঙ্গবাসী  
পায়ে বেঁধে রাখ ফাঁসী,—  
বাঙ্গালী যে দুর্নাম,  
ঘুচাবে সাধ হে কাম,  
আর যেন বৈদ্য ব'লে  
বাঙ্গালীকে নাহি বলে,  
এবে পরিকার পথ,  
যাও যথা মনোরথ,  
ষোড়াই কিংবা কলিক,  
শিলং, দুর্জয়লিঙ্গ,  
শিমলা পাহাড়-পাট,  
কাশ্মীর মারহাট্টা ঘাট,  
যেখানে ক'রে গমন,  
সাধিতে পার হে পণ,

পুষ্পকবিমানে চ'ড়ে সেইখানে যাও,  
বাঙ্গালীর লজ্জাকর দুর্নাম ঘুচাও ।  
ভারত-ভ্রমণে চলো শীঘ্র কর সাজ,  
দুরারে পুষ্পকরথ বেঁধেছে ইংরাজ ।

ধন্য রে বিমান ধন্য !

ধন্য হে ইংরাজ ধন্য ।

কলে জিনিয়াছ কাল,

অজারে জালায়ে জাল,

বহিরে বেঁধেছ রথে,  
পবনের মনোরথে  
তুচ্ছ করি, কর খেলা  
কি নিশি মধ্যাহ্ন-বেলা,  
বেঁধেছ ভারত-অঙ্গ—  
লৌহজালে করি রঙ্গ,  
অম্বর-অসাধ্য কাজ সাধিছ জগতে ।  
জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,  
পার না কি বাঁচাইতে নিজীব ভারতে ?

“রিপণ-উৎসব” ভারতের নিদ্রাভঙ্গ ।

ভাঙ্গিল কি তবে— এত দিন পবে  
ভাঙ্গিল কি ঘুম ভারত-মাতা ?  
জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমার  
ফিরে কি জীবন দিল বিধাতা ?  
উঠ—উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমার  
তোমার সন্তান যে যেথা আজ ।  
কিবা বুদ্ধ শিশু কিবা যুবজন  
কি দরিদ্র আর কিবা অধিবাজ ।  
ডাকিছে তোমায় মহারাষ্ট্রবাসী  
ডাকিছে পাবনী পঞ্জাবী শিখ,  
ডাকিছে তোমায় বীবপুত্রগণ  
রাজ্যারাময় যত নির্ভীক ।  
তোমার নন্দন মহম্মদীগণ—  
বাহুবলে যার ধবলী টলে,  
ডাকিছে তোমায়ে সবে একস্বরে  
জাগো মা ভারত—জাগো মা ব'লে ।  
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে  
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,  
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান—  
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ ।  
“আর ঘুমা'ও না” ব'লে কত দিন  
কৈদেছি—কৈদেছে কত সে আর,  
আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক  
তোমার কণ্ঠে এ মিলন-হার ।  
কতবার মাতঃ উদাসীর মত  
দেখেছি তোমায় ভুবনময় ।

স্বাভাবিক জন্ম কত দিকে কত  
 অরণ্য যেমন ছড়ায় রয়।  
 দেখেছি তোমার গিরি-উপত্যকা  
 শস্তক্ষেত্র, ভূমি, নগর, দেশ,  
 ছায়ামাত্র তার প্রাণিত্ব যত  
 কালের কালিতে ক'লিম-বেশ।  
 জীবনের বিন্দু না হেরি কোথায়  
 সব শূন্যময়—সকলি খালি,  
 চারিদিকে যত নরাঙ্কি-কঙ্কাল  
 চারিদিকে ধু ধু করিছে বালি।  
 উঠ গো জননি দেখো চক্ষু মেলি  
 সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীবে,  
 মুহুরি হিমোলে দেখো কি নিখাস  
 সে শব-পঙ্খবে বহিছে ফিরে।  
 একমাত্র খাস— মিলিত ভাবত  
 নাসিকারঞ্জেতে ছাডিল যেই,  
 কি মহা উৎসব বহিল উচ্ছ্বাসে  
 ভারতে যাহাব তুলনা নেই।  
 “আব ঘুমা’ও না” ডাকি মা আবাব  
 ভাবী আশাফল ভাবিয়া দেখো,  
 “রিপণ উৎসব” সোনার অক্ষরে  
 হৃদয়ের মাঝে লিখিয়া বেখো।  
 শূন্যতল হ’তে নেমেছে পবন  
 বহিছে তোমার ভূনময়,  
 নব পল্লবিত করিতে তোমাতে  
 ফুটাতে জীবন মঞ্জরীচয়।  
 এ ধীর হিমোলে যে বায়ু উঠিছে  
 কাব সাপ্য আর নিবারে তাতে,  
 অগ্রসর গতি কেবা বোধে তারে  
 কেবা আর তাতে বাধিতে পারে ?  
 নব শিখাময় নব প্রভাবাশি  
 ভাবত ভস্মেতে মিশিছে ফেব,  
 যে অস্থি-কোলেতে কাঁদিল ভারত  
 সজীব হবে সে শিখাতে এন  
 জীবনদায়িনী এ দহন শিখা  
 ভারত অন্তরে ধরেছে ধীবে,  
 নারায়ণ-মুখে হয়েছ উদ্ভব—  
 ভারতের বুকে থাকিবে স্থিবে।  
 জ্বলিবে আরো এ যাবে কত কাল,  
 জ্ঞানের আলোক—বিদ্যাহুট্টা,

দমে না দমনে, দমিলে দ্বিগুণ  
 ধরে খবতব তেজের ঘটা।  
 ভুলো না ভাবত “বিপণ-উৎসব”  
 ছিঁড়ো না যে ডোবে মিলেছ আঁজ,  
 এক বাণী ধর ভারত-সন্তান  
 যেখানে যে থাকো—পবো যে সাঁজ।  
 মনে ক’রো সবে নিভুতে—উৎসবে  
 “বিপণ-বিদায়” নহে এ খালি,  
 সম আশা ভয় ভারত-অন্তরে  
 এ মিলন তাব প্রকাশ্য ডালি।  
 নহে আকস্মিক দৈব যুবটনা  
 বহুদিন হ’তে অঙ্গুর এব,  
 জড়িয়ে জড়িয়ে ভারত-অন্তরে  
 শিকড়ে শিকড়ে বেঁধেছে ফেব।  
 আজি প্রস্ফুটিত হয়ে দিছে দেখা  
 তৎপুল যেন পল্লবময়,  
 ধবলীব গর্ভে ধীবে দীরে বেড়ে  
 ফলে ফলে শেষে সাজিয়া বয়।  
 ভাবতেব আশা ভারত-প্রত্যাশা—  
 জীবন-উন্নতি ইহাবই সাব।  
 স্রাব-বিমেচক সে সব লতায়  
 “রিপণ” কেবল লক্ষ্য বে তাব।  
 হবে অগ্রসর সেই আশাপথে  
 তিলেক তাহাতে নাসিক সংশয়,  
 দিয়াছে দেখায়ে যে পথ উহাব  
 হবে পরিসব এব নিশ্চয়।  
 দিয়াছে যখন দেখায়ে সে আলো  
 দিয়াছে যখন দেখায়ে পথ,  
 আজি আর কালি তাহাতে পশিব  
 সাবধানে পূবাবো স্ব-মনোবধ।  
 আজি আর কালি পাবো বে সকলি—  
 আব এ ভারত নিদ্রিত নয়,  
 সম তৃণাতুর সব পূজ তাব  
 এক(ই) পথ-পানে চাহিয়া বয়।  
 এক(ই) পথপানে চাহে মহারাষ্ট্র  
 চাহে সে পাবসী—পাজাবী—শিখ,  
 চাহে ভারতের বীরপুত্রগণ—  
 রাজোদ্যাবাময় যত নির্ভীক।  
 ভাবতনন্দন মহম্মদীগণ—  
 তাহারাব আজি জাগে মা ব’লে;



সেই পথপানে একদৃষ্টে চাহে  
 সাধনা সাধিতে সে পথে চলে।  
 উঠ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমার  
 তোমার সন্তান যে যথা আজ,  
 কিবা বুদ্ধ শিশু কিবা যুবদল  
 কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ।  
 একা বদ্ধ নয় হিমালয় হ'তে  
 কুমারীর প্রাপ্ত যেখানে শেষ,  
 আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান  
 জাগাতে তোমাবে জেগেছে দেশ।  
 উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ো নিদ্রা ঘোর  
 পুরিয়া নিখাস ফেল গো মাতঃ,  
 দেখি কি না হয় অকণ-উদয় —  
 তরণ ছটাতে প্রভাত প্রাতঃ।

### মদন-পারিজাত।

(একাদশ পুষ্ঠাংশে করাসীদেশে আবেলার্ড নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভর্তুকীদার অধ্যাপনা করাইয়া প্রভূত বশবী হন। অস্বাস্থ্য শিথের জ্ঞান ইলাইজা নামী এক সম্রাট-বংশীয় কন্যা তাঁহাব নিকট অধ্যয়ন করিতেন। এই কামিনী অত্যন্ত রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ক্রমে গুরু-শিষ্যের ভাবান্তর হইয়া উভয়েব প্রতি উভয়েব আসক্তি জন্মে এবং সেই কলঙ্ক দেশমধ্যে প্রচারিত হয়। তাহাতে ইলাইজাব পিতব্য অসহ্য বোধপরন্তর হইয়া ইলাইজাকে একটি কনু-ভেটে আবদ্ধ করিয়া বাথেন এবং আবেলার্ডকে দ্রুতদেহ করিয়া অবমানিত করেন। বোমান কাণলিকরিগেব মধ্যে সংসারবিবাগী ধর্ম্মাকাজ্ঞী স্বী কি পুরুষগণ যে আশ্রমে বাস করেন, তাহাব নাম কনুভেন্ট। ইলাইজা সেই আশ্রমে অবকল্প হইয়া বহুকষ্টে দিনপাত করিত এবং আবেলার্ডও প্রাপ্ত-রূপে অবমানিত হইবাব পর, সংসারবিবাগী হইয়া অল্প এক আশ্রমে প্রস্থান করেন। ঈশাদিগের পরস্পরের প্রণয়ঘটিত উপাখ্যান ইউরোপীয় নানা ভাষায় লিখিত আছে। আলেকজন্দর পোপ নামক সুপ্রসিদ্ধ ঈশাজ-কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে একটি কবিতা লেখেন, তদ্বশে “মদন-পারিজাত” নাম দিয়া নিম্নোক্ত কবিতা লিখিত হইয়াছে।)

তাজিয়ে সংসারধর্ম্ম তপস্বিনী হয়েছি,  
 মায়ামোহে আশাতৃণা বিসর্জন দিয়েছি।  
 পরিবে বঙ্কল সাজ কমণ্ডলু কবে,  
 ধবেছি কঠোর ব্রত কানন ভিতবে।  
 দিবাসক্কা পূজা ধ্যান দেব-আবাসনা,  
 কবি, তবু মনে কেন হয় সে ভাবনা?  
 যাব জন্মে দেশত্যাগী, কেন পুনবায়  
 অশান্ত জ্বরয় হেন তারি দিকে ধাব?  
 কেন বে উন্মাদ মন কেন দিলি তুলে,  
 যে বাসনা এত দিন আছিলাম তুলে?  
 জালাতে নির্ঝাঁপ-বহি কেন দিলি দেগা  
 অবৈ সুধাময় লিপি, দগ্নিতেব লেখা।  
 আর তোরে বৃকে বাধি বহুদিন পবে  
 পেয়েছি নাথেন লেখা অমৃত অক্ষবে।  
 এ জগতে ভালবাসা ভুলিবার নয়,  
 মদনেব পারিজাত বন্ধাও ঘোষণ।

কমা কর যোগী স্বনি জিতেন্দ্রিয় জন,  
 কমা কর সতী-সাপ্নী তপস্বিনীগণ।  
 অগ্নি শাস্ত্র সুপনিত আশ্রমমণ্ডল,  
 তব, বাসি, লতা পত্র যথার নির্মল,  
 নিম্পাপ নিদাম চিত্তা যথার নিরত,  
 পরমার্থ-ধানে মুগ্ধ আনন্দে জাগত,  
 কমা কর এ দাসীবে কলুষ চিত্তার  
 কলুষিত করিলাম তোমা সবার্কার।  
 আসিলাম যবে তেথা কবে মহাপ্রত,  
 ভাবিলাম, হব শীঘ্র তোমাদেবি মত;  
 ধবল শিলাব সম স্বেদ ক্ষেদহীন,  
 ধবল শিলাব সম মমতাবিহীন।  
 কষ্ট হলো? অসাধ্য সে পবিত্র কামনা!  
 জীবিত থাকিতে নাথ যাবে না বাসনা!  
 অর্দ্ধেক দিবেছি প্রাণ ঈশবে সেবিত্তে,  
 অর্দ্ধেক রেখেছি ভায়। নাথেরে পূজিতে  
 অনাচারে জাগরণে হলো দেহকফ,  
 তবু দেহ স্বভাবেব গতিবোধ নয়।  
 কাটালাম এত কাল সম্ভাপে সম্ভাপে,  
 সে নাম দেখিবামাত্র তবু চিত্ত কাঁপে।  
 কাঁপিতে কাঁপিতে নাথ! খুলি এ লিখন,  
 প্রতি ছবে করিতেছি অশ বিসর্জন।  
 যেখানে তোমার নাম দেখি প্রাণেশ্বর,  
 সেখানে কেঁদে উঠে আমার অন্তর।

কতই আনন্দ আন কতই বিষাদ,  
আছে ও মধুর নামে কে জানে আশ্বাদ ?  
কতবার ধীরে ধীরে করি উচ্চারণ,  
কতবার ফিরে ফিরে করি নিরীক্ষণ।  
ফেলি কত দীর্ঘশ্বাস সে সব স্মরিয়ে,  
আছি হেথা একাকিনী যে সব তাজিয়ে।  
যেখানে আমার নাম দেবাবাবে পাই,  
সেইখানে প্রাণনাথ আতকে ডবাই।  
পাছে কোন অমঙ্গল সঙ্গে থাকে তাব,  
অমঙ্গল হেতু নাথ, আমি হে তোমার !  
না পারি পড়িতে আব, সহে না হৃদয় ;  
শোকের সমুদ্র হেবি চতুর্দিকময়।

অদৃষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালবাসা,  
এইরূপে হলো শেষে শেষে এই দশা।  
সে যশ-পিপাসা আর সে চেন প্রণয়  
পত্রের কুটীরে হলো এইরূপে লয় !

যত পার হেন লিপি লিপ, তবে নাথ,  
করিব তোমার সঙ্গে শোক-অশ্রুপাত ,  
মিশাইব দীর্ঘশ্বাস তোমার নিশ্বাসে,  
কাদিব তোমার সঙ্গে চিত্তের উল্লাসে ,  
ঘুচাইতে এ যন্ত্রণা সাধ্য নাই কার(ও),  
তাই নিবেদন করি, লিখ যত পার।  
অনাথা দুঃখীর দুঃখ কবিত্তে সাজনা,  
হয়েছে লিপিব সৃষ্টি বিধির বাসনা।  
বুঝি কোন নির্দাসিত পুরুষ প্রেমিক,  
অথবা রমণী কোন প্রেমের পথিক,  
ঘুচাতে বিচ্ছেদজালা আরাধন ক'বে,  
শিথিল এ কোশল বিধাতার ববে।  
প্রাণ ভোরে অন্তরের কথা প্রকাশিতে  
এমন উপায় আব নাই এ মহীতে।  
নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিংবা ওষ্ঠে বাহ্য নয়,  
লিপিব অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয়।  
খুলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট,  
ধরে না লজ্জাব ধার থাকে না স্বজাট।

উদয়-ভূধর হ'তে অণুচলে যায়,  
প্রণয়ী জনের কথা গোপনে জানায়।  
জান ত হে প্রিয়তম ! প্রথমে কেমন  
স্বাভাব্যে কত ভক্তি করেছে যতন।  
জানি নাই, কখন সে প্রেমের সঞ্চার—  
ভাবিতাম যেন কোন দেবের কুমার,

ঈশ্বর আপনি যেন স্বহস্তে করিয়া  
নিখাণ কবিতা তোমা নিজ-বাগ্নি দিয়া ;  
সুধাংশুর অংশু বেনু ক'বে একত্রিত  
সহস্রা নয়নে তব কবিতা ত্রুপিত।  
নেত্র নেত্র মিলাইবা ত্রিবদন্ত হয়ে  
দেখিয়াছি কতবার পবিত্র হৃদয়ে।  
গায়িত্তে যখন তুমি অমর শুনিত,  
কি মধুর শাস্তালাপ বদনে ক্ষণিত।  
সে স্মরণে কাণ মনে না হয় প্রত্যয়—  
প্রেমতে নাহিক পাপ ভাবিত্তে নিশ্চয়।  
ভক্তি ছি'ডে পড়িলাম ইন্দ্রিয়হকে  
ভজিত্ত নাগব-ভাবে প্রাণের পুলকে।  
দেবপুত্র ভাবিতাম, তা হ'তে অধিক  
প্রিয়তম হ'লে নাথ হইয়ে প্রেমিক।  
তোমা চেন কাঙ্ক্ষ যদি মণ্ডলুমে পাই  
এমি হয়ে স্বর্গস্থত ভুক্তিতে না চাই।  
যে ভাবে অধিক স্মৃতি সে যাক সেখানে।  
আমি যেন তোমা লয়ে থাকি এ ভুবনে।

অবি নাথ ! কত দিন, আছে ত স্মরণ,  
বলেছিলে পতিভাবে কবিত্তে বরণ,  
তখন দিয়াছি শাপ হোক বজ্রাঘাত,  
পরিণয়-সংস্কার যাক রে নিপাত।  
হাতে স্মৃতি বেঁধে কভু প্রেমে বাধা যায়,  
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখন পণ্ডায়।  
স্বাধীন মকরকেতু স্বাধীন প্রণয়,  
না বন্ধে অবোধ লোক চাহে পবিত্রয়।  
পবিত্রয়ে ধন হয়, নাম হয় যশ,  
প্রণয় নহেক ধন বিভবের বশ।  
ভ্রমগুল-পতি যদি চরণে আমার  
ধ'বে দেয় ভ্রমগুল, সি-হাসন তার,  
তুচ্ছ ক'রে দূরে ফেলি মনে যদি ধরে  
ভিতারীবা দাসা হয়ে থাকি তাব ঘরে।  
যে বসন্ত সে দৌভাগ্য ভুঞ্জি চিবকাল,  
কত ভাগ্যবতী সেই হায় রে কপাল ?  
কিবা স্মরণ সেই স্মরণের সময়,  
স্মরণের সাগর যেন উজ্জ্বলিত হয়।  
পরানে পবান বাধা প্রণয়ের ভরে,  
পবিত্র পবিত্রোষ প্রেমের অস্তরে।  
আশাব থাকে না ক্ষোভ, ভাবাব যোজন্য,  
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা প্রকাশে আপন্য।

সেই স্থখ—স্থখ যদি থাকে মহীতলে—  
পারিজাত মদনের ছিল কোন কালে।

সে সূত্থের দিন এবে কোথায় গিয়াছে,  
কোথা পারিজাত কোথা মদন রয়েছে!  
কি হ'লো কি হ'লো হায়, এ কি সর্বনাশ,  
নাথের দুর্দশা এত, ক'রে নগবাস,  
কে করিল অস্ত্রাঘাত? কোথায় তখন  
ছিল দাসী পারিজাত অভাগী দুর্জন?  
সেই দণ্ডে প্রাণনাথ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধ'রে  
নিবারণ করিতাম পামণ্ড বর্করে।  
দুজনে কেবেছি পাপ দুজনে সহিব,  
লজ্জা করে, প্রাণনাথ, কি আর বলিব।  
অশ্রু-বিসর্জনে এবে মিটাই সে সাধ,  
দম্ব বিধি ঘটাইলি বোর পরমাদ!

আনিল আমার হেথা যে বিষম দিনে,  
বসাইল ধরাতলে পবিত্র অঙ্গিনে,  
পরাইল বৃক্ষছাল দণ্ড দিল হাতে,  
ভাব কি সে দিন আমি ভুলেছি নু নাথে?  
প্রাণেশ্বর চারিদিকে ঋষিগণ যত  
করে মন্ত্র উচ্চারণ, আমি ভাবি কত  
তোমার বদন-ইন্দ্র তোমার লোচন,  
মনে মনে করি তব গুণের কীৰ্ত্তন;  
নয়নের কোণে মাত্র দেবী-পানে চাই  
মনে শুধু কিসে পুনঃ ফিরে কাছে যাই।  
যৌবন রূপের ঘট তখনো অতুল,  
হেরে চমৎকৃত হলো যত ঋষিকুল  
সংশয় বিষয়ে ভাবে এ হেন বয়সে  
রমণী ইচ্ছায় কতু আশ্রমে কি আসে?  
সত্য ভেবেছিল তারা মিথ্যা কথা নয়—  
যুবতীর যোগধর্ম মিথ্যা সমুদ্র!  
যাই হোক নাই হবে গতি-মুক্তি মম,  
বারেক নিকটে এস অহে প্রিয়তম!  
সেইরূপে নয়নের বিবাক্ত অমৃত  
করি পান মনসাধে হবে বিমোহিত,  
অধরে অধর দিয়ে হয়ে অচেতন  
মুচ্ছাভাবে বক্ষঃস্থলে দেখিব স্বপন।

না না না, দ্রুস্ত আশা হও রে অন্তর।  
এস নাথ, ধর্ম-পথে লও হে সত্বর,  
পুণ্যধামে পুণ্যজন যে আনন্দ পায়,  
শিখাও এ অভাগীরে স্নিগ্ধ কর কার।

আহা এই শুদ্ধ শাস্ত আশ্রম-ভিতরে  
কতই পুণ্যাত্মা জীব আনন্দে বিহবে;  
তরু লতা আদি হেথা, সকল নির্মল,  
সকলেই ভক্তিরসে সদাই বিহ্বল।  
পর্কত-শিখরগুলি সুন্দর কেমন  
উষ্ণিাছে চারি ধারে মেঘের বরণ;  
শাল তাল তমালের তরু সারি সারি  
শুনাইছে মুহূষর দিবস-শরৎ;  
স্বর্গ্যকরে দীপ্ত হবে শ্রোতঃকুল যত  
শিখরে শিখরে আহা ভ্রমে অবিবত,  
করে কুল-কুল ধ্বনি গিরিপ্রসবণ,  
'গুহাব' ভিতরে আহা ভ্রমে প্রবণ।  
সান্ধ্য-সমীরণে এই ব্রূদের উপবে  
ভবন্ধ খেলায় যবে কিবা শোভা ধরে!  
হেন স্নিগ্ধ তপোবন-ভিতরে আমার  
ঘুচিল না এ জনমে ইন্দ্রিয়-বিকার।  
হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুতি ককণা-নিদান,  
করুণা-কটাক্ষপাতে কব পবিত্রাণ।  
দাও দেব দেবাইয়ে মুক্তির আলয়,  
ভক্তিভাবে লইলাম তোমাব আশ্রয়।

### কুণীন-মহিলা-বিলাপ। \*

“এই না ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজত্ব তোমার?  
ক্রৌতদাস তবে যেন হয় মা উদ্ধার।  
সে ভূমি পরশমাত্র—সরল অন্তরে  
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খলমালা স্বাধীনতা ধরে।  
তবে যেন বাজোখরি বাৎসল্য তোমার  
সমান সবার তবে অকুল অপার।  
ভিন্নভাব নাহি যেন কল্যা-স্বত প্রীতি,  
নাহি যেন তব রাজ্যে নারীর দুর্গতি।  
শুনছি মা বৃটনের খেতাদ্বী মহিলা  
পুরুষের সঙ্গে রঙ্গে সদা করে লীলা।  
সন্তান ধরেছ গর্ভে তুমি মা আপনি,  
আমাদের প্রতি কেন নিদ্রা জননি?”

\* ত্রিযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর মহাশয় কুণীন  
দিগের বহুবিবাহ নিবারণ জন্ত যে আইন লিখি  
করাইবার উদ্যোগ করেন, এই কবিতা সেই উপা  
লিখিত হয়।

কেন বল আমাদের দুর্গতি এমন ?  
এখনো মা ঘুচিল না অশ্রুবিসর্জন ।”

আয় আয় সহচরি, ধরি গে বুটেনেশ্বরী,  
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের বোদন,  
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?  
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা  
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম ধার—  
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ?

আয় আয় সহচরি ধরি গে বুটেনেশ্বরী  
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের বোদন ;  
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?  
“মাত শত বর্ষ, মাতঃ, পৃথিবী-ভিতবে  
এইরূপে অহরহঃ অশ্রুধাবা ঝরে  
মাতা-মাতামহী-চক্ষে জন্ম জন্মকাল,  
আমাদেরো সে দুর্দশা হয় রে কপাল ।  
কত বাজা হলো গেল, কত ইন্দ্ৰপাত,  
নক্ষত্র খসিল কত জ্বল-নিপাত,  
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যুদ্ধ অধিকার  
শাস্ত্র ধর্ম মতামত কতই প্রকার  
উঠিল ভাবতুঙ্গে হইল পণন,  
আমাদের দুঃখ আব হ'ল না মোচন ।  
সেই দে দিনাতে দুটি পবন আহাব  
নিশিতে কাঁদিয়া যত্র দেখি অনিবার ।”

আয় আয় সহচরি ধরি গে বুটেনেশ্বরী  
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের বোদন  
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?  
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা বিমুখ জনক ভ্রাতা  
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম ধার—  
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ?  
আয় আয় সহচরি, ধরি গে বুটেনেশ্বরী  
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের বোদন,  
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

“ডেকেছি মা বিধাতারে কত শতবাব,  
পূজেছি কতই দেব, সংখ্যা নাহি তাব,  
তবু গো ঘুচিল না হৃদয়ের শূল,  
অমরাবতীতে বৃষ্টি নাহি দেবকুল !  
বারেক বুটেনেশ্বরী আয় মা দেখাই  
প্রাণের ভিতরে দাহ কিবা সে সদাই ;

কাজ নাই দেখায়ে মা তুমি রাজোশ্বরী,  
হৃদয়ে বাঞ্ছিব তব ব্যথা ভরস্বরী ।  
ছিল ভাল বিধি যদি বিববা কবিত,  
কাঁদিতে হতো না, পতি থাকিতে জীবিত,  
পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, ঠেঁলিয়াছে পায়,  
ঠেঁলো না মা বাজমাতা দুঃখী অনাথায় ।”

আয় আয় সহচরি, ধরি গে বুটেনেশ্বরী  
করি গে তাহার কাছে দুঃখের বোদন,  
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?  
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা বিমুখ জনক ভ্রাতা,  
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি, পতি নাম ধার—  
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ?

“কি জানাব জননি গো হৃদয়ের ব্যথা—  
দাসীর(ও) এ হেন ভাগ্য না হয় সর্ধবা ।  
কি ঘোড়াণা বালা, কিবা প্রবীণা রমণী,  
প্রতিদিন কাঁদিয়ে মা দিন দণ্ড গণি ।  
কেহ কাঁদে অম্মাভাবে আপনাব তরে,  
কাঁদে চক্ষে বারিধাবা শিশু কোলে ক'রে,  
কত পাপ-ঘোত মাতা প্রবাহিত হয়,  
ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়,  
হা নৃশংস অভিমান, কোলীক-আশ্রিত ।  
হা নৃশংস দেশাচার রামস-পালিত ।  
আমাদের যা হবাব হয়েছে জননি—  
কব বক্ষা এই ভিক্ষা, এ সব নন্দিনী ।”

আয় আয় সহচরি, ধরি গে বুটেনেশ্বরী,  
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের বোদন,—  
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?  
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,  
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম ধার—  
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ।  
আয় আয় সহচরি, ধরি গে বুটেনেশ্বরী,  
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের বোদন—  
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

### পরশ-মণি

( ১ )

কে বলে পরশমণি অদৌক স্বপন ?  
জুই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জলে  
বিধাতা নিশ্চিত চাক মানব-নয়ন ।

পরশমণির সনে, লৌহ-অঙ্গ পরশনে  
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ-বচন—  
এ মণি পবনেশ যায় মাণিক ঝলসে তার,  
ববিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।  
কবি কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,  
ইহারি পবনগুণে মানব-বদন  
দেবতুল্য রূপ ধবি আছে ধরা আলো করি,  
মাটির অঙ্গেতে মাথা সোনার কিরণ।

( ২ )

পরশ-মাণিক যদি অলৌকিক হইত,  
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভাঙব কব,  
কোথা বা নক্ষত্র শোভা গগনে ফুটিত।  
কে রাখিত চিত্র ক'বে চাঁদের জ্যোৎস্না ধ'রে  
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে স্মৃতেতে মাথায়ে ?  
কেবা এই স্থনীতল বিমল গদার জল  
ভাবত ভূষণ কবি বাঞ্ছিত ছাড়ায়ে ?  
কে দেপা'ত তরুণ নানা রঙ্গ নানা ফুল  
মবল হবির মুগে পৃথিবী শোভিয়া ?  
ইন্দ্রধনু আলো তুলে সাজায়ে বিহঙ্গকুলে  
কে রাখিত শিশিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

( ৩ )

দিয়াছে বিপাতা যাই এ পরশমণি -  
স্বর্গের উপমাঙ্গল হয়েছ এ মণীতল  
স্বপ্নের আকব তাই হয়েছ ধরণী।  
কি আছে পবনী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে  
না হয় মানব-চৈত্রে আনন্দদায়িনী,  
নদীজলে মৌন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে  
চবতে বালুকা ফটে তপেতে হিন্দী,  
পক্ষিপাণা উড়ে যায় পিপীলি-শ্রেণীতে ধায়  
কঙ্গরে তুষার পবে ঝিক্কে চিক্কী।  
তাতেও আনন্দ হয় অরণ্য কঙ্কটময়  
অলস বিদ্যাবলতা তমিষা রজনী।

( ৪ )

ইহাই পবনমণি পৃথিবী-ভিতবে  
ইহারি পরশবলে সগায় সগার গলে  
পরায় প্রেমের হাব প্রদল্ল অস্তুরে,

শিখায় প্রেমের বেদ পূণ্য মনের ভেদ  
প্রণয় আঁকিক করে সুপের সাগবে।  
দল্ল এই ধরাতল, প্রেম ভোগবতী-জল  
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নিঝরে,  
যুগল নক্ষত্র দুটি যে স্থানে বেড়ায় ছুটি,  
সধারূপে মনসুখে পৃথিবী-উপবে।  
কোন পুণ্যে হেন নিধি মানবে পায়ে রে বিধি—  
গেল চ'লে চিরদিন অই আশা ধ'বে!

( ৫ )

অপূর্ণ মাণিক এই পবন-কাঞ্চন।  
স্নেহরূপ কত ফল ফুটায় মণি অতুল,  
ইহার পবনেশ ধবা আনন্দ-কানন  
জননী-বদন-ইন্দু মণি কি ককণা-সিন্ধু,  
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,  
শত শশি-বশ্মি-মাধা চাক্র ইন্দীবর আঁকা  
পুঞ্জের অশ্ব গুঠ নলিন আনন,  
সোদরের স্নেহকোমল স্বাস-মুখ নিরমল  
পবিত্র প্রণয়পাত্র হৌক কাঞ্চন—  
এই মণি পরশনে, হয় স্মৃৎ দবশনে,  
মানব-জনম সাব সফল জীবন।—  
কে বলে পবনমণি অলৌকিক ধন ?

### জীবন-মরীচিকা ।

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত বে!  
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে।  
প্রত্যেক অরুণোদয় প্রফল যেমন হয়,  
মনোহর বসুন্ধরা কুহেলিকা আঁধাবে।  
বারিদ ভূধর দেশ, ধরিয়ে অপূর্ণ বেশ,  
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী আঁকারে।  
কুশ্মিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,  
ভ্রাণে মুগ্ধ সনীবণ যুগমুহ সঞ্চারে।  
কলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমোদয়ে অনর্গল,  
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।  
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,  
কত লুকু আশা আসি, করে স্নিগ্ধ আত্মাবে।  
“পৃথিবী ললামভূত নিত্য স্মৃৎ পরিপূত”  
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত-মাঝারে!

বক্ষাও সৌবভদ্র মঞ্চ কৃষ্ণ মনে হয়  
মনে হয় সমুদ্র স্রোত স-সারে ।  
মধ্যাহ্নে তাঁরাব পব প্রচণ্ড রবির কর,  
যেমন সে মনোহর মরুভা স-সারে ।  
না থাকে কুহেলি অন্ধ না থাকে কুসুম-গন্ধ,  
না ডাকে বিহঙ্গকুল সমীরণ বন্ধাবে ।  
সেইরূপ ক্রমে মত শৈশব যৌবন গত  
মনোমত সাধ তত ভাঙ্গে চিত্ত-বিকাবে ।  
স্বর্ণ মেঘেব মালা লয়ে সৌদামিনী ডাল',  
আশার আকাশে আব নিত্য নাহি বিহরে ।  
ছিন্ন ত্যারের লায় বাংলা-বাঙা দূৰে যায়,  
তাপদগ্ধ জীবনের স্বপ্নাবাসু-প্রচারে ।  
পড়ে থাকে দূরগত জীব অভিলাষ বৃত্ত,  
ছিন্ন পতাকাব মত ভয় ভূগ প্রাকাৰে ।  
জীবনেতে পবিগত এইরূপে হয় কত,  
মর্ত্যবাসি-মনোবধ, তা বন্ধ বিধাত বে ।  
পশ্চিমীয়াপবায়ণ, স্মৃতি পবিত্র মন,  
বিমল স্বভাব সেই যুগা এবে কোথা রে ।  
অসত্য কল্পলেশ, বিধিলে অবগদেধ,  
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনাব আত্মাবে ।  
বামাশক্তি বামাচাব, শুনিলে শত দিকার  
জলিত অগ্নির যার সে তপস্বী কোথা রে ?  
কোথা সে দয়াদি-চিত্ত সঙ্গল যাহার নিত্য  
পরভূত-বিমোচন এ দুঃখ সংসারে ?  
অত্যাচার উৎপীড়ন করিবার সংযমন,  
না কবিত যেই জন ভেদাভেদ কাহাবে ।  
না মানিত অনুরোধ না জানিত চোখামোদ,  
সে তপস্বী মহোদয়-বাঙা এবে কোথা রে ।  
কত যুগা যৌবনেতে চড়ি আশা-বিমানেতে,  
ভাবে ছড়াইবে ভবে মশা-প্রভা-আভা বে ।  
হুলিবে কীষ্টিব মঠ, স্থাপিবে মঙ্গলদট  
প্রণত ধবলিতল দিবে নিত্য পূজা বে ।  
কেহ বা জগতে দগ্ধ বীরবন্দে অগগণ  
হয়ে চাহে চরণেতে বাসিবারে ধনা বে ।  
বদেশহিতৈষী কেহ, ভাবিয়ে অসীম স্নেহ,  
কত কবে প্রাণ দিতে স্বকৃতির উদ্ধাবে ।  
এর চিত্তে অভিলাষ হয়ে সারদাব দাস,  
পিপে স্নেহে চিবদিন অমরতা-স্বধা বে ।  
পালের করাল ঘোড়ে, ভাসে যবে জীবনেতে  
এই সব আশালু প্রাণী থাকে কোথা রে ।

কিশোর গাভীবদারী জামদগা দৈদ্যতাবী,  
ক্ষদ ক্ষদ কালিদাস বত ডোবে পাখাবে ।  
কতই যুবতী বালা, পাঁখে মনোমত মালা  
মাগাজিতে মনোমত প্রিয়তম সখাবে ।  
অদয় মাজিত ক'বে, আতা কত প্রেমভবে,  
প্রিয়মজি-চিব ক'বে বাখে চিত্ত-আগারে ।  
নববিবাহিত কত, পেয়ে পতি মনোমত,  
ভাবে জগতেব স্বপ্ন ভবিয়া ভাখাবে ।  
এই সব অবলাব কিছু দিন পরে আব  
দেখ, মঞ্চভেদী শেন দেয় কত বাখা রে ।  
দেখ গে কেত বা তাব, হগেছে পয়সার,  
শুক হয়ে মালাদাম শূন্য আছে পাঁখা বে ।  
মনোমত নহে পতি মবমে মবমে সত্য,  
উদ্যাপন কবিয়াছে পতি-স্বপ্ন আশা বে ।  
কতাসেব আশীষাদে দিবা-নিশ কেত কাদে  
বিষম বৈদ্য-দশা-নিগড়েতে বাঁবা বে ।  
দারুণ অপত্যতাপে, দেখ হে কেত বিলাপে  
অমাভাবে জননীব কোথা বক্ষ: বিদবে ।  
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,  
তা হ'লে কি পতিতাম আনারের মাঝারে ।  
কোথা গেল সে প্রণয় বালাকালে নৃময়,  
যে সখাতা-পাশে মন বাঁবা ছিল সদা বে ।  
সমপাশী কেগিচব অচেদাশ্রা হবিহব,  
এবে তাগাদেব সঙ্গে কতবার দেখা বে ।  
পতঙ্গপালের মত কথাকেক্রে অবিবত,  
স্বকারণ্যসাপনে রত কেবা ভাবে কাহাবে ।  
আহা পুনঃ কত জন, কবিয়াছে পলায়ন,  
মন্তাভূমি পবিহবি শমনের প্রহারে ।  
গগন-নক্ষত্রবৎ তাহাবাই অকস্মাৎ  
প্রকাশে কৃষ্টি কত বহুবাক্ষা মাখা রে ।  
আগে ছিল কত সাধ, চেবিতে পর্মিমা-চাদ,  
হেরিতে নক্ষত্র শোভা নালনভঃ-মাঝারে ।  
দিন দিন কতবার গাগ্রত নির্দিষ্টাকার,  
স্বপ্নে স্বপ্নে নমিতাম নদ হৃদ-কাছাবে ।  
বসন্ত বরষাকালে পিকবর, মেঘজালে,  
হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আতা রে ।  
সে সাপ তরঙ্গকল, এবে কোথা লুকাইল,  
কে দৃঢ়ালে জীবনের ছেন বম্য ধাপা বে ।  
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী সিংহাসন,  
পঙ্কিল করিল কে রে দক্ষিণতা অদারে ?

## অশোক-তরু

( ১ )

কে তোমারে তকবর, ক'রে এত মনোহর,  
রাখিত এ ধরাতলে ধরা ধরু ক'বে ?

এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী-ভিতবে ?  
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থরে  
বিবাজে শাখাব পর সদা হাস্তভরে—

সিন্ধুবেব স্বাবা হেন বিটপী উপবে ।  
মরি কিবা মনোলোভা ছাড়ায়ে রয়েছে শোভা  
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অধবে ।—  
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী-ভিতবে ?

( ২ )

বল বল তকবর, তুমি যে এত স্নানব  
অস্তবও তোমার কি চে ইহাণি মতন ?  
কিংবা শুধু নৈত্র-শোভা মানব যেমন ?  
আমি দুঃখী তকবর, তথাপি মম অস্তব  
না জানি মনের স্রুথ, সতোষ কেমন,  
তকবর, তুমি বৃষ্টি না হবে তেমন ?  
অরে তরু খুলে বল, শুনে হই স্থনীতল  
ধবণীতে সদানন্দ আছে এক জন—  
না হয় সন্তাপে ধাবে কবিত্তে ক্রন্দন ।

( ৩ )

জানিতাম তকবর যদি হে তব অন্তর  
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—  
মানবেব মনশিষ্টে কি আছে কোথায় ।  
কত মক, বালুগুপ, কত কাঁটা কত কুপ,  
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়া—  
সরসী নিব্বার নদী কিছু নাহি তার ।  
তা হ'লে বৃষ্টিতে তুমি, কেন তাজি বাসভূমি,  
নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায়,  
তাজে নব ধরি কেন তোমার গলায় ।

( ৪ )

তুমি তরু নিরস্তব আনন্দে অবনীপর,  
বিরাজ বন্ধুর মায়ে সজ্ঞন-সোহাগে,  
তকবর, কেঁহ নাহি তোমায়ে বিবাগে ।

পরশী করান পান, স্বরস স্বধা সমান  
দিবানিশি বাবমাস সম অহুবাগে—  
পবন তোমার তবে যামিনীতে জাগে ।

শ্রোতোধারা পরি পায়, কল কল করি ধায়,  
আপনি বরষা নীরে ঢালে শিরোভাগে,  
তরু রে বসন্ত তোবে মেহ করে আগে ।

( ৫ )

কলকর্ণ মধুধাসে, তোমাবি নিকটে আসে  
শুনতে আনন্দে ব'সে কহ কহ বব ;  
তকবর তোমার কি স্বখেবে বিভব ।

তলদেশে মধমল, তল কবে ঢল ঢল,  
পতঙ্গ তাহাতে স্রুথে কেলি কবে সব,  
কতই স্রুথেতে তরু শুন ঝিল্লীবব ।

আসি স্রুথে পাতি পাতি, ছাড়ায়ে বিমন ভাতি,  
খজোঁ যখন তব সাজায় পলব—  
কি আনন্দ তরু তোর হৃদ অহুভব ।

( ৬ )

তরু বে আমাব মন, তাপদগ্ন অহুদগ্ন,  
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বাবিধারা ;  
আমি তরু জগতেব মেহসুখহারা ।

জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমাব,  
তরু এ সংসার যেন বিমতুল্য কারা ;  
মনে ভাল কেহ মোরে বাসে না তাহারা ।

এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,  
আমাব অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা—  
আমি, তরু, বড় পাণী, তাই ঠেলে তাবা ।

( ৭ )

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তববাসী,  
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনাঁবে,  
দেখিয়া জীবের স্রুথ ভবেব মন্দিরে ।  
এই ভিন্ন স্রুথ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,  
পাই যেন এইরূপে কাঁদিত গভীরে,  
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে ।

এক ভিক্ষা আছে আব, অস্ত্র যদি কেহ অ  
আমাব মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,  
তরু, তারে দয়া ক'বে তুবিও পরাগে ।

# নানা বিষয়

## লজ্জাবতী লতা ।

( ১ )

ছ'য়ো না ছ'য়ো না উটি লজ্জাবতী লতা ।  
একান্ত সঙ্কেচ ক'বে, এক ধাবে আছে স'বে  
ছ'য়ো না উহার দেহ, বাধ মোর কথা,  
তকলতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধাব,  
যেরে আছে অহঙ্কারে— উটি আছে কোথা ?  
আহা, ওইখানে থাক, দিও নাক ব্যথা ।  
ছ'ইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,  
ছ'য়ো না ছ'য়ো না উটি লজ্জাবতী লতা ।

( ২ )

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর ।  
যদিও সুন্দর শোভা, নহে তত মনোবোভা,  
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর ।  
যায় না কাহারও পাশে, মান-মর্গাদাব আশে,  
থাকে কাঙ্গালীবে বেশে একা নিবসন—  
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর ।  
নিখাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,  
না জানি কতই ওব কোমল অম্ব !  
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর ?

( ৩ )

হায় এই ভূমণ্ডলে কত শত জন,  
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে, অবনীমণ্ডল লুটে,  
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্তন ।  
কিন্তু হেন শ্রিয়মাণ, সদা সঙ্কচিত প্রাণ,  
বমণী পুণ্যগণে কে কবে যতন ?  
বভাব মুহূল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর,  
বিরলে মধুবভাণী মানসবন,  
কে জিজ্ঞাসি তাহাদেব কবে সম্ভাবন ?  
সমাজের প্রাক্তভাগে, তাপিত অন্তবে দাগে,  
মেখে ঢাকা আভাহীন নফ্র য়েমন ।  
ছ'য়ো না উহার দেহ কবি নিবারণ,  
লজ্জাবতী লতা উটি মানস-রজন ।

## জীবন-সঙ্গীত ।

বলো না কাতব ঘরে বুধা জন্ম এ সংসারে  
এ জীবন নিশার স্বপন,  
দারা পুত্র পরিবাব, তুমি কার কে তোমাব,  
ব'লে জীব কবো না ক্রন্দন,  
মানব-দ্রনয় সাব, এমন পাবে না আর,  
বাঘদুশ্চে ভুলো না রে মন ;  
কব যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,  
অহে জীব কব আকিঞ্চন ।  
কবো না সূখের আশ, পরো না দুখেব ফাঁস,  
জীবনেব উদ্দেশ্য তা নয়,  
সংসারে সংসারী সাজ, কবো নিত্য নিদ্র কাজ,  
ভবের উন্নতি যাতে হয় ।  
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাটাবো নয়,  
বেগে পায় নাচি রহে স্থির,  
সচায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,  
আনু যেন শৈবালের নীর ।  
সংসার-সমবাদ্রনে, যুদ্ধ কব দৃঢ়পণে,  
ভয়ে ভীত হই(ও) না মানব ;  
কব যুদ্ধ বীৰ্য্যবান, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,  
মহিমাই জগতে দুর্লভ ।  
মনোহর মুক্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,  
ভবিষ্যতে ক'বো না নির্ভর,  
অতীত সূখের দিনে, পুনঃ আব ডেকে এনে,  
চিন্তা ক'রে হইও না কাতব ।  
সাবিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্যে হও বত,  
একমনে ডাক ভগবান,  
সঙ্কল্প সাধন হবে, দবাতলে কীর্তি হবে,  
সময়ের সাব বর্ধমান ।  
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,  
হয়েছেন প্রাণঃস্বরগীয়,

• লংফেলো-রচিত “পায় অফ লাইফ”এর  
অনুবরণ ।



সেই পথ লক্ষ্য ক'বে, স্রোত কীষ্টি-পল্লব ধ'রে,  
 আমরাও হব বরণীয় ।  
 সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'বে,  
 আমরাও হব হে অমর ;  
 সেই চির লক্ষ্য ক'বে, অন্ধ কোন জন পবে,  
 যশোদাবে আসিবে সম্মত ।  
 ক'রো না মানবগণ, বুঝা ক্ষয় এ জীবন,  
 সংসার-সমরাদান-মাঝে ।  
 সঙ্কল্প করেক্ষ যাহা, সাধন কবহ তাহা,  
 রত হয়ে নিজ নিজ কাজে ।

### পদ্যের মুণাল ।

( ১ )

পদ্যের মুণাল এক সুনীল তিলোলে,  
 দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—  
 কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনবায়,  
 হেলে তলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—  
 পদ্যের মুণাল এক সুনীল তিলোলে ।  
 খেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে বাঁধা  
 উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—  
 পদ্যের মুণাল এক সুনীল তিলোলে ।  
 একদৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ ঘন  
 দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কজ্জোলে—  
 পদ্যের মুণাল এক তরঙ্গের কোলে ।

( ২ )

সহসা চিন্তাবিবেগ উঠিল উপলি,  
 পদ্ম, জল, জলাশয় হুলিয়া সকলি,  
 অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকল মন,  
 আই মুণালের মত হায় কি সকলি ?  
 বাজা বাজমাছিলো বলাবীরা মোতঃশিলা  
 সকলি কি গুণহারা দেখিতে কেবলি ?  
 আই মুণালের মত নিঃশেষ সকলি ।  
 অদৃষ্টে বিবোধী যার, নাহিক নিস্তার তার,  
 কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী ?  
 লতা পশু কীট সম মানবেরো পবাক্রম  
 জান-বুদ্ধি যত-বলে বাঁধা কি সকলি ?  
 আই মুণালের মত হায় কি সকলি ?

( ৩ )

কোথা সে প্রাচীন জ্ঞান মানবের দল,  
 শাসন করিত যাবা অবনীমণ্ডল ?  
 বলবীর্ষ্য-পবাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে  
 ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—  
 কোথা সে প্রাচীন জ্ঞান মানবের দল ?  
 বাণিয়ে পাশাপাশি পূর্ণ অবনীতে অপক্লপ  
 দেখাইল মানবের কি কোণল বল—  
 প্রাচীন মিসরবাদী—কোথা সে সকল ?  
 পড়িয়া রয়েছে স্মৃপ, অবনীতে অপক্লপ  
 কোথা তাবা, এবে কাবা হয়েছে প্রবল,  
 শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ?

( ৪ )

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি,  
 জালিল উন্নতিদীপ অকণের ভাতি,  
 অতুল অবনীতলে, এখনও মহিমা জলে,  
 কে আছে সে নব দল্ল কলে দিতে বাতি ?  
 এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি ?  
 মারাত্মক খাম'পলি, হয়েছে গাশানহলী,  
 গিবীশ সাধাবে আজ পোড়াইছে বাতি,—  
 এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি ?  
 যার পদচিহ্ন ধ'বে অন্ধ জাতি দম্ব কবে,  
 আকাশ পয়োদিনীবে ছড়াইত ভাতি—  
 জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি ?

( ৫ )

দোদুগু প্রতাপ যার কোথায় সে বোম ?  
 কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিদ্ধ বোম ?  
 ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,  
 সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—  
 দোদুগু প্রতাপ আজি কোথায় সে বোম ।  
 সাহস ঐশ্বর্যে যার দ্রিভবন চমৎকার—  
 সে জাতি কোথায় আজি কোথা সে বিক্রম,  
 এমনি অবার্থ কি বে কালের নিয়ম ?  
 কি চির আছে রে তাব ? বাজপথ দুর্গে যা  
 পৃথিবী বন্ধন ছিল কোথায় সে বোম ?—  
 নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম ?

( ৬ )

আরবের পারস্যের কি দশা এখন ?  
 সে ভেজ নাহিক আর নাহি সে তর্জন !

দৌভাণ্য কবিতাধানে উঠাটাই কোনকালে,  
কবেছিল মহাত্মে পৃথিবী শাসন।  
আরবের পাবনের কি দশা এখন।  
পশ্চিমে হিম্মানীশেষ পূর্বে সিদ্ধ হিন্দদেশ  
কাকের যবনবুন্দে করিল দমন,  
উল্লাসম অকস্মাৎ হইল পতন।  
এই ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,  
সে দিনেব কথা এবে হয়েছে স্বপন।  
আরবেব উপল্লাস অদ্বুত যেমন।

(৭)

আজি এ ভাবতে হয়, কেন হাঙ্গামারনি  
কলঙ্ক লিখিতে কাব কাঁদিছে লেখনী ?  
৩৪শে তরঙ্গের নত পদ্মমণ্ডলের মত  
পড়িয়া পরের পায় লুটায় দরজী।  
আজি এ ভাবতে কেন হাঙ্গামারনি ?  
এগতের চক্ষু ছিল, কত বশি ছড়াইল,  
সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার বজরী -  
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।  
কি বিগ্য বাজবলে মধুজ জগতীতলে,  
ছিল ঘাণা আজি তারা আসাব তেমন।  
আজি এ ভাবতে কেন হাঙ্গামারনি।

(৮)

কোথা বা সে ইজ্রায় কোথা সে কৈলাস,  
কোথা সে উন্নতি আশা কোথা সে উল্লাস ?  
শুভে বসুন্ধবাপবে বেড়াইত তেজভরে  
আজি তারা ভরে ভীত হয়েছ হতাশ—  
কোথা বা সে ইজ্রায় কোথা সে কৈলাস ?  
কত যত্নে কত যুগে বনবাসে কষ্ট ভুগে,  
কালজয়ী হলো ব'লে কবিতা বিশ্বাস—  
হায় রে সে ঋষিদের কোথা অভিলাষ ?  
শে শাস্ত সে দবশন, সে বেদ কোথা এখন ?  
প'ড়ে আছে ইজ্রায় তাবিয়া হতাশ—  
কোথা বা সে হিমালয় কোথা সে কৈলাস ?

(৯)

নিয়তির গতিরোধ হবে না কি আব ?  
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার ?  
দিশর পারশ্চ ভাতি গিবীক রোমীয় জাতি  
ডায়ত থাকিবে কি বে চিব-অন্ধকার ?  
জাপান জিলঙে নিশি পোহাবে এবার ?

যত্ন আশা পবিশাস, যাগুয়া নিয়তি কমে  
উঠিয়া প্রবল হ'তে পাবে না কি আব,  
অষ্ট যুগলের মত সহিবে প্রহার ?  
না জানি কি আছে ভালে তাই গো মা এ কাঙ্গালে  
মিশাইছে অজ্ঞানরা ভ্রম্মেতে তোমাব,  
ভাবত কিরণময় হবে কি আবার ?

(১০)

তোব তবে বাদি আর ফবাসী-জননি,  
কোমলকুণ্ডল-আভা প্রফুল্ল-বদনী।  
এত দিনে ব্যুতি সতি, দিবিব কালের গতি  
হ'লে ব্যুতি দশাটীন ভাবত যেমনি।  
সভাজাতি-মায়ে কৃষি সভ্যতার গনি।  
হলো যবে মহীতলে রোম দক্ষ কালানলে,  
তুমিই উজ্জল ক'বে আছিলে দরজী,  
দীবমাতা প্রভামণী মুচিব-যোবনী।  
ঐশ্বর্যভাণ্ডাব ছিলে কতই যে প্রসবিলে,  
শিল্প নীতি নৃত্যগীত চবিত অবনী—  
তোর তরে কাঁদি আর ফবাসী জননি।  
ব্যুতি বা পড়িলে এবে কালের হিলোলো,  
পাণ্ডেব মণাল যথা তবশ্বেব কোলে।

### স্বর্গারোহণ ।

(১)

“খোল খোল ঘাব খোল দ্রুতগতি  
হিরণ্ময় জ্যোতিঃ যাব”  
বলিল কৃতান্ত, ডাকি অমৃতচবে  
মুখেতে স্পীতিব ভাব।  
“সংবরি সংসার, লীলা আপনার,  
শামদুঃখদন আসে,  
সম্ভাগি আদবে, লও রে তাহাবে,  
বাগী-পুঞ্জগণ-পাশে।  
কবি-কুঞ্জধাম, পবিত্র কানন,  
অমর-ভবনে যাচা,  
নিবজন স্থান সদা মধুময়।  
দেখাও উহাবে তাহা ;—

\* মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে।



আনন্দ-লহরী                      ভাষার নিখর  
শোভিত আশার ফলে,  
উৎসাহ-ভাসিত                      বদন-মণ্ডল  
পঙ্কজ-বাঁকব ফলে ;  
বীর অবদব,                      বীরভাষা-প্রিয়,  
গউড়-সন্ততি-সার,  
প্রিয়ংবদা সখা                      প্রণয়ের তরু  
কামিনী-কণ্ঠের হার ;  
সাহিত্য-কুসুম                      প্রমত্ত মধুপ,  
বদনের উজ্জল রবি ;  
তোমার অভাবে                      দেশ অন্ধকার  
শ্রীমধুসূদন কবি ।

( ৬ )

গেলে চলি মধু                      কাঁদায়ে অকালে  
পাইয়া বহল রেশ,  
ক্ষিপ্তগ্রহপ্রার                      ধরাতে আসিয়া  
জলিখা হইলা শেষ ;  
ছিলে উদাসীন,                      গেলে উদাসীন,  
জয়মালা শিরে পরি,  
অনাথ দুটিরে                      কার কাছে বল  
গেলে সমর্পণ করি ;  
ভেবেছিলা জানি                      তুমি গত যবে  
গউড়-বাসীরা সবে,  
অনাথপালক,                      তোমার বালক  
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে ;  
হবে কি সে দিন                      এ গোড়-মাঝে  
পূরিবে তোমার আশা ?  
বুঝিবে কি ধন                      দিয়াছ ভাণ্ডারে,  
উজ্জল করিয়া ভাষা !  
হায় মা ভারতী                      চিরদিন তোর  
কেন এ কুখ্যাতি ভবে ।  
যে জন দেবিবে                      ও পদযুগল  
সেই সে দরিদ্র হবে ।

বিদ্যাসাগর ।

( রচয়িতা কর্তৃক পরিবর্তিত )

( ১ )

ফরাল বঙ্গের লীলা-মাহাত্মা সকলি—  
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী ।  
হারালে মা বন্দভূমি, পুত্ররত্নে আজ,  
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ !  
কি মহা পবন ল'য়ে জন্মেছিল ধীব,  
কিবা বিদ্যা—বুদ্ধি-প্রভা—কবণা গভীর ।  
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আবো মনোহর  
বিশাল উদাবচিত্র দয়ার সাগর ।—

তেনন সন্তান মা গো কে আর তোমার ?

( ২ )

কাঁদিছে হের গো তাঁবে করিয়া অরণ,  
দরিদ্র কাকাল দুঃখী কত শত জন ;—  
কেবা অন্ন দিবে আর—কে ঘৃচাবে দুগ,  
দরিদ্র দুঃখীয়ে হেরে কে চাহিবে মুখ !  
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য-ভিতর,  
কাকালে করিবে আর কেবা সে আদর ।  
মানব-দেহেতে সেই দয়া মূর্তিমনে,  
সার্থক তাঁহারই জন্ম বশঃ কীৰ্ত্তিমান—  
প্রাতে নিত্য অরণীর যাব গুণগান !

( ৩ )

আপনার বেশ-ভূষা সামান্য আকার,  
দেখিলে পয়ের দুঃখ নেত্রে জলভার !  
সমাজ-পীড়িত জনে করিতে মোচন  
জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন,  
সমাজ-পীড়িত জনে করিতে উদ্ধার ;  
আপনি মহিলা নিন্দা কত তিরস্কার ;  
স্বপ্নে বদ্ধ অবশেষে তবু দৃঢ় পণ,  
সঙ্কল্প-সাধন কিংবা শরীর-পতন—  
এ হেন সুপুরুষ-সিংহ জন্মে মা ক'জন ?

( ৪ )

অদ্বিতীয় বাঙ্গালা-ভাষার শিক্ষা-গুরু—  
বর্ণমালা হ'তে বঙ্গ-সাহিত্যের তরু  
স্বহস্ত-অর্জিত যার, যার প্রতিভায়  
উজ্জল বাঙ্গালা ভাষা প্রথর প্রভায় !  
বালক বৃদ্ধের মুখে নান বরে বরে,  
জীবন্ত হুচির কীর্তি রবে যার পরে ।

উপাধি উল্লেখ যার নাম পরিচয়,  
ধন বহুমাতা গর্ভে ধর এ তনয়।—  
করছি ক'র এত কালবকোমর ?

(৫)

স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত কাহার তেমন ?  
দর্প নির্ভীকতা বীর্য—যে কিছু লক্ষণ  
তেজীয়ান পুরুষের সবই ছিল তাঁর।  
তৃণজ্ঞান পদমান অবজ্ঞা যেখার—  
ষোড়শ-প্রসাদ(ও) গর্ভে ঠেলিত হেলায় !  
হেন পুত্র হায় মাতঃ, হারালে কোথায় ?  
হারালে কোথায় পুত্র হেন পুণ্যতম,  
আত্মা যার সত্য আর সাধুতা-আশ্রম—  
হৃদয় ধীরে দয়া—সাগরের সম।

(৬)

প্রচণ্ড উত্তাপ-দগ্ধ ভারত-গগন  
সকল অসাড় শুক নিস্পন্দ যেমন,  
হুজুঁর কলির দর্পে—ধন উপার্জন।  
আর পদ-অদ্বৈত, শুধুই এখন  
কার্য্য ভূ-ভাবতমাঝে—তবুও যে আজ  
তাঁহার ভিতরে দীপ্ত করিছে সমাজ,  
মহাপ্রাণ—চুই এক—বিদ্যুৎ যেমন  
চকিতে চমক দিক করায় দর্শন,—  
হে বিধাতঃ সে কি ওহে ভাবী স্থলক্ষণ ?

(৭)

এ হেন অদিনে জন্মি অতি দুঃখিকুলে,  
আপনার কীর্তিধ্বজা নিজ হস্তে তুলে,  
পবিত্র করিয়া তাঁর জগৎ-পুজায়,  
স্থাপিলে শিখর-পরে সমাজ-চূড়ায়,  
অসামান্য দ্বিজবর !—তব দেব-দেহ  
মরণেও বঙ্গবাসী ভুলিবে না কেহ।  
অমর তোমার সেই কর্কস দেহ-ঠাট,  
সেই দয়াপূর্ণ নেত্র—বিশাল ললাট !  
বঙ্গের হৃদয়ে নিত্য করুণার পট !  
দরিদ্র-সন্তান হ'য়ে জিনিলে স্মৃতি।

কোন একটি পাখীর প্রতি ।

(১)

ডাক রে আবার পাখী ডাক রে মধুর।  
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তাঁর স্থললিত গান,  
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর।

আবার ডাক বে পাখী ডাক রে মধুর।  
বলিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসাল-মূলে  
দেখিছ উপরে চেয়ে আশায় আতুর !  
ডাক রে আবার ডাক অমধুব সুর।

(২)

কোথায় লুকায়েছিলি নিবিড় পাতায়,  
চকিত চঞ্চল আঁখি না পাই দেখিতে পাখী,  
আবার শুনিতে পাই সঙ্গীত শুনায়।  
মনের আনন্দে ব'সে তরুর শাখায়।  
কে তোরে শিখালে বল এ সঙ্গীত নিরমল ?  
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ?  
ডাক রে আবার ডাক পরাণ জুড়ায় !

(৩)

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,  
কখন আদব ক'রে কতু অভিমানভরে,  
অমনি স্বস্তার ক'বে লুকায়ে থাকিত,  
কি জানিবি পাখী তুই কত সে জানিত !  
নব অমুরাগে যবে ডাকিত প্রাণবল্লভে  
কেড়ে নিত মন প্রাণ পাগল করিত ;  
কি জানিবি পাখী তুই কত সে জানিত !

(৪)

ধিক মোরে, ভাবি তা'রে আবার এখন !  
ভুলিয়ে সে নব রাগ ভুলে গিয়ে প্রেমরাগ,  
আমারে ফকীর ক'রে আছে সে যখন,  
ধিক মোরে ভাবি তা'রে আবার এখন !  
ভুলিব ভুলিব করি তবু কি ভুলিতে পারি  
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন ;  
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন ?

(৫)

ডাক রে বিহগ তুই ডাক রে চতুর,  
তাজে শুধু সেই নাগ, পুরা তাঁর মনস্ক ন  
শিখেছিল আর যত বোল অমধুর,  
ডাক রে আবার ডাক মনোহর সুর !  
না শুনে আমার কথা, তাজে কুসুমিত ল।  
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর ;  
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর ?

## প্রিয়তমার প্রতি ।

( ১ )

প্রেমসি রে, অধীনের জনমে কি ত্যজিলে ?  
 কত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে ?  
 আই দেখ নবঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ  
 মুহু মুহু গরজন শুক শুক ডাকিছে,  
 দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়র খুলিয়ে পাখা,  
 কদম্বের ডালে ডালে কুতুহলে নাচিছে ।  
 পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল স্নানতল,  
 স্নেহ ক'বে তৃণদল বকে ক'বে রাখিছে,  
 হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় ববষায়,  
 যমুনা-জাহ্নবী-কারা উথলিয়া উঠিছে ।  
 চাতক তাপিত-প্রাণ, পুলকে করিয়া গান,  
 দেখ রে জলদ-কাছে পুনরায় ছুটিছে ।  
 প্রেমসি রে সুখোদয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়  
 কেবলি মনের ছুখে এ পরাণ কাদিছে ।

( ২ )

আই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল ।  
 লতায় কুহুমদলে, পাতায় সবসী-জলে,  
 নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল ।  
 শামল স্নানর ধরা, শোভা দিল মনোহরা,  
 শীতল সৌরভ-ভরা বাসে বায়ু ভরিল ।  
 ময়াল আনন্দ-মনে, ছুটিল কমল-বনে,  
 চঞ্চল মুগাল দল ধীরে ধীরে হুলিল,  
 বক হংস জলচর, দৌত করি কলেবর  
 কেলি-হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল ।  
 দামিনী মেঘের কোলে বিলাসে বদন খোলে  
 ঝলকে ঝলকে রূপ আলো ক'বে উঠিল ।  
 এ শোভা দেখাব কারে, দেখায়ে সন্তোষ ধারে,  
 হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল ।

( ৩ )

ত্যজিবে কি প্রাণসখি ত্যজিতে কি পারিবে ?  
 কেমনে সে স্নেহলতা এ জনমে ছিঁড়িবে ?  
 সে যে স্নেহ সুধাময় ঘেরিয়াছে সমুদয়  
 প্রকৃতি পরাণ-মন কিণে তাহা ভুলিবে ?  
 আবার শরৎ এলে, তেমতি কিরণ ঢেলে,  
 হিমাংগ গগনে কি রে আর নাহি উঠিবে ?  
 বসন্তের আগমনে, সেরূপ সন্ধ্যার সনে,  
 আর কি দক্ষিণ হ'তে বায়ু নাহি বহিবে ?

আর কি রজনীভাগে, সেইরূপ অমরাগে  
 কামিনী রজনীগন্ধা বেল নাহি ফটিবে ?  
 প্রাণেশ্বরী ! পুনর্বার, নিশীথে নিস্তব্ধ আর  
 ধরাতল সেইরূপে নাহি কি রে থাকিবে ?  
 জীবজন্তু কেহ কবে কখন কি কোন রবে,  
 ভূলে অভাগার নাম কঠেতে না আনিবে ?  
 প্রেমসি বে সুধাময় স্নেহ ভুলিবাব নয়,  
 কাদালি কাদালি শুধু পরিণামে জানিবে ।

( ৪ )

আই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ঝরিল ।  
 শরতে সুন্দর মই সুধা মাগি বসিল ।  
 হরিৎ শস্ত্রের কোলে দেখ রে মঞ্জরী দোলে  
 তুচ্ছটা তাহে কিবা শোভা দিয়ে পড়েছে ।  
 বহিলে মুহুর বায়, ঢালিয়া ঢালিয়া তায়,  
 তটিনী তরঙ্গ-লীলা অবনীতে খেলিছে ।  
 গোষ্ঠে গাভী বুধ সনে, চবিছে আনন্দ-মনে  
 হরষিত তরুণতা ফল ফুলে সেজেছে ;  
 সরোবরে সর্বোচ্চ, কুমুদ কল্লার সহ  
 শরতে সুন্দর হ'য়ে শোভা দিয়ে ফটেছে ।  
 আচরিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন,  
 উড়িয়ে অধরে মেঘ ডেকে ডেকে চলছে ।  
 প্রেমসি রে মনোহরা এমন সুখের ধরা,  
 বিহনে তোমার আজি অক্ষকার হয়েছে ।

( ৫ )

আহা কি সুন্দর বেশ সন্ধ্যা আই আইল ।  
 ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি ভাঙুর কিরণ তুলি  
 পশ্চিম-গগনে আসি ধীরে ধীরে ছাইল ।  
 অন্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধরি  
 বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল !  
 গোখলি-কিরণ-মাখা গৃহচূড়া তরুশাখা  
 প্রেমসি রে মনোহর মাধুরীতে প্রিল ।  
 কাদম্বিনী ধীরি ধীরি হয়, গজ, তব, গিরি  
 আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল ।  
 দেখ প্রিয়ে স্বর্ধ্য-আভা গজাজলে কিবা শোভা  
 সুরবেষে পাতা বেন ছড়াইয়া পড়িল ।  
 কৃষক মঞ্চের পরে, উঠিল আনন্দ-ভরে,  
 চঞ্চুপুটে শস্ত ধরে নভচর ফিরিল ।  
 এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,  
 শূন্য-মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল ।

( ৬ )

আজি এ পূর্ণিমা-নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে,  
 কার সনে প্রিয়ভাবে দেহমন জড়াবে ?  
 এখনি যে সুধাকর, পূর্ণবিধ মনোহর,  
 পূর্নদিকে পবকাশি সুধারশি ছড়াবে !  
 এখনি যে নীলাধরে, খেতবর্ণ থরে থরে,  
 আসিয়া মেঘের মালা সুধাকবে সাজাবে !  
 তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল  
 চাঁদের কোমলমাখা কারে আজি দেখাবে,  
 প্রেরসি অঙ্গুলি তুলি কুসুম-কলিকাগুলি,  
 শিশিরে ফুটিছে দেখে কারে আজি সুধাবে—  
 “অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক”  
 ব’লে সুধাইবে কারে কে বাসনা পূরাবে ?  
 তম্বু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,  
 তারে কাদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে ?

কুহস্বর ।

অই কুহরিল পিক ললিত উচ্চাসে ।  
 হিমব্রত অবসান, আঁকুল পাখীর প্রাণ  
 হৃদয়ের বেগ তার হৃদি-তটে রয় না ।—  
 হায় বদ-হৃদি কেন অইরূপে বয় না ?

কি কুহ ডাকিল পাখী বলিতে না পারি !  
 প্রকৃতি কুন্তল মাজি, নব কিশলয়ে সাজি,  
 হাসির তরঙ্গ তোলে, অধরেতে ধরে না !—  
 অমনি হাসিতে বদবাসী কেন হাসে না ?

শুনিতে সে মধুময় কোকিল-কাকলী,  
 অচেতন মলয়-বায় সেও রে ছুটিল হায় !  
 ছুটিল কুসুম-রেণু, সেও ধৈর্য্য মানে না ।  
 অমনি আবেগ-স্রোত বঙ্গে কেন ছোটো না ?

তুমিও কি সরোবর অই কুহস্বরে  
 চলেছ লহরী তুলে, মুগ্ধরিত তরুণুলে,  
 উতলা প্রাণের কথা জানাতে কাহার ?—  
 বঙ্গের নাহি কি আশা জানাতে কাহার ?—

কল কল কল স্বরে তুমি, প্রবাহিনি,  
 ছুটেছ সাগর-পাশে, মাতিয়া কি অই ভাষে,  
 বলো না লো কি আশাসে ? বলো সে কাহিনী,  
 শুনারে অচল বন্ধে কর চিরঞ্চণী ।

জুড়ে চেতনের ভাষা বুঝিয়া চেতিল—  
 কি বলিছে কুহস্বরে কে বুঝায়ে দিবে নয়,  
 ধরণী চঞ্চল করে কি কথা এমন ?—  
 বনের পাখী স্বরে চকিত ভুবন

নাহি কি এ বন্ধে হেন কোন প্রাণ  
 সঞ্চারি আশায় লতা, শুনায় অমনি  
 অমনি নিগূঢ়ভাবে ?—নাহি কি  
 হৃদয়-ক্ষেপানো কথা কাহার(৩)

হাসি কান্না কি উল্লাস নাহি কি  
 কাহার(৩) হৃদয়মাঝে, অমনি ধনিত্তে বা  
 বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছাস তুলিয়া ?  
 হাসে, কাদে, ভাসে বঙ্গ উৎসাহে ভুবন

কে আছে হে কবিকুলে গভীর-হৃদয় :  
 গাও একবার শুনি, জীবন মার্গিক গা  
 অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছাস,  
 ঘূচ্চায় এ গউডের প্রাণের হতাশ !

উচ্চতানে বদপ্রাণে মিশাইয়া প্রাণ,  
 প্রাচীন যুবক জনে, লও হে আশার রস  
 উন্নত করিয়া গানে কুহক দেখাও ;—  
 প্রভাতের জ্যোতি বদ-নিশিতে মিশাও ।

বর্ষের বঙ্গের ঐতি শুন্য বিদ্যারি,—  
 পরস্পরে রাখি ভর পাষণে পাষণ  
 কিরূপে “মিশর-সুস্ত” মিলনের জোরে  
 বিরাজে অনন্ত-কোলে বিনা অন্ত ডোরে

ভুধর করিছে চূর্ণ সিদ্ধুর সলিল ।  
 বল হে কিসের বলে, সে সলিল  
 দিন দিন পলে পলে—না হয় শিথিল !  
 জলে জলকণা বাধে কি গভীর মিল !

কার হৃদে বন্ধে হেন তরঙ্গ খেলায় ?  
 দেখাও হৃদয় খুলে, গউড় বাউক  
 সে তরঙ্গ-স্রোত মিলে ভাসুক তেমনি  
 শুনে ও কোকিলধনি প্রকৃতি যেমনি

না যদি ভাসাতে পার উৎসাহে  
 হাসাও হে বন্ধে তব, নিগূঢ়  
 বদ-হৃদয়ের শিলা করি উন্মোচন—  
 হাসিলে পাসরে ব্যথা গোলামের

যে রসে হাসাতে পার হাসাও উচ্ছেতে ;  
যেন সে হাসিব সনে, হাসে সব ফুলাননে  
হাসে যথা কল্পস্বরে মধী পাগলিনী—  
কে জানে হে বঙ্গ-কবি, গাও সে কাহিনী ।

যে হাসি-মধুতে নাই বাসির আশ্রাণ,  
সৌরভে পরাণ ভরি, ছোট্টে জীবনের তরী  
যে হাসি-তরঙ্গে ভাসি কালের পাখাবে।—  
ভাসিত যে হাসি “রোম” “হেরেসের” তারে ।

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন,  
প্রাবৃটের কাল ঘন করে প্রিয়দরশন  
করে চাকু ওয়া তরু গহ্বর কানন—  
তেমতি হাসিতে ফুল কর বঙ্গ-জন ।

না যদি হাসাতে পার সে গভীর বেগে,  
গাহিয়া করুণ রবে, পরাণে কাঁদাও সবে  
বঙ্গবালার বুদ্ধ যুবা শিশুক কাদিতে—  
হৃদি ভ’রে জীবনের উজ্জ্বল তুলিতে ।

ভেবো না হে বঙ্গনারি নিবারি তোমায়  
পাতিতে সে চাকুকাঁদ—নেত্র-কোণে অর্ধ-হাঁদ  
অন্ত অর্ধ ওষ্ঠাধরে মধুব মেলানি !  
সে হাসির অমিয়তা ভেবো না না জানি ।

ভেবো না তরুণ যুবা কিবা হে প্রাচীন,  
নিবারি তোমায় তাহা নিত্য তুমি হাস যাঁহা  
সে হাসি হাসিয়া তব পরাণ জুড়াও,  
যুবতী প্রবীণা কিবা কিশোবে ভূলাও ।

ভেব না জানি না আমি কিবা সে মধুর  
শিশু, মধুরতলে হাসিব অমিয়া ছলে  
ঢালে যাঁহা ধরাতলে জীবন জীয়াতে ।  
ঢেলেছি সে সুধারানি ভাপিত হিয়াতে ।

ভেবো না জানি না বঙ্গ কাঁদে নিরন্তর ।  
আপন আপন তরে ক্ষুদ্র শোক-তাপভরে  
ধরে ধরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত নীর-হার !  
বঙ্গতে আছে হে জানি শোকের সঞ্চার ।

না চাহি সে কান্না হাসি সে উৎসব-রোলে,  
মাদকতা নাহি তার বহুধায় না ঢলায়  
জ্বর-পাথার তার উথলিত হয় না !  
দেবধাতে বিনা গ্রীষ্মে শিক্ত নীর বয় না ।

অসার নিঃশ্রোত এই বঙ্গের জ্বর !  
হাসিতে কাদিতে প্রাণে গভীরতা নাহি জানে  
না জানে উৎসাহবাহে প্রাণের প্রলয় ।  
জগৎ-ভাসানো বেগ বঙ্গতে কোথায় ?

বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ে,  
গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত,  
নিঃশ্রোত বঙ্গের হৃদি শ্রোতেতে ডুবাও—  
বহুস্ত রোদন কিংবা উৎসাহে ভাসাও ।

এস ভ্রাতঃ কবিকুলে আঁছ কোন জন !  
শুন হে গভীর ঘর কি ঝরিছে মনোহর  
কোকিলের কুহুরবে।—অমনি কীর্তন  
না শিথিবে যত দিন ছেড়ো না বাদন ।

হে কামিনীকুল, যত বঙ্গের পীযুষ !  
কব পণ শিখাবারে পতি-পুত্র তনয়ারে  
সফল করিতে এই কবির স্বপন—  
রেখো মনে জোপদীর বেগী-বাঁধা পণ ।

তুলো না ও কুহুর ভুলো না আমায় !  
হৃদয়ে বাঁধিয়া মালা দিলাম বৈশাখী ডালা  
বাসি ব’লে অনাঘ্রাত ফেলো না ইহায়।—  
হায় বে নবীন দাম বঙ্গতে কোথায় !

হে বঙ্গদর্শন-প্রিয় ভামিনী যতক !  
কারে সঘোষি আঁর লইতে এ উপহার  
বাঁকা চাঁদ বাঁকা বার হৃদয়-রাকার  
সমর্পিব তাবই করে স্বরিয়া সবার—  
ভুলো না ও কুহুর—ভুলো না আমায় !

কমল-বিলাদী ।  
আঁহা মরি কিবা দেহিহু হৃদয়  
মধুর স্বপন-লহরী !

নবীন প্রদেশে নবীন গগন,  
মধুর মধুর শীতল পবন,  
সরসে সরসে নীরদ-বরণ,  
সলিল ভ্রমিছে বিহরি ।

কত সরোজিনী সরোবরপবে,  
পরিমলময় সরা নৃত্য করে,  
ফুটে ফুটে জলে শত ধরে ধরে,  
অপূর্ণ সুবাস বিতরি ।



সবোবর-তীরে ঘ্রাণেতে বিহ্বল,  
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল,  
পরাণ শরীর স্ববাসে নীতল  
বাজায় বাজায় বাঁশরী।

দমে কত স্তখে কত সে আনন্দ,  
যেন মাতোয়ারা লভিয়া সুগন্ধ,  
সরোবরে পশি পিণে মকরন্দ—  
চিন্তা শোক তাপ পাসরি।

ভাঁড়ে পদকলি ভাঙ্গে পদানাল,  
ঢালে পদমধু পূর্ণ করি গাল;  
ভঞ্জে স্রবস নবীন মুণাল  
কতই বতনে আহরি।

আনন্দে বিঘোর মধুমত মন  
ভ্যজে বারি পুনঃ উঠে কতক্ষণ  
তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ—  
হৃদয়ে স্তব্ধের লহরী।

পুনঃ গিয়া জলে তোলে পদদল,  
কোরক বিকচ নলিনী অমল;  
মকরন্দ ল'রে ঢালে অবিরল  
পুরিয়া পুবিয়া গাগরী।

পুনঃ উঠে তীরে যুদ্ধ মল বায়,  
ধীরে ধীরে সব তরুতলে যায়  
নিরুজ্জ ছাড়িয়ে তখন সেখায়  
প্রবেশে কতই স্নহরী।

মধুমাখা হাসি বদনে বিকাশ,  
পদমধু বাসে পরাণ উল্লাস,  
পদমধু পিণে মিটায়ে পিয়াস—  
কুবলেয়ে বাক্কে কবরী।

বিছায়ে কোমল কমল-পাতাশ,  
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,  
চাক্র মনোহর উপধান তার  
গ্রথিত নলিনী-মঞ্জরী।

তরুতলে তলে হেন মনোহর  
কমলের শয্যা কোমল স্নহর;  
দুগ্ধফেননিভ স্ফুটক অখর  
যেন রে মেদিনী-পরি।

একপে পাতিয়া কুমুম-শযন,  
হাসিয়া হাসিয়া বিলাসিনীগণ,  
হৃদয়বল্লভ পারশে তখন  
ছডায় বিলাস-লহরী।

কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ,  
হেমময় মালা জড়িত রতন,  
পরায় প্রিয়েরে করিয়া যতন,  
খেলায় নখন-বকরী।

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া  
জড়ায় জড়ায় বিননি পাখিয়া,  
বঁধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া,  
অধরে হাসির মাধুরী।

কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্জন  
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন  
শ্রিয়-আখিপরে—সলজ্জ বদন,  
চঞ্চল বসনে সংসরি।

কোন বা ললনা ছলিয়া চাতরে,  
রাঙ্গা পদ তুলি প্রিবহুদিপরে,  
অলক্তলাঞ্ছনে দেহে চিহ্ন করে,  
জানাতে প্রেমের চাকরী।

একপে বসিয়া যভেক ললনা  
হাব ভাব হাসি প্রকাশে ছলনা,  
কেহ বা শিবরে কোন বা অঙ্গনা,  
চরণ-পারশে শ্রহরী।

বসিয়া এ ভাবে যভেক স্নহর  
মধুর ললিত মধুর বাঁশরী  
সুরেতে বাঁধিয়া আলাপ আলাপ  
পুরিছে পল্লব-লহরী।

সে সুরভরঙ্গ মিলিয়া তখন  
উঠিল সঙ্গীত পুরিয়া কানন—  
শ্রামা কলকণ্ঠ শারী অগণন  
“বউ কথা কও”

উঠিল ডাকিয়া পুরি চারিদিক  
জগৎ সংসার করিল অলীক,  
বেগু-বীণা-রব হ'তে সমধিক  
মধুব গীতের লহরী।

বানীতে বাজিছে—“কিবা সে সংসার”  
কোকিলা ভাষিছে—“সে সব মিছার”  
“শ্রম আশা ভ্রম—সকলি অসার”  
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি;—

“কি হবে জীবনে প্রেমের আমোদে,  
পরাম যদি না মাতে ।  
রসের বাগান— সখের মেদিনী—  
নারীমূল কুটে তাতে !

যে জন মথিবে এ সুখ-জলধি  
সেই সে পীযুষ পায়,  
সখের বাগান— সখের মেদিনী  
রসের বেসাতি তার ।

“হায় সে পীযুষ ! কিবা তার সম  
ভাব রে ভাবুক মনে !  
হায়, ধন, মান, যশ—প্রাণেব নিগড়,  
কণ্টক আশাব বনে ।

এ যে সখের ধরণী ! ভাবনা হতাশ  
ইহাতে নাহিক সাংজে,  
হেথা প্রাণের সাবদ, প্রেমোদে মাজিলে  
তবে সে আনন্দে বাজে ।

শুধু রসিক যে জন রসের ধরার  
সেই সে হরষ পায়,  
ভুবে নারীসুখকূপে, লভে প্রেমসুখ,  
দ্বিজ এই গীত গায়।”

বিহগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে,  
এই গীত শুধু বরষে প্রপাতে;  
প্রকৃতি বা যেন মাতিল তাহাতে  
বিস্ত্রাসি বেশের চাতুরী।

চারু কিশলয় হইল বিকাশ;  
তরুরাজি-কোলে মুহু মুহু শাস  
কুসুম-চূষিত মলয়-বাতাস  
লতিকা উঠিল শিহরি;

তুঙ্গি কলাপ মদন-বিধুর  
নাচিতে লাগিল উন্নত ময়ুর;  
নবীন জলদ নিনাদি মধুর  
গগন রাখিল আবারি ।

গাঢ়তর আবো বাজিল বাদন,  
গাঢ়তর আরো গীত বরষণ,  
গাঢ়তর বেশ আরো সে ভুবন—  
আখারিল যেন শরীরী ।

যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া,  
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,  
করিল মণ্ডপ, কুসুমে ভূবিয়া  
বীরে নাগে যুগু মর্ষবি ।

মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল,  
সুতন্ত্রা অলসে শরীর নিচল,  
পড়িল পরাণী—অসাড় সকল—  
রহিল চেতনা সংবরি ।

একাকী ভখন ভ্রমিছ সে দেশ;  
চারিদিকে খালি হেরি চাক বেশ  
কমল-সরনী, কোমল প্রদেশ  
রাজিছে ভূতল-উপরি !

পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ  
সরোবরতীরে সুখে নিমগন,  
কেবল নিরখি, যতই ভ্রমণ  
করি সে অপূর্ণ নগরী ।

ষড়ঋতু বীরে ক্রমে আসে যায়—  
প্রাবৃত্তের কোলে নিধাণ জুড়ায়,  
প্রাবৃত্ত আবার শবতে লুকাই,  
হাসিল শারদ শরীরী ।

শিশিরের কোলে হিম-ঋতু আসে,  
নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে,  
তখন(ও) উন্নত অচেত বিলাসে  
যতেক নাগব নাগরী ।

বত দিন ক্ষুধা জঠবে না জলে  
সেইভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে  
অচেতন-চিত্তে থাকয়ে বিহ্বলে  
জগত-সংসার পাসরি ।

বসন্ত ফিবিয়া আইলে আবার,  
জাগিয়া করয়ে যুগল আহাৰ,  
কমল-পীযুষ পিয়ে পুনর্বার  
গড়য়ে চেতনা সংবরি ।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়  
 ঋতুতে ঋতুতে ঘটনাচ্ছলায়।—  
 নাহি জানে তারা—দিবস নিশায়  
 স্বভাবের কত চাতুরী।

নাহি জানে কিবা ঘোরতর স্থখ।  
 ঘোরতর যবে প্রকৃতির মুখ  
 ঘনঘটাজালে—পতন উন্মুখ  
 বিজলী বেড়ায় বিচরি।

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন।  
 গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন  
 চলে দস্ত করি ছাড়িয়া গর্জন—  
 নাচারে প্রকৃতি সুন্দরী।

তখন হৃদয়ে সে ভাব গভীর  
 করে আন্দোলন, অধীর শরীর,—  
 না জানে তাহার, না ভাবে মহীর  
 কত সে ঐশ্বর্য-লহরী।

যে ভাব পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে  
 থাকে চিরকাল প্রাণিচিতপুটে  
 নিত্য পরিমল নিত্য বাহে উঠে  
 জগতে সঞ্চারি মাধুরী ;—

যে ভাব পরশে মানবের মন,  
 বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,  
 করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন,  
 মৃত্যুর ম্রতি বিস্তারি ;—

না পরশে কভু তাদের পরাণ,  
 জীবন কাটায় করি মধুপান,  
 নারীগত মান—নারীগত প্রাণ—  
 নারী-পাশ ধরা চাকরী।

এইরূপে হেরি সে চারু অঞ্চল ;  
 গেল কত কাল ভ্রমেতে কেবল,  
 শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল  
 ভাবিয়া সে ঘোর শরীরী।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় বিকার  
 নরজাতি বৃদ্ধি নাহি হেন আর ?  
 ধু ধু করে শূভে পুরাতন বার—  
 হেরে উঠে প্রাণ শিহরি।

কালচক্রপটে যদি ফিরে চায়  
 গুরুবস্ত্র ধন কি দেখিতে পার ?  
 কিবা সে সঙ্কট আছে রে কোথায়  
 জন্মিতে সংসার-ভিত্তি

পিতৃকুলগত কোন মহাভাগে  
 দিয়েছে স্মরণ শুনে অমরাগে  
 পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আশ্রয়  
 ভবিষ্য তরঙ্গে উত্তরি ?

নরজাতি যত হেব ধরামাথে  
 সকলেব চিহ্ন কালবকে সাজে  
 নিরখিলে তায় হৃদি-তন্ত্রী বাজে,  
 ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় প্লাবিত

এ ছার জাতির কি আছে তেমন,  
 কালেব কপালে সঙ্কট লিখন ?  
 অপূর্ণ কিবা সে নূতন কেতন  
 উড়িছে ভবিষ্য-উপনয়

ভাবিতে ভাবিতে কত দূর(ই) বাই  
 পুরী-প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—  
 তেমতি সরস কোমল সে ঠাই,  
 সজ্জিত পল্লববনরী ;

প্রাণিগণ সেথা করিয়া বিলাস,  
 তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,  
 সেই নিদ্রা ঘোর তরুতলে বাস  
 সেইরূপে নারী-প্রাণ

সেখানে রমণী আরো সুচতুরা,  
 জানে কত আরো ছলা মধুরা,  
 সদা মনে ভর পাছে সে বধুরা  
 ছাড়িয়া পলায়

কাছে কাছে আছে নোনার পিজর,  
 সুবর্ণ-শিকলি শতেক লহর,  
 যদি কেহ উঠে শুনে অস্ত্র স্বর  
 বিলাস-প্রমোদ

তখন তাহারে বাধিয়া শৃঙ্খলে,  
 অমনি পিজরে পুরে কত ছলে,  
 কত কাদে প্রাণ ভাসে চক্ষু জলে,  
 তবু নাহি ছাড়ি হৃদয়

দেখ কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায়,  
ভাবি কেন হায় প্রবেশি কোথায়,  
কিরূপে বাঁচিব করি কি উপায়,  
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী।

হেন কালে দেখি বিক্ষারি নয়ন,  
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ সেই প্রাণিগণ,  
আমারি স্বদেশী—নহে সে স্বপন!—  
খেলিছে বস্ত্রের উপরি।—  
আহা মরি কিবা দেখিছু স্মর  
অপূর্ণ স্বপন-লহরী!

### সংসার

সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?  
সংসার আমার এই সংসারে কিছই নেই  
সংসার বিষের তক দুঃখযলময়!  
কেহ বলে এই সার এই ছাড়া নাই আর  
এই কর অক্ষরেই জগত জুড়ায়!  
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?  
সংসার সকলি তুল সংসার পাপের মূল  
সংসার ভাজিলে জীব মুক্তিপদ পায়;  
নি কোন শাস্ত্রমুখে, কোন বা শাস্ত্রের বৃক্কে,  
সংসার, প্রণব লেখা সোনার পাতায়!  
সংসার তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?

ধাতার বত লীলা, তোরই কোলে ছড়াইলা  
তুই না থাকিলে সৃষ্টি জড়পিণ্ডময়।  
! বিনা এ আকাশ শূন্য খালি পরকাশ  
এ সূর্য্য নক্ষত্র চাঁদ প্রাণশূন্য হয়!  
সংসার, তোরে রে বল ভাবি কি প্রথায়?  
!ানে রে তোর ঘট। সেখানেই দেখি ছটা  
এই মাঠ এই বন এই মরু-গায়!  
! রে নগরতলে, তোরই সে তুকান চলে  
নর-কঙ্কালের কায়া কত ভাসে তার।  
সংসার, তোরে রে বল ভাবি কি প্রথায়?

তোরই বড় রস-জলে ধবলী ভাসিয়া চলে  
তোনই ফলে ফুলময় আকাশ ভূতল।  
তুই বে মোহন বাঁশী তুই বে প্রকৃতি-হাসি  
তুই বে একাই এই জীবন-সঞ্চল!  
কি ভাবে সংসার তোবে সুধাই রে বল?

তুই নরকের পথ তুই পুনঃ স্বর্গপথ  
ইহ-পরলোকে তুই নিত্যের স্বরূপ,  
সদস্য বত আর তড়িচ্ছটা কল্পনাব,  
তুই বে সুখার হৃদ তুই বিষকূপ।  
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কিরূপ?

ভাজিয়ে সংসার তোরে কি নিয়ে এ ভবঘোরে  
হাসিবে কাঁদিবে প্রাণি হেরিবে কি আর?  
হাসি কান্না নাহি যায় কি লাভ হেরিয়ে তার  
সংসার বিহনে ব্রহ্মরূপই নিরাকার!  
জীব-জগতের চক্ষু তুই রে সংসার।

আমারে চবণতলে মখিস যতই বলে  
যতই গবল তুই করিস উদগার,  
সংসার, তোরই ও মুখে চাহিয়া থাকিব সুখে  
তোমা ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর?  
তুই এ ব্রহ্মাণ্ড-মাকে সত্যের সাকার।

সংসার তোরই ও মুখে, হেবিব আবার সুখে  
হেলিব যেক্রপ ভাবি আশাপথ চাই।  
“আমি বার সে আমার” এই বাঁক্য যবে সার  
হবে এই ভবতলে সবার সবাই।  
সংসার হোতেই আমি ব্রহ্মরূপ পাই।

### ইন্দের সুধাপান

(১)

এক দিন দেবদেব পুণ্ডব  
বামে শচীসতী নন্দন-ভিতর  
বলিল গুরুঋষিধারে ডাকি;—  
যাও চিত্রবধ, সুধাভাণ্ড ভরি  
আন স্বরা কবি পৌষ-লহরী  
আনহ বাদিকবাককে ডাকি;  
আনি বাদির সুধাতরঙ্গে  
বত দেবগণ বলিল রঙ্গে  
অমর মান্তিল সুরেশ সঙ্গে।

(২)

সুবর্ণ-রঞ্জেতে সুর আখণ্ডল  
চারিদিকে যত অমরের দল  
বিজলীর মত করে ঝলমল

শোভে পারিজাত-হার গ্রীবাতে,  
বামে দৈত্যবালা রূপে কবে আলো,  
কোথা সে চঞ্চল তড়িৎ উজ্জল ?  
কোথা বা উন্মাদ রূপ নিরমল ?

পলকে পারে জগতে ভূলাতে ।  
আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,  
যার কোলে হেন নাবী মনোহর,  
কত সুখ তার হয় রে ।

বীর বিনা আহা রমণী-রতন  
বীর বই আব রমণী-রতন  
কারে আর শোভা পায় রে ?

(চিত্তেন)

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর  
গাঙ্গিল যতকৈ কিম্বদী কিম্ব  
কত সুখ তার হয় রে ।

বীর বিনা আহা রমণী-রতন  
বীর বই আর রমণী রতন  
বীর বিনা আর রমণী-রতন  
কারে আর শোভা পায় রে ?

(৩)

এলো চিত্ররথ মনোরথ গতি  
অর্ণপাঞ্জে সুধা, সঙ্গে বিজ্ঞারথী  
উঠিল সুর-ব "জয় শচীপতি"  
অমরমণ্ডলী মাঝেতে,  
দেব পুরন্দর দেবদল সহ  
সুধা সোমরস পিয়ে মুহমুহ,  
গন্ধে আনোদিত মারুত-প্রবাহ  
গগন কাঁপিল বেগেতে -

বায়ু মাতোয়ারা রবি শশী তারা,  
অরুণ বরুণ দিকপাল যারা  
সবে মাতোয়ারা সুধাপানেতে ।  
হলো ভয়ঙ্কর কাঁপে চরাচর,  
আকাশ পাতাল মহী মহীধর,  
জলধি হুকারে বেগেতে ।

(চিত্তেন)

বায়ু মাতোয়ারা রবি শশী তারা,  
অরুণ বরুণ দিকপাল যারা  
সবে মাতোয়ারা সুধাপানেতে ।

(৪)

বসিয়ে উন্নত আসন-উপরে  
গুণী বিখ্যাবসু বীণা নিল করে  
মেঘের গরজে গভীর ঝঙ্কারে  
মোহিত করিল অমরগণে ।

দেবাসুর-রণ গায়িতে লাগিল,  
কিরূপে অসুরে অমরে নাশিল,  
কিরূপে বাসব দেববাজ হলো,  
শুনাইল বীণা বাজারে বনে,

"পুলোম-ভ্রিতা তোমারি গৃহীত  
অহে দেবরাজ তুমিই দেবতা,  
রূপে পরাক্রম করি বাহুবলে  
এ অমরপুরী নিলে করতলে,  
সমুদ্র মথিয়া অমৃত লভিলে -

অহে দেব তব অসাধ্য শ্রুতি !"  
হলো প্রতিক্ষনি - "পুলোম-ভ্রিতা,  
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহী  
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে  
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,  
উঠিল নিনাদি যতকৈ বেগেতে ।

ভাবে গদগদ মুদ্রিমা নয়ন,  
উঠিয়া গরজি গরজি সঘন  
ছাড়িল হুকার দহুজ্বালা ।

(চিত্তেন)

হলো প্রতিক্ষনি, "পুলোম-ভ্রিতা  
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীত  
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে  
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,  
উঠিল নিনাদি যতকৈ বেগেতে ।

(৫)

অতি সুললিত যুগ্ম মধুস্বরে,  
আবার গায়ক বীণা নিল করে  
শাজাহান সুরললিত  
দেখ দেখ চেয়ে নাগরের বেশে,  
চোখ ঢুল ঢুল আসে হেগে হেগে,

আড়ে আড়ে কথা, নাহি অভিমান,  
সদা আশুতোষ খুলে দেয় প্রাণ,  
ওরে সুখা তোর নাই তুলনা।  
সদা সেবে যারা সোমরস সুখা,  
কোভ, গোভ, শোক, থাকে নাক ক্ষুধা,  
রণজয়ী যেই সুখাপায়ী সেই,  
শূর বিনে সুখাখাদ জানে না!

( চিতেন )

"সুখার প্রেমতে বাজ্ বে বীণা,  
বল্ সুখা বই ধন চাহি না,  
অমন মধুর নাই পিপাসা!  
সুখা কিবা ধন সুখা সে কেমন,  
সাধক বিনে কি জানিবে চাষা?"

( ৬ )

দৈত্য-অরিদল দস্তে কোলাহল,  
করে আক্ষালন করি কত বল,  
মত্ত মধুপানে দিতিস্তম্ভগণে,  
কিরাপে কোথায় করেছে হত!  
তখন আব্বার বীণা-বাউকর  
কী নীল করে, সস্করণ স্বর,  
অমর-দর্প করিল চুর,  
গরুত লোচন ঘন গরজন,  
ক্রমে ক্রমে সব হ'লো অদর্শন,  
স্তব্ধ হইল অমরপুর!  
সস্করণ স্বরে বীণা করে ধ'রে  
গাইল, "স্বখন প্রলয় হবে,  
যখন ঈশান হর হর বোল্  
বাজাবে বিষণ ঘন বোর রোলে,  
জলে জলময় হবে জিহুবন,  
না রবে তপন-শরীর কিরণ,  
জগত-মণ্ডল কারণ-বারিতে,  
ছিড়িয়া পড়িবে জিলোক সহিতে,  
তখন কোথা এ বিভব রবে?  
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী,  
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে!"  
অতি ক্ষুণ্ণ-মন যত দেবগণ,  
হন ঘন খাস করে বিসর্জন,  
ভাবিয়ে অধীর প্রলয় যবে,  
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী,  
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে!

( চিতেন )

এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে,  
বলিয়া কিম্বদন্তি গাইল সবে,  
জগত-মণ্ডল কারণ-বারিতে  
ছিড়িয়া পড়িবে জিলোক সহিতে,  
তখন কোথা এ বিভব রবে!

( ৭ )

গুণী বিশ্বাবসু সঙ্গীতের পতি,  
বীণা-যন্ত্রে পুনঃ মধুব ভারতী,  
গায়িতে লাগিল প্রেমের গাথা,  
বিলাপ ঘুটিল প্রেম উপজিল,  
রসে ডগমগ তম্বু শিহরিল,  
এক(ই) সূত্রে প্রেম করুণা গীতা!  
মৃদল মৃদল তাজ্ বে তাজ্\*  
মৃদল মৃদল নও বেনও,  
বাজিতে লাগিল মধুর বোলে,  
প্রবণে শীতল যতেক শ্রোতা।  
"সংগ্রামে কি স্থ স্থকলি অস্থ  
দিন-রাত নাই প্রাণ ধুক্ ধুক্,  
মান-মর্যাদা কথা র কথা।  
বোড়া-দড়বড়ি, অসি-স্বন্থনি,  
কাটাকাটি, গোল, তীব-স্বন্থনি,  
কানে লাগে তাল্য করে ঝালাপালা,  
দেহ হয় আলা সমর-প্রোতে;  
গতি অবিরাম নাহিক বিবাম,  
সমরে কি স্থ না বি স্থিতে!  
ত্রিদিন আর দৃষ্টি সংহার  
ক'রে কত ভার সহিবে দেব;  
বামে শচীপতি, হের সুরপতি,  
কর সুখভোগ রাখ বকেতে!"  
বাখানিল যত কিম্বদ-কিম্বদী,  
বাখানিল যত স্বর্গ-বিভাধরী,  
বাখানিল দেবগণ পূলকে।  
রতিপতি-স্বয় হলো সুরপুরে,  
ললিত মধুর বীণার স্বরে;  
সঙ্গীতের জয় হলো জিলোকে।

\* দেবতারাই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং  
লক্ষ্যেই সুর দেবতাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকি  
সম্ভব।

স্বরে জরজর দেহ খর খর,  
হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দর,  
জদয়ে বামারে রাখিতে চায় ;  
নিমেঘে হেরিছে নিমেঘে কিরিছে,  
নিমেঘে নিখাস বহিছে তায় ।  
শেষে পরাজিত অচেতন চিত্ত,  
শতী-বন্ধঃস্থলে ঘুমায়ে বয় ।

( চিতেন )

গায়িল কিম্বর,—“স্বরে জরজর,  
দেব পুরন্দর হলো পরাজর,  
নিমেঘে হেরিছে নিমেঘে কিরিছে,  
নিমেঘে নিখাস বহিছে তায় ।  
শেষে পরাজিত অচেতন-চিত্ত  
শতী-বন্ধঃস্থলে ঘুমায়ে রয় ।”

( ৮ )

“বাজ্ রে বীণা বাজ্ রে আবার,  
ঘন ঘোর রবে বাজ্ এইবার,  
আরো উচ্চতর গভীর স্বরে,  
যাক্ দূরে যাক্ কামের কুহক ;  
মেঘের ডাকে ডাক্ রে পূরে ।

“অহে সুরবাজ্ ছি ছি এ কি লাজ,  
দেখ দেখ আই দহুজ-সমাজ,  
রণসাজ ক’রে আসিছে ফিরে,  
শিরে ফণী বাধা বরে উদ্ধাপাত,  
কর সুরনাথ দহুজ-নিপাত,  
দেখ চরাচর কাঁপিছে ডরে ।  
জলদ-নির্নাশে করে হহকার,  
এ অমরপুরী করে ছারখার ;  
পূরণ আছতি করিতে এবে ।  
কর দম্ব চুর, বজ্র ধর, শূর,  
রাধ হে ব্রহ্মাণ্ড, বাঁচাও দেবে !”  
শুনে বজ্রধর বেগে বজ্র ধরে,  
কড় কড় ধনি গরজে অধরে,  
ভয়ে হিমগিরি টলিল ;  
তখন উল্লাসে, বিচাধরী হেসে,  
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল ।

( চিতেন )

বেগে বজ্রধর গায়িল কিম্বর,  
“কড় কড় নাদে গরজে অধর,  
ভয়ে হিমগিরি টলিল ।  
তখন উল্লাসে বিচাধরী হেসে  
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল ।”

গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ ।



Recd. on... 3.6.82  
R. R. No... 7820  
G. R. No... 28922







